পরিবেশ বিষয়ক বিধানাবলী

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
মোঃ আবুল কালাম আজাদ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য
শাহেদা বেগম
সৈয়দ আহমেদ কবির
মোঃ মাহবুবুর রহমান খান
সাইফুল আশ্রাব
মোঃ শরিফুল হক
মোঃ রুহুল আমীন খান

আইএসবিএন ৯৭৮৯৮৪-৩৫-৯০২৯-৯

কম্পিউটার কম্পোজ
শারমিন আক্তার
মোছাঃ মারিয়া আক্তার

প্রকাশনায় : মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৪
অর্থায়নে : HCFC Phase Out Management (HPMP Stage II)
UNDP Component, Department of Environment

মুখবন্ধ

পরিবেশ অধিদপ্তর দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রতিবেশগত মানোন্নয়ণে দায়িত্ব পালন করে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সকল আইন, বিধি, নীতি ও পলিসির যথাযথ বাস্তবায়ন। "পরিবেশ বিষয়ক বিধানাবলী" নামে যে পুস্তকটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সময় সময় যে সকল আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপন জারি করেছে তা সমন্বিতভাবে এ পুস্তকে প্রকাশ করা হলো। পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট এ সকল বিধানাবলীর যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অংশীজনদের আইন সম্পর্কে অবহিত করা। পুস্তকটি পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মাঝে পরিবেশ বিষয়ক বিধি-বিধান সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করতে সক্ষম হবে। এটা পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম সহজ ভাবে সম্পাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। এ প্রেক্ষাপটে "পরিবেশ বিষয়ক বিধানাবলী" পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য আইন, বিধিমালা ও এতদসংক্রান্ত সরকারি আদেশাবলীর সমন্বয়ে পরিবেশ আইন সংকলন নামে পুস্তক ২০০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সময়ের প্রয়োজনে সরকার অনেক নতুন নতুন আইন, বিধি ও আদেশাবলী জারি করে এবং অনেক বিধি-বিধান রহিতও করে। ফলে এ সকল দিক বিবেচনা করে নতুন আঙ্গিকে নতুন নামে একটি পুস্তক প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। সময়ের প্রয়োজনে অবশেষে দেরীতে হলেও পুস্তকটি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হওয়ায় প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও'র কর্মকর্তদের কাছে পুস্তকটি আরো অধিক সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়। পুস্তকটি পরিবেশ সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রয়োগ ও প্রতিপালনে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে পাশাপাশি প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ সার্থক হবে। আমি এ উদ্যোগের অধিক সফলতা এবং পুস্তকের বহুল ব্যবহার কামনা করছি।

ড. আবদুল হামিদ
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
পরিবেশ অধিদপ্তর

ভূমিকা

পরিবেশ সংরক্ষণ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার কাজ। জনগণের জন্য দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের দায়িত্ব অনেকগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার জনগণের নির্মল পরিবেশ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময় সময় নতুন আইন, বিধিমালা ও আদেশাবলী জারি করে এবং বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও আদেশাবলী সংশোধন করে। "পরিবেশ বিষয়ক বিধানাবলী" নামে প্রকাশিত পুস্তকে পরিবেশ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধিমালা ও আদেশাবলী শেণীবদ্ধভাবে সন্নিবেশন করা হয়েছে। ফলে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ আইন প্রয়োগের সাথে সংশ্লিষ্টদের আইন প্রয়োগপূর্বক পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর **পরিবেশ আইন সংকল** নামে অনুরূপ একটি পুস্তক ২০০২ সালে প্রকাশ করে যা পরবর্তীতে ২০১৯ সালে সংস্করণও করে। ইতোমধ্যে পরিবেশ বিষয়ক আইন ও বিধিমালাসমূহের ব্যাপক পরিবর্তন হয় ফলে পুস্তকটি নতুন করে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কাজেই নতুন ভাবে জারিকৃত ও সংশোধিত পরিবেশ বিষয়ক আইন, বিধি ও সরকারি আদেশসমূহকে একত্রিত করে 'পরিবেশ বিষয়ক বিধানাবলী' নামে নতুন পুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ অঙ্গাঅঙ্গিক ভাবে জড়িত। শিল্পায়ন মানুষের জীবন যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করতে সক্ষম হলেও এর কারণে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের জীবনকে করে আরো দূর্বিসহ। তাই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সৃষ্ট পানিদূষণ, বায়দূষণ, শব্দদূষণ ও জীববৈচিত্র বিনষ্টসহ অন্যান্য দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক উন্নয়ন কার্যক্রমকে অধিক অর্থবহ করতে হবে। আর উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকরি বেসরকারি সংস্থাকে দূষণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের কাজটি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের পরিবেশ বিষয়ক আইন, বিধি ও সরকারি আদেশসমূহের সাথে পরিচিত থাকা প্রয়োজন। পুস্তকটি সে প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

পুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদের নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্য ও কম্পিউটার কম্পোজের সঙ্গে কর্মচারি যাদের তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া পুস্তকটি প্রণয়ন সম্ভব ছিলনা।

পুস্তকটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্ব করা হয়েছে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তকে হয়তো আরো কিছু ত্রুটি ও অপূর্ণতা রয়েছে। পুস্তকটির ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করা কিংবা মানোন্নয়নের বিষয়ে কোনো পরামর্শ প্রদান করা হলে আমরা কৃতজ্ঞ হব। আপনাদের সকল পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে পুস্তকটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করা হবে, ইনশাল্লাহ্।

মো: আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

সূচি

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	৩
২.	ভূমিকা	৫
৩.	বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭	৯-২৮
৪.	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	২৯-৪২
৫.	পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০	৪৩-৫২
৬.	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	৫৩-৭৯
৭.	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩	৮০-১৬০
৮.	বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২	১৬১-১৯০
৯.	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১	১৯১-২১৫
১০.	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১	২১৬-২৪১
১১.	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬	২৪২-২৫২
১২.	বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২	২৫৩-২৫৬
১৩.	বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১	২৫৭-৩২৮
১৪.	চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮	৩২৯-৩৪৯
১৫.	শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬	৩৫০-৩৫৮
১৬.	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য(নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪	৩৫৯-৩৮৭
১৭.	পরিবেশ বিষয়ক সরকারি আদেশ ও সার্কুলার	৩৮৮-৪৯৫
১৮.	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯	৪৯৬-৫০৪
১৯.	ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮	৫০৫-৫১১
২০.	ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০	৫১২-৫২১
২১.	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০	৫২২-৫২৮
২২.	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১	৫২৯-৫৪২
২৩.	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬	৫৪৩-৫৫৬
২৪.	ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮	৫৫৭-৬৭০
২৫.	বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪	৬৭১-৭২১
২৬.	Abbreviation	৭২২

বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭

(২০১৭ সনের ২ নং আইন)

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত]

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার হইতে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করিবার নিমিত্ত প্রণীত আইন

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশের ১৮ক অনুচ্ছেদে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে;

যেহেতু বাংলাদেশ জাতিসংঘের জীববৈচিত্র্য সনদ (Convention on Biological Diversity) এর পক্ষ হিসাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার উপাদানসমূহের টেকসই ব্যবহার, জীবসম্পদ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ব্যবহার হইতে প্রাপ্ত সুফলের সুষ্ঠু ও ন্যায্য হিস্যা বণ্টন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ;

যেহেতু বাংলাদেশ জীবসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সহিত সম্পর্কিত প্রথাগত জ্ঞানে সমৃদ্ধ; এবং

যেহেতু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ -

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন :

(১) এই আইন বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে। (এস, আর, ও নং ৩৩৪-আইন/২০১৭, তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০১৭ ইং দ্বারা ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।)

২। সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অনিবাসী" বলিতে Income Tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984) এর section 2(42) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী non-resident-কে বুঝাইবে;

(২) "ইউনিয়ন কমিটি" অর্থ ধারা ২৫ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(৩) "উপজেলা কমিটি" অর্থ ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত উপজেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(৪) "কমিটি" অর্থ, ক্ষেত্রমত, জাতীয় কমিটি, কারিগরি কমিটি, সিটি কর্পোরেশন কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি, পৌরসভা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি, দল, সমিতি বা উপ-কমিটি;

(৫) "কালটিভার" অর্থ এমন প্রকারের উদ্ভিদ, যাহার বিবর্তন হইয়াছে এবং চাষাবাদের মাধ্যমে টিকিয়া আছে, এবং চাষাবাদের প্রয়োজনে যাহাদের বংশ বৃদ্ধি করা হইতেছে;

(৬) "কারিগরি কমিটি" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি;

(৭) "গবেষণা" অর্থ জীবসম্পদের উপর সমীক্ষা বা পদ্ধতিগত অনুসন্ধান অথবা জীবের বা উহার উপজাতের বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার উপর গবেষণা;

(৮) "জাতীয় কমিটি" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি;

(৯) "জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা" অর্থ ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা;

(১০) "জেলা কমিটি" অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন গঠিত জেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(১১) "জীববৈচিত্র্য" অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (Species Diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (Genetic Diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (Ecosystem Diversity) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) “জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান” অর্থ ধারা ৩২ এর অধীন জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষিত কোনো এলাকা;

(১৩) “জীবসম্পদ” অর্থ উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীব বা উহাদের অংশবিশেষ, বংশগত উপাদান ও উপজাতের (মূল সংযোজিত পণ্য বা উপকরণ ব্যতীত) অন্তর্গত কৌলিসম্পদ (Genetic Resources) অথবা কোনো প্রতিবেশ ব্যবস্থার অন্তর্গত এইরূপ কোনো জীবজ উপাদান (Biotic Component), মানুষের নিকট যাহার প্রকৃত বা সম্ভাব্য ব্যবহার বা ব্যবহারিক মূল্য রহিয়াছে, তবে মানব জীন উপাদান উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১৪) “জীব-সমীক্ষা” বা “জীব-ব্যবহার” অর্থ কোনো উদ্দেশ্যে প্রজাতি ও উপ-প্রজাতি নির্বিশেষে জীবসম্পদের যে কোনো উপাদান, নির্যাস, কৌলিগত বৈশিষ্ট্য বা কোষ-কলার বৈশিষ্ট্য সংগ্রহ, নিরূপণ বা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্য;

(১৫) “টেকসই ব্যবহার” অর্থ জীববৈচিত্র্যের উপাদানসমূহের এইরূপ ব্যবহার পদ্ধতি, যাহা বা যে সকল কার্যক্রম জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়া থাকিবার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার হুমকি সৃষ্টি না করিয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

(১৬) “তহবিল” অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন গঠিত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল;

(১৭) “ন্যায্য হিস্যা বণ্টন” অর্থ ধারা ৩০ এর বিধান অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য সম্পদের সুফলের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন;

(১৮) “পৌরসভা কমিটি” অর্থ ধারা ২২ এর অধীন গঠিত পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি;

(১৯) “বাণিজ্যিক ব্যবহার” অর্থ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে জীবসম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য তৈরি বা উৎপাদন যেমনঃ ঔষধ, শিল্পে ব্যবহার্য এনজাইম, খাদ্যের সুগন্ধি, মানবদেহে ব্যবহার্য সুগন্ধি ও প্রসাধনী, রং, ইমালসিফাইয়ার, ওলিওরেজিন্স, প্রভৃতিসহ অণুজীব, শস্য, মৎস্য এবং প্রাণিসম্পদের কৌলিগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অন্য জীব হইতে নির্যাস বা জিন সংগ্রহ করা;

(২০) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(২১) “বিপন্ন প্রজাতি” অর্থ সেই সকল জীবসম্পদ বা উহাদের প্রজাতি বা উপ-প্রজাতি, যাহা মহাবিপন্ন নয় কিন্তু অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃতি হইতে বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে;

(২২) “ব্যক্তি” অর্থে যে কোনো ধরনের কোম্পানি, সংঘ, সমিতি, অংশীদারি কারবার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাসহ উহাদের প্রতিনিধিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৩) “ল্যান্ড রেইস” অর্থ আদিম কালটিভার, যাহা প্রাচীনকাল হইতে কৃষক ও তাহাদের বংশধরদের দ্বারা বন্য অবস্থা হইতে মাঠে প্রসার লাভ হইতেছে;

(২৪) “সিটি কর্পোরেশন কমিটি” অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি; এবং

(২৫) “সংস্থা” অর্থে যে কোনো ধরনের কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার বা একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমন্বয়ে গঠিত সংঘ, সমিতি, সংগঠন বা সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। আইনের প্রাধান্য : আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ, আবেদন অনুমোদন ও প্রত্যাখান

৪। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তরে বিধি-নিষেধ। -

জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত-

(ক) বাংলাদেশের অনিবাসী কোনো নাগরিক ;

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন কোনো ব্যক্তি;

(গ) বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন বাংলাদেশে নিবন্ধিত নহে এমন কোনো সংস্থা-

(অ) কোনো জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ বা তদ্‌বিষয়ক প্রথাগত জ্ঞান (traditional knowledge) সংগ্রহ করিতে বা অধিকারে লইতে পারিবেন না; অথবা

(আ) জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, জীব-সমীক্ষা, জীব-ব্যবহার বা জীব-পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা বা এতদ্বিষয়ক কোনো গবেষণা করিতে পারিবেন না; অথবা

(ই) জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদের আহরণ সংশ্লিষ্ট কোনো কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না; অথবা

(ঈ) এর নিকট অন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ হইতে গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তর বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

৫। গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ। -

সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী কোনো গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, উহা কোনো সেমিনার বা কর্মশালায় উপস্থাপন বা প্রচার করা যাইবে এবং উহাতে প্রাপ্ত ফলাফল বা মতামত জাতীয় কমিটি উহার কার্যাবলী সম্পাদনকালে বিবেচনায় লইতে পারিবে

৬। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য আবেদনে বিধি-নিষেধ।-

(১) কোনো ব্যক্তি, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোনো জীবসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোনো কিছুর মেধাস্বত্ব (Intelectual Property) অধিকারের জন্য বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে আবেদন করিতে পারিবেন না।

(২) জাতীয় কমিটি, মেধাস্বত্ব অধিকারের আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বেনিফিট শেয়ারিং ফি বা রয়্যালটি বা উভয় অথবা উক্ত অধিকারের বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত আর্থিক লভ্যাংশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করাসহ প্রয়োজনীয় শর্তাদি, আরোপ করিতে পারিবে।

৭। আবেদন অনুমোদন, প্রত্যাখ্যান, ইত্যাদি।-

(১) এই আইনের ধারা ৪ ও ৬ এর অধীন যে কোনো বিষয়ে জাতীয় কমিটির অনুমোদন লাভের নিমিত্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফি প্রদানপূর্বক, আবেদন করিতে হইবে।

(২) জাতীয় কমিটি, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্ত হইলে উহা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যাচাই-বাছাইপূর্বক, অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে; তবে, জাতীয় কমিটি প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কারিগরি কমিটি বা অন্য কোন সরকারি দপ্তর বা সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রাপ্ত প্রত্যেক আবেদন, উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তিকরত, ক্ষেত্রমত, উহা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়, সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ধারা ৪৮ এর অধীন পুনর্বিবেচনার (Review) জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) কোনো কমিটির আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রভুক্ত জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, ইত্যাদি ব্যবহারের নিমিত্ত অধিকারে লওয়া বিষয়ক কোনো আবেদনপত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটিকে সংশ্লিষ্ট কমিটি বা কমিটিসমূহের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে।

(৬) জাতীয় কমিটি, এই ধারার অধীন কোনো আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সুনির্দিষ্ট শর্ত এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফি বা রয়্যালটি আরোপ করিতে পারিবে।

(৭) জাতীয় কমিটি, এই ধারার অধীন কোনো আবেদন অনুমোদন করিলে, বিষয়টি জনগণকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কমিটি গঠন ও কার্যাবলী

৮। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে "জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন; তবে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী সকলেই বিদ্যমান থাকিলে মন্ত্রী সভাপতি, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্য দুইজন বা একজন সহ-সভাপতিও হইবেন;

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব;

(গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) নিম্নবর্ণিত অধিদপ্তর বা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান -

(অ) বন অধিদপ্তর;

(আ) জাতীয় জীবপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান;

(ই) বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম;

(ঈ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(উ) বিজ্ঞান এবং শিল্প গবেষণা পরিষদ;

(ঊ) বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান;

(এ) বন গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(ঢ) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ণ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য বিষয়ে অভিজ্ঞ যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৯। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, জাতীয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর জাতীয় কমিটির কমপক্ষে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) জাতীয় কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সহ-সভাপতি ও সদস্যগণের মধ্যে যিনি শীর্ষে অবস্থান করিবেন তিনি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৫) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) শুধু কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে জাতীয় কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তদ্‌সম্পর্কে আদালত বা অন্য কোথাও কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৮) জাতীয় কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত বিষয়ের এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিতে পারিবে অথবা তাহাদিগকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা তাহাদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির কার্যাবলী।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত কোনো আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(খ) জেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারের সমন্বয়ে, পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে, জাতীয় জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(গ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন;

(ঘ) জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বসম্পন্ন এলাকা চিহ্নিত করা এবং উক্ত এলাকাকে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষণার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(চ) কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ছ) জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত এলাকার ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের নির্দেশিকা প্রস্তুত করিতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, স্বীকৃতি প্রদান এবং উক্ত জ্ঞান সংরক্ষণ করিবার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঝ) বিভিন্ন শ্রেণির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকল্পে যথাযথ সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মনোনীত বা দায়িত্ব প্রদান করিবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) সাধারণত নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিপণন করা হইয়া থাকে এইরূপ কোনো জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষেত্রে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ট) কমিটিসমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারক এবং, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, উহাদিগকে দিক্-নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঠ) এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা।

১১। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি গঠন, ইত্যাদি। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কোনো বিষয় কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকাভুক্ত থাকিলে, উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ "জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করিবে।

(২) কারিগরি কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকার সহিত সম্পর্কিত, জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের, একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি;

(গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত উহার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অন্যূন সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(৩) কারিগরি কমিটি স্বয়ং উহার সভার কার্যপদ্ধতিসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ করিবে।

১২। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির কার্যাবলী। - জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যতালিকাভুক্ত জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তদ্‌সম্পর্কিত কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(খ) জাতীয় কমিটির কার্যাবলী বাস্তবায়নে উক্ত কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;

(গ) জাতীয় কমিটি কর্তৃক কোনো আবেদনপত্র প্রেরিত হইলে উহা মূল্যায়নপূর্বক উক্ত কমিটি বরাবর সুপারিশ প্রেরণ; এবং

(ঘ) সরকার বা জাতীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

১৩। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে "সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(গ) বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি;

(ঘ) মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা;

(চ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নগর উন্নয়ন কর্মকর্তা;

(ছ) সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা;

(জ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা;

(ঝ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঞ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;

(ট) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(ঠ) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা কার্যালয়;

(ড) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ঢ) মেয়র কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি; এবং

(ণ) পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট পরিচালক বা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

১৪। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, সিটি কর্পোরেশন কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর সিটি কর্পোরেশন কমিটির কমপক্ষে দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদ্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) সিটি কর্পোরেশন কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১৫। সিটি কর্পোরেশন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- সিটি কর্পোরেশন কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;

(গ) সিটি কর্পোরেশনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(ঘ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্বিষয়ে জাতীয় কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঙ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(চ) ওয়ার্ড জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দল বা সমিতি, যদি থাকে, উহাদের কার্যাবলী তদারক এবং, প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক্ নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) সিটি কর্পোরেশনের জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অনতিবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(জ) সরকার ও জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা।

১৬। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে "জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার;

(গ) জেলার বন বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা;

(ঘ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঙ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(চ) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা;

(ছ) উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়;

(জ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ঝ) উপ-পরিচালক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
(ঞ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ বা সমাজসেবক;
(ট) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;
(ঠ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;
(ড) জেলায় কর্মরত পরিবেশ অধিদপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) জেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) জেলার সংসদ-সদস্যগণ জেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

১৭। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, জেলা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর জেলা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) জেলা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) জেলা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১৮। জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- জেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত উপজেলা জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টারের সমন্বয়ে, জেলার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;
(গ) জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্‌বিষয়ে জাতীয় কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(ঙ) জেলার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(চ) উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ জেলাধীন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী তদারক এবং, প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক্‌ নির্দেশনা প্রদান;
(ছ) জেলার জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অনতিবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(জ) সরকার ও জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করা

১৯। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে "উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি);
(গ) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;
(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;
(ছ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন), যদি থাকে;
(জ) উপজেলার আওতাধীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ;
(ঝ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;
(ঞ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(ট) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;
(ঠ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ড) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা;
(ঢ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা;
(ণ) উপজেলাধীন পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিলর;
(ত) উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ;
(থ) উপজেলার চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
(দ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;
(ধ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;
(ন) উপজেলায় কর্মরত পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা অথবা, তাহার অবর্তমানে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপজেলা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।
(৩) স্থানীয় সংসদ সদস্য উপজেলা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

২০। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।- ১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপজেলা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) প্রতি বৎসর উপজেলা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) উপজেলা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।
(৪) উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমতিক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।
(৫) উপজেলা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।
(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২১। উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী। - উপজেলা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ইউনিয়ন ও পৌরসভার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টারের সমন্বয়ে, উপজেলার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তাকরণ;

(গ) উপজেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(ঘ) উপজেলার জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঙ) উপজেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে, তদ্‌বিষয়ে জেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে অবহতিকরণ এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকরণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধকরণ;

(ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ উপজেলাধীন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্যান্য দল বা সমিতি, যদি থাকে, উহাদের কার্যাবলী তদারক ও পর্যবেক্ষণ এবং, প্রয়োজনে, উহাদিগকে দিক্ নির্দেশনা প্রদান;

(জ) উপজেলায় জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঝ) সরকার, জাতীয় কমিটি ও জেলা কমিটি কর্তৃক সময় সময়, নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করণ।

২২। পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি গঠন। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক পৌরসভায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে "পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) পৌরসভার মেয়র, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(গ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(ঘ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন) এর একজন প্রতিনিধি, যদি থাকে;

(ঙ) পৌরসভার আওতাধীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার একজন প্রতিনিধি;

(চ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ছ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(জ) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঝ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ঞ) পৌরসভার কাউন্সিলরগণ;

(ট) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম ও একজন পুরোহিত বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতা;

(ঠ) উপজেলা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন স্থানীয় সমাজসেবক;

(ড) পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;

(ঢ) পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পৌরসভা কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।
(৩) স্থানীয় সংসদ সদস্য, পৌরসভা কমিটির উপদেষ্টা হইবেন।

২৩। পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, পৌরসভা কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) প্রতি বৎসর পৌরসভা কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) পৌরসভা কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।
(৪) পৌরসভা কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।
(৫) পৌরসভা কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, কোনো ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।
(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।
(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২৪। পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির কার্যাবলী।- পৌরসভা জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা ও তদারক কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) পৌর এলাকার জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;
(খ) নিম্নরূপ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান, যথা:-
(অ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার টেকসই ব্যবহার;
(আ) প্রতিবেশ ব্যবস্থা, কালটিভার ও ল্যান্ড রেইস সংরক্ষণ; এবং
(ই) প্রাণী, দেশিয় মৎস্য প্রজাতি এবং অণুজীবের ডমিস্টিকেটেড স্টক ও ব্রীড সংরক্ষণ; এবং
(ঈ) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞান ডকুমেন্টেশন;
(গ) পৌর এলাকার জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহিতকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকরণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধকরণ;
(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে উপজেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পৌর এলাকায় সাধারণভাবে করণীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
(জ) পৌরসভাধীন জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(ঝ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কারণে পৌর এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;
(ঞ) ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী তদারক এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক্-নির্দেশনা প্রদান;
(ট) পৌরসভাভুক্ত এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঠ) সরকার, জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

২৫। ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন। - (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়নে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে "ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি দলনেতা;

(ঙ) রেঞ্জ কর্মকর্তা (বন) এর একজন প্রতিনিধি, যদি থাকে;

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ;

(ছ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত একজন ভেটেরিনারী ফিল্ড এসিসটেন্ট, যদি থাকে;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমে আগ্রহী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা বা মহাবিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক;

(ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন ইমাম ও একজন পুরোহিত বা অন্য কোনো ধর্মীয় নেতা;

(ঞ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন করিয়া প্রতিনিধি;

(ট) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত, পরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) একজন প্রতিনিধি;

(ঠ) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) ইউনিয়ন কমিটি, প্রয়োজনীয় ও যথাযথ মনে করিলে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার প্রতিনিধিকে উহার সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

২৬। ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, ইত্যাদি।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইউনিয়ন কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি বৎসর ইউনিয়ন কমিটির কমপক্ষে তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, যাহা উক্ত কমিটির সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিটির অন্য কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৪) ইউনিয়ন কমিটির সদস্য-সচিব উক্ত কমিটির সভাপতির পূর্বানুমোদনক্রমে উহার সভা আহবান করিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) ইউনিয়ন কমিটি, প্রয়োজনে, কোনো বিশেষ বিষয়ে উহাকে সহায়তার জন্য, কোনো ব্যক্তিকে উহার সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৬) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৭) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

২৭। ইউনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাবলী।- উনিয়ন জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) ইউনিয়নের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) নিম্নরূপ বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান, যথা:

(অ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উহার টেকসই ব্যবহার;

(আ) প্রতিবেশ ব্যবস্থা, কালটিভার ও ল্যান্ড রেইস সংরক্ষণ;

(ই) প্রাণী, দেশিয় মৎস্য প্রজাতি এবং অণুজীবের ডমিস্টিকেটেড স্টক ও ব্রীড সংরক্ষণ; এবং
(ঈ) জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত জ্ঞান ডকুমেন্টেশন;
(গ) ইউনিয়নের জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;
(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও উহার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে এলাকাবাসীদের অবহতিকরণ ও উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহায়তাকরণে তাহাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
(চ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে উপজেলা কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;
(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইউনিয়নে সাধারণভাবে করণীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি;
(জ) ইউনিয়নের এলাকাধীন জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ এলাকাসমূহ, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন;
(ঝ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কারণে ইউনিয়নে কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;
(ঞ) ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির, যদি থাকে, কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক্-নির্দেশনা প্রদান;
(ট) ইউনিয়নভুক্ত এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রূপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং
(ঠ) সরকার, জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়
জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল, সমিতি ও উপ-কমিটি গঠন, ইত্যাদি

২৮। তৃণমূল পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল বা সমিতি গঠন, ইত্যাদি।- (১) সিটি কর্পোরেশন কমিটি, পৌরসভা কমিটি ও ইউনিয়ন কমিটি তৃণমূল পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার নিরিখে, প্রতিবেশের উন্নয়নে সক্ষম ও আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গ্রাম, অঞ্চল, পেশা বা সম্প্রদায়ভিত্তিক জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনা দল বা সমিতি গঠন করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির কার্যক্রম সমবায় সমিতি হিসাবে পরিচালনা করা যাইবে এবং তজ্জন্য উহাকে, সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির সদস্যদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে তাহাদের অনুকূলে তহবিল হইতে ক্ষুদ্র মূলধন অনুদান হিসাবে বরাদ্দ করা যাইবে এবং উক্ত অনুদানের অর্থ কিরূপে ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করা হইবে তদবিষয়ে জাতীয় কমিটি, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।
(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সমিতি উহার সদস্যদের অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি হইতে বৎসরান্তে অর্জিত মুনাফার অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ পুনরায় বিনিয়োগ করিতে অথবা নিজেদের মধ্যে বন্টন করিতে পারিবে।
(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির গঠন পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত দল বা সমিতির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা: -
(ক) সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক রেজিস্টার প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের অবক্ষয়ের পরিণাম সম্পর্কে এলাকাবাসীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) জীববৈচিত্র্য সংশ্লিষ্ট সংকট উত্তরণে জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনার উপকারিতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জনগণকে অবহতিকরণ এবং উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণে উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঘ) জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হইলে সেই বিষয়ে, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন কমিটি বা পৌরসভা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি সমীপে সুপারিশ প্রেরণ;

(ঙ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলের জনগণের সাধারণভাবে করণীয় ও করণীয় নয় এইরূপ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(চ) সংশ্লিষ্ট এলাকা, সময় সময়, সরেজমিন পরিদর্শন এবং জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ছ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা অঞ্চলে কোনো কর্ম নিষিদ্ধকরণের ফলে জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া এলাকাবাসীর জীবিকার্জনের বিকল্প উপায় উদ্ভাবন;

(জ) এলাকায় পরিবেশের ক্ষতিসাধনকারী কোনো কাজ যাহাতে কেহ না করিতে পারে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তদ্রুপ কাজ কেহ করিলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে অবিলম্বে উহা বন্ধকরণের লক্ষ্যে যথাযথ প্রশাসনিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(ঝ) সরকার, জাতীয় কমিটি, সিটি কর্পোরেশন কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি ও পৌরসভা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্যাদি।

২৯। উপ-কমিটি গঠন, ইত্যাদি।- সিটি কর্পোরেশন কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি ও পৌরসভা কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে উহাকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপ-কমিটি গঠন ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
কৌলি বা জীবসম্পদের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন

৩০। কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন।- (১) জাতীয় কমিটি, এই আইনের অধীন কোনো আবেদন অনুমোদনের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কৌলিসম্পদ বা জীবসম্পদ হইতে প্রাপ্ত সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টন নিশ্চিত করিবে, যথা:-

(ক) আবেদনকারী কর্তৃক জীবসম্পদ, কৌলিসম্পদ বা উহাদের উপজাত দ্রব্যাদি অথবা তদ্‌সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবন এবং উক্তরূপ সম্পদ ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান অধিকারে লইবার বা ব্যবহারের বিষয়ে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সম্পদের আইনসঙ্গত দাবিদারগণকে প্রাক-অবহিতকরণের মাধ্যমে তাহাদের সম্মত শর্তাধীনে;

(খ) দাবিদার সুনির্দিষ্ট থাকিলে তাহার অনুকূলে মেধাসম্পদের মালিকানা মঞ্জুর করা, অন্যথায় যৌথভাবে মেধাসম্পদের মালিকানা মঞ্জুর;

(গ) স্থানীয় সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সুফলভোগীদের অনুকূলে জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রযুক্তির হস্তান্তর নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) উৎপাদন, গবেষণা বা প্রকল্পের বিষয় যেন সুফলের দাবিদারগণের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয় তাহা নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) জীবসম্পদের উন্নয়ন, জীব-সমীক্ষা বা জীব-ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী বা তাহাদের সংগঠন এবং সুফলের দাবিদার ও স্থানীয় সম্প্রদায়কে সম্পৃক্তকরণ; এবং

(চ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী, জ্ঞানধারণকারী এবং উদ্ভাবনকারীদেরকে, জাতীয় কমিটির বিবেচনা অনুযায়ী, আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো সুবিধা প্রদান।

(২) সুফলের ন্যায্য হিস্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি আবেদনকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো অর্থ আদায়ের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণা ও জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি

৩১। জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি।- (১) জীবসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে সরকার জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং, সময় সময়, হালনাগাদ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ ও পর্যবেক্ষণ;

(খ) ইন-সিটু (In-Situ) এবং এক্স-সিটু (Ex-Situ) সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও নিয়মাবলী; এবং

(গ) জীববৈচিত্র্য বিষয়ে গবেষণামূলক ও শিক্ষা-সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

(৩) জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ কোনো এলাকায় উক্ত সম্পদের অতিরিক্ত আহরণ, অপব্যবহার বা অবহেলার ফলে উক্ত সম্পদ অবক্ষয় বা অবলুপ্তির দিকে যাইতেছে মর্মে সরকারের নিকট যুক্তিসঙ্গত ও সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ থাকিলে, সরকার উক্তরূপ অবক্ষয় বা অবলুপ্তি রোধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৪) জীবসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকার উহার পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৫) কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে কোনো এলাকার জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে উক্ত ক্ষতি হ্রাস বা পরিহারের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত এলাকার জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করিয়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ বা আগাম অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে হইবে।

(৬) সরকার স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীববৈচিত্র্য বিষয়ক প্রচলিত জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান ও সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

(ক) "ইন-সিটু (In-Situ) সংরক্ষণ" অর্থ বাস্তুসংস্থান ও প্রাকৃতিক আবাসভূমির সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী প্রজাতির রক্ষণাবেক্ষণ, যাহাতে উক্ত প্রজাতি টিকিয়া থাকিবার সক্ষমতা অর্জন করিতে পারে এবং গৃহপালিত বা আবাদকৃত প্রজাতির ক্ষেত্রে যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ বা প্রাণী উহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে, উহাকে সেই পরিবেশের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ করা বা ফিরাইয়া আনা; এবং

(খ) "এক্স-সিটু (Ex-Situ) সংরক্ষণ" অর্থ জীববৈচিত্র্য সম্পদ বা উহার অংশবিশেষকে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক আবাসস্থল হইতে অন্যত্র সংরক্ষণ করা।

৩২। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণা, ইত্যাদি।- (১) সরকার কোনো স্থান বা এলাকার জীববৈচিত্রের ঐতিহ্যগত গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উক্ত স্থান বা এলাকাকে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষণার পূর্বে স্থানীয় জনগণ ও কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো ঘোষণার কারণে কোনো স্থান বা এলাকার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাহাদিগকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান বা পুনর্বাসনের লক্ষ্যে, সরকার বিশেষ প্রকল্প (project) বা পরিকল্প (scheme) গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) সরকার জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থানের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৩। বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি।- (১) বিদ্যমান অন্য কোনো আইনের বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দেশের কোনো জীবসম্পদ বা উহাদের কোনো প্রজাতিকে বিপন্ন প্রজাতি হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত বিপন্ন প্রজাতির আহরণ বন্ধ ও উহাদের যথাযথ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যাহা -

(ক) বিপন্ন প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে;

(খ) সঙ্কটাপন্ন বা বিপন্ন বাস্তুসংস্থানিক সম্প্রদায়ের (ecological community) প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে; অথবা

(গ) রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমি ঘোষিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বিধি দ্বারা বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যের তালিকা নির্ধারণ করিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় -

(ক) “প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্য” অর্থ রামসার কনভেনশনে উল্লিখিত ecological character; এবং

(খ) “রামসার কনভেনশন” অর্থ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের রামসারে গৃহীত Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat ।

৩৪। জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত সম্পদ সংরক্ষণে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান।- (১) সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণির জীববৈচিত্র্য সম্পদ সংরক্ষণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ জীববৈচিত্র্য সম্পদ সংগ্রহ এবং নমুনা প্রজাতির নিরাপদ হেফাজতে সংরক্ষণ করিবে।

(৩) কোনো জীবসম্পদের নূতন কোনো প্রজাতি আবিষ্কৃত হইলে সংশ্লিষ্ট আবিষ্কারক উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিকে উহা অবহিত করিবেন এবং আবিষ্কৃত প্রজাতির একটি নমুনা সংরক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবেন।

৩৫। সুনির্দিষ্ট জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান।- এই আইনের অন্যান্য ধারায় ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, স্বাভাবিকভাবে নিত্য-প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য হিসাবে বিপণন করা হইয়া থাকে এইরূপ কোনো জীবসম্পদকে এই আইনের আওতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
তহবিল গঠন, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা এবং বার্ষিক প্রতিবেদন

৩৬। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল গঠন, ইত্যাদি।- (১) সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইহার টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে “জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিল” নামে একটি তহবিল গঠন করিবে।

(২) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ ।

(৩) তহবিলের অর্থ জাতীয় কমিটির নামে কোনো রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী তহবিল পরিচালনা করা যাইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে, যথা: -

(ক) জীববৈচিত্র্য সম্পদে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থানের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ;

(খ) জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান ঘোষণার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান বা পুনর্বাসন;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ।

(৫) জাতীয় কমিটি, জীববৈচিত্র্য বিষয়ক কমিটিসমূহের চাহিদার আলোকে, সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করিতে পারিবে।

(৬) জাতীয় কমিটি, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন কমিটি বা পৌরসভা কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত, দল বা সমিতিকে তহবিল হইতে ক্ষুদ্র মুলধন অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

৩৭। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) জাতীয় কমিটি যথাযথভাবে তহবিলের হিসাব রক্ষণ এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত "চার্টার্ড একাউন্টেন্ট" দ্বারা তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) বা (৩) এর বিধান অনুসারে হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তদ্‌কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কমিটির সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কমিটির যে কোনো সদস্য বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৩৮। বার্ষিক প্রতিবেদন।- জাতীয় কমিটি, প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে উক্ত কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উহার একটি কপি সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

অষ্টম অধ্যায়
অপরাধ, তদন্ত, বিচার ও দণ্ড

৩৯। পূর্বানুমোদন ব্যতীত জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তরের দণ্ড।- যদি ধারা ৪ এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন কোনো জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ বা তদ্বিষয়ক দেশিয় জ্ঞান সংগ্রহ করেন বা অধিকারে নেন অথবা উহাদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, জীব-সমীক্ষা বা জীব-পরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন, উহাদের আহরণ কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হন অথবা বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য বা জীবসম্পদ হইতে গবেষণালব্ধ ফলাফল হস্তান্তর বা প্রদান করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; তবে, জীববৈচিত্র্যের উপর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০ (দশ) লক্ষ টাকার অধিক হইলে অর্থদণ্ডের পরিমাণ সে মোতাবেক বর্ধিত হইবে।

৪০। অনুমোদন ব্যতীত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য আবেদনের দণ্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি, জাতীয় কমিটির পূর্বানুমোদন ব্যতীত, বাংলাদেশের জীবসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত কোনো কিছুর মেধাস্বত্ব

(Intelectual Property) অধিকারের জন্য বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের বাহিরে আবেদন করেন, তাহা হইলে এই আইনের অধীন তাহার উক্তরূপ কর্ম হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪১। বিপন্ন প্রাণী বা জীবসম্পদের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণের দণ্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি এইরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন, যাহা-

(ক) বিপন্ন প্রজাতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে;

(খ) সঙ্কটাপন্ন বা বিপন্ন বাস্তুসংস্থানিক সম্প্রদায়ের (ecological community) প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে; অথবা

(গ) রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভূমি ঘোষিত এলাকার পরিবেশ ও প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ফেলিতে পারে,

তাহা হইলে এই আইনের অধীন তাহার উক্তরূপ কর্ম হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪২।সরকার বা কোনো কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করিবার দণ্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি সরকার বা কোনো কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন বা অমান্য করেন যাহার জন্য এই আইনে পৃথকভাবে শাস্তির বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে উক্তরূপ নির্দেশনা বা আদেশ লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং দ্বিতীয়বার বা পরবর্তীতে একই অপরাধ সংঘটনের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ।

৪৩। অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষ যোগ্যতা।- ধারা ৪২ এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ অআমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও ক্ষতিপূরণ সাপেক্ষে আপোষযোগ্য হইবে এবং উক্ত ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারার অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, অজামিনযোগ্য ও অআপোষযোগ্য হইবে।

৪৪। মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের দণ্ড।- এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় আদালত শুনানী ও বিচারান্তে যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস প্রদান করে এবং আদালত তাহার রায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক, তাহা হইলে মামলা দায়েরকারী ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৫। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি।- কোনো আদালত এই আইনের অধীন কৃত কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না, যদি না-

(ক) সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা মামলা দায়ের করেন; বা

(খ) কোনো প্রত্যক্ষ সুফল প্রত্যাশি ব্যক্তি (benefit claimer) মামলা দায়ের করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সংঘটনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে মামলা করিবার অভিপ্রায়ে সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবর নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৪৬। ফৌজদারি কার্যবিধি (Act No. V of 1898) এর প্রয়োগ।- এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে কোনো অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপিল ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। সংস্থা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- কোনো সংস্থা কর্তৃক এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে বা কোনো বিধান লঙ্ঘিত হইলে উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘনের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে উক্ত সংস্থার এমন প্রত্যেক পরিচালক, নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোনো কর্মকর্তা, কর্মচারী বা প্রতিনিধি, যে নামেই অভিহিত হউক, উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত

অপরাধ বা লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ বা লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় "পরিচালক" অর্থে অংশীদারসহ পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৪৮। পুনর্বিবেচনা।- (১) এই আইনের অধীন জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য উক্ত কমিটির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন দাখিলকৃত আবেদন উহা দাখিলের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদনের উপর জাতীয় কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৫০। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই আইনের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা বা অসুবিধা দূর করিতে পারিবে।

৫১। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন)

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত যা ০১/২০১৯ নং আইন দ্বারা সংশোধীত]

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে কতিপয় সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "অনুসন্ধান কমিটি" অর্থ ধারা ১২ এর অধীন গঠিত কোন কমিটি;

(খ) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ;

(গ) "অনুসন্ধান" অর্থে পরিবেশ আদালত আইন বা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন পরিচালিত অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্ত উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

[১](ঘ) [***]

[২](ঙ) "ইট" অর্থ বালি,মাটি বা অন্যকোন উপকরণ দ্বারা ইটভাটায় পোড়াইয়া প্রস্তুতকৃত কোন নির্মাণ সামগ্রী;

(চ) "ইট প্রস্তুত" অর্থ এমন কোন প্রক্রিয়া যাহার মাধ্যমে ইটভাটায় কায়িক বা যান্ত্রিক বা উভয় উপায়ে ইটের মাটি সংগ্রহ হইতে শুরু করিয়া কাঁচা ইট তৈরি ও পোড়ানো হয়;

[৩](ছ) "ইটভাটা" অর্থ উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন, জ্বালানী সাশ্রয়ী এবং বায়ুদূষণকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে নির্ধারিত মানমাত্রায় রাখিতে সক্ষম এমন কোন স্থান বা অবকাঠামো যেখানে ইট প্রস্তুত করা হয়;

(জ) "ইটভাটা স্থাপন" অর্থ এমন কোন কর্মকাণ্ড যাহার মাধ্যমে ইট প্রস্তুতের জন্য স্থান নির্বাচন ও অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়, তবে ইট প্রস্তুতকরণ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঝ) "কৃষি জমি" অর্থ এমন কোন জমি যাহা বৎসরে একাধিকবার কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়;

(ঞ) "ছাড়পত্র" অর্থ এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বা তদধীন প্রণীত কোন বিধির অধীন ইস্যুকৃত কোন ছাড়পত্র;

[৪](ঞঞ) "ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick) " অর্থ যে সকল ইটে প্রযুক্তি ব্যবহারক্রমে একাধিক ছিদ্র (hole) রাখা হয়;

(ট) "জ্বালানি" অর্থ ইটভাটায় ইট পোড়ানোর জন্য ব্যবহার্য কঠিন, তরল বা বায়বীয় কোন পদার্থ;

(ঠ) "জ্বালানী কাঠ" অর্থ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার্য যে কোন কাঠ, এবং বাঁশের মোথা বা খেঁজুর গাছও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[৫](ঠঠ) তপসিল অর্থ এই আইনের তপসিল;

---

[১] দফা ঘ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা ক ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] দফা ঙ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা খ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা ছ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা গ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] দফা ঞঞ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা ঘ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] দফা ঠঠ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা ঙ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(ঢ) "নিষিদ্ধ এলাকা" অর্থ ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন এলাকা;

(ণ) "পরিবেশ আদালত আইন" অর্থ পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৬ নং আইন);

(ত) "পরিবেশ সংরক্ষণ আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(থ) "পাহাড়" বা "টিলা" অর্থ এমন কোন ভূমি যাহা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি হইতে উঁচু, এবং যাহা মাটি, পাথর, মাটি ও পাথর, মাটি ও কাঁকড়, বা অনুরূপ কোন কঠিন পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত, এবং যাহা সরকারি রেকর্ডপত্রে পাহাড় বা টিলা হিসাবে চিহ্নিত;

(দ) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ধ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(ন) "ব্যক্তি" অর্থে, নিগমিত হউক বা না হইক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি বা অংশীদারি কারবার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[১](নন) "ব্লক" অর্থ বালি, সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ বা মাটি ব্যতিত অন্যকোন উপাদান, না পোড়াইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুতকৃত নির্মাণ সামগ্রী;

[২](প) [***] ;

(ফ) "মোবাইল কোর্ট আইন" অর্থ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন); এবং

(ব) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত কোন লাইসেন্স।

৩। **এই আইনের প্রাধান্য।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

[৩]৪। **লাইসেন্স ব্যতীত ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত করিতে পারিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্লক প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে এইরূপ লাইসেন্স এর প্রয়োজন হইবে না।

[৪]৪ক। **ইটভাটা ব্যতিত ইট প্রস্তুত নিষিদ্ধ।**- ইট প্রস্তুতের জন্য এই আইনে সংজ্ঞায়িত ইটভাটা ব্যতিত অন্য কোনোরূপ ইটভাটা পরিচালনা কিংবা চালু করা যাইবে না।

৫। **মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসকরণ।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

[৫](২) জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাওর বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটিতে বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ইটভাটার লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত ইটভাটার মালিক কর্তৃক ইট প্রস্তুতের মাটির উৎস উল্লেখপূর্বক হলফনামা দাখিল করিতে হইবে।

---

[১] দফা নন আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা চ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা প আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ২ এর দফা ছ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] ধারা ৪ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] ধারা ৪ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] উপ-ধারা ২ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৫ এর দফা ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১](৩) ইটের কাঁচামাল হিসাবে মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ইটভাটায় উৎপাদিত ইটের একটি নির্দিষ্ট হারে ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick) ও ব্লক প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

[২](৩ক) মাটির ব্যবহার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ইটের বিকল্প হিসেবে ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করিতে পারিবে।

[৩](৪) [***]

[৪]**৫ক। ইটভাটা স্থাপনের জায়গার পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণ।-** সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রস্তাবিত প্রযুক্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে ইটভাটার জায়গার পরিমাণ ও কোন এলাকায় ইটভাটা স্থাপনের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। **জ্বালানী কাঠের ব্যবহার নিষিদ্ধ।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

৭। **কয়লার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে [৫]আমদানি করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

[৬]৭ক। **বর্জ্য নির্গমণ ও গ্যাসীয় নি:সরণের মানমাত্রা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইটভাটা হইতে গ্যাসীয় নি:সরণ ও তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে।

৮। **কতিপয় স্থানে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ছাড়পত্র থাকুক বা না থাকুক, এই আইন কার্যকর হইবার পর নিম্নবর্ণিত এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি কোন ইটভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না, যথাঃ-

(ক) আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা;

(খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর;

(গ) সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলাভূমি;

(ঘ) কৃষি জমি;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা;

(চ) ডিগ্রেডেড এয়ার শেড (Degraded Air Shed)।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর, নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে ইটভাটা স্থাপনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন আইনের অধীন কোনরূপ অনুমতি বা ছাড়পত্র বা লাইসেন্স, যে নামেই অভিহিত হউক, প্রদান করিতে পারিবে না।

(৩) [৭][***] কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত দূরত্বে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করিতে পারিবেন না, যথা :-

(ক) নিষিদ্ধ এলাকার সীমারেখা হইতে ন্যূনতম ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;

(খ) [৮][***] সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;

---

[১] উপ-ধারা ৩ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৫ এর দফা খ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-ধারা ৩ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৫ এর দফা গ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] উপ-ধারা ৪ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৫ এর দফা ঘ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] ধারা ৫ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] ধারা ৭ এর আমদানি করিয়া শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] ধারা ৭ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৭] উপ-ধারা (৩) এর "পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র গ্রহণকারী" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা ক (অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৮] উপ-ধারা ৩ এর দফা খ " বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত" শব্দগুলি এবং কমা আইন নং০১/২০১৯এর দফা ক (অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

(ঘ) পার্বত্য জেলায় ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে;

(ঙ) বিশেষ কোন স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে [১];

তবে শর্ত থাকে অনুসারে যে, এই আইন প্রবর্তনের পুর্বে বিদ্যমান ইটভাটার বায়ুদূষণের মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে এলাকা ভিত্তিক নির্ধারিত মানমাত্রায় থাকিলে এবং ইহার কর্মপরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ইটভাটাকে ধারা ৮(১) (ঙ) এবং ৮ (৩) (খ), (গ) ও (ঘ) ব্যতীত অন্যান্য শর্তাবলী শিথিল করিতে পারিবে।

(চ) [২][***]

(৪) এই ধারা কার্যকর হইবার পূর্বে, ছাড়পত্র গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি যদি নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার মধ্যে বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত দূরত্বের মধ্যে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি, এই আইন কার্যকর হইবার ২ (দুই) বৎসর সময়সীমার মধ্যে, উক্ত ইটভাটা, এই আইনের বিধানাবলি অনুসারে, যথাস্থানে স্থানান্তর করিবেন, অন্যথায় তাহার লাইসেন্স বাতিল হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারায়, —

(ক) "আবাসিক এলাকা" অর্থ এমন কোন এলাকা যেখানে কমপক্ষে ৫০ (পঞ্চাশ) টি পরিবার বসবাস করে;

(খ) "জলাভূমি" অর্থ কোন ভূমি যাহা বৎসরের ৬ (ছয়) মাস বা তদূর্ধ্ব সময় পানির নিচে নিমজ্জিত থাকে [৩][***];

(গ) "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা" অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত কোন এলাকা;

(ঘ) "বাগান" অর্থ এমন কোন স্থান যেখানে হেক্টর প্রতি কমপক্ষে ১০০ (একশত) টি ফলদ বা বনজ বা উভয় প্রকারের বৃক্ষ রহিয়াছে, এবং চা বাগানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; [৪][***]

[৫](ঙ) "ব্যক্তিমালিকানাধীন বন" অর্থ এমন কোন বন যাহা বন অধিদপ্তর কর্তৃক ব্যক্তি মালিকানাধীন বন হিসাবে স্বীকৃত এবং যাহার গাছপালার আচ্ছাদন (crown cover) বনের কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) ভাগ এলাকায় বিস্তৃত থাকে, এবং সামাজিক বন বা গ্রামীণ বনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[৬](চ) "অভয়ারণ্য" অর্থ বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ এর ধারা ১৩ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অভয়ারণ্য এলাকা হিসেবে ঘোষিত এলাকা;

[৬](ছ) "ডিগ্রেডেড এয়ার শেড" অর্থ একই বায়ু প্রবাহের অন্তর্গত একটি এলাকা যাহার বায়ুর গুনগতমান দূষণের কারণে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধীন নির্ধারিত মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে; এবং

[৬](জ) "সরকারি বন" অর্থ দফা (ঙ) তে উল্লিখিত বন ব্যতীত অন্যকোনো বন"।

....

[১] উপ-ধারা (৩) এর দফা ঙ এর " ; " ও "এবং" শব্দটি এবং শর্তাংশ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা ক(ই) দ্বারা যথাক্রমে প্রতিস্থাপিত, বিলুপ্ত ও সন্নিবেশিত।

[২] ধারা ৮ এর উপ-ধারা ৪ এর দফা চ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা ক(ঈ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] ধারা ৮ এর উপ-ধারা ৪ এর ব্যাখ্যাংশের খ এর " এবং যাহা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা খ(অ) দ্বারা বিলুপ্ত বিলুপ্ত।

[৪] ধারা ৮ এর উপ-ধারা ৪ এর ব্যাখ্যাংশের ঘ এর " এবং " শব্দটি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা খ(আ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৫] উপ-ধারা ৪ এর ব্যাখ্যাংশের ঙ এর প্রান্ত চিহ্ন " ; " আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা খ(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] উপ-ধারা ৪ এর ব্যাখ্যাংশের (চ) (ছ) (জ) আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ৯ এর দফা খ(আ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১]৮ক। **ইট রপ্তানিতে বিধি- নিষেধ।** - Import and Export (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর অধীন সময় সময় জারীকৃত রপ্তানি নীতি আদেশ অনুসরন ব্যতীত ইট রপ্তানি করা যাইবে না।

৯। **লাইসেন্স ইস্যুকরণ, উহার মেয়াদ ও নবায়ন।**—(১) যে কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতি, [২]শর্ত ও তপশিলের ফরম-কতে, এবং নির্ধারিত দরখাস্ত-ফি, দলিলাদি ও তথ্যাদি প্রদান সাপেক্ষে, ইট প্রস্তুতকরণের লাইসেন্সের জন্য ইটভাটা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের অধীন ইস্যুকৃত পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত, কোন ব্যক্তি উক্তরূপ দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর, উক্ত দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক [৩][***] দরখাস্তটি অনুসন্ধান কমিটির নিকট প্রেরণপূর্বক উহার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সে বিষয়ে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, তাহার নিকট সুপারিশ প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) লাইসেন্সের দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে, জেলা প্রশাসক [৪][***] অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইলে তিনি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, দরখাস্তটি মঞ্জুর করিয়া দরখাস্তকারীর নিকট হইতে নির্ধারিত লাইসেন্স ফি আদায়পূর্বক নির্ধারিত [৫]পদ্ধতি, শর্ত ও তপশিলের ফরম-খ দরখাস্তকারীর অনুকূলে ইট প্রস্তুতকরণের জন্য লাইসেন্স ইস্যু করিতে পারিবেন।

(৪) লাইসেন্সের দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে, জেলা প্রশাসক [৬][***] অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে, তিনি উক্ত দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত পদ্ধতি, সময় ও স্থানে দরখাস্তকারীকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে জেলা প্রশাসক লাইসেন্সের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

(৫) প্রতিটি লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুকরণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত লাইসেন্সের মেয়াদ সমাপ্ত হইবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে লাইসেন্সি উহা নবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত ও ফরমে এবং নির্ধারিত দরখাস্ত-ফি, দলিলাদি ও তথ্যাদি প্রদান সাপেক্ষে, দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন নবায়নের দরখাস্ত প্রাপ্তির পর, উক্ত দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে জেলা প্রশাসক [৭][***] দরখাস্তটি অনুসন্ধান কমিটির নিকট প্রেরণপূর্বক উহার সত্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া সে বিষয়ে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, তাহার নিকট সুপারিশ প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৮) নবায়ন দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে, জেলা প্রশাসক [৮][***] অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সন্তুষ্ট হইলে তিনি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, দরখাস্তটি মঞ্জুর করিবেন এবং দরখাস্তকারীর নিকট হইতে নির্ধারিত নবায়ন-ফি আদায়পূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে দরখাস্তকারীর লাইসেন্স নবায়ন করিতে পারিবেন।

---

[১] ধারা ৮ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১০ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] ধারা (৯) এর উপ-ধারা (১) এর "শর্ত ও তপশিলের ফরম-কতে" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] ধারা (৯) এর উপ-ধারা (২) এর "নিজে পর্যালোচনা করিবেন বা " শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (খ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] ধারা (৯) এর উপ-ধারা (৩) এর "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] ধারা (৯) এর উপ-ধারা (৩) এর "পদ্ধতি, শর্ত ও তপশিলের ফরম-খ " শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] ধারা (৯) এর উপ-ধারা (৪) এর "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (ঘ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৭] ধারা (৯) এর উপ-ধারা (৭) এর "নিজে পর্যালোচনা করিতে পারিবেন, বা" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (ঙ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৮] ধারা (৯) এর উপ-ধারা (৮) এর "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (চ) দ্বারা বিলুপ্ত।

(৯) নবায়ন দরখাস্তের তথ্যাদি ও দাখিলকৃত দলিলাদির সত্যতা সম্পর্কে, [১][***] নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে তিনি উক্ত দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত পদ্ধতি, সময় ও স্থানে দরখাস্তকারীকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া জেলা প্রশাসক লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন না।

১০। **দরখাস্ত না-মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আপিল।**—(১) ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন লাইসেন্সের দরখাস্ত বা উপ-ধারা (৯) এর অধীন লাইসেন্স নবায়নের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করা হইলে, উহার বিরুদ্ধে লাইসেন্স, না-মঞ্জুর আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারের নিকট, নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত ফি, দলিলাদি ও তথ্যাদি প্রদান সাপেক্ষে, আপিল দায়ের করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত কারণে উক্ত সময়সীমার মধ্যে আপিলকারী আপিল দায়ের করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি অতিরিক্ত ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে, বিলম্বের কারণ উল্লেখপূর্বক, আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) কোন আপিল দায়ের করা হইলে বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, নথি বা তথ্যাদি তলব করিতে পারিবেন এবং আপিলকারীকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আপিলটি নিষ্পত্তি করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

[২]১১। **লাইসেন্স স্থগিত ও বাতিলকরণ।**— (১) জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত কারণে তাৎক্ষণিকভাবে কোন ব্যক্তির লাইসেন্সের কার্যকারিতা অনধিক ৯০(নব্বই) দিনের জন্য স্থগিত করিয়া ইটভাটার কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ রাখিবার ও অভিযুক্ত ইটভাটার মালিককে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যথাযথ শুনানির সময় প্রদান করিয়া লাইসেন্স বাতিল বা ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করিবার আদেশ জারি করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন;

(খ) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটন; বা

(গ) স্থাপিত ইটভাটার কারণে তৎসংলগ্ন এলাকায় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন।

১২। **অনুসন্ধান কমিটি ও উহার কার্যপরিধি।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিটি জেলায় নিম্নববর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে অনুসন্ধান কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে, যথা :-

(ক) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, যিনি উহার আহ্বায়ক হইবেন;

(খ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা;

(গ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা;

(ঙ) বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন বন কর্মকর্তা (ফরেস্টার পদের নিম্নে নহেন);

(চ) পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় বা জেলা কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা, যিনি উহার সদস্য-সচিব হইবেন।

(২) অনুসন্ধান কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অনুসন্ধান করিয়া লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(খ) লাইসেন্সের শর্তাবলি লঙ্ঘনের বা এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের সত্যতা নিরূপণের জন্য অনুসন্ধান পরিচালনা করা;

---

[১] ধারা (৯) এর উপ-ধারা (৯) এর "নিজের পর্যালোচনার ভিত্তিতে বা" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১১ এর দফা (ছ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] ধারা ১১ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(গ) ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুতকরণের বিষয়ে জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে, সময় সময়, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করিয়া জেলা প্রশাসকের নিকট উপস্থাপন করা; এবং

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন কার্য।

(৩) অনুসন্ধান কমিটি উহার সভার কার্য-পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং আহ্বায়ক কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) অনুসন্ধান কমিটি বা উহার যে কোন সদস্য যে কোন ইটভাটায় প্রবেশ বা যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা যে কোন দলিলাদি তলব করিতে পারিবে।

১৩। **পরিদর্শন**।— (১) লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন বা প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা, বা এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে কিনা উহা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসক স্বয়ং বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন বন কর্মকর্তা (ফরেস্টার পদের নিম্নে নহে), অত:পর 'পরিদর্শনকারী' বলিয়া উল্লিখিত, যে কোন সময় বিনা নোটিশে যে কোন ইটভাটায় প্রবেশ ও ভাটা পরিদর্শন, যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা যে কোন দলিলাদি তলব, করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারীর নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি যেমন: ইট, মাটি, জ্বালানি কাঠ, কয়লা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, মালামাল, কাগজপত্র, ইত্যাদি ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে, জব্দ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন দ্রব্যাদি জব্দ করা হইলে, পরিদর্শনকারী উক্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নিকট, নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়ে, একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবেদনের যথার্থতা ও সঠিকতা সম্পর্কে নিজে পরীক্ষা করিতে পারিবেন বা প্রতিবেদনটি অনুসন্ধান কমিটির নিকট প্রেরণপূর্বক উহার যথার্থতা ও সঠিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার নিকট সুপারিশ প্রেরণের জন্য অনুসন্ধান কমিটিকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) অনুসন্ধান কমিটি উক্ত বিষয়ে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অনুসন্ধানপূর্বক সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন উক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিবে।

(৬) জেলা প্রশাসক, নিজের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বা উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, —

(ক) পরিদর্শনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়েরের আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে তিনি নথিতে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া জব্দকৃত দ্রব্যাদি লাইসেন্সির অনুকূলে অবমুক্ত করিবেন; বা

(খ) পরিদর্শনকারী কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়েরের আবশ্যকতা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি জব্দকৃত দ্রব্যাদি অবমুক্ত না করিয়া এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে মামলা দায়েরের জন্য পরিদর্শনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

[১]১৪। **ধারা ৪ ও ৪ক লঙ্ঘনের দন্ড**।—যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৪ বা ৪ক লঙ্ঘন করিয়া কোনো ইট প্রস্তুত বা ইটভাটা স্থাপন, পরিচালনা বা চালু রাখেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা অন্যূন ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৫। **ধারা ৫ লঙ্ঘনের দন্ড**।—(১) যদি কোন ব্যক্তি, ধারা ৫ এর-

১ ধারা ১৪ আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ক) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া, ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হইতে মাটি কাটিয়া বা সংগ্রহ করিয়া ইটের কাঁচামাল হিসাবে উহা ব্যবহার করেন; বা

(খ) উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া, [১]জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত ইট প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর বাওর বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটেন বা সংগ্রহ করেন; তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক [২]৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

[৩](২) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ছিদ্রযুক্ত ইট (hollow brick) ও ব্লক প্রস্তুত না করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৬। **ধারা ৬ লঙ্ঘনের দণ্ড**।—যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৬ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭। **ধারা ৭ লংঘনের দণ্ড**।—যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৭ এর বিধান লংঘন করিয়া ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৪]১৭ক। **ধারা ৭ক লঙ্ঘনের দন্ড**।- যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৭ক এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া ইটভাটা হইতে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত গ্যাসীয় নিঃসরণ ও তরল বর্জ্যের নির্গমন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৮। **ধারা ৮ লংঘনের দন্ড**।— (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিয়া নিষিদ্ধ এলাকায় ইটভাটা স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাবলি লংঘন করিয়া ইটভাটা স্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯। **বিচারিক আদালত, অপরাধ আমলে গ্রহণ, বিচার, ইত্যাদি**।— (১) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ভ্রাম্যমাণ আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমলে গ্রহণ করিয়া তাৎক্ষণিক বিচারের মাধ্যমে দণ্ডারোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ আদালত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমলে গ্রহণ ও উহার বিচার করিতে পারিবে না।

(৩) এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য সকল অপরাধ অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা : এই ধারায় "ভ্রাম্যমাণ আদালত" অর্থ মোবাইল কোর্ট আইনের ধারা ৪ এ উল্লিখিত মোবাইল কোর্ট।

২০। **বাজেয়াপ্তি**।—বিচারে অপরাধ প্রমাণিত হইলে, আদালত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত দ্রব্যাদি যেমনঃ ইট, মাটি, জ্বালানি কাঠ, কয়লা, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, মালামাল ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

....

১ ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর "জেলা প্রশাসক" শব্দগুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৪ এর দফা ক(অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর "৫ (পাঁচ) লক্ষ" শব্দ, সংখ্যা ও চিহ্ন গুলি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৪ এর দফা ক(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৪ এর দফা (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ ধারা ১৭ক আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২১। **মোবাইল কোর্ট আইন, পরিবেশ আদালত আইন, ও ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ**।—এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ দায়ের, আমলে গ্রহণ, সমন বা ওয়ারেন্ট ইস্যুকরণ, জামিন প্রদান তদন্ত, বিচার, দণ্ডারোপ, বাজেয়াপ্তি, আপীল, ইত্যাদি বিষয়ে মোবাইল কোর্ট আইন, পরিবেশ আদালত আইন, বা ক্ষেত্রমত, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

২২। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**।—অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানি হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির মালিক, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা উক্ত অপরাধের জন্য যৌথ ও পৃথকভাবে দায়ী হইবেন, যদি না তিনি বা তাহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন তাহার বা তাহাদের অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উহা রোধ করিবার জন্য তিনি বা তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা : এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানি" অর্থ কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নিগমিত হউক বা না হউক, কোন কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, সমিতি বা সংগঠন; ও

(খ) "পরিচালক" অর্থ, কোম্পানির ক্ষেত্রে, উহার পরিচালনা বোর্ডের কোন সদস্য, এবং অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে, উহার কোন অংশীদার।

২৩। **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার**।—এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

২৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ**।— (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজিতে পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।— (১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮নং আইন), অতঃপর রহিত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও—

(ক) রহিত আইনের অধীন কৃত সকল কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) রহিত আইনের অধীন দাখিলকৃত কোন দরখাস্ত বিবেচনাধীন থাকিলে উহা, যথাসম্ভব, এই আইনের বিধানাবলি অনুসরণে নিষ্পত্তি করিতে হইবে; এবং

(গ) রহিত আইনের অধীন গৃহীত কোন কার্যধারা বা মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্সের মেয়াদ বহাল থাকিলে উহা এমনভাবে কার্যকর থাকিবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই, এবং মেয়াদ সমাপ্ত হইবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে এই আইনের বিধানাবলি অনুসরণে লাইসেন্স নবায়ন করিতে হইবে।

[১]তপশিল

{ধারা ৯ (১) ও ৯ (৩) দ্রষ্টব্য}

ফরম-ক

ইট প্রস্তুতকরণের লাইসেন্সের জন্য আবেদন

১। দরখাস্তকারীর নাম:

২। জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নং:

৩। ঠিকানা: (ক) স্থায়ী-

(খ) অস্থায়ী-

৪। পেশা:

৫। ইট পোড়ানোরে উদ্দেশ্য:

৬। ইটের ভাটার অবস্থান (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে):

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তারনাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

৭। কি ধরনের জ্বালানি দ্বারা ইট পোড়ানো হইবে বা কোন প্রযুক্তিতে ইট প্রস্তুত করা হইবে:

৮। প্রস্তাবিত জ্বালানির উৎস:

৯। প্রস্তাবিত মাটির উৎস ও ঠিকানা (৩ কপি ম্যাপ সংযুক্ত করিতে হইবে):

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তারনাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

১০। উৎপাদন ক্ষমতা:

১১। ব্লক তৈরি করা হইবে কি না, করা হইলে শতকরা কতভাগ/পরিমাণ:

আবেদনকারীর

স্বাক্ষর

তারিখ-

....

নাম-

....

১। তপশিলটি আইন নং ০১/২০১৯ এর ধারা ১৭ দ্বারা সংযোজিত

তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির প্রতিবেদন:
সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্র পরীক্ষা ও সরেজমিনে তদন্ত করিয়া বর্ণিত বিষয়সমূহ সঠিক পাওয়ায়/না পাওয়ায় লাইসেন্স প্রদানের জন্য সুপারিশ করা গেল/গেল না।

স্বাক্ষর-
তারিখ-
নাম-
পদবি-
সীল-

<u>অঙ্গীকার নামা</u>

আমি ...., পিতা ...., মাতা.......................... ইটভাটার মালিক এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসহ লাইসেন্সের সকল শর্ত মানিয়া চলিব। ইহার কোনো ব্যত্যয় ঘটিলে ইটভাটা বন্ধসহ আইনানুগ গৃহীত সকল প্রকার ব্যবস্থায় আমার কোনো আপত্তি থাকিবে না।

স্বাক্ষর
নাম-
প্রতিষ্ঠানের নাম-
তারিখ

<u>সত্যায়ন</u>

আমার সম্মুখে আবেদনকরী জনাব.............., পিতা.............., মাতা..............., স্বাক্ষর করিয়াছেন।

সিনিয়র/সহকারী কমিশনার
ও
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা-

ফরম-খ

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

---------------------জেলা

ইট প্রস্তুতকরণের লাইসেন্স

ছবি

প্রাপকের নাম................................

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নং-

ঠিকানা ঃ ....

আপনার.. তারিখের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে আপনাকে ইট প্রস্তুতের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

১। ইটভাটার অবস্থান:

(ক) দাগ নং-

(খ) মৌজা নং-

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তারনাম-

(ঘ) ইউনিয়নের নাম-

(ঙ) উপজেলার নাম-

২। লাইসেন্সের মেয়াদ......................... তারিখ হইতে.................. তারিখ পর্যন্ত।

৩। লাইসেন্স ফি বাবদ টাকা........................ (কথায়.......................), চালান নং..................., তারিখ...................... এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হইল।

৪। শর্তাবলি:

(ক) ইটভাটায় কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রকার জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করা যাইবে না।

(খ) লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন বা প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা, অথবা আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে কিনা উহা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসক স্বয়ং বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার কার্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো বন কর্মকর্তা (ফরেস্টার পদের নিম্নে নহে), যে কোনো সময় বিনা নোটিশে ইটভাটায় প্রবেশ ও ভাটা পরিদর্শন, যে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ বা যে কোনো দলিলাদি তলব করিতে পারিবেন।

(গ) জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত, ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওড়-বাওড় বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটা বা সংগ্রহ করা যাইবে না।

(ঘ) ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরুপ উপাদান সংবলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(ঙ) নিম্নবর্ণিত এলাকার সীমানার অভ্যন্তরে কোনো ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না:

(১) আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা;

(২) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর;

(৩) কৃষিজমি;

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা;

(৫) ডিগ্রেডেড এয়ার শেড।

(চ) নিম্নবর্ণিত দূরত্বে বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করা যাইবে না, যথা:-

(১) দফা (ঙ) তে উল্লিখিত এলাকার সীমারেখা হইতে ন্যূনতম ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;

(২) সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;

(৩) কোনো পাহাড় বা টিলার উপরিভাগে বা ঢালে বা তৎসংলগ্ন সমতলে কোনো ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত পাহাড় বা টিলার পাদদেশ হইতে কমপক্ষে ১/২ (অর্ধ) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে;
(৪) পার্বত্য জেলায় ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে;
(৫) বিশেষ কোনো স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ কোনো স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে।
(ছ) পোড়ানো ইটের পরিসংখ্যান ও বিক্রয়ের ব্যাপারে রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।
(জ) পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে, এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত ইটভাটা চালু করা যাইবে না।
(ঝ) আবেদনে উল্লিখিত ইটভাটার জন্য নির্ধারিত জমির অধিক জমি ইটভাটার কাজে কোনোক্রমেই ব্যবহার করা যাইবে না।
(ঞ) আইন এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধির পরিপন্থি কোনোরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং এ বিষয়ে আইনের সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে।
(ট) লাইসেন্সের কোনো শর্ত বা পরিবেশগত ছাড়পত্রে উল্লিখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময়ে আইন অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।
৫। আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়া থাকিলে-
(ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত শর্ত:
(খ) অব্যাহতি প্রদানের কারণ:
(গ) অব্যাহতি প্রদানের ভিত্তি:

স্বাক্ষর-
জেলা প্রশাসক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
জেলা-
সীল”

পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ৫৬ নং আইন)

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২ অক্টোবর ২০১০ তারিখে প্রকাশিত]

পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।–(১) এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে–

(ক) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(খ) "পরিদর্শক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহাপরিচালকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(গ) "পরিবেশ আইন" অর্থ এই আইন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা;

(ঘ) "পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত পরিবেশ আদালত;

(ঙ) "পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

(চ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ছ) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(জ) "স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ধারা ৫(২) এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঝ) "স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।–আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৪। **পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা**।–(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, যুগ্ম-জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে এবং উক্ত বিচারক তাহার সাধারণ এখতিয়ারভুক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভুক্ত মামলাসমূহের বিচার করিবেন।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত জেলা সদরে অবস্থিত থাকিবে ঃ

তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারি গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমূহ প্রশাসনিক জেলার যে কোন স্থানে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন জেলায় একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৫। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা**।–(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলায় এক বা একাধিক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) পরিবেশ আইনে বর্ণিত সকল অপরাধের মামলা বিচারের জন্য সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ১ম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিয়োগদান করিতে পারিবে।

৬। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এখতিয়ার।**–(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনে বর্ণিত সকল অপরাধের বিচারের জন্য মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সরাসরি মামলা দায়ের করিতে পারিবেন অথবা ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে থানায় এজাহার দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ–

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহাপরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদান ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই অথবা উক্ত অভিযোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহাপরিচালককে শুনানীর
যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। **পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার।**–(১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধসমূহ বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মামলাসমূহ এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালত কর্তৃক বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং তাহা উক্ত আদালতে বিচারার্থ গ্রহণ, বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ উহার বিচার ও নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৮(২) এর অধীন অপরাধসহ পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্ত বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ–

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহাপরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদান ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহাপরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৪) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কোন ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহাপরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৮। **আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড।**–(১) কোন ব্যক্তি ধারা ৬(২) এর অধীন–

(ক) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৭(৩) এর –

(ক) দফা (ক) এর অধীন আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধের বিচার।**–(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা, অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্ত বা বিনষ্ট বা বিলিবন্দেজ করার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যদি পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্য আইনের অপরাধটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইলে পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও একই সঙ্গে একই মামলায় স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে এবং অন্য আইনের অপরাধটি অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি সংশ্লিষ্ট আদালত বা ট্রাইব্যুনাল সমীপে প্রেরণ করিবেন।

১০। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি।**–(১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ফেরত বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না ঃ

তবে, আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

(২) অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে, তবে বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করার জন্য মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী পরিবেশ আপীল আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে কোন মামলা যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত কর্তৃক উক্ত মামলার বিচার নতুন করিয়া শুরু করিতে হইবে না, বরং পূর্ববর্তী স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যে পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছে তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবে এবং মামলা নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(৫) উপ-ধারা (২), (৩) ও (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচার সম্পন্ন না হইলে সেই জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্ত করিয়া বা করাইয়া নির্ণয় করিবে এবং তদ্‌ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে পরিবেশ আপীল আদালতে দাখিল করিবে।

১১। **প্রবেশ, আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা।**–(১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন বিষয় পরিদর্শন বা কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে, মহাপরিচালক বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইলে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শক যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশি বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত পরিদর্শক প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে পরিবেশ আদালত বা যে কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তল্লাশি পরওয়ানা ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তল্লাশি, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন ও বিধিমালার বিধান অনুসরণ করিবেন।

১২। **অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত পদ্ধতি।**–(১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয় সাধারণভাবে একজন পরিদর্শক অনুসন্ধান করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরনের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে
পারিবেন।

(২) উক্ত পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লিখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহকরতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন বা এই আইন বা সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি এজাহার সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন যাহা অপরাধ সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অতঃপর উক্ত অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, মহা-পরিচালক-এর নিকট হইতে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের মূল কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি পরিবেশ আদালত বা ক্ষেত্রমত, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৩ এর অধীন প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দলিলপত্রের মূল কপি আদালতে দাখিল করা সম্ভব না হইলে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রিপোর্টের সহিত আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বে অনুসন্ধান বা ক্ষেত্রমত, তদন্তকালে অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে।

(৯) যদি পরিবেশ আইন এর অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন, তাহা হইলে পরিবেশ আইন এর অধীন অপরাধের সহিত জড়িত পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(১০) পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধ সংক্রান্ত অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর বহির্ভূত অন্য কোন কর্মকর্তাকেও দায়িত্ব দিতে পারিবে।

(১১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট অনুষ্ঠানকালে পরিদর্শক বা এতদুদ্দেশ্যে মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এই ধারায় বর্ণিত আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে, পরিবেশ আইনে উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে অভিযোগ সরাসরি স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট দায়ের করিতে পারিবেন এবং উহার ভিত্তিতে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অপরাধ আমলে লইতে ও উহার বিচার করিতে অথবা ক্ষেত্রমত, বিচারার্থ প্রেরণ করিতে পারিবেন।

১৩। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।–ধারা ১২ ও ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।

১৪। **পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা।**–(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের ও বিচার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে দায়রা আদালত কর্তৃক কোন মামলা নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলা বিচারার্থ গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।

(২) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৩) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ আদালতে বিচার্য সকল মামলা মহাপরিচালক কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবী পরিচালনা করিবেন এবং উক্তরূপে নিয়োজিত আইনজীবী অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর ও দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার ক্ষেত্রে বিশেষ সরকারী কৌশুলী বলিয়া গণ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা মামলা পরিচালনায় উক্ত আইনজীবীকে সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৫) যদি পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন তাহা হইলে পরিবেশ আইন বহির্ভূত অপরাধও একই সঙ্গে একই মামলায় পরিবেশ আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) পরিবেশ আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ফেরত বা ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না, তবে আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

(৮) অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে এবং ক্ষতিপূরণ দাবীর মামলায় ইস্যু নির্ধারণের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৯) উপ-ধারা (৮) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে পরিবেশ আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে ঃ

তবে, বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অন্য পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর করার জন্য মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী পরিবেশ আপীল আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।

(১০) উপ-ধারা (৯) অনুসারে কোনো মামলা যে পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত কর্তৃক উক্ত মামলার বিচার নতুন করিয়া শুরু করিতে হইবে না, বরং পূর্ববর্তী পরিবেশ আদালত যে পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছেন তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবেন এবং মামলার নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(১১) উপ-ধারা (৮), (৯) ও (১০) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচার সম্পন্ন না হইলে সেইজন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা পরিবেশ আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে

তদন্ত করিয়া বা করাইয়া নির্ণয় করিবে এবং তদ্‌ভিত্তিতে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

(১২) উপ-ধারা (১১) এ উল্লিখিত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে পরিবেশ আপীল আদালতে দাখিল করিবে।

১৫। **অর্থদণ্ড হইতে খরচ বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতা।**–(১) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা পরিবেশ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত অর্থদণ্ড আদায় করিয়া তাহা হইতে সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনায় প্রসিকিউশন পক্ষ কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করার জন্য বা ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মামলায় বিচার্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট রায়ে আদেশ প্রদান করা যাইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণের দাবী এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ বা পর্যাপ্ত না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করিতে পারিবে।

১৬। **অর্থদণ্ড আদায়ের পদ্ধতি।**–স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ বা উক্ত আদালত কর্তৃক মামলার যে কোন পক্ষের উপর অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অন্য কোন বাবদ ধার্যকৃত অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এবং ৩৮৭ এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

১৭। **পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা।**–(১) মামলার যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংঘটনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শনের সময় বা অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনাযোগ্য হইবে।

১৮। **আপোষ মীমাংসা।**–(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর কতিপয় অপরাধ মহা-পরিচালকের সম্মতি সাপেক্ষে, নিম্নরূপ পদ্ধতিতে আপোষ মীমাংসা করা যাইবে, যথা ঃ–

(ক) উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণের ফলে সংঘটিত প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ তামিল করিয়া তামিল প্রতিবেদন দাখিল এবং ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করিলে;

(খ) উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (৪) এর লঙ্ঘনের ফলে সংঘটিত প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া তাহা পুনরায় চালু করা হইবে না মর্মে অংগীকারনামা দাখিল এবং ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করিলে;

(গ) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্ষেত্রমত দফা (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত তামিল প্রতিবেদন বা অংগীকারনামা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হইয়া সংশ্লিষ্ট মামলা আপোসে নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া ক্ষেত্রেমত তামিল প্রতিবেদন বা অংগীকারনামা দাখিল ও জরিমানা পরিশোধের তারিখ, যেইটি পরে হয়, হইতে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিলে।

(২) মামলা রুজু হওয়ার পর তদন্তকালে, অভিযোগপত্র দাখিলের পর মামলা বিচারের জন্য প্রস্তুতিকালে, বিচার চলাকালে এবং আপীল বা রিভিশন চলাকালেও উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত আপোস মীমাংসা করা যাইবে।

(৩) মহাপরিচালক কর্তৃক কোন মামলায় আপোস মীমাংসা প্রতিবেদন আদালতে, ক্ষেত্রমত আপিল আদালতে দাখিল করিলে আদালত কর্তৃক উক্ত প্রতিবেদন গৃহীত হইলে সংশ্লিষ্ট মামলা যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থায় উহার সমাপ্তি ঘোষণা করিবে এবং আসামী আটক থাকিলে তাহাকে মুক্তি দিবে, জামিনে থাকা আসামীকে জামিনের দায় হইতে অব্যাহতি দিবে এবং পরোয়ানাধীন আসামীর পরোয়ানা বাতিল ঘোষণা করিয়া ফেরৎ তলব করিবে।

১৯। **আপীল**।–(১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যাবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যতীত পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দণ্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ, খালাস আদেশ বা কোন দেওয়ানী মামলা খারিজের আদেশ বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারা ২০ এর অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ এর আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে এবং অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৪) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ, খালাস আদেশ, জামিন মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ করার আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে, অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের ২৫% অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

২০। **পরিবেশ আপীল আদালত**।–(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন করিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে,–

(ক) জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) প্রয়োজনবোধে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাঁহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আদালতের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন দায়রা আদালত আপীল আদালত হিসাবে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন জেলাজজ আদালত আপীল আদালত হিসাবে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২১। **মামলা স্থানান্তর**।–কোন আবেদন বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে পরিবেশ আপীল আদালত–

(ক) উহার অধীনস্থ কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে; বা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে।

২২। **বিচারাধীন মামলা।**–এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**–সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**–(১) পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

(১৯৯৫ সনের ১ নং আইন)

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ তারিখে প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে আইনটি ১২/২০০০, ৯/২০০২ ও ৫০/২০১০ নং আইন দ্বারা সংশোধিত]

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

(১৯৯৫ সনের ১ নং আইন)

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ [১] করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে এবং ইহা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন তারিখে বলবৎ করা হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**– বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

[২](কক) "জলাধার" অর্থ নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে সরকারী ভূমি রেকর্ডে চিহ্নিত ভূমি, বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত কোন জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা, সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমি;

[৩](ককক) "ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous Waste)" অর্থ যে কোন বর্জ্য যাহা নিজস্ব ভৌত বা রাসায়নিক গুণগত কারণে অথবা অন্য কোন বর্জ্য বা পদার্থের সংস্পর্শে আসার কারণে বিষক্রিয়া, জীবাণু সংক্রমণ, দহন, বিষ্ফোরণক্রিয়া, তেজস্ক্রিয়া, ক্ষয়ক্রিয়া বা অন্য কোন ক্ষতিকর ক্রিয়া দ্বারা পরিবেশের ক্ষতিসাধনে সক্ষম;

(খ) "দূষণ" অর্থ বায়ু, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুনাবলীসমূহের পরিবর্তন, অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখী, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসাত্মক কার্য;

(গ) "দখলদার" অর্থ কোন কারখানা বা প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে, উহার বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণকারী কোন ব্যক্তি, এবং কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উপর অধিকার সম্পন্ন কোন ব্যক্তি;

---

[১] আইনটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং পবম-৪(৮ আই: বি:)/২/৯৫(অংশ-১)/২৯৪, তাং ৩০/০৫/১৯৯৫ দ্বারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে ১৯৯৫ সনের জুন মাসের যথাক্রমে ১,২,৩,৪ ও ৫ তারিখে বলবৎ করা হয়েছে।

[২] ধারা ২ কক আইন নং ৫০/২০১০ এর ২ক ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[৩] ধারা ২ ককক আইন নং ৫০/২০১০ এর ২ক ধারা বলে সন্নিবেশিত

(ঘ) “পরিবেশ” অর্থ পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সর্ম্পকসহ ইহাদের সহিত মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সর্ম্পক ;

(ঙ) “পরিবেশ দূষক ” অর্থ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির সহায়ক হইতে পারে এমন কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পর্দাথ এবং তাপ, শব্দ ও বিকিরণও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(চ) “পরিবেশ সংরক্ষণ ” অর্থ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়ন এবং গুণগত ও পরিমাণগত মানের অবনতি রোধ;

[1](চচ) “পাহাড় ও টিলা” অর্থ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পার্শ্ববর্তী সমতল ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উঁচু মাটি অথবা মাটি ও পাথর অথবা পাথর অথবা মাটি ও কাঁকড় অথবা অন্য কোন কঠিন পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত স্তূপ বা স্থান এবং সরকারি রেকর্ডপত্রে পাহাড় বা টিলা হিসাবে উল্লিখিত ভূমি;

(ছ) “প্রতিবেশ ব্যবস্থা” অর্থ পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যাহা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে;

[2](ছছ) “প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area)” অর্থ এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত এমন এলাকা যাহা অনন্য জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বা পরিবেশগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড হইতে রক্ষা করা বা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;

(জ) “ব্যক্তি” অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অর্ন্তভূক্ত হইবে;

(ঝ) “ব্যবহার” অর্থ কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্রিয়াশীলকরণ, মোড়ক বাঁধাই, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, সংগ্রহ, বিনষ্ট, রূপান্তর, বিক্রয়ের প্রস্তাব, হস্তান্তর বা এইরূপ পদার্থ সম্পর্কিত অনুরূপ কোন ব্যবস্থা;

(ঞ) “বিপদজনক পদার্থ” অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহার রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক ধর্ম এমন যে উহার উৎপাদন, মজুদ, অবমুক্তি বা অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর;

(ট) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঠ) “বর্জ্য” অর্থ যে কোন তরল, বায়বীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত বা স্তূপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে;

(ড) “মহা-পরিচালক” অর্থ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক।

[3] ২ক। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।

৩। **পরিবেশ অধিদপ্তর**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর স্থাপন করিবে, যাহার প্রধান হইবেন একজন মহা-পরিচালক।

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) অধিদপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তে নিয়োগ করা হইবে।

---

[1] ধারা ২চচ আইন নং ৫০/২০১০ এর ২খ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[2] ধারা ২ ছছ আইন নং ৫০/২০১০ এর ২ গ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[3] ধারা ২ক আইন নং ৯/২০০২ এর ২ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

৪। **মহা-পরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথাঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন;

(খ) পরিবেশ অবক্ষয় দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য দূর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনুরূপ দূর্ঘটনার প্রতিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রদান;

(গ) বিপদজনক পদার্থ বা উহার উপাদানের পরিবেশসম্মত ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিবহন, আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমতে নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দূষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অনুরূপ কাজে সহযোগীতা প্রদান;

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থান, প্রাঙ্গণ, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন বা অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান;

(চ) পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার;

(ছ) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিবেশ দূষণ ঘটাইতে পারে সেই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিহার করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে পানীয় জলের মান অনুসরণে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমতে নির্দেশ প্রদান।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশে কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ও থাকিতে পারিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

[১] তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহা-পরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিক বা দখলদারকে উহার কার্যক্রম পরিবেশসম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) মহা-পরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মত না করা হইলে ধারা ৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে মহা-পরিচালক, জরুরী বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক কর্তৃক এ ধারার অধীন জারীকৃত নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

[২] ৪ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।- (১) এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

---

[১] উপ-ধারা ৩ এর প্রথম শর্তাংশ আইন নং ৯/২০০২ এর ৩ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[২] ধারা ৪ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

(২) ধারা ৪(৩) এর অধীনে মহা-পরিচালক কর্তৃক কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান সত্ত্বেও উহার মালিক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ পালন না করিলে, মহা-পরিচালক উক্ত শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বা এইরূপ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোন সেবা বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগদাতা বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত সংযোগ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে বা অন্য কোন দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নির্দেশ অনুসারে উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

[১]৫। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা**।-(১) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশংকা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Eologically Critical Area) [২]ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে উত্তোরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমানা ও মানচিত্রসহ আইনগত বর্ণনার উল্লেখ থাকিবে এবং এই সকল মানচিত্র ও আইনগত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট এলাকাতে প্রদর্শিত হইবে এবং তাহা উক্ত এলাকার দালিলিক বর্ণনা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পর সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন বলিয়া ঘোষিত এলাকায় কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

[৩]৬। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ**।- **(১)** স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবে না বা উক্তরূপ ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না।

ব্যাখ্যাঃ এই উপ-ধারায় "স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন যানবাহন যে কোন স্থানে পরীক্ষা করিতে বা চলমান থাকিলে উহাকে থামাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করিতে, এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী আটকাইয়া রাখিতে (detain), বা উক্ত উপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করিতে (seize) বা উহার পরীক্ষাকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যানবাহন পরীক্ষা করা হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক বা ক্ষেত্রমত মালিক বা উভয় ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন।

---

[১] ধারা ৫ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৩ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

[২] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময় প্রজ্ঞাপন দ্বারা এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা য়োষণা করিয়াছে।

[৩] ধারা ৬ আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

[1] **৬ক। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ।-** সরকার, মহা-পরিচালকের পরামর্শ বা অন্য কোনভাবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরী অন্য কোন সামগ্রী বা অন্য যে কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে [2] নির্দেশ জারী করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ-

(ক) উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইলে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় **"পলিথিন শপিং ব্যাগ"** অর্থ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রণ এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোংগা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায়।

[3] **৬খ। পাহাড় কাটা সম্পর্কে বাধা-নিষেধ।**-কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (cutting and/or razing) করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।

[4] **৬গ। ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানী, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, পরিবহণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**- পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে সরকার, অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা ঝুকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, মজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানী, রপ্তানী, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

[5] **৬ঘ। জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট দূষণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**- কোন জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার ফলে কোন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি না হয় তাহা প্রত্যেক জাহাজের মালিক, আমদানিকারক এবং জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কাজে ইয়ার্ড ব্যবহারকারী নিশ্চিত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

[6] **৬ঙ। জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে।

[7] **৭। প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যাবস্থা গ্রহণ।-** (১) মহা-পরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে

---

[1] ধারা ৬ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[2] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পবম-৪ /২/৯/২০০২/২৫৬ নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করে।

[3] ধারা ৬খ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[4] ধারা ৬গ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[5] ধারা ৬ঘ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[6] ধারা ৬ঙ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত

[7] ধারা ৭ আইন নং ১২/২০০০ এর ২ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

সংশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহা-পরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহা-পরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহা-পরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৮। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহা-পরিচালককে অবহিতকরণ।- (১) পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহা-পরিচালককে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোন আবেদন নিষ্পত্তিকরণকল্পে মহা-পরিচালক গণশুনানীসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি।- [১] (১) যে ক্ষেত্রে কোন কাজ বা ঘটনা বা কর্মকান্ড বা কোন দুর্ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত হয় বা নির্গত হইবার আশংকা থাকে, সেই ক্ষেত্রে তদ্রূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দখলকার ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উক্ত উপ-ধারার উল্লেখিত ব্যক্তি মহা-পরিচালককে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

[২] (৩) এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হইতে মহা-পরিচালকের নিকট পাওনা হইবে এবং উহা সরকারী দাবী (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

[৩] (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কর্মকান্ডের ফলে নির্গত বর্জ্য বা দূষক মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিয়াছে প্রমাণিত হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

১০। প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবন বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করার অধিকারী হইবেন, যথাঃ-

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;

(খ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক উক্ত ভবন বা স্থানে কোন কাজ পরিদর্শন করা;

---

[১] উপ-ধারা (১) আইন নং ৫০/২০১০ এর ৫(ক) ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।
[২] উপ-ধারা (৩) আইন নং ৫০/২০১০ এর ৫(ক) ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।
[৩] উপ-ধারা (৫) আইন নং ৫০/২০১০ এর ৫(খ) ধারা বলে সন্নিবেশিত।

(গ) কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্ল্যান্ট, রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

(ঘ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ ভংগ করিয়া কোন অপরাধ কোন ভবন বা স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, উক্ত ভবন বা স্থানে তল্লাশী পরিচালনা করা;

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমান হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্ল্যান্ট, রের্কড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা অন্য কোন কিছু আটক করা।

(২) কোন শিল্প কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী বা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশী ও আটকের ব্যাপারে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

১১। **নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি**।- (১) মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে কোন কারখানা, প্রাঙ্গন বা স্থান হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বায়ু, পানি, মাটি অথবা অন্যবিধ পর্দাথের নমুনা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[১] (২) উপ-ধারা (৩) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালন সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা সর্ম্পকে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহকারী বা গবেষণাগারের রিপোর্ট বা উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

[২] (৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা-

(ক) উক্ত স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে, অনুরূপ নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করিবেন;

(গ) উক্ত নমুনা একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে নিজের ও উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর স্বাক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীলমোহর দিবেন;

(ঘ) সংগৃহীত নমুনার একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;

(ঙ)মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে উক্ত পাত্র অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এর (ক) দফার অধীনে নোটিশ প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে যদি দখলদার বা এজেন্ট নমুনা সংগ্রহের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন, বা উপস্থিত থাকিয়াও নমুনাতে ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংগ্রহকারী দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেই তাহার স্বাক্ষর দিয়া উহা নিশ্চিত ও সীলমোহরকৃত করিবেন এবং দখলদার এজেন্টের অনুপস্থিতি বা ক্ষেত্রমত, স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মহা-পরিচালক কর্তৃক [২]নির্ধারিত গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

[৩]১২। **পরিবেশগত ছাড়পত্র**।-(১) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ কার্যকরের পর অবিলম্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

....

[১] উপ-ধারা (২) আইন নং ৯/২০০২ এর ৬ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ১১(৪) বলে মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়গুলিকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারণ করিয়াছে।

[৩] ধারা ১২ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৬ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

(৩) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ে প্রণীত বিধিমালাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনমত যাচাই, এই সকল বিষয়ে জনগণের তথ্য প্রাপ্যতা, ছাড়পত্র প্রদানকারী কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি, ছাড়পত্রের ন্যূনতম আবশ্যকীয় শর্তাবলী, আপীল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৫) অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের তালিকা প্রতি বছর ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের তালিকা হালনাগাদ করিবে এবং বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন প্রতিবেদন বা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার ন্যূনতম যোগ্যতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে ও এই সংক্রান্ত তালিকা প্রস্তুত, অনুমোদন এবং হালনাগাদ করিবে।

১৩। পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন।- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবে।

১৪। আপীল।- (১) এই আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত [১] আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আপীল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়, তাহা হইলে উহার একজন সদস্যকে সরকার উক্ত কর্তৃপক্ষেও চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।

[২] **১৫। দন্ড।** (১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দন্ড আরোপণীয় হইবে ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দন্ড
১	ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই)বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

[১] পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান করে আপিল কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

[২] ধারা ১৫ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৭ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

২	ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (৪) লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।
৩	ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড ; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৪	ধারা ৬ক এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনক্রমে উহাতে বর্ণিত সামগ্রী	
	(ক) উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ	(ক) প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
	(খ) বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার	(খ) অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৫	ধারা ৬খ এর বিধান লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৬	ধারা ৬গ এর অধীন প্রণীত বিধির বা বিধিমালার বিধান লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

৭	ধারা ৬ঘ এর বিধান লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৮	ধারা ৬ঙ এর বিধান লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৯	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
১০	ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২)এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে মহা-পরিচালক নির্দেশিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
১১	ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, সাহায্য সহযোগিতা না করা	অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
১২	ধারা ১২ এর বিধান লংঘন	অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা, অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

১৩	এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দন্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরুপ দন্ড ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

[১]১৫ক। **ক্ষতিপূরণের দাবী।**- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

[২] ১৫খ। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি।**-কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দন্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ বিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্ত অথবা বিনষ্টের জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।

১৬। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- [৩] (১) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি কোম্পানী বা সমিতি বা সংঘ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী বা সমিতি বা সংঘের মালিক, অংশীদার, স্বত্ত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা এজেন্ট, বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[৪](২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

[৫](৩) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি সরকারের কোন বিভাগ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার সংগঠন বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হয়, তাহা হইলে সরকারের উক্ত বিভাগ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার সংগঠন বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা এজেন্ট বা তাহারা যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

....

[১] ধারা ১৫ক আইন নং ৫০/২০১০ এর ৮ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত ।

[২] ধারা ১৫খ আইন নং ৯/২০০২ এর ৮ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত ।

[৩] ধারা ১৬ এর (১) উপধারা আইন নং ৫০/২০১০ এর ৯ক ধারা বলে প্রতিস্থাপিত ।

[৪] উপ-ধারা (২) আইন নং ৯/২০০২ এর ৮(খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

[৫] ধারা ১৬ এর (৩) উপ-ধারা আইন নং ৫০/২০১০ এর ৯খ ধারা বলে সন্নিবেশিত ।

[১]১৭। **ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের।**- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি লংঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১৮। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম।- এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, মহা-পরিচালক, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৯। ক্ষমতা অর্পণ।- (১) সরকার এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা মহা-পরিচালক বা অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারে।

(২) [২]মহা-পরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা [৩]বিধিমালা [৪]প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত [৫]বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথা ঃ-

(ক) বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায়ু, পানি, শব্দ ও মৃত্তিকাসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নির্ধারণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান শিল্প বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে, অনুরূপ মানমাত্রার প্রয়োগ, এককভাবে বা সামগ্রিকভাবে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে শিল্প কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ;

(গ) বিপদজনক পদার্থের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিবহনের নিরাপদ পদ্ধতি নিরূপন;

(ঘ) পরিবেশ দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ দূর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ পদ্ধতি ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন;

(ঙ) বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ;

(চ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যাদির পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি;

(ছ) পরিবেশ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষা করার পদ্ধতি;

[৬](জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি, তথ্য প্রাপ্তি এবং অন্যান্য সেবার ফিস নির্ধারণ;

[৭](ঝ) ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের তালিকা প্রণয়ন, ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, ধারণ, মজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানী, রপ্তানী, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান;

[৮](ঞ) বিভিন্ন এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ নির্ধারণ;

[৯](ট) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

---

[১] ধারা ১৭ আইন নং ৫০/২০১০ এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

[২] মহাপরিচালক ১৯(২) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১৭ ধারার ক্ষমতা বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রধানের উপর অর্পন করিয়াছে।

[৩] ধারা ২০ এর (১) উপধারার বিধি শব্দটি বিধিমালা শব্দ দ্বারা আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ক) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।

[৪] সরকার এই ক্ষমতা বলে ০৫-০৩-২০২৩ তারিখে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ জারি করে।

[৫] ধারা ২০ এর (২) উপধারার বিধিতে শব্দটি বিধিমালায় শব্দ দ্বারা আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১)(খ) দফা বলে প্রতিস্থাপিত ।

[৬] ধারা ২০ এর (২) এর দফা (জ) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (গ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।

[৭] ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ঝ) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।

[৮] ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ঞ) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।

[৯] ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ট) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।

[1](ঠ) পরিবেশ গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণাগারের কার্যাবলী, গবেষণাগারে নমুনা সরবরাহের পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফল প্রকাশের ফরম, ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি, ফলাফল প্রাপ্তির জন্য ফি নির্ধারণ এবং গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য অন্য যে কোন বিষয়;
[2](ড) গণশুনানী অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নির্ধারণ।

২১। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) (The Environment Pollution Control Ordinance, 1977 (XIII of 1977) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Ordinance এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পরিবেশ অধিদপ্তর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত অধিদপ্তর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অধিদপ্তরে কার্যরত মহা-পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন নিযুক্ত মহা-পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

---

[1] ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ঠ) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।
[2] ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ড) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।

The Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts)
Act No V of 1898

CHAPTER I

Sec. 1. Short title. Commencement.- (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure, 1898; and it shall come into force on the first day of July, 1898.

(2) It extends to the whole of Bangladesh; but, in the absence of any specific provision to the contrary, nothing herein contained shall affect any special Law now in force, or any special jurisdiction or power conferred, or any special form of procedure prescribed, by any other law for the time being in force.

Sec. 4. Definitions.- (1) In this Code the following words and expressions have the following meanings, unless a different intention appears from the subject or context:-

(b) "boilable offence" means an offence shown as boilable in the second schedule, or which is made boilable by any other law for the time being in force; and "non-boilable offence" means any other offence;

(f) "cognizable offence" means an offence for, and "cognizable case" means a case in, which a police-officer may in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant;

(1) "investigation" includes all the proceedings under this Code for the collection of evidence conducted by a police-officer or by any person (other than a Magistrate) who is authorized by Magistrate in this behalf ;

(n) "Non-cognizable offence" means an offence for, and "non- cognizable case" means a case in, which a police-officer may not arrest without warrant;

Sec.5. Trial of offences under Penal Code.- (1) All offences under the Penal Code shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with, according to the provisions hereinafter contained.

(2) All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried, and otherwise dealt with, according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences.

(3)

CHAPTER V

A- Arrest generally

Sec. 46. Arrest how made.- (1) In making an arrest the Police-officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, unless there be a submission to the custody by word or action.

(2) If such person forcibly resists the endeavor to arrest him, or attemps to evade the arrest, such Police-officer or other person may use all means necessary to effect the arrest.

(3) Nothing in this section gives a right to cause the death of a person who is not accused of an offence punishable with death or with transportation for life.

Sec. 47. Search of place entered by Person sought to be arrested.- If any person acting under a warrant of arrest, or any Police-officer having authority to arrest, has reason to believe that the person to be arrested has entered into, or is within, any place, the person residing in, or being in

charge of, such place shall, on demand of such person acting as aforesaid or such Police-officer, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.

Sec. 48. Procedure where ingress not obtainable.- If ingress to such place cannot be obtained under section 47 it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue, but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, for a Police-officer to enter such place and search therein, and in order to effect an entrance into such place, to break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person, if after notification of his authority and purpose, and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that, if any such place is an apartment in the actual occupancy of a woman (not being the person to be arrested) who, according to custom, does not appear in public such person or Police-officer shall, before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it.

Sec. 49. Power to break open doors and windows for purposes of liberation.-Any Police-officer or other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who, having lawfully entered for the purpose of making an arrest, is detained therein.

Sec. 50. No unnecessary restraint.- The person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape.

Sec. 51. Search of arrested persons.- Wherever a person is arrested by a Police-officer under a warrant which does not provide for the taking of bail, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish bail, and

Whenever a person is arrested without warrant, or by private person under a warrant, and cannot legally be admitted to bail, or is unable to furnish bail,

The officer making the arrest or, when the arrest is made by a private person, the Police-officer to whom he makes over the person arrested, may search such person, and place in safe custody all articles, other than necessary wearing-apparel, found upon him.

Sec. 52. Mode of searching women.- Whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by. another woman, with strict regard to decency.

B- Arrest without Warrant

Sec. 54. When Police may arrest without warrant.- (1) Any Police-officer may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest,-

first, any person who has been concerned in any cognizable offence or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned ;

secondly, any person having in his possession without lawful excuse, the burden of proving which excuse shall lie on such person, any implement of house-breaking;

thirdly, any person who has been proclaimed as an offender either under this Code or by order of the Government;

fourthly any person in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing;

fifthly, any person who obstructs a Police-officer while in the execution of his duty, or who has escaped. or attempts to escape, from lawful custody;

sixthly, any person reasonably suspected of being a deserter from the armed forces of Bangladesh;

seventhly, any person who has been concerned in, or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in, any act committed at any place out of Bangladesh, which, if committed in Bangladesh, would have been punishable as an offence, and for which he is, under any law relating to extradition or under the Fugitive Offenders Act, 1881, or otherwise, liable to be apprehended or detained in custody in Bangladesh;

eighthly, any released convict committing a breach of any rule made under section 565, sub-section (3);

ninthly, any person for whose arrest a requisition has been received from another police-officer, provided that the requisition specified the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued. the requisition.

Sec. 60. Person arrested to be taken before Magistrate or officer in charge of Police station.- A police-officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a Magistrate having jurisdiction in the case, or before the officer in charge of police-station.

Sec. 61. Person arrested not to be detained more than twentyfour hours.- No police-officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a Magistrate under section 167, exceed twenty-four hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the Magistrate's Court.

Sec. 62. Police to report apprehensions.- Officers in charge of police-stations shall report in 'a Metropolitan Area, to the Chief Metropolitan Magistrate, and in other areas, to the District Magistrate, or if the District Magistrate so directs, to the Sub-divisional Magistrate, the cases of all persons arrested without warrant, within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise.

Sec. 63. Discharge of person apprehended.-No person who has been arrested by a police-officer shall be discharged except on his own bond, or on bail, or under the special order of a Magistrate.

Sec. 64. Offence committed in Magistrate's presence.-When any offence is committed in the presence of a Magistrate within the local limits of his jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody.

Sec. 65. **Arrest by or in presence of Magistrate.**-Any Magistrate may at any time arrest or direct the arrest, in his presence, within the local limits of his jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant.

Sec. 66. **Power, on escape, to pursue and retake.**-If a person in lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in Bangladesh.**Sec. 67.Provisions of section 47, 48 and 49 to apply to arrests under section 66.-**The, provisions of sections 47, 48. and 49 shall apply to arrests under section 66, although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police-officer having authority to arrest.

CHAPTER VII

B.Search-warrants

Sec. 96. When search-warrant may be issued.- (1) Where any Court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 94 or a requisition under section 95, sub-section (1), has been or might be addressed, will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition,

or where such document or thing is not known to the Court to be in the possession of any person,

or where the Court considers that the purposes of any inquiry, trial or other proceeding under this Code will be served by a general search or inspection,

it may issue a search-warrant; and the person to whom such warrant is directed, may search or inspect in accordance therewith and the provisions hereinafter contained.

(2) Nothing herein contained shall authorize any Magistrate other than a District Magistrate or Chief Metropolitan .Magistrate to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the Postal or Telegraph authorities.

D.General Provisions relating to Searches.

Sec. 102. **Persons in charge of closed place to allow search.-** (1) Whenever any place liable to search or inspection under this Chapter is closed, any person residing in, or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant, and on production of the warrant, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.

(2) If ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in manner provided by section 48.

(3) Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched. If such person is a woman, the directions of section 52 shall be observed.

Sec. 103. Search to be made in presence of witnesses.- (1) Before making a search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

(2) The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by: such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the. Court as a witness of the search unless specially summoned by it.

(3) The occupant of the place searched, or some person in his behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section, signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person at his request.

(4) When any person is searched under section 102, sub-section (3), a list of all things taken possession of shall be prepared, and a copy thereof shall be delivered to such person at his request.

(5) Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Penal Code.

CHPATER XIV

Information to the Police and their powers to Investigate

Sec. 154. Information in cognizable cases.-Every information relating to the commission of a cognizable offence if given orally to an officer in charge of a police-station, shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the Government may prescribe in this behalf.

Sec. 155. Information in noncognizable cases.-(1) When information is given to an officer in charge of a police-station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter in a book to be kept as aforesaid the substance of such information and refer the information to the Magistrate.

(2) No police-officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate of the first or second class having power to try such case or send the same for trial.

(3) Any police-office receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation (except the power to arrest without warrant) as an officer in charge of a police-station may exercise in a cognizable case.

Sec. 156. **Investigation into cognizable cases.**-**(1)** Any officer in charge of a police-station may, without the order of a Magistrate, investigate any cognizable case which a Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of Chapter XV relating to the place of inquiry or trial.

(2) No proceeding of a police-officer in any such case shall at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate.

(3) Any Magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above-mentioned.

Sec. 157. Procedure where cognizable offence suspected.- (1) If, from information received or otherwise, an officer in charge of a police-station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to Magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police-report, and shall proceed in person, or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the Government may, by general or special order, prescribe in this behalf to proceed to the spot, to investigate the facts and circumstances of the case, and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender:

Provided as follows:-

(a) when any information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police-station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot;

(b) if it appears to the officer in charge of a police-station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate the case.

(2) In each of the cases mentioned in clauses (a) and (b) of the proviso the sub-section (1), the officer in charge of the police-station shall state in his said report his reasons for not fully complying with the requirements of that sub-section, and in the case mentioned in clause (b), such officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the Government, the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated.

Sec. 158. Reports under section 157 how submitted.- (1) Every report sent to a Magistrate under section 157 shall, if the Government so directs, be submitted through such superior officer of police as the Government, by general or special order, appoints in that behalf.

(2) Such superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police-station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the Magistrate.

Sec. 159. Power to hold investigation of preliminary inquiry.- Such Magistrate, on receiving such report, may direct an investigation or, if he thinks fit at once proceed, or depute any Magistrate subordinate to him to proceed, to hold a preliminary inquiry into, or otherwise to dispose of, the case in manner provided in this Code.

Sec. 160. Police-officer's power to require attendance of witnesses.- Any police-officer making an investigation under this Chapter may, by order in writing, require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or any adjoining station who, from the information given or otherwise, appears to be acquainted with the circumstances of the case; and such person shall attend as so required.

Sec. 161. Examination of witnessed by police.- (1) Any police-officer making an investigation under this Chapter or any police-officer not below such rank as the Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case.

(2) Such person shall be bound to answer all questions relating to such case put to him by such officer, other-than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.

(3) The police-officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section, and if he does so he shall make a separate record of the statement of each such person whose statement he records.

Sec. 162. Statements to police not to be signed; use of such statements in evidence.- (1) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this Chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it; nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police-diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose (save as hereinafter provided) at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made:

Provided that, when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, the Court shall on the request of the accused, refer to such writing and direct that the accused be furnished with a copy thereof, in order that any part of such statement, if duly proved, may be used to contradict such witness in the manner prescribed by section 145 of the Evidence Act, 1872. When any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination:

Provided further that, if the Court is of opinion that any part of any such statement is not relevant to the subject-matter of the inquiry or trial or that its disclosure to the accused is not essential in the interests of justice and is inexpedient in the public interests, it shall record such opinion (but not the reasons therefore) and shall exclude such part from the copy of the statement furnished to the accused.

(2) Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of section 32, clause (1), of the Evidence Act, 1872 or to affect the provisions of section 27 of that Act.

Sec. 163. No inducement to be offered. (1) No police-officer or other person in authority shall offer or make, or cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in the Evidence Act, 1872, section 24.

(2) But no police-officer or other person shall prevent, by any caution or otherwise, any person from making in the course of any investigation under this Chapter any statement which he may be disposed to make of his own free will.

Sec. 164. Power to record statement and confessions.- (1) Any Metropolitan Magistrate, any Magistrate of the fast class and any Magistrate of the second class specially empowered in this behalf by the Government may, if he is not a police-officer, record any statement or confession made to him in the course of an investigation under this **Chapter or at any time** afterwards before the commencement of the inquiry **or trial.**

(2) Such statements shall be recorded in such of the manners hereinafter prescribed for recording evidence as is, in his opinion, best fitted for the circumstances of the case. Such confessions shall be recorded and signed in the manner provided in section 364, and such statements or confessions shall then be forwarded to the Magistrate by whom the case is to be inquired into or tried.

(3) A Magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make confession and that if he does so it may be used as evidence against him and no magistrate shall record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it was made voluntarily; and, when he records any confession, he shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect:-

"I have explained to (name) that he is not bound to make a confession and that, if he does so any confession he may make may be used as evidence against him and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him.

(Singed) A. B.,
Magistrate."

Explanation. It is not necessary that the Magistrate receiving and recording a confession or statement should be a Magistrate having jurisdiction in the case.

Sec. 165. Search by Police-officer.- (1) Whenever an officer in charge of a police-station or a police-officer making an investigation has reasonable grounds for believing that anything necessary for the purposes of an investigation into any offence which he is authorised to investigate may be found in any place within the limits of the police-station of which he is in charge, or to which he is attached, and that such thing cannot in his opinion be otherwise obtained without undue delay, such officer may, after recording in writing the grounds of his belief and specifying in such writing, so far as possible, the thing for which search is to be made, search, or cause search to be made, for such thing in any place within the limits of such station:

Provided that no such officer shall search, or cause search to be made, for anything which is in the custody of a bank or banker in the Bankers' Books Evidence Act, 1891 (XVII of 1891), and relates, or might disclose any information which relates, to the bank account of any person except,-

(a) for the purpose of investigating an offence under sections 403, 406, 408 and 409 and sections 421 to 424 (both inclusive) and sections 465 to 477A (both inclusive) of the Penal Code with the prior permission in writing of a Sessions Judge; and

(b) in other cases, with the prior permission in writing of the High Court Division.

(2) A Police-officer proceeding under sub-section (1) shall, if practicable, conduct the search in person.

(3) If he is unable to conduct the search in person, and there is no other person competent to make the search present at the time, he may after recording in writing his reasons for so doing require any officer subordinate to him to make the search, and he shall deliver to the subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched and, so far as possible, the thing for which search is to be made; and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place.

(4) The provisions of this Code as to search warrants and the general provisions as to searches contained in section 102 and section 103 shall, so far as may be, apply to a search under this section.

(5) Copies of any record made under sub-section (1) or sub-section **(3)** shall forthwith be sent to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offence and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished with a copy of the same by the Magistrate:

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

Sec. 166. When officer in charge of police-station may require another to issue search warrant.- (1) An Officer in charge of a police-station or a police-officer not being below the rank of sub-inspector making an investigation may require an officer in charge of another police-station, whether in the same or a different district, to cause a search to be made in any place, in any case in which the former officer might cause such search to be made, within the limits of his own station.

(2) Such officer, on being so required, shall proceed according to the provisions of section 165, and shall forward the thing found, if any, to the officer at whose request the search was made.

(3) Whenever there is reason to believe that the delay occasioned by requiring an officer in charge of another police-station to cause a search to be made under sub-section (1) might result in evidence of the commission of an offence being concealed or destroyed, it shall be lawful for an officer in charge of a police-station or a police-officer making an investigation under this Chapter to search, or cause to be searched, any place in the limits of another police-station, in accordance with the provisions of section 165, as if such place were within the limits of his own station.

(4) Any officer conducting a search under sub-section (3) shall forthwith send notice of the search to the officer in charge of the police-station within the limits of which such place is situate, and shall also send with such notice a copy of the list (if any) prepared under section 103, and shall also send to the nearest Magistrate empowered to take cognizance of the offense copies of the records referred to in section 165, sub-sections (1) and (3).

(5) The owner or occupier of the place searched shall, on application, be furnished with a copy of any record sent to the Magistrate under sub-section (4):

Provided that he shall pay for the same unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

Sec. 167. Procedure when investigation cannot be completed in twenty four hours.- (1) Whenever any person is arrested and detained in custody, and it appears that the investigation cannot be completed within the period of twenty-four hours fixed by section 61, and there are grounds for believing that the accusation or information is well-founded, the officer in charge of the police-station or the police-officer making the investigation if he is not below the rank of sub-inspector shall forthwith transmit to the nearest Magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such Magistrate.

(2) The Magistrate to whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such Magistrate thinks fit, for a term not exceeding fifteen days in the whole. If he has not jurisdiction to try the case or send it for trail, and considers further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to a Magistrate having such jurisdiction:

Provided that no Magistrate of the third class, and no Magistrate of the second class not specially empowered in this behalf by the Government shall authorise detention in the custody of the police.

(3) A Magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reasons for so doing.

(4) If such order is given by a Magistrate other than the Chief Metropolitan Magistrate, District Magistrate or Sub-Divisional Magistrate, he shall forward a copy of his order, with his reasons for making it, to the Magistrate to whom his immediately subordinate.

(5) If the investigation is not concluded within one hundred and twenty days from the date of receipt of the information relating to the commission of the offence or the order of the Magistrate for such investigation,-

(a) the Magistrate empowered to take cognizance of such offence or making the order for investigation may, if the offence to which the investigation relates is not- punishable with death, imprisonment for

life or imprisonment exceeding ten years, release the accused on bail to the satisfaction of such Magistrate; and

(b) the Court of Session may, if the offence to which the investigation relates is punishable with death, imprisonment for life or imprisonment exceeding ten years, release the accused on bail to the satisfaction of such Court:

Provided that if an accused is not released on bail under this sub-section, the Magistrate or, as the case may be, the Court of Session shall record the reasons for it:

Provided further that in cases in which sanction of appropriate authority is required to be obtained under the provisions of the relevant law for prosecution of the accused, the time taken for obtaining such sanction shall be excluded from the period specified in this sub-section.

Explanation.- The time taken for obtaining sanction shall commence from the day the case, with all necessary documents, is submitted for consideration of the appropriate authority and be deemed to end on the day of the receipt of the sanction order of the authority.

(8) The provisions of sub-section (5) shall not apply to the investigation of an offence under section 400 or section 401 of the Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860).

Sec. 168. Report of investigation by subordinate police-officer.- When any subordinate Police-officer has made any investigation under this Chapter, he shall report the result of such investigation to the Officer-in-Charge of the Police-station.

Sec. 169. Release of accused when evidence deficient.- If, upon an investigation under this Chapter, it appears to the Officer-in-Charge of the police-station or to the Police-officer making the investigation that there is no sufficient evidence or reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a Magistrate, such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond, with or without sureties, as such officer may direct, to appear if and when so required, before a Magistrate empowered to taken cognizance of the offence on a police report and to try the accused or send him for trial.

Sec. 170. Case to be sent to Magistrate when evidence is sufficient.- (1) If, upon an investigation under this Chapter, it appears to the Officer-in-charge of the police-station that there is sufficient evidence or reasonable ground as aforesaid, such officer shall forward the accused under custody to a Magistrate empowered to take cognizance of the offence upon a police-report and to try the accused or send him for trial, if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such Magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such Magistrate until otherwise directed.

(2) When the officer in charge of a police-station forwards an accused person to a Magistrate or takes security for his appearance before such Magistrate under this section, he shall send to such Magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him, and shall require the complainant (if any) and so many of the persons who appear to such officer to be acquainted with the circumstances of the case as he may think necessary, to execute a bond to appear before the Magistrate as thereby directed and prosecute or give evidence (as the case may be) in the matter of the charge against the accused.

(3) If the Court of the Chief Metropolitan Magistrate, District Magistrate or Sub-divisional Magistrate is mentioned in the bond, such Court shall be held to include any Court to which such Magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided reasonable notice or such reference is given to such complainant or persons.

(5) The officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it and shall then to the Magistrate the original with his report.

Sec. 171. Complainants and witnesses not to be required to accompany police-officer.- (1) No complainant or witness on his way to the Court of the Magistrate shall be required to accompany as police-officer,

or shall be subjected to unnecessary restraint or inconvenience, or required to give any security for his appearance other than his own bond:

Provided that, if any complainant or witness refuses to attend or to execute a bond as directed in section 170, the officer in charge of the police-station may forward him in custody to the Magistrate, who may detain him in custody until he executes such bond, or until the hearing of the case is completed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), it shall be the responsibility of the police-officer to ensure that the complainant or the witness appears before the Court at the time of hearing of the case.

Sec. 172. Diary of proceedings in investigation.- (1) Every police-officer making an investigation under this Chapter shall day by day enter his proceeding in the investigation in a diary setting forth the time at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and a statement of the circumstances ascertained through his investigation.

(2) Any Criminal Court may send for the police-diaries of a case under inquiry or trial in such Court and may use such diaries, not as evidence in the case, but to aid it in such inquiry or trial. Neither the accused nor his agents shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the Court: but, if they are used by the police-officer who made them, to refresh his memory, or if the Court uses them for the purpose of contradicting such police-officer, the provisions of the Evidence Act, 1872, section 161 or section 145, as the case may be, shall apply.

Sec. 173. Report of police officer.- (1) Every investigation under this Chapter shall be completed without unnecessary delay, and, as soon as it is completed, the officer in charge of the police-section shall-

(a) forward to a Magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police-report a report, in the form prescribed by the Government, setting forth the names of the parties, the nature of the information and the names of the persons who appear to be acquainted with the circumstances of the case, and stating whether the accused (if arrested) has been forwarded in custody or has been released on his bond, and, if so, whether with or without sureties, and

(b) communicate in such manner as may be prescribed by the Government, the action taken by him to the person, if any, by whom the information relating to the commission of the offence was first given.

(2) Where a superior officer of police has been appointed under section 158, the report shall, in any cases in which the Government by general or special order so directs, be submitted through that officer, and he may, pending the orders of the Magistrate, direct the officer in charge of the police-station to make further investigation.

(3) Whenever it appears from a report forwarded under this section that the accused has been released on his bond, the Magistrate shall make such order for the discharge of such bond or otherwise as he thinks fit.

(3A) When such report is in respect of a case to which section 170 applies, the police-officer shall forward to the Magistrate along with the report-

(a) all documents or relevant extracts thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the Magistrate during investigation;

(b) the statements recorded under sub-section (3) of section 161 of all the persons whom the prosecution proposes to examine as its witness.

(3B) Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after a report under sub-section (1) has been forwarded to the Magistrate and where, upon such investigation, the officer in charge of the police-station, obtains further evidence, oral or documentary, he shall forward to the Magistrate a further report or reports regarding such evidence in the form prescribed; and the provisions of sub-section (1) to (3A) shall, as far as may be, apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under sub-section (1).

(4) A copy of any report forwarded under this section shall on application be furnished to the accused before the commencement of the inquiry or trial:

Provided that the same shall be paid for unless the Magistrate for some special reason thinks fit to furnish it free of cost.

CHAPTER XLIII

Of the Disposal of Property

Sec. 516A. Order for Custody and disposal of Property Pending trial *in* certain cases.- When any property regarding which any offence appears to have been committed, or which appears to have been used for the commission of any offence, is produced before any Criminal Court during any inquiry or trial, the Court may make such order as it thinks fit for the proper custody of such property pending the conclusion of the inquiry or trial, and, if the property is subject to speedy or natural decay, may, after recording such evidence as it thinks necessary, order it to be sold or otherwise disposed of.

Sec. 517. Order for disposal of property regarding which offence committed.- (1) **When** an inquiry or a trial in any Criminal Court is concluded, the Court may make such order as it thinks fit for the disposal by destruction, confiscation, or delivery to any person claiming to be entitled to possession thereof or otherwise of any property or document produced before it or in its custody or regarding which any offence appears to have been committed, or which has been used for the commission of any offence.

(2) When High Court Division or a Court of Session makes such order and cannot through its own officers conveniently deliver the property to the person entitled thereto, such Court may direct that the order be carried into effect by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate.

(3) When an order is made under this section, such order shall not, except where the property is livestock or subject to speedy and natural decay, and save as provided by

sub-section (4), be carried out for one month, or, when an appeal is presented, until such appeal has been disposed of.

(4) Nothing in this section shall be deemed to prohibit any Court from delivering any property under the provisions of sub-section (1) to any person claiming to be entitled to the possession thereof, on his executing a bond with or without sureties to the satisfaction of the Court, engaging to restore such property to the Court if the order made under this section is modified or set aside on appeal.

Explanation.- In this section the term "property" includes, in the case of property regarding which an offence appears to have been committed, not only such property as has been originally in the possession or under the control of any party, but also any property into or for which the same may have been converted or exchanged, and anything acquired by such conversion [f]or exchange, whether immediately or otherwise.

Sec. 518. Order may take form of reference to District or Sub-divisional Magistrate.- In lieu of itself passing an order under section 517, the Court may direct the property to be delivered to the Chief Metropolitan Magistrate, District Magistrate or to a Sub-divisional Magistrate, who shall in such cases deal with it as if it had been seized by the police and the seizure had been reported to him in the manner hereinafter mentioned.

Sec. 519. Payment to Innocent purchasers of money found on accused.- When any person is convicted of any offence which includes, or amounts to theft or receiving stolen property, and it is proved that any other person has bought the stolen property from him without knowing, or having reason to believe, that the same was stolen, and that any money has on his arrest been taken out of the possession of the convicted person, the Court may, on the application of such purchaser and on the restitution of the stolen property to the person entitled to the possession thereof, order that out of such money a sum not exceeding the price paid by such purchaser be delivered to him.

Sec. 520. Stay of order under section 517, 518 or 519.- Any Court of appeal, confirmation, reference or revision may direct any order under section 517, section 518 or section 519, passed by a Court subordinate thereto, to be stayed pending consideration by the former Court, and may modify, alter or annual such order and make any further orders that may be just.

Sec. 524. Procedure where no claimant appears within six months.- (1) If no person within such period establishes his claim to such property, and if the person in whose possession such property was found, is unable to show that it was legally acquired by him, such property shall be at the disposal of the Government, and may be sold under the orders of the Metropolitan Magistrate, District Magistrate or Sub-divisional Magistrate or of a Magistrate of the first class empowered by the Government in this behalf.

(2) In the case of every order passed under this section, an appeal shall lie to the Court to which appeals against sentences of the Court passing such order would lie.

Sec. 525. Power to sell perishable property.- If the person entitled to the possession of such property is unknown or absent and the property is subject to speedy and natural decay, or if the Magistrate to whom its seizure is reported is of opinion that its sale would be for the benefit of the owner, or that the value of such property is less than ten taka the Magistrate may at any time direct it to be sold; and the provisions of sections 523 and 524 shall, as nearly as may practicable, apply to the net proceeds of such sale.

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩

[পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ৫৩-আইন/২০২৩ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের ০৫-০৩-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রবিবার প্রকাশিত হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন
তারিখঃ ১৭ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২ মার্চ, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর ৫৩/আইন/২০২৩।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ক) এ সংজ্ঞায়িত অধিদপ্তর;

(২) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(৩) **"আপিল কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী গঠিত আপিল কর্তৃপক্ষ;

(৪) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(৫) **"তালিকাভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ"** অর্থ বিধি ৩৭ এর অধীন তালিকাভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ;

(৬) **"পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (Environmental Impact Assessment)"** অর্থ কোনো প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যক্রমের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিতকরণ, পূর্ব-অনুমান ও মূল্যায়নের সুসংগঠিত প্রক্রিয়া;

(৭) **"পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি"** অর্থ বিধি ২৪ এর অধীন গঠিত কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি;

(৮) **"পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা"** অর্থ পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা;

(৯) **"প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা"** অর্থ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে প্রাথমিক সমীক্ষা;

(১০) **"মহাপরিচালক"** অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; এবং

(১১) **"স্থিতিমাপ"** অর্থ কোনো ভৌত, রাসায়নিক, বায়োলজিক্যাল বা অন্য কোনো পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য যাহা পরিবেশের গুণগতমানের নির্ধারক।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয়জনিত ক্ষতি প্রতিকারের আবেদন ও প্রতিকার**।- (১) আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোনো ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য ফরম-১ অনুযায়ী মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক গণশুনানিসহ অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে মহাপরিচালক কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সময়সীমা অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

৪। **নমুনা সংগ্রহের নোটিশ**।- (১) আইনের ধারা ১১ এর বিধান মোতাবেক মহাপরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক বায়ু, পানি, মাটি বা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কারখানা, প্রাঙ্গন বা স্থানের মালিক, দখলদার বা এজেন্টকে ফরম-২ অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

৫। **অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের শ্রেণিবিন্যাস।-** (১) অধিদপ্তর কর্তৃক অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ও উহা হইতে সৃষ্ট সম্ভাব্য দূষণের পরিধি, মাত্রা এবং পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব বিবেচনা করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে বিভক্ত হইবে, যথা:-

(ক) সবুজ;

(খ) হলুদ;

(গ) কমলা; এবং

(ঘ) লাল।

ব্যাখ্যা।-

(ক) সবুজ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর তুলনামূলকভাবে খুব কম প্রভাব রহিয়াছে এবং উক্ত শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে;

(খ) হলুদ শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর মধ্যম মাত্রায় প্রভাব রহিয়াছে এবং উক্ত প্রভাব পরিহার করিবার জন্য এই শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন;

(গ) কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বলিতে এইরূপ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বুঝাইবে যাহার পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, যাহা পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে পরিহার করা প্রয়োজন এবং উপযুক্ত পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করা আবশ্যক; এবং

(ঘ) লাল শ্রেণিভুক্ত বলিতে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর তীব্র প্রভাব রহিয়াছে যাহা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত মাত্রায় পরিহার করা প্রয়োজন এবং উক্ত শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য পরিবেশ দূষণ প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা তফসিল-১ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তফসিল-১ এ উল্লিখিত সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিকরণ তফসিল-১৪ অনুযায়ী হইবে।

৬। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা।-** (১) বিধি ৫ এ উল্লিখিত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে অধিদপ্তরের নিকট হইতে প্রথমে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরবর্তীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সবুজ শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে, উহা যেখানেই স্থাপন করা হউক না কেন, অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকারি বা বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের শিল্প নগরীতে স্থাপিতব্য সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না, অধিদপ্তরের নিকট হইতে কেবল পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্পের জন্য ভূমির উন্নয়ন বা এতদুদ্দেশ্যে কোনো প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

(৩) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা যাইবে না।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল শ্রেণির নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক উৎপাদন করা বা প্রকল্প চালু করা যাইবে না।

৭। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিলের পদ্ধতি**।- (১) যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করা হইবে উহার অবস্থান, যদি-

(ক) অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় রহিয়াছে এমন কোনো জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন উক্ত জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(খ) অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয় নাই এমন কোনো জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীন জেলা কার্যালয়ে বা বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(গ) কোনো মহানগরে হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট মহানগর কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহানগরের জন্য পৃথক কোনো কার্যালয় না থাকিলে আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) একই বিভাগের আওতাভুক্ত একাধিক জেলায় হয় তাহা হইলে আবেদন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে বা বিভাগীয় কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ঙ) একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হয় তাহা হইলে আবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(২) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন অনলাইনে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কারণে অনলাইনে আবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে সরাসরি আবেদন দাখিল করা যাইবে।

(৩) মহাপরিচালক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনসমূহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবেন।

৮। **অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ**।- কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরকারের কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কী না; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করা হইয়াছে কী না।

৯। **সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি**।- (১) সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ এবং তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়-

(ক) সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে; অথবা

(খ) আবেদনকারী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের অযোগ্য হইলে তাহার আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখক্রমে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১০। **হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।-** (১) হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ এবং তফসিল-৯ এর নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৮ (আট) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য অবহিত করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন অবহিত হইবার পর আবেদনকারী প্রযোজ্য ফি জমা প্রদান করিলে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি পরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট না হইলে আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখক্রমে আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১১। **হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।-** (১) অবস্থানগত ছাড়পত্র পাইবার পর হলুদ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে উহা চালু করিবার লক্ষ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে, অথবা সন্তুষ্ট না হইলে আবেদনটি নামঞ্জুর করিয়া উহার কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

১২। **কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।-** (১) কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ, প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং তফসিল-৯ এর প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

(৪) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নং ১ (এক) হইতে ক্রমিক নং ৬২ (বাষট্টি) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন আবেদনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত তফসিলের ক্রমিক নং ৬৩ (তেষট্টি) হইতে ক্রমিক নং ১১৩ (একশত তেরো) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন আবেদনসহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন এবং উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে আবেদনকারীকে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য অবহিত করিবে।

(৭) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদন দাখিলের অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৩। **কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।-** (১) কমলা শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চালু করিবার উদ্দেশ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য বিধি ৭ অনুযায়ী অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন বিবেচনা করিবার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনক্রমে অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি প্রতিপালন ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা আবেদন নামঞ্জুর সংক্রান্ত বিষয়ে যৌক্তিকতা ও অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(৩) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তফসিল-১ এর কমলা শ্রেণির ক্রমিক নং ১ (এক) হইতে ক্রমিক নং ৬২ (বাষট্টি) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৯) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন আবেদনসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত তফসিলের ক্রমিক নং ৬৩ (তেষট্টি) হইতে ক্রমিক নং ১১৩ (একশত তেরো) এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবেদন আবেদনসহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন এবং উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসহ সার্বিক দিক বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদন দাখিলের অনধিক ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীর অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে আবেদন নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির নিকট কমলা শ্রেণির কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প কর্তৃক সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলিতে পারে তাহা হইলে কমিটি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক কর্তৃক উক্ত সুপারিশ অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে।

১৪। **লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।-** (১) লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম-৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অংশ পূরণ করিয়া অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদন করিবার ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ উল্লিখিত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, বিবরণ, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) দাখিল করিতে হইবে এবং এবং তফসিল-৯ এ উল্লিখিত প্রযোজ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference) তফসিল-১০ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসারে প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৪) আবেদন প্রাপ্তির পর অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন এবং কাগজপত্র ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অভিমতসহ একটি প্রতিবেদন এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধি (terms of reference)

অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিবে ও উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অঞ্চলিক ও বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন দলিলাদি প্রাপ্তির পর পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সকল বিষয়বস্তু মূল্যায়ন ও বিবেচনা করিয়া এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

(৬) মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হইতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর খসড়া কার্যপরিধির (terms of reference) অনুমোদন প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অতিরিক্ত তথ্য বা কাগজাদির প্রয়োজন হইলে আবেদনকারীকে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সার্বিক দিক পর্যালোচনাক্রমে আবেদনটি নামঞ্জুর করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

১৫। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা।**- (১) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকের দ্বারা অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনা করিয়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেসকল সেক্টরের জন্য অধিদপ্তরের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নির্দেশিকা নাই সেই সকল সেক্টরের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নির্দেশিকা অনুসরণ করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে উহা সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা, নীতিমালা বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থি কিনা উহা বিবেচনা করিতে হইবে।

(২) তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত আলোচনাক্রমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে তাহাদের কার্যক্রম সম্পাদন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা যাইবে।

(৩) তালিকাভুক্ত পরিবেশ বিষয়ক পরামর্শকগণ পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা প্রতিবেদন ও এই প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তফসিল-১১ এ উল্লিখিত নির্দেশিকা অনুসরণ করিবেন।

(৪) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল কার্যক্রম, পদক্ষেপ, পরিকল্পনাসমূহ বা পরিবীক্ষণ কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হইবে মর্মে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে ফরম-৬ অনুযায়ী ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৬। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের জন্য জনমত যাচাই।**- (১) লাল শ্রেণির কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণে অংশ হিসেবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকল্পের বিষয় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বৃহদাকার ও বিশেষায়িত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান একাধিক বিভাগে বিস্তৃত হইলে আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) জনমত যাচাইয়ের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন ও এতদসংশ্লিষ্ট বাংলা সার-সংক্ষেপের ৩ (তিন) টি সেটসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা জনমত যাচাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিয়া বহুল প্রচারিত একটি স্থানীয় ও একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

(৪) জনমত যাচাই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তার ওয়েবসাইটে, যদি থাকে, প্রচার করিতে হইবে।

(৫) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস পর্যন্ত অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে মতামত প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, খসড়া পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রস্তুতের ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে জনমত যাচাই সম্পন্ন করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জনমত যাচাই শেষ করা সম্ভব না হইলে অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৬) জনমত যাচাই কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোগের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত এবং এতদবিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে যথাসম্ভব সম্পৃক্ত করিতে হইবে।

(৭) জনমত যাচাইয়ের সময় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে নিম্নলিখিত তথ্যাদি উপস্থাপন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্য;
(খ) প্রকল্পের সম্ভাব্য সুফল;
(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রভাব;
(ঘ) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমনের উপায়সমূহ; এবং
(ঙ) এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

(৮) জনমত যাচাই এর জন্য সভা আয়োজনের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করিতে হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) অনুযায়ী অনুমোদিত কার্যবিবরণী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(১০) জনমত যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পরিবেশগত মতামতের আলোকে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে হইবে।

১৭। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন মূল্যায়ন**।- (১) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (১) অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের তথ্য ও উপাত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো যাইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা সংস্থার নিকট হইতে মতামত চাহিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়পত্র প্রদানের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উক্ত মতামত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটি উহার সভায় সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নকালে নিম্নলিখিত বিষয়াবলি বিবেচনা করিবে, যথা:-

(ক) নিরূপিত পরিবেশগত প্রভাব, প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি;
(খ) জনমত যাচাই করিয়া প্রাপ্ত মতামত এবং উক্ত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা;
(গ) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ এবং প্রয়োজনে উক্ত প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট সরেজমিন পরিদর্শন;
(ঘ) প্রতিবেদনের তথ্য অপ্রতুল বলিয়া প্রতীয়মান হইলে অতিরিক্ত তথ্য প্রদানের জন্য অনুরোধ; এবং

(ঙ) অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রতিপালনীয় শর্তসমূহ পর্যালোচনা।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধির শর্তানুসারে দাখিলকৃত অন্যান্য প্রতিবেদন যেমন, সামাজিক প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত জরুরি পরিকল্পনা, ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিকল্পনা, ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করিবে।

১৮। **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদন।-** (১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি, লাল শ্রেণির সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া সুপারিশসহ উহা অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে, যথা:-

(ক) পরিবেশগত বা সামাজিক প্রভাব পর্যাপ্ত মাত্রায় নিরূপণ করা হইয়াছে কিনা;

(খ) প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি যথার্থ, কার্যকরী, বাস্তবসম্মত এবং পর্যাপ্ত কিনা;

(গ) প্রস্তাবিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে থাকিবে কিনা; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প প্রস্তাব সরকারি নীতি এবং পরিকল্পনার পরিপন্থি কিনা।

(২) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন দাখিলের অনধিক ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদন করা হইবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদনের সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি জমা প্রদানের জন্য আহ্বান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী ফি জমা প্রদানের প্রমাণক সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিলের অনধিক ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্রের আবেদনের উপর পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির কোনো আপত্তি থাকিলে উহার উপর মহাপরিচালক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী লিখিত আপত্তি পাইবার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদন নামঞ্জুর করা যাইবে।

(৭) অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, লেটারস্ অব ক্রেডিট (এল,সি) খোলাসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম আরম্ভ করিতে পারিবে।

(৮) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত অনুমোদিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন জনসাধারণের অবগতির জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করিতে হইবে।

১৯। **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি।-** (১) অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চালু করার উদ্দেশ্য উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন পাইবার পর অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তাবলি, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের সুপারিশসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনাক্রমে অভিমতসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটিতে প্রেরণ করিয়া উহার অনুলিপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূল পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট অভিমতসহ সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নিকট হইতে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিবেশত ছাড়পত্র প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হইলে নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিক নূতন কোনো পরিবেশগত বা সামাজিক ইস্যু বিবেচনায় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন হালনাগাদ করিবার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক উদ্যোক্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা যাইবে।

২০। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ**।- (১) সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর যা ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(২) হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর যা ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

(৩) কমলা ও লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্র অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে উহা ইস্যুর তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর যা ১ (এক) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

২১। **অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন পদ্ধতি**।- (১) সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হইবার কমপক্ষে ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে উহা নবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য ফরম-৪ পূরণ করে তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কার্যালয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাইট সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক যদি সন্তুষ্ট হয় যে, অবস্থানগত ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে।

২২। **পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন পদ্ধতি**।- (১) সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য ফরম-৫ পূরণপূর্বক তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ এ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উক্ত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলি প্রতিপালন ও অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রাসহ প্রাসঙ্গিক কার্যক্রমসমূহ গ্রহণযোগ্য হইলে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সবুজ ও হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমলা ও লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের বিষয়ে মতামত, পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি মহানগর, আঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ মহানগর, আঞ্চলিক বা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কার্যালয় উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করিবে।

২৩। **অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ**।- (১) বিধি ৬ এ উল্লিখিত প্রযোজ্যক্ষেত্রে, অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পরিচালিত হইতেছে বলিয়া তথ্য পাওয়া গেলে মহাপরিচালক উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে কারণ দর্শাইবার জন্য অনধিক ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় প্রদান করিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কারণ দর্শানোর জবাব প্রাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী শুনানী গ্রহণের পর মহাপরিচালক সন্তুষ্ট না হইলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারীসহ উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রম বন্ধ করিয়া বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ইত্যাদি সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবেন অথবা প্রয়োজনীয় অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প পুনরায় চালু করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য ফরম-৩ পূরণ করে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ও বিবরণ, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং তফসিল-৭ এ উল্লিখিত ফি প্রদানপূর্বক বিধি ৭ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আবেদন করিতে হইবে।

(৫) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত পরিচালনা করা হইলে মহাপরিচালক পরিবেশের ক্ষতি নিরূপণ করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী মহাপরিচালক কর্তৃক কোনো ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্বত্বাধিকারী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান বা নির্দেশিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে মহাপরিচালক আইনের ধারা (৭) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৪। **পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির গঠন।**- (১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক-

(ক) লাল শ্রেণিভুক্ত এবং প্রযোজ্য কমলা শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পরিচালক বা তদূর্দ্ধ পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করিয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি গঠন করিতে পারিবেন;

(খ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণিভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক, বিভাগীয় বা মহানগর কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রধানকে আহ্বায়ক করিয়া উক্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ন্যূনতম ৩ (তিন) সদস্যের একটি পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি গঠন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মহানগর, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ের কার্যালয় প্রধানকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সদস্যগণ, সরকারি বিধি মোতাবেক, সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

২৫। **পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটির কার্যাবলি।**– (১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) লাল শ্রেণিভুক্ত শিল্প বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কার্যপরিধি এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

(খ) পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কার্যপরিধি ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন অনুমোদনসহ ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনাপূর্বক ছাড়পত্রের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঘ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) লাল ও প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের নিকট সুপারিশ প্রদান;

(চ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা কর্তৃক কর্পোরেট সামাজিক এবং পরিবেশগত দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা;

(ছ) লাল ও প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিনির্দেশ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

(জ) প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট পরিদর্শন; এবং

(ঝ) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

(২) অধিদপ্তরের মহানগর, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটির কার্যাবলী:

(ক) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(খ) বিদ্যমান প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন ও ছাড়পত্রের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ধরন ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনাপূর্বক ছাড়পত্রের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঘ) প্রযোজ্য কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ এবং বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিনির্দেশ অনুমোদন;

(ঙ) প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রস্তাবিত সাইট পরিদর্শন; এবং

(চ) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য।

২৬। **অবস্থানগত ছাড়পত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তর**।- (১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রতিনিধি, দাতা বা গ্রহীতার লিখিত আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে উহা হস্তান্তর করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী কোনো অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তরিত হইলে উহার বিপরীতে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ বা ক্ষতিপূরণের দাবীসহ, যদি থাকে, উহা হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৭। **আপিল**।- (১) কোনো ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা আইন বা এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোনো নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেন নাই এইরূপ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা আপিল দায়ের করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আপিলের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(ক) যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে উহার সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) হালনাগাদ পরিবেশগত ছাড়পত্রের অনুলিপি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে;

(গ) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে আপিল ফি বাবদ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জমা প্রদানের প্রমাণক;

(ঘ) আইনের ধারা ৭ এর অধীন ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইলে ধার্যকৃত অর্থের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঙ) নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী দূষণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বন্ধ রহিয়াছে মর্মে লিখিত অঙ্গীকারনামা।

২৮। **আপিল কর্তৃপক্ষ**।- (১) আইন ও বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি আপিল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;
(খ) অতিরিক্ত-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;
(গ) যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;
(ঘ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি; এবং
(ঙ) উপ-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) চেয়ারম্যান আপিল কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত-সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আপিল কর্তৃপক্ষের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষের সভার কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অন্যূন ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) আপিল কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ, সরকারি বিধি মোতাবেক, সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

২৯। **আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।-** (১) আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলের আবেদনের উপর শুনানী গ্রহণের জন্য দিন ধার্য করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল শুনানীর সুবিধার্থে উভয় পক্ষকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) আপিলের কোনো আবেদন পাইবার পর আপিল কর্তৃপক্ষ আবেদনের সহিত দাখিলকৃত সংশ্লিষ্ট কাগজাদি, লিখিত বিবরণ এবং প্রয়োজনে মৌখিকভাবে সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করিয়া আবেদনটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) শুনানী গ্রহণক্রমে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল দায়েরের ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া তদবিবেচনায় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। **আপিল শুনানির পদ্ধতি।-** (১) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে আপিলকারী উপস্থিত না হইলে আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল খারিজ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিল কর্তৃপক্ষ আপিলকারীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানীর জন্য উপস্থিত হইবার সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আপিলের কোনো আবেদন খারিজ করা হইলে খারিজের উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা যাইবে।

(৩) আপিল কর্তৃপক্ষ সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের স্বাক্ষরে লিখিতভাবে আদেশ জারী করিবে এবং উহার অনুলিপি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করা যাইবে না।

৩১। **পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ।-** পানির মানমাত্রা তফসিল-২ অনুযায়ী এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

৩২। **তরল বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা।-** কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা তফসিল-৩ অনুযায়ী, তরল বর্জ্য নির্গমন মানমাত্রা তফসিল-৪ অনুযায়ী এবং শিল্পশ্রেণি ভিত্তিক তরল বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা তফসিল-৫ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৩৩। **শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধন।-** কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার বা পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ, উহার অনুমোদন এবং পরিচালনা, তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবীক্ষণ, তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা, তরল বর্জ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি, তরল বর্জ্য নির্গমন পয়েন্ট, স্লাজ পরিত্যজন, ইত্যাদি বিষয় তফসিল-১২ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

৩৪। **বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি**।– অধিদপ্তর কোনো ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রকল্পের উদ্যোক্তা বা সংস্থার আবেদনক্রমে, তফসিল-৮ অনুযায়ী সেবা ফি গ্রহণ করিয়া, পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু বা শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৫। **ফিসমূহ প্রদানের পদ্ধতি**।- এই বিধিমালার অধীন নির্ধারিত ফিসমূহ ট্রেজারি চালান, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং ফি জমা প্রদানের প্রমাণক জমা প্রদানকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩৬। **পরিবেশগত ক্ষতি নিরূপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়**।- (১) আইনের ধারা ৭ এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের অতিরিক্ত হিসাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত দায়ী ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রম স্থগিত করা যাইবে।

(২) ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র স্থগিত, বাতিল করা যাইবে বা নবায়ন করা যাইবে না।

৩৭। **পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ তালিকাভুক্তি**।- (১) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে অধিদপ্তরের নিকট তালিকাভুক্ত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোনো দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ক্ষেত্রে তালিকাভুক্তির প্রয়োজন হইবে না।

(২) মহাপরিচালক, পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আবেদন আহ্বান করিয়া ২ (দুই) টি বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ১ (এক) টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

(৩) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিষয়াদি তফসিল-১৩ এর 'ক' অংশ অনুযায়ী হইবে।

(৪) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করিবার জন্য মহাপরিচালক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত কমিটি আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করিয়া একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট পেশ করিবে।

(৬) মহাপরিচালক উপ-বিধি (৫) এর অধীন মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অনুকূলে তালিকাভুক্তির অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবেন অথবা আবেদন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৭) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির আবেদন ফি, তালিকাভুক্তির ফি এবং নবায়ন ফি তফসিল-১৩ এর 'খ' অংশ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৮) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তালিকাভুক্তির মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর যা ৩ (তিন) বৎসর অন্তর অন্তর নবায়নযোগ্য হইবে।

৩৮। **পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ তালিকাভুক্তি বাতিলকরণ, হালনাগাদকরণ, ইত্যাদি**।– (১) কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করিয়া তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করিলে বা কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের মালিক বা উদ্যোক্তার নিকট হইতে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করিলে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া তালিকা হইতে বাদ প্রদান করিবেন।

(২) তালিকাভুক্তি হইতে বাদ পড়া কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে পুনরায় তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) মহাপরিচালক, সময় সময়, পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞের তালিকা হালনাগাদ করিবেন।

৩৯। **বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ**।- কোনো স্থানে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত বা নিঃসৃত হইলে বা কোনো দুর্ঘটনা বা অদৃষ্টপূর্ব কোনো ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে কোনো স্থান এইরূপ আশংকাযুক্ত হইলে সেই দূষণের ঘটনাস্থল বা দূষণ আশংকাযুক্ত স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা আশংকা সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিতে হইবে।

৪০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।-** (১) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং ২২.০০.০০০০.০৭৫.০৬.০০১.১৮-০২ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও প্রযোজ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধিমালার অধীন-

(ক) কৃত সকল কাজ এই বিধিমালার অধীন কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র, নোটিশ, আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন এবং আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত এবং আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) নিষ্পন্নাধীন সকল কাজ যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

ফরম-১

পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত প্রতিকারের আবেদন

[**বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য**]

বরাবর,

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ই-১৬, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

প্রেরক

....
....
....

মহোদয়,

আমি পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত একজন ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে, আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় পরিবেশের ক্ষতি অথবা পরিবেশের ক্ষতির আশংকা সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি:

১। পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা :

২। ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ :

৩। ক্ষতিগ্রস্ত হইবার স্থান :

৪। ক্ষতির/সম্ভাব্য ক্ষতির বিবরণ :

৫। ক্ষতি সংঘটিত হইবার সময় :

৬। ক্ষতি ঘটানোর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নাম ও ঠিকানা :

৭। প্রার্থিত প্রতিকার :

তারিখ : ....   স্বাক্ষর : ....

ফরম-২
নমুনা সংগ্রহের জন্য নোটিশ
[**বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য**]

নং................................ তারিখ : ....

প্রতি

....
....
....

যেহেতু আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের *** .... হইতে কঠিন বর্জ্য/তরল বর্জ্য/গ্যাসীয় নিঃসরণ/মাটি দূষক বিশ্লেষণের জন্য ....তারিখ .... ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বর্জ্য পদার্থের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য কারখানা, প্রাঙ্গন বা স্থান হইতে বায়ু, পানি, মাটি বা অন্যবিধ পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন সেহেতু নমুনা সংগ্রহের তারিখে আপনাকে/আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্পে উপস্থিত থাকিয়া নমুনা সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান এবং সংগৃহীত নমুনা পত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য আপনাকে এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা হইল।

নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম—
পদবি—

নোটঃ
*** বর্জ্যপ্রবাহ, স্ট্যাক, ইত্যাদি উৎস যে সূত্র হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইবে উহার বিবরণ।

ফরম-৩

অবস্থানগত ছাড়পত্র/পরিবেশগত ছাড়পত্র এর জন্য আবেদনপত্র
[বিধি ৯ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১), বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) ও বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান/বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান এর জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা প্রদান করিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র এর জন্য আবেদন করিতেছি :

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম :
(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত ঠিকানা :
(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা :

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান :
(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :
(আ) জমির পরিমাণ :
(ই) নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :
(ঈ) নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :
(উ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষামূলক উৎপাদনের সম্ভাব্য তারিখ :
(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান :
(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর তারিখ :
(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :

৩। প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কিংবা তফসিল-৯ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত কী না :

৪। উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :

৫। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :
(খ) কাঁচামালের উৎস :

৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :
(খ) পানির উৎস :

৭। (ক) জ্বালানির নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :
(খ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘণ্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎস :

৮। (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের লোকেশন ম্যাপ :
(খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বর্জ্য পরিশোধনাগারে অবস্থান নির্দেশিত) :

৯। (ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ :

(খ) উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম :

১০। (ক) কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি :

(খ) দৈনিক সম্ভাব্য কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :

১১। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :

(খ) তরল বর্জ্যের নির্গমনস্থল :

১২। গ্যাসীয় দূষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমন পদ্ধতি :

১৩। সম্ভাব্য শব্দদূষণের উৎস ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

১৪। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতি :

১৫। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*:

১৬ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)**:

১৭। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি :

১৮। জমির তফসিল ও মৌজা ম্যাপ :

১৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২০। (ক) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(খ) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

২১। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২২। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

ই-মেইল :

তারিখ :

ঘোষণা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোট:

*তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

** বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

*** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত অবকাঠামো প্রকল্প অথবা বিদ্যমান অবকাঠামো প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি :

১। প্রকল্পের নাম :

(ক) প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা :

(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা :

২। (ক) প্রস্তাবিত প্রকল্প :

(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :

(আ) প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :

(ই) প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :

(ঈ) প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

(খ) বিদ্যমান প্রকল্প :

(অ) প্রকল্প চালু হইবার তারিখ :

(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :

৩। প্রকল্পের জমির বিবরণ :

(অ) মোট জমির পরিমাণ (একর) :

(আ) জমির মালিকানার বিবরণ :

(একর)

ক্রয়সূত্রে	**রেকর্ডসূত্রে**	**লিজ**	**পাওয়ার অব অ্যাটর্নি**	**খাস বা সরকারি**	**অন্যান্য**	**মোট**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**

(ই) প্রকল্পভুক্ত জমির ধরন/বর্তমান অবস্থা :

(একর)

কৃষি/নাল	**বসত ভিটা**	**অকৃষি**	**পাহাড়/টিলা**	**পুকুর/জলাশয়**	**প্রাকৃতিক জলাভূমি**	**অন্যান্য**	**মোট**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**	**(৭)**	**(১)**

(ঈ) প্রস্তাবিত প্রকল্প পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কিংবা তফসিল-৯ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ এলাকার অন্তর্ভুক্ত কিনা :

৪। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম (ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালন পর্যায়) :

৫। (ক) প্রকল্প উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান উপকরণসমূহের নাম ও পরিমাণ :

(খ) উপকরণসমূহের উৎস :

৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :

(খ) পানির উৎস :

৭। (ক) জ্বালানির নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) :

(খ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ (কিলোওয়াট ঘণ্টায়) এবং বিদ্যুতের উৎস :

৮। (ক) প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ :

(খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রেনেজ/বর্জ্য/পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত) :

৯। (ক) প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও জমির বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

(খ) ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

১০। (ক) কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি :

(খ) দৈনিক সম্ভাব্য কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :

১১। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :

(খ) তরল বর্জ্যরে নির্গমন স্থল :

১২। বায়বীয় দূষকের প্রকৃতি এবং ইহার নির্গমন পদ্ধতি :

১৩। সম্ভাব্য শব্দদূষণের উৎস ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

১৪। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতি :

১৫। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* :

১৬। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)** :

১৭। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি :

১৮। জমির তফসিল ও মৌজা ম্যাপ :

১৯। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২০। (ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি :

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন :

২১। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২২। প্রজেক্ট প্রোফাইল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

২৩। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন :

ই-মেইল :

তারিখ :

ঘোষণা :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোটঃ

* তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

** বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।

*** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অথবা বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি :

১। (ক) স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের নাম :
(খ) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :
২। (ক) প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ
(অ) সম্ভাব্য প্রকল্প ব্যয় :
(আ) প্রকল্পের কাজ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ :
(ই) প্রকল্প সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ :
(ঈ) প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ :
(খ) বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ
(অ) প্রতিষ্ঠান চালু হইবার তারিখ :
(আ) মোট বিনিয়োগকৃত অর্থ :
৩। প্রকল্পের জমির বিবরণ :
(অ) মোট জমির পরিমাণ :
(আ) অবকাঠামো দ্বারা আচ্ছাদিত জমির পরিমাণ :
(ই) প্রস্তাবিত স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ভবনের অন্যান্য ব্যবহার (যেমন : আবাসিক, বাণিজ্যিক ইত্যাদি) :
৪। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ধরন (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন) : (ক) ক্লিনিক (খ) ডায়াগনস্টিক সেন্টার (গ) হাসপাতাল
৫। প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সেবা (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন বা প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন):
(ক) ডায়াগনস্টিক সেন্টার :

(অ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (আ) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ই) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (ঈ) অন্যান্য ....

(খ) ক্লিনিক (প্রযোজ্যটিতে টিকচিহ্ন দিন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন) :
(অ) ডাক্তার কনসালটেশন (আ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (ই) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ঈ) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (উ) ইমুনাইজেশন (ঊ) সার্জিক্যাল অপারেশন (ঋ) অন্যান্য ....

(গ) হাসপাতাল (প্রযোজ্যটিতে টিক চিহ্ন দিন এবং প্রয়োজনী তথ্য প্রদান করুন) :
(অ) ডাক্তার কনসালটেশন (আ) প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি (ই) রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন (ঈ) বিবিধ ইনভেস্টিগেশন (উ) ইমুনাইজেশন (ঊ) ওপিডি (Out Patient Department) (ঋ) আইপিডি (In Patient Department) (এ) আইপিডি-এর ক্ষেত্রে শয্যা সংখ্যা :.................. (ঐ) সার্জিক্যাল অপারেশন (ও) অন্যান্য........................

৬। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ :
(খ) পানির উৎস :
৭। (ক) প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ :
(খ) লে-আউট প্ল্যান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত) :
৮। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য সাধারণ কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ :
(খ) দৈনিক সম্ভাব্য চিকিৎসা- বর্জ্যের পরিমাণ :
৯। (ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ (ঘনমিটারে) :
(খ) তরল বর্জ্যের নির্গমন স্থল :
১০। সাধারণ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতি :
১১। ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতি :
১২। তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)* :
১৩। পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থাদি :
১৪। জমির তফসিল এবং মৌজা ম্যাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
১৫। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ-এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
১৬। (ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি:
(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন:
১৭। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
১৮। প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সিলমোহরসহ)

নাম :
ঠিকানা :
ফোন :
ই-মেইল :
তারিখ :
ঘোষণা :
আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

নোট:
* তফসিল-১২ অনুসারে তরল বর্জ্য পরিশোধন সংক্রান্ত দলিল দাখিল করিতে হইবে।
** প্রত্যেক পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তা বা তাহার প্রতিনিধির স্বাক্ষর ও সিল থাকিতে হইবে।

ফরম-৪
অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র
[বিধি ২১ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি :

১. শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম :

২. শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা :

৩. (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে

(অ) উৎপাদিতব্য পণ্যের নাম :

(আ) পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক) :

(খ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে

(অ) প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম :

৪. অবস্থানগত ছাড়পত্র জারির স্মারক নম্বর:................................তারিখ : ....

(ক) সর্বশেষ নবায়নের তারিখ:............................ মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ :...........................

৫. প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ: .... টাকা

৬. ছাড়পত্র নবায়ন ফি বাবদ প্রদেয় অর্থ:

ট্রেজারি চালান নম্বর:..................................., তারিখ: ....

ব্যাংকের নাম:.., শাখা: ....

৭. ছাড়পত্র নবায়ন ফি'র উপর মূসক বাবদ প্রদেয় অর্থ :

ট্রেজারি চালান নম্বর:..................................., তারিখ : ....

ব্যাংকের নাম:.., শাখা :..

৮. **কারখানার নির্মাণ কার্যক্রম/প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম:**

কারখানা/প্রকল্পের কার্যক্রম	○ চলমান	○ বন্ধ	○ বন্ধ থাকিলে উহার তারিখ: ..../......../........
উৎপাদন প্রক্রিয়া বা উন্নয়ন কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কিনা?	○ হ্যাঁ	○ না	○ হ্যাঁ হইলে তথ্য প্রদান করুন:

৯. কারখানা নির্মাণ বা প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য:

বর্জ্যের ধরন	**বিবরণ**	**পরিমাণ (………/দৈনিক)**
সাধারণ কঠিন বর্জ্য		
তরল বর্জ্য		
বায়বীয় বর্জ্য		
ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardus waste)		
অন্যান্য বর্জ্য		

১০. দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:

(ক) তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা	
(খ) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	
(গ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
(ঘ) পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা	
(ঙ) অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	
(চ) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	

১১. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা:

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	o বুট o হ্যালমেট o এপ্রোন/উপযুক্ত পোশাক	o ডাস্ট মাস্ক/রেস্পেরেটোরি মাস্ক o সেফটি গ্লাস o হ্যান্ড গ্লাভস্	o ফার্স্ট অ্যাইড

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর :
(সিলমোহরসহ)
নাম :
ঠিকানা :
ফোন :
তারিখ :
নোট:
* আবেদনকারী এই আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।

ফরম-৫
পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্র
[বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর,

জনাব,

আমি আমার বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা প্রদান করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি :

১.শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম : ....

২.শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানাঃ ....

৩.(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক) :.......................

(খ) প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম :...

৪. পরিবেশগত ছাড়পত্র জারির স্মারক নম্বর :................................তারিখ : ..../............/...........

৫. সর্বশেষ নবায়নের তারিখঃ ...../...../......... মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ : ..../........../.................

৬. প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ : .... টাকা

৭. ছাড়পত্র নবায়ন ফি বাবদ প্রদেয় অর্থ :

ট্রেজারি চালান নম্বরঃ.............................., তারিখ : ..../.............../.................

ব্যাংকের নামঃ...................................., শাখা : ....

৮. ছাড়পত্র নবায়ন ফি-এর উপর মূসক বাবদ প্রদেয় অর্থ :

ট্রেজারি চালান নম্বরঃ............................., তারিখ : ..../.............../................

ব্যাংকের নামঃ.., শাখা : ....

৯. কারখানা বা প্রকল্পের কার্যক্রম :

কারখানা/প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম	○ চালু	o বন্ধ	○ বন্ধ থাকিলে, বন্ধ হইবার তারিখঃ ..../......../........
কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রকল্পের কার্যক্রমের কোনো পরিবর্তন হইয়াছে কী না?	○ হ্যাঁ	o না	○ হ্যাঁ হইলে নিম্নে তথ্য প্রদান করুন :

১০. কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য :

বর্জ্যের ধরন	বর্জ্যের বিবরণ	পরিমাণ (........../দৈনিক)
সাধারণ কঠিন বর্জ্য		
তরল বর্জ্য		
বায়বীয় বর্জ্য		
ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous Waste)		
অন্যান্য বর্জ্য		

১১. তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

ইটিপির পরিশোধন ক্ষমতা	.......ঘন মিটার/দৈনিক		ইটিপির ধরন	○ রাসায়নিক ○ জৈব রাসায়নিক	○ বায়োলজিক্যাল ○ অন্যান্য
ফ্লো-মিটার	অদ্যকার তারিখ		অদ্যকার রিডিং		মোট প্রবাহ (ঘনমিটার)
	পূর্ববর্তী তারিখ		পূর্ববর্তী রিডিং		
ইটিপি হইতে সৃষ্ট স্লাজ ব্যবস্থাপনা	ডিওয়াটারিং	o			
	সংরক্ষণ	o			
	পরিত্যজন	o			
তরল বর্জ্য চূড়ান্ত নির্গমন স্থল		o			
ইটিপির কার্যকারিতা		o ইটিপি চলমান	o ইটিপি বন্ধ		

১২. তরল বর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৩. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা :

গ্যাসীয় নির্গমনের উৎস	o বয়লার (জ্বালানি: কয়লা/ ডিজেল/গ্যাস)	o ফার্নেস/স্ম্যাল্টার	o পাল্‌ভারিজেশন/গ্রাইন্ডিং
	o বাফিং/মেটাল পলিশিং	o অ্যাসিডিক ফিউম	o মিক্সিং/Material Handing
	o কুকিং/কিচেন ইমিশন	o	o
	o	o	o
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ	o চিমনি (ভূমি/ছাদ হইতে উচ্চতা-----মি.)	o ওয়েট স্ক্রাবার/ ইএসপি	o ডাস্ট কালেক্টর (ব্যাগ ফিল্টার/ সাইক্লোন)
	o চ্যানেলাইজেশন: হুড, ডাক্টিং এবং সাকশান ব্যবস্থা	o নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা : সাইক্লোন/ওয়েট স্ক্রাবার/	
	o চতুর্দিক হইতে ঘেরিয়া ফেলা o পানি স্প্রে	o ড্রাই এক্সট্রাকশন কাম ব্যাগ ফিল্টার	o ক্লোজড বেল্ট কনভেয়র

১৪. গ্যাসীয় নিঃসরণের বিশ্লেষিত ফলাফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) : সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত

১৫. শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

শব্দদূষণের উৎস	o o o o
শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা	

পরিমাপকৃত শব্দের মাত্রা	○ সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল সংযুক্ত

১৬. অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা :

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	o ডাম্পিং/ল্যান্ড ফিলিং o পুনচক্রায়ন	○ কম্পোস্টিং ○ বিক্রয় ○	o নিয়ন্ত্রিত ইনসিনেরেশন o পোড়ানো o
পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা	○ সেপ্টিক ট্যাংক ○ এসটিপি	o গণ পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালিতে অপসারণ	o o

১৭. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা :

ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার	○ বুট ○ হ্যালমেট ○ এপ্রোন/উপযুক্ত পোশাক	o ডাস্টমাস্ক/ o রেস্পেরেটোরি মাস্ক o সেফটি গ্লাস o হ্যান্ড গ্লাভস	o ফার্স্ট এইড ○ ○

১৮. জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইয়াছে কী না?	o হ্যাঁ	o না
জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদিত হইলে	o অনুমোদনের তারিখ : .../....../........	○ বাস্তবায়ন সমাপ্তির তারিখ:..../..../...
জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত বিবরণ দিন :		

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর :
(সিলমোহরসহ)
নাম:
ঠিকানা:
ফোন:
তারিখ:
নোট:
*আবেদনকারী এই আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।

ফরম-৬

ঘোষণাপত্র

[**বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য**]

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার জ্ঞাতসারে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হইয়াছে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল কার্যক্রম/পদক্ষেপ/পরিকল্পনা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আমি দায়ী থাকিব।

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম...

শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ঠিকানা...

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর

(সিলমোহরসহ)

নাম :

ঠিকানা :

ফোন : ফ্যাক্স :

তারিখ : ই-মেইল :

তফসিল-১

বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের তালিকা

[**বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২), বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশ, বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৪) ও বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য**]

সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	কনফেকশনারি ও বেকারি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত)।
২।	গুড়া দুধ রি-প্যাকিং।
৩।	গম, ধান, হলুদ-মরিচ, ডাল মিল (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, শুষ্ক প্রক্রিয়া)।
৪।	মুড়ি/চিড়া মিল (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ পর্যন্ত)।
৫।	চানাচুর/চিপস প্রস্তুত (১০ লক্ষ টাকা হইতে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
৬।	বোতলজাত খাবার পানি।
৭।	চা প্রক্রিয়াকরণ, ব্লেন্ডিং ও প্যাকেটজাতকরণ।
৮।	ক্যান্ডি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত)।
৯।	কাঠ/ধাতব আসবাবপত্র তৈরি (মূলধন ১০ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১০।	ছাপাখানা (Printing Press)।
১১।	কার্ড বোর্ড, করুগেটেড বক্স ও কাগজের সামগ্রী (পেপার ও পাল্প প্রস্তুত ব্যতীত)
১২।	প্লাস্টিক এবং জৈব পচঁনশীল প্লাস্টিকের মোড়ক তৈরি ও প্রিন্টিং।

১৩।	যানবাহন মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১৪।	চশমার ফ্রেম প্রস্তুত।
১৫।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
১৬।	খেলনা প্রস্তুত ও সংযোজন।
১৭।	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী সংযোজন।
১৮।	বাইসাইকেল সংযোজন (ইলেকট্রোপ্লেটিং/গ্যালভানাইজিং ব্যতীত)।
১৯।	কলম ও বলপেন প্রস্তুত।
২০।	বরফ কল।
২১।	কর্ক সামগ্রী প্রস্তুত।
২২।	সুতা কোনিং, ড্রয়েস্ট্রিং, ইন্টার লাইনিং, ইলাস্টিক প্রস্তুত।
২৩।	গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ (ওয়াশিং ও ডাইং ব্যতীত)।
২৪।	প্লাস্টিক সামগ্রী (পিভিসি বাদে) এবং জৈব পচনশীল প্লাস্টিক সামগ্রী প্রস্তুত ।
২৫।	প্রাণিসম্পদ খামার (সংখ্যা ১৫ টি হইতে ২৫ টি পর্যন্ত)।
২৬।	খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুত।
২৭।	রেস্টুরেন্ট (মূলধন ৩০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।
২৮।	হিমাগার।
২৯।	জীবাণু সার।
৩০।	কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক অনধিক ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন)।
৩১।	সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মেগাওয়াট পর্যন্ত অফগ্রিড)।
৩২।	(সিএনজি/এলপিজি/এলএনজি/জ্বালানি গ্যাস) ফিলিং স্টেশন।

মহাপরিচালক কর্তৃক শ্রেণীকৃত সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)	(৩)
৩৩।	হোগলাপাতা, পাট ও বেতের তৈরি বিভিন্ন হস্ত শিল্প	৪৯৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঠ/১১
৩৪।	অর্থোপেডিক এপ্লায়েন্স প্রস্তুত	৫০০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/০৭
৩৫।	জুতার এক্সেসরিজ প্রস্তুত	৫০০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/০৪
৩৬।	পিপিই, মাস্ক প্রস্তুত	৫০১ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/০১
৩৭।	রপ্তানীমুখি পিই ফোম, এক্সপোর্ট পলিব্যাগ, গারবেজ ব্যাগ, মিডিয়াম পেপার, লাইনার পেপার ও প্রিন্টিং ইঙ্ক ব্যবহার করে করোগেটেড কার্টুন	৫০১ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/০২
৩৮।	সেমাই প্রস্তুত	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২০
৩৯।	কার্টুন প্রস্তুত, প্রিন্টিং কার্যক্রম, প্যাকেজিং, পেট বোতল প্রস্তুত	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২
৪০।	জৈব সার বা বায়ো ফার্টিলাইজার প্রস্তুত	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১২
৪১।	প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গার ও সাইজার প্রস্তুত	৫০৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২
৪২।	রপ্তানীকারক প্লাস্টিক ব্যাগ প্রস্তুত	৫০৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৬
৪৩।	কর্ক শিট প্রস্তুত	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১
৪৪।	কফি রি-প্যাকিং	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৩
৪৫।	রোপ ও টোয়াইন সামগ্রী প্রস্তুত	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৮
৪৬।	পিপি ফিল্টার, কার্বন ফিল্টার, নিউমেটিক পাইপ, আল্টা ফিল্টার প্রস্তুত	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১৮

৪৭।	পেপার কনভার্টিং ও প্রিন্টিং কারখানা	৫১২ তম সভার সিদ্ধান্ত # গ/১০
৪৮।	বায়োগ্যাস, জৈব সার ও জৈব কীটনাশক প্রস্তুত	৫১২ তম সভার সিদ্ধান্ত # গ/১২
৪৯।	হ্যাঙ্গার ও প্লাস্টিক জাতীয় পণ্য উৎপাদন	৫১৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # গ/১

টিকা: এই তালিকার বাহিরে সকল শিল্পখাতভুক্ত কুটির শিল্প পরিবেশগত ছাড়পত্রের চাহিদার বাহিরে থাকিবে। (কুটির শিল্প বলিতে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ বা খণ্ডকালীন উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ শিল্পসমূহ বুঝাইবে)।

হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	লবণ প্রস্তুত (মূলধন ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত)।
২।	গম, ডাল ও মসলা মিল (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।
৩।	চাউল কল (সিদ্ধ, শুকানো ও ভাঙানো, দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৪।	কনফেকশনারি ও বেকারি (দৈনিক উৎপাদান ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রামের ঊর্ধ্বে)।
৫।	চানাচুর/চিপস্ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।
৬।	মুড়ি/চিড়া প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।
৭।	ভোজ্য তৈল মিল (পরিশোধন ব্যতীত)
৮।	মৎস্য ও প্রাণিখাদ্য প্রস্তুত (Feed mill)।
৯।	আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানি ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন অনধিক ৫০ লক্ষ টাকা)।
১০।	বস্ত্র নিটিং/উইভিং।
১১।	জুতা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুত (শুষ্ক প্রক্রিয়া)।
১২।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।
১৩।	মোটরযান মেরামত ওয়ার্কশপ (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।
১৪।	ধাতব সার্কেল হইতে শুধু চাপের সাহায্যে তৈজসপত্র (শুষ্ক যান্ত্রিক পদ্ধতি)
১৫।	আঠা (অ্যানিম্যাল গ্লু ব্যতীত)।
১৬।	বর্জ্য প্লাস্টিক পুনচক্রায়ন (মূলধন ১০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে প্যাইরোলাইসিস ব্যতীত)।)।
১৭।	দিয়াশলাই প্রস্তুত।
১৮।	কাঠ/ধাতব আসবাবপত্র তৈরি (মূলধন ২০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে)।
১৯।	ধাতব প্রলেপযুক্ত পিপি ফিল্ম।
২০।	অ্যালুমিনিয়াম ব্লিস্টার ফয়েল ও টিউব প্রস্তুত।
২১।	বায়োমাস ব্রিকেট।
২২।	রাসায়নিক সার মিক্সিং ও প্যাকিং।
২৩।	পোলট্রি খামার।
২৪।	প্রাণিসম্পদ খামার (সংখ্যা ২৫টির ঊর্ধ্বে)।
২৫।	মৎস্য চাষ (জমির পরিমাণ ৫ একরের উর্ধ্বে)।
২৬।	ডিজেলচালিত জেনারেটর স্থাপন (১০০ হইতে ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত)*।
২৭।	নৌযান প্রস্তুত (কাঠের নৌযান ব্যতীত)।
২৮।	সিমেন্ট কংক্রিট সামগ্রী (যেমন, রেলওয়ে স্লিপার, বৈদ্যুতিক খুঁটি তৈরি, পাইপ, ব্লক, টাইলস ইত্যাদি)।
২৯।	সিএনজি/এলপিজি/এলএনজি কনভারসন ওয়ার্কশপ।

৩০।	Metal finishing, painting and annealing units, excluding metal and machine fabrication.
৩১।	আবাসিক হোটেল (কক্ষ সংখ্যা ২০টির অধিক কিন্তু ১০০টির হইতে কম)।
৩২।	জ্বালানি তৈল ফিলিং স্টেশন।
৩৩।	জ্বালানি গ্যাস (সিএনজি, এলপিজি, এলএনজি ইত্যাদি) বোতলজাতকরণ।
৩৪।	সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট (১ মেগাওয়াট হইতে ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৩৫।	লুব অয়েল ব্লেন্ডিং।
৩৬।	পৌর বর্জ্যের সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন।
৩৭।	করাতকল।

মহাপরিচালক কর্তৃক শ্রেণীকৃত হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)	(৩)
৩৮।	ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই এর লার্ভা ও জৈব সার প্রস্তুত	৪৯৬তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৬
৩৯।	প্লাস্টিক/ পিইটি চিপস ও দানা প্রস্তুত	৪৯৬তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৭
৪০।	মৎস্য চাষ	৪৯৬তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১০
৪১।	পুরাতন ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্যের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আলাদা করে বিক্রয়	৪৯৬তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১১
৪২।	মৎস্য, পশু-পাখির প্রি-মিক্স, ভিটামিন, এনজাইম, জিওলাইট, প্রো-বায়োটিক ইত্যাদি খাবার রি-প্যাকিং	৪৯৬তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১৬
৪৩।	অ্যালুমিনিয়ামের শীট প্রস্তুত	৪৯৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১
৪৪।	অ্যামব্রয়ডারি	৪৯৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৩
৪৫।	পরচুলা বা উইগ প্রস্তুত	৪৯৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৫
৪৬।	প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল ফ্রেম, ফোম বেইজড কংক্রিট	৪৯৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঠ/০৩
৪৭।	মার্বেল টাইলস ও স্ল্যাব প্রস্তুত	৪৯৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঠ/১২
৪৮।	ক্যারিয়েজ এন্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ	৫০০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১৪
৪৯।	স্যানিটারি ন্যাপকিন, ডায়াপার, বেবি ওয়াইপস ও ওয়েট টিস্যু প্রস্তুত	৫০০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১০
৫০।	লাকড়ি উৎপাদন	৫০০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/০২
৫১।	ইপিই ফোম, বাবল ইনসুলেশন সীট	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২৮
৫২।	প্যাডিং কুইল্টিং ও ক্রাশিং করে জ্যাকেট প্যাড প্রস্তুত	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২৭
৫৩।	ডিসম্যান্টলিং	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২৬
৫৪।	ইঞ্জিন ফিল্টার (অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, এয়ার ফিল্টার)	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১৫
৫৫।	বলপেন, পেন্সিল, স্টেশনারী সামগ্রী, ডায়াপার ও সেনেটারী ন্যাপকিন প্রস্তুত	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ৭/১৪
৫৬।	নারিকেল তৈল প্রস্তুত ও কাজু বাদাম প্রসেসিং	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১১
৫৭।	উড পেলেট উৎপাদন	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৫
৫৮।	লিফট ও এস্কেলেটরের ছোট পার্টস তৈরি	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১
৫৯।	পশুর ফিড প্রিমিক্স, ভিটামিন এবং এডিটিভস ফরমুলেশন	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৮
৬০।	ফিল্টার নেট প্রস্তুত	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ৬/১১
৬১।	মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা ফুটানো	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ৬/১৭
৬২।	বিভিন্ন ধরনের গাড়ির বেয়ারিং সংযোজন	৫০৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১
৬৩।	জিও টেক্সটাইল ও জিও ব্যাগ	৫০৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৩

৬৪।	লিফ্ট বা এলিভেটর সংযোজন	৫০৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৪
৬৫।	প্যাডিং, কুইল্টিং, ইন্টারলাইনিং, নন ওভেন সিনথেটিক ফাইবার প্রস্তুত	৫০৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৫
৬৬।	ব্যানার, ফেস্টুন, সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, কাঠের টেবিল বক্স, ডিসপ্লে স্ট্যান্ড ও পাওয়ার সাপ্লাই তৈরি	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৫
৬৭।	বিটুমিন তরলীকরণ	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৬
৬৮।	পোল্ট্রি মুরগীর রোগ নির্ণয় ও ইনসিনারেটর ল্যাব	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৯
৬৯।	গ্যাসের চুলার বিভিন্ন পার্টস তৈরিকরণ ও সংযোজন	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১০
৭০।	স্ক্র্যাপ লোহা কর্তন/সাইজিং ও সংরক্ষণ	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১৬
৭১।	পশু খাদ্যের ঔষুধ এবং ভিটামিন ও প্রিমিক্স ফরমুলেশন	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২১
৭২।	হারবাল হেয়ার অয়েল প্রস্তুত	৫১০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/২
৭৩।	জিও ব্যাগ, জিও শীট, জিও ফেব্রিক্স, জিও টেক্সটাইল আইটেম প্রস্তুত	৫১০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৮
৭৪।	বিভিন্ন মেশিনারিজের স্পেয়ার পার্টস উৎপাদন ও মেরামত	৫১০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৯
৭৫।	মোল্ড প্রস্তুত (খেলনা গাড়ির ফর্মা তৈরি)	৫১২ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১৩
৭৬।	ফিশিং ট্যাকেল বা বড়শি এসেম্বলিং	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ৭/১৩
৭৭।	জেনারেটর ও মেশিন এর ওভারহুলিং ও মেইনটেন্যান্স	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১৪
৭৮।	বাটার অয়েল ও ঘি রি-প্যাকিং	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১৫
৭৯।	স্কুল ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ ও অফিস ব্যাগ প্রস্তুত	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২০
৮০।	বায়ো ফুয়েল (পেলেট, বায়োমাস পেলেট, ব্রিকেট) উৎপাদন	৫১৫ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১
৮১।	বাদাম প্রক্রিয়াজাতকরণ	৫১৫ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১১
৮২।	কটন প্রোডাক্টস, জিও টেক্সটাইল, প্যাডিং, ফেব্রিক্স, ননওভেন লাইনিং/ইন্টার লাইনিং, ফেব্রিক ব্যাগ, ননওভেন লাইনিং ব্যাগ, অ্যাক্সেসরিজ ও হসপিটাল প্রোডাক্টস	৫১৫ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১৩
৮৩।	গাড়ির স্প্রিং প্রস্তুত	৫১৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৩
৮৪।	স'ডাস্টের পাউডার/গাছের বাকলের পাউডার উৎপাদন	৫১৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৪
৮৫।	কুইলটিং এমব্রয়ডারি কমফোর্টার প্রস্তুত	৫১৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ৭/৫
৮৬।	বিভিন্ন ফুড কালার প্রস্তুত	৫১৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ৭/৬
৮৭।	আবাসিক হোটেল ও বিনোদন পার্ক	৫১৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৭
৮৮।	বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার প্রস্তুত	৫১৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১১
৮৯।	বিভিন্ন ধরনের নেট (ফিশিং নেট, এগ্রিকালচার নেট, ফিস প্রসেসিং নেট, মসকিউটো নেট, ফুড প্রসেসিং নেট, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন নেট) প্রস্তুত	৫১৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঝ/১
৯০।	স'ডাস্টের পাউডার/গাছের বাকলের পাউডার উৎপাদন	৫১৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২
৯১।	নারিকেলের মালা গুড়াকরণ ও স'মিলের গুড়া মিহিকরণ	৫১৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ৬/৬
৯২।	টিন প্রিন্টিং, টিনের ক্যান প্রস্তুত ও প্যাকেজিং	৫১৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ৭/১০
৯৩।	গ্যাস স্টোভ, সিঙ্ক, গীজার ও স্টিলের লেডার সংযোজন	৫১৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১১
৯৪।	গ্যাস, এইচএফও ও ডিজেলচালিত পাওয়ার প্লান্ট এবং জাহাজের ইঞ্জিনের টার্বো চার্জার সার্ভিসিং	৫১৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১৩

নোট: * যে সকল ভবনের জন্য ছাড়পত্রের প্রয়োজন নাই সেই সকল ভবনের জন্য প্রযোজ্য

কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	খনি অনুসন্ধান (Exploration)।
২।	কয়লা ও তৈলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৩।	গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৪।	পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৫।	বায়োমাস/বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
৬।	ক্যান্ডি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০০ কিলোগ্রামের উর্ধ্বে)।
৭।	খাদ্য, সবজি ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৮।	সোলার পাওয়ার (৫০ মেগাওয়াট-এর উর্ধ্বে)।
৯।	ডক ইয়ার্ড।
১০।	চুন প্রস্তুত।
১১।	পেপার বোর্ড প্রস্তুত।
১২।	সুতা প্রস্তুত (স্পিনিং)।
১৩।	ফাউন্ড্রি (ফেরাস ও নন-ফেরাস)।
১৪।	বালাইনাশক রিপ্যাকিং।
১৫।	মশার কয়েল ও রিপেলেন্ট।
১৬।	ছাপা ও লেখার কালি।
১৭।	পেইন্ট (পিগমেন্ট/পলিশ/ভার্নিস/এনামেল ইত্যাদি)।
১৮।	আয়ুর্বেদিক/হোমিওপ্যাথিক/ইউনানি ঔষধ প্রস্তুত (মূলধন ৫০ লক্ষ টাকার অধিক)।
১৯।	ভূমি উন্নয়ন (৫ একর হইতে ২৫ একর পর্যন্ত)।
২০।	নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত)।
২১।	রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (৫ হইতে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত)।
২২।	ব্রিজ নির্মাণ (১০০মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত)।
২৩।	বিমান বন্দর পুননির্মাণ ও ৫০% এর কম সম্প্রসারণ।
২৪।	বন্দর ও পোতাশ্রয় সম্প্রসারণ (৫০% এর কম)।
২৫।	আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন (৫,০০০ থেকে ২০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত বিল্ডআপ এরিয়া)।
২৬।	বিনোদন পার্ক (৫ হইতে ১০ একর পর্যন্ত)।
২৭।	রাবার/টায়ার/টিউব প্রস্তুত।
২৮।	মোটরযান সংযোজন কারখানা।
২৯।	জুট মিল।
৩০।	সাবান/ডিটারজেন্ট ও অন্যান্য পরিষ্কারক রাসায়নিক।
৩১।	বিদ্যুৎ, তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন লাইন (২৫ কি.মি. পর্যন্ত)।
৩২।	রি-রোলিং মিল।
৩৩।	টুথপেস্ট, টুথ পাউডার, ট্যালকম পাউডার, পারফিউমস এবং অন্যান্য কসমেটিক পণ্য প্রস্তুত।
৩৪।	শিল্প গ্যাস (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি)।
৩৫।	কাঁচ তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
৩৬।	ধাতব ও অধাতব পাইপ প্রস্তুত।
৩৭।	ধাতব নাট, বল্ট, স্ক্রু ও তারকাটা।

৩৮।	পিভিসি হইতে সব ধরনের পণ্য প্রস্তুত।
৩৯।	লবণ প্রস্তুত (মূলধন ১০ লক্ষ টাকার (ঊর্ধ্বে)।
৪০।	লেড অ্যাসিড ব্যাটারি সংযোজন।
৪১।	ড্রাইসেল ব্যাটারি।
৪২।	প্লাইউড, ফাইবার উড, পার্টিক্যাল বোর্ড প্রস্তুত।
৪৩।	অ্যালুমিনিয়াম/পিতলের পণ্য প্রস্তুত।
৪৪।	বৈদ্যুতিক কেবল প্রস্তুত।
৪৫।	কংক্রিট রেডিমিক্স কারখানা।
৪৬।	গার্মেন্টস বর্জ্য হইতে তুলা প্রস্তুত।
৪৭।	স্বয়ংক্রিয় চাউলকল (৫০ লক্ষ টাকার (ঊর্ধ্বে) ।
৪৮।	উপকূলীয় চিংড়ি চাষ।
৪৯।	লবণ চাষ (১০ একরের ঊর্ধ্বে) ।
৫০।	হাসপাতাল ও ক্লিনিক (৫০ বেড পর্যন্ত)
৫১।	ডায়াগনস্টিক সেন্টার।
৫২।	কসাইখানা।
৫৩।	আবাসিক হোটেল (কক্ষের সংখ্যা ১০০-এর বেশি হইলে)।
৫৪।	ইট প্রস্তুত।
৫৫।	যানবাহন টার্মিনাল (১০ একর পর্যন্ত)।
৫৬।	স্টোন ক্রাশার।
৫৭।	জেনারেটর (৫০০ কেভিএ এর ঊর্ধ্বে)।
৫৮।	টায়ার রিট্রেডিং।
৫৯।	জি আই ওয়্যার প্রস্তুত।
৬০।	কপার ওয়্যার প্রস্তুত।
৬১।	গ্যাস সিলিন্ডার তৈরি।
৬২।	কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুত।
৬৩।	সকল কোয়ারি প্রকল্প।
৬৪।	আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ধৌতকরণ (Washery) ও খনিজ বেনিফিসিয়েশন (বাৎসরিক অনধিক ১ লক্ষ টন)।
৬৫।	সিমেন্ট কারখানা (ক্লিংকার হইতে সিমেন্ট প্রস্তুত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবৎসর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।
৬৬।	কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট
৬৭।	পাইরোলাইসিস প্ল্যান্ট।
৬৮।	তৈল ও গ্যাস সেপারেশন প্ল্যান্ট।
৬৯।	লুব অয়েল পুনঃচক্রায়ন।
৭০।	স্লাজ অয়েল পরিশোধনাগার।
৭১।	বর্জ্য কাগজ রিসাইক্লিং।
৭২।	পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ টন পর্যন্ত)।
৭৩।	টেক্সটাইল ডাইং ও প্রিন্টিং (দৈনিক ১৫ টন পর্যন্ত)।
৭৪।	বস্ত্র/পোশাক ওয়াশিং (দৈনিক ১৫ টন পর্যন্ত)।
৭৫।	ধাতুজাত ইনগট/বিলেট প্রস্তুতকরণ ইউনিট।
৭৬।	ক্লোরো অ্যালকালি, সোডা অ্যাশ ও অন্যান্য অ্যালকালি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।

৭৭।	অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদান ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৭৮।	ডাই (Dye) ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়েট (দৈনিক উৎপাদান ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৭৯।	বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদান ক্ষমতা ৫০ টন পর্যন্ত)।
৮০।	অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদান ক্ষমতা ২০ টন পর্যন্ত)।
৮১।	সিনথেটিক রেজিন।
৮২।	রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবৎসর ১ লক্ষ টন পর্যন্ত)।
৮৩।	ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ২,৫০০ হইতে ৫,০০০ ঘনমিটার)।
৮৪।	বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ (বৎসরে ৫০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার কম বা সমান কার্গো সুবিধা)।
৮৫।	হাউজিং ও নগরায়ণ প্রকল্প (২৫ একরের কম)।
৮৬।	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ১০০০ ঘন মি. পর্যন্ত)।
৮৭।	কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ৫০০০ ঘন মি. পর্যন্ত)।
৮৮।	মেডিক্যাল বর্জ্য/বিপদজনক বর্জ্য পরিশোধন ও পরিত্যজন (Medical waste/ Hazardous waste treatment and disposal facility)।
৮৯।	বর্জ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।
৯০।	ইলেকট্রোপ্লেটিং, অ্যানোডাইজিং, ফসফেটাইজিং, গ্যালভানাইজিং শিল্প।
৯১।	বাণিজ্যিকভাবে ক্লে এবং চায়না ক্লে দ্বারা তৈজসপত্র প্রস্তুত।
৯২।	ভোজ্য তৈল উৎপাদন।
৯৩।	টাইলস, রিফ্রেকটরি, ইনসুলেশন ও সিরামিক পণ্য।
৯৪।	ইনসিনারেটর প্ল্যান্ট (দৈনিক ক্ষমতা ১ টন পর্যন্ত)।
৯৫।	কম্পোস্ট প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫ টনের (উর্ধ্বে)।
৯৬।	জুস ও কোমল পানীয় প্রস্তুত।
৯৭।	কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি (যেমন, কোক) সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ২০০ টন পর্যন্ত।
৯৮।	চিনি প্রস্তুত (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ টন পর্যন্ত)
৯৯।	তামাক প্রক্রিয়াকরণ, জর্দা প্রস্তুত, বিড়ি-সিগারেট কারখানা।
১০০।	ওয়েট ব্লু হইতে ফিনিসড লেদার প্রস্তুত।।
১০১।	লেড অ্যাসিড ও ড্রাইসেল ব্যাটারি রিসাইক্লিং।
১০২।	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরি।
১০৩।	মেটাল ট্রিটমেন্ট ও প্রসেসভিত্তিক শিল্প, যেমন,পিকলিং, সারফেস কোটিং, পেইন্ট বেকিং, পেইন্ট স্ট্রিপিং, হিট ট্রিটমেন্ট, ফিনিশিং ইত্যাদি।
১০৪।	মৎস্য, মাংস, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ।
১০৫।	স্টার্চ ও গ্লুকোজ।
১০৬।	দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ।
১০৭।	আইসক্রিম কারখানা।
১০৮।	ফার্মাসিউটিক্যাল-সকল ড্রাগ ফরমুলেশন।
১০৯।	জাহাজ নির্মাণ (Dead weight tonnage ৩,০০০-এর কম)।
১১০।	ইন্ডাস্ট্রিয়াল কার্বন, ইলেকট্রোড ও গ্রাফাইড ব্লক, অ্যাক্টিভেটেড কার্বন, কার্বন ব্ল্যাক ইত্যাদি।
১১১।	পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট।
১১২।	ই-ওয়েস্ট রিসাইক্লিং।
১১৩।	চারকোল প্রস্তুত।

মহাপরিচালক কর্তৃক শ্রেণীকৃত কমলা শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)	(৩)
১১৪।	দ্রবীভূত অ্যাসিটিলিন গ্যাস প্রস্তুত	৪৯৬তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৮
১১৫।	এডমিক্সার ও ওয়াটার সিলার প্রস্তুত	৪৯৬তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৯
১১৬।	ক্রয়কৃত বিভিন্ন প্রকার ওয়াশিং ও ডাইং কেমিক্যালস ও অক্সিলারিজ সংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ	৪৯৬তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১২
১১৭।	পাটের সুতা তৈরি	৪৯৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/২
১১৮।	টাইলস ক্লিনার, টাইলস পুটিং, তারপিন ও ড্যামপক্সি প্রস্তুত	৪৯৭তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৬
১১৯।	ফোম/ম্যাট্রেস প্রস্তুত	৪৯৭তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৭
১২০।	সিমেন্ট প্যাকেজিং	৪৯৭তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১৮
১২১।	ধান, সবজির বীজ বাছাই ও প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেজিং করে বাজারজাত	৪৯৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঠ/১৪
১২২।	ডিটারজেন্ট পাউডার, ডিশ ওয়াশ, লন্ড্রি বার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, বেবি ডায়াপার প্রস্তুত	৪৯৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঠ/০২
১২৩।	সুতা সাইজিং	৪৯৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঠ/০৫
১২৪।	জৈব সার	৪৯৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঠ/০৬
১২৫।	উডেন ফ্লোরিং টাইলস বা কাঠের টাইলস নির্মাণ	৫০০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/০৯
১২৬।	জেটি ও পাইপলাইন নির্মাণ	৫০০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/০৮
১২৭।	কেমিক্যাল গোডাউন	৫০১ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/০৪
১২৮।	টেস্ট কিট, ব্লাড ব্যাগ, ইউরিন ব্যাগ, ভ্যাকুয়াম টিউব, ক্যানুলা ও ইনফিউশন সেট প্রস্তুত	৫০১ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/০৫
১২৯।	সংযোজনের মাধ্যমে থ্রি হুইলার সিএনজি অটোগাড়ি প্রস্তুত	৫০১ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/০৮
১৩০।	সার্জিক্যাল গজ, সুতা, তুলা ও অন্যান্য কেমিক্যাল রি-প্যাকিং	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২৯
১৩১।	নুডুলস, ফালুদা, হালিম মিক্স ও বিস্কুট তৈরি	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২৩
১৩২।	গ্যালভানাইজড ঢেউটিন প্রস্তুত	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৬
১৩৩।	পিভিসি পলিয়েস্টার ফেব্রিক্স উৎপাদন	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৩
১৩৪।	বাথরুম ফিটিংস প্রস্তুত	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২
১৩৫।	কীটনাশক ও সার রি-প্যাকিং	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৩
১৩৬।	ডেন্টাল ক্লিনিক	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৪
১৩৭।	স্পোর্টিং সু, ট্র্যাভেলিং সু, ট্রাউজার, স্পোর্টিং স্যুট, জ্যাকেট প্রস্তুত এবং স্ক্রীণ প্রিন্টিং ও ওয়াশিং	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৭
১৩৮।	ক্রুড সয়াবিন অয়েল এবং পরিশোধিত ফার্নেস অয়েল সংরক্ষণাগার	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১০
১৩৯।	পিভিসি সেপারেটর/গানলেট টিউব প্রস্তুত	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১৩
১৪০।	লিকুইড নাইট্রোজেন প্রস্তুত	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১৫
১৪১।	টিস্যু পেপার প্রস্তুত	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১৬
১৪২।	ফ্রোজেন ফুড প্রসেসিং	৫০৭ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২২
১৪৩।	থ্রেড টেপ, কুরিয়ান পুটি, ওয়াল প্লাগ, ডোর ওয়েজ প্রস্তুত	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২
১৪৪।	রঙ ও ফুড গ্রেড প্রোডাক্টের জন্য বিভিন্ন সাইজের টিনের কৌটা প্রস্তুত	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৪
১৪৫।	গ্রাইন্ডিং মিডিয়া বল (সেচ পাম্পের যন্ত্রাংশ), লাইনার প্লেট, কোদাল প্রস্তুত)	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১৫
১৪৬।	হোয়াইট মাস্টার ব্যাচ ও এডিটিভ মাস্টার ব্যাচ প্রস্তুত	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/১৯
১৪৭।	পিংক সল্ট, মিক্সড নাট, হিমায়িত ডালপুরি ও রুটি প্রস্তুত	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২০

১৪৮।	মেলামাইনের তৈজসপত্র	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২২
১৪৯।	স্ক্রিনের ডিজাইন তৈরি, স্ক্রিন প্রিন্টিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন লোগো তৈরি, ব্লেন্ডেড ইনক্ ও লেবেল প্রস্তুত	৫১০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৫
১৫০।	চশমার ফ্রেম ও চশমা প্রস্তুত	৫১০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১১
১৫১।	এলইডি লাইট তৈরির যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং উক্ত যন্ত্রাংশ সংযোজন করে এলইডি লাইট তৈরি	৫১০ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/১৩
১৫২।	ইমিটেশন জুয়েলারি (স্টেরিং সিলভার জুয়েলারি, স্টেইনলেস স্টিল জুয়েলারি, ব্রাস কাস্টিং জুয়েলারী ও গেমস্টোন জুয়েলারি) প্রস্তুত	৫১২ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৭
১৫৩।	সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন	৫১২ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৬
১৫৪।	ভালভ ও বাঙ প্রস্তুত	৫১২ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৮
১৫৫।	প্রিন্টার মেশিন প্রস্তুত	৫১২ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৯
১৫৬।	টারমারিক পিকেল, টারমারিক সস, আপেল সিডার, ভিনেগার, অর্গানিক সুপার ফুড, অর্গানিক ইমিউন প্লাস ক্যাপসুল, টারমারিক পেস্ট তৈরি ও প্যাকেটজাত	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১
১৫৭।	সুইটেন্ড কনডেন্স মিল্ক	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২
১৫৮।	অ্যালুমিনিয়াম প্রোফাইল, সেকশন ও চ্যানেল প্রস্তুত	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৪
১৫৯।	বিস্কুট, কেক, চিপস, চানাচুর, ক্যান্ডি, লিচি, চুইংগাম ও ওয়েফার প্রস্তুত	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৫
১৬০।	বৈদ্যুতিক পাখা বা সিলিং ফ্যান প্রস্তুত	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৭
১৬১।	হেয়ার অয়েল বোতলজাতকরণ	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৯
১৬২।	লাইম পাওডার প্রস্তুত	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১৮
১৬৩।	ফুড গ্রেডেড বিভিন্ন মিক্সিং করে খাবার প্যাকেটজাতকরণ	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১৯
১৬৪।	আমের পাল্প তৈরি	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২২
১৬৫।	হ্যান্ড গ্লোভস প্রস্তুত	৫১৪ তম সভার সিদ্ধান্ত # ঝ/৭
১৬৬।	আগরবাতি ও পঁজা স্টিকস উৎপাদন	৫১৫ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৮
১৬৭।	ল্যাটেক্স কনডম প্রস্তুত	৫১৫ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৯
১৬৮।	কালো ও লাল অক্সাইড প্রস্তুত	৫১৫ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১২
১৬৯।	মেলামাইন তৈজসপত্র প্রস্তুত	৫১৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/২
১৭০।	কালেক্টিবল আইটেম ও খেলনাজাতীয় কম্পোনেন্ট প্রস্তুত	৫১৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/৫
১৭১।	ঝুট বয়লার হতে স্টিম উৎপাদন	৫১৮ তম সভার সিদ্ধান্ত # ক/১০
১৭২।	ফুড কালার তৈরি	৫১৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/১২
১৭৩।	থ্রেড টেপ, কুরিয়ান পুটি, ওয়াল প্লাগ, ডোর ওয়েজ প্রস্তুত	৫০৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ড/২

লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)
১।	খনিজ প্রকল্প (অনুসন্ধান ব্যতীত)।
২।	আকরিক প্রক্রিয়াজাতকরণ, কয়লা ওয়াশারি ও মিনারেল বেনিফিসিয়েশনসহ (১ লক্ষ টন/বৎসর-এর উর্ধ্বে) ।
৩।	কয়লা ও তৈলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫০ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে) ।
৪।	গ্যাসভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (১০০ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে) ।
৫।	পরমাণু বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট।
৬।	পানি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট (৫ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।

৭।	কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ।
৮।	সিমেন্ট ক্লিংকার প্রস্তুত।
৯।	সমন্বিত সিমেন্ট প্ল্যান্ট (ক্লিংকার ও সিমেন্ট প্রস্তুত)।
১০।	সিমেন্ট কারখানা (ক্লিংকার হইতে সিমেন্ট উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবৎসর (১ লক্ষ টনের ঊর্ধ্বে) ।
১১।	পেট্রোলিয়াম জাতীয় ক্রুড অয়েল রিফাইনারি।
১২।	বেসিক পেট্রোকেমিক্যালস।
১৩।	বেসিক পেট্রোকেমিক্যালস হইতে কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদন।
১৪।	পাল্প ও পেপার প্ল্যান্ট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ টনের ঊর্ধ্বে) ।
১৫।	সকল প্রকার ডিস্টিলারি।
১৬।	সমন্বিত টেক্সটাইল মিলস (স্পিনিং, উইভিং/নিটিং, ডাইং ও ফিনিশিং)।
১৭।	টেক্সটাইল ডাইং, প্রিন্টিং (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টনের ঊর্ধ্বে) ।
১৮।	বস্ত্র/পোশাক ওয়াশিং ইউনিট (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ টনের ঊর্ধ্বে) ।
১৯।	আকরিক (Ore) হইতে প্রক্রিয়াজাত ধাতুশিল্প (স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, কপার, দস্তা, সিসা, ফেরো-অ্যালয় ও অন্যান্য অ্যালয় প্রভৃতি)।
২০।	সকল প্রকার ভারী ধাতু উৎপাদন।
২১।	লৌহ ও ইস্পাত শিল্প
২২।	অ্যালুমিনিয়াম, কপার, জিংক স্মেল্টার
২৩।	ক্লোরো অ্যালকালি, সোডা অ্যাশ ও অন্যান্য অ্যালকালি (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের ঊর্ধ্বে)
২৪।	অন্যান্য অজৈব রাসায়নিক ও শিল্পে ব্যবহৃত গ্যাসসমূহ (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের ঊর্ধ্বে)
২৫।	ডাই ও ডাই-এর ইন্টারমিডিয়াসমূহ (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের ঊর্ধ্বে)।
২৬।	বেসিক জৈব রাসায়নিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ টনের ঊর্ধ্বে)
২৭।	অন্যান্য সকল রাসায়নিক দ্রব্য (দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০ টনের ঊর্ধ্বে) ।
২৮।	রাসায়নিক সার (সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিবৎসর ১ লক্ষ টনের ঊর্ধ্বে) ।
২৯।	বালাইনাশক ও অন্যান্য কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য ফরমুলেশন
৩০।	ঔষুধের কাঁচামাল প্রস্তুত (API)
৩১।	বেসিক/বাল্ক ড্রাগ ও ড্রাগ ইন্টারমিডিয়েট।
৩২।	লেড অ্যাসিড ও অন্যান্য ওয়েট সেল ব্যাটারি প্রস্তুত।
৩৩।	ভূমি উন্নয়ন (২৫ একরের ঊর্ধ্বে)।
৩৪।	নদী, খাল, বিল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (পাঁচ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে)।
৩৫।	ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন (দৈনিক ৫০০০ ঘনমিটারের ঊর্ধ্বে)।
৩৬।	সকল ধরনের শিল্প নগরী।
৩৭।	আন্ডার রিভার টানেল/আন্ডার গ্রাউন্ড টানেল/কমন ইউটিলিটি টানেল নির্মাণ (২০০ মিটারের অধিক)।
৩৮।	রাস্তা নির্মাণ/সম্প্রসারণ (১০ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে)।
৩৯।	ব্রিজ/ফ্লাইওভার নির্মাণ (৫০০ মিটারের ঊর্ধ্বে)।
৪০।	রেললাইন স্থাপন।
৪১।	Mass Rapid Transit System।
৪২।	বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণ (বৎসরে ৩০ লক্ষ মে. টন ক্ষমতার অধিক কার্গো সুবিধা)।
৪৩।	বন্দর ও পোতাশ্রয় সম্প্রসারণ (৫০%-এর বেশি)।
৪৪।	বিমান বন্দর নির্মাণ ও ৫০%-এর বেশি সম্প্রসারণ।

৪৫।	হাউজিং ও নগরায়ণ প্রকল্প (২৫ একরের ঊর্ধ্বে)।
৪৬।	একাধিক ভবন নির্মাণ (হাউজিং কমপ্লেক্স) (৫ একরের ঊর্ধ্বে)।
৪৭।	বিনোদন পার্ক (১০ একরের ঊর্ধ্বে)।
৪৮।	পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ১০০০ ঘন মি.-এর ঊর্ধ্বে)।
৪৯।	কমন শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (প্রতিদিন ৫০০০ ঘন মি.-এর ঊর্ধ্বে)।
৫০।	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য মজুত, পরিশোধন, ও চূড়ান্ত অপসারণের প্রকল্প।
৫১।	ইনসিনারেটর প্ল্যান্ট (দৈনিক ক্ষমতা ১ টন-এর ঊর্ধ্বে)।
৫২।	চিনি প্রস্তুত (দৈনিক ১০০ টনের ঊর্ধ্বে)।
৫৩।	গ্লু ও জিলেটিন প্রস্তুত।
৫৪।	ফাইবার গ্লাস উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ
৫৫।	কয়লা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি, যেমন, কোক (সম্মিলিত দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০০ টনের ঊর্ধ্বে)।
৫৬।	বিস্ফোরক প্রস্তুত কারখানা।
৫৭।	রেফ্রিজারেটর/এয়ার কন্ডিশনার/এয়ার কুলার তৈরি।
৫৮।	অটোমোবাইল প্রস্তুত কারখানা।
৫৯।	সমরাস্ত্র কারখানা।
৬০।	নদী ও অববাহিকা উন্নয়ন, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প।
৬১।	ড্যাম/ব্যারেজ/ক্রসড্যাম/রাবারড্যাম প্রকল্প।
৬২।	পোল্ডার নির্মাণ।
৬৩।	নদী, খাল ড্রেজিং ও ড্রেস ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট (৫ কিলোমিটরের ঊর্ধ্বে) ।
৬৪।	গ্যাস টার্মিনাল নির্মাণ।
৬৫।	রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থসমূহের উৎপাদন, মজুত ও ব্যবহার।
৬৬।	পৌর বর্জ্যের ল্যান্ডফিল সাইট।
৬৭।	বিদ্যুৎ, তৈল ও গ্যাস সঞ্চালন লাইন (২৫ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে)।
৬৮।	জাহাজ নির্মাণ (Dead weight tonnage ৩,০০০-এর ঊর্ধ্বে)।
৬৯।	হাসপাতাল (৫০ বেডের ঊর্ধ্বে)।
৭০।	প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকের কাঁচামাল তৈরি (পিভিসি, পলি প্রপাইলিন, পলি এস্টেরিন ইত্যাদি)।
৭১।	যানবাহন টার্মিনাল (১০ একরের ঊর্ধ্বে)।
৭২।	জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কার্যক্রম এবং জাহাজ ভাঙ্গার ইয়ার্ড।

মহাপরিচালক কর্তৃক শ্রেণীকৃত লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম
(১)	(২)	(৩)
৭৩।	খালি কন্টেইনার গুদামজাতকরণ ও হ্যান্ডলিং	৪৯৭তম সভার সিদ্ধান্ত # ঢ/৯
৭৪।	সাইলো খাদ্য গুদাম	৫০৬ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৯
৭৫।	কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ করে কারখানায় পানি সরবরাহ	৫১৩ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৬
৭৬।	ফাইবার সিমেন্ট শীট প্রস্তুত	৫১৯ তম সভার সিদ্ধান্ত # ণ/৮

তফসিল-২

পানির মানমাত্রা

[বিধি ৩১ দ্রষ্টব্য]

(ক) ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি

(১) অভ্যন্তরীণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা

ক্রমিক নং	ব্যবহারের ধরন	স্থিতিমাপ											
		pH	DOO মি.গ্রা./লি.	BOD মি.গ্রা./লি.	NO_3-N মি.গ্রা./লি.	NH_4-N মি.গ্রা./লি.	PO_4–P মি.গ্রা./লি.	Total Cr মি.গ্রা./লি.	Pb মি.গ্রা./লি.	Hg মি.গ্রা./	সার্বিক কলিফর্ম জীবাণু সিএফইউ/১০০ মি.লি.	TDS মি.গ্রা./লি.	COD মি.গ্রা./লি.
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১	কেবল জীবাণুমুক্ত করণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫-৮.৫	≥৬	≤২	৭.০	০.১	০.১	০.০২	০.০৩	০.০০১	≤১০০	১০০০	১০
২	বিনোদনমূলক কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫-৮.৫	≥৫	≤৩	৭.০	০.৩	০.৫	০.২	০.০৫	০.০০১	≤৫০	১০০০	১০
৩	প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬-৯	≥৫	≤৩	৭.০	০.৩	০.৫	০.০২	০.০৩	০.০০১	≤৫০০০	১০০০	২৫
৪	মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানি	৬-৯	≥৫	≤৬	৭.০	০.৩	০.৫	০.০৫	০.১	০.০০৪	≤৫০০০	১০০০	৫০
৫	বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও শীতলকরণ সহ শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানি	৬.৫-৮.৫	≥১	১২	-	২.৭	-	০.১	০.১	০.০৫	-	১০০০	১০০
৬	সেচ কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫-৮.৫	-	≤১২	৫.০	১.৫	২.০	০.১	০.১	০.০০২	≤৫০০০০	১০০০	১০০

নোট: ১। সেচকার্যে ব্যবহার্য পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২২৫০-µs/cm (২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা); সোডিয়াম ২৬%-এর নিম্নে, বোরন ০.২%-এর নিম্নে।

(২) উপকূলীয় পানির মানমাত্রা

ক্যাটাগরি		সংরক্ষণ		বিনোদন		মৎসচাষ	শিল্প
শ্রেণি		কোরাল কমিউনিটি	প্রাকৃতিক এলাকা[১]	সরাসরি সংস্পর্শ[২]	গৌণ সংস্পর্শ[৩]	অ্যাকুয়াকালচার ও শেলফিস কালচার	শিল্প এবং অন্যান্য
স্থিতিমাপ	একক						
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
পিএইচ (pH)	-	৭.৫-৮.৫	৬.৫-৮.৫	৬.৫-৮.৫	৬.৫-৮.৫	৬.৫-৮.৫	৬.৫-৯.০
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	২	২৫	৫	১০	৫০	১০০
দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO)	মি.গ্রা./লি.	≥ ৫	≥ ৫	-	-	≥ ৫	≤ ৪
সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২	৮	-	-	৫	৫
সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)	সিএফইউ/ ১০০ মি.লি.	১০০০	১০০০	১০০০	৫০০০	১০০০	-
ফিক্যাল কলিফর্ম (Fecal Coliform)	সিএফইউ/ ১০০ মি.লি.	২০০	২০০	২০০	১০০০	২০০	-
নাইট্রেট নাইট্রোজেন (NO_3^- -N)	মি.গ্রা./লি.	০.২	০.৩	০.৮	০.৮	০.৮	১.০
ফসফেট (PO_4^{-3})	মি.গ্রা./লি.	০.০৪	০.০৫	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.১
তৈল ও গ্রিজ (Oil & grease)	মি.গ্রা./লি.	০.০১		-	-	০.১৪	৫.০
ফিনোল যৌগাদি (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫		-	-	০.০৫	০.০৫
আর্সেনিক (As)	মি.গ্রা./লি.	০.০০১		-	-	০.০০৩	০.০০৩
ক্যাডমিয়াম (Cd)	মি.গ্রা./লি.	০.০০৫		-	-	০.০০৫	০.০০৫
সায়ানাইড (CN^-)	মি.গ্রা./লি.	০.০০২		-	-	০.০০৭	০.০০১৪
ক্রমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫		-	-	০.০৫	০.১
লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫		-	-	০.০৫	-
মার্কারি (Hg)	মি.গ্রা./লি.	০.০০০১		-	-	০.০০০১	০.০০০১

নোট:

১। প্রাকৃতিক এলাকা সংরক্ষণ, যেমন : ম্যানগ্রোভ, সামুদ্রিক ঘাস, বন্যপ্রাণী আবাসস্থল ও সামুদ্রিক স্পনিং, নার্সিং এবং ফিডিং গ্রাউন্ড;

২। জলক্রীড়া, যেমন : সাঁতার, ডাইভিং, সার্ফিং যেখানে সরাসরি পানির সংস্পর্শে আসা হয়; এবং

৩। জলক্রীড়া, যেমন : নৌচালনা, মৎস্য শিকার এবং অন্যান্য কার্যক্রম যেখানে পানির সংস্পর্শে আসার সম্ভবনা ন্যূনতম।

খ) সুপেয় পানির মানমাত্রা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ফিকাল কলিফর্ম (Fecal Coliform)	সি.এফ.ইউ./১০০মি. লি.	০
২।	সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)	সি.এফ.ইউ./১০০মি. লি.	০
৩।	রেসিডুয়াল ক্লোরিন (Free Residual Chorine)	মি.গ্রা./লি.	০.২০
৪।	নাইট্রেট (NO_3^-)	মি.গ্রা./লি.	৪৫
৫।	আর্সেনিক (As)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
৬।	টারবিডিটি (Turbidity)	এনটিইউ	৫
৭।	অ্যালুমিনিয়াম (Al)	মি.গ্রা./লি.	০.২০
৮।	অ্যামোনিয়া (NH_3)	মি.গ্রা./লি.	১.৫০
৯।	বেরিয়াম (Ba)	মি.গ্রা./লি.	০.৭০
১০।	বেনজিন (C_6H_6)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১১।	বোরন (B)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১২।	ক্যাডমিয়াম (Cd)	মি.গ্রা./লি.	০.০০৩
১৩।	ক্যালশিয়াম (Ca)	মি.গ্রা./লি.	৭৫
১৪।	ক্লোরাইড (Chloride)	মি.গ্রা./লি.	২৫০*
১৫।	কার্বনটেট্রা ক্লোরাইড(CCl_4)	মি.গ্রা./লি.	০.০০৫
১৬।	১,১ ডাইক্লোরো ইথেন (১,১ $C_2H_4Cl_2$)	মি.গ্রা./লি.	০.০৩
১৭।	১,২ ডাইক্লোরো ইথেন (১,২ $C_2H_4Cl_2$)	মি.গ্রা./লি.	০.০৩
১৮।	টেট্রাক্লোরো ইথেন($C_2H_2Cl_4$)	মি.গ্রা./লি.	০.০৪
১৯।	ট্রাইক্লোরো ইথেন($C_2H_3Cl_3$)	মি.গ্রা./লি.	০.০২
২০।	পেন্টাক্লোরো ফেনোল (Pentachlorophenol)	মি.গ্রা./লি.	০.০০৯
২১।	২,৪,৬ ট্রাইক্লোরো ফেনোল(২,৪,৬ Tricholorphenol)	মি.গ্রা./লি.	০.২০
২২।	ক্লোরোফর্ম ($CHCl_3$)	মি.গ্রা./লি.	০.০৯
২৩।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (Total Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫

২৪।	বর্ণ (Color)	হেজনএকক	১৫
২৫।	কপার (Cu)	মি.গ্রা./লি.	১.৫
২৬।	সায়ানাইড (CN)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
২৭।	ফ্লোরাইড (Fluoride)	মি.গ্রা./লি.	১.০
২৮।	খরতা $CaCO_3$ হিসাবে (Hardness as $CaCO_3$)	মি.গ্রা./লি.	৫০০
২৯।	লৌহ (Fe)	মি.গ্রা./লি.	০.৩-১.০
৩০।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন(Total Kjeldahl Nitrogen)	মি.গ্রা./লি.	১.০
৩১।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩২।	ম্যাগনেশিয়াম (Mg)	মি.গ্রা./লি.	৩০-৩৫
৩৩।	ম্যাংগানিজ (Mn)	মি.গ্রা./লি.	০.৪
৩৪।	মার্কারি (Hg)	মি.গ্রা./লি.	০.০০১
৩৫।	নিকেল (Ni)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
৩৬।	নাইট্রাইট (NO_2^-)	মি.গ্রা./লি.	১.০
৩৭।	গন্ধ (Odor)	-	গন্ধহীন
৩৮।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩৯।	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
৪০।	ফিনোল যৌগাদি (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	০.০০২
৪১।	পটাশিয়াম (K)	”	১২
৪২।	তেজস্ক্রিয় বস্তুসমূহ সার্বিক আলফা বিকিরণ	বিকিউ/লি.	০.১
৪৩।	সার্বিক বিটা বিকিরণ	বিকিউ/লি.	১.০
৪৪।	সেলিনিয়াম (Se)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৪৫।	সিলভার (Ag)	মি.গ্রা./লি.	০.০২
৪৬।	সোডিয়াম (Na)	মি.গ্রা./লি.	২০০
৪৭।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তু কণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০
৪৮।	সালফাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড হিসাবে (Sulfide as H_2S)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
৪৯।	সালফেট (SO_4^{-2})	মি.গ্রা./লি.	২৫০
৫০।	সার্বিক দ্রবীভূত দ্রব্য (TDS)	মি.গ্রা./লি.	১০০০
৫১।	উষ্ণতা (Temperature)	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	২০-৩০
৫২।	টিন (Sn)	মি.গ্রা./লি.	২.০
৫৩।	জিংক (Zn)	মি.গ্রা./লি.	৫.০
৫৪।	অ্যালড্রিন ও ডাই অ্যালড্রিন (Aldrin/ Dieldrin)	মাইক্রোগ্রা./লি.	০.০৩

৫৫।	অ্যানায়নিক ডিটারজেন্ট (Anionic detergents)	মি.গ্রা./লি.	০.২

নোট:
*সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ১০০০মি.গ্রা./লি.

তফসিল-৩
পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা
(বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	উষ্ণতা (Temp)	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	৩০
২।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
৩।	বিওডি৫ ২০°সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^1C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	১২৫
৫।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তু (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৬।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৭।	নাইট্রেট (NO_3)	মি.গ্রা./লি.	৫০
৮।	ফসফেট (PO_4)	মি.গ্রা./লি.	১৫
৯।	সার্বিক কলিফর্ম (Total Coliform)	সিএফইউ/১০০ মি. লি.	১০০০

শর্তাবলি :
(১) এই মানমাত্রা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি প্রবাহে নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য।
(২) চূড়ান্ত নির্গমনের পূর্বে পয়ঃনির্গমনকে ক্লোরিন দ্বারা পরিশোধিত করিতে হইবে। Residual Chlorine (ক্লোরিন) ০.২ মি.গ্রা./লি. বেশি হওয়া যাইবে না।

তফসিল-৪
শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য নির্গমন মানমাত্রা
(বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	নির্গমন স্থানে উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত	ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (মৌল N হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫০	৫০	৫০
২।	অ্যামোনিয়া (মুক্ত NH_3 হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫	৫	৫
৩।	আর্সেনিক (As হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.২	০.২	০.২
৪।	বিওডি$_৫$ ২০° সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20° C)	মি.গ্রা./লি.	৩০	২৫০	১০০
৫।	বোরন (B)	মি.গ্রা./লি.	২	২	৪.০
৬।	ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২	১	২
৭।	ক্লোরাইড (Cl^-)	মি.গ্রা./লি.	৬০০	৬০০	-
৮।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (Total Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.৫	১.০	১
৯।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০	৪০০	২৫০
১০।	হেক্সাভ্যালেন্ট ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.১	২.০	১
১১।	তাম্র (Cu হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৩.০	৩.০	৩
১২।	ফ্লোরাইড (F হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২	১৫	১৫
১৩।	সালফাইড (S হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১	-	৫
১৪।	আয়রন (Fe হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৩	৩	৩
১৫।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)	মি.গ্রা./লি.	১০০	-	১০০
১৬।	লেড (pb হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.১	১.০	২.০
১৭।	ম্যাংগানিজ (Mn হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২	২.০	২
১৮।	মার্কারি (Hg হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.০১	০.০১	০.০১
১৯।	নিকেল (Ni হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১.০	২.০	৫
২০।	নাইট্রেট (মৌল N হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১০	-	২০
২১।	তৈল এবং গ্রিজ (Oil & grease)	মি.গ্রা./লি.	১০	২০	২০
২২।	ফেনল যৌগাদি (C_6 H_5OH হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১.০	৫	৫

২৩।	দ্রবীভূত ফসফরাস (P হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫.০	-	-
২৪।	তেজস্ক্রিয় দ্রব্য (ক) আলফা কণা নিঃসরণ (খ) বিটা কণা নিঃসরণ	মাইক্রো কুরি/লি.	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক স্থিরীতব্য	-	-
২৫।	পিএইচ (pH)		৬-৯	৬-৯	৬-৯
২৬।	সিলেনিয়াম (Se হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫	০.০৫	০.০৫
২৭।	জিংক (Zn হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫	১৫	১৫
২৮।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রার চাইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।	-	জলাধারর তাপমাত্রার চাইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।
২৯।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০	৫০০	১০০
৩০।	সায়ানাইড (CN হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.১	২.০	০.২
৩১।	টোটাল রেসিডিওয়াল ক্লোরিন (Total Residual Chlorine)	মি.গ্রা./লি.	১.০	-	১.২
৩২।	Bio assay test (কেবল বালাইনাশক ও ঔষধ কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।)		৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে।	৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে।	৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরলবর্জ্যে জীবিত থাকে।

শর্তাবলি:

১। তফসিল-৫ এর অধীন বর্ণিত শিল্প শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে এই মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

২। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাইবার মুহূর্ত হইতেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার মুহূর্ত হইতেই এই মানমাত্রা নিশ্চিত হইতে হইবে।

৩। যে-কোনো সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। কোনো স্থানের পরিবেষ্টক শর্তাদি অনুযায়ী প্রয়োজনে এই মানমাত্রাসমূহ কঠোরতর হইতে পারে।

৪। অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি বলিতে ড্রেন, পুকুর/দিঘি/জলাশয়/ডোবা, খাল, নদী, ঝরনা এবং মোহনা বুঝাইবে।

৫। গণপয়ঃপদ্ধতি বলিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণসহ পূর্ণমাত্রার যৌথ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত পয়ঃপদ্ধতি বুঝাইবে।

৬। নোটাংশে ৫ ও ৬ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংজ্ঞার্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন কোনো নির্গমন কোনো গণপয়ঃপদ্ধতি বা ভূমিতে সংঘটিত হইলে সেইক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

৭। কোনো অবস্থাতে ভূগর্ভস্থ পানি কোনো প্রক্রিয়ায় দূষণ করা যাইবে না।

৮। ভূগর্ভে শিল্পের অপরিশোধিত তরল বর্জ্য কোনো অবস্থাতে নিঃসরণ, সংরক্ষণ এবং প্রবেশ করানো যাইবে না।

তফসিল-৫
শিল্প শ্রেণিভিত্তিক তরল বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা
(বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য)

১। সার কারখানা

(ক) নাইট্রোজেন সংবলিত সার কারখানা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	অ্যামোনিক্যাল নাইট্রোজেন (নাইট্রোজেন হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	৫০
২।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	মুক্ত অ্যামোনিয়া (Free Ammonia)	মি.গ্রা./লি.	৫
৪।	পি এইচ (pH)		৬.০-৯.০
৫।	ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
৬।	ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.১
৭।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৮।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৯।	বর্জ্য পানি নির্গমন	ঘন মিটার/টন ইউরিয়া	১০
১০।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

(খ) ফসফেট জাতীয় সার কারখানা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ফ্লুরাইড অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে ফ্লুরাইড (মৌল F হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১০
২।	ফসফেট, মৌল P হিসাবে	মি.গ্রা./লি.	৫
৩।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS) ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমনমুখে	মি.গ্রা./লি.	১০০
৪।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
৫।	ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavelant Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.১
৬।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Greas)	মি.গ্রা./লি.	১০

২। বস্ত্রকারখানা (ওয়াশিং, ডায়িং ও প্রিন্টিং)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	বর্ণ (Color)	হেজন একক (pt-co)	১৫০
৩।	তাপমাত্রা (Temperature)	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।
৪।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৫।	বিওডি$_{৫}$২০^{0}সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৬।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০
৭।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তু (TDS)	মি.গ্রা./লি.	২১০০*
৮।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
বিশেষ স্থিতিমাপ (ডায়িং বা প্রিন্টিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রং-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)			
৯।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
১০।	সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২.০
১১।	ফেনলজাতীয় যৌগসমূহ (C_6H_5OH হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১২।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১৩।	ক্যাডমিয়াম (Cd)	মি.গ্রা./লি.	০.০২
১৪।	কোবাল্ট (Co)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
১৫।	নিকেল (Ni)	মি.গ্রা./লি.	১.০

নোট:
***সামুদ্রিক পানিতে নির্গমনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।**

৩। মণ্ড ও কাগজ শিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি$_{৫}$২০^{0} সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0 C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০

৫।	বর্জ্য পানি প্রবাহ	ঘনমিটার	কৃষিজ কাঁচামালভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ৫০ ঘনমিটার, বর্জ্য কাগজভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ২৫ ঘনমিটার
৬।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

৪। ডিস্টিলারি

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (p^H)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি৫২০^0 সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0 C)	মি.গ্রা./লি.	৫০
৪।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৫ ।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

৫। চিনিশিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (p^H)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি৫20^0 সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0 C)		৫০
৪।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৫।	বর্জ্য পানি নির্গমন (প্রতিটন পেষণকৃত আখের জন্য)	ঘনমিটার/টন	০.৫
৬।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

৬। ট্যানারি শিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি৫20^0 সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0 C)	মি.গ্রা./লি.	৩০

৪।	সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১
৫।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Total Cr হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	২
৬।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৭।	প্রতিটন চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্য পানি নির্গমন	ঘন মি./টন	৩০
৮।	ক্লোরাইড (Chloride)	মি.গ্রা./লি.	২০০০
৯।	ফেনোলস (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	১.০

নোট :

১। ট্যানারিতে মেকানিক্যাল ডিসল্টিং এবং সোক লিকার পৃথকীকরণের মাধ্যমে লবণ পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

২। ক্রোম ট্যানিং-এর ক্ষেত্রে ক্রোম পুনরুদ্ধার প্ল্যান্ট (Chrome Recovery Plant) স্থাপন করিতে হইবে।

৭। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, ডেইরি ও স্টার্চ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমাপিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।
২।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
৩।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৪।	বিওডি$_{৫}$ 20^0 সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0 C)	”	৩০
	বর্জ্য পানি প্রবাহ		
৫।	স্টার্চ	-	প্রতিটন কাঁচামালের জন্য ৮ ঘনমিটার
৬।	দুগ্ধজাত দ্রব্য	-	প্রতিটন দুগ্ধের জন্য ৩ ঘনমিটার

৮। অপরিশোধিত তৈল শোধনাগার (রিফাইনারি)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৩।	বিওডি$_{৫}$ 20^0 সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0 C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	ফেনল যৌগাদি (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	০.৫
৫।	সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	মি.গ্রা./লি.	১.০
৬।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	৫০
৭।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	১৫০
৮।	বেনজিন (C_6H_6)	মি.গ্রা./লি.	০.১
৯।	বেনজো(এ) পাইরিন	মি.গ্রা./লি.	০.২
১০।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.১

১১।	নিকেল (Ni)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১২।	মারকারি (Hg)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১৩।	কপার (Cu)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১৪।	সায়ানাইড (CN)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১৫।	তাপমাত্রা	ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।

৯। বালাইনাশক (ম্যানুফ্যাকচারিং ও ফরমুলেশন)

ক্রমিক নং	**স্থিতিমাপ**	**একক**	**উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
১।	পিএইচ (pH)		৬.৫-৮.৫
২।	তাপমাত্রা	সেলসিয়াস	জলাধারের তাপমাত্রা হইতে ৫° সেলসিয়াসের বেশি হইবে না।
৩।	বিওডি৫ 20^0 সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0 C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০
৫।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০
৬।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৭।	বায়োঅ্যাসে পরীক্ষা (Bioassay Test)		৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকিবে।
৮।	আর্সেনিক (As)	মি.গ্রা./লি.	০.২
৯।	কপার (Cu)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১০।	ম্যাংগানিজ (Mn)	মি.গ্রা./লি.	১.০
১১।	মার্কারি (Hg)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১২।	এন্টিমনি (Sb)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১৩।	জিংক (Zn)	মি.গ্রা./লি.	১
১৪।	টিন (Sn)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
১৫।	নিকেল ইত্যাদি (ভারী ধাতু পৃথকভাবে)		খাবার পানির মানমাত্রার চাইতে ৫ গুণের বেশি হইবে না।

১৬।	সায়ানাইড (CN)	মি.গ্রা./লি.	০.২
১৭।	নাইট্রেট (NO_3)	মি.গ্রা./লি.	৪৫
১৮।	ফসফেট (as P)	মি.গ্রা./লি.	৫.০
১৯।	ফেনল ও ফেনলিক কম্পাউন্ড (Phenol and phenolic Compounds)	মি.গ্রা./লি.	১.০
২০।	সালফার (S)	মি.গ্রা./লি.	০.০৩
২১।	কারবোনিল (Carbonyl)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২২।	কপার সালফেট ($CuSO_4$)	মি.গ্রা./লি.	০.০৫
২৩।	কপার অক্সিক্লোরাইড (Copper Oxychloride)	মি.গ্রা./লি.	৯.৬
২৪।	ডায়ামেথোয়েট (Dimethoate)	মি.গ্রা./লি.	০.৪৫
২৫।	এনডোসালফান (Endousulfan)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২৬।	ফেনিট্রথিয়ন (Fenitothrion)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২৭।	ম্যালাথিয়ন (Malathion)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২৮।	মিথাইল প্যারাথিয়ন (Methyl Parathion)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
২৯।	প্যারাকোয়াট (Paraquat)	মি.গ্রা./লি.	২.৩
৩০।	ফেনাথোয়াট (Phenathoate)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩১।	ফোরেট (Phorate)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩২।	প্যারাপনিল (Proponil)	মি.গ্রা./লি.	৭.৩
৩৩।	পাইরেথ্রামস্ (Pyrethrums)	মি.গ্রা./লি.	০.০১
৩৪।	জিরাম (Ziram)	মি.গ্রা./লি.	১.০
৩৫।	অন্যান্য কীটনাশক (পৃথকভাবে)	মি.গ্রা./লি.	০.১

নোট:

নির্গত তরল বর্জ্যের মোট দ্রবীভূত কঠিন বস্তু (TDS), সালফেট এবং ক্লোরাইড-এর মাত্রা, বর্জ্য যে পরিবেষ্টক পানিতে নির্গমন করা হইবে তাহার মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে।

১০। ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প :

(ক) লেড অ্যাসিড ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লিটার	৫০
৩।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লিটার	০.১

(খ) ড্রাইসেল ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লিটার	১০০
৩।	ম্যাংগানিজ (Mn)	মি.গ্রা./লিটার	২
৪।	মার্কারি (Hg)	মি.গ্রা./লিটার	০.০২
৫।	জিংক (Zn)	মি.গ্রা./লিটার	৫

১১। রং (পেইন্ট) কারখানা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬.৫-৮.৫
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি$_৫$ 20^0 সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	ফেনল (Phenols)	মি.গ্রা./লি.	১
৫।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Greas)	মি.গ্রা./লি.	১০
৬।	সিওডি (COD)	মি.গ্রা./লি.	২০০
৭।	বায়োঅ্যাসে পরীক্ষা (Bioassay Test)	-	৯০% মাছ ৯৬ ঘণ্টা পরেও পরিশোধিত তরল বর্জ্যে জীবিত থাকিবে।
৮।	লেড (Pb)	মি.গ্রা./লি.	০.১
৯।	ষড়যোজী ক্রোমিয়াম (Hexavalent Cr)	মি.গ্রা./লি.	০.১
১০।	কপার (Cu)	মি.গ্রা./লি.	২.০
১১।	নিকেল (Ni)	মি.গ্রা./লি.	২.০
১২।	জিংক (Zn)	মি.গ্রা./লি.	৫.০

১২। সিরামিক টাইলস এবং স্যানিটারি ওয়্যার প্রস্তুতকারী কারখানা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬.০-৯.০
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০
৩।	বিওডি$_{৫}$$20^0$ সেন্টিগ্রেড (BOD_5 at 20^0 C)	মি.গ্রা./লি.	৩০
৪।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	মি.গ্রা./লি.	১০

১৩। ইটভাঁটা

তরল বর্জ্য

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পিএইচ (pH)	-	৬-৯
২।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	মি.গ্রা./লি.	১০০

তফসিল-৬

অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি

[বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২) ও বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণি	ফি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)
১।	হলুদ	২,০০০
২।	কমলা	৫,০০০
৩।	লাল	১০,০০০

নোট: ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট সংযোজন করিতে হইবে।

তফসিল-৭

অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহন ও উহার নবায়ন ফি

[বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩), বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৪), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৬), বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩), বিধি ২১ এর উপ-বিধি (১), বিধি ২২ এর উপ-বিধি (১) ও বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (৪) দ্রষ্টব্য]

১. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প:

ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি

মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	রেট/মূল্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩	**১৪২২৩১৯**	**বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)**	**ছাড়পত্র ফি (টাকা)**	**ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)**
		(ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ৫ (পাঁচ) লক্ষ পর্যন্ত	৩,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(খ) ৫ (পাঁচ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ১০ (দশ) লক্ষ পর্যন্ত	৬,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(গ) ১০ (দশ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ পর্যন্ত	১০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ ১ (এক) হইতে ১ (এক) কোটি পর্যন্ত	২০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঙ) ১ (এক) কোটি ১ (এক) হইতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত	৪০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(চ) ৫ (পাঁচ) কোটি ১ (এক) হইতে ২০ (বিশ) কোটি পর্যন্ত	৮০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ছ) ২০ (বিশ) কোটি ১ (এক) হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি পর্যন্ত	১,৬০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(জ) ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি ১ (এক) হইতে ১০০ (একশত) কোটি পর্যন্ত	২,৪০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঝ) ১০০ (একশত) কোটি ১ (এক) হইতে ২০০ (দুইশত) কোটি পর্যন্ত	৪,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ঞ) ২০০ (দুইশত) কোটি ১ (এক) হইতে ৫০০ (পাঁচশত) কোটি পর্যন্ত	৬,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(ট) ৫০০ (পাঁচশত) কোটি ১ (এক) হইতে ১০০০ (এক হাজার) কোটি পর্যন্ত	৮,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক

	(ঠ) ১০০০ (এক হাজার) কোটি ১ (এক) হইতে ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটি পর্যন্ত	১০,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
	(ড) ২০০০০ (বিশ হাজার) কোটি ১ (এক) বা তদূর্দ্ধ	১৫,০০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক

নোট :

(ক অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ছাড়পত্র ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

(খ) অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পরবর্তীকালে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকার অর্ধেক ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

(গ) অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকার অর্ধেক ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়পত্র ফি প্রদান করিতে হইবে না; তবে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের কম হইলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ছাড়পত্র ফি দাখিল করিতে হইবে।

(ঙ) ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

২. ইটভাটা:

অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও উহার নবায়ন ফি

মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	রেট/মূল্য	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩	১৪২২৩১৯	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)	ছাড়পত্র ফি (বার্ষিক) (টাকা)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি (টাকা)
		(ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ১ (এক) কোটি টাকা পর্যন্ত	৪০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর অর্ধেক
		(খ) ১ (এক) কোটি ১ (এক) টাকা হইতে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা পর্যন্ত	৫০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ
		(গ) ৫ (পাঁচ) কোটি ১ (এক) টাকা হইতে ২০ (বিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত	৮০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ

		(ঘ) ২০ (বিশ) কোটি ১ (এক) টাকা বা তদূর্দ্ধ	১,২০,০০০	কলাম (৪) এ বর্ণিত ফি-এর এক-চতুর্থাংশ

নোট :

(ক) অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) উল্লিখিত পরিমাণ টাকা ছাড়পত্র ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

(খ) অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন এবং অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পরবর্তীকালে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

(গ) অবস্থানগত ছাড়পত্র ব্যতীত সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কলাম (৩) এ উল্লিখিত বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ উল্লিখিত পরিমাণ ফি বাবদ প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো ছাড়পত্র ফি প্রদান করিতে হইবে না; তবে অবস্থানগত ছাড়পত্র বা নবায়নের মেয়াদ ৬ (ছয়) মাসের কম হইলে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে ছাড়পত্র ফি দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ঙ) ছাড়পত্র ও ছাড়পত্র নবায়ন ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল-৮

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি

[বিধি ৩৪ দ্রষ্টব্য]

(ক) পানি বা তরল বর্জ্য বা অন্য কোন নমুনা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	কলিফর্ম (Coliform)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২।	ক্লোরিন (Chorine)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩।	টোটাল হার্ডনেস (Total Hardness)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪।	আয়রন (Fe)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫।	ক্যালশিয়াম (Ca)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬।	ম্যাগনেশিয়াম (Mg)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

৭।	বর্ণ (Colour)	৩০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৮।	বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (EC)	৪০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৯।	পিএইচ (pH)	৩০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১০।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১১।	সার্বিক কঠিন বস্তুকণা (TS)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১২।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তুকণা (TDS)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৩।	অ্যামোনিয়া/অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৪।	আর্সেনিক (As)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৫।	বোরন (B)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৬।	ক্যাডমিয়াম (Cd)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৭।	সিওডি (COD)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৮।	বিওডি (BOD)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৯।	ক্লোরাইড (Chloride)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২০।	ক্রোমিয়াম, হেক্সাভেলেন্ট (Hexavelant Cr)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২১।	ক্রোমিয়াম, সার্বিক (Total Cr)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২২।	সায়ানাইড (CN)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৩।	ফ্লুরাইড (F)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৪।	লেড (Pb)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৫।	মার্কারি (Hg)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৬।	নিকেল (Ni)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

২৭।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন (Total Kjeldahl Nitrogen)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৮।	তৈল ও গ্রিজ (Oil & Grease)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৯।	ফসফেট (Phosphate)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩০।	ফেনল (Phenol)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩১।	সালফেট (Sulfate)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩২।	জিঙ্ক (Zn)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৩।	তাপমাত্রা	২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৪।	টারবিডিটি (জিটিইউ)	৪০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৫।	টারবিডিটি (এনটিইউ)	৪০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৬।	পি-অ্যালকালিনিটি (P-Alkalinity)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৭।	টি-অ্যালকালিনিটি (T-Alkalinity)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৮।	অ্যাসিডিটি (Acidity)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩৯।	কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪০।	ক্যালশিয়াম হার্ডনেস (Calcium Hardness)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪১।	ডিও (DO)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪২।	নাইট্রেট (Nitrate)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৩।	নাইট্রাইট (Nitrite)	১,৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৪।	সিলিকা (SiO_2)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৫।	অর্গানো হ্যালাইড যৌগসমূহ (Organohalides)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৬।	অর্গানো ফসফটে যৌগসমূহ (Organo Phosphates)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

৪৭।	পলি অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (Poly Aromatic Hydrocarbon)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৮।	পেস্টিসাইড (Pesticides)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪৯।	বায়োঅ্যাসে টেস্ট (Bio assay test)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫০।	কপার (Cu)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫১।	ম্যাংগানিজ (Mn)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫২।	ফসফরাস (P)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৩।	পটাশিয়াম (K)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৪।	সোডিয়াম (Na)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৫।	অ্যালুমিনিয়াম (Al)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৬।	কোবাল্ট (Co)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৭।	সিলিকোন (Si)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৮।	এন্টমিন (Sb)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫৯।	সিলভার (Ag)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬০।	সিলেনিয়াম (Se)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬১।	সালফাইড, (S) সালফার হিসাবে	১,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬২।	জিএমও ডিটেকশন (GMO Detection)	২০,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৩।	ফ্যাট (Fat)	১,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৪।	ল্যাকটোজ (Lactose)	১,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৫।	প্রোটিন (Protein)	১,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৬।	এনজাইম অ্যাসে (Enzyme Assay)	১,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

৬৭।	ই কলাই (E. Coli)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৮।	এন্টিবায়োটিক (Antibiotic)	১০,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬৯।	Total Bacteria Count	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭০।	Saponification value	১,৩০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭১।	Loss on Drying	৮০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭২।	Steroid (Identification)	১০,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭৩।	Narcotics (Identification)	১০,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭৪।	টিওসি (TOC)	৩,৫০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭৫।	যে-কোনো প্যারামিটার যাহা উপরে উল্লিখিত হয় নাই।	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

ব্যাখ্যা:- যৌগসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিটি যৌগের জন্য ফি

(খ) বায়ুর নমুনা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এস পি এম (SPM)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২।	পি এম (PM)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩।	পিএম ১০ (PM_{10})	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪।	পিএম ২.৫ ($PM_{2.5}$)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৫।	সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৬।	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_x)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৭।	কার্বন মনোঅক্সাইড (CO)	২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৮।	লেড (Pb)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৯।	অ্যামোনিয়া (NH_3)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩

			অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১০।	মার্কারি (Hg)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১১।	ওজোন (O_3)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১২।	সালফিউরিক অ্যাসিড বাস্প (Sulfuric Acid Mist)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৩।	হাইড্রোজনে ক্লোরাইড (HCl)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৪।	হাইড্রোজনে ফ্লোরাইড (HF)	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৫।	এসিটালডিহাইড	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৬।	হাইড্রোজেন সালফাইড	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৭।	মিথাইল ডাই সালফাইড	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৮।	মিথাইল মারক্যাপটান	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
১৯।	মিথাইল সালফাইড	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২০।	স্টাইরিন	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২১।	ট্রাইমিথাইলঅ্যামিন	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২২।	হাইড্রোকার্বন	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৩।	কালো ধোঁয়া (Black Smoke)	১,২০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৪।	ডাইঅক্সিন এবং ফুরান (Dioxins and Furan)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৫।	ম্যাংগানিজ (Mn)	৫,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২৬।	বায়ুর যেসকল প্যারামিটার উল্লেখ করা হয় নাই।	৩,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

(গ) শব্দের নমুনা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	শব্দ	৬০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯

(ঘ) বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)	মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানের নাম ও কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের নদী ব্যতীত ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির বৎসরভিত্তিক তথ্য বা উপাত্ত (অ) সরকারি সংস্থার জন্য (আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	 ৯,০০০ ১৮,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
২।	ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের নদীর পানির সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের বৎসরওয়ারি তথ্য বা উপাত্ত (অ) সরকারি সংস্থার জন্য (আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	 ১২,০০০ ১৮,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৩।	ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/খুলনা/বরিশাল/রাজশাহী/রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগের সকল পরিবীক্ষণ স্টেশনের বায়ুর বৎসরওয়ারি তথ্য বা উপাত্ত (অ) সরকারি সংস্থার জন্য (আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য	 ৭,০০০ ১২,০০০	পরিবেশ অধিদপ্তর ১৪৫০৩ অর্থনৈতিক কোড ১৪২২৩২৯
৪।	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশসংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষক/শিক্ষিকাসহ গবেষকদের ব্যবহারের জন্য	সংস্থা প্রধান/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান/বিভাগীয় প্রধান-এর লিখিত অনুরোধপত্র ও সুপারিশের ভিত্তিতে বিনামূল্যে	-

নোট: ফি এর সহিত সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট সংযোজন করিতে হইবে।

তফসিল-৯

শিল্প বা প্রকল্পের অবস্থান নির্ধারণের নির্দেশিকা

[বিধি ৮ এর দফা (খ), বিধি ৯ এর উপ-বিধি (২), বিধি ১০ এর উপ-বিধি (২), বিধি ১২ এর উপ-বিধি (২) ও বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

প্রকল্পের বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত অবস্থান নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ নির্দেশিকা অনুসরণ করিতে হইবে :

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসকল এলাকা পরিহার করিতে হইবে :

(১) প্রতিবেশগত গুরুত্বের বিবেচনায় আইন দ্বারা সংরক্ষিত এলাকা, হেরিটেজ সাইট, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা; অভয়ারণ্য অথবা আন্তর্জাতিক কনভেনশন দ্বারা সংরক্ষিত এলাকা;

(২) প্রতিবেশগত বা জীববৈচিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা স্পর্শকাতর স্থানসমূহ, যেমন- বিপন্ন/হুমকিগ্রস্ত/স্থানীয় প্রজাতিসমূহের আবাসস্থল, জলাভূমি, পাহাড়, প্রাকৃতিক বন (Natural forest), প্যারাবন, প্রবাল দ্বীপ ইত্যাদি;

(৩) সরকার কর্তৃক ঘোষিত বনভূমি;

(৪) অধিক গুরুত্বসম্পন্ন কৃষি জমি; এবং

(৫) ঐতিহাসিক স্থান, স্মৃতিসৌধ এলাকা, পার্ক/খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, আবাসিক এলাকা, হাসপাতাল, প্রত্নতত্ত্ব এলাকা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার কর্তৃক অথবা আইন দ্বারা যেসকল এলাকাকে স্পর্শকাতর চিহ্নিত করা হইয়াছে।

(খ) শিল্প কারখানার স্থান নির্বাচনের জন্য যেসকল বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে :

(১) অনুমোদিত শিল্পাঞ্চল বা শিল্পায়নের জন্য মনোনীত এলাকা;

(২) সন্নিকটস্থ শিল্পের সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট;

(৩) উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত ইউটিলিটি সাপ্লাই, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্টর্ম ড্রেনেজ সুবিধা;

(৪) ইটিপি স্থাপন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি ইত্যাদির জন্য পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান রহিয়াছে এমন স্থান;

(৫) বন্যা প্রবাহ অঞ্চল হইতে ২৫০ মিটার দূরে বন্যামুক্ত উঁচু স্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৬) উপকূলের উচ্চ জোয়ার রেখা হইতে ৫০০ মিটার দূরে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং

(৭) শিল্প স্থাপনের স্থান ও সংবেদনশীল উপাদানের (sensitive receptor) মাঝে পর্যাপ্ত বাফার এলাকা বিদ্যমান।

(গ) বিভিন্ন শ্রেণির শিল্প কারখানা ও সংবেদনশীল এলাকার মাঝে নিম্নবর্ণিত বাফার দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে :

শিল্পের শ্রেণি	শিল্পের ধরন	বাফার দূরত্ব
(১)	(২)	(৩)
লাল শ্রেণি	উচ্চ ঝুঁকিবিশিষ্ট কারখানা, স্থাপনা বা কার্যক্রম যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন : • অগ্নি, বিকিরণ এবং খুবই বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের জন্য উচ্চঝুঁকি-বিশিষ্ট; • উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কোনো কোনো কাঁচামাল খুবই বিপজ্জনক; • তাৎপর্য মাত্রায় বায়ুদূষক নিঃসরণ; • বিপুল পরিমাণ বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদিত হয় যাহার কোনো কোনোটি পরিশোধন করা খুবই জটিল।	• ন্যূনতম ৫০০ মি. অথবা • প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারখানা বা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা বিবেচনাপূর্বক মডেলিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বাফার দূরত্ব নির্ধারণ করিতে হইবে।

কমলা বা লাল	ভারী শিল্প বা কার্যক্রম যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন : ● উচ্চমাত্রার দূষণের সম্ভবনা এবং অগ্নি, বিকিরণ এবং খুবই বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ; ● উচ্চ মাত্রায় বায়ুদূষক নিঃসরণ; ● মাত্রাতিরিক্ত (Excessive) শব্দ দূষণ বা কম্পন সৃষ্টি করে; ● প্রচুর পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়-যেগুলির স্থানান্তর, গুদামজাতকরণ ইত্যাদিতে তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় ডাস্ট সৃষ্টি হয়; ● যথেষ্ট পরিমাণ বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদিত হয় যাহার কোনো কোনোটি পরিশোধন করা খুবই জটিল।	● ন্যূনতম ৩০০ মিটার অথবা ● প্রযোজ্য ক্ষেত্র কারখানা বা কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির ধরন ও মাত্রা বিবেচনা করিয়া মডেলিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বাফার দূরত্ব নির্ধারণ করা যাইতে পারে।
কমলা বা লাল	মাঝারি শিল্প বা কার্যক্রম যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন : ● মধ্যম মাত্রার দূষণের সম্ভবনা এবং অগ্নি, বিকিরণ ও খুবই বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ; ● মধ্যম মাত্রায় বায়ুদূষক নিঃসরণ; ● মধ্যম মাত্রার শব্দদূষণ বা কম্পন সৃষ্টি করে; ● বিপজ্জনক বর্জ্য উৎপাদিত হয় যেগুলি কারখানা সীমানায় পরিশোধন করা হয়।	● ন্যূনতম ১০০ মিটার; ● প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মডেলিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বাফার দূরত্ব নির্ধারণ করা যাইতে পারে।
সবুজ বা হলুদ	হালকা শিল্প বা কার্যক্রম যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন : ● বায়ুদূষণ, শব্দ, কম্পন, গন্ধ, অগ্নি বা বিস্ফোরণের সম্ভবনা খুব কম বা নাই; ● বিপজ্জনক পদার্থ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় না বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় না; ● কোনো বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয় না।	● ন্যূনতম ৫০ মিটার; ● প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মডেলিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বাফার দূরত্ব নির্ধারণ করা যাইতে পারে।
সবুজ বা হলুদ শ্রেণি	ক্ষুদ্র শিল্প যাহা নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন : ● বায়ুদূষণ, শব্দ, কম্পন, গন্ধ, অগ্নি বা বিস্ফোরণের সম্ভবনা খুবই কম বা নাই; ● ভূমি ব্যতীত বিনিয়োগকৃত মূলধন বৎসরের যে-কোনো সময় ৪০ লক্ষ টাকার অধিক নহে এবং বার্ষিক টার্নওভার ৬০ লক্ষ টাকার অধিক নহে; ● শুষ্ক প্রকৃতির উৎপাদন প্রক্রিয়া। ধোয়া, মোছা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে তরল বর্জ্য সৃষ্টি হইতে পারে, তবে তাহা নির্গমনের ফলে পানি দূষণের সম্ভবনা কম; ● কোনো বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য সৃষ্টি হয় না।	● তাপ ও শব্দদূষণ সৃষ্টি হইলে ন্যূনতম ১০ মিটার বাফার দূরত্ব রাখা যাইতে পারে।

তফসিল-১০
পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কার্যপরিধি প্রণয়নের নির্দেশিকা
[বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (৩)]

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
১।	শিল্প/প্রকল্পের উদ্যোক্তা	উদ্যোক্তার নাম ও যোগাযোগ ঠিকানা; • পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত কোনো বিষয় অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল
২।	সমীক্ষা দল	সমীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যের বিস্তারিত বিবরণ, যাহাতে নিম্নের তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : • পরিবেশ অধিদপ্তরের নিবন্ধন নম্বর • শিক্ষাগত যোগ্যতা • অভিজ্ঞতা • সমীক্ষার অধিক্ষেত্র (Area of study) • ঘোষণা (স্বাক্ষর)
৩।	শিল্প/প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা (Statement of Need)	পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রকল্প গ্রহণের ভিত্তি এবং যৌক্তিকতা (Project concept) এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য উল্লেখ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইলে কী সুফল পাওয়া যাইবে তাহার বিবরণ দিতে হইবে।
৪।	শিল্প/প্রকল্পের বিবরণ বা ধারণা (Project description/ concept)	প্রস্তাবিত প্রকল্প সরকারের কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতি বা সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হইবে না। প্রকল্পের বিবরণ দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : • প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধারণা (Project concept), প্রকল্পের আকার, কম্পোনেন্ট, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃতব্য প্রযুক্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং ডেভেলপমেন্ট ধাপসমূহের স্পষ্ট বিবরণ। • প্রকল্পের অবস্থান ও প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য স্পষ্ট, রঙিন এবং পাঠযোগ্য মানচিত্র, রেখাচিত্র এবং ছবি। লোকেশন মানচিত্রসমূহের মধ্যে জেনারেল লোকেশন, স্পেসিফিক লোকেশন, প্রকল্পের চৌহদ্দি এবং প্রকল্পের সাইট/লে-আউট প্ল্যান অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। • শিল্প প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ফ্লো চার্টসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিবরণ।
৫।	প্রকল্পের অপশনসমূহ	প্রকল্পের অপশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—গ্রহণযোগ্য অপশন বাছাই এবং অন্যান্য অপশন বাতিলের যৌক্তিকতা।

৬।	বিদ্যমান পরিবেশের বিবরণ	বিদ্যমান পরিবেশের বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : ● পরিবেশগত বিষয় বিবেচনার জন্য চিহ্নিত স্থানের ভৌগোলিক সীমারেখা; ● প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ভৌত-রাসায়নিক, জীব এবং মানব পরিবেশের অবস্থা; ● প্রস্তাবিত প্রকল্পের কারণে অনন্য বৈজ্ঞানিক, আর্থ-সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত দিক বিচেনায় প্রভাবিত হইতে পারে এমন পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা।
৭।	প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার বেস লাইন তথ্য (ভৌত, রাসায়নিক, জৈব, সামাজিক ইত্যাদি)	নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি (sampling methodologies), নমুনা সংগ্রহের স্থান, পরিবীক্ষণ স্টেশন এবং প্যারামিটার
৮।	প্রকল্পের অবস্থান ও বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার	● প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থান; ● বিদ্যমান ভূমি ব্যবহার এবং প্রতিবন্ধকতা; ● পরিবেশগত সংকটাপন্ন বা সংবেদনশীল এলাকা হইতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের দূরত্ব; ● প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান নির্দেশক ম্যাক্রো স্কেল ম্যাপ (১: ৫০,০০০ এবং ১: ২৫,০০০), প্ল্যান, ছবি অথবা স্যাটেলাইট ইমেজ; ● স্পষ্ট, পাঠযোগ্য, রঙিন ভূমি ব্যবহারের ম্যাপ। সাম্প্রতিক বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা অনুধাবনের জন্য হালনাগাদ স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহারপূর্বক প্রস্তুতকৃত ম্যাপ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভূমি ব্যবহারের ম্যাপে ন্যূনতম ৫ কি.মি. ব্যাসার্ধের এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ● বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধরন-অনুসারে কোনো ম্যাপ, যথা : টপোগ্রাফি ম্যাপ, জিওলজিক্যাল ম্যাপ, হাইড্রোলজিক্যাল ম্যাপ ইত্যাদি।
৯।	সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব (Potential significant impacts)	● প্রস্তাবিত প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর ভিত্তিতে যেসকল সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরীক্ষা করা হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; ● প্রভাব বিশ্লেষণ/নিরূপণের পদ্ধতিসমূহের (Methodologies) রূপরেখা
১০।	প্রভাব প্রশমন এবং হ্রাসের ব্যবস্থা (Mitigation and abatement measures)	প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব প্রশমন এবং হ্রাসের লক্ষ্যে কোন কোন কার্যক্রম বিবেচনা করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে।
১১।	অবশিষ্ট প্রভাব (Residual impact)	প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রশমনমূলক ব্যবস্থা (Mitigation measures) গ্রহণের পর যেসকল উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত প্রভাব (দীর্ঘ মেয়াদি) অবশিষ্ট থাকিবার সম্ভবনা রহিয়াছে তাহার রূপরেখা

১২।	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় যেসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
১৩।	পরিবেশগত পরিবীক্ষণ এবং ফলো-আপ পরিকল্পনা (Monitoring and Follow-up Plan)	পরিবেশগত পরিবীক্ষণ এবং ফলো-আপ পরিকল্পনায় যেসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
১৪।	ডিকমিশনিং পরিকল্পনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	প্রকল্পের ডিকমিশনিং পরিকল্পনায় যেসকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

তফসিল-১১

শিল্প কারখানা বা প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন প্রণয়ন নির্দেশিকা

[বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	বিষয়	বর্ণনা
(১)	(২)	(৩)
১।	নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)	নির্বাহী সারসংক্ষেপে অকারিগরি (Non-technical) ভাষায় লিখিত সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য এবং সুপারিশ থাকিবে। ইহাতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : ● প্রকল্পের বিবরণ : প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য (Study findings) : পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর কার্যপরিধি বা সমীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত প্রধান পরিবেশগত ইস্যুসমূহের আলোকে নিরূপিত পরিবেশগত প্রভাব, প্রশমনমূলক ব্যবস্থা এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচির সারসংক্ষেপ।
২।	সাধারণ তথ্যাবলি (General Information)	সাধারণ তথ্যাবলি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : ● প্রকল্পের ও প্রকল্পের উদ্যোক্তার নাম এবং যোগাযোগের ঠিকানা; প্রকল্পের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত কোনো বিষয় অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল। পরিবেশবিষয়ক পরামর্শক : পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নাম, যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেইল; সমীক্ষা দলের প্রত্যেক সদস্যের নামের তালিকা, সমীক্ষার অধিক্ষেত্র এবং স্বাক্ষর।
৩।	প্রকল্পের বিবরণ ও প্রকল্পের অপশনসমূহ (Project Description)	● প্রকল্পের বিবরণ দেওয়ার সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে— ● প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা: প্রকল্পের যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য এবং সুফল; ● প্রকল্পের বিবরণ: প্রকল্পের বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্প কার্যক্রম, অবস্থান, লে-আউট, সময়সূচিসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ধাপসমূহ এবং প্রকল্পের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে হইবে। ইহাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ থাকিতে হইবে :

		● জমির পরিমাণ: প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ, জমির মালিকানা, ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি। ● প্রকল্পের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক এলাকা: প্রকল্পের অবস্থান (লোকেশন ম্যাপসহ), লে-আউট প্ল্যান যাহাতে ইউটিলিটিস, মেশিনারি, স্টোরেজ ইয়ার্ড, অবকাঠামো, পরিবহণ রুট এবং অন্যান্য কাঠমো প্রদর্শন করিতে হইবে। ● প্রকল্পের বিবরণ : সাইট লে-আউট, ফ্লো-ডায়াগ্রামসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ, উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদিত পণ্যের নাম ও পরিমাণ এবং ইউটিলিটিসমূহের বিবরণ। ● প্রকল্প কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন সময়সূচি: প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনাকালীন গৃহীতব্য প্রধান কার্যক্রমের তালিকা; প্রকল্প উন্নয়নের ধাপ এবং বাস্তবায়ন কাল (Schedule)। ● সম্পদ ও উপযোগমূলক সেবার চাহিদা : তৈল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, কয়লা ইত্যাদি জ্বালানির চাহিদা; কাঁচামালের তালিকা, পরিমাণ ও উৎস; পানির চাহিদা ও উৎস, কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য হ্যান্ডলিং ও স্টোরেজের জন্য নির্মিতব্য অবকাঠামো; অন্যান্য সাপোর্টিং অবকাঠামো, ইউটিলিটি এবং সার্ভিসের চাহিদা; প্রকল্পের উন্নয়ন ও পরিচালনার সময় কর্মসংস্থানের সুযোগ। ● দূষণের সম্ভবনা (Pollution potential) : প্রকল্পের অপশনসমূহ: অপশনসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, গ্রহণযোগ্য অপশন বাছাই এবং অন্যান্য অপশন বাতিলের যৌক্তিকতা।
৪।	প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান পরিবেশগত অবস্থা (Existing Environmental Condition)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এ সমীক্ষাধীন এলাকার বিদ্যমান পরিবেশের বর্ণনায় নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করিতে হইবে : ● ভৌত পরিবেশ: টপোগ্রাফি, জিওলজি, জিও-মর্ফোলজি, মৃত্তিকা, ড্রেনেজ, হাইড্রোলজি এবং পানি সম্পদ, আবহাওয়া ও জলবায়ু, বায়ু ও পানির গুণগত মান, শব্দের মাত্রা, বিদ্যমান দূষণের উৎসসমূহ ইত্যাদি। ● জীব পরিবেশ : প্রতিবেশ ব্যবস্থা (উদ্ভিদকুল, প্রাণিকুল, স্থলজ আবাসস্থল, সামুদ্রিক/জলজ আবাসস্থল), জলভূমি, এনডেমিক /থ্রেটেন্ড/এনডেঞ্জারড প্রজাতি, নিকটতম সংরক্ষিত, সংবেদনশীল বা সংকটাপন্ন আবাসভূমি (Habitat)। ● ভূমি ব্যবহার : বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার, সংরক্ষণের জন্য প্রতিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ● সামজিক পরিবেশ : জনসংখ্যার বণ্টন (Population distribution), অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, ভৌত অবকাঠামো ও পরিষেবা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অ্যামিনিটিস, জনস্বাস্থ্য। ● মানচিত্র, লেখচিত্র ও ছবি : প্রকল্প এলাকার বর্ণনার সহিত নিম্নোক্ত তথ্য, ম্যাপ, ছবি এবং অন্যান্য ভিজুয়্যাল তথ্য যুক্ত করিতে হইবে। ● প্রকল্প এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশের হালনাগাদ ছবি।

		• প্রকল্পের লোকেশন (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশসহ), প্রকল্প এলাকা এবং সমীক্ষা এলাকার ভৌগোলিক সীমারেখা; প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান-নির্দেশক ম্যাক্রো স্কেল ম্যাপ (১ঃ ৫০,০০০ এবং ১ঃ ২৫,০০০), প্ল্যান, ছবি অথবা স্যাটেলাইট ইমেজ; স্পষ্ট, পাঠযোগ্য, রঙিন ভূমি ব্যবহারের ম্যাপ। সাম্প্রতিক বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা অনুধাবনের জন্য হালনাগাদ স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভূমি ব্যবহারের ম্যাপে ন্যূনতম ৫ কি.মি. ব্যাসার্ধের এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। • বিদ্যমান পরিবেশের অবস্থা বুঝাইবার জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের ধরন অনুসারে অন্যান্য কোনো ম্যাপ, যথা-টপোগ্রাফি ম্যাপ, জিওলজিক্যাল ম্যাপ, হাইড্রোলজিক্যাল ম্যাপ ইত্যাদি।
৫।	পরিবেশগত প্রভাব পূর্বানুমান ও মূল্যায়ন (Impact Predication and Evaluation)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ এর কার্যপরিধিতে যেসকল পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত করা হইয়াছে বা পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষায় যে আরও অতিরিক্ত পরিবেশগত ইস্যু চিহ্নিত হইয়াছে সেইগুলির প্রভাব নিরূপণ (Impact Assessment) করিতে হইবে। প্রভাব নিরূপণ প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি ধাপে সম্পন্ন করিতে হইবে, যথা : • প্রভাব চিহ্নিতকরণ (Impact Identification) : প্রকল্পের প্রতিটি ধাপের সুনির্দিষ্ট এবং বিশদ প্রভাব চিহ্নিত করিতে হইবে। সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ বিবেচনা করিতে হইবে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ এবং ক্রমপুঞ্জীভূত (Cumulative) প্রভাবসমূহও চিহ্নিত করিতে হইবে। • প্রভাব পূর্বানুমান (Impact Predication): গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহের প্রকৃতি, বিশালত্ব, বিস্তার এবং স্থায়িত্ব (nature, magnitude, extent and duration) ইত্যাদি পূর্বানুমান করিতে হইবে। প্রভাব নিরূপণের জন্য একাধিক গুণবাচক বা পরিমাণবাচক পূর্বানুমান টুল রহিয়াছে। এইক্ষেত্রে সমীক্ষাধীন প্রকল্প এবং প্রকল্প এলাকার জন্য যথোপযুক্ত টুল বা মডেল নির্বাচন করিতে হইবে। • প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) : প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব নিম্নোক্ত নির্ণায়কের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করিতে হইবে : প্রভাবের মাত্রা (Magnitude of impact) প্রভাবের বিস্তার (Extent of effect) প্রভাবের স্থায়িত্বকাল (Duration of the impact) ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা বা অবস্থার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া (Reversibility of condition/impacted area) পুঞ্জীভূত প্রভাব (Cumulative impact) প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাবের বিষয়ে উল্লিখিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ হইবে :

		কোনো প্রভাব নাই (No impact) প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ (Significat impact) প্রভাব অতাৎপর্যপূর্ণ (Insignificant impact) অজানা প্রভাব (Unknown impact) প্রশমনযোগ্য প্রভাব (Mitigated impact)
৬।	প্রশমনমূলক ব্যবস্থা (Mitigation Measures)	পরিবেশগত প্রভাব নিবৃত্তির জন্য বাস্তবসম্মত, সুলভ এবং কার্যকর প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতে হইবে। পরিবেশগত প্রভাব নিবৃত্তির জন্য সম্ভাব্য সকল বিকল্প উপায় মূল্যায়ন করিয়া সর্বোত্তম সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে যাহার ব্যয় উদ্যোক্তার জন্য সহনীয় এবং প্রকল্পের নেতিবাচব প্রভাব অবলোপনের জন্য যৌক্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য। প্রশমনমূলক ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরিমাপযোগ্য হইতে হইবে যাহাতে পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং-এর মাধ্যমে তাহা প্রমাণ করা যায়। সুপারিশকৃত প্রতিটি প্রশমনমূলক ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইনে কখন এবং কীভাবে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত সকল প্রশমনমূলক ব্যবস্থার প্রাক্কলিত ব্যয় সম্ভব হইলে প্রদান করিতে হইবে।
৭।	পরিবীক্ষণ কর্মসূচি (Monitoring Programme)	পরিবীক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে বিবরণ প্রদান করিতে হইবে : ● প্রশমনমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ : সুপারিশকৃত সকল প্রশমনমূলক ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার জন্য পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে : সুপারিশকৃত প্রশমনমূলক ব্যবস্থাসমূহ যে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করার পদ্ধতি (Methodology); প্রশমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের লোকেশন এবং পরিবীক্ষণ সাইট নির্দেশক ম্যাপ এবং ছবি; প্রকল্প মেয়াদে সাইট পরিদর্শনের সংখ্যা উল্লেখপূর্বক সময়সূচি; প্রতিবেদন প্রেরণ এবং ফলাফল পর্যালোচনা/অডিটিং-এর পদ্ধতি এবং সময়সূচি ● প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব পরিবীক্ষণ : পরিবীক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নেতিবাচক পরিবেশগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং এই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পরিবীক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে : প্রধান পরিবেশগত ইস্যুর জন্য ইন্ডিকেটর পরিবেশগত মানমাত্রা এবং প্রকল্পে তাহাদের প্রয়োগ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি, লোকেশন এবং সময়সূচি উদ্যোক্তার দায়িত্ব (পরিবীক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, বাজেট এবং পরামর্শ সেবার প্রয়োজনীয়তা) পরিবীক্ষণ রিপোর্টিং

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন

ক্রমকি নং	বিষয়	বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
১।	ভূমিকা (Introduction)	• প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য
২।	প্রকল্পের বিবরণ (Project Description)	• লোকেশন, এরিয়া এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য • প্রকল্পের লে-আউট এবং ডিজাইন • প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং সময়সূচি • প্রকল্পের অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য
৩।	পরিবেশগত নীতিমালা (Environmental Policy)	• পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণসংক্রান্ত কোম্পানির নীতি
৪।	পরিবেশগত প্রতিপালনীয় বিষয় (Environmental Compliance Requirements)	• প্রতিপালনীয় আইনগত মানমাত্রা • পরিবেশ অধিদপ্তর বা অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরিবেশগত শর্তসমূহ • উদ্দেশ্য ও নির্ণায়কসমূহ যাহা পূরণ করা হইবে • নীতিসমূহ যাহাতে অবিচল থাকা হইবে • উত্তম চর্চাসমূহ যাহা প্রয়োগ করা হইবে
৫।	পরিবেশগত প্রভাব এবং প্রশমনের ব্যবস্থা (Environmental Impacts and Mitigation Measures)	• প্রকল্প কার্যক্রমের বিস্তারিত তালিকা এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব; • গৃহীতব্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ; • প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রতিবেশগত ব্যবস্থা, সাইট, এলাকার বৈশিষ্ট্য কিংবা প্রজাতি সুরক্ষার জন্য গৃহীতব্য সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম; • সামাজিক এবং পাবলিক ইস্যু (সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়) মোকাবিলা ব্যবস্থা
৬।	পরিবেশগত সার্ভেইল্যান্স, পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং (Environmental Surveillance, Monitoring and Auditing)	• প্রস্তাবিত প্রশমন ব্যবস্থাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গৃহীতব্য সার্ভেইল্যান্স এবং পরিবীক্ষণ কর্মসূচি রূপরেখা; পরিবেশগত অবস্থা পরিবীক্ষণ করিবার জন্য যেসকল পদ্ধতি ও প্রণালি (Procedures and methods) গ্রহণ করা হইবে তাহার রূপরেখা; সার্ভেইল্যান্স ও পরিবীক্ষণ কত সময় পরপর করা হইবে; পরিবেশ ছাড়পত্রের শর্তসমূহ প্রতিপালন যাচাই করিবার জন্য প্রস্তাবিত অডিট কর্মসূচি ডেটা সংগ্রহ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিলের জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন

৭।	আকস্মিক পরিস্থিতি মোকাবিলা পরিকল্পনা (Contigency Planning)	• অস্বাভাবিক এবং জরুরি পরিস্থিতি (যেমন: উৎপাদন প্রক্রিয়ার যন্ত্রপাতি বিকল, আগুন, গ্যাস লিক, বিপজ্জনক পদার্থে বিচ্ছুরণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি বিকল) মোকাবিলা করিবার পরিকল্পনা। • জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, যথা : জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীতব্য পদ্ধতি ও উপায়সমূহ (Procedures and measures) সুরক্ষা ব্যবস্থা (কর্মরত স্টাফ ও সাধারণ জনগণের জন্য) জরুরি পরিস্থিতিকালীন যেসকল সংস্থা/যাহার সহিত যোগযোগ করিতে হইবে এবং পরবর্তীকালে অবহিত করিতে হইবে সুরক্ষাবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রম
৮।	সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Strucure)	• প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো (ইএমপি বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কাজের তত্ত্বাবধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত স্টাফসহ) • ইএমপি বাস্তবায়নের কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দায়িত্ব ও কর্মপ্রণালি (Responsibilities and work Procedure) • প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসংস্থাকে (যেমন : পরিবেশ অধিদপ্তর) রিপোর্ট করিবার প্রক্রিয়া (Reporting hierarchy) • বাহিরের সংস্থা বা ব্যক্তির নিকটি হইতে সেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা (যেমন : পরিবেশগত পরিবীক্ষণ-এর জন্য গবেষণাগার, স্লাজ পরিত্যজনের জন্য ঠিকাদার) • প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
৯।	বাজেট এবং বাস্তবায়ন কর্মসূচি (Budget and Implementation Programme)	• ইএমপি বাস্তবায়ন কর্মসূচি • নিম্নোক্ত খাতে বাজেট বরাদ্দ : ০ প্রশমন ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়ন ০ সার্ভেইল্যান্স, পরিবীক্ষণ এবং অডিটিং ০ প্রশিক্ষণ এবং ইমারজেন্সি রেস্পন্স

তফসিল-১২

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধন

[বিধি ৩৩ দ্রষ্টব্য]

(১) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ অনুমোদনঃ

(ক) শিল্প বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য পরিশোধনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাকে শিল্প তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (Industrial Effluent Treatment Plant), পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনাগার (Sewerage Treatment Plant) এবং মিশ্র তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (Mixed Effluent Treatment Plant) নির্মাণ অনুমোদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে ছাড়পত্রের আবেদনের সহিত বা স্বতন্ত্রভাবে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আবেদন দাখিল করিতে হইবে, যথা :

(অ) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার এর অবস্থান নির্দেশিত ১:২০০ স্কেলে অঙ্কিত শিল্প বা প্রকল্প সাইটের লে-আউট প্ল্যান বা বিন্যাস নকশা। নকশার পরিমাপ মিটার ইউনিটে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(আ) শিল্প বা প্রকল্প এলাকার সাইট প্ল্যান বা এলাকা নকশা যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা :

১। প্রস্তাবিত ইটিপি হইতে তরল বর্জ্য নির্গমন স্থান পর্যন্ত নিষ্কাশন নালার পথ (Drainage route)।

২। তরল বর্জ্য নির্গমন স্থান (Discharge Point) খাল বা অন্য কোনো নিষ্কাশন নালা হইলে উক্ত খাল বা নালা যে নদীতে পতিত হইয়াছে তাহার অবস্থান।

৩। প্রস্তাবিত তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার হইতে তরল বর্জ্য যে জলাশয়ে (নদী, খাল বা নিষ্কাশন নালা) নির্গমন করা হইবে সেই জলাশয়ে পূর্ব হইতে তরল বর্জ্য নির্গমন বা পানি উত্তোলন পয়েন্ট থাকিলে তাহাদের অবস্থান।

৪। নকশার যথাযথ উত্তরদিক নির্দেশক চিহ্ন।

(ই) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার এর লে-আউট প্ল্যান ও হাইড্রোলিক ফ্লো ডায়াগ্রাম (Hydrolic Flow Diagram)। হাইড্রোলিক ফ্লো ডায়াগ্রামে প্রসেস ইউনিটসমূহের ডাইমেনশন; প্রসেস ফ্লো পাথ; হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, চ্যানেল, পাইপলাইন, উইয়ার ও কন্ট্রোল ভালভসমূহের অবস্থান এবং এলিভেশন প্রদর্শন করিতে হইবে।

(ঈ) প্রস্তাবিত তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের কারিগরি বিবরণ যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিবে, যথা:

১। উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং ইউটিলিটির জন্য পানির ব্যবহার (Water Consumption for Processing and Utilities) যেমন : সিক্ত প্রক্রিয়াকরণ, স্যানিটারি, পানি পরিশোধন, শীতলীকরণ, বাষ্প উৎপাদন এবং অগ্নি নির্বাপণ;

২। উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং ইউটিলিটি হইতে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমাণ ও প্রস্তাবিত তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিশোধন ক্ষমতা;

৩। সৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগত মান এবং পরিশোধিত তরল বর্জ্যের গুণগত মান;

৪। ট্রিটেমেন্ট স্কিম (সাধারণ ফ্লো ডায়াগ্রাম);

৫। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের পৃথক ইউনিটসমূহের ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা, ডিজাইন প্যারামিটার ও ক্যালকুলেশন।

(উ) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশা ও ক্যালকুলেশন কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(খ) তফসিল-১ অনুসারে যে শ্রেণির শিল্প বা প্রকল্পের জন্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করা হইবে সেই শ্রেণির শিল্প বা প্রকল্পের জন্য গঠিত ছাড়পত্র কমিটি কর্তৃক তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করা হইবে।

(গ) অনুমোদিত নকশা অনুসারে উদ্যোক্তা কর্তৃক তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার নির্মাণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সমীচীন প্রতীয়মান হইলে মহাপরিচালক তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের সংস্কার, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন অথবা অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন এবং উদ্যোক্তা উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করিবেন।

(২) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালন:

(ক) উদ্যোক্তা সঠিক ইঞ্জিনিয়ারিং চর্চার (Sound Engineering Practice) মাধ্যমে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া তরল বর্জ্য পরিশোধন করিবেন এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনাগারের সকল যন্ত্রপাতি সুষ্ঠুভাবে কাজ করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

(খ) তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার পরিচালনার জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ করিতে হইবে।

(গ) জনবল কাঠামো ও যোগ্যতা অধিদপ্তর অনুমোদন করিবে।

(৩) তরল বর্জ্যের নির্গমন পরিবীক্ষণ :

(ক) শিল্প বা প্রকল্প হইতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য ভূপৃষ্ঠে বা অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে নির্গমন করা হইলে, উক্ত শিল্প বা প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে নিজ খরচে-

(অ) ছাড়পত্রের শর্তে উল্লিখিত তরল বর্জ্যের প্যারামিটারসমূহ মনিটর করিতে হইবে;

(আ) ফ্লো মিটার, নমুনা সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে হইবে;

(খ) উদ্যোক্তা নির্গত তরল বর্জ্যের পরিবীক্ষণ তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে তাহা প্রদর্শন করিবেন;

(গ) অধিদপ্তর তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি ও নির্গমন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে ; **এবং**

(ঘ) উদ্যোক্তা নির্গত তরল বর্জ্যের পরিবীক্ষণ তথ্য ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তানুসারে অধিদপ্তরে দাখিল করিবেন।

(৪) **তরল বর্জ্যের নির্গমন মানমাত্রা:** বিধি ৩২ এ উল্লিখিত তরল বর্জ্য নির্গমন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট তফসিলে বর্ণিত তরল বর্জ্যের বিভিন্ন প্যারামিটারের নির্ধারিত উপস্থিতির সীমা অতিক্রম করিয়া তরল বর্জ্য নির্গমন করা যাইবে না।

(৫) **তরল বর্জ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি:**

(ক) অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্যের ইন-সিটু (in-situ) বা এক্স-সিটু (ex-situ) বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন;

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য American Public Health Association, American Water Works Association এবং Water Environment Federation কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত 'Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater'-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

(গ) ক্রমিক নং (৩)-এর (ক) ও (খ)-এ উল্লিখিত তরল বর্জ্যের বিশ্লেষণ গ্র্যাব নমুনা সংগ্রহের (Grab Sampling) মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে। 'গ্র্যাব নমুনা' অর্থ ১৫ (পনেরো) মিনিটের কম সময় ব্যাপী সংগৃহীত একক নমুনা (Individual Sampling)।

(৬) **তরল বর্জ্য নির্গমন পয়েন্ট:**

(ক) অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত তরল বর্জ্য পরিশোধানাগারের নকশায় প্রদর্শিত নিগর্মন পয়েন্টের (Discharge Point) মাধ্যমে শিল্প বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য নির্গমন করিতে হইবে।

(খ) অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে দফা (ক)-এ উল্লিখিত তরল বর্জ্যের নির্গমনস্থল পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

(৭) **অননুমোদিত তরল বর্জ্য নির্গমন** (Effluent discharge through by-pass) : তরল বর্জ্য পরিশোধানাগারকে পাশ কাটাইয়া শিল্প বা প্রকল্প হইতে সৃষ্ট তরল বর্জ্য অননুমোদিত ভূপৃষ্ঠে, ভূগর্ভে বা জলাশয়ে কিংবা জলাভূমিতে নির্গমন করা যাইবে না।

(৮) **তরল বর্জ্য লঘুকরণ** (Dilution of effluent) **:** কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অপরিশোধিত বা পরিশোধিত তরল বর্জ্য উৎপাদনের সময় কিংবা উৎপাদন পরবর্তী সময়ে লঘু করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আবেদনক্রমে এবং অধিদপ্তর যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য লঘুকরণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৯) **তরল বর্জ্যের পরিমাণ বা গুণগত মান পরিবর্তন :** অধিদপ্তরের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে শিল্প বা প্রকল্প হইতে পরিবেশে নির্গত তরল বর্জ্যের পরিমাণ বা তরল বর্জ্যের উপাদানের পরিবর্তন করা যাইবে না।

(১০) **স্লাজ পরিত্যাজন** (Sludge disposal) **:** কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে উৎপাদিত, উৎপাদন প্রক্রিয়া, তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার, পনি পরিশোধন ব্যবস্থা বা অন্য কোনোভাবে সৃষ্ট স্লাজ 'Bangladesh Standards and Guidelines for Sludge Management'-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিত্যাজন করিতে হইবে।

তফসিল-১৩
পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্তি
[বিধি ৩৭ এর উপ-বিধি (৩) ও (৭) দ্রষ্টব্য]

'ক' অংশ:

(১) কোনো ব্যক্তি, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, স্বত্বাধিকারী ফার্ম, কোম্পানি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তালিকাভুক্তির জন্য নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণিতে বিবেচনা করা হইবে, যথা:-

(অ) পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি);
(আ) পরিবেশ পরামর্শক (প্রতিষ্ঠান); এবং
(ই) বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ।

(২) পরিবেশ পরামর্শ বা বিশেষজ্ঞের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

ক্রমিক নং	শ্রেণি	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি)	বিজ্ঞান বা প্রকৌশলের যে কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার সহিত সম্পৃক্ততা থাকিতে হইবে।
২।	বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার ক্ষেত্রসমূহের এক বা একাধিক বিষয়ে কাজের ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) প্রযোজ্যতা অনুযায়ী পরিবেশ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তির বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

(ক) একটি স্থায়ী কার্যালয়, নিবন্ধন, টিআইএন নম্বর এবং ব্যাংক হিসাব;

(খ) ন্যূনতম ১ (এক) জন নিয়মিত বেতনভুক্ত পরিবেশ পরামর্শক যিনি পরিবেশ অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত; এবং

(গ) প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ ন্যূনতম ৩ (তিন) জন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ যাহারা পরিবেশ অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত।

(৪) **পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষার ক্ষেত্রসমূহ:** প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য, বায়ুমান, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পানির গুণগতমান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সাধারণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ভূ-তত্ত্ব ও মৃত্তিকা, মাইনিং, শব্দ ও ভাইব্রেশন, ভূগর্ভস্থ

পানি ও হাইড্রোলজি, সামাজিক প্রভাব নিরূপণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (risk management), স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিরূপণ, ইত্যাদি।

‘খ’ অংশঃ

তালিকাভুক্তির ফিঃ

ক্রমিক নং	শ্রেণি	আবেদন ফি (টাকা)	তালিকাভুক্তিকরণ (টাকা)	তালিকাভুক্তিকরণ নবায়ন ফি (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	পরিবেশ পরামর্শক (ব্যক্তি)	৫০০	৫,০০০	২,০০০
২।	পরিবেশ পরামর্শক (প্রতিষ্ঠান)	১,০০০	১০,০০০	৫,০০০
৩।	বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	৫০০	৫,০০০	২,০০০

(ক) সকল প্রকার ফি ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে অথবা সরকার অনুমোদিত অন্য কোনো মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) পরিবেশ পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞকে তালিকাভুক্তির আবেদনপত্রের সহিত আবেদন ফি (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হইবে; এবং

(গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্তভাবে পরামর্শক হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য নির্বাচিত হইবার পত্র পাওয়া সাপেক্ষে তালিকাভুক্তির ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

তফসিল-১৪

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগের নির্ণায়ক

[বিধি ৫ এর উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট দূষকের প্রকৃতি			শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ	মন্তব্য
	তরল বর্জ্য	গ্যাসীয় নিঃসরণ	কঠিন বর্জ্য		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	(ক) তরল বর্জের সিওডি > ১৫০০ মি.গ্রা./লি. এবং (খ) টক্সিক	(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয় যাহা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইএসপি, ব্যাগ ফিল্টার, স্ক্রাবার, ইত্যাদি প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় এবং (খ)গ্যাসীয় নিঃসরণে বিপজ্জনক পদার্থের উপস্থিতি	(ক) বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য যাহা পরিত্যাজনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ (Treatment) বা ইনসিনারেশনের প্রয়োজন।	লাল	(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ১ এ উল্লিখিত ধরণের হইলে তাহা লাল শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং (খ) নির্ণায়ক অনুসারে কমলা শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল বর্জ্যের মোট পরিমান দৈনিক ১০০ ঘন মিটারের বেশী হইলে তাহা লাল শ্রেণিভুক্ত হইবে।
২।	(ক) তরলবর্জের সিওডি >৭০০ - <১৫০০ মি.গ্রা./লি. এবং (খ) নন-টক্সিক	(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয় যা উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং (খ) গ্যাসীয় নিঃসরণে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, কার্বন মনোঅক্সাইড, কার্বন	(খ) বিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য যাহা পরিত্যাজনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ বা ইনসিনারেশনের প্রয়োজন হয় না, যেমন: স্ল্যাগ, ফ্ল্যাই এ্যাশ, খনির পরিত্যাক্ত বস্তু।	কমলা	(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন **বর্জ্যের** প্রকৃতি ক্রমিক নং ২ এ উল্লিখিত ধরণের হইলে তাহা কমলা শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং (খ) নির্ণায়ক অনুসারে হলুদ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল **বর্জ্যের** মোট পরিমান দৈনিক ১০০ ঘন

ক্রমিক নং	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট দূষকের প্রকৃতি			শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগ	মন্তব্য
	তরল বর্জ্য	গ্যাসীয় নিঃসরণ	কঠিন বর্জ্য		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
		ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি।			মিটারের বেশী হইলে তাহা কমলা শ্রেণিভুক্ত হইবে।
৩।	(ক) তরলবর্জের সিওডি ≤৭০০ মি.গ্রা./লি. এবং (খ) নন-টক্সিক	(ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বস্তুকণা সৃষ্টি হয় এবং (খ) সহজ উপায়ে সৃষ্ট বস্তুকণা দূরিকরণ সম্ভব।	(ক) অবিপজ্জনক কঠিন বর্জ্য; (খ) পঁচনশীল জৈব বর্জ্য; এবং (গ) সহজে পুণচক্রায়নযোগ্য কঠিন বর্জ্য	হলুদ	(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন বর্জ্যের প্রকৃতি ক্রমিক নং ৩ এ উল্লিখিত ধরণের হইলে তাহা হলুদ শ্রেণিভুক্ত হইবে; এবং (খ) নির্ণায়ক অনুসারে সবুজ শ্রেণীভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শিল্প ও গৃহস্থালীর তরল বর্জ্যের মোট পরিমান দৈনিক ১০ ঘন মিটারের বেশী হইলে তাহা হলুদ শ্রেণিভুক্ত হইবে।
৪।	(ক) তরল বর্জের সিওডি <৪০০ মি.গ্রা./লি.	(ক) ফিউজিটিভ ডাস্ট সৃষ্টি হয়; (খ) জ্বালানি দহনের কারণে বা রাসায়নিক দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণের কারণে বস্তুকণা সৃষ্টি হয় না; এবং (গ) সহজ উপায়ে সৃষ্ট বস্তুকণা দূরিকরণ সম্ভব।	(ক) পঁচনশীল কঠিন বর্জ্য; এবং (খ) মোড়কজাতীয় কঠিন বর্জ্য।	সবুজ	শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের তরল বর্জ্য কিংবা গ্যাসীয় নিঃসরণ কিংবা কঠিন **বর্জ্যের** প্রকৃতি ক্রমিক নং এ উল্লিখিত ধরণের হইলে তাহা সবুজ শ্রেণিভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ-

১। টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্যে এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার নির্গমন মানমাত্রা <১০ মি.গ্রা./লি., যেমন, টোটাল রেসিডিওয়াল ক্লোরিন, ফ্লোরাইড, সালফাইড, মুক্ত অ্যামোনিয়া, আর্সেনিক, মারকারি, লেড, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সায়ানাইড, ফেনলিক যৌগ, ইত্যাদি; এবং

২। নন-টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্যে এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার নির্গমন মানমাত্রা ১০-৫০ মি.গ্রা./লি., যেমন, অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রোজেন, সার্বিক নাইট্রোজেন, তৈল ও গ্রিজ।

৩। অধিকন্তু নন-টক্সিক অর্থে তরল বর্জ্যে এমন দূষকের উপস্থিতি তফসিল-৪ অনুযায়ী যাহার সর্বোচ্চ নির্গমন মানমাত্রা>৫০ মি.গ্রা./লি. যেমনঃ সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন, প্রলম্বিত বস্তুকণা, ক্লোরাইড।

৪। গ্যাসীয় নিঃসরণে বিপজ্জনক পদার্থঃ ডাইঅক্সিন, ফিউরান, লেড, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বালাইনাশক, এসবেস্টস, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোকার্বন, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প, মিথাইল ক্লোরাইড, ফ্লোরিন, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফিউরিক এসিড কুয়াশা, ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড, ফসফরিক এসিড, ইত্যাদি।

নোটঃ তফসিল-১৪ অনুযায়ী নির্ধারিত কমলা শ্রেণির শিল্প বা প্রকল্পের অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদনের কার্যালয় মহাপরিচালক নির্ধারণ করিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব।

বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২

[বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারা বলে এস, আর, ও নং ২৫৫-আইন/২০২২ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের ২৬-০৭-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়]

বাংলাদেশ গেজেট
মঙ্গলবার, জুলাই ২৬, ২০২২ তারিখ প্রকাশিত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১

তারিখ:১০ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ২৫ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নং-২৫৫-আইন/২০২২।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।– (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) **'অনির্দিষ্ট উৎস (Non Point Source)'** অর্থ বায়ুদূষক নিঃসরণের এইরুপ উৎস যাহা একক শনাক্তযোগ্য উৎস বা নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভূত নহে;

(খ) **'আইন'** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনে ১নং আইন);

(গ) **'চলমান উৎস'** অর্থ সনাক্তযোগ্য এইরুপ বায়ুদূষক উৎস যাহা চলমান অবস্থায় নিঃসরণ করে, যেমন- মটরযান, নৌযান, রেলগাড়ি, আকাশযান বা অনুরুপ কোন উৎস;

(ঘ) **'জাতীয় কমিটি'** অর্থ বিধি ১৫ এর অধীন গঠিত বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি;

(ঙ) **'ডিগ্রেডেড এয়ার শেড (Degraded Air shed)'** অর্থ ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ছ) এ সংজ্ঞায়িত ডিগ্রেডেড এয়ার শেড;

(চ) **'তফসিল'** অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(ছ) **'ধারা'** অর্থ আইনের ধারা;

(জ) **'নির্দিষ্ট উৎস'** অর্থ বায়ুদূষক নিঃসরণের এইরুপ উৎস যাহা এককভাবে শনাক্তযোগ্য উৎস এবং যাহা নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভূত, যেমন-শিল্পঅঞ্চলে শিল্পকারখানা, নির্মাণাধীন এলাকায় নির্মাণ কার্যক্রম, ইত্যাদি;

(ঝ) **'নিঃসরণ'** অর্থ কোনো সুনির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, চলমান, স্থির, গৃহাভ্যন্তরীণ বা বাহিরের উৎস হইতে বায়ুমণ্ডলে সঞ্চারিত কোনো বায়ুদূষক, গ্যাসের প্রবাহ বা দূর্ঘটনাজনিত নির্গমন;

(ঞ) **'পরিবেষ্টক বায়ুমান (Ambient Air Quality)'** অর্থ কোনো এলাকা/অঞ্চলে বায়ুর মান যাহা দূষণের উৎসে নিঃসরিত বায়ুমান হইতে ভিন্ন;

(ট) **'প্রধান বায়ুদূষক'** অর্থ বিধি ৬ এর অধীন ঘোষিত দূষকসমূহ;

(ঠ) **'বায়ু'** অর্থ পৃথিবী পরিবেষ্টিত গ্যাসীয় পদার্থ, প্রধানত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনেরমিশ্রণ;

(ড) **'বায়ুদূষক'** অর্থ বায়ুতে উপস্থিত এমন কোনো পদার্থ যাহা জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির কারণ হইতে পারে;

(ঢ) **'বায়ুদূষণ'** অর্থ কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ যাহা নির্ধারিত মানমাত্রার অধিক পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত থাকিয়া বায়ুর (গৃহাভ্যন্তর ও বাহিরের) স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত করে, জনস্বাস্থ্য, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধিত হয় বায়ুর এইরুপ অবস্থা;

(ণ) **'বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র'** অর্থ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অথবা অনুমোদিত বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র;

(ত) **‘স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান’** অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন; এবং

(থ) **‘স্থির-উৎস’** অর্থ কোনো দালান বা চলমান নহে এইরুপ কাঠামো, সুবিধাদি বা স্থাপনা যাহা হইতে বায়ুদূষক নির্গত হয় বা হইতে পারে, যেমন-শিল্পকারখানা, ইটভাটা, অবকাঠামো নির্মাণকার্য, ইত্যাদি।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **পরিবেষ্টক বায়ু, ঘ্রাণ, ইত্যাদির মান মাত্রা নির্ধারণ।**– (১) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পরিবেষ্টক বায়ু ও ঘ্রাণের মাত্রা যথাক্রমে, তফসিল ১ ও ৪ এ মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(২) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মটরযানের নিঃসরণ, মানমাত্রা, যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নিঃসরণ মানমাত্রা যথাক্রমে, তফসিল ২,৩ ও ৫ এ উল্লিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(৩) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঞ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্মাণ কাজের ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণের মানমাত্রা তফসিল ৬ এ উল্লিখিত মানদন্ডের ভিত্তিতে নির্ধারণ হইবে।

৪। **জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।**- মহাপরিচালক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া সময়ভিত্তিক একটি জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন, যথাঃ-

(ক) কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো;

(খ) চলমান, সুনির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট উৎস এবং চিমনিসহ স্থায়ী উৎস হইতে নিঃসরিত বায়ুর কার্যকর ব্যবস্থাপনা;

(গ) গৃহাভ্যন্তরীণ বায়ুমানের (Indoor Air Quality) কার্যকর ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ দূষক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা;

(ঙ) বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম চর্চাসমূহের স্বীকৃতি ও প্রচার;

(চ) পরিচ্ছন্ন শক্তি(Clean Energy), শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি(Energy Efficient Technology), গ্যাসীয় নিঃসরণের সহিত সম্পর্কিত জ্বালানির গুণগতমান;

(ছ) বায়ুমান পরিবীক্ষণ;

(জ) বায়ুমানের বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও প্রচার প্রচারণা;

(ঝ) বায়ুদূষণ বিষয়ে গবেষণা এবং ইহার ক্ষতিকর প্রভাব নিরূপণ;

(ঞ) বায়ুমান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা;

(ট) বায়ুমান ব্যবস্থাপনার জন্য টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাদি; এবং

(ঠ) বায়ুমানের উন্নয়ন এবং কার্যকরভাবে দূষণরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি।

৫। **ডিগ্রেডেড এয়ার শেড (Degraded Air Shed) ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা।**– (১) কোনো এলাকার পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা তফসিল ১ এর অধীন নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রান্তের কারণে উক্ত এলাকাটি মারাত্বক বায়ুদূষণযুক্ত এলাকায় পরিণত হইলে, মহাপরিচালক উক্ত এলাকাটিকে ডিগ্রেডেড এয়ার শেড হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি ১ এর অধীন ডিগ্রেডেড এয়ার শেড ঘোষণার ক্ষেত্রে বিরল প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এইরুপ এলাকা অধিক গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি ১ এর অধীন কোনো এলাকাকে ডিগ্রেডেড এয়ার শেড ঘোষণা করা হইলে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিক কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন, যথা-

(ক) সংশ্লিষ্ট অংশিজনের সহিত পরামর্শক্রমে উক্ত ডিগ্রেডেড এয়ার শেডের জন্য একটি সময়ভিত্তিক বায়ুমান উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

(খ) উক্ত ডিগ্রেডেড এয়ার শেডে অবস্থিত বায়ুদূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প বা অন্যকোনো বায়ুদূষণের উৎসকে বিশেষ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান;

(গ) উক্ত ডিগ্রেডেড এয়ার শেডে নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী সুনির্দিষ্ট বা চলমান উৎস স্থাপন বা চলাচলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ; এবং

(ঘ) উক্ত ডিগ্রেডেড এয়ার শেডে বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী সুনির্দিষ্ট বা চলমান উৎস স্থানান্তর বা চলাচল বন্ধের নির্দেশনা প্রদান।

(৪) উপ-বিধি ১ এর অধীন ঘোষিত কোনো ডিগ্রেডেড এয়ার শেডে বায়ুরমান পর পর ২ (দুউ) বৎসর পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে উক্ত ঘোষণা প্রত্যাহার করা যাইবে;

(৫) উপ-বিধি ৪ এর অধীন কোনো ডিগ্রেডেড এয়ার শেড ঘোষণা প্রত্যাহার করা হইলে উক্ত ডিগ্রেডেড এয়ার শেডের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাটিও বাতিল বলে গণ্য হইবে।

৬। **বায়ুদূষণকারী কর্মকাণ্ডের তালিকা এবং ব্যবস্থাপনা।-** (১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রতিবেশগত বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য ক্ষতিকর বায়ুদূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কর্মকাণ্ড এবং কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট বায়ুদূষণের তালিকা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তালিকা প্রকাশের পর মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে বায়ুদূষণ রোধে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদি সম্বলিত একটি পরিকল্পনা দাখিল করিবার জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন

(৩) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা /অধিদপ্তর উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত পরিকল্পনা যাচাই-বাছাইপূর্বক উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন করিয়া অনুমোদন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট শিলপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে উহা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করিব্;

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন তালিকাভুক্ত কর্মকাণ্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত ব্যবস্থাদি ব্যতিরেকেও প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে;

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প যথাযথভাবে প্রতিপালন করিলে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি কার্যকর হইলে বায়ুদূষণকারী কর্মকান্ডের তালিকা হইতে উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের কর্মকান্ড বিয়োজন করিয়া তালিকাটি সংশোধন করা যাইবে।

৭। **বায়ুদূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা।–** (১) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বায়ুদূষণকারী কোনো দ্রব্য বা বস্তুকে সার্বিকভাবে বা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রধান বায়ুদূষক হিসাবে ঘোষণা করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্ত বায়ুদূষকের বিষয়ে সময়ভিত্তিক দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা যাচাই-বাছাইপূর্বক উহাতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংযোজন বা বিয়োজন করিয়া অনুমোদন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উহা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৩)) উপ-বিধি (২) এর অধীন অনুমোদিত বায়ুদূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩ (তিন) মাস অন্তর মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

৮। **শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ।–** (১)যদি কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোন দ্রব্য পোড়ানো, শিল্প বা প্রকল্প পরিচালনা অথবা জ্বালানি দহনের কারণে এইরুপ বায়বীয় নিঃসরণের সৃষ্টি হয় বা উদ্ভব হয় বা হওয়ার সম্ভবনা থাকে যাহা তফসিল ৫ এ উল্লিখত বায়বীয় নিঃসরণের মানমাত্রাকে অতিক্রম করে বা অতিক্রম করিবার সম্ভবনা থাকে তাহা হইলে উক্ত শিল্প, প্রকল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক, দখলদার বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেঃ যথা-

(ক) নিম্নবর্ণিত সর্বোত্তম বাস্তবসম্মত উপায় **(Best Practicable Means)** অবলম্বন করিয়া ক্ষতিকর বায়ুদূষকের নিঃসরণ প্রতিরোধ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) প্ল্যান্টের যথাযথ আকার ও নকশা অনুযায়ী নির্মাণ ও পরিচালনা করা;

(আ) উপযুক্ত কাঁচামাল বা জ্বালানির ব্যবহার;

(ই) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মিস্ট এলিমিনেটর (Mist Eliminator),ডাস্ট এরেস্টর (Dust Arestor), গ্যাস এ্যাবজরবার (Gas Absorber) এবং নিয়ন্ত্রণমূলক যন্ত্রপাতিসমূহের যথাযথ ব্যবহার;

(ঈ) বিকল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রচলন;

(উ) বিকল্প পরিচালন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি প্রচলন;

(ঊ) পরিচালন কার্যক্রমের যথাযথ ও পর্যাপ্ত তথ্য; এবং

(ঋ) প্ল্যান্টের নিয়মিত এবং কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশ (Specification) অনুসারে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Air Pollution Control System) বাস্তবায়ন করিতে হইবে;

(গ) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদনের সহিত স্বতন্ত্রভাবে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার প্ল্যান, ডিজাইন, যন্ত্রপাতির বিস্তারিত বিবরণসহ সংশ্লিলষ্ট কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার সংস্কার, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন অথবা অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে হইবে;

(ঙ) সঠিক ইঞ্জিনিয়ারিং চর্চার (Sound Engineering Practice) মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখিয়া উহার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর রহিয়াছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবে;

(চ) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরভাবে চালুরাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ করিতে হইবে এবং জনবল কাঠামো ও তাহাদের যোগ্যতার বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের সময় অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(ছ) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরিবীক্ষণের **(Performance Monitoring)** জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উহার বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করিতে হইবে।

(২) শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বায়বীয় নিঃসরণ মানমাত্রা তফসিল ৫ এর অধীন নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিতে পারিবেনা;

(৩ শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প নিজ খরচে বায়বীয় নিঃসরণের গুনতগমান মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত গবেষণাগারে পর্যায়বৃত্তভাবে পরিবীক্ষণ **(Periodically Monitoring)** করিবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তানুসারে নির্দৃষ্ট সময় অন্তর নিঃসৃত বায়বীয় নিঃসরণ পরীক্ষার ফলাফল অধিদপ্তরে দাখিল করিবে;

(৪) উপ-বিধি ৩ (তিন) এর অধীন দাখিলকৃত ফলাফল উক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের সময় উহা প্রদর্শন করিবে ।

(৫) পরিবেশের সংবেদশীলতা বিবেচনায় সমীচীন প্রতিয়মান হইলে অধিদপ্তর সার্বক্ষণিক নিঃসরণ পরিবীক্ষণের **(Continuous Emission Monitoring)** জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসহ উহার উদ্যোক্তাকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসহ উহার উদ্যোক্তা সার্বক্ষণিক নিঃসরণ পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় বায়ুমান মনিটরিং সার্ভারের সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

৯। **যানবাহন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ।-** (১) যানবাহন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই বিধিমালায় নির্ধারিত মানমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত কর্মপদ্ধতিসমূহ মানিয়া চলিবে।

(২) এই বিধিমালায় নির্ধারিত মানমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর দূষণ সৃষ্টিকারী যানবাহনের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশবান্ধব যানবাহন প্রচলনের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) বা অনুরূপ সংস্থাকে পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত পরামর্শ বা সুপারিশের ভিত্তিতে বিআরটিএ বা অনুরূপ সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন অথবা যানবাহনের লাইসেন্স প্রদানকারী বা অনুমোদনকারী অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স বা অনুমোদন প্রদান অথবা নবায়নকালে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অথবা সরকারের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মাধমে যানবাহনের নিঃসরণ মাত্রা পরিমাপ করিবে এবং উহা এই বিধিমালার তফসিল ২ বা তফসিল ৩ এ নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

১০। **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণ কার্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার ভূমিকা।-** (১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণকার্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা তফসিল ৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় নির্ধারিত কর্মপদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করিবে।

(২) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে উহাদের আওতাধীন এলাকায় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্ষম করিয়া তুলিতে অধিদপ্তর নিরবিচ্ছিন্নভাবে কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে এই বিধিমালার তফসিলসমূহে বর্ণিত মানমাত্রা, নির্দেশনা, বিধি-নিষেধ প্রতিপালন ও প্রয়োগের মাধ্যমে উহাদের আওতাধীন এলাকায় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা করিবে।

(৪) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত কোনো অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম পরিচালনার সময় পরিবেশ রক্ষায় তফসিল ৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রা মানিয়া চলিবে।

(৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তফসিল ৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রা অনুযায়ী মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দূষণকারী চুল্লীর ব্যবহার হ্রাস করিবে এবং পরিবেশ বান্ধব চুল্লীর প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করিবে।

(৬) ভবন নির্মাণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ এই বিধিমালায় নির্ধারিত মানমাত্রা প্রতিপালনপূর্বক ধূলা-বালি ছড়াইয়া পড়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং নির্মাণ কার্যাবলী কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করিবে।

(৭) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুযায়ী অবকাঠামো নির্মাণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের সময় ধূলা-বালি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা উহাতে অর্ন্তভুক্ত করাইতে হইবে এবং উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৮) সড়কের পাশে অনাবৃত স্থান সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কংক্রিট কার্পেটিং অথবা ঘাস লাগিয়ে আবৃত রাখিতে হইবে।

(৯) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের আওতাধীন এলাকায় বৃক্ষ রোপন ও বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিবে এবং উক্ত বিষয়ে বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করিবে।

(১০) ধূলা-বালির দূষণরোধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সবুজায়নের মাধ্যমে শহর এলাকায় ধূলা-বালি সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ অনাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং মাথাপিছু সবুজায়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে।

(১১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শহর এলাকার সকল ভবনের ছাদ এবং ফাঁকা জায়গায় সবুজায়ন নিশ্চিত করিবে এবং উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।

১১। **নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কার্যাবলি**।- রাস্তা, ড্রেন, ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার কার্য পরিচালনার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নবর্ণি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) নির্মাণ স্থলে যথাযথ অস্থায়ী ছাউনি বা বেষ্টনী স্থাপনসহ নির্মাণাধীন ভবন আচ্ছাদিত রাখা;

(খ) সকল প্রকার নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, রড, সিমেন্ট, ইত্যাদি) আবৃত বা ঢাকিয়া রাখা;

(গ) নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা, ইত্যাদি) পরিবহণে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরির আবৃত বা সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া পরিবহণের ব্যবস্থা করা;

(ঘ) মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইট, ময়লা-আবর্জনা, ইত্যাদি পরিবহণ ও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ট্রাক, ভ্যান বা লরির চাকার কাদা-মাটি বা ময়লা-আবর্জনা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া রাস্তায় চলাচলের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) নির্মাণ সামগ্রী (মাটি, বালি, সিমেন্ট, ইত্যাদি) রাস্তায়, ফুটপাতে বা যত্রতত্র ফেলিয়া না রাখা যাইবে না এবং নির্মাণ কাজে সৃষ্ট বর্জ্য খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ বা পোড়ান যাইবে না;

(চ) নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা মেরামত স্থলের আশেপাশে দিনে অন্তত ২ (দুই) বার পানি ছিটানো বা ধূলাবালি নিয়ন্ত্রণকারী কেমিক্যাল ছিটানো।

১২। **বর্জ্য হইতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ**।- বর্জ্য হইতে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সংশ্লিষ্ট সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে, যথা:-

(ক) বর্জ্য বা উহার কোন অংশ যত্রতত্র খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ বা পোড়ানো যাইবে না;

(খ) রাস্তা, সড়ক বা মহাসড়কের পাশে কোনো বর্জ্য খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ ও পোড়ানো যাইবে না;

(গ) নালা, নর্দমা বা ড্রেনের বর্জ্য উত্তোলন করিয়া রাস্তার পাশে স্তুপ আকারে জমা করা যাইবে না;

(ঘ) গৃহস্থালী বর্জ্য কোনো অবস্থায় বাড়ির সামনে বা উহার সম্মুখস্থ রাস্তার পাশে খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ বা পোড়ানো যাইবে না;

(ঙ) বায়ুদূষণ রোধে বাড়িতে বসবাসকারী বাসিন্দা বা বাসিন্দাগণ নিজ দায়িত্বে বাড়ির আশেপাশের বর্জ্য পরিস্কার করিবেন; এবং

(চ) বিভিন্ন মার্কেট, শপিংমল বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট বর্জ্য রাস্তায় বা রাস্তার পাশে ফেলা, স্তুপ আকারে জমা করিয়া রাখা বা পোড়ানো যাইবে না।

১৩। **বায়ুমান পরিবীক্ষণ ও সতর্কীকরণ**।- (১) অধিদপ্তর সারাদেশের বায়ুমানের অবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী উপযুক্ত স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র (Continuous Air Quality Monitoring Station) স্থাপন ও পরিচালনা করিবে।

(২) অধিদপ্তর আন্তঃদেশীয় বায়ুমান পরিবীক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থানে আন্তঃদেশীয় বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) বা (২) এর অধীন স্থাপিত সকল বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় সার্ভারের সহিত Real Time Automation ব্যবস্থায় যুক্ত থাকিবে এবং কেন্দ্রসমূহ হইতে প্রেরিত তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষিত হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্য ও উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধিদপ্তর প্রতিদিনের Air Quality Index (AQI) প্রস্তুত করিয়া অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য মাধ্যমে প্রকাশ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত AQI এর মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া স্বাস্থ্যগত বিবেচনায় অত্যন্ত ক্ষতিকর পর্যায়ে উপনীত হইলে অধিদপ্তর উপযুক্ত মাধ্যমে জনগণকে সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করিবে এবং জনগণকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করিবে।

১৪। **তথ্য উপাত্ত ব্যবস্থাপনা**।- (১) অধিদপ্তর বায়ুমান সম্পর্কিত সকল তথ্য ও উপাত্তের কেন্দ্রীয় ভান্ডার হিসাবে কাজ করিবে এবংএতদুদ্দেশ্যে উপাত্ত সংরক্ষণ, উদ্ধার এবং আদান-প্রদানের জন্য একটি তথ্য নেটওয়ার্ক পরিচালনা করিবে।

(২) অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, সংরক্ষিত ও প্রকাশিত AQI, সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট, সতর্ক বার্তা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে সর্বসাধারণের অভিগম্যতা থাকিবে, তবে মূল তথ্য ও উপাত্ত কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত হারে ফি প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

(অ) সরকারি সংস্থার জন্য ৭,০০০/- টাকা; এবং

(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য ১২,০০০/- টাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকাসহ গবেষকগণের ব্যবহারের জন্য সংস্থা প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধান এর লিখিত অনুরোধপত্র ও সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিনামূল্যে বায়ুমানের তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা যাইবে।

১৫। **বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি**।- (১) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সভাপতি

(খ) সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় — সদস্য

(গ) সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় — সদস্য

(ঘ) সিনিয়র সচিব/সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ — সদস্য

(ঙ) সিনিয়র সচিব/সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ — সদস্য

(চ) সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ — সদস্য

(ছ) সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ — সদস্য

(জ) সিনিয়র সচিব/সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ — সদস্য

(ঝ)সিনিয়র সচিব/সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ- — সদস্য

(ঞ) সিনিয়র সচিব/সচিব, সেতু বিভাগ — সদস্য

(ট) সিনিয়র সচিব/সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণলয় — সদস্য

(ঠ) সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় — সদস্য

(ড) সিনিয়র সচিব/সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় — সদস্য

(ঢ) সিনিয়র সচিব/সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় — সদস্য

(ণ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর — সদস্য

(ত) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর — সদস্য

(থ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ — সদস্য

(দ) চেয়ারম্যান, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ — সদস্য

(ধ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন — সদস্য

(ন) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ — সদস্য

(প) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ — সদস্য

(ফ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) — সদস্য

(ব) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (BCIC) — সদস্য

(ভ) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন — সদস্য

(ম) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন — সদস্য

(য) চেয়ারম্যান, পুরকৌশল/কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট — সদস্য

(র) অতিরিক্ত সচিব (দূষণ নিয়ন্ত্রণ/পরিবেশ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় — সদস্য-সচিব।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত জাতীয় কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) বায়ু দূষণনিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(গ) এই বিধিমালার অধীন বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত মানমাত্রা অর্জন ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট করনীয় নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বাসবতবায়নের নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) এই বিধিমালায় উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট করনীয় নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে উহা বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান;

(ঙ) কোনো শহর, অঞ্চল বা নির্দিষ্ট স্থানের বায়ু দূষণের মাত্রা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) পর্যায়ে উপনীত হইলে উক্ত শহর, অঞ্চল বা স্থানে অবস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প, যানবাহন বা বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী সে কোনো উৎসের চলাচল বা কার্যক্রমের উপর বিধি-নিষিধ আরোপ বা সীমিত করিবার নির্দেশনা প্রদান;

(চ) শহর, অঞ্চল বা নির্দিষ্ট স্থানের বায়ু দূষণের মাত্রা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) পর্যায়ে উপনীত হইলে উক্ত শহর, অঞ্চল বা স্থানে অবস্থিত স্কুল, কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা বা জনসাধারণের বাহিরে চলাচলের উপর সতর্কতা বা বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান; এবং

(ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বায়ুদূষণ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ, পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান।

(৩) উপ-বিধি ১ এর অধীন গঠিত জাতীয় কমিটি উহার কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে উক্ত কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করিতে পারবে এবং উক্ত উপ কমিটির মতামত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি ১ এর অধীন গঠিত জাতীয় কমিটি বৎসরে অনূন্য ২ (দুই) টি সভা করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি প্রয়োজনে যে কোনো সময় জাতীয় কমিটির সভা আহবান করিতে পারিবেন।

১৬। **পুরস্কার**।– সরকার বায়ুদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুর গুনগতমান রক্ষা ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। **দণ্ড**।– কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালার বিধি ৫ এর উপ-বিধি)৩) এর দফা (গ) ও (ঘ) বিধি ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ বা ১৫ এর উপ-বিধি (২)ত্রিরদফা ঙ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য আইনে ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ২ এর বিধান অনুসারে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

তফসিল-১

পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা (Ambient Air Quality Standards)

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি(১) এবং বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বায়ু দূষক	মানমাত্রা	গড় সময়
কার্বন মনোঅক্সাইড (**CO**)	০৫ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	৮ ঘণ্টা
	২০ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	১ ঘণ্টা
লেড (**Pb**)	০.২৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
	০.৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘণ্টা
নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2)	৪০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘণ্টা
বস্তুকণা১০(PM_{10})	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
	১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘণ্টা
বস্তুকণা২.৫($PM_{2.5}$)	৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
	৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘণ্টা
ওজোন (O_3)	১৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	১ ঘণ্টা
	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	৮ ঘণ্টা
সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)	২৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	১ ঘণ্টা
	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘণ্টা
অ্যামোনিয়া (NH_3)	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বার্ষিক
	৪০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘণ্টা

নোট :*এই তপশিলে বায়ু মানমাত্রা বলিতে পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা (**Ambient Air Quality Standards**)-কে বুঝাইবে।

(ক) গড়মান বৎসরে একবারের অধিক অতিক্রম করিবে না।

(খ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে যখন বার্ষিক গড়মান নির্ধারিত মানমাত্রা মধ্যে থাকিবে।

তফসিল-২

মোটরযানের নিঃসরণ মানমাত্রা

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এবং বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

১। নূতন মোটরযান

(ক) যাত্রিবাহী মোটরগাড়ি এবং হালকা বাণিজ্যিক মোটরযান (**Passenger Car and Light Commercial Vehicle**)

মোটরযানের ধরন	শ্রেণি	অভিসম্বন্ধ ভর (Reference Mass RW) (কিলোগ্রাম)	নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কি.মি.)					পরীক্ষণ পদ্ধতি
			কার্বন মনোক্সাইড		হাইড্রোকার্বন+নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ		বস্তুকণা	
			পেট্রোল	ডিজেল	পেট্রোল	ডিজেল	ডিজেল	
যাত্রিবাহী মটরগাড়ি[1]	**M**	সকল	২.২	১.০	০.৫	০.৭	০.০৮	৭০/২২০/ইইসি (সংশোধিত ৯৪/১২ইসিএবং৯৬/৬৯/ইসি)
হালকা বাণিজ্যিক মোটরযান[2]	**N1-I**	**RW**≤১২৫০	২.২	১.০	০.৫	০.৭	০.০৮	
	N1-II	১২৫০<**RW**≤১৭০০	৪.০	১.২৫	০.৬	১.০	০.১২	
	N1-III	১৭০০<**RW**	৫.০	১.৫	০.৭	১.২	০.১৭	

[1]মোটরযানের সর্বোচ্চ মোট ওজন (**Gross Vehicle Weight GVW**) ২৫০০ কিলোগ্রাম।

[2]যাত্রিবাহী মোটরযানের মোট ওজন ২৫০০<**GVW**≤ ৩৫০০কিলোগ্রাম হইলে **N1** শ্রেণির নিঃসরণ মানমাত্রা প্রযোজহ ইবে।

(খ) ভারী মোটরযান (Heavy Duty Vehicle)*

ইঞ্জিনের ধরন	নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কি.ওয়াটঘণ্টা)				পরীক্ষণ পদ্ধতি
	কার্বন মনোক্সাইড	হাইড্রোকার্বন	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	বস্তুকণা	
কম্প্রেশন-ইগ্নিশন Compression-Ignition	৪.০	১.১০	৭.০	০.১৫	৮৮/৭৭/ইইসি (সংশোধিত ৯১/৫৪২/ইইসি)

*মোটরযানের মোট ওজন (**Gross Vehicle Weight**) ৩৫০০ কিলোগ্রামের বেশি।

(গ) মোটর সাইকেল এবং তিন চাকার আটোরিকশা

মোটরযানের ধরন	নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কি.মি.)			পরীক্ষণ পদ্ধতি
	কার্বন মনোক্সাইড	হাইড্রোকার্বন	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	
মোটর সাইকেল				
≤ ১৫০সিসি	২.০	০.৮	০.১৫	ইসিই আর ৪০
>১৫০সিসি	২.০	০.৩	০.১৫	
তিন চাকার আটোরিকশা	২.০	০.৫৫	০.২৫	

শব্দসংক্ষেপ:

কি.মি.:কিলোমিটার

ইসি: ইউরোপিয়ান কমিশন

ইইসি: ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি

পরিমাপ পদ্ধতি : মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বায়বীয় নিঃসরণের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হইবে।

২। ব্যবহৃত মোটরযান (In-use Motor Vehicle)

(ক) পেট্রোলচালিত মোটরযান [(স্পার্ক ইগ্নিশন ইঞ্জিন) Spark Ignition Engine]

মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)	পরীক্ষণ পদ্ধতি
১ সেপ্টেম্বর ২০০৪-এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত	৪.৫	১২০০	আইডল স্পিড (Idle Speed)
১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত	১.০	১২০০	
জানুয়ারি ২০২০ হইতে রেজিস্ট্রেশনকৃত	০.৫	১২০০	

(খ) ডিজেলচালিত মোটরযান (কম্প্রেশন ইগ্নিশন ইঞ্জিন)

মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	**নিঃসরণ মানমাত্রা এইচএসইউ (HSU)/ (মি.-১)**		**পরীক্ষণ পদ্ধতি**
	ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড (Naturally Aspirated)	**টার্বোচার্জড (Turbocharged)**	
১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত	৬৫ (২.৫)	৭২ (৩.০)	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন
১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত	৬৫ (২.৫)	৭২ (৩.০)	
জানুয়ারি ২০২০ হইতে রেজিস্ট্রেশনকৃত	৬৫ (২.১)	৬৫ (২.৫)	

(গ) মোটরসাইকেল এবং তিন চাকার আটোরিকশা

মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)	পরীক্ষণ পদ্ধতি
১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত	৭.০	৩০০০	আইডল স্পিড (Idle Speed)
১ সেপ্টেম্বর ২০০৪ হইতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশনকৃত	৪.৫	১২০০	
জানুয়ারি ২০২০ হইতে রেজিস্ট্রেশনকৃত	৩.৫	১২০০	

শব্দসংক্ষেপ:

ইইসি: ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিটি

পিপিএম: পার্টস পার মিলিয়ন

এইচএসইউ: হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (Hartridge Smoke Unite)

মি-১: মিটার-১

৩। মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন-পরবর্তী নিঃসরণ পরীক্ষণের সংখ্যা

মোটরযানের ধরন	**রেজিস্ট্রেশন-পরবর্তী প্রথম নিঃসরণ পরীক্ষণের জন্য গাড়ির বয়স**	**বৎসরে নিঃসরণ পরীক্ষণের সংখ্যা**
যাত্রিবাহী মোটরযান এবং হালকা বাণিজ্যিক মোটরযান	৩ বৎসর	১
অন্যান্য মোটরযান	১ বৎসর	১

*এই তফসিলের মটরযান নিঃসরনের মানমাত্রা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাপ পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হইবে।

তফসিল-৩

যান্ত্রিক নৌযান জনিত নিঃসরণ মানমাত্রা

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এবং বিধি ৯ এর উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

ধি ৩ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	**একক**	**মানমাত্রা**
কালো ধোঁয়া*	হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫

* সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে পরিমাণকৃত

* এই তফসিলের মোটর মাকের মানমাত্রা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাপ পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হইবে

তফসিল-৪

ঘ্রাণ মানমাত্রা

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিকনং	**স্থিতিমাপ**	**একক**	**মানমাত্রা**
১	অ্যাসিটালডিহাইড	পিপিএম	০.৫-৫.০
২	অ্যামোনিয়া	পিপিএম	১-৫
৩	হাইড্রোজেন সালফাইড	পিপিএম	০.০২-০.২০
৪	মিথাইল ডাই সালফাইড	পিপিএম	০.০০৯-০.১০
৫	মিথাইল মারক্যাপটান	পিপিএম	০.০২-০.২০
৬	মিথাইল সালফাইড	পিপিএম	০.০১-০.২০
৭	স্টাইরিন	পিপিএম	০.৪-২.০
৮	ট্রাইমিথাইলএমিন	পিপিএম	০.০০৫-০.০৭

শর্তাবলি :

(১) কোনো নির্গমন/নিঃসরণ নল ৫ মিটারের অধিক উচ্চতাসম্পন্ন হইলে তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে নিয়ন্ত্রণমান প্রয়োগ করা হইবে তাহা নিম্নরূপ, যথা:-

$Q=$০.১০৮ xH_e^2Cm (যেখানে $Q=$গ্যাস নিঃসরণের হার Nm^3/ঘণ্টা)

$H_e=$নিঃসরণ নলের উচ্চতা

$C_m=$উপরিউক্ত বর্ণিত মানমাত্রা (পিপিএম)

*এই তফসিলের ঘ্রাণ মানমাত্রা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাপ পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হইবে

তফসিল-৫

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নিঃসরণ মানমাত্রা

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এবং বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) ও (২) দ্রষ্টব্য]

(১) তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

স্ট্যাক নিঃসরণ (Stack Emission):

স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতিরসর্বোচ্চসীমা
কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র		
১। বস্তুকণা (PM) (ক) নূতন (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পর চালু) (খ) বিদ্যমান (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চালু)	mg/Nm^3	(ক) ৫০ (খ) ১০০
২। সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) (ক) নূতন (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পর চালু) (খ) বিদ্যমান (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চালু)	mg/Nm^3	(ক) ২০০ (খ) ৪০০
৩। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X) (ক) নূতন (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পর চালু) (খ) বিদ্যমান (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চালু)	mg/Nm^3	(ক) ২০০ (খ) ৪০০
তৈলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র		
১। বস্তুকণা (PM) (ক) নূতন (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পর চালু) (খ) বিদ্যমান (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চালু)	mg/Nm^3	(ক) ৫০ (খ) ৮০
২। সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) (ক) নূতন (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পর চালু) (খ) বিদ্যমান (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চালু)	mg/Nm^3	(ক) ২০০ (খ) ৪০০
৩। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X) (ক) নূতন (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পর চালু) (খ) বিদ্যমান (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চালু)	mg/Nm^3	(ক) ২০০ (খ) ৪০০
প্রকৃতিক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র		
১। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X) (ক) নূতন (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পর চালু) (খ) বিদ্যমান (২০২০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চালু)	mg/Nm^3	(ক) ২০০ (খ) ৪০০

অন্যান্য গ্যাসীয় (Gaseous) জ্বালানিভিত্তিক (LPG, NLG ইত্যাদি) বিদ্যুৎকেন্দ্র ১। বস্তুকণা (PM) ২। সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) ৩। নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X)	mg/Nm^3	(ক) ৫০ (খ) ৪০০ (গ) ২০০

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্ট্রাকের সর্বনিম্ন উচ্চতাঃ

(ক) ১০ মেগাওয়াট বা তা**হার** নিম্নে তৈল বা কয়লাভিত্তিক এবং ৫০ মেগাওয়াট **বা তাহার** নিম্নে গ্যাস বা তরল গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রণমান প্রয়োগ করা হইবেঃ

$H=14(Q)^{০.৩}$

H=**স্ট্যা**কের উচ্চতা (মিটারে);Q=নিঃসৃত SO_2-এর পরিমা**ণ** কিলোগ্রাম/ঘ**ণ্টা**

(খ) ১০ মেগাওয়াটের অধিক তৈল বা কয়লাভিত্তিক এবং ৫০ মেগাওয়াটের অধিক গ্যাস বা তরল গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রণমান প্রয়োগ করা হইবে, যথা:-

(অ) পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকার (যথা-প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA), জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনভূমি বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য সংবেদনশীল এলাকা) সীমানা হইতে ১৫ কিলোমিটারের বাহিরে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এয়ার ডিসপারশন মডেলিং (Air Dispersion Modeling) ব্যবহার করিয়া চিমনির বিভিন্ন উচ্চতার জন্য SO_2, NOx, PM_{10} এবং $PM_{2.5}$-এর ভূমিপৃষ্ঠ হইতে সর্বোচ্চ মানমাত্রা (Maximum Ground Level Concentration) নির্ণয় করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে USEPA Guideline on Air Quality Models (Appendix 'W' of 40CFR, Part-51) অনুসারে প্রকল্প এলাকা সংশ্লিষ্ট উপাত্ত (অন্যূন ৩ বৎসরের আবহাওয়া, ভূ-পৃষ্ঠের প্রকৃতি, নিকটবর্তী স্থাপনা ইত্যাদি) এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহ (জ্বালানির গুণগত মান এবং FGD-এর কর্মদক্ষতা ইত্যাদি) ব্যবহার করিয়া USEPA কর্তৃক অনুমোদিত Air Dispersion Model দ্বারা উল্লিখিত স্থিতিমাপসমূহের (Parameters) দৈনিক ও বার্ষিক গড় নিরূপণ করিতে হইবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সূচকের বিরূপ পরিস্থিতি বিবেচনায় (Worst Case Scenario) সংশ্লিষ্ট চিমনির উচ্চতার জন্য মডেলিং হইতে প্রাপ্ত SO_2, NOx, PM_{10} এবং $PM_{2.5}$-এর ভূমিপৃষ্ঠ হইতে সর্বোচ্চ মানমাত্রা এই বিধিমালায় নির্ধারিত বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করিবে না, তাহাই হইবে চিমনির সর্বনিম্ন উচ্চতা:

তবে শর্ত থাকে যে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি হইতে প্রাপ্ত চিমনির উচ্চতা নিম্নবর্ণিত উচ্চতা হইতে কম হইবে না, যথা :

৫০০ মেগাওয়াটের অধিক ২০০-৫০০ মেগাওয়াট	২২০ মিটার ১৫০ মিটার
২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	১০০ মিটার

(আ) পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকার [যথা-প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA), জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত বনভূমি বা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্যান্য সংবেদনশীল এলাকা]সীমানা হইতে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে-

ক্রমিক নং (অ)-তে বর্ণিত Air Dispersion Modeling পদ্ধতিতে চিমনির উচ্চতা নিরূপণ ব্যতিরেকে ও USEPA অনুমোদিত Modeling Tolls প্রয়োগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে নির্গত পরিবেশ দূষণকারী কণাসমূহের দীর্ঘ পরিসীমায় বিক্ষেপণের ফলে অ্যাসিড বৃষ্টি (Acid Rain) তৈরির সম্ভবনা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি হইতে প্রাপ্ত চিমনির উচ্চতা নিম্নবর্ণিত উচ্চতা হইতে কম হইবে না, যথা:

৫০০ মেগাওয়াটের অধিক ২০০-৫০০ মেগাওয়াট	২৭৫ মিটার ২২০ মিটার
২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	১৫০মিটার

নোট: উভয় ক্ষেত্রে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সকল প্রকার কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য Flue Gas Desulphurization (FGD), Electro Static Precipitator (ESP) এবং Advanced Low NOx Burner প্রযুক্তির ব্যবহার বাধ্যতামূলক।

(২) সিমেন্ট শিল্প:

(ক) স্ট্যাক নিঃসরণ (Stack Emissions)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
১	বস্তুকণা (PM) (সিমেন্ট কিলন কো-প্রসেসিং সহ)	mg/Nm^3	৫০
২	বস্তুকণা (PM) (সিমেন্ট কিলন কো-প্রসেসিং ব্যতীত)	mg/Nm^3	১০০
৩	বস্তুকণা (PM) (অন্যান্য উৎস যেমন :ক্লিংকার গ্রাইন্ডিং)	mg/Nm^3	৫০
৪	সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	mg/Nm^3	৪০০
৫	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X)	mg/Nm^3	৬০০
৬	মার্কারি (Hg)	mg/Nm^3	০.০৫

(খ) **ফিউজিটিভ নিঃসরণ (**Fugitive Emissions)

ক্রমিক নং	উৎস	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সর্বোচ্চ সীমা
১	সিমেন্ট প্ল্যান্ট/ক্লিংকার গ্রাইন্ডিং প্ল্যান্ট	প্রলম্বিত বস্তুকণা (SPM)	$\mu g/m^3$	৬০০

ফিউজিটিভ নিঃসরণ পরিমাপ পদ্ধতি :

১. High Volume বা অন্য কোনো অনুমোদিত Sampler দিয়া অন্যূন ৪ **ঘণ্টা** নিঃসরণের উৎস স্থল হইতে বায়ু প্রবাহের দিকে (Downwind direction) পরিমাপ করিতে হইবে; **এবং**

২. নিঃসরণ-উৎস হইতে ১০ মিটার দূরত্বের মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) স্টিলমিল :

(ক) **স্ট্যাক নিঃসরণ:**

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সর্বোচ্চ সীমা
১	বস্তুকণা (PM) (কোক ওভেন এবং ব্লাস্ট ফার্নেস)	mg/Nm^3	৫০
২	বস্তুকণা (PM) (অন্যান্য উৎস, যেমন-সিন্টারিং প্ল্যান্ট, বেসিক অক্সিজেন ফার্নেস, রিংরোলিং মিল)	mg/Nm^3	১৫০
৩	সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	mg/Nm^3	২০০
৪	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X)	mg/Nm^3	১৫০
৫	লেড (Pb)	mg/Nm^3	২.০

ফিউজিটিভ নিঃসরণ (Fugitive Emissions**)**

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সর্বোচ্চ সীমা
১	প্রলম্বিত বস্তুকণা (SPM)	$\mu g/m^3$	৬০০

ফিউজিটিভ নিঃসরণ পরিমাপ পদ্ধতি

(ক) High Volume বা অন্য কোনো অনুমোদিত Sampler দিয়া অন্যূন ৪ ঘণ্টা নিঃসরনণর উৎস স্থল হইতে বায়ু প্রবাহের দিকে (Down wind direction) পরিমাপ করিতে হইবে; এবং

(খ) নিঃসরণ উৎস হইতে ১০ মিটার দূরত্বের মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৪) টেক্সটাইল স্পিনিং মিল:

ফিউজিটিভ নিঃসরণ (Fugitive Emissions)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সর্বোচ্চ সীমা (মিশ্র এলাকা)	উপস্থিতি সর্বোচ্চ সীমা (শিল্প এলাকা)
১	প্রলম্বিত বস্তুকণা (SPM)	µg/m^3	২৫০	৩০০

ফিউজিটিভ নিঃসরণ পরিমাপ পদ্ধতি

(ক) High Volume বা অন্য কোনো অনুমোদিত Sampler দিয়া অন্যূন ৪ ঘণ্টা নিঃসরণের উৎস স্থল হইতে বায়ু প্রবাহের দিকে (Down wind direction) পরিমাপ করিতে হইবে; **এবং**

(খ) নিঃসরণ উৎস হইতে ১০ মিটার দূরত্বের মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৫) পাথর ভাঙা

ফিউজিটিভ নিঃসরণ (Fugitive Emissions)

ক্রমিক নং	দূষণের উৎস	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতি সর্বোচ্চ সীমা
১	ক্রসিং ইউনিটে সকল প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র	প্রলম্বিত বস্তুকণা (SPM)	µg/m^3	৬০০

ফিউজিটিভ নিঃসরণ পরিমাপ পদ্ধতি

(ক) High Volume বা অন্য কোনো অনুমোদিত Sampler দিয়া অন্যূন ৪ ঘণ্টা নিঃসরণের উৎস স্থল হইতে বায়ু প্রবাহের দিকে (Down wind direction) পরিমাপ করিতে হইবে; **এবং**

(খ) নিঃসরণ উৎস হইতে ১০ মিটার দূরত্বের মধ্যে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৬) সার কারখানা

(ক) নাইট্রোজেন সংবলিত সার কারখানা

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	উৎস	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
১	বস্তুকণা (PM)	ইউরিয়া প্রিলিং টাওয়ার	mg/Nm^3	১৫০ (শুষ্ক পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ (Dry Dedusting)
২	অ্যামোনিয়া (NH_3)		mg/Nm^3	১০০ ইউরিয়া প্রিলিং টাওয়ার

(খ) ফসফেট-জাতীয় সার কারখানা

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	উৎস	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
১	গ্রানিউলেশন, মিক্সিং ও গ্রাইন্ডিং সেকশন	বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	১৫০
২	ফসফরিক অ্যাসিড পদ্ধতি	সার্বিক ফ্লুরাইড (মৌল F হিসাবে)	mg/Nm^3	২৫
৩	সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট	সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)		
		DCDA	kg/t সালফিউরিক অ্যাসিড (১০০%)	৪
		SCSA	kg/t সালফিউরিক অ্যাসিড (১০০%)	১০
		সালফিউরিক অ্যাসিড বাষ্প	mg/Nm^3	৫০

(৭) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বয়লার

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
১	কালি ও বস্তুকণা (PM) (জ্বালানিভিত্তিক) (ক) কয়লা (খ) গ্যাস (গ) তৈল (ঘ) তুষ/চারকল	mg/Nm^3	 ২৫০ - ২০০ ২৫০
২	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X) (জ্বালানিভিত্তিক) (ক) কয়লা (খ) গ্যাস (গ) তৈল (ঘ) তুষ/চারকল/অন্যান্যপ্যালেট	mg/Nm^3	 ৪০০ ১৫০ ৩০০ ৪০০

৩	মার্কারি এবং মার্কারি যৌগসমূহ (Hg-Mercury & Mercury compounds) (কেবল কয়লা জ্বালানি ব্যবহারকারী বয়লারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	mg/Nm^3	০.০৩
৪	সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	mg/Nm^3	২৫০

(৮) নাইট্রিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
১	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_x)	কেজি/টন অ্যাসিড	৩

(৯) চিনিশিল্প

গ্যাসীয় নিঃসরণ

	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
আখের ছোবড়া (bagasse) জ্বালানি ব্যবহারকারী বয়লার নিঃসৃত বস্তুকণা (PM)	**স্টেপগ্রেড** (Stepgrade)	mg/Nm3	**২৫০**
	পালসেটিং/হর্সশু (Pulsating/Horseshoe)	mg/Nm3	**৫০০**
	স্প্রেডারস্ট্রোকার (Spreader Striker)	mg/Nm3	**৮০০**

(১০) বালাইনাশক (ম্যানুফ্যাকচারিং ও ফরমুলেশন)

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সীমা
১	হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl)	mg/Nm3	২০
২	ক্লোরিন (Cl_2)	mg/Nm^3	৫
৩	হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)	mg/Nm^3	৫
৪	ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড (ফসফরিক অ্যাসিড হিসাবে)	mg/Nm^3	১০
৫	অ্যামোনিয়া (NH_3)	mg/Nm^3	৩০
৬	বালাইনাশক মিশ্রিত বস্তুকণা(PM)	mg/Nm^3	২০
৭	মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3CI)	mg/Nm^3	২০
৮	হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (HBr)	mg/Nm^3	৫

(১১) ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প :

(ক) ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	উৎস	দূষণ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
১	গ্রিডকাস্টিং	(ক) লেড (Pb) (খ) বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	(ক) ১০ (খ) ২৫
২	অক্সাইড ম্যানুফ্যাকচারিং	(ক) লেড (Pb) (খ) বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	(ক) ১০ (খ) ২৫
৩	পেস্ট মিক্সিং	(ক) লেড (Pb) (খ) বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	(ক) ১০ (খ) ২৫
৪	সংযোজন	(ক) লেড (Pb) (খ) বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	(ক) ১০ (খ) ২৫
৫	পিভিসি সেকশন	(ক)বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	১৫০

নোট: উল্লিখিত সকল সেকশন হইতে নির্গত বাতাস হুড ও ফ্যান সংযোজিত স্ট্যাক এর মাধ্যমে নির্গত করিতে হইবে। প্রয়োজনে ব্যাগ ফিল্টার ও ভেনচ্যুরি স্ক্রাবার স্থাপন করিতে হইবে। স্ট্যাক-এর উচ্চতা অন্যূন ৩০ মিটার হইতে হইবে।

সেকেন্ডারি লেড স্মেলটার (চুল্লি)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা (স্ট্যাক উচ্চতা ব্যতীত)
১	লেড (Pb)	mg/Nm^3	৫
২	বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	৫০
৩	ন্যূনতম স্ট্যাক উচ্চতা	মিটার	৩০

(খ) ড্রাইসেল ব্যাটারি প্রস্তুত শিল্প

গ্যাসীয় নিঃসরণ

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
১	বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	৫০
২	ম্যাংগানিজ (Mn)	mg/Nm^3	৫

নোট: উল্লিখিত সকল সেকশন হইতে নির্গত বাতাস হুড ও ফ্যান সংযোজিত স্ট্যাক-এর মাধ্যমে নির্গত করিতে হইবে। প্রয়োজনে ব্যাগ ফিল্টার ও ভেনচ্যুরি স্ক্রাবার স্থাপন করিতে হইবে। স্ট্যাক-এর উচ্চতা অন্যূন৩০ মিটার হইতে হইবে।

(১২) সিরামিক টাইলস এবং স্যানিটারি ওয়্যার প্রস্তুতকারী কারখানা

গ্যাসীয় নিঃসরণ

উৎস	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
কিলন স্ট্যাক	বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	১৫০
	সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	mg/Nm^3	৪০০
	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X)	mg/Nm^3	৬০০
	হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCI)	mg/Nm^3	৩০
	হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (HF)	mg/Nm^3	৫
	লেড (Pb)	mg/Nm^3	০.৫
	ক্যাডমিয়াম (Cd)	mg/Nm^3	০২
কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ সেকশন	বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	১৫০
ড্রায়ার	বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	১৫০

(১৩) ইটভাঁটা

চিমনি বা স্ট্যাক নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
বস্তুকণা (PM)	mg/Nm^3	২৫০
সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2)	mg/Nm^3	২৫০

নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি :

(১) ইটভাঁটার বায়বীয় নিঃসরণে দূষণের মানমাত্রা পরীক্ষা করিবার জন্য নমুনা সংগ্রহের লক্ষ্যে ভাটার চিমনিতে স্থায়ী ছিদ্র (Port hole) ও নমুনা সংগ্রহের মঞ্চ (Platform) তৈরি করিতে হইবে।

(২) স্ট্যাকের বায়বীয় নমুনা সংগ্রহের স্থান চিমরির নিচের ব্যাসের (Diameter) দ্বিগুণ পরিমাণ উপরে বা চিমনির উপরিভাগের ব্যাসের আটগুণ নিচে থাকিতে হইবে।

(৩) চিমনি হইতে নমুনা সংগ্রহের সময় চিমনির নিঃসরণের বেগ (Veliocity) অন্যূন ০.২ মিটার/সেকেন্ড থাকিতে হইবে এবং বস্তুকণা (PM) পরিমাপের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) ঘনমিটার নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে Fuel Charging ও Non-Charging সময় পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

ফিউজিটিভ নিঃসরণ (Fugitive Emissions)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা
১	প্রলম্বিত বস্তুকণা (SPM)	$\mu g/m^3$	৫০০

নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি :

(১) এই উপস্থিতিসীমা যেসকল ইটভাঁটার চিমনি (stack) নিঃসরণ পরিমাপ সম্ভব নহে কেবল সেইসকল ইটভাঁটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) High Volume Sampler পদ্ধতিতে অন্যূন ৪ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত নিঃসরণের উৎস হইতে বায়ু প্রবাহের দিকে (Down wind direction) নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) ফিউজিটিভ নিঃসরণ (Fugitive Emissions) পরিমাপের লক্ষ্যে নিঃসরণের উৎস হইতে ১০ মিটার দূরত্বে নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে।

নোট :

১। ইটভাঁটা সৃষ্ট বায়ু দূষণের সমন্বিত প্রভাব (Cumulative impact) সহনীয় মাত্রায় রাখিবার লক্ষ্যে নূতন ইটভাঁটা স্থাপনের ক্ষেত্রে ১ জুলাই ২০১৪ এর পূর্বে স্থাপিত ইটভাঁটা হইতে নূতন ইটভাঁটার দূরত্ব অন্যূন ১ (এক) কিলোমিটার হইতে হইবে।

২। Induced/High Draught প্রযুক্তির ইটভাঁটা (যেমন-জিগজাগ ইটভাঁটা)-এর ক্ষেত্রে চিমনির অন্যূন উচ্চতা ২৩ মিটার হইবে। কিলন হইতে চিমনিতে ধোঁয়া নিঃসরণকারী নালার দুই-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ রাখিতে হইবে। বর্ণিত নালার পানি নিয়মিত পরিবর্তন করিতে হইবে।

৩। ইটভাঁটা হইতে কাঁচামাল ও ইট পরিবহণের সময় ট্রাক পুরোপুরি ঢাকিয়া পরিবহণ করিতে হইবে।

(১৪) পৌর কঠিন বর্জ্য ইনসিনারেটর (Municipal Solid Waste Incinerator)

(ক) ইনসিনারেটর পরিচালনার মানদণ্ড(Operating Standard)

স্থিতিমাপ(Parameters)	বিষদ বিবরণী (Specification)	মানদণ্ড(Standard)
তাপমাত্রা	প্রাইমারি চেম্বার	>৮৫০° সেন্টিগ্রেড
	সেকেন্ডারি চেম্বার	অন্যূন ১০০০° সেন্টিগ্রেড
	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রে অনুপ্রবেশকারী গ্যাস	<২০০০° সেন্টিগ্রেড
গ্যাস রেসিডেন্স সময় (Gas residence time)	সর্বশেষ দাহ বায়ু অনুপ্রবেশের (After last injection of combustion air)/সেকেন্ডারি চেম্বার	≤২ সেকেন্ড
বায়ু প্রবাহ (Air flow)	সর্বমোট দাহ বায়ু (Total combustion air)	অতিরিক্ত ১৪০-২০০%
	ইনসিনারেটররে বায়ু সরবরাহ ও বিতরণ	পর্যাপ্ত
	সকল জোনে দাহ গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রণ	ভালো মিশ্রণ (Good mixing)

	ফ্লু গ্যাসের সহিত বস্তুকণার নিঃসরণ (Particulate matter entrainment into flue gas)	বায়ুর গতি পরিমিত রাখা (Minimize by keeping moderate air velocity)
অক্সিজেনের ঘনত্ব (অতিরিক্ত) Oxyzen Conc. (excess)	-	সর্বোচ্চ ৬%
দহন ক্ষমতা (Combustion Efficiency)	$\text{CE} = \frac{CO2}{\%\ \text{CO2} + \%\ \text{CO}} \times 100$	অন্যূন ৯৯%
পরিবীক্ষণ	নিরবচ্ছিন্ন নিঃসরণ পরিবীক্ষণ (Continuous emission monitoring)	বস্তুকণা, CO, SO_2, HF, HCl, NOx এবং ছাড়পত্রের শর্তে উল্লিখিত অন্য কোনো প্যারামিটার
	নিরবচ্ছিন্ন প্রসেস প্যারামিটার পরিবীক্ষণ (Continuous process parameters monitoring)	ফার্নেসের তাপমাত্রা, ফ্লু গ্যাস আউটলেট তাপমাত্রা, চাপ, জলীয় বাষ্প এবং ছাড়পত্রের শর্তে উল্লিখিত অন্য কোনো প্যারামিটার
	নিয়মিত নিঃসরণ পরিবীক্ষণ (বৎসরে ২-৪ বার)	ভারী ধাতু, ডাইঅক্সিন এবং ফুরান
দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস স্থাপন	ফেব্রিক ফিল্টার ড্রাই (সাধারণত ড্রাই ইঞ্জেকশন সুবিধাসহ), প্যাকড বেড, ভেঞ্চুরি বা অন্য কোনো ওয়েটস্ক্রাবার,ইলেকট্রোস্টেটিক প্রিসিপিটেটর (ইএসপি)
চিমনির উচ্চতা*	ইনসিনারেটরের ক্ষমতা <৩০০ টন দৈনিক	৪৫ মিটার
	ইনসিনারেটরের ক্ষমতা ≤৩০০ টন দৈনিক	৭০ মিটার

*চিমনির উচ্চতা ডিসপার্সন মডেলিং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে তাহা উপরি-উক্ত টেবিলে বর্ণিত উচ্চতার কম হইবে না।

(খ) স্ট্যাক নিঃসরণ (Stack Emissions) **মানমাত্রা**

স্থিতিমাপ	গড় সময়	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা (mg/Nm^3)
বস্তুকণা (PM)	১ ঘণ্টা	৩০
	২৪ ঘণ্টা	২০
কার্বন মনোক্সাইড (CO)	১ ঘণ্টা	১০০
	২৪ ঘণ্টা	৮০
নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (NO_X)	১ ঘণ্টা	৩০০
	২৪ ঘণ্টা	২৫০
সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)	১ ঘণ্টা	১০০
	২৪ ঘণ্টা	৮০
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl)	১ ঘণ্টা	৬০
	২৪ ঘণ্টা	৫০
মার্কারি (Hg)	০.৫-৮ ঘণ্টা	০.০৫
ক্যাডমিয়াম ও থ্যালিয়াম	০.৫-৮ ঘণ্টা	০.১
এন্টিমনি, আর্সেনিক, লেড, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, কপার, ম্যাংগানিজ এবং নিকেল (Sb, As, Pb, Co, Cu, Mn and Ni)	০.৫-৮ ঘণ্টা	০.৫
হাইড্রোজেনফ্লুরাইড (HF)	০.৫ ঘণ্টা	১.০
ডাইঅক্সিন এবং ফুরান (Dioxin and Furan)	৬-৮ ঘণ্টা	০.১ ng TEQ/Nm^3

*এই তফসিলের শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নিঃসরণ মানমাত্রা মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাপ পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা যাইবে।

তফসিল- ৬

নির্মাণ কাজের ধূলিকণা নিয়ন্ত্রণের মানদণ্ড (Standard for Construction Dust Control)

[বিধি ৩ এর উপ-বিধি(৩) এবয় বিথি ১০ এর উপ-বিধি (১), (৪) ও (৫) দ্রষ্টব্য]

অংশ-১

১। সাইট ফরমেশন (Site formation)**:**

(ক) সাইট ফরমেশনের ক্ষেত্রে অংশ-৩ এবং অংশ-৪ এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে; **এবং**

(খ) সাইট ফরমেশনের অন্তর্ভুক্ত কাজ সমূহ-খনন (Excavation), ভরাট, নির্মাণ কাজের জন্য সাইট প্রস্তুতের লক্ষ্যে মাটি সরানো এবং পানি নিষ্কাশনের কাজ।

২। **ভবন ধ্বংসকরণ** (Building demolition)ঃ

(ক) কোনো স্থানে ভবন ধ্বংসকরণ কাজ শুরুর পূর্বে, কাজ চলাকালীন এবং কাজ শেষ হইবার পরে উক্ত স্থানে পানি ছিটাইয়া ভিজা রাখিতে হইবে;

(খ) ভবন ধ্বংস করণের সময় নি**শ্ছিদ্র** আবরণ (Sheet) বা পর্দা (Screen) দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে**; এবং**

(গ) অংশ-৩ এবং অংশ-৪-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। **ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণ** (Construction of the foundation of a building)ঃ

ভবনের ফাউন্ডেশন নির্মাণের ক্ষেত্রে অংশ-৩ এবং অংশ-৪-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। **ভবনের উপরি কাঠামো নির্মাণ** (Construction of the superstructure of a building)ঃ

(ক) নির্মাণাধীন ভবনের নীচতলা হইতে সর্বোচ্চ উচ্চতা পর্যন্ত স্থাপিত ভারা-বাধা (Scaffolding) কার্যকর পর্দা, শিট বা নেট দিয়া আচ্ছাদিত করিতে হইবে;

(খ) নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী আধার (Skip) সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া আনা-নেওয়া করিতে হইবে; এবং

(গ) অংশ-৩ এবং অংশ-৪-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **সড়ক নির্মাণ** (Construction of road)ঃ

সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে অংশ-৩ এবং অংশ-৪-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

অংশ-২

৬। **ভবনের বাইরের দেওয়াল বা ছাদের সংস্কার** (Renovation)ঃ

(ক) নির্মাণাধীন ভবনের নীচতলা হইতে সর্বোচ্চ উচ্চতা পর্যন্ত স্থাপিত ভারা-বাধা (Scaffolding) কার্যকর পর্দা, শিট বা নেটদিয়া আচ্ছাদিত করিতে হইবে;

(খ) নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী আধার (Skip) সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া আনা-নেওয়া করিতে হইবে**; এবং**

(গ) অংশ-৩ এবং অংশ-৪-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

৭। **রাস্তা কাটা বা রিসার্ফেসিং কাজ** (Road opening and resurfacing work)ঃ

রাস্তা কাটা বা রিসার্ফেসিং (Road opening or resurfacing) কাজের ক্ষেত্রে-

(ক) খননকৃত মাটি বা ধূলিময় বস্তুকণা (Dusty materials) বা ইহাদের স্তুপ-

(অ) অভেদ্য আবরণ দিয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে হইবে;

(আ) পানি ছিটাইয়া সম্পূর্ণ সারফেস ভিজাইতে হইবে; এবং

(ই) খনন বা আনলোডিং এর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ, ব্যাকফিলিং বা পূর্বাবস্থায় (Reinstate) ফিরা**ই**য়া আনিতে হইবে।

(খ) ধূলিলিময় বস্তুকণা (Dusty materials) ঘেরাও দেওয়া স্থানের বাহিরে যাইতে পারিবে না;

(গ) ধূলিলিময় বস্তুকণা (Dusty materials) এর স্তুপ অপসারণের পর অবশিষ্টাংশ পানি ছিটাইয়া ভিজাইতে হইবে এবং এইগুলি রাস্তা হইতে ভালোভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে;

(ঘ) অংশ-৩ এবং অংশ-৪-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। ঢাল স্টেবিলাইজেশন কাজ (Slope stabilization work)**:**

ঢাল স্টেবিলাইজেশনের কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অংশ-৩ এবং অংশ-৪-এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিতে হইবে।

অংশ-৩

৯। সাইটের সীমানা এবং প্রবেশপথ (Site boundary and entrance)**:**

রাস্তা কাটা বা রিসার্ফেসিং (Road opening or resurfacing) কাজ অথবা সম্পূর্ণ বাঁধাই করা সাইটে সম্পাদিত নির্মাণ কাজ ব্যতীত-

(ক) গাড়ি নির্গমন পথে উচ্চচাপবিশিষ্ট ওয়াটার জেট দিয়া গাড়ি ধৌত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(খ) গাড়ি ধৌত করিবার স্থান এবং উক্ত স্থান হইতে গাড়ি নির্গমন পথের সংযোগকারী রাস্তা কংক্রিট, বিটুমিনাস বস্তু বা হার্ডকোর দিয়া বাঁধাই করিতে হইবে; এবং

(গ) নির্মাণ সাইটটি কোনো সড়ক, রাস্তা, সার্ভিস লেন কিংবা সর্ব সাধারণের প্রবেশাধিকার বিশিষ্ট কোনো স্থানের সন্নিকটস্থ হইলে প্রবেশ ও নির্গমন পথ ব্যতীত সাইটের সম্পূর্ণ সীমানা বরাবর অন্যূন ২.৪ মিটার উঁচু অস্থায়ী বেড়াস্থাপন করিতে হইবে।

১০। সংযোগ সড়ক (Access road)**:**

(ক) রাস্তা কাটা বা রিসার্ফেসিং (Road opening or resurfacing) কাজ ব্যতীত প্রধান মালবাহী যানচলাচলের রাস্তা (Haul road) কংক্রিট, বিটুমিনাস বস্তু, হার্ডকোর অথবা ধাতবপাত দিয়া বাঁধাই করিতে হইবে এবং ধূলা বালিমুক্ত রাখিতে হইবে; অথবা পানি ছিটাইয়া ভেজা রাখিতে হইবে; এবং

(খ) ‘প্রধান মালবাহী যান চলাচলের রাস্তা (Haul road)’ অর্থ নির্মাণ সাইটের যে-কোনো পথ যাহা দিয়া গড়ে প্রতি ৩০ মিনিটে ৪ টির বেশি গাড়ি চলাচল করে।

১১। সিমেন্ট:

(ক) ২০ বা ততোধিক সিমেন্ট ব্যাগের স্তুপ সম্পূর্ণরূপে অভেদ্য শিটদিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে অথবা এমন কোনো জায়গায় রাখিতে হইবে যাহার উপরিভাগ ও তিনদিক আচ্ছাদিত;

(খ) খোলা অবস্থায় সরবরাহকৃত সিমেন্ট (বাল্ক সিমেন্ট) সাইলোতে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) সাইলোতে ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত সিমেন্ট সংরক্ষণ করা যাইবে না; এবং

(ঘ) বাল্ক সিমেন্ট বা ব্যাগ হইতে বাহির করিবার পর সিমেন্ট লোডিং, আনলোডিং, ট্রান্সফার, হ্যান্ডলিং কিংবা সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ আবদ্ধ পদ্ধতিতে (Enclose system) সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ইহার ভেন্ট বা এক্সস্টপথের সহিত একটি কার্যকর ফেব্রিক ফিল্টার বা অন্য কোনো সমজাতীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা উপকরণ যুক্ত করিতে হইবে।

অংশ-৪

১২। ধূলিময় বস্তুকণা স্টকপাইলিং (Stockpiling for dusty materials)**:**

ধূলিময় বস্তুকণার স্তুপ (Stockpile)-

(ক) সম্পূর্ণরূপে অভেদ্য শিট দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে; অথবা

(খ) উপরিভাগ ও তিন দিক আচ্ছাদিত কোনো জায়গায় রাখিতে হইবে; অথবা

(গ) পানি ছিটাইয়া সম্পূর্ণ সারফেস ভিজা রাখিতে হইবে।

১৩। ধূলিময় বস্তুকণা লোডিং, আনলোডিং এবং স্থানান্তর (Loading, unloading and transfer of dusty materials)ঃ

সিমেন্ট এবং অন্য কোনো নির্মাণ সামগ্রী- যেগুলির জন্য আর্দ্রতা একটি সমস্যা সেই সকল সামগ্রী ব্যতীত সকল ধূলিলিময় বস্তু কণা লোডিং, আনলোডিং এবং স্থানান্তরের পূর্বে পানি ছিটাইতে হইবে যাহাতে ধূলিলিময় বস্তুকণার সিক্ততা বজায় থাকে।

১৪। বেল্ট কনভ্যয়ার পদ্ধতিতে ধূলিময় বস্তুকণা স্থানান্তর (Transfer of dusty materials using a belt conveyor system)ঃ

(ক) ধূলিময় বস্তুকণা স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত কনভ্যয়ার বেল্টের উপরিভাগ এবং দুই পার্শ্ব ঢাকিয়া রাখিতে হইবে;

(খ) দুইটি বেল্টের ট্রান্সফার পয়েন্ট সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া (Enclosed) রাখিতে হইবে;

(গ) বেল্ট কনভ্যয়ারের হেড পুলিতে (Head pulley) কার্যকরী বেল্ট স্ক্র্যাপার বা সমজাতীয় কল (Device) স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে বেল্টের গায়ে লাগিয়া থাকা বস্তুকণা অপসারণ করিতে পারে। ফিরতি বেল্ট হইতে বস্তু পড়ারোধ করিবার জন্য বেল্টস্ক্র্যাপারের সহিত বটম প্ল্যাট (Bottom plate) যুক্ত করিতে হইবে বা সমজাতীয় উপায় অবলম্বন করিতে হইবে;

(ঘ) প্রতিটি স্টক পাইলিং বেল্টকন ভ্যয়ারের লেভেল উপযোজন করার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে বেল্টকন ভ্যয়ারের নির্গম মুখ (Outlet) এবং বস্তু পতনের স্থানের (Material landing point) উলম্ব দূরত্ব (Vertical distance) ১মিটারের অধিক না হয়; এবং

(ঙ) বেল্ট কনভ্যয়ারের নির্গমমুখ (Outlet) হইতে স্টকপাইল, স্টোরেজ বিন, ট্রাক এবং বার্জে ধূলিময় বস্তুকণা আনলোডিং-এর স্থলের উপরিভাগ এবং তিনপার্শ্ব ঘেরাও দিয়া রাখিতে হইবে।

১৫। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত গাড়ি (Use of vehicle)ঃ

(ক) নির্মাণস্থল পরিত্যাগের অব্যবহিতপূর্বে প্রতিটি গাড়ি ধৌত করিয়া গাড়ির বডি এবং চাকা হইতে ধূলিময় বস্তুকণা (Dusty materials) অপসারণ করিতে হইবে; এবং

(খ) ধূলিময় বস্তুকণা পরিবহণকারী গাড়ি নির্মাণ স্থল পরিত্যাগের পূর্বে উক্তবস্তু কণা অছিদ্র আবরণ দিয়া ভালোভাবে ঢাকিতে হইবে যাহাতে গাড়ি হইতে বস্তুকণা ছড়াইতে না পারে।

১৬। ড্রিলিং, কাটিং এবং পলিশিং (Drilling, cutting and polishing)ঃ

কোনো স্থানে নিউমেটিক বা শক্তি চালিত ড্রিলিং, কাটিং, পলিশিং বা যান্ত্রিক ভাঙন কার্যক্রম পরিচালনা কালে সেই স্থানে অনবরত পানি ছিটাইতে হইবে অথবা কোনো ডাস্ট এক্সট্রাকশন ও ফিল্টারিং যন্ত্রস্থাপন করিতে হইবে।

১৭। মাটি খনন বা মাটি অপসারণ (Excavation or earth moving)ঃ

কোনো এলাকায় মাটি খনন বা অপসারণ কাজ চলিবার সময়, অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে উক্ত এলাকার সিক্ততা বজায় রাখিবার জন্য পানি ছিটাইতে হইবে।

১৮। কংক্রিট উৎপাদন (Concrete production)ঃ

(ক) খোলা অবস্থায় সরবরাহকৃত সিমেন্ট সাইলোতে সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(খ) সাইলোতে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত সিমেন্ট সংরক্ষণ করা যাইবে না;

(গ) বাল্ক সিমেন্ট বা ব্যাগ হইতে বাহির করিবার পর সিমেন্ট লোডিং, আনলোডিং, ট্রান্সফার, হ্যান্ডলিং কিংবা সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পূর্ণ আবদ্ধ পদ্ধতিতে (Enclose system) সম্পন্ন করিতে হইবে এবং ইহার ভেন্ট বা এক্সস্টপথের

সহিত একটি কার্যকর ফেব্রিক ফিল্টার বা অন্য কোনো সমজাতীয় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা উপকরণ যুক্ত করিতে হইবে; এবং

(ঘ) কোনো স্থানে কংক্রিট তৈরির জন্য সেইস্থানের তিনদিক এবং উপরিভাগ ঢাকিয়া ব্যাগ হইতে সিমেন্ট বাহির করা, ব্যাচিং ও মিশ্রণের কাজ করিতে হইবে।

১৯। সাইট পরিস্কারণ (Site clearance)**:**

(ক) কোনো এলাকায় গাছপালা, লতাপাতা উৎপাটন অথবা বোল্ডার, খুঁটি (Pole), স্তম্ভ (Pillar), স্থায়ী বা অস্থায়ী অবকাঠামো অপসারণের কাজ চলিবার সময়, অব্যবহিত পূর্বে এবং পরে উক্ত এলাকার সিক্ততা বজায় রাখিবার জন্য পানি ছিটাইতে হইবে; এবং

(খ) সকল ধ্বংসকৃত সামগ্রী (Demolished materials) যেমন-গাছপালা, লতাপাতা, বোল্ডার, খুঁটি, স্তম্ভ, কাঠামো, ধ্বংসাবশেষ, আবর্জনা এবং সাইট পরিস্কারকরণের ফলে সৃষ্ট অন্য কোনো সামগ্রী যাহা হইতে ধূলা বালি ছড়াইতে পারে তাহা অভেদ্য শিটদিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

নোট:

(১) 'নির্মাণ সাইট (Construction Site)' অর্থ এমন একটি জায়গা যেখানে নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় অথবা নির্মাণ কাজের উদ্দেশ্যে নির্মাণ সামগ্রী বা যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ (Storage) করা হয়;

(২) 'নির্মাণ কাজ (Construction Work)' অর্থ :

(ক) ভবন, সেতু, চিমনি, জাহাজঘাট (dock), আর্চ, হোরডিং (hoarding), সেল্টার, টানেল, দেওয়াল, পিয়ার (pier), ওয়োরফ্ (wharf), সড়ক, স্লোপ, বাঁধ, রাস্তা, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, এয়ারপোর্ট, নালা (channel), ড্রেন, সার্ভিসলেন, পানি সরবরাহ বা নিষ্কাশন নালা, লাইটিং অথবা পাবলিক ইউটিলিটি নির্মাণ, ধ্বংস (demolition), পরিবর্তন, মেরামত অথবা রক্ষণাবেক্ষণ (maintenance);

(খ) ড্রেজিং;

(গ) ভূমি হইতে যে-কোনো বস্তু আহরণ (Extraction);

(ঘ) পাইলিং;

(ঙ) কুয়োরিং (Quarrying);

(চ) পুনরুদ্ধার (Reclamation);

(ছ) সাইট ফরমেশন (Site formation);

(জ) ক-ছ-এউল্লিখিত কাজ সম্পাদনের জন্য পরিচালিত প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম; এবং

(ঝ) ক-জ-এ উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি, প্ল্যান্ট, টুল, গিয়ার এবং সামগ্রী ব্যবহার।

(৩) 'ধূলিময় বস্তুকণা (Dusty materials)' অর্থ সিমেন্ট, মাটি, খোয়া (aggregates), সিল্ট, পাথর (Stone),বালু, ডাস্ট এবং কাঠের টুকরা (wooden chips)।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১

[কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারা বলে এস, আর, ও নং ৩৫৬-আইন/২০২১ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের ২৩-১২-২০২১ খ্রিঃ তারিখে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়]

বাংলাদেশ গেজেট

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২৩, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ প্রকাশিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৪ অগ্রহায়ণ,১৪২৮, বঙ্গাব্দ/০৯ ডিসেম্বর ২০২১

এস, আর, ও, নং ৩৫৬ আইন/২০২১।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-(ক) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১)**"অধিদপ্তর"** অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(২)**"অন্যান্য কর্তৃপক্ষ"** অর্থ অর্থনৈতিক জোন কর্তৃপক্ষ, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনসহ সরকার ঘোষিত অন্যান্য শিল্প এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ অন্যান্য কর্তৃপক্ষ;

(৩)**"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(৪)**"উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR)"** অর্থ উৎপাদনকারী বা আমদানিকারকের পণ্য ভোক্তা পর্যায়ে ব্যবহারের পর উক্ত পণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্য নিজ দায়িত্বে বা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথভাবে গৃহীত পরিবেশসম্মত যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং ভোক্তা পর্যায়ে সৃষ্ট বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে উৎপাদনকারী কর্তৃক ভোক্তাকে প্রণোদনা প্রদান, সৃষ্ট বর্জ্য পুনর্ব্যবহার, পুর্নপ্রক্রিয়া এবং উহার সঠিক ব্যবস্থাপনা;

(৫)**"কমিটি"** অর্থ বিধি ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি;

(৬)**"কঠিন বর্জ্য"** অর্থ তফসিলে বর্ণিত বর্জ্যসহ সকল বাতিল, অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত, উদ্বৃত্ত বস্তু, সামগ্রী বা উপাদান যাহা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য বা বর্জ্য;

(৭)**"কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা"** অর্থ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত বিবেচনায় উত্তমনীতি অনুসারে কঠিন বর্জ্য উৎসে হ্রাসকরণ, পৃথকীকরণ, সংগ্রহ, পুনরুদ্ধার, পুনর্ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, স্থানান্তর, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিত্যজন (Disposal) সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(৮)**"কম্পোস্টিং"** অর্থ অনুজীব, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা জৈব বস্তু নিয়ন্ত্রিতভাবে পচাইয়া জৈব সার উৎপাদন;

(৯)**"চোয়ানি (Leachate)"** অর্থ বর্জ্য পচনকালে উক্ত বর্জ্য হইতে চোয়াইয়া নির্গত দূষিত তরল যাহাতে দ্রবীভূত ও ভাসমান বা নিলম্বিত (Suspended) পদার্থ থাকে;

(১০)**"ছক"** অর্থ এই বিধিমালার ছক;

(১১)**"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(১২)**"প্রতিষ্ঠান"** অর্থ এই বিধিমালায় বর্ণিত ব্যক্তি বা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সরকারি বা বেসরকারি সংগঠন;

(১৩)**"পরিত্যজন (Disposal)"** অর্থ ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানি এবং পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণ না ঘটিতে পারে তদরূপভাবে কঠিন বর্জ্য চূড়ান্তভাবে পরিত্যাগকরণ;

(১৪)“**পরিবহন**” অর্থ কঠিন বর্জ্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরের স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি যাহাতে স্থানান্তরকালে দুর্গন্ধ না ছড়ায়, পথিমধ্যে বর্জ্যের কোনো অংশ পড়িয়া না যায়, দৃষ্টিকটু দৃশ্যের অবতারণা না হয় এবং মশা, মাছি, পোকা, মাকড়, ইঁদুর, ছুঁচো ও কীটপতঙ্গ প্রবেশ করিতে না পারে;

(১৫)“**পরিশোধন (Treatment)**” অর্থ জৈব, রাসায়নিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক বা শিল্প বর্জ্যের দূষণকারী উপাদান অপসারণের মাধ্যমে জীবজগত ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য ক্ষতি দূরীকরণ;

(১৬)“**পুনঃচক্রায়ন (Recycle)**” অর্থ বর্জ্যের পৃথককৃত অপচনশীল (Non-Biodegradable) অংশ বা অংশবিশেষকে পুনরায় ব্যবহারের লক্ষ্যে নূতন দ্রব্য হিসাবে রূপান্তর করা;

(১৭)“**পুনর্ব্যবহার (Reuse)**” অর্থ বর্জ্যের পৃথককৃত অপচনশীল (Non-Biodegradable) অংশ বা অংশবিশেষকে পুনরায় ব্যবহার করা;

(১৮)“**পুনরুদ্ধার (Recover)**” অর্থ পণ্য সামগ্রীর পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ এবং শক্তি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সম্পদের দক্ষ ও টেকসই ব্যবহার;

(১৯)“**প্রক্রিয়াকরণ (Processing)**” অর্থ কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, কম্পোস্টিং, বায়ো-গ্যাস জেনারেশন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(২০)“**পৃথকীকরণ (Segregation)**” অর্থ কঠিন বর্জ্য বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে পৃথক করা;

(২১)“**বর্জ্য**” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ঠ) এ সংজ্ঞায়িত বর্জ্য;

(২২)“**মহাপরিচালক**” অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ড) এ সংজ্ঞায়িত মহাপরিচালক;

(২৩)‘‘সরকার’’ অর্থ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়;

(২৪)“**স্যানিটারি ল্যান্ডফিল স্থান**” অর্থ পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বর্জ্য চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন বা জমা করিবার নিরাপদ স্থান;

(২৫)“**স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ**” অর্থ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ; এবং

(২৬) “**হ্রাসকরণ (Reduce)**” অর্থ গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এককালীন ব্যবহার্য পণ্য ক্রয় ও ব্যবহার সীমিতকরণ, পুনঃব্যবহার বা পুনঃচক্রায়নযোগ্য পণ্যের অধিক ব্যবহারসহ অভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে পণ্যের কাঁচামালের ব্যবহার এবং বর্জ্য সৃষ্টি হ্রাসকরণ।

(খ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **জাতীয় সমন্বয় কমিটি**।- (১) সরকার, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করিল, যথা:-

(ক) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(খ) অর্থ বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(গ) স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঘ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(চ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য

(ছ) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(জ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঝ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঞ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ট) বিদ্যুৎ বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঠ) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ড) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	-	সদস্য
(ঢ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	-	সদস্য
(ণ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
(ত) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)	-	সদস্য
(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি	-	সদস্য
(দ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ধ) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ন) প্লাস্টিক প্রস্তুতকারী বা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(প) পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	-	সদস্য সচিব

(২) কমিটি, প্রয়োজনবোধে, যে কোনো সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) অধিদপ্তর কমিটিকে সাচিবিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) সরকার, জাতীয় সমন্বয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, প্রয়োজনে,স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে তদারকি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৪। কার্যাবলী।- কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) ভূ-গর্ভস্থ পানি, বায়ু, চোয়ানি এবং কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ, পুনঃচক্রায়ন এর ক্ষেত্রে তফসিল ২ ও ৩ এ উল্লিখিত বিধানাবলির যথাযথ অনুসরণ প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ;

(খ) বিধিমালা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক নির্দেশনা প্রদান;

(গ) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ এবং চূড়ান্ত পরিত্যজন সংক্রান্ত নূতন প্রযুক্তি বা পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলি জারির বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) বর্জ্য পৃথকীকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ এবং চূড়ান্ত পরিত্যজন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(ঙ) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা অনুমোদন;

(চ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম বা যথাযথ পদ্ধতি অনুসৃত না হইলে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ব্যাখ্যা তলব বা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কমিটি উহার দায়িত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় সরেজমিনে তদন্ত করিয়া তৎকর্তৃক ধার্য তারিখের মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(জ) পরিবেশ দূষণকারী ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য সৃষ্টিকারী পণ্যের ব্যবহার বন্ধ বা সীমিতকরণে নির্দেশনা প্রদান; এবং

(ঝ) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) এর নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে সুপারিশ প্রদান।

৫। সভা।- (১) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) কমিটির সভা বৎসরে অন্যূন ২ (দুই) বার অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) সভার নোটিশ এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৬। **কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মৌলনীতি অনুসরণ।-** বর্জ্য হইতে সম্পদ পুনরুদ্ধার (Resource Recovery) এর ক্ষেত্রে বর্জ্য ক্রমাধিকার (Waste Hierarchy) কে বিবেচনা করিয়া বর্জ্য সৃষ্টির উৎস হইতে চূড়ান্ত পরিত্যজন (Disposal) এর পূর্বে ক্রমানুসারে প্রত্যাখ্যান, বর্জ্য হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন, পুনরুদ্ধার, পরিশোধন, অবশিষ্টাংশ ব্যবস্থাপনার সকল ধাপ অনুসরণ করিবে।

৭। **বর্জ্য সৃজনকারী এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব।-** সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় বসবাসরত বর্জ্য সৃজনকারী এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) স্বীয় কর্মস্থল বা আবাসস্থলে সৃষ্ট সকল বর্জ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিত্যজন করা;

(২) জৈবিকভাবে পচনশীল, অপচনশীল এবং তফসিল ১ এ বর্ণিত গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য পৃথক করিয়া স্বীয় আঙ্গিনা বা স্থাপনায় ভিন্ন ভিন্ন ঢাকনাযুক্ত ৩ (তিন) টি পাত্রে মজুদ বা সংরক্ষণ করিয়া স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণির বর্জ্যের জন্য নির্দিষ্টকৃত ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা;

(৩) বর্জ্যের কোনো অংশ উন্মুক্ত না রাখা, যাহা হইতে-

(অ) পশু পাখি বর্জ্য ছড়াইতে পারে;

(আ) দুর্গন্ধ ছড়াইতে পারে;

(ই) বাতাসে মিশ্রিত হইতে পারে;

(ঈ) পতিত হইতে পারে; বা

(উ) বর্জ্য নির্গত তরল পদার্থ চোয়াইতে পারে;

(৪) অবকাঠামো নির্মাণ ও ভাঙন হইতে সৃষ্ট বর্জ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবার পূর্ব পর্যন্ত পৃথকভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে ধুলাবালি বাতাসে ছড়াইতে বা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে ড্রেনে পতিত না হয়;

(৫) একক বা সম্মিলিতভাবে সৃষ্ট বর্জ্য স্বীয় আঙ্গিনার বাহিরে রাস্তা, খোলা জায়গা, ড্রেন বা পানিতে নিক্ষেপ না করা এবং উন্মুক্তস্থানে না পোড়ানো; এবং

(৬) পার্ক, স্টেশন, টার্মিনাল বা জনসমাগমস্থলে নির্দিষ্ট ডাস্টবিন ব্যতীত যত্রতত্র কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ না করা।

৮। **প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব।-** প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) দোকান, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার ও অন্যান্য আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের ময়লা-আবর্জনা জমা করিয়া নির্ধারিত জায়গায় ফেলা নিশ্চিত করা;

(২) বর্জ্য রাস্তায় বা ড্রেনে নিক্ষেপ না করা বা না পোড়ানো;

(৩) বর্জ্য নিক্ষেপের জন্য প্লাস্টিকজাত ব্যাগের ব্যবহার রোধ করা এবং জৈব পচনশীল ব্যাগ বা মোড়ক ব্যবহারে অগ্রাধিকার প্রদান;

(৪) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে উৎস হইতে বর্জ্য পৃথকীকরণ, পৃথকীকৃত বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহের সুবিধা প্রদান, পুনর্ব্যবহারযোগ্য বর্জ্য অনুমোদিত বর্জ্য সংগ্রহকারী বা অনুমোদিত পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণকারীর নিকট হস্তান্তরকরণ; এবং

(৫) পচনশীল বর্জ্য স্বীয় আঙ্গিনায় গর্ত করিয়া কম্পোস্টিং বা বায়ো-মিথেনেশান এর মাধ্যমে যতদূর সম্ভব প্রক্রিয়াকরণ ও পরিত্যজন এবং অবশিষ্ট বর্জ্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বর্জ্য সংগ্রহকারী বা সংস্থাকে প্রদান।

ব্যাখ্যা।- এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘জৈব পচনশীল ব্যাগ বা মোড়ক’ অর্থ অনুজীবের ক্রিয়ায় পচনযোগ্য ব্যাগ বা মোড়ক যাহা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন কর্তৃক নির্ধারিত জাতীয় মান উত্তীর্ণ।

৯। **পণ্য প্রস্তুতকারক বা আমদানিকারকের দায়িত্ব।-** পণ্য প্রস্তুতকারক বা আমদানিকারকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ; যথা:-

(১) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) এর আওতায় জৈবিকভাবে অপচনশীল ডিসপোজেবল পণ্যের প্রস্তুতকারী বা আমদানিকারকগণ টিন, গ্লাস, প্লাস্টিক, সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক, পলিথিন, মাল্টিলেয়ার প্যাকেজিং বা মোড়ক, বোতল, ক্যান বা সমজাতীয় পণ্যের মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্য গ্রাহক পর্যায় হইতে সংগ্রহ করিয়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পুনঃচক্রায়নসহ পরিত্যজনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা;

(২) বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবেশসম্মত পরিত্যজন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(৩) নিজস্ব উদ্যোগে অথবা স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথ উদ্যোগে অর্থায়নসহ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

(৪) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) এর নির্দেশিকা যথাযথ বাস্তবায়ন করা;

(৫) নিজস্ব অর্থায়নে উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) বাস্তবায়ন বা সমন্বয় সাধনের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথ উদ্যোগে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৬) বাৎসরিক প্লাস্টিক পুনঃচক্রায়নের পরিমাণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রতি বৎসরের মার্চ মাসে মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করা;

(৭) সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় জনগণের করণীয় বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; এবং

(৮) পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের সময় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পণ্যের সৃষ্ট বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ক্রেতা বা ভোক্তার করণীয় সম্পর্কে অবহিত করা।

ব্যাখ্যা।- এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক’ অর্থ সকল বা যে কোনো প্রকার প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকযুক্ত কোনো ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, ঠোঙ্গা, মোড়ক বা অন্য কোনো ধারক অথবা সমজাতীয় অন্য কোনো সামগ্রী যাহা একবার মাত্র ব্যবহার করা হয় এবং যাহা সাধারণত পুনর্ব্যবহার বা পুনঃচক্রায়ন করা হয় না।

১০। **স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।-** স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(১) পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন এবং তফসিলে বর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণ;

(২) বর্জ্য হ্রাস, পুনর্ব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় কৌশল এবং নির্দেশনা অনুসরণে ছক **১** এ বর্ণিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৩) প্রণীত পরিকল্পনা স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে কমিটির নিকট দাখিল করা;

(৪) স্বীয় ব্যবস্থাপনায় বা নিয়োজিত ব্যক্তি, ঠিকাদার সমিতি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রতিটি বাড়ি অথবা অন্য কোনো উৎস হইতে জৈবিকভাবে পচনশীল এবং অপচনশীল কঠিন বর্জ্য ও তফসিল ১ এ উল্লিখিত গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য তিন শ্রেণিতে পৃথকভাবে সংগ্রহ, পরিবহন ও ব্যবস্থাপনা;

(৫) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলা, স্তুপীকরণ এবং পোড়ানোর ব্যাপারে নির্দেশনা জারি করা;

(৬) কঠিন বর্জ্য তিনটি পৃথক শ্রেণিতে সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত স্ব স্ব আবাসস্থল বা প্রাঙ্গণে পৃথক পাত্রে সংরক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনা জারি এবং উহার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত নজরদারি করা;

(৭) আবাসিক এলাকা, হোটেল, রেস্তোরাঁ, বিনোদন কেন্দ্র, পার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, শিল্প-কারখানা, কসাইখানা, মৎস্য, ফল ও সবজি বাজার বা আড়ত হইতে পচনশীল বর্জ্য সংগ্রহ এবং পৃথক করিয়া নির্ধারিত স্থানে কম্পোস্টিং বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বা রাস্তার ভ্রাম্যমাণ দোকান হইতে উৎপন্ন উচ্ছিষ্ট খাদ্য, পরিত্যজনযোগ্য প্লেট, কাপ, ক্যান, মোড়ক, নারিকেলের খোল, উদ্বৃত্ত খাদ্য, শাকসবজি, ফল জাতীয় বর্জ্য সংগ্রহের জন্য যথোপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করিয়া নির্ধারিত বর্জ্য সংগ্রহ কন্টেইনার বা ভ্যানে জমা করা;

(৯) অবকাঠামো নির্মাণ ও ভাঙন সংশ্লিষ্ট বর্জ্য অন্যান্য বর্জ্য হইতে পৃথকভাবে সংগ্রহ ও অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১০) বিধি ৬ এ উল্লিখিত মৌলনীতি অনুসরণে বর্জ্য সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন বা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ;

(১১) গৃহস্থালী হইতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য এবং নালা ও নর্দমা হইতে উত্তোলিত কঠিন বর্জ্য, মল, বিষ্ঠা আচ্ছাদিত স্থানে জমা করা;

(১২) কঠিন বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহপূর্বক যথাযথভাবে আবৃত করিয়া, সরাসরি চূড়ান্ত পরিত্যজনস্থলে অথবা পরিশোধনস্থলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) চিকিৎসা-বর্জ্যের ক্ষেত্রে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলি অনুসরণ;

(১৪) স্বীয় ব্যবস্থাপনায় বা নিয়োজিত ব্যক্তি, ঠিকাদার, সমিতি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কঠিন বর্জ্য পরিবহনকারী ভ্যান বা গাড়িতে তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকাবস্থায় পরিবহনের জন্য ভ্যান বা গাড়িতে পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবহার করা;

(১৫) তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকভাবে ও আচ্ছাদিত ব্যবস্থায় পরিবহন করা;

(১৬) উৎসে তিন শ্রেণির বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য অর্থাৎ জৈবিকভাবে পচনশীল কঠিন বর্জ্যের জন্য সবুজ, জৈবিকভাবে অপচনশীল কঠিন বর্জ্যের জন্য হলুদ ও গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্যের জন্য লাল রং বিশিষ্ট পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা রাখা;

(১৭) গৃহস্থালি বা কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য শ্রেণিভিত্তিক পৃথক পৃথকভাবে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডাস্টবিন, কন্টেইনার বা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনে তিন শ্রেণির বর্জ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৮) সাধারণ নাগরিকের সুবিধার্থে বর্জ্যের ধরণ অনুযায়ী ডাস্টবিন, কন্টেইনার বা সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ রং অনুযায়ী চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৯) পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তফসিল ২ ও ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি ও মানমাত্রা বজায় রাখিয়া কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ ও চূড়ান্ত পরিত্যজনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(২০) তফসিল ৪ এ বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণে পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্যকে জ্বালানিতে রূপান্তরিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২১) জৈবিকভাবে পচনশীল বা অপচনশীল কঠিন বর্জ্য হইতে সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে পরিবেশসম্মত পদ্ধতিতে কম্পোস্টিং, বায়ো-গ্যাস জেনারেশন, রিফিউজ ডিরাইভড ফুয়েল (RDF), সলিড রিকোভার্ড ফুয়েল (SRF), বিদ্যুৎ উৎপাদন, জৈব পচনশীল সার উৎপাদন ও বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রদান;

(২২) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে পচনশীল কঠিন বর্জ্য বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২৩) পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ বা পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য সরকারি বা বেসরকারি প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় প্রদান;

(২৪) কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ কারখানা হইতে পরিত্যক্ত বা উচ্ছিষ্ট এবং জৈবিকভাবে অপচনশীল বর্জ্য মানমাত্রা বজায় রাখিয়া স্যানিটারি ল্যান্ডফিল বা ভস্মীকরণের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন করা;

(২৫) নূতন সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করিবার সময় নগর ব্যবহার পরিকল্পনায় কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, পরিত্যজন এবং ল্যান্ডফিলের জন্য নির্দিষ্ট স্থান অন্তর্ভুক্তকরণ;

(২৬) কঠিন বর্জ্য চূড়ান্তভাবে পরিত্যজনের স্থানে উহার ব্যবহার শুরুর অন্তত ১ (এক) বৎসর পূর্বে নির্বাচন এবং, প্রয়োজনে, উহা অধিগ্রহণের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২৭) কঠিন বর্জ্য দ্বারা ভূমি ভরাটস্থল নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ; এবং

(২৮) উৎসে বর্জ্য হ্রাস ও উৎসে বর্জ্য পৃথককরণের বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ।

১১। **অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।-** অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন এবং তফসিলসহ এতৎসংশ্লিষ্ট নির্দেশনাবলীতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ;

(খ) স্ব স্ব এলাকা, স্থাপনা বা গণপরিবহনে স্বীয় ব্যবস্থাপনায় বা নিয়োজিত ব্যক্তি, ঠিকাদার বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা জৈবিকভাবে পচনশীল কঠিন বর্জ্য, জৈবিকভাবে অপচনশীল কঠিন বর্জ্য ও গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য ৩ (তিন) শ্রেণিতে পৃথকভাবে সংগ্রহ করা এবং নদ-নদী, পুকুর বা জলাধারে কোনো প্রকারের বর্জ্য নিক্ষেপ বা পরিত্যজন বন্ধে প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ;

(গ) সংগৃহীত কঠিন বর্জ্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিত্যজনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) যাত্রীবাহী বাস, ট্রেন বা নৌযান হইতে সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিবেশসম্মতভাবে সংগ্রহ এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পরিত্যজনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) দফা (গ) এ উল্লিখিত বর্জ্য কোনো অবস্থাতেই রাস্তা, পুকুর, জলাধার বা উন্মুক্ত স্থানে নিক্ষেপ না করা; এবং

(চ) কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছক ১ এ বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ ।

১২। **কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন।-** স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবে, যথা:-

(১) কঠিন বর্জ্য চূড়ান্তভাবে নিক্ষেপ বা ফেলিবার বিদ্যমান স্থানের উন্নতি সাধন;

(২) কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি পরীক্ষা করা;

(৩) কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থাপনের জন্য নূতন জায়গা নির্বাচন চূড়ান্তকরণ;

(৪) নির্বাচিত নূতন জায়গায় কঠিন বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং চূড়ান্তভাবে পরিত্যজন সুবিধাদি স্থাপনের কাজ শুরু করা; এবং

(৫) উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব (EPR) নির্দেশিকা মোতাবেক গৃহীত যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন।

১৩। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।- (১) স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতি অর্থবৎসরে বার্ষিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন (Annual Waste Report) নামক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে এবং প্রতি অর্থবৎসর শেষে পরবর্তী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ছক ২ অনুযায়ী বার্ষিক প্রতিবেদন কমিটির নিকট দাখিল করিবে।

(২) বার্ষিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কমিটির পক্ষে কমিটির সদস্য সচিব একটি সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া কমিটি, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা তলব বা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। **দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবেদন দাখিল ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ**।- (১) কঠিন বর্জ্য সংগ্রহকরণ, পৃথকীকরণ, মওজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ, পুনর্ব্যবহার উপযোগীকরণ, চূড়ান্ত পরিত্যজন এবং পরিবহনের সময় যদি কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা হইলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ছক-৩ অনুযায়ী দুর্ঘটনা ঘটিবার অনধিক ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালকের নিকট উক্ত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত করিবেন।

(৩) কমিটির সদস্য সচিব প্রাপ্ত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন ও তদন্ত প্রতিবেদনসমূহ সমন্বিত করিয়া কমিটি সমীপে উপস্থাপন করিবেন।

১৫। **দণ্ড**।– **কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান** এই বিধিমালার বিধি ৭, বিধি ৮ এর উপবিধি (১), (২) ও (৪) এবং বিধি ৯ এর উপবিধি (১), (৪) ও (৮) এরবিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ড বা উভয় দণ্ডনীয় হইবেন।

১৬। **স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজের স্বীকৃতি**।- (১) সরকার, জাতীয় সমন্বয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা তথা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রতি বৎসর প্রশংসনীয় বা অনুকরণীয় কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রশংসনীয় বা অনুকরণীয় কাজের স্বীকৃতি প্রদানের শর্তাবলি নির্ধারণসহ এতদসংক্রান্ত একটি পৃথক নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে।

১৭। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা**।- সরকার, এই বিধিমালার বিধানের অস্পষ্টতার কারণে বিধিমালার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

তফসিল ১
[বিধি ৭ (২), ১০ (৪) দ্রষ্টব্য]
গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্যের শ্রেণি ও তালিকা

শ্রেণি	পণ্য/যন্ত্রপাতি
(১)	(২)
গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য	১। স্যানিটারি ন্যাপকিন, ডায়াপার; ২। গজ, ব্যান্ডেজ; ৩। এয়ার ফ্রেশনারসহ এ্যারোসল ক্যান; ৪। মোবাইল ব্যাটারি এবং অন্যান্য ব্যাটারি; ৫। ব্লিচ এবং পরিবার বা রান্না ঘর এবং ড্রেন পরিস্কারের এজেন্ট; ৬। গাড়ির ব্যাটারি, তেল ফিল্টার, গাড়িতে ব্যবহার্য পণ্য; ৭। রাসায়নিক জাতীয় প্রসাধনী পণ্য; ৮। কীটনাশক এবং কীটনাশক ধারক; ৯। সব ধরণের আলোক বাতি; ১০। অব্যবহৃত বা মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ ও ধারক; ১১। পেইন্টস, তেল, লুব্রিকেন্টস, আঠা, পলিশার, থিনার এবং ধারক; ১২। আগাছা নাশক এবং ধারক; ১৩। গ্যাস লাইটার এবং রিফিল পাত্র; ১৪। এলপিজি পাত্র; ১৫। নূতন সরঞ্জাম হইতে প্রাপ্ত স্টাইরোফোম এবং নরম ফোম প্যাকেজিং পণ্য; ১৬। থার্মোমিটার এবং পারদ সমেত পণ্য; ১৭। সূঁচ এবং সিরিঞ্জ; ১৮। হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক,গাউন, গগলস, ফেইস শিল্ড; ১৯। টুথপেস্ট বা সেভিং ক্রিম বা এন্টিসেপটিক ও ধারক; ২০। নষ্ট টর্চলাইট; এবং ২১। মহাপরিচালক কর্তৃক, সময় সময়, গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্য।

তফসিল ২
[বিধি ৪ (ক), ১০ (১৯), তফসিল ৩(ঘ) (৫) দ্রষ্টব্য]
কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ নির্দেশনাবলি

(ক) কম্পোস্টিং এর মানদণ্ড:- বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ স্থানে জৈব পচনশীল বর্জ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য অন্যান্য পদ্ধতির সহিত কম্পোস্টিং অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। কম্পোস্টিং প্লান্ট হইতে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:-

(১) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ স্থানে জৈব বর্জ্য আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে। দীর্ঘ সময় ধরিয়া বর্জ্য সংরক্ষণ করিতে হইলে বর্জ্য সংরক্ষণের স্থান ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। যদি এই ধরনের বর্জ্য উন্মুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করিতে হয় তাহা হইলে সেইখানে চোয়ানি এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রবাহ ড্রেনের মাধ্যমে চোয়ানি পরিশোধন এবং পরিত্যজন স্থানে নেবার ব্যবস্থাসহ অভেদ্য বেজের (Impermeable Base) ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সাইটে গন্ধ এবং অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি কমাইবার জন্য পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং মশা-মাছি, ইঁদুর ও পাখির উপদ্রব হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) কম্পোস্টিং প্লান্ট অকার্যকর হইলে বা মেরামতের সময় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সাইটে কঠিন বর্জ্য আনা বন্ধ রাখিতে হইবে। উক্ত সময়ে সাময়িকভাবে বর্জ্য রাখিবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করিতে হইবে বা ল্যান্ডফিলে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্লান্ট পুনরায় চালু হইলে উক্ত বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে ও পরবর্তী প্রত্যাখ্যাত বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সাইট হইতে নিয়মিতভাবে সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং স্তুপাকারে জমা রাখা যাইবে না। পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য উপযুক্ত বিক্রেতার নিকট প্রদান করিতে হইবে। পুনঃচক্রায়ন যোগ্য নয় কিন্তু উচ্চ ক্যালোরিফিক বর্জ্য আলাদা করিয়া ওয়েস্ট টু এনার্জি প্লান্ট বা সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কো-প্রসেসিং বা তাপভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে হইবে। শুধুমাত্র প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি হইতে প্রত্যাখ্যাত বর্জ্য স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) কম্পোস্টিং এলাকায় অভেদ্য বেসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উক্ত বেজ কংক্রিট বা কম্পোস্ট কাদা মাটির ৫০ সেমি পুরুত্বের হইবে যাহার পারমিবিলিটি কো-অফিসিয়েন্ট ১×১০^{-৭} সে:মি:/সেকেন্ড। উক্ত বেসের চারিদিকে বৃত্তাকার এবং ১% হইতে ২% কৌণিকভাবে চোয়ানি বা ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রবাহ সংগ্রহের জন্য ড্রেনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৬) পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিত মনিটরিং করিতে হইবে। ইহা ছাড়া নিয়মিতভাবে প্লান্টের বাউন্ডারি ওয়ালের নিকট বায়ু যে দিকে প্রবাহিত হইবে সেই দিকে দুর্গন্ধ পরিমাপ করিতে হইবে।

(৭) আর্দ্রতা ঠিক রাখিবার জন্য চোয়ানি কম্পোস্টিং প্লান্ট রি-সারকুলেট করিতে হইবে।

(৮) কম্পোস্টিং প্লান্টের ফাইনাল প্রোডাক্ট সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৭ এর ক্ষমতাবলে জারীকৃত বিনির্দেশ এ উল্লিখিত সারের গুণগতমানের মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে।

(৯) কম্পোস্টের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য কম্পোস্টের গুণগতমান নিম্নবর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে, যথা:-

কম্পোস্টের মানমাত্রা (Standards for Compost)

(১) ভৌত গুণাবলি (Physical properties)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ (Parameters)	মানমাত্রা (Standard)
১।	বর্ণ (Color)	গাঢ় বাদামি হইতে কালো (Dark brown to black)
২।	ভৌত অবস্থা (Physical condition)	অদানাদার আকৃতির (Non-granular form)
৩।	গন্ধ (Odor)	দুর্গন্ধের অনুপস্থিতি (Absence of foul odour)
৪।	জলীয়কণার পরিমাণ (Moisture Content)	সর্বোচ্চ ২০% (Maximum 20%)
৫।	নিষ্ক্রিয় পদার্থ (Inert materials)	সর্বোচ্চ ১% (Maximum 1%)

(২) রাসায়নিক গুণাবলি (Chemical properties)

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ (Parameters)	মানমাত্রা (Standard)
১।	পিএইচ (pH)	৬.০-৮.৫
২।	অর্গানিক কার্বন (Organic Carbon)	১০-২৫%
৩।	নাইট্রোজেন (Nitrogen,N)	০.৫-৪.০%
৪।	কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত (C:N)	সর্বোচ্চ ২০:১
৫।	ফসফরাস (Phosphorus,P)	০.৫-৩%
৬।	পটাসিয়াম (Potassium,K)	০.৫-৩.০%
৭।	সালফার (Sulfur,S)	০.১-০.৫%
৮।	দস্তা (Zinc,Zn)	সর্বোচ্চ ০.১%
৯।	তামা (Copper,Cu)	সর্বোচ্চ ০.০৫%
১০।	ক্রোমিয়াম (Chromium,Cr)	সর্বোচ্চ ৫০ পিপিএম
১১।	ক্যাডমিয়াম (Cadmium,Cd)	সর্বোচ্চ ৫ পিপিএম
১২।	সীসা (Lead,Pb)	সর্বোচ্চ ৩০ পিপিএম
১৩।	নিকেল (Nickel,Ni)	সর্বোচ্চ ৩০ পিপিএম

নোট: কম্পোস্টের (ফাইনাল প্রোডাক্ট) গুণগতমান উপরি উল্লিখিত মানমাত্রার বাহিরে থাকিলে উক্ত কম্পোস্ট খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইবে না। তবে খাদ্যশস্য ব্যতিত অন্য ফসলে ব্যবহার করা যাইবে।

(খ) পরিশোধিত চোয়ানি মানমাত্রা:- পরিশোধিত চোয়ানি পরিত্যজনের জন্য নিম্নবর্ণিত মানমাত্রা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

কঠিন বর্জ্যের প্রক্রিয়াকৃত চোয়ানি নির্গমণের মানমাত্রা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ (Parameters)	একক	মানমাত্রা (Standard) (নির্গমণের স্থান) (উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত)	
			অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	গণ পয়ঃনালা
১।	পিএইচ (pH)		৬-৯	৬-৯
২।	বিওডি$_৫$; ২০ডিগ্রি সেঃ (BOD_5 at 20°C)	mg/l	৩০	২৫০
৩।	সিওডি (COD)	”	২৫০	-
৪।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	”	১০০	৬০০
৫।	দ্রবীভুত বস্তুকণা (অজৈব) (TDS inorganic)	”	২১০০	২১০০
৬।	অ্যামোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (Ammonical Nitrogen)	”	৫০	৫০
৭।	সার্বিক জেলডাল নাইট্রোজেন	”	১০০	-
৮।	আর্সেনিক (As হিসাবে)	”	০.২	০.২
৯।	মার্কারি (Hg হিসাবে)	”	০.০১	০.০১
১০।	লেড (Pb হিসাবে)	”	০.১	১.০
১১।	ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)	”	২.০	১.০
১২।	সার্বিক ক্রোমিয়াম (Total Cr)	”	২.০	২.০
১৩।	কপার (Cu হিসাবে)	”	৩.০	৩.০
১৪।	জিংক (Znহিসাবে)	”	৫.০	১৫.০
১৫।	নিকেল (Ni হিসাবে)	”	৩.০	৩.০
১৬।	সায়ানাইড (CN হিসাবে)	”	০.২	২.০
১৭।	ক্লোরাইড (Cl^- হিসাবে)	”	১০০০	১০০০
১৮।	ফ্লোরাইড (F^-হিসাবে)	”	২.০	১.৫
১৯।	ফেললিক যৌগ (C_6H_5OH হিসাবে)	”	১.০	৫.০

(গ) কঠিন বর্জ্য ইনসিনারেটর (Solid Waste Incinerator):-

১। ইনসিনারেটর পরিচালনার মানদণ্ড (Operating Standard)

স্থিতিমাপ (Parameters)	সবিস্তার বিবরণী (Specification)	মানদণ্ড (Standard)
তাপমাত্রা	প্রাইমারি চেম্বার	>৮৫০০ সেন্টিগ্রেড
	সেকেন্ডারি চেম্বার	ন্যূনতম ১০০০° সেন্টিগ্রেড
	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রে অনুপ্রবেশকারী গ্যাস	<২০০০ সেন্টিগ্রেড
গ্যাস রেসিডেন্স সময় (Gas residence time)	সর্বশেষ দাহ বায়ু অনুপ্রবেশের পর (After last injection of combustion air)/ সেকেন্ডারি চেম্বার	$\geq$ ২ সেকেন্ড
বায়ু প্রবাহ (Air flow)	সর্বমোট দাহ বায়ু (Total combustion air)	অতিরিক্ত ১৪০-২০০%
	ইনসিনারেটরে বায়ু সরবরাহ ও বিতরণ	পর্যাপ্ত
	সকল জোনে দাহ গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রণ	ভালো মিশ্রণ (Good mixing)
	ফ্লু গ্যাসের সহিত বস্তুকণার নিঃসরণ (Particulate matter entrainment into flue gas)	বায়ুর গতি পরিমিত রাখা (Minimize by keeping moderate air velocity)
অক্সিজেনের ঘনত্ব (অতিরিক্ত) Oxyzen Conc. (excess)	-	সর্বোচ্চ ৬%
দহন ক্ষমতা (Combustion Efficiency)	$CE = \frac{CO2}{\% CO2 + \% CO} \times 100$	ন্যূনতম ৯৯%
পরিবীক্ষণ	নিরবচ্ছিন্ন নিঃসরণ পরিবীক্ষণ (Continuous emission monitoring)	বস্তুকণা, CO, SO_2, HF, HCl, NOx এবং ছাড়পত্রের শর্তে উল্লিখিত অন্য কোনো প্যারামিটার
	নিরবচ্ছিন্ন প্রসেস প্যারামিটার পরিবীক্ষণ (Continuous process parameters monitoring)	ফার্নেসের তাপমাত্রা, ফ্লু গ্যাস আউটলেট তাপমাত্রা, চাপ, জলীয় বাষ্প এবং ছাড়পত্রের শর্তে উল্লিখিত অন্য কোনো প্যারামিটার
	নিয়মিত নিঃসরণ পরিবীক্ষণ (বৎসরে ২-৪ বার)	ভারী ধাতু, ডাইঅক্সিন এবং ফুরান
দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস স্থাপন	ফেব্রিক ফিল্টার ড্রাই (সাধারণত ড্রাই ইঞ্জেকশন সুবিধাসহ, প্যাক বেড, ভেঞ্চুরি বা অন্য কোনো ওয়েট স্ক্রাবার, ইলেক্ট্রোস্টেটিক প্রিসিপিটেটর (ইএসপি)

চিমনীর উচ্চতা	ইনসিনারেটরের ক্ষমতা < ৩০০ টন দৈনিক	৪৫ মিটার
	ইনসিনারেটরের ক্ষমতা ≤ ৩০০ টন দৈনিক	৭০ মিটার

নোট: চিমনীর উচ্চতা ডিসপার্সন মডেলিং এর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উহা উপরিউক্ত টেবিলে বর্ণিত উচ্চতার কম হইবে না।

২। স্ট্যাক নিঃসরণ মানমাত্রা (Emission Standard)

স্থিতিমাপ (Parameters)	গড় সময়	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা (mg/Nm^3)
বস্তুকণা	১ ঘন্টা	৩০
	২৪ ঘন্টা	২০
কার্বন মনোঅক্সাইড	১ ঘন্টা	১০০
	২৪ ঘন্টা	৮০
নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	১ ঘন্টা	৩০০
	২৪ ঘন্টা	২৫০
সালফার ডাই অক্সাইড	১ ঘন্টা	১০০
	২৪ ঘন্টা	৮০
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড	১ ঘন্টা	৬০
	২৪ ঘন্টা	৫০
মার্কারি	০.৫-৮ ঘন্টা	০.০৫
ক্যাডমিয়াম ও থ্যালিয়াম	০.৫-৮ ঘন্টা	০.১
এন্টিমনি, আর্সেনিক, লেড, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, কপার, ম্যাঙ্গানিজ এবং নিকেল	০.৫-৮ ঘন্টা	০.৫
হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড	০.৫ ঘন্টা	১.০
ডাইঅক্সিন এবং ফুরান	৬-৮ ঘন্টা	০.১ ng TEQ /Nm^3

৩। তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity):

স্থিতিমাপ	উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা (mg/Nm^3)
Alpha (α)	০.০-০.১ Bq
Beta (β)	০.০-০.১ Bq

নোট: পিভিসি জাতীয় প্লাস্টিক বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে পরিত্যজন বা বিনষ্ট করিতে হইবে।

তফসিল ৩

[বিধি ৪ (ক), বিধি ১০ (১৯) দ্রষ্টব্য]

(ক) ল্যান্ডফিল বিষয়ক নির্দেশনাবলিঃ-

বিষয়	বর্ণনা
১। ল্যান্ডফিল স্থান নির্বাচন	(ক) পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ), রক্ষিত এলাকা, অভয়ারণ্য, ঘোষিত পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা এবং প্লাবন ভূমিতে ল্যান্ডফিল প্রকল্পের অনুমতি দেওয়া যাইবে না। (খ) কমপক্ষে ২০-২৫ বৎসর ব্যবহার করা যায় এবং ফেজভিত্তিক ছোট ছোট "ল্যান্ডফিল সেল" তৈরি করিয়া ব্যবহার ও বন্ধ করা যায় এইরূপ স্থান নির্বাচন করিতে হইবে। (গ) ৫ টনের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিত্যজনের স্থানের চতুষ্পার্শ্বে বাফার জোন রাখিতে হইবে যেখানে কোনো ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরামর্শক্রমে প্রতিটি ল্যান্ডফিলের জন্য পৃথক পৃথক বাফার জোনের নিদের্শনা জারি করিবে।
২। দূরত্ব নির্দেশক নির্দেশনাবলি	(ক) নদী, জলাভূমি, পুকুর হইতে ন্যূনতম ২০০ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে। (খ) আবাসিক উন্নয়ন প্রকল্প হইতে ২৫০ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে। (গ) জাতীয় মহাসড়ক, আবাসস্থল, পাবলিক পার্ক এবং পানি সরবরাহ কূপ হইতে ৫০০ মিটার দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে। (ঘ) বিমানবন্দর এবং এয়ারবেস হইতে ৩ কি: মি: দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে।
৩। ল্যান্ডফিলে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাপনা	(ক) স্টোর্ম ওয়াটার নির্গমন ড্রেনের পথ এমনভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে কম পরিমাণ চোয়ানি তৈরি হয় এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানি দূষণ রোধ করা যায়। (খ) স্টোর্ম ওয়াটার (Storm Water) ড্রেন এইরূপ ডিজাইনে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রবাহ ল্যান্ডফিল স্থানে প্রবেশ করিতে না পারে এবং কঠিন বর্জ্যের চোয়ানি কোনভাবেই উক্ত পানির প্রবাহের সহিত মিশ্রিত না হয়। (গ) পরিত্যজন এলাকার ব্যাস ও ওয়ালে নন-পারমেবল (Non permeable) লাইনিং ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (ঘ) ল্যান্ডফিলে ১.৫ মিমি পুরুত্বের এইচডিপিই (HDPE) জিও-মেমব্রন বা জিও সিনথেটিক লাইনার (Geo-membrane or Geo-synthetic liner) অথবা সমকক্ষ কোনো লাইনার ও ৯০ সেমি পুরুত্বের মাটির (কাদা বা সংশোধিত মাটি) ওভারলাইং স্তর যাহার পারমেবলিটি কো-ওফিসিয়েন্ট ১ x ১০$^{-৭}$ এর কম এর কম্পোজিট লাইনার। (ঙ) ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল সর্বোচ্চ স্তর কাদা বা সংশোধিত মাটির প্রতিবন্ধক স্তরের কমপক্ষে ২ মিটার এর নীচে থাকিতে হইবে। (চ) ল্যান্ডফিলে বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিশোধনের ব্যবস্থাসহ চোয়ানি ব্যবস্থাপনা থাকিবে হইবে। চোয়ানি কোনো অবস্থাতেই উন্মুক্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাইবে না। (ছ) ল্যান্ডফিল এলাকায় এইরূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে চোয়ানি প্রবাহিত হইয়া নদী, লেক বা পুকুরে প্রবেশ করিতে না পারে। কোনো কারণে প্রবাহমান পানির সহিত

	চোয়ানি মিশ্রিত হইলে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ উক্ত পানি পরিশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৪। বন্ধ ল্যান্ডফিলের বহিরাবরণ বিষয়ক নির্দেশনাবলি	(ক) আবরণের কাদা বা মাটির তৈরী ৬০ সে:মি: পুরুত্বের প্রতিবন্ধক থাকিবে যাহার পারমিবিলিটি কোওফিসিয়ান্ট (Permeability Coeffcient) $১×১০^{-৭}$ সে:মি:/সেকেন্ড এর কম হয়। (খ) প্রতিবন্ধকের উপরে ১৫ সে:মি: ড্রেনেজ স্তর থাকিতে হইবে। (গ) ড্রেনেজ স্তরের উপরে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ সহায়ক এবং ভূমি ধ্বংসরোধী ৪৫ সে:মি: উদ্ভিদ জন্মানোর উপযোগী স্তর হয়। (ঘ) ৫ টনের অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিত্যজনের স্থানের চতুর্পাশ্বে বাফার জোন রাখিতে হইবে যেখানে কোনো ধরনের উন্নয়ন কাযক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।
৫। স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে বিবেচ্য সুযোগ সুবিধা	(ক) ল্যান্ডফিল স্থানে দেয়াল ও যথোপযুক্ত গেট নির্মাণ করিতে হইবে। (খ) ল্যান্ডফিলের সংযোগ এবং অভ্যন্তরীণ সড়কসমূহ পাকা বা কংক্রিটের হইতে হইবে। (গ) বর্জ্য রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য অফিস, মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি রাখিবার জন্য সেড রাখিতে হইবে। (ঘ) বর্জ্য পরিমাপের জন্য ওয়ে ব্রীজ (Weigh Bridge) এবং অগ্নি নিবারণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (ঙ) ল্যান্ডফিলে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য খাবার পানি, স্যানিটারি সুযোগ সুবিধা, পর্যাপ্ত লাইটিং এর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা রুটিন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (চ) ল্যান্ডফিলে যানবাহন পার্কিং এর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, আবর্জনা বহনকারী যানবাহন পরিস্কার এবং ধৌতকরণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (ছ) প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা কোনো কারণে যদি বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে বর্জ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।
৬। ল্যান্ডফিল বন্ধকরণ বিষয়ক নির্দেশনাবলি	(ক) ভারি কমপ্যাক্টর (Compactor) ব্যবহার করিয়া ল্যান্ডফিলে কঠিন বর্জ্য এমনভাবে পাতলা লেয়ারে কমপ্যাক্ট (compact) করিতে হইবে যাহাতে অল্প স্থানে বেশি পরিমাণ কঠিন বর্জ্য বিন্যস্ত হয়। (খ) প্রতিদিন বর্জ্য ফিলিং শেষে ল্যান্ডফিল সেল কমপক্ষে ১০ সে:মি: মাটি, নিষ্ক্রিয় পদার্থ বা নির্মাণ সামগ্রী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। (গ) বর্ষা শুরুর পূর্বে ল্যান্ডফিলে ৪০-৬৫ সে:মি: পুরুত্বের মাটির শক্ত আবরণ তৈরি করিতে হইবে।
৭। ল্যান্ডফিল সাইটে বৃক্ষরোপণ বিষয়ক নির্দেশনাবলী	(ক) গবাদি পশুর খাওয়ার অনুপোযোগী এবং অনুর্বর মাটিতে টিকিয়া থাকিতে সক্ষম এইরূপ খরা ও উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু বহু বর্ষজীবী স্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ নির্বাচন করিতে হইবে। (খ) ল্যান্ডফিল স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত মূল সর্বোচ্চ ৩০ সেমি গভীরে প্রবেশ করিবে না এইরূপ জাতের উদ্ভিদ নির্বাচন করিতে হইবে। (গ) বৃক্ষরোপণ এইরূপ ঘনত্বের করিতে হইবে যাহাতে ল্যান্ডফিল এলাকায় ভুমি ধস না হয়। (ঘ) ল্যান্ডফিলের বাউন্ডারির চতুর্পাশ্বে বৃক্ষরোপণ করিতে হইবে।

৮। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ।
৯। স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের স্থান সংক্রান্ত নিয়মাবলি পরিবর্তন	অধিদপ্তর, সময় সময়, পরিপত্র জারি করিয়া স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের স্থান সংক্রান্ত নিয়মাবলি পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(খ) পানির গুণগতমান মনিটরিং বিষয়ক নির্দেশনাবলি:-

(অ) ল্যান্ডফিল স্থাপনের পূর্বে উক্ত এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমান সংগ্রহ করিতে হবে এবং মনিটরিং ডাটা বেসলাইন রেফারেন্স হিসাবে সংরক্ষণ করিতে হবে। ল্যান্ডফিল এলাকার পেরিফেরির ৫০ মিটারের মধ্যে রুটিন মাফিক এক বৎসরের বিভিন্ন মৌসুম, যথা:- গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমান মনিটরিং করিতে হবে। উক্ত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে যে ল্যান্ডফিলের কার্যক্রম দ্বারা ভূগর্ভস্থ পানি দূষিত হইবে না।

(আ) ল্যান্ডফিল স্থান এবং উহার আশেপাশের ভূগর্ভস্থ পানি খাবার অথবা সেচ কার্যের জন্য ব্যবহারের পূর্বে পানির গুণগতমান পানের বা সেচ কার্যের জন্য উপযোগী উহা নিশ্চিত হইয়া ব্যবহার করিতে হবে। ল্যান্ডফিল এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি সুপেয় পানি হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ (parameters)	একক	মানমাত্রা (Standard) (উপস্থিতির সর্বোচ্চ সীমা পিএইচ ব্যতীত)
১।	আর্সেনিক (Arsenic)	মিলিগ্রাম/লিঃ	০.০৫
২।	ক্যাডমিয়াম (Cadmium)	ঐ	০.০০৩
৩।	ক্রোমিয়াম (Chromium hexavalent)	ঐ	০.০৫
৪।	কপার (Copper)	ঐ	১.৫
৫।	ফ্লোরাইড (Fluoride)	ঐ	১.০
৬।	লেড (Lead)	ঐ	০.০১
৭।	মারকারি (Mercury)	ঐ	০.০০১
৮।	নাইট্রেট (Nitrate as NO_3)	ঐ	৪৫.০
৯।	পিএইচ (pH)		৬.৫-৮.৫
১০।	আয়রন (Fe)	মিলিগ্রাম/লিঃ	০.৩ – ১.০
১১।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তু (Total Dissolved Solids)	ঐ	১০০০
১২।	ক্লোরাইড (Chloride)	ঐ	২৫০
১৩।	সালফেট (Sulfates as SO_4)	ঐ	২৫০
১৪।	বর্ণ (Color)	Hazen unit	১৫

(গ) পরিবেষ্টক বায়ু মনিটরিং বিষয়ক নির্দেশনাবলিঃ-

(১) ল্যান্ডফিলে গন্ধ কমানো, গ্যাস ছড়ানো প্রতিরোধ এবং ল্যান্ডফিলের ভূপৃষ্ঠে লাগানো উদ্ভিদের সুরক্ষার জন্য ল্যান্ডফিলে গ্যাস সংগ্রহসহ গ্যাস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ল্যান্ডফিল স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। গ্যাস পুনরুদ্ধার বৃদ্ধি করিবার জন্য গ্যাস সংগ্রহ কূপের সহিত আবরণ হিসাবে জিও ম্যামব্রেন ব্যবহার করিবার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) ল্যান্ডফিল হইতে উৎপন্ন মিথেন গ্যাসের ঘনত্ব যাহাতে কোনো অবস্থাতেই সর্বনিম্ন দাহ্য মাত্রার ২৫% এর বেশি হইবে না।

(৩) সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে তাপীয় প্রক্রিয়ায় বা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ল্যান্ডফিল গ্যাস ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যথায় ল্যান্ডফিল গ্যাস পোড়াইতে হইবে এবং উহা সরাসরি বাতাসে উন্মুক্ত করা যাইবে না বা অবৈধভাবে ট্রাপিং করা যাইবে না। গ্যাস পোড়ানো বা ব্যবহার সম্ভব না হইলে পরোক্ষ পথে উন্মুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।

(৪) ল্যান্ডফিল ও উহার আশেপাশের এলাকার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান নিয়মিতভাবে মনিটরিং করিতে হইবে। যাহা নিম্নবর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে, যথা:-

বায়ু দূষক	মানমাত্রা	গড় সময়
(১)	(২)	(৩)
কার্বন মনোঅক্সাইড (CO)	০৫ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	৮ ঘন্টা
	২০ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	১ ঘন্টা
লেড (Pb)	০.২৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বাৎসরিক
	০.৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	২৪ ঘন্টা
নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2)	৪০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বাৎসরিক
	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘন্টা
বস্তুকণা$_{১০}$ (PM_{10})	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বাৎসরিক
	১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	২৪ ঘন্টা
বস্তুকণা$_{২.৫}$ ($PM_{2.5}$)	৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বাৎসরিক
	৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	২৪ ঘন্টা
ওজোন (O_3)	১৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[ক]	১ ঘন্টা
	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	৮ ঘন্টা
সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2)	২৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	১ ঘন্টা
	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	২৪ ঘন্টা
অ্যামোনিয়া (NH_3)	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	বাৎসরিক
	৪০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার[খ]	২৪ ঘন্টা

নোট: (ক) বায়ু মানমাত্রা অর্থে পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা (Ambient Air Quality Standards) কে বুঝাইবে।
(খ) গড়মান বৎসরে একবারের বেশী অতিক্রম করিবে না।
(গ) লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হইবে যখন বার্ষিক গড়মান নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিবে না।

(ঘ) ল্যান্ডফিলিং কার্যক্রম সমাপ্তের পরে ল্যান্ডফিল সাইটে করণীয় নির্দেশনাবলি:-

ল্যান্ডফিলিং কার্যক্রম সমাপ্তির পরে কমপক্ষে ১৫ বৎসর এবং উহার অধিক সময় ধরিয়া ল্যান্ডফিলিং বন্ধকরণ পরবর্তী নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মনিটরিং পরিচালনা করতে হইবে; যথা:-

(১) সর্বশেষ আবরণের অখন্ডতা এবং কার্যকারিতা রক্ষা করিতে হইবে, প্রয়োজনে উহা মেরামত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া বৃষ্টির পানির বা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি যাহাতে ল্যান্ডফিলের ক্ষয়িষ্ণু অংশের উপর দিয়া আগমন-প্রস্থান করিয়া ফাইনাল আবরণ নষ্ট না করিতে পারে।

(২) প্রয়োজনে চোয়ানি সংগ্রহের ব্যবস্থা মনিটরিং করিতে হইবে।

(৩) ল্যান্ডফিল এর আশেপাশের এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির গুণগতমান মনিটরিং করিতে হইবে।

(৪) ল্যান্ড ফিল গ্যাস সংগ্রহ ব্যবস্থা এইরূপ পরিচালনা ও মেরামত করিতে হইবে যাহাতে উহা গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে থাকে।

(৫) ল্যান্ডফিল বন্ধকরণের পর কমপক্ষে ১৫ বৎসর ল্যান্ডফিলিং বন্ধকরণ পরবর্তী মনিটরিং পরিচালনা করিয়া মনিটরিং ফলাফল সন্তোষজনক হইলে মানুষের বসবাসের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে, অন্যথায় বায়বীয় বর্জ্য এবং চোয়ানি তফসিল-২ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিলে মাটির স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করিয়া মানুষের বসবাসের জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

(ঙ) পুরাতন ডাম্পিং সাইট বন্ধকরণ এবং পুনর্বাসন বিষয়ক নির্দেশনাবলি:-

কঠিন বর্জ্য ডাম্পিং সাইটে বর্জ্য ধারণ ক্ষমতা শেষ হইলে বা নূতন বর্জ্য ডাম্পিং সাইট চালু করিবার পূর্বে পুরাতন ডাম্পিং সাইট বন্ধ করিবার জন্য অথবা সঠিক ডিজাইনের স্যানেটারি ল্যান্ডফিল বন্ধ এবং পুনর্বাসন করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(১) বায়ো মাইনিং এবং বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাস করিবার পর রেসিডিউস বর্জ্য নূতন ল্যান্ডফিলে বা ক্রমিক নম্বর ২ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ক্যাপিং করিতে হইবে।

(২) গ্রীন হাউজ গ্যাস সংগ্রহ এবং ব্যবহার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কঠিন বর্জ্যের আবরণ অথবা জিও মেমব্রেন এর সহিত কঠিন বর্জ্যের আবরণ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) ক্রমিক নম্বর ২ এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে ক্যাপিং এর সহিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা, যথা:- কূপ খনন করা এবং কূপ হইতে দূষিত ভুগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করিয়া পরিশোধন করিতে হইবে।

(৪) পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব কমানোর উপযোগী পদ্ধতি অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে ব্যবহার করা যাইবে।

তফসিল ৪

[বিধি ১০ (২০) দ্রষ্টব্য]

বর্জ্য হইতে জ্বালানিতে রূপান্তরের মানদণ্ড

১। ১০০০ কিলোক্যালরি বা তাহার ঊর্ধ্বে ও পুনঃচক্রায়ন যোগ্য বর্জ্যকে জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে এবং ল্যান্ডফিলে উহা নিষ্পত্তি করা যাইবে না।

২। উচ্চ ক্যালরিফিক মানসম্পন্ন বর্জ্য সরাসরি জ্বালানি উৎপাদনে ব্যবহার করা যাইবে অথবা রিফিউজ ডিরাইভড ফুয়েল (RDF) প্রস্তুতের জন্য যেকোনো উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া উৎপাদন করা যাইবে। ইহা ছাড়াও এই সকল বর্জ্য রিফিউজ ডিরাইভড ফুয়েল প্রস্তুতের জন্য ফিড স্টক হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

৩। উচ্চ ক্যালরিফিক বর্জ্য সিমেন্ট প্ল্যান্ট বা অনুরূপ অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কো-প্রসেসিং এর কাজে অথবা স্বতন্ত্র অপারেটরে জ্বালানি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে।

৪। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা যে কোনো স্বতন্ত্র অপারেটর বর্জ্য হইতে জ্বালানি উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

ছক-১

[বিধি ১০(২), ১১(চ) দ্রষ্টব্য]

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা

(নমুনা)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সূচক	একক	সময়সীমা (পরিকল্পনা হইতে)
১।	জনসচেতনতা সৃষ্টি	বর্জ্য পৃথকীকরণ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির কাভারেজ (কর্মসূচির আওতায় আনীত পরিবার)	%	৩ মাস
		বর্জ্য সাময়িক স্তুপীকরণ পদ্ধতি বিষয়ে এলাকাবাসী বা প্রতিষ্ঠানের মাঝে জনসচেতনতার কাভারেজ	%	৪ মাস
		বর্জ্য পরিবেশসম্মত পরিবহন বিষয়ে সংগ্রহকারীদের মাঝে প্রশিক্ষণ কাভারেজ	সংখ্যা	৪ মাস
		পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মাইকযোগে প্রচার	সংখ্যা	৩ মাস
		পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় মিডিয়ায় প্রচারণা	সংখ্যা	৬ মাস
২।	নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনায় ওয়ার্ড/ইউপি কাভারেজ	%	৬ মাস
৩।	ভৌত সুবিধাদি প্রদান	শ্রেণিভিত্তিক পৃথক বর্জ্য বিন সরবরাহ	সংখ্যা	৬ মাস
৪।	পুনব্যবহার্য পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র	পুনব্যবহারযোগ্য দ্রব্যের স্থাপিত বিক্রয় কেন্দ্র	সংখ্যা	১ বৎসর

৫।	ভাংগারি ব্যবসায়ী বা সংগ্রহকারীদের তালিকা প্রেরণ	ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রণীত তালিকা	%	৬ মাস
৬।	প্রণীত তালিকা পুনঃচক্রায়ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ	স্থাপিত মার্কেট সংযোগ	সংখ্যা	৮ মাস
৭।	পুনঃচক্রায়ন কারখানা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান	উদ্যোক্তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির কাভারেজ	সংখ্যা	১ বৎসর
		প্রদত্ত পুরস্কার		
		প্রদত্ত আর্থিক বা কারিগরী সহায়তা		
৮।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর সহায়তায় অর্গানিক কম্পোস্টিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান	প্রশিক্ষণ কাভারেজ	সংখ্যা	৮ মাস
৯।	বিধিমালা বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	প্রতি মাসে পরিচালিত মোবাইল কোর্ট	সংখ্যা	চলমান
১০।	কঠিন বর্জ্য দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	৬ মাস

ক-২

[বিধি ১৩ (১) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবেদন নম্বর- তারিখ:

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন

(১) প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

১.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম :

১.২ মোট জনসংখ্যা :

১.৩ ডাক যোগাযোগের ঠিকানা :

১.৪ কনজার্ভেন্সির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তার নাম :

১.৫ ফোন নম্বর :

১.৬ ইমেইল ও ঠিকানা :

২ দৈনিক সৃজিত গড় কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ : (টন)

২.১ বাৎসরিক কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ : (টন)

২.২ বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে সংগৃহীত বাৎসরিক কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ : (টন)

২.৩ অনুনোমোদিত স্থানে স্তুপীকৃত কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ (বাৎসরিক) : (টন)

২.৪ অসংগৃহীত কঠিন বর্জ্যের পরিমাণ (বাৎসরিক) : (টন)

২.৫ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প বর্জ্য সংগ্রহের পরিমাণ (বাৎসরিক) : (টন)

২.৬ বাৎসরিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের পরিমাণ (সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগে)

(অ) জৈবিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ/কম্পোস্টিং : (টন)

(আ) অজৈবিক পচনযোগ্য বর্জ্য পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ : (টন)

(ই) বর্জ্য ইনসিনারেশন : (টন)

(ঈ) উন্মুক্ত অবস্থায় বর্জ্য পোড়ানো : (টন)

(উ) বর্জ্য ল্যান্ডফিলের পরিমাণ : (টন)

২.৭ ল্যান্ডফিলের প্রকারঃ

(ক) Unmanaged Shallow/Deep : (টন)

(খ) Managed Anaerobic/Semi-anaerobic : (টন)

(গ) Uncategorized solid waste disposal sites : (টন)

২.৮ ল্যান্ডফিলের অন্যান্য তথ্যাদি

(অ) ল্যান্ডফিল স্থানের সংখ্যা (Number of sites) :

(আ) মোট আয়তন :

(ই) বর্জ্য ওজন করিবার সেতু সুবিধা (Weigh bridge facility) রহিয়াছে কি না :

(ঈ) ল্যান্ডফিল এলাকার সীমানা প্রাচীর রহিয়াছে কিনা :

(উ) ল্যান্ডফিল স্থান আলোকিতকরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা :

(ঊ) বুলডোজার, কম্প্যাক্টর এবং অনুরূপ প্রকৃতির অন্যান্য ধরণের যন্ত্রপাতি: থাকিলে উহার নাম

(ঋ) ল্যান্ডফিল সাইটে নিয়োজিত জনবল সংখ্যা :

(এ) ল্যান্ডফিল সাইটে পর্যাপ্তভাবে আচ্ছাদিতকরণের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা :

(ঐ) ল্যান্ডফিল ভরাটস্থল হইতে গ্যাস নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা :

(ও) চোয়ানি সংগ্রহের ব্যবস্থা রহিয়াছে কিনা :

৩. মজুদকরণ সুবিধা :

৩.১ বর্জ্য সংগ্রহকরণের আয়তন :

৩.২ বাড়ির সংখ্যা :

৩.৩ বাড়ি বাড়ি সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে উহার জন্য কোনো বেসরকারি সংগঠন বা অন্য কাউকে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ :

৩.৪ বর্জ্যধার (Bins) :

প্রকার	আকার	সংখ্যা
(অ) সিমেন্ট কংক্রিট নির্মিত-ধারণ ক্ষমতা		
(আ)ট্রলি-ধারণ ক্ষমতা		
(ই) কন্টেনার (কি কি ধরণের বর্জ্য বা স্টিকারসহ)-ধারণ ক্ষমতা		

(ঈ) ডাম্পার প্লেসার (Dumper placer) যন্ত্রঃ
(উ) অন্যান্য (নাম উল্লেখ করুন)যন্ত্রঃ

৩.৫ সকল আধার ও সংগ্রহস্থল হইতে প্রতিদিন বর্জ্য লইয়া যাওয়া হয় কিনা
৩.৬ আধার হইতে বর্জ্য কায়িকভাবে নাকি যান্ত্রিক উপায়ে উত্তোলন করা হয়

৪। বর্জ্য পরিবহণ

ধরণ	বিদ্যমান সংখ্যা	প্রকৃত প্রয়োজন
(অ) ট্রাক (Truck):		
(আ) ট্রাক টিপার (Truck Tipper):		
(ই) ট্রাক্টর ট্রেলার (Tractor Trailer):		
(ঈ) রিফিউজ কালেক্টর (Refuse Collector):		
(উ) ডাম্পার প্লেসার (Dumper Placer):		
(ঊ) রিক্সা ভ্যান:		
(ঋ) অন্যান্য (যদি থাকে):		

৫. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নতি সাধনে কোনো প্রস্তাব থাকিলে উহা বিবৃত করুনঃ

৬. কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্ব প্রদানের প্রয়াস নেওয়া হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ:

ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের	প্রযুক্তির নাম	প্রক্রিয়াকরণ সময় ও পরিমাণ	নাম ও ঠিকানা

৭. নিম্নোক্ত কার্যাদি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সম্পাদন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)-

(অ) দুগ্ধ খামার:
(আ) পশু জবেহ:
(ই) নির্মাণ-ভাঙন বর্জ্য:
(ঈ) পার্ক, হাঁটার পথ, ইত্যাদি জবর দখল:

৮. বস্তি:
৮.১ মোট বাতির সংখ্যা :
৮.২ স্যানিটারী ব্যবস্থা (Sanitation Facility) সম্পন্ন বস্তির সংখ্যা :

৯. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হইয়া থাকিলে:

মোট মামলার সংখ্যা	দোষী সাব্যস্ত আসামীর সংখ্যা	আদায়কৃত জরিমানার পরিমাণ	কারাদন্ডে দন্ডিত আসামীর সংখ্যা

১০. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

(অ) সরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংখ্যা:
(আ) সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার হাসপাতাল বা ক্লিনিক সংখ্যা:
(ই) বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক সংখ্যা:
(ঈ) সকল হাসপাতাল বা ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় কিনা:

(উ) চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধানাবলি অনুসরণে কোনো অসুবিধা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণঃ

স্বাক্ষর ও তারিখ
এবং নাম ও পদবি
সম্বলিত সীল মোহর।

ছক ৩
[বিধি ১৪ (১) দ্রষ্টব্য]
কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

তারিখঃ
বরাবর
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
দুর্ঘটনার প্রতিবেদন নম্বর-

১। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নাম	:	
২। জেলার নাম	:	
৩। দুর্ঘটনার তারিখ, স্থান ও সময়	:	
৪। দুর্ঘটনা সংঘটনের (ঘটনাক্রম) প্রাক্কালে ঘটনা পরম্পরা	:	
৫। মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর দুর্ঘটনার প্রভাব	:	
৬। দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত জরুরি পদক্ষেপ	:	
৭। দুর্ঘটনা প্রশমনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	:	
৮। ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা পরিহারের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	:	

স্বাক্ষর এবং পূর্ণ নাম
ও
পদবি সম্বলিত সীল মোহর

নোটঃ উপরি-উল্লিখিত কোনো তথ্য এই ছকে ধারণ করা সম্ভব না হইলে উহা পৃথক কাগজে লিপিবদ্ধ বা মুদ্রিত করিয়া ইহার সহিত সংযোজন করিয়া দিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
মোঃ মোস্তফা কামাল
সচিব

ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১

[ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য(ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারা বলে এস, আর, ও নং ১৮৭-আইন/২০২১ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের ১০-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়]

বাংলাদেশ গেজেট
বৃহস্পতিবার, জুন ১০, ২০২১
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ০৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১৮৭ -আইন/২০২১।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ৬গ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।-** (১) এই বিধিমালা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই বিধিমালা তপসিল ১ এ বর্ণিত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন, বিপণন, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি, রপ্তানি, মজুদ, গবেষণাগারে গবেষণার জন্য মজুদ, পরিত্যজন, মেরামত, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং পরিবহন বা এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সহিত জড়িত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালার কোনো কিছুই বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৯ নং আইন) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) "অধিদপ্তর" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(২) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(৩) ''ইলেকট্রিক্যাল পণ্য" বা "ইলেকট্রনিক পণ্য'' অর্থ তপসিল ১ এ বর্ণিত এমন পণ্য যাহার উৎপাদন, হস্তান্তর এবং পরিমাপ সংক্রান্ত কার্যকলাপ বিদ্যুৎ শক্তি এবং বিদ্যুৎ চৌম্বকক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল;

(৪) ''ই-বর্জ্য'' অর্থ তপসিল ১ এ বর্ণিত কোনো ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক সামগ্রী যাহার অর্থনৈতিক জীবন সমাপ্ত হইয়াছে অথবা ব্যবহারকারীর নিকট যাহার প্রয়োজন বা উপযোগিতা সমাপ্ত হইয়াছে অথবা যাহা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাদ পড়িয়াছে বা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় ফেলিয়া দেয়া হইয়াছে;

(৫) ''ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা'' অর্থ ই-বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনঃব্যবহার এবং পরিত্যজন বা ধ্বংসকরণের সমন্বিত প্রক্রিয়া যাহা পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যকে ই-বর্জ্যের বিরূপ প্রভাব হইতে রক্ষা করে;

(৬) ''চূর্ণকারী (dismantler)'' অর্থ পরিত্যক্ত বা ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বা ইহার অংশবিশেষ ভাঙার কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি;

(৭) "তপসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোনো তপসিল;

(৮) ''নিবন্ধন" অর্থ বিধি ১০ এর অধীন নিবন্ধিত ই-বর্জ্য উৎপাদন, পরিচালনা, সংগ্রহ, গ্রহণ, মজুদ, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ, চূর্ণকরণ, পুনঃচক্রায়ন এবং পরিত্যজন বা ধ্বংসকরণের জন্য প্রদত্ত নিবন্ধন;

(৯) ‘‘নিলাম বিক্রয়’’ অর্থ ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বা পণ্যের অংশবিশেষ টেন্ডার, নিলাম বা ব্যক্তিগত চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি, কোম্পানি বা সরকারি কোনো বিভাগ কর্তৃক বিক্রয়;

(১০) “পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারী (recycler)’’ অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি পুনঃব্যবহারোপযোগী ও পুনরুদ্ধারের জন্য ই-বর্জ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যে নিয়োজিত;

(১১) ‘‘প্রস্তুতকারক’’ অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি-

(ক) নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদন, বিক্রয়, মজুদ ও বিপণন করিয়া থাকেন; বা

(খ) অন্য কোনো প্রস্তুতকারকের বা সরবরাহকারীর ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য নিজ ব্র্যান্ডের অধীন উৎপাদন, বিক্রয়, মজুদ ও বিপণন করিয়া থাকেন;

(১২) ‘‘পরিবহনকারী (transporter)’’ অর্থ আকাশ, রেল, সড়ক বা নৌ পথে ই-বর্জ্য বহনকারী কোনো ব্যক্তি;

(১৩) “ফরম” অর্থ এই বিধিমালার কোনো ফরম;

(১৪) ‘‘বড় ব্যবহারকারী ভোক্তা’’ অর্থ ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের অধিক ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সরকারি দপ্তর, বহুজাতিক কোম্পানি, ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি কোম্পানি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান;

(১৫) ‘‘ব্যক্তি’’ অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) ‘‘ব্যবসায়ী’’ বা “বিক্রেতা’’ অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকেন বা কোনো ভোক্তা, অধিক ব্যবহারকারী, অন্যান্য ব্যবসায়ী বা প্রস্তুতকারকের পক্ষে খুচরা বিক্রেতাগণের নিকট হইতে ই-বর্জ্য ফেরত নিয়া থাকেন;

(১৭) ‘‘মেরামত’’ অর্থ ব্যবহৃত বা পুরাতন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য পুনরায় ব্যবহার ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য মেরামত করা;

(১৮) ‘‘মেরামতকারী (refurbisher)’’ অর্থ মেরামত কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি;

(১৯) ‘‘রপ্তানিকারক’’ অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি ই-বর্জ্য অন্য দেশে রপ্তানি করেন এবং যে দেশ বা দেশের অধীন কোনো স্থান হইতে রপ্তানি করা হয় সেই দেশও রপ্তানিকারক বলিয়া গণ্য হইবে;

(২০) ‘‘লক্ষ্যমাত্রা’’ অর্থ তপসিল ২ এ বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা;

(২১) ‘‘সংগ্রহ কেন্দ্র’’ অর্থ ই-বর্জ্য সংগ্রহের নিমিত্ত স্থাপিত কেন্দ্র; এবং

(২২) ‘‘সংযোজনকারী’’ অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি নিজস্ব ব্র্যান্ডের অধীন ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য সংযোজন, মজুদ ও বিপণন করিয়া থাকেন।

৩। **প্রস্তুতকারক বা সংযোজনকারীর দায়িত্ব**।- প্রস্তুতকারক বা সংযোজনকারীর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ই-বর্জ্য পুনঃব্যবহারোপযোগী বা ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সংগ্রহ;

(খ) সকল ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যে দেশের কোড, ক্রমিক নম্বরসহ কোম্পানি কোড বা ব্যক্তিগত পরিচয় ব্যবহার;

(গ) মেরামতকারী, চূর্ণকারী বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী বরাবর ই-বর্জ্য সরবরাহ;

(ঘ) ফ্লুরোসেন্ট এবং মারকারী যুক্ত ল্যাম্পসমূহের ক্ষেত্রে যেখানে পুনঃচক্রায়নকারী পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে উক্ত ই-বর্জ্য মজুদ এবং নিষ্পত্তি সুবিধার (disposal facility) লক্ষ্যে সংগ্রহ কেন্দ্রে সরবরাহ;

(ঙ) ই-বর্জ্য রাখিবার জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা সমন্বিতভাবে সংগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন;

(চ) ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগে অর্থায়নের ব্যবস্থা রাখা;

(ছ) ই-বর্জ্য মজুদ এবং পরিবহনের সময় পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার যাহাতে কোনো ধরনের ক্ষতি সাধিত না হয় বা ক্ষতি সাধনের সুযোগ না থাকে, সে লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত নির্দেশিকা অনুসরণ;

(জ) ই-বর্জ্য সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ব্যবসায়ী বা বিক্রেতা এবং নিবন্ধিত সংগ্রহ কেন্দ্রের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল নম্বর, ইত্যাদি পণ্যের গায়ে বা মোড়কের গায়ে উল্লেখ অথবা ভোক্তা ও বড় ব্যবহারকারী ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ;

(ঝ) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রকাশনা, লিফলেট, তথ্য সংবলিত বুকলেট, বিজ্ঞাপন পোস্টার এবং ডিজিটাল পদ্ধতি (ওয়েবসাইট, ইমেইল, এসএমএস, ইত্যাদি) এর মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি-

(অ) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য বা পদার্থের বিপজ্জনক উপাদানসমূহের তথ্য;

(আ) ই-বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা, চূর্ণ বা পরিত্যাগ না করা বা পুনঃব্যবহারোপযোগী না করিবার ঝুঁকি সম্পর্কীয় তথ্য যাহা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা, জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করিতে পারে;

(ঞ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে-

(অ) ভোক্তা কর্তৃক মেয়াদোত্তীর্ণ, অব্যবহৃত বা অকেজো হইবার কারণে তপসিল ১ এ উল্লিখিত ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক পণ্য ফেরত প্রদানের সময় ভোক্তাকে, সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অর্থ, প্রণোদনা হিসাবে প্রদান;

(আ) নিবন্ধনের আবেদনের সময় ফরম-১ অনুযায়ী ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত পরিকল্পনা দাখিল; এবং

(ই) তপসিল ২ এ বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ।

৪। **মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদারের দায়িত্ব**।- প্রত্যেক মজুদকারী বা ব্যবসায়ী বা দোকানদার ই-বর্জ্য নিরাপত্তার সহিত সংগ্রহ এবং নিরাপদ পরিবহনের মাধ্যমে সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

৫। **মেরামতকারীর দায়িত্ব**।- প্রত্যেক মেরামতকারী মেরামত প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ই-বর্জ্য সংগ্রহ করিবেন এবং উহা সংগ্রহ কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন।

৬। **সংগ্রহ কেন্দ্রের দায়িত্ব**।- সংগ্রহ কেন্দ্রের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) পরিবেশসম্মত উপায়ে ই-বর্জ্য সংগ্রহ;

(খ) প্রস্তুতকারক, সংযোজনকারী, মেরামতকারী, চূর্ণকারী বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারীর নিকট প্রেরণের পূর্বে সংগৃহীত ই-বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে নিরাপদে সংরক্ষণ;

(গ) ই-বর্জ্য নিরাপদে পরিবহন; এবং

(ঘ) সংগ্রহ কেন্দ্রের ঠিকানা, টেলিফোন ও হেল্পলাইন নম্বর, ই-মেইল, ইত্যাদি জনসাধারণের নিকট সরবরাহ।

৭। **ব্যক্তিগত ভোক্তা বা বড় ব্যবহারকারী ভোক্তার দায়িত্ব**।- ভোক্তা বা বড় ব্যবহারকারী ভোক্তার দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ই-বর্জ্য কোনো নির্দিষ্ট দোকানদার, ব্যবসায়ী, মজুদকারী বা কোনো সংগ্রহ কেন্দ্রের নিকট জমা প্রদান; এবং

(খ) ই-বর্জ্য নিলামে বিক্রয় করা বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী, সংগ্রহ কেন্দ্র, মেরামতকারী, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী বা মেরামত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুতকারকের নিকট জমা প্রদান।

৮। **চূর্ণকারীর দায়িত্ব** ।- প্রত্যেক চূর্ণকারীর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বিধি ১০ ও ১২ অনুযায়ী নিবন্ধন ও পরিবেশত ছাড়পত্র গ্রহণ;

(খ) পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় এইরূপে ই-বর্জ্য সংরক্ষণ বা মজুদ এবং পরিবহন;

(গ) পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে এইরূপে ই-বর্জ্য চূর্ণকরণ;

(ঘ) অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চূর্ণ প্রক্রিয়াজাতকরণ;

(ঙ) চূর্ণ ই-বর্জ্য পৃথক করা এবং তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ স্থানে প্রেরণ;

(চ) পরিত্যজন বা ধ্বংসকরণ অযোগ্য উপাদান অনুমোদিত প্রক্রিয়াকরণ গুদামে বা ভস্মীভূতকরণ স্থানে প্রেরণ;

(ছ) অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে এবং পদ্ধতিতে ই-বর্জ্য চূর্ণকরণ;

(জ) যে সকল ই-বর্জ্য (ফ্লুরোসেন্ট এবং মারকারীযুক্ত ল্যাম্প) পূর্ণ প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয় সেই সকল ই-বর্জ্য পরিবেশসম্মত উপায়ে মজুদ বা গুদামজাত এবং নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) ফ্লুরোসেন্ট এবং মারকারীযুক্ত ল্যাম্প নিষ্পত্তির পূর্বে পারদ নিশ্চল (immobilise) এবং বর্জ্য আয়তন হ্রাস করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রাক-ব্যবস্থা (pre-treatment) নিশ্চিতকরণ; এবং

(ঞ) সংশ্লিষ্ট শ্রমিকগণকে ই-বর্জ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে অবহিতকরণ।

৯। **পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারীর দায়িত্ব**।- প্রত্যেক পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকারীর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) আন্তর্জাতিক মান বা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ;

(খ) পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের সময় উৎপাদিত উচ্ছিষ্ট বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ গুদামে পরিবেশসম্মত উপায়ে গুদামজাত করা;

(গ) পরিবেশ এবং জনস্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না হয় এইরূপভাবে ই-বর্জ্য সংরক্ষণ, মজুদ এবং পরিবহন;

(ঘ) পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে এইরূপে ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ; এবং

(ঙ) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মীগণের ই-বর্জ্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা।

১০। **ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিবন্ধন গ্রহণ, ইত্যাদি।- (১)** প্রত্যেক ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, সংযোজনকারী, বড় আমদানিকারক, ব্যবসায়ী বা দোকানদার, মজুদকারী, পরিবহনকারী, মেরামতকারী, সংগ্রহ কেন্দ্র, চূর্ণকারী, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী, নিলাম বিক্রেতা এবং রপ্তানিকারককে অধিদপ্তর হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নিবন্ধন গ্রহণের জন্য ফরম-১, ফরম-২ বা, ক্ষেত্রমত, ফরম-৩ অনুযায়ী অধিদপ্তরে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) আবেদন প্রাপ্তির পর অধিদপ্তর যদি মনে করে যে, ই-বর্জ্য নিরাপদে ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদনকারী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রযুক্তিগত দিক হইতে তাহাদের পর্যাপ্ত সামর্থ্য রহিয়াছে, তবে আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফরম-৪ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান করিবে।

(৪) অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণসহ এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবে এবং আগ্রহী ব্যক্তি বা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য তথ্য প্রকাশ করিবে।

(৫) অধিদপ্তর নিবন্ধনপ্রাপ্তগণের তালিকা ও তথ্যাদি রেজিস্টারে এবং ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে।

১১। **নিবন্ধন স্থগিত বা বাতিলের ক্ষমতা।-** নিবন্ধন গ্রহণকারী নিবন্ধনের কোনো শর্ত বা আইন বা এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে অধিদপ্তর নিবন্ধন গ্রহণকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া এইরূপ নিবন্ধন বাতিল বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

১২। **পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ।-** এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিবন্ধন গ্রহণকারী প্রত্যেক ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারক বা সংযোজনকারী বা ই-বর্জ্য চূর্ণকারী বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারীকে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধীন পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। **ই-বর্জ্য মজুদকরণ পদ্ধতি।-** (১) কোনো প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী বা দোকানদার, সংগ্রহ কেন্দ্র, চূর্ণকারী, মেরামতকারী এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী ই-বর্জ্য ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক সময় মজুদ রাখিতে পারিবেন না।

(২) আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা আরও ৯০ (নব্বই) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) চূর্ণকারী এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারীর বাৎসরিক মজুদকরণ ক্ষমতা অধিক থাকিলে; এবং

(খ) যেক্ষেত্রে ই-বর্জ্যের পরিবেশবান্ধব পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ করিতে অধিকতর সময় প্রয়োজন।

(৩) ই-বর্জ্য মজুদকরণের ক্ষেত্রে-

(ক) পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে;

(খ) মজুদকরণ স্থানে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; এবং

(গ) ই-বর্জ্য যাহাতে মাটি, পানি বা বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত না হয় তজ্জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। **ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনে বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহারের মানমাত্রা।-** (১) প্রত্যেক ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুতকারক তাহার পণ্য উৎপাদনে বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার তপসিল ৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসরণ করিবে।

(২) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনে বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার এই বিধিমালা কার্যকর হইবার দিন হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত মানমাত্রার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার জন্য হ্রাস করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজনে এই সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যে বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে হ্রাসকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অর্থাৎ যে সকল বিপজ্জনক পদার্থ হ্রাস করা হইয়াছে এবং যে সকল বিপজ্জনক পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা পণ্য তথ্য বুকলেটে (product information booklet) সংযোজন করিতে হইবে।

১৫। **পুরাতন বা ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ**।- কোনো পুরাতন বা ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানি করা অথবা দান, অনুদান বা অন্য কোনোভাবে গ্রহণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের নিমিত্ত অধিদপ্তরের অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক উক্তরূপ আমদানি বা গ্রহণ করা যাইবে।

১৬। **তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল**।- প্রত্যেক প্রস্তুতকারক, সংযোজনকারী, বড় আমদানিকারক, মজুদকারী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, মেরামতকারী, বড় ব্যবহারকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক ভোক্তা, সংগ্রহকারী, চূর্ণকারী, পুন:প্রক্রিয়াজাতকারী, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী, নিলাম বিক্রেতা ও রপ্তানিকারক-

(ক) ফরম-৬ অনুযায়ী ই-বর্জ্য সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করিবে; এবং

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী সংরক্ষিত তথ্যের ভিত্তিতে ফরম-৭ অনুযায়ী প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সমাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অধিদপ্তরে বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

১৭। **অধিদপ্তর কর্তৃক বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ**।- (১) ই-বর্জ্যের বিশেষ ধরণ বিবেচনা করিয়া অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রতিবৎসর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে বাৎসরিক প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন একত্রিত করিয়া উহা পুনঃপরীক্ষা ও নির্দেশনার জন্য প্রতিবৎসর ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

১৮। **ই-বর্জ্য পরিবহন**।- ই-বর্জ্য পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে পরিবহন করিতে হইবে।

১৯। **ই-বর্জ্য রপ্তানিকরণ**।- দেশে ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ বা পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকিলে অধিদপ্তরের অনাপত্তি সাপেক্ষে ই-বর্জ্য বিদেশে রপ্তানি করা যাইবে।

২০। **দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবেদন দাখিল ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ**।- ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বা পরিবহনের সময় যদি কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে ফরম-৮ অনুযায়ী অধিদপ্তর, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বিস্ফোরক অধিদপ্তর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বরাবরে দুর্ঘটনার প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

২১। **ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, সংগ্রহ কেন্দ্র, পরিবহনকারী, চূর্ণকারী, মেরামতকারী এবং ব্যবহারোপযোগীকরণকারীর দায়**।- (১) ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, সংগ্রহ কেন্দ্র, পরিবহনকারী, চূর্ণকারী, মেরামতকারী এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী পরিবেশগত বা জনস্বাস্থ্যের যে কোনো ক্ষতিসাধনের জন্য দায়ী হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দায়ী ব্যক্তি তাহার দ্বারা সাধিত ক্ষতি সম্পর্কে অধিদপ্তরের নিকট প্রতিবেদন দাখিলপূর্বক নিজ অর্থে পরিবেশগত এইরূপ ক্ষতিপূরণ করিতে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবেশগত উপাদান পুনরুদ্ধার করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৩) ভোক্তাগণ ই-বর্জ্য ব্যবসায়ী, দোকানদার বা সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা দেওয়ার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং এইরূপ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে আইনে বর্ণিত জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

২২। **আন্তর্জাতিক মান, ইত্যাদি অনুসরণ**।- ই-বর্জ্য সংগ্রহ, মজুদ, পরিবহন, মেরামত, চূর্ণকরণ, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ এবং ধ্বংসকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মান বা অধিদপ্তর কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হইবে।

২৩। **সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব**।- (১) অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসহ সরকারের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ই-বর্জ্য সংগ্রহ, পুনঃচক্রায়ন, পুনঃব্যবহার এবং ধ্বংস সম্পর্কিত কার্যাবলি তদারকি করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক পর্যবেক্ষণ করা হইবে।

(২) সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাসমূহ উহাদের গৃহস্থালি বর্জ্য ফেলিবার স্থানে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ই-বর্জ্য ফেলিবার জন্য চিহ্নিত করিবে।

(৩) অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য উৎপাদনকারী, আমদানিকারী এবং সরবরাহকারীগণ ই-বর্জ্য সংগ্রহ কেন্দ্রে জমা প্রদান বা পৌঁছাইয়া দেওয়ার বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করিবে।

২৪। **দণ্ড**।- এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হইলে আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত টেবিলের ক্রমিক নং ৬ অনুযায়ী দণ্ড আরোপনীয় হইবে।

২৫। **আপিল**।- (১) অধিদপ্তর কর্তৃক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য নিবন্ধন গ্রহণ বা উহা স্থগিত, বাতিল বা প্রত্যাহারের আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি ফরম-৫ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গঠিত আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল দায়ের ও উহার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৪ এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

তপসিল ১

[বিধি ১(৩), ২(৩), ২(৪) ও ৩(ঞ)(অ) দ্রষ্টব্য]

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্য/যন্ত্রপাতির শ্রেণি ও তালিকা

ক্রমিক নং	শ্রেণি	পণ্য/যন্ত্রপাতি
(১)	(২)	(৩)
১।	ঘরোয়া যন্ত্রপাতি (Household appliance)	(ক) কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প (Compact Fluorescent Lamp) বা মারকারীযুক্ত ল্যাম্প (খ) লেডযুক্ত ক্যাপাসিটর/ব্যাটারি/লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি (গ) ক্যাডমিয়ার এবং এর যৌগধারী থারমাল কাট-অফ (ঘ) রেফ্রিজারেটর (ঙ) কাপড় ধোয়ার যন্ত্র (Washing machine) (চ) থলা-বাসন ধোয়ার যন্ত্র (Dish washer) (ছ) মাইক্রোওয়েভ ওভেন (Microwave oven) (জ) রান্না বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত অন্যান্য ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি (Other electrical/electronic appliance used for cooking and processing of food) (ঝ) বৈদ্যুতিক হিটার (Electric heating appliance)

		(ঞ) ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (Vacuum cleaner) (ট) ইস্ত্রি এবং অনুরুপ অন্যান্য যন্ত্রপাতি (Iron and similar other appliance) (ঠ) টোস্টার (Toaster) (ড) ব্যাটারি, ল্যাম্প (Lamp) (ঢ) চূর্ণন যন্ত্র (Grinder) (ণ) কফি তৈরির যন্ত্র (coffee maker) (ত) খাবার ফ্রাই করিবার যন্ত্র (Fryer) (থ) টেলিভিশন (CRT, LCD, LED etc.) (দ) ডিভিডি প্লেয়ার (DVD Player/VCR/VCP) (ধ) ভিডিও ব্যামেরা (Video camera) (ন) ভিডিও ধারণ যন্ত্র (Video recorder) (প) ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital camera) (ফ) রেডিও/অডিও এ্যামপিফ্লাইয়ার (Radio/Audio amplifier) (ব) ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র (electrical/electronic Musical instrument) (ভ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র (ম) বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত ওয়াটার ফিল্টার/পিউরিফায়ার, ওয়াটার হিটার/ গিজার এবং গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত অন্য যে কোনো পণ্য
২।	Monitoring and control instruments	(ক) ধোঁয়া নির্ণয়কারী যন্ত্র (Smoke detector) (খ) শিল্প-কারখানা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত কন্ট্রোল প্যানেল (control panel in industrial installation / power plant) (গ) তাপ নিয়ন্ত্রক (Heating regulator) (ঘ) থার্মোস্ট্যাট (Thermostat) (ঙ) বাড়ীতে বা গবেষণাগারে ব্যবহৃত ওজন নির্ণয়ক যন্ত্র (চ) ধোঁয়া নির্বাপক (ছ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই এমন পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা শিল্প-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত যন্ত্র (নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্র) (জ) কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র/চিলার (ঝ) ঘরোয়া কাজে এবং পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পরিমাপক এবং বিভিন্ন সমন্বয়কারী যন্ত্র (ঞ) Engineering / Environmental Survey Instruments (ট) Arsenic Measurement Instruments

৩।	Medical Equipments	(ক) Microscope (খ) Respiration Monitors (গ) Glucose Monitors (ঘ) Physical Therapy Devices (ঙ) Laboratory Measurement Equipment (Thermo meter, PH meter, Conductometer, Measuring Instrument, Titratable Acidity Mini Titrator, Refractive Index, Measurement of Liquids etc.) (চ) Defibrillators (ছ) MRI Equipment (জ) Diagnostic Imaging Equipment (ঝ) Biomedical/Pathological Testing Devices (ঞ) Urinalysis Equipment (ট) Endoscopy Equipment (ঠ) Hematology Equipment (ড) Vital Sign Monitors (ঢ) Ultrasound Equipment (ণ) Computed Tomography (CT) Equipment (ত) X-Ray machine (থ) Other e-equipments used in Hospital and also in Diagnosis centre (দ) Research based Lab Equipments etc.
৪।	Automatic Machine	(ক) কোমল পানীয় বিক্রয়ের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automatic dispenser for beverage/drink) (খ) টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র¿ (Automated Teller Machine)
৫।	তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি (IT and telecommunication equipment)	(ক) কেন্দ্রীয় ডাটা প্রক্রিয়াকরণঃ মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার, ব্যক্তিগত কম্পিউটার (খ) কম্পিউটার মনিটর (Computer Monitor) (গ) ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop) (ঘ) নোটবুক/নোট প্যাড বা অনুরূপ যন্ত্র (ঙ) প্রিন্টার (Printer) (চ) ফটোকপিয়ার (Photocopier)

		(ছ) স্ক্যানার (Scanner) (জ) ফ্লপি (Floppy) (ঝ) ক্যালকুলেটর (Calculator) (ঞ) ফ্যাক্স (Facsimile/Fax) (ট) সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোন (Cellular telephone/mobile phone) (ঠ) টেলিফোন (land phone Ges cordless phone) (ড) তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতি যা বৈদ্যুতিক, মাইক্রোওয়েভ এবং অপটিক্যাল পদ্ধতিতে ভয়েস, তথ্য বা ছবি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, উপস্থাপনা এবং প্রেরণে ব্যবহৃত হয় (Information Technology and Telecommunication related other products and equipments for the collection/storage of voice, information / picture, processing, presentation or communication of information, such as sound, image, data etc. By electronic, microwave and optical media)

তপসিল -২

[বিধি ২(১০) ও ৩(ঞ)(ই) দ্রষ্টব্য]

প্রস্তুতকারক ও সংযোজনকারী এবং বড় আমদানিকারক কর্তৃক ই-বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	বৎসর	ই-বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/ওজন)
(১)	(২)	(৩)
১।	বিধিমালা বাস্তবায়নের ১ম বৎসরে	পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ১০%
২।	বিধিমালা বাস্তবায়নের ২য় বৎসরে	পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ২০%
৩।	বিধিমালা বাস্তবায়নের ৩য় বৎসরে	পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ৩০%
৪।	বিধিমালা বাস্তবায়নের ৪র্থ বৎসরে	পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ৪০%
৫।	বিধিমালা বাস্তবায়নের ৫ম বৎসর হতে চলমান	পরিকল্পনায় বর্ণিত উৎপাদিত ই-বর্জ্যের ৫০%

তপসিল-৩

(বিধি ১৪(১) দ্রষ্টব্য)

বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহারের মানমাত্রা

(Threshold limits for use of certain hazardous substances)

ক্রমিক নং	পদার্থের নাম	মানমাত্রা
(১)	(২)	(৩)
১।	Cadmium	০.০১%
২।	Lead	০.১%
৩।	Mercury	০.১%
৪।	Chromium VI	০.১%
৫।	Polybrominated biphenyls (PBB)	০.১%
৬।	Polybrominated biphenyl ethers (PBDE)	০.১%
৭।	Bis (2 -ethylhexyl) phthalate (DEHP)	০.১%
৮।	Butyl benzyl phthalate (BBP)	০.১%
৯।	Dibutyl phthalate (DBP)	০.১%
১০।	Diisobutyl phthalate (DIBP)	০.১%

ফরম-১

(বিধি ১০(২) দ্রষ্টব্য)

প্রস্তুতকারক/সংযোজনকারী/বড় আমদানিকারক কর্তৃক ই-বর্জ্যের উৎপাদন/সংগ্রহ/পরিবহন/ মজুদ/চূর্ণ/পুনঃব্যবহারোপযোগী/পরিত্যজন/ধ্বংসকরণের জন্য নিবন্ধনের আবেদন

বরাবর
মহাপরিচালক (প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করা হইলে)/পরিচালক (বিভাগীয় কার্যালয়ে আবেদন করা হইলে)
....

জনাব,

আমি/আমরা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর বিধান মোতাবেক ই-বর্জ্য উৎপাদন/ সংগ্রহ/পরিবহন/মজুদ/চূর্ণ/পুনঃব্যবহারোপযোগী/পরিত্যজন/ধ্বংসকরণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ আবেদন করিতেছি।

(১) আবেদনকারীর সাধারণ তথ্যাদি:

১। প্রতিষ্ঠান/বিভাগের নাম ....

২। আবেদনকারীর নাম ....

৩। পূর্ণ ঠিকানা ....

৪।	ফোন .... মোবাইল ....

৫।	নতুন আবেদনঃ হ্যাঁ/না .... যদি উত্তর না হয় তবে পূর্বে নিবন্ধনের নম্বর এবং তারিখ ....

(২) অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য:

টেবিল ১: ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও পণ্য যাহা পূর্ববর্তী ১০ (দশ) বৎসরে বাজারে ছাড়া হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি/পণ্য আইটেম	পণ্যের সংখ্যা/ওজন

(ক) ঘরোয়া যন্ত্রপাতি (Household Appliances):											
		১ম বৎসর	২য় বৎসর	৩য় বৎসর	৪র্থ বৎসর	৫ম বৎসর	৬ষ্ঠ বৎসর	৭ম বৎসর	৮ম বৎসর	৯ম বৎসর	১০ম বৎসর
(১)	কম্প্যাক্ট ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প (Compact Fluorescent Lamp ev CFL) বা মারকারীযুক্ত ল্যাম্প										
(২)	লেডযুক্ত ক্যাপাসিটর/ব্যাটারি										
(৩)	ক্যাডমিয়াম এবং এর যৌগধারী থারমাল কাট-অফ										
(৪)	রেফ্রিজারেটর										
(৫)	কাপড় ধোয়ার যন্ত্র (Washing machine)										
(৬)	থালা-বাসন ধোয়ার যন্ত্র (Dish washer)										
(৭)	মাইক্রোওয়েভ ওভেন (Microwave oven)										
(৮)	রান্না বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত অন্যান্য ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি (Other electrical/ electronic appliance used for cooking and processing of food)										
(৯)	বৈদ্যুতিক হিটার (Electric heating appliance)										
(১০)	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (Vacuum cleaner)										

(১১)	ইস্ত্রি এবং অনুরূপ অন্যান্য যন্ত্রপাতি (Iron and similar other appliance)										
(১২)	টোস্টার (Toaster)										
(১৩)	চূর্ণন যন্ত্র (Grinder)										
(১৪)	কফি তৈরীর যন্ত্র (coffee maker)										
(১৫)	Fryer (খাবার ফ্রাই করিবার যন্ত্র)										
(১৬)	টেলিভিশন (CRT, LCD, LED etc.)										
(১৭)	ডিভিডি প্লেয়ার/(DVD Player/ VCR/VCP)										
(১৮)	ভিডিও ক্যামেরা (Video camera)										
(১৯)	ভিডিও ধারণ যন্ত্র (Video recorder)										
(২০)	ডিজিটাল ক্যামেরা (Digital camera)										
(২১)	রেডিও/অডিও এ্যামপ্লিফাইয়ার (Radio/Audio amplifier)										
(২২)	ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক বাদ্যযন্ত্র (electrical/electronic Musical instrument)										
(খ) Monitoring and control instruments:											
(২৩)	ধোয়া নির্ণয়কারী যন্ত্র (Smoke detector)										
(২৪)	শিল্প কলকারখানা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত কন্ট্রোল প্যানেল (control panel in industrial installation/ power plant)										
(২৫)	থার্মোস্ট্যাট (Thermostat)										
(২৬)	তেজস্ক্রিয় পদার্থ নেই এমন পরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা শিল্পো-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে স্থাপিত যন্ত্র (নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্র)										

(২৭)	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র										
(২৮)	ঘরোয়া কাজে এবং পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের পরিমাপক, ওজন নেয়ার যন্ত্র এবং বিভিন্ন সমন্বকারী যন্ত্র										
(২৯)	তাপ নিয়ন্ত্রক (Heating regulator)										
(৩০)	বাড়ীতে বা গবেষণাগারে ব্যবহৃত ওজন নির্ণয়ক যন্ত্র										
(গ) Medical Equipments:											
(৩১)	Microscope										
(৩২)	Respiration Monitors										
(৩৩)	Glucose Monitors										
(৩৪)	Physical Therapy Devices										
(৩৫)	Laboratory Measurement Equipment (Thermo meter, PH meter, conductometer, Measuring Instrument, Titratable Acidity Mini Titrator, Refractive Index, Measurement of Liquids etc.)										
(৩৬)	Defibrillators										
(৩৭)	MRI Equipment										
(৩৮)	Diagnostic Imaging Equipment										
(৩৯)	Biomedical/Pathological Testing Devices										
(৪০)	Urinalysis Equipment										
(৪১)	Endoscopy Equipment										
(৪২)	Hematology Equipment										

(৪৩)	Vital Sign Monitors										
(৪৪)	Ultrasound Equipment										
(ঘ) Automatic Machine:											
(৪৫)	কোমল পানীয় বিক্রয়ের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automatic dispenser for beverage/drink)										
(৪৬)	টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automated Teller Machine)										
(ঙ) তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি (Information technology and telecommunication equipment):											
(৪৭)	কেন্দ্রিয় ডাটা প্রক্রিয়াকরণ: মেইনফ্রেম কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটার										
(৪৮)	ব্যক্তিগত কম্পিউটার (Personal Computer)										
(৪৯)	কম্পিউটার মনিটর (Computer Monitor)										
(৫০)	ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop), নোট প্যাড (Note Pad), নোটবুক (Note Book)										
(৫১)	i-pad, Tab বা অনুরূপ যন্ত্রসহ										
(৫২)	প্রিন্টার (Printer)										
(৫৩)	ফটোকপিয়ার (Photocopier)										
(৫৪)	ক্যালকুলেটর (Calculator)										
(৫৫)	ফ্যাক্স (Facsimile/Fax)										
(৫৬)	সেলুলার ফোন বা মোবাইল ফোন (Cellular telephone/ mobile phone)										
(৫৭)	টেলিফোন (land phone Ges cordless phone)										
(৫৮)	অন্যান্য যন্ত্রপাতি যা বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তথ্য বা ছবি সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, উপস্থাপনা এবং প্রেরণে ব্যবহৃত হয়										

	(other products and equipments for the collection, storage, processing, presentation or communication of information, such as sound, image, data etc. By electronic means)										
(৫৯)	স্ক্যানার (Scanner)										
(৬০)	প্লটার (Plotter)										
(৬১)	ওএমআর (OMR)										
(৬২)	বারকোড রিডার (Barcode reader)										
(৬৩)	মাইক্রোফোন (Microphone)										
(৬৪)	মাউস, কী-বোর্ড (Mouse, Key-board)										
(৬৫)	ওয়েব ক্যামেরা (Web camera)										
(৬৬)	জয়স্টিক (Joystick)										
(৬৭)	প্রোজেক্টর (Projector)										
(৬৮)	স্পিকার (Speaker)										
(৬৯)	মডেম (Modem)										
(৭০)	এন্টেনা (Antenna)										
(৭১)	রাউটার (Router)										

টেবিল-২: আইটেম অনুযায়ী আনুমানিক উৎপাদিত ই-বর্জ্য এবং সার্ভিস সেন্টার বা সেবা কেন্দ্র হইতে উৎপাদিত ই-বর্জ্যসহ আসন্ন বৎসরে আনুমানিক সংগ্রহের পরিকল্পনা:

ক্রমিক নং	আইটেম	আনুমানিক উৎপাদিত ই-বর্জ্য		সংগ্রহের আনুমানিক পরিমাণ	
		সংখ্যা	ওজন	সংখ্যা	ওজন

(৩) অর্থ প্রণোদনা প্রদান ও ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনার বিবরণ:

(৪) প্রস্তাবিত জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির পূর্ণ বিবরণী:

(৫) বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার হ্রাস করিবার জন্য গৃহীত বা গৃহীতব্য ব্যবস্থার বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(৬) প্রয়োজনীয় দলিলাদি:

(অ) বিপজ্জনক উপাদানযুক্ত ইলেকট্রনিক এবং ইলেকট্রিক্যাল পণ্যের প্রমাণ হিসাবে প্রযুক্তিগত দলিল (যেমন- সরবরাহকারীর ঘোষণা, পণ্যের ঘোষণা/বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন), যাহা বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহার হ্রাস করিবার বিধানমতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের স্ট্যান্ডার্ড ইএন-৫০৫৮১ এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে;

(আ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর হইতে বিপজ্জনক পদার্থ বিক্রয়ের অনুমতির কপি;

(ই) বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহারের মানমাত্রা অনুসরণ বা, প্রয়োজনে, হ্রাস করিবার বিষয়ে অঙ্গীকারনামা;

(ঈ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য লাইসেন্স বা অনুমতির কপি;

(উ) ই-বর্জ্য পুন:প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ এবং নিষ্পত্তি সুবিধা প্রভৃতির উল্লেখপূর্বক ডিলার বা বিক্রেতা, সংগ্রহ কেন্দ্র, পুনঃব্যবহারপোযোগীকরণকারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির কপি; এবং

(ঊ) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো দলিল।

তারিখ .... আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....

নাম..

পদবি...

ফরম-২

[বিধি ১০(২) দ্রষ্টব্য]

ব্যবসায়ী/দোকানদার/রপ্তানিকারক/মজুদকারী/সংগ্রহকেন্দ্র/ব্যবস্থাপনাকারী/মেরামতকারীর নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদন

বরাবর

মহাপরিচালক (প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করা হইলে)/পরিচালক (বিভাগীয় কার্যালয়ে আবেদন করা হইলে)

....

জনাব,

আমি/আমরা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর বিধান মোতাবেক নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ আবেদন করিতেছি।

(১) প্রতিষ্ঠানের নাম ....

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ....

(৩) ঠিকানা ....

(৪) যোগাযোগ ঠিকানাঃ ফোন নম্বর .... মোবাইল নম্বর ....

(৫) ই-মেইল .... ফ্যাক্স ....

(৬) টিআইএন/কর নিবন্ধন নম্বর...

(৭) ট্রেড লাইসেন্স এবং ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর [লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে]

(৮) কি উদ্দেশ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে (সঠিক উত্তরে টিক প্রদান করুন বাকি অংশটুকু বাদ দিন)

(ক) ব্যবসায়; (খ) বিক্রয়; (গ) রপ্তানি; (ঘ) মজুদ; (ঙ) সংগ্রহ; (চ) ব্যবস্থাপনা (ছ) মেরামত

(৯) ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বর্ণনা ....

তারিখ .... আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....

ফরম-৩
[বিধি ১০(২) দ্রষ্টব্য]

ই-বর্জ্য সৃষ্টি/ চূর্ণকরণ/পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যজন বা ধ্বংসকরণের জন্য নিবন্ধন প্রাপ্তির আবেদন

বরাবর

মহাপরিচালক (প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করা হইলে)/পরিচালক (বিভাগীয় কার্যালয়ে আবেদন করা হইলে)

....

জনাব,

আমি/আমরা ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর বিধান মোতাবেক ই-বর্জ্য সৃষ্টি/ চূর্ণকরণ/ পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যজন বা ধ্বংসকরণের উদ্দেশ্যে নিবন্ধন প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ আবেদন করিতেছি।

সাধারণ তথ্য-

১। প্রতিষ্ঠান/বিভাগের নাম ....

২। আবেদনকারীর নাম ....

৩। পূর্ণ ঠিকানা ....

৪। ফোন .... মোবাইল ....

৫। নতুন আবেদনঃ হ্যাঁ/না .... যদি উত্তর না হয় তবে পূর্বে নিবন্ধনের নম্বর এবং তারিখ ....

৬। কি উদ্দেশ্যে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইয়াছে (সঠিক উত্তরে টিক প্রদান করুন বাকি অংশটুকু বাদ দিন)

(ক) সৃষ্টি; (খ) চূর্ণকরণ; (গ) পুন ব্যবহারোপ যোগীকরণ; (ঘ) পরিত্যাজন বা ধ্বংসকরণ; (ঙ) অন্যান্য .....

৭। প্রকল্প এলাকার মোট বিনিয়োগ ....

৮। প্রকল্প এলাকার আয়তন .... প্রকল্পের আচ্ছাদিত এলাকার আয়তন ....

৯। কার্যক্রম আরম্ভের সম্ভাব্য তারিখ ....

১০। প্রকল্প এবং ই-বর্জ্যের বর্ণনা

(১) প্রকল্প এলাকার নাম..

(২) প্রকল্প এলাকার আশেপাশে নিম্নবর্ণিত কোনো কিছু বিদ্যমান আছে কিনা-

(ক) জলাশয় .... (খ) বন .... (গ) পার্ক বা খেলার মাঠ .... (ঘ) আবাসিক এলাকা .... (ঙ) বিদ্যালয় .... (চ) হাসপাতাল .... (ছ) পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা.........................

(৩) উৎপাদন প্রক্রিয়া/প্রযুক্তি (বিস্তারিত) ....

(৪) চুর্ণ করা হইবে এমন ই-বর্জ্যের শ্রেণি (তপসিল-১ মোতাবেক) ....

(৫) প্রতিদিন প্রকল্পের ধারণ ক্ষমতা..

(৬) ই-বর্জ্য পরিত্যজন পদ্ধতি..

(৭) কি পরিমাণ ই-বর্জ্য প্রতিদিন প্রক্রিয়াজাত করা হইবে ....

(ক) সংগ্রহের পরিমাণ .... (খ) চূর্ণকরণের পরিমাণ ....

(গ) উৎপাদনের পরিমাণ .... (ঘ) পুনঃব্যবহারোপযোগীকরনের পরিমাণ ....

(৮) মজুদ পদ্ধতি ....

(৯) কেন্দ্রের মধ্যে মজুদের পরিমাণ ....

(১০) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ (বিস্তারিত, প্রয়োজনে স্বতন্ত্র কাগজ ব্যবহার করণ) ....

(১১) কার্যক্রম পরিচালনার সময় কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় এবং দূর্ঘটনা প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা..

(১২) শ্রমিকদের নিরাপত্তায় গৃহীত ব্যবস্থা ....

তারিখ ....

আবেদনকারী স্বাক্ষর..............................

নাম..

পদবি.......................................

ফরম-৪
[বিধি ১০(৩) দ্রষ্টব্য]

স্মারক নম্বরঃ .... তারিখঃ ....

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুত/সংযোজন/আমদানী বা ই-বর্জ্য
সৃষ্টি/সংগ্রহ/পরিবহন/মজুদ/চূর্ণকরণ/পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যজনের জন্য নিবন্ধন

বরাবর

....

....

বিষয়ঃ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম)....................এর অনুকূলে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুত/সংযোজন/ আমদানি বা ই-বর্জ্যের সৃষ্টি / সংগ্রহ / পরিবহন / মজুদ/ চূর্ণ/ পুনঃ ব্যবহারোপ যোগী / পরিত্যজনের নিবন্ধন প্রদান প্রসঙ্গে।

জনাব/বেগম

ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্য প্রস্তুত/সংযোজন/আমদানি বা ই-বর্জ্য সৃষ্টি/ সংগ্রহ/ পরিবহন/ মজুদ/ চূর্ণকরণ/ পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ/পরিত্যজন/রপ্তানিকরণের উদ্দেশ্যে.. (কোম্পানি বা সংস্থার নাম) এর অনুকূলে.. (কারখানার ঠিকানা) নিবন্ধন প্রদান করা হইল।

২। এই নিবন্ধন নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রদান করা হইল:

(১) কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) মহাপরিচালক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার অনুরোধে নিবন্ধন সম্পর্কিত কাগজাদি প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) উপরি-উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত অন্য কোনো কার্যক্রম করা যাইবে না।

(৪) ইলেকট্রনিক এবং ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি, পণ্য ও সরঞ্জামে বিপজ্জনক উপাদান ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে তপসিল ৩ অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো অননুমোদিত পরিবর্তন, কর্মকান্ড বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, ভস্মীভূতকরণ, পদ্ধতির পরিবর্তন, কোনো উপাদানের পরিবর্তন, কাজের পরিবেশের বা অন্য কোনো পরিবর্তন করিতে চাহিলে অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) প্রতিষ্ঠান/কারখানা/বিভাগ বন্ধ করা হইলে বা কোনো কারণে কার্যক্রম স্থগিত রাখা হইলে উহা অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) প্রতিটি পৃথক পৃথক প্ল্যান্ট/ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্ল্যান্ট নির্মাণের স্থানের জন্য আইন ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে ।

কর্মকর্তার নাম ও পদবি
পরিবেশ অধিদপ্তর

ফরম- ৫

[বিধি ২৫(১) দ্রষ্টব্য]

পরিবেশ অধিদপ্তরের আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপিল

(১) আপিলকারীর নাম ....

(২) আপিলের বিষয় ....

(৩) আপিলের সূত্র (আপিলের প্রেক্ষিত) ....

(৪) আপিলের পক্ষে যৌক্তিকতা ....

তারিখ.................

স্বাক্ষর ....

নাম ....

ফরম-৬

[বিধি ১৬(ক) দ্রষ্টব্য]

ই-বর্জ্যের তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ

(১) প্রতিষ্ঠানের নাম ....

(২) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ....

(৩) তথ্য রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ....

(৪) পদবি ....

(৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

(৬) যোগাযোগ ঠিকানাঃ ফোন নম্বর .... মোবাইল নম্বর ....

(৭) ই-মেইল .... ফ্যাক্স ....

(৮) নিবন্ধনের স্মারক ও তারিখ .... (৯) পরিবেশগত ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রেঃ ....

ক্রমিক	ই-বর্জ্য পরিচালনার পরিমাণ ও ধরণ	শ্রেণি	পরিমাণ (কিলোগ্রাম)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	মজুদ		
২।	মেরামত		
৩।	চূর্ণকরণ		
৪।	পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ		
৫।	পুনরুদ্ধার		
৬।	ভস্মীভূতকরণ বা ধ্বংসকরণ		
৭।	পরিবহন		

ফরম-৭

[বিধি ১৬ (খ) দ্রষ্টব্য]

ই-বর্জ্য বিক্রয়, সংগ্রহ, চূর্ণকরণ এবং পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন

(১) প্রতিষ্ঠানের নাম ....

(২) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা..

(৩) তথ্য রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ....

(৪) পদবি ....

(৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

(৬) যোগাযোগ ঠিকানাঃ ফোন নম্বর .... মোবাইল নম্বর ....

(৭) ই-মেইল .... ফ্যাক্স ....

(৮) নিবন্ধনের স্মারক নম্বর ও তারিখ ....

(৯) ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ....

ক্রমিক নং	কাজের বর্ণনা	বর্জ্যের ধরন	পরিমাণ (কিলোগ্রাম)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	ক্রয়		
২।	পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণ		
৩।	চূর্ণকরণ		
৪।	বিক্রয়		
৫।	রপ্তানি		

প্রতিষ্ঠান, ই-বর্জ্যের ক্রেতাগণের (বড় ব্যবহারকারী/শিল্পপ্রতিষ্ঠান/ব্যবসায়ী/অন্যান্য) নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগের ঠিকানা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

তারিখ ....

প্রতিবেদন প্রদানকারীর স্বাক্ষর ....

নাম ও পদবি ....

ফরম-৮

(বিধি ২০ দ্রষ্টব্য)

ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় সংঘটিত দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবেদন

(১) প্রতিষ্ঠানের নাম ....

(২) ঠিকানা ....

(৩) যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফোন .... মোবাইল ....

(৪) পরিবেশ অধিদপ্তরের নিবন্ধনের ও ছাড়পত্র নম্বর এবং তারিখ ....

(৫) প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ....

(৬) প্রকল্পের আয়তন .... নির্ধারিত প্রকল্প এলাকা ....

(৭) প্রতিদিন প্রকল্পের ধারণ ক্ষমতা ....

(৮) চূর্ণ করা হইবে এমন ই-বর্জ্যের শ্রেণি (বিধিমালা মোতাবেক) ....

(৯) ই-বর্জ্য মজুদ পদ্ধতি ....

(১০) ই-বর্জ্য মজুদের পরিমাণ ....

(১১) ই-বর্জ্য পরিত্যজন (disposal) পদ্ধতি ....

(১২) দুর্ঘটনা সংঘটনের দিন ই-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের পরিমাণ ....

(ক) সংগ্রহের পরিমাণ ....

(খ) চূর্ণকরণের পরিমাণ ....

(গ) উৎপাদনের পরিমাণ ....

(ঘ) পুনঃব্যবহারোপযোগীকরনের পরিমাণ ....

(১৩) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ (বিস্তারিত) .... (প্রয়োজনে স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা সংযুক্ত করুন)

(১৪) তরল বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ক) Biological Waste Treatement ....

(খ) Chemical Waste Treatement ....

(গ) Mixed/hybrid waste water treatment ....

(ঘ) অন্যান্য ....

(১৫) গ্যাসীয় বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

(ক) চিমনি (stack/Kiln) এর মাধ্যমে ....

(খ) ধূলিকণা সংগ্রাহক (dust collector) ....

(গ) স্ক্র্যাবার (scrubber) ....

(ঘ) বৈদ্যুতিক থিতানো পদ্ধতি (Electrostatic Precipitator) ....

(ঙ) বিষাক্ত গ্যাস পরিশোধক (Toxic Gas Filter) ....

(চ) অন্যান্য ....

(১৬) কার্যক্রম পরিচালনার সময় দুর্ঘটনা ঘটিলে উহা হইতে পরিত্রাণের উপায় এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা

....

(১৭) শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা ....

(১৮) দুর্ঘটনা সংঘটনের তারিখ ও সময় ....

(১৯) দুর্ঘটনা সংঘটনের কারণ ও পূর্ণ বিবরণীঃ ....

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সকল তথ্য আমার বিশ্বাস ও জানা মতে সত্য এবং সঠিক।

তারিখ ....

স্বাক্ষর ....

নাম ....

পদবি ....

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. পরিচালক, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর।

২. দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।

৩. দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়।

৪. দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর।

৫. দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কার্যালয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জিয়াউল হাসান, এনডিসি

সচিব।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬

[প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ২৯১-আইন/২০১৬ এর মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৫-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ২৯১-আইন/২০১৬।-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০, ধারা ৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :-

১। বিধিমালার নাম ও প্রবর্তন।-(১) এই বিধিমালা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**-(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় -

(ক) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) **"ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি"** অর্থ বিধি ১২ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি;

(গ) **"উপজেলা কমিটি"** অর্থ বিধি ৯ এর অধীন গঠিত উপজেলা কমিটি;

(ঘ) **"গ্রাম সংরক্ষণ দল"** অর্থ বিধি ১৩ এর অধীন গঠিত গ্রাম সংরক্ষণ দল;

(ঙ) **"জাতীয় কমিটি"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় কমিটি;

(চ) **"জেলা কমিটি"** অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত জেলা কমিটি; এবং

(ছ) **"তহবিল"** অর্থ বিধি ২৩ এর অধীন গঠিত তহবিল।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **জাতীয় কমিটি।**-(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

(ক) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(গ) প্রধান বন সংরক্ষক;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ড) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ণ) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর;

(ত) ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাসট্রিজ এর অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(থ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অন্যূন একজন সহযোগী অধ্যাপক; এবং

(দ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ রক্ষা কার্যক্রমের সহিত সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থার দুইজন প্রতিনিধি।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (থ) এবং (দ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হইতে ৪ (চার) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোনো মনোনীত সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন :

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) অধিদপ্তর জাতীয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়ক প্রদান করিবে।

৪। **জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি।** (১) জাতীয় কমিটি স্ব উদ্যোগে অথবা কোনো তথ্যের ভিত্তিতে যদি এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, কোনো এলাকার প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে জাতীয় কমিটি আইনের ধারা ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ঘোষণা করিবার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সুপারিশ পেশ করিবার ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে, যথা:-

(ক) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় এলাকায় অবক্ষয়;

(খ) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকিসমূহ;

(গ) দেশীয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(ঘ) অন্য কোনো আইনের অধীন উক্ত এলাকা বা উহার কোনো অংশকে বিশেষ এলাকা ঘোষণা করা হইলে উহার শর্তাবলি;

(ঙ) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি;

(চ) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত প্রতড়বতাত্ত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান; এবং

(ছ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

ব্যাখ্যা।-দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "জীববৈচিত্র্য" অর্থ জীবজগতের মধ্যে বিরাজমান বিভিন্নতা, যাহা সামগ্রিকভাবে পরিবেশের অংশ, এবং স্থলজ, জলজ বা সামুদ্রিক পরিবেশে বিদ্যমান প্রজাতিগত বিভিন্নতা (species diversity), কৌলিগত বিভিন্নতা (genetic diversity) ও প্রতিবেশগত বিভিন্নতাও (ecosystem diversity) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল জনগণের জীবন-জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৪) জাতীয় কমিটি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৫। **জাতীয় কমিটির সভা**।-(১) জাতীয় কমিটি বৎসরে একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) জাতীয় কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাইবে।

(৪) জাতীয় কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জাতীয় কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৬। **জেলা কমিটি** ।-(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি জেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:

(ক) ডেপুটি কমিশনার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) সুপারেনটেনডেন্ট অব পুলিশ;
(গ) অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব)
(ঘ) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর;
(ঙ) নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড;
(চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(ছ) জেলা মৎস্য কর্মকর্তা;
(জ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;
(ঝ) বন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;
(ঞ) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর;
(ট) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ;
(ঠ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা;
(ড) জেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;
(ঢ) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;
(ণ) সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি;
(ত) সভাপতি, জেলা প্রেসকদ্বাব;
(থ) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড;
(দ) জেলা সমবায় কর্মকর্তা;
(ধ) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৭(সাত) জন ব্যক্তি; এবং
(ন) পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কোনো প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা একাধিক জেলায় অবস্থিত হইলে, বিভাগীয় কমিশনার জেলা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭। **জেলা কমিটির কার্যাবলি**।-জেলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা কমিটিকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অধিদপ্তরে সুপারিশ প্রেরণ;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না সেই সম্পর্কে উপজেলা কমিটির নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জাতীয় কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;

(ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হইলে, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(চ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, এবং প্রয়োজনে দিকনির্দেশনা প্রদান;

(ছ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা একাধিক উপজেলায় অবস্থিত হইলে, উপজেলা কমিটিসমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং

(ঝ) সরকার বা জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

৮। **জেলা কমিটির সভা**।-(১) জেলা কমিটি বৎসরে তিনবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) জেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) সভার নোটিশ, কার্যপত্র বা কার্যবিবরণী ই-মেইল যোগে জারি করা যাইবে।

(৪) জেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) জেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **উপজেলা কমিটি**।-প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে উপজেলায় অবস্থিত সেই উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি উপজেলা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সহকারী কমিশনার (ভূমি);

(গ) উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা;

(ঘ) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা;

(ঙ) উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা;

(চ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(ছ) রেঞ্জ কর্মকর্তা, বন বিভাগ, যদি থাকে;

(জ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঝ) উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঞ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ট) উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা;

(ঠ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা;

(ড) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা;
(ঢ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান;
(ণ) গ্রাম সংরক্ষণ দল দ্বারা গঠিত প্রত্যেক সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;
(ত) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলায় পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৫(পাঁচ) জন ব্যক্তি; এবং
(থ) পরিবেশ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। **উপজেলা কমিটির কার্যাবলি**।-উপজেলা কমিটির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান; এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;
(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না সেই সম্পর্কে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে জেলা কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ;
(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সরজমিন পরিদর্শন এবং অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ;
(ঘ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো কর্ম নিষিদ্ধের ফলে জীবিকা সীমিত হইলে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;
(চ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান;
(ছ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কাজ করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ;
(জ) সমবায় সমিতি গঠন এবং গ্রাম সংরক্ষণ দল নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান;
(ঝ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঞ) তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং
(ট) সরকার, জাতীয় কমিটি বা জেলা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন।

১১। **উপজেলা কমিটির সভা**।-(১) উপজেলা কমিটি প্রতি তিন মাস অন্তর সভায় মিলিত হইবে।
(২) উপজেলা কমিটির সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
(৩) উপজেলা কমিটির সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
(৪) উপজেলা কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
(৫) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কমিটি গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কমিটির কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। **ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি**।-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা যে ইউনিয়নে অবস্থিত সেই ইউনিয়নে ইউনিয়ন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(২) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা;

(গ) ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তা;

(ঘ) ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঙ) ফরেস্টার, বন বিভাগ (নিকটতম কার্যালয়ের কর্মকর্তা);

(চ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্য;

(ছ) গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতির সভাপতি অথবা সম্পাদক;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে পরিবেশের উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি সংস্থা, পেশাজীবী সংগঠন, যদি থাকে, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) জন ব্যক্তি; এবং

(ঝ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা, যদি থাকে, অন্যথায় সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা, যিনি ইহার সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি-

(ক) গ্রাম সংরক্ষণ দলসমূহের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করিবে; এবং

(খ) গ্রাম সংরক্ষণ দল কর্তৃক উহার কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো সমস্যা সমাধানে সহায়তা প্রদান করিবে।

১৩। **গ্রাম সংরক্ষণ দল**।-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকা বা উহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠন করা যাইবে।

(২) গ্রাম সংরক্ষণ দলকে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো গ্রাম সংরক্ষণ দল সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত হইলে, উহা এই বিধিমালার অধীন গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪। **গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলি**।- গ্রাম সংরক্ষণ দলের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত যে সকল কার্য করা যাইবে এবং যে সকল কার্যক্রম করা যাইবে না সেই সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণে জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান;

(ঘ) কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কার্য করিলে বা করিবার চেষ্টা করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;

(ঙ) অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় তহবিল সংরক্ষণ;

(চ) তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ; এবং

(ছ) সরকার, অধিদপ্তর জাতীয় কমিটি, জেলা কমিটি বা উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

১৫। **স্কীম, ইত্যাদি গ্রহণ**।- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গ্রাম সংরক্ষণ দল, অধিদপ্তরের সম্মতি এবং উপজেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনো স্কীম বা প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬। **অবকাঠামো বা সুবিধার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা**।-(১) সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিবেদশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো অবকাঠামো বা সুবিধা (ভধপরষরঃু) গ্রাম সংরক্ষণ দলের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন গ্রাম সংরক্ষণ দলের উপর কোনো অবকাঠামো বা সুবিধা ন্যস্ত করা হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংরক্ষণ দল উহার ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করিবে।

১৭। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পদ্ধতি, ইত্যাদি**। - (১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিবার কমপক্ষে ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে প্রজ্ঞাপনের খসড়া মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং জাতীয় পর্যায়ের দুইটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রাক-প্রকাশ করিয়া সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং আগ্রহী ব্যক্তিদের মতামত আহ্বান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো মতামত প্রাপ্ত হইলে উক্ত মতামত বিবেচনার জন্য জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিবে, যথা :-

(ক) সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম ও জেএল নম্বর;

(খ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কোনো মৌজার সম্পূর্ণ অংশ না হইয়া উহার এক বা একাধিক দাগ অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নম্বর ও দাগ নম্বর;

(গ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা কোনো মৌজার কোনো দাগ সম্পূর্ণ না হইয়া উহার অংশ বিশেষ অন্তর্ভুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট মৌজার নাম, জেএল নম্বর, সংশ্লিষ্ট দাগ নম্বরের অংশ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলার নাম;

(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার কোনো অংশ ভূমি জরিপ বর্হিভূত হইলে উহার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ।

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বিষয়টি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকায়, যদি থাকে, প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রার্থণালয়ের দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো স্থানে লটকাইয়া প্রচার করিতে হইবে এবং উহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভার মেয়র বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা, ক্ষেত্রমত, তহশীল অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৮। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড**।-(১) আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে যে সকল ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না উহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে, যথা :-

(ক) বিদ্যমান প্রাকৃতিক অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ সংরক্ষিত বন ও রক্ষিত এলাকা, নদ-নদী, খাল-বিল, প্লাবনভূমি, হাওর-বাওড়, লেক, জলাভূমি, পাখির আবাসস্থল, মৎস্য অভয়াশ্রমসহ অন্যান্য জলজ প্রাণি ও উদ্ভিদের জলজ অভয়াশ্রম, জলাভূমির বন, ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় এলাকার অবক্ষয়;

(খ) পরিবেশ ও প্রতিবেশের দূষণ ও অবক্ষয়;

(গ) প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা;

(ঘ) প্রতিবেশ সংকটাপন্ন হইবার কারণ ও সম্ভাব্য হুমকি;

(ঙ) দেশিয় বা পরিযায়ী পাখি বা প্রাণির ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়;

(চ) অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা, ধর্মীয় সামাজিক সংস্কৃতি;

(ছ) বিশেষ শৈল্পিক, ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত প্রতড়বতাত্ত্বিক স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান; এবং

(জ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়।

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ১২ এবং ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে।

১৯। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন, ইত্যাদি।-(১) প্রচলিত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, পরিপত্র বা আইনগত দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত কোনো ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) কোনো ভূমি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাভুক্ত হইলে, সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কার্যালয়ে সংরক্ষিত রেজিস্টার ১-এর সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক খতিয়ানে মন্তব্যের কলামে লিপিবদ্ধ করিবেন যে, "পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মতি ব্যতীত ভূমির শ্রেণি পরিবর্তনযোগ্য নহে"।

২০। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা।**-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অর্ন্তভুক্ত সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা দপ্তরের সহিত আলোচনাক্রমে, সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা জারি করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা জারি করা হইলে তদনুসারে সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা করিতে হইবে।

২১। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।**-প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারির পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তর নির্দিষ্ট স্থানভিত্তিক (ঝরঃব ংঢ়বপরভরপ) পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

২২। **সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা।**-(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা যাইবে।

(২) আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত অলাভজনক কোনো বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা বা উহার অংশ বিশেষ ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে আগ্রহী হইলে, উহাকে মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক এতৎসম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিয়া যদি উক্ত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করিয়া চুক্তির খসড়া দাখিলের জন্য পত্রের মাধ্যমে উক্ত সংস্থাকে অনুরোধ করিবেন, যথা:-

(ক) প্রতিবেশগত সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বিস্তারিত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রস্তাব;

(খ) সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের পরিমাণ ও পদ্ধতি;

(গ) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবার ব্যবস্থা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার।

(৪) মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কোনো কমিটি বা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোনো সদস্য প্রতিবেশ সংকটাপন্ন এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, পরীবিক্ষণ, তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করিবেন।

২৩। **তহবিল গঠন, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার।**-(১) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো বিদেশি ব্যক্তি, বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) কোনো স্থানীয় ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ঙ) এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত ফি; এবং

(চ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) তহবিলের অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ মহাপরিচালক এবং অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা) এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৫) তহবিলের অর্থ হইতে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে

(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে; এবং

(খ) উপজেলা কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দলকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা যাইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) (খ) এর অধীন অর্থ বরাদ্দ ও উহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক জারীকৃত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৭) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হইলে উহা এই বিধিমালার অধীন বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪। তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা।-(১) অধিদপ্তর তহবিলের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No. 2 of 1973) এর অৎঃরপষব ২ (১) (ন) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে অধিদপ্তর এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা চার্টার্ড একাউনটেন্ট প্রয়োজনীয় রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংক গচ্ছিত অর্থ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও অধিদপ্তরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

২৫। **গ্রাম সংরক্ষণ দলের মূল্যায়ন।**-প্রত্যেক বৎসর সমাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গ্রাম সংরক্ষণ দলসমূহের সংশ্লিষ্ট বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জন মূল্যায়ন করিয়া উহাদের সফলতার বার্ষিক অবস্থান তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য গ্রাম সংরক্ষণ দলকে প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে।

২৬। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় সমীক্ষা, গবেষণা, অনুসন্ধান, ইত্যাদি।**-কোনো ব্যক্তি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ বা খনিজ সম্পদ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

২৭। **অপরাধ ও দণ্ড**।-কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৮। **প্রতিবেদন**।-(১) অধিদপ্তর সরকারের নিকট নিম্নবর্ণিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে, যথা:

(ক) প্রত্যেক বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন; এবং

(খ) প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার প্রতিবেশগত প্রতিবেদন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরকার কোন নির্দেশনা প্রদান করিলে অধিদপ্তর উহা অনুসরণ করিবে।

২৯। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।-(১) এই বিধিমালা জারির পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২

[বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ৩০২-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০২-০৯-২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ ভাদ্র ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/২৯ আগস্ট ২০১২

এস.আর.ও নং ৩০২-আইন/২০১২।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নম্বর আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনাম**।—এই বিধিমালা "বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২" নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) 'অধিদপ্তর' অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(খ) 'আইন' অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);

(গ) 'কমিটি' অর্থ গাইডলাইন এর অধীন গঠিত জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিবি), বায়োসেফটি কোর কমিটি (বিসিসি), প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (আইবিসি), ফিল্ড লেভেল বায়োসেফটি কমিটি (এফবিসি);

(ঘ) 'কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব' Genetically Modified Organism (GMO) অর্থ জীব প্রযুক্তির প্রয়োগে সৃষ্টি কোন জীব;

(ঙ) 'কৌলিগত পরিবর্তিত দ্রব্যাদি' অর্থ কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব হইতে উৎপাদিত কোন পণ্য বা পণ্যসামগ্রী;

(চ) 'গাইডলাইন' অর্থ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রজ্ঞাপন নং পবম/পরিবেশ-৩/০১/সিবিবিডি-০৩/২০০৭/১৭ মূলে জারীকৃত Biosafety Guidelines of Bangladesh;

(ছ) 'জীব প্রযুক্তি' অর্থ এমন কোন প্রযুক্তি যাহা প্রয়োগের মাধ্যমে কোন জীবে (উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অনুজীব) ঐ জীব বা ইহার কোন বুনো প্রজাতি বা সম্পূর্ণরূপে ভিন্নঅন্য কোন জীব হইতে প্রাপ্ত নতুন বৈশিষ্ট্য বা বংশগতির বাহক বা জীনের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়া নতুন কৌলিগত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীব এর উদ্ভাবন করা হয়;

(জ) 'দূষণ' অর্থ আইনের ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত দূষণ;

(ঝ) 'পরিবেশ' অর্থ আইনের ধারা ২(ঘ) তে সংজ্ঞায়িত পরিবেশ;

(ঞ) 'মহাপরিচালক' অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

৩। **কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানী বা রপ্তানী ইত্যাদির বাধা নিষেধ**।—(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে, কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি আমদানী, রপ্তানী, ক্রয়, বিক্রয় বা উহাদেরকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত কোন জীব বা দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোন গবেষণা পরিচালনা বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, গবেষণালব্ধ ফলাফল বাজারজাত করিবার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়সহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, যদি থাকে ইত্যাদির অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) আওতায় অনুমোদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট দেশে বিদ্যমান আমদানী রপ্তানী নীতিমালা অনুযায়ী বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানী, রপ্তানী বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান অনুসারে অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে আইন এবং উহার অধীনে প্রণীত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধিমালা, যদি থাকে, এবং গাইডলাইনের বিধানাবলী, ইত্যাদি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। **গাইডলাইনের প্রয়োগ, ইত্যাদি**।—কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশের উপর উহাদের ক্ষতিকর, বিরূপ প্রভাব ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গাইডলাইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এতদ্‌সংক্রান্ত কোন আইন বা বিধিমালার কোন বিধানের সাথে গাইডলাইনের কোন বিধান সাংঘর্ষিক বা অসংগতিপূর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিমালার বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৫। **পরিচিতি বা লেবেলিং প্রদান**।—কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব বা দ্রব্যাদি বহনকারী বাক্স বা মোড়কের উপর উহা যে কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা সেই জীব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, উহার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি বা লেভেলিং থাকিতে হইবে যাহা এই বিষয়ে অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তাহার অতিরিক্ত হইবে।

৬। **বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা গ্রহণ, ইত্যাদি**।—(১) কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা সেই জীব হইতে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানবস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইলে বা পরিবেশ দূষণ ঘটিলে বা কোন প্রকার কোন দুর্ঘটনা দেখা দিলে বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকিলে উহা জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের বা, ক্ষেত্রমত, মোকাবেলার জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কমিটি বা মহাপরিচালক যে কোন সময় যে কোন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অধিদপ্তর, ইত্যাদির সহায়তা এবং সহযোগিতা চাহিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিটি বা মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, বা অধিদপ্তর বাধ্য থাকিবে।

৭। **দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ, দায়িত্বে অবহেলা, প্রশাসনিক জরিমানা, ইত্যাদি**।—(১) কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব অথবা দ্রব্যাদি দ্বারা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানবস্বাস্থের ক্ষেত্রে কোন প্রকার হুমকি বা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হইলে বা পরিবেশ দূষিত হইলে বা কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে উহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ গৃহীত ব্যবস্থার বিস্তারিত প্রতিবেদন, বা তথ্যাদি যথাশীঘ্র সম্ভব, বায়োসেফটি কোর কমিটি (বিবিসি) এবং ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি) কে অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলাজনিত কারণে সংঘঠিত হইলে উক্তরূপ পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি (এনসিবি), উপযুক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে, যুক্তিসংগত প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের আদেশসহ আইনানুগ যে কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন জীবনিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের আদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত জরিমানার অর্থ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট খাতে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৮। **জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা**।—(১) অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাঠ পরীক্ষণ এলাকায় সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা উক্ত এলাকার দূরবর্তী এলাকার সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ফিল্ড লেভেল বায়োসেফটি কমিটি (এফবিসি) কে উহার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ করিবার জন্য অবহিত করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণের পরামর্শ এবং তাহাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রয়োজনীয় জরুরী পরিকল্পনা পরিবীক্ষণে সক্ষম করিবার লক্ষ্যে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কার্যক্রমাধীন কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত জীব-এর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ধরণ, ব্যাপ্তি এবং কার্যক্রম এলাকা বহির্ভূত সম্ভাব্য প্রভাবসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি এফবিসিকে সরবরাহ করিতে হইবে।

৯। **পরিবেশ দূষণ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিজনিত অপরাধ**।—কৌলিগতভাবে পরিবর্তিত কোন জীব বা দ্রব্যাদি দ্বারা পরিবেশের দূষণ সৃষ্টি বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধিত হইলে উক্ত জীব বা দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, রপ্তানীকারক, আমদানীকারক, মজুদকারী, সরবরাহকারী, খুচরা ব্যবসায়ী সকলেই দূষণ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিজনিত অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন, যদি না তাহারা প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্ত দূষণ সৃষ্টিতে তাহার বা তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল না।

১০। **অপরাধ ও দণ্ড**।—(১) কোনব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিধি ৩ বা ৫ এর লঙ্ঘন বা ৯ এ বর্ণিত দূষণ সৃষ্টি হইলে আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা ২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই বিধিমালার ধীনে উহা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপরাদের জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

(২) বিধি ৯ এ উল্লিখিত দূষণ সৃষ্টিকারী হিসাবে যদি কোন কোম্পানীকে দায়ী করা হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৬ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১১। **আপিল**।—বিধি ৭ এর আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আইনের ধারা ১৪ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৯, ১০ এবং ১১ অনুযায়ী আপিল করিতে পারিবেন।

১২। **পুনর্বিবেচনা (রিভিউ)**।—(১) বিধি ৩ এর আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে—

(অ) অনুমোদন না পাওয়ার কারণে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিকট, বা

(আ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট, পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) জন্য দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উহা নিষ্পত্তি করিবে এবং আবেদনটি মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করা সংক্রান্ত আদেশ আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

১৩। **প্রতিবেদন দাখিল**।—(১) প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক বা গাইডলাইনে গঠিত কমিটিসমূহ কর্তৃক এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত অর্ধ বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, মহাপরিচালকের নিকট হইতে যে কোন সময় এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলী বা বিষয়বলীর উপর প্রতিবেদন আহবান করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক উহা সরকারের নিকট প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১

[বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ৩৬৯-আইন/২০১১ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২২-১২-২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে এস আর ও ৩৮৬-আইন/২০১২ দ্বারা সংশোধিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ পৌষ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/২১ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৩৬৯-আইন/২০১১।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—(১) এই বিধিমালা বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় —

(১) "অধিদপ্তর" অর্থ আইনের ধারা ২(ক) এ সংজ্ঞায়িত অধিদপ্তর;

(২) "অবৈধ চলাচল" অর্থ অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় সীমা অতিক্রম করা;

(৩) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(৪) "কমিটি" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরী কমিটি;

(৫) **"কারখানা"** অর্থ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ২(৭) এ সংজ্ঞায়িত কারখানা;

(৬) **"কোষ"** অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোষ;

(৭) **"গাইডলাইন"** অর্থ জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য পরিশোধন, শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রণীত গাইডলাইন যাহা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয় এবং যাহা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়;

(৮) **"ছক"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ছক;

(৯) **"ছাড়পত্র"** অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত জাহাজভাঙ্গা কার্যক্রম, জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড, বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য সংক্রান্ত ছাড়পত্র;

(১০) **"জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড"** অর্থ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত যে স্থানে জাহাজ ভাঙ্গা কার্যক্রম পরিচালিত হয়;

(১১) **"ট্রানজিট রাষ্ট্র"** অর্থ সেই রাষ্ট্র যাহার উপর দিয়া বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবহন করা হয় বা করিবার পরিকল্পনা থাকে, কিন্তু উক্ত রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্যের আমদানীকারক বা রপ্তানীকারক রাষ্ট্র নহে;

(১২) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(১৩) **"দুর্ঘটনা"** অর্থ এমন দুর্ঘটনা যাহার ফলে জাহাজ ভাঙ্গা ইয়ার্ডে বা বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বা বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য রক্ষিত দোকান বা গুদামের অভ্যন্তরে বা বাহিরে বিষাক্ত পদার্থ নির্গমন হইয়া বা ছলকে পড়িয়া অথবা বিস্ফোরণ বা অগ্নিকান্ডের ফলে প্রাণহানী বা শারীরিক জখম হয় অথবা পরিবেশ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধিত হয়;

(১৪) **“দোকান”** অর্থ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ২ (২১) এ সংজ্ঞায়িত দোকান;

(১৫) **“নিবন্ধিত পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারী বা পুনঃপরিশোধনকারী বা পুনর্ব্যবহারকারী”** অর্থ বিপজ্জনক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারী বা পুনঃপরিশোধনকারী বা পুনর্ব্যবহারকারী;

(১৬) **“পরিচালনকারী”** অর্থ জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডসহ বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, ক্রয়-বিক্রয় বা দোকানদারী, পরিবহন, পাইপলাইন, মওজুদকরণ, গুদামে সংরক্ষণ, কোন স্থানে স্তুপীকরণ বা পরিত্যাজন কার্যক্রম পরিচালনাকারী মালিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিক বা ঠিকাদার;

(১৭) **“পরিত্যাজন”** অর্থ বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য চূড়ান্তভাবে কোন জায়গায় ফেলিয়া দেওয়া বা জমা করা;

(১৮) **“পরিবহন”** অর্থ স্থল, জল বা আকাশ পথে বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য এক স্থান হইতে অন্যত্র নেওয়া;

(১৯) **“পরিবহনকারী”** অর্থ বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবহনে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(২০) **“পাইপলাইন”** অর্থ তফসিল ৪ এর অংশ ১ এর তালিকা খ তে বর্ণিত বিপজ্জনক পদার্থ পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত পাইপ এবং উহার সহিত সংযোজিত সরঞ্জামাদি;

(২১) **“পুনর্ব্যবহার”** অর্থ কোন বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহৃত হওয়ার পর একই উদ্দেশ্যে বা ভিন্ন উদ্দেশ্যে পুনরায় ব্যবহারকরণ;

(২২) **“পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ”** অর্থ কোন বিপজ্জনক বর্জ্য হইতে ব্যবহারোপযোগী বস্তু উদ্ধারের নিমিত্ত এক বা একাধিক প্রযুক্তি দ্বারা উক্ত বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ;

(২৩) **“পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারী”** অর্থ পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ সুবিধার মালিক বা পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যক্তি;

(২৪) **“পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণে নিরাপদ”** অর্থ এইরূপ বিপজ্জনক বর্জ্য যাহাতে বিপজ্জনক উপকরণ উদ্ধারযোগ্য বস্তুর ৬০% এর অধিক নহে এবং যাহা পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি দ্বারা পুনর্ব্যবহারোপযোগী করা যায়;

(২৫) **“পুনরুদ্ধার”** অর্থ বিপজ্জনক বর্জ্য হইতে নির্দিষ্ট বস্তু উদ্ধার করার প্রক্রিয়া;

(২৬) **“প্রক্রিয়াকরণ”** অর্থ এমন পদ্ধতির প্রয়োগ যাহার ফলে কোন বিপজ্জনক পদার্থের ভৌত, রাসায়নিক বা জৈব গঠন বা গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয় এবং উহার ক্ষতিকর ক্ষমতা হ্রাস পায়;

(২৭) **“বর্জ্য”** অর্থ আইনের ধারা ২ (ঠ) এ সংজ্ঞায়িত বর্জ্য;

(২৮) **“বিপজ্জনক পদার্থ”** অর্থ আইনের ধারা ২ (ঞ) তে সংজ্ঞায়িত বিপজ্জনক পদার্থ;

(২৯) **“বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা”** অর্থ বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিকভাবে এমন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ যাহাতে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য বা বর্জ্যের ক্রিয়া, প্রক্রিয়া বা বিক্রিয়ার ফলে স্বাস্থ্যের বা পরিবেশের ক্ষতি সাধিত না হয়;

(৩০) **“বিপজ্জনক বর্জ্য”** অর্থ এমন কোন বর্জ্য যাহা উহার প্রাকৃতিক বা ভৌত (physical), রাসায়নিক (chemical), বিক্রিয়া (reactive), বিষাক্ত (toxic), দাহ্য (flammable), বিস্ফোরক (explosive) বা ক্ষয়কর (corrosive) ধর্মহেতু এককভাবে অথবা অন্য কোন বর্জ্য বা পদার্থের সংস্পর্শ লাভের ফলে স্বাস্থ্যের বা পরিবেশের ক্ষতি সাধন করিতে পারে এবং নিম্নবর্ণিত বর্জ্যসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(ক) তফসিল ২ এর কলাম ৩ এ তালিকাভুক্ত বর্জ্যসমূহ;

(খ) ঐ সকল বর্জ্য যাহার উপকরণ তফসিল ৩ এ বর্ণিত যে কোন এক বা একাধিক পদার্থ দ্বারা গঠিত যাহার গাঢ়ত্ব (concentration) উক্ত তফসিলে বর্ণিত মানমাত্রার সমান বা অধিক;

(গ) তফসিল ৪ এর অংশ ১ এর তালিকা ‘ক’ ও ‘খ’ ভুক্ত বর্জ্য যদি উহার মধ্যে উক্ত তফসিলের অংশ ২ এ বর্ণিত গুণাবলী বিদ্যমান বলিয়া পরিলক্ষিত হয়;

(৩১) **“বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা”** অর্থ যেখানে বিপজ্জনক বর্জ্য সৃজন, গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ বা পরিত্যাজন অথবা বিপজ্জনক বর্জ্য হইতে নির্দিষ্ট বস্তু পুনরুদ্ধারকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়;

(৩২) **“বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা পরিচালনকারী”** অর্থ বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ সুবিধার মালিক বা তদ্রুপ সুবিধা পরিচালনাকারী ব্যক্তি;

(৩৩) **“ব্যক্তি”** অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৪) **“মওজুদ”** অর্থ কোন বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য পরবর্তীতে ব্যবহারের বা অন্যত্র প্রেরণ বা অপসারণ বা পরিত্যাজনের উদ্দেশ্যে এক স্থানে জমা করিয়া রাখা;

(৩৫) **“মহাপরিচালক”** অর্থ আইনের ধারা ২ (ড) এ সংজ্ঞায়িত মহাপরিচালক;

(৩৬) **“মালামালের তালিকা”** অর্থ কোন যানবাহনে পরিবহণ করা মালামালের তালিকা;

(৩৭) **“যথাযথ কর্তৃপক্ষ”** অর্থ জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড স্থাপনসহ জাহাজভাঙ্গা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিদ্যমান আইন অনুযায়ী যে সকল সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের প্রয়োজন হয়;

(৩৮) **“রপ্তানীকারক”** অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি কোন দেশ বা দেশের অধীন স্থান হইতে কোন বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য অন্য দেশে রপ্তানী করেন এবং যেই দেশ বা দেশের অধীন স্থান হইতে রপ্তানী করা হয় সেই দেশও রপ্তানীকারক বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩৯) **“রাষ্ট্রীয় সীমা বহির্ভূত পরিবহন”** অর্থ কোন রাষ্ট্র বা কোন রাষ্ট্রের অধীন স্থান হইতে কোন বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য অন্য রাষ্ট্রীয় সীমার উপর দিয়া অথবা কোন রাষ্ট্রীয় সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে এমন স্থানের উপর দিয়া পরিবহন করিয়া অন্য রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রের অধীন স্থানে লইয়া যাওয়া;

(৪০) **“শিল্প প্রতিষ্ঠান”** অর্থ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ২(৬১) এ সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান।

৩। **জাতীয় কারিগরী কমিটি**।–(১) সরকার, এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য সংক্রান্ত একটি জাতীয় কারিগরী কমিটি গঠন করিল, যথা ঃ–

(১)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	–	সভাপতি
(২)	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	–	সদস্য
(৩)	অ্যাটর্নি জেনারেল এর প্রতিনিধি (ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এর নিম্নে নহে)	–	সদস্য
(৪)	বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর একজন প্রতিনিধি (কমান্ডারের নিম্নে নহে)	–	সদস্য
(৫)	পরিচালক (পদার্থ), বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)	–	সদস্য
(৬)	পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	–	সদস্য
(৭)	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	–	সদস্য
(৮)	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	–	সদস্য
(৯)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের একজন প্রতিনিধি	–	সদস্য

(১০)	নিয়ন্ত্রক, আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	–	সদস্য
(১১)	প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক অধিদপ্তর	–	সদস্য
(১২)	সদস্য/পরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	–	সদস্য
(১৩)	উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর	–	সদস্য
(১৪)	পরিচালক, অগ্নি নির্বাপক ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর	–	সদস্য
(১৫)	পরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	–	সদস্য
(১৬)	পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর	–	সদস্য
(১৭)	পরিচালক, বর্ডার গার্ডস অব বাংলাদেশ	–	সদস্য
(১৮)	সহকারী মহাপরিদর্শক (অপরাধ), পুলিশ সদর দপ্তর	–	সদস্য
(১৯)	পরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর	–	সদস্য
(২০)	বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এসোসিয়েশন-এর একজন প্রতিনিধি	–	সদস্য
(২১)	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ল'ইয়ার্স এসোসিয়েশন(বেলা)-এর একজন প্রতিনিধি	–	সদস্য
(২২)	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বুয়েট)-এর একজন শিক্ষক	–	সদস্য
(২৩)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব মেরিন সায়েন্স এর একজন শিক্ষক	–	সদস্য
(২৪)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক	–	সদস্য
(২৫)	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	–	সদস্য-সচিব

(২) কমিটি, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ–

(ক) বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) বাংলাদেশের উপর দিয়া কোন বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবহন করিবার অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(গ) জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডে জাহাজভাঙ্গাসহ অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ বা নিস্পন্ন বা পরিত্যাজন সংক্রান্ত পদ্ধতি, মানমাত্রা ও শর্তাবলী নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) বিপজ্জনক বর্জ্যের বৈশিষ্ট্য নিরূপণের পদ্ধতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ঙ) খাতওয়ারী বর্জ্য স্রোতের বিবরণ প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(চ) বিপজ্জনক বর্জ্য সৃজন হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশকরণ এবং উপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(ছ) বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ, মওজুদকরণ এবং পরিত্যাজন এর জন্য সাধারণ স্থান চিহ্নিতকরণ এবং প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসের প্রথম ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসর চিহ্নিত স্থানসমূহের বিবরণ জাতীয় পর্যায়ের কমপক্ষে দুইটি বাংলা ও দুইটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় এবং মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(জ) কোন বিপজ্জনক পদার্থ আমদানীযোগ্য বা রপ্তানীযোগ্য কি'না সেই বিষয়ে সুপারিশ প্রদান;

(ঝ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিপজ্জনক পদার্থ ও বিপজ্জনক বর্জ্য সংক্রান্ত গণ-বিজ্ঞপ্তি জারীকরণ ও গণ-শুনানীর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঞ) এই বিধিমালার কোন বিধান বা তফসিল সংশোধন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;

(৪) সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে মনোনীত একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার যে কোন ৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না এবং জরুরী প্রয়োজনে ২ (দুই) কর্মদিবস পূর্বে নোটিশ জারী করিয়া সভা অনুষ্ঠান করা যাইবে।

ব্যাখ্যাঃ- ই-মেইল এর মাধ্যমে সভার নোটিশ জারী করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, তবে উহার মুদ্রিত ও স্বাক্ষরিত লিপি সংশ্লিষ্ট নথিতে রাখিতে হইবে।

(৬) কমিটির সভার নোটিশ এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

৪। **ব্যবস্থাপনা কোষ**।–(১) অধিদপ্তর বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোষ নামে একটি কোষ গঠন করিবে।

(২) কোষ, কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে এবং উক্ত কমিটির নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(৩) কোষ, অধিদপ্তরের দাখিলকৃত বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য সংক্রান্ত সকল চিঠিপত্র প্রক্রিয়া করিবে এবং বিপজ্জনক ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়া করিবে।

(৪) কোষ প্রত্যেক বৎসরের আগষ্ট মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত বৎসরের বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদন কমিটির নিকট দাখিল করিবে।

৫। **পরিচালনকারীর দায়িত্ব**।–পরিচালনকারীর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ ——

(ক) বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য গ্রহণ করিবার সময় উহার দালিলিক ও বস্তুগত সামঞ্জস্যতা যাচাই করা;

(খ) বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য সতর্কতার সহিত সংরক্ষণ করা যাহাতে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিবার আশংকা না থাকে;

(গ) বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবহারের এবং উহা হইতে উৎপাদিত পণ্য ও বর্জ্যের বিস্তারিত হিসাব সংরক্ষণ করা;

(ঘ) বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য হইতে উৎপাদিত পণ্য ও বর্জ্য কখন, কোথায়, কি পরিমাণে বিক্রয়, সরবরাহ বা পরিত্যাজন করা হয় উহার বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করা;

(ঙ) বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দ্বারা সজ্জিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ সহজলভ্য করা।

৬। **প্রারম্ভিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন**।–(১) বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবহৃত হয় বা গুদাম বা দোকানে সংরক্ষণ করা হয় বা পরিবহণ, বিক্রয়, পরিশোধন, পুনর্ব্যবহার বা পরিত্যাজন করা হয় এইরূপ কার্যক্রম পরিচালনকারী, সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম শুরু করিবার অন্যূন ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে তফসিল ৫ এ উল্লিখিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্ব হইতেই চলমান কোন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, উক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকারী এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তফসিল ৫ এ উল্লিখিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) বা (২) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অধিকতর তথ্যের প্রয়োজন হইলে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রারম্ভিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক, সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারীর নিকট পত্র দিবেন এবং উক্ত পত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারী চাহিত তথ্যসম্বলিত একটি সম্পূরক প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

৭। **নিরাপত্তা নিরীক্ষা প্রতিবেদন**।–প্রত্যেক বৎসর মার্চ মাসের ৩১ (একত্রিশ) তারিখের মধ্যে প্রত্যেক পরিচালনকারী তাহার কার্যক্রমের নিরাপত্তার দিকসমূহ অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত বিপজ্জনক পদার্থ নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করাইবেন এবং তৎপরবর্তী জুন মাসের ৩০ (ত্রিশ) তারিখের মধ্যে বিস্তারিত নিরাপত্তা নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

৮। **জরুরী অবস্থা মোকাবিলার পরিকল্পনা**।–(১) প্রত্যেক পরিচালনকারী তাহার প্রত্যেক কার্যক্রম স্থলে জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য তফসিল ৬ এ উল্লিখিত তথ্যাদিসহ বিস্তারিত পরিকল্পনা, কার্যক্রম চালু করিবার পূর্বে প্রস্তুতপূর্বক ১ (এক) প্রস্থ মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন ও উহার পর্যাপ্ত কপি কর্মস্থলে সংরক্ষণ করিবেন এবং সময় সময় উহা হালনাগাদ করিবেন।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্ব হইতেই চলমান কোন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে, উক্ত কার্যক্রম পরিচালনকারী এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে উপ-বিধি

(১) এ উল্লিখিত জরুরী অবস্থা মোকাবিলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ১ (এক) প্রস্থ মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন ও উহার পর্যাপ্ত কপি কর্মস্থলে সংরক্ষণ করিবেন এবং সময় সময় উহা হালনাগাদ করিবেন।

(৩) জরুরী অবস্থা মোকাবিলার পরিকল্পনায় কোন পরিবর্তন করা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন সাধনের তারিখ হইতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারী তাহা সবিস্তারে মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) জরুরী অবস্থা মোকাবিলার পরিকল্পনা মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবার তারিখ হইতে অনধিক ৬ (ছয়) মাস পর পর সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারী উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মহড়া অনুষ্ঠান করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত মহড়া অনুষ্ঠানের জন্য ধার্য তারিখ, সময় ও স্থান কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারী মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন এবং মহাপরিচালক তাহার প্রতিনিধি দ্বারা উক্ত মহড়া পরিদর্শনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৭) জরুরী অবস্থা মোকাবিলার পরিকল্পনায় বা উহার বাস্তবায়ন অনুশীলন মহড়ায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইলে বা কোন বিষয়ে অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারীকে উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এ উল্লিখিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচালনকারী তাহা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

৯। **দুর্ঘটনা সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের সচেতনতা সৃষ্টি**।–শিল্প প্রতিষ্ঠান বা পাইপলাইন চালু করিবার পূর্বে এবং ক্ষেত্রমত, পূর্ব হইতে চালু শিল্প প্রতিষ্ঠান বা পাইপলাইনের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে প্রত্যেক পরিচালনকারী সম্ভাব্য দুর্ঘটনার প্রকৃতি, দুর্ঘটনার সময় ও দুর্ঘটনার অব্যবহিত পর করণীয় ও অকরণীয় সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা ক্ষেত্রমত, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্য পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

১০। **দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ**।–(১) জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডসহ কোন পরিচালনকারীর কার্যক্রম স্থলে বা পাইপলাইনে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারী উক্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে তফসিল ৭ অনুসারে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন।

(২) মহাপরিচালক কোন পরিচালনকারীর কার্যক্রম স্থলে বা পাইপলাইনে দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার খবর পাওয়ার সাথে সাথে সেখানে এক বা একাধিক উপযুক্ত কর্মকর্তা প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থল হইতে ফিরিয়া আসিবার ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত দুর্ঘটনার কারণ ও পরিণাম সংক্রান্ত বিস্তারিত লিখিত বা মুদ্রিত প্রতিবেদন মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) মহাপরিচালক ৩১শে মার্চ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরে সমগ্র দেশে সংঘটিত বড় দুর্ঘটনা ও অন্যান্য দুর্ঘটনার বার্ষিক বিবরণ মন্ত্রণালয়ের নিকট দাখিল করিবেন এবং মন্ত্রণালয়ের সচিব উক্ত বিবরণ কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১১। **বিপজ্জনক বর্জ্য সংক্রান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানার বার্ষিক প্রতিবেদন।**—জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডসহ প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানার পরিচালনকারী প্রত্যেক জানুয়ারী মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বৎসরে উৎপাদিত ও পরিত্যাজনকৃত বিপজ্জনক বর্জ্য সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ছক-১ অনুসারে মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

১২। **তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়া ও প্রকাশকরণ।**—(১) জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডসহ প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কারখানা পরিচালনকারী তাহার কার্যক্রম স্থলে গৃহীত বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্যের প্রত্যেক কনসাইনমেন্ট (consignment) বা লট (lot) এর জন্য তফসিল ৮ অনুসারে নিরাপত্তা তথ্য বিবরণী প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন এবং অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহাপরিচালক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কোন অপরাধের মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা যে কোন সময় উক্ত নিরাপত্তা তথ্য বিবরণী পর্যালোচনা করিতে পারিবেন।

(২) মহাপরিচালক বা কোন অপরাধের মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নিরাপত্তা তথ্য বিবরণীর অনুলিপি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করিলে সংশ্লিষ্ট পরিচালনকারী তাহা অবিলম্বে সরবরাহ করিবেন।

১৩। **বিপজ্জনক পদার্থ।**—আইনের ধারা ২ (ঞ) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে তফসিল ১ এ বিপজ্জনক পদার্থের তালিকা উল্লেখ করা হইল।

১৪। **বিপজ্জনক পদার্থ আমদানী ও রপ্তানী।**—(১) বিপজ্জনক পদার্থ আমদানীর ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলার পূর্বে এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে জাহাজীকরণ (shipment) এর পূর্বে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, পরিশোধন বা প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশে নাই এইরূপ সকল বর্জ্য পরিশোধন বা প্রক্রিয়াকরণের বিশেষ প্রয়োজনে অন্য কোন দেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র গ্রহণের শর্ত শিথিল করা যাইবে।

(২) সম্ভাব্য যেই সময় আমদানীর জন্য ঋণপত্র খোলা হইবে অথবা রপ্তানীর জন্য জাহাজে বোঝাই করা হইবে তাহার অন্যূন ২১ (একুশ) দিন পূর্বে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ছাড়পত্রের জন্য বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আবেদনপত্র অধিদপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে অধিদপ্তর ছাড়পত্র ইস্যু করিবে অথবা ছাড়পত্র ইস্যু করা না হইলে উহার কারণ আবেদনকারীকে পত্র দ্বারা অবহিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত পত্রে বর্ণিত ঘাটতি পূরণ বা অসুবিধা দূরীকরণের পর ছাড়পত্রের জন্য পুনরায় আবেদন করা যাইবে।

(৫) ছাড়পত্রের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্র পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ১৬ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং বিধি ১৪ এ বর্ণিত পরিমাণ ফি পরিশোধের পে-অর্ডারসহ দাখিল করিতে হইবে।

(৬) আবেদনকৃত ছাড়পত্র ইস্যু না করিবার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত পত্রের সহিত ছাড়পত্র ফি বাবদ আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত সম্পূর্ণ টাকা মহাপরিচালক আবেদনকারীর অনুকূলে ফেরৎ প্রদান নিশ্চিত করিবেন।

(৭) বিপজ্জনক পদার্থ আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানীকারক তফসিল ৯ অনুযায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা বা কোন অপরাধের মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত রেকর্ড এবং উক্ত পদার্থ বা বর্জ্য গুদামে রাখা অবস্থায় বা পরিবহণকালে বা ব্যবহারের সময় পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং তফসিল ৯ অনুসারে সংরক্ষিত রেকর্ড পর্যালোচনা করিতে পারিবেন।

১৫। **ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ।**—নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে না, যথাঃ-

(ক) কোন বিপজ্জনক বর্জ্য বাংলাদেশে আমদানী করিবার ক্ষেত্রে;

(খ) তফসিল ১০ এ বর্ণিত কোন বিপজ্জনক বর্জ্য দ্বারা দূষিত বা উক্ত বিপজ্জনক বর্জ্য সম্বলিত কোন পদার্থ আমদানী করিবার ক্ষেত্রে;

(গ) Green Peace এর তালিকাভুক্ত কোন জাহাজ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে;

(ঘ) সমুদ্রগামী জাহাজ, অয়েল ট্যাংকার ও মৎস্য ট্রলার ভাঙ্গার জন্য আমদানী করা হইয়া থাকিলে উক্ত জাহাজ বা ট্যাংকার বা মৎস্য ট্রলার যথোপযুক্তভাবে বিপজ্জনক বর্জ্য মুক্ত করা হইয়াছে মর্মে [১] দেশে বিদ্যমান আমদানী নীতি আদেশ অনুযায়ী যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যায়িত না হইলে উহা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে;

১৬। **বিপজ্জনক পদার্থ আমদানী বা রপ্তানীর লাইসেন্স বা পারমিট প্রদান সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ।**—অধিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্র ব্যতীত কোন বিপজ্জনক পদার্থ আমদানী বা রপ্তানীর লাইসেন্স বা পারমিট প্রদান করা যাইবে না।

১৭। **বাসেল কনভেনশন (Basel Convention)।**—বিপজ্জনক পদার্থের আমদানীকারক এবং রপ্তানীকারককে বাসেল কনভেনশন এর শর্তাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

১৮। **অবৈধ চলাচল।**—(১) বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য এর কোন চালান বা কনসাইনমেন্ট (consignment) বা লট (lot) এর চলাচল অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি—

(ক) উহাতে সরকারের অনুমতি না থাকে; অথবা

(খ) উহাতে সরকারের অনুমতি রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত অনুমতি মিথ্যাচার বা শঠতার মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়াছে; অথবা

(গ) সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রের সহিত বাস্তবে মালামালের গরমিল হয়।

(২) অবৈধভাবে রপ্তানীকৃত বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য রপ্তানীকারক গন্তব্য বন্দরের নিকটবর্তী বহিঃনোঙ্গরে পৌঁছার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজ খরচে ফেরৎ নিতে বাধ্য থাকিবে।

(৩) কোন নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত কারণে উপ-বিধি (২) অনুযায়ী অবৈধভাবে রপ্তানীকৃত বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য ফেরৎ লওয়া অথবা ফেরৎ প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে সংশ্লিষ্ট চালানের সমুদয় মাল আটক করিয়া বিনষ্ট করা হইবে এবং ইহাতে যে পরিমাণ ব্যয় হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী আমদানীকারক বা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানীকারকের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুসারে কোন বিপজ্জনক পদার্থ বা বর্জ্য বিনষ্ট বা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯। **জাহাজ ভাঙ্গা।**—(১) বিধি ১৫ প্রতিপালন সাপেক্ষে জাহাজ ভাঙ্গার জন্য আমদানীকৃত বা বাছাইকৃত বা ধার্য প্রতিটি জাহাজ ভাঙ্গার কার্যক্রম শুরু করিবার আগে অধিদপ্তর হইতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ড ব্যতিত অন্য কোন স্থানে জাহাজভাঙ্গা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

....

[১]বিধি ১৫ দফা ঘ এর "দেশে বিদ্যমান আমদানী নীতি আদেশ অনুযায়ী যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক" শব্দগুলো এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭, ১৪ ও ১৬ এ বর্ণিত পদ্ধতি এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত গাইডলাইন অনুসরণ করিতে হইবে।

[১] (৪) প্রতিটি জাহাজভাঙ্গার ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন অধিদপ্তরে দাখিল করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট জাহাজে বিদ্যমান বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্যের পরিমাণ সরকার কর্তৃক গঠিত নিরীক্ষক দল বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কমিটি দ্বারা নিরূপণ করাইতে হইবে এবং উক্ত নিরীক্ষক দল বা কমিটির একটি প্রতিবেদন উক্ত আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।;

(৫) জাহাজভাঙ্গার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারিকৃত গাইডলাইন অনুসরণ করাসহ পরিচালনকারীকে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট জাহাজে বিদ্যমান বিপজ্জনক পদার্থ পদওয়ারী বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করা;

(খ) সংশ্লিষ্ট জাহাজে বিদ্যমান বিপজ্জনক পদার্থ নিরাপত্তা তথ্য বিবরণী তফসিল ১১ অনুযায়ী সংরক্ষণ করা;

(গ) সংশ্লিষ্ট জাহাজ হইতে বিপজ্জনক পদার্থ কখন, কাহার নিকট বা কোথায়, কি পরিমাণে বিক্রয় করা বা সরবরাহ করা বা পরিত্যাজন করা হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ সংরক্ষণ করা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট জাহাজে বিদ্যমান বিপজ্জনক পদার্থ হ্যান্ডলিং এর জন্য যাহাতে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিবার আশংকা না থাকে এইরূপ সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঙ) জাহাজ ভাঙ্গা সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দ্বারা সজ্জিতকরণ ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লিষ্ট জাহাজভাঙ্গার স্থলে সহজলভ্য করা;

(চ) সংশ্লিষ্ট জাহাজে বিদ্যমান বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য হ্যান্ডলিং করার জন্য বা বিনষ্ট করার জন্য মহাপরিচালক কর্তৃক কোন নির্দেশনা প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা;

(ছ) প্রত্যেক জাহাজভাঙ্গা ইয়ার্ডে জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য তফসিল ১২ এ উল্লিখিত তথ্যাদিসহ বিস্তারিত পরিকল্পনা জাহাজ ভাঙ্গা শুরু করিবার পূর্বে প্রস্তুতপূর্বক এক প্রস্থ মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করা এবং উহার পর্যাপ্ত কপি সংশ্লিষ্ট জাহাজভাঙ্গার স্থলে সংরক্ষণ করা;

(জ) জাহাজভাঙ্গার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার প্রকৃতি, দুর্ঘটনার সময় ও দুর্ঘটনার অব্যবহিত পর করণীয় ও অকরণীয় সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার কার্য পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা;

(ঝ) জাহাজ ভাঙ্গার স্থলে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটিলে উক্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে তফসিল ৭ অনুসারে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করা;

(ঞ) প্রত্যেক জাহাজে বিদ্যমান বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্যের সর্বশেষ অংশ চূড়ান্তরূপে পরিত্যাজন করার পর ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত এই বিধিতে উল্লিখিত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা।

২০। **বর্জ্য সৃজনকারী এবং ব্যবহারকারীর দায়িত্ব।**—(১) তফসিল ১৩ এ বর্ণিত লৌহজাত নহে এইরূপ ধাতব বর্জ্য বা ব্যবহৃত তৈল বা বর্জ্য তৈল সৃজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানার পরিচালনকারী তাহার কার্যক্রমে সৃজিত ধাতব বর্জ্য বা ব্যবহৃত তৈল বা বর্জ্য তৈল কমপক্ষে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য ছাড়পত্রধারী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(২) তফসিল ১৪ এ বর্ণিত মাত্রা বহির্ভূত বর্জ্য তৈল বিপজ্জনক বর্জ্য পোড়ানোর চুল্লীতে পোড়াইয়া নিষ্পন্ন করা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট দান, প্রদান বা বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে না এবং উক্ত বর্জ্য তৈল সৃষ্টিকারীর অথবা পরিবেশগত ছাড়পত্রধারী বিপজ্জনক বর্জ্য পোড়ানোর অঙ্গারিণীর (Incinerator) মালিক বা দখলকারকের দখলে ছাড়া অন্য কাহারও দখলে রাখা যাইবে না।

---

[১] বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৪) *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

(৩) বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টিকারী তাহার কার্যক্রমে সৃষ্ট বর্জ্য সৃষ্টির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের বেশী জমাইয়া রাখিতে পারিবেন না এবং কোন বিপজ্জনক বর্জ্যের ক্রেতা বা গ্রহীতা তাহার ক্রয়কৃত বা গৃহীত বর্জ্য ক্রয় বা গ্রহণের তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক জমা রাখিতে পারিবেন না।

(৪) লৌহজাত নহে এইরূপ ধাতব বর্জ্য, ব্যবহৃত তৈল এবং বর্জ্য তৈল সৃষ্টিকারী প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা পরিচালনকারী প্রত্যেক বৎসর ৩১শে জানুয়ারি তারিখের মধ্যে ছক-২ অনুযায়ী বার্ষিক বিবরণী মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৫) লৌহজাত নহে এইরূপ ধাতব বর্জ্য, ব্যবহৃত তৈল এবং বর্জ্য তৈল এর প্রত্যেক পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারী (recycler), পুনঃপরিশোধনকারী (re-refiner) এবং পোড়াইয়া বিনষ্টকারী চুল্লীর পরিচালনকারী প্রত্যেক বৎসর ৩১শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে ছক-৩ অনুসারে বার্ষিক বিবরণী মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৬) প্রত্যেক বিপজ্জনক বর্জ্য সৃষ্টিকারী, পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারী এবং পুনঃপরিশোধনকারী পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন।

২১। **শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা।**—এই বিধিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ উল্লিখিত শ্রমিক বা কর্মচারীদের স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে।

২২। **দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ।**—দুর্ঘটনাজনিত কারণে শ্রমিক বা কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষয়-ক্ষতি নির্ধারণ ও ক্ষতিপূরণ আদায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুসারে নিষ্পন্ন হইবে।

২৩। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।**—সরকার, এই বিধিমালার বিধানের অস্পষ্টতার কারণে বিধিমালার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারীর মাধ্যমে, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতে পারিবে।

[1] তফসিল - ১
[বিধি ২(২৮) দ্রষ্টব্য]
অংশ-১

(অ) বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ঃ

যে সকল রাসায়নিক পদার্থের বিষাক্ততার তীব্রতা নিম্নোল্লিখিত মানের এবং যে সকল রাসায়নিক পদার্থ স্বীয় প্রাকৃতিক বা ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম হেতু দুর্ঘটনা ঘটাইতে সক্ষম ঃ

ক্রমিক নম্বর	বিষাক্ততা	সেবন বিষাক্ততা (Oral Toxicity) LD5O(mg/kg)	স্পর্শ বিষাক্ততা (Dermal Toxicity) LD5O(mg/kg)	ঘ্রাণ বিষাক্ততা (Inhalation Toxicity) LC5O(mg/kg)
১.	অত্যন্ত বিষাক্ত (Extremely toxic)	>৫	<৪০	<০.৫
২.	অতি বিষাক্ত (Highly toxic)	>৫-৫০	>৪০-২০০	<০.৫-২০
৩.	বিষাক্ত (Toxic)	>৫০-২০০	>২০০-১০০০	>২-১০

(আ) দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ ঃ

(১) ***দাহ্য (flammable gases)***

যে গ্যাস ২০° সেলসিয়াস বা তদূর্ধ তাপমাত্রায় এবং ১০১.৩ কচধ মানের চাপে–

(১) ১৩% বা কম ঘনমানের সহিত বাতাসের সংমিশ্রণে প্রজ্বলনযোগ্য; অথবা

(২) বাতাসের সহিত দহনীয়তার উচ্চসীমা ১২%, নিম্নসীমা যাহা হউক না কেন।

ব্যাখ্যা ঃ International Standards Organization Gi ISO Number 10156 of 1990 এ অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে অথবা Bangladesh Standards and Testing Institute (BSTI) কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দহনীয়তা নিরূপণ করা হইবে।

(২) ***সর্বোচ্চ দাহ্য তরল পদার্থ (extremely flammable liquids)***

যে রাসায়নিক পদার্থের জ্বলনাঙ্ক (flash point) ২৩° সেলসিয়াস বা তদনিম্নে এবং স্ফুটনাঙ্ক (boiling point) ৩৫° সেলসিয়াস এর নিম্নে।

(৩) ***অত্যুচ্চ দাহ্য তরল পদার্থ (very highly flammable liquids)***

যে রাসায়নিক পদার্থের জ্বলনাঙ্ক (flash poinঃ) ২৩° সেলসিয়াস বা তদনিম্নে এবং প্রারম্ভিক স্ফুটনাঙ্ক (boiling point) ৩৫° সেলসিয়াস এর উর্ধে।

(৩) উচ্চ দাহ্য তরল পদার্থ ***(highly flammable liquids)***

যে রাসায়নিক পদার্থের জ্বলনাঙ্ক (flash point) ৩৫° সেলসিয়াস উর্ধ্বে, কিন্তু ৬০° বা তদনিম্নে সেলসিয়াস উর্ধ্বে নকে।

(৪) দাহ্য তরল পদার্থ (flammable liquids)

যে রাসায়নিক পদার্থের জ্বলনাঙ্ক (flash point) ৬০° সেলসিয়াস এর উর্ধ্বে, কিন্তু ৯০° সেলসিয়াস এর

[1] তফসিল-১ এর প্রারম্ভে উল্লিখিত "বিধি ২(২৮) ও ১৩২(২৮)" শব্দ, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত*

উর্ধ্বে নহে।

(ই) বিস্ফোরক ***(Explosive)ঃ***

এমন কঠিন বা তরল বা আতশবাজির কাজে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য -

(১) যাহা নিজের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এমন তাপ, চাপ ও গতির গ্যাস সৃজন করতে পারে যাহা চতুষ্পার্শ্বে ক্ষতি সাধনে সক্ষম; অথবা

(২) যাহা অবিস্ফোরক স্বয়ং তাপোৎপাদী রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ, আলো, শব্দ, গ্যাস বা ধূম্র বা এই সবের সমষ্টি সৃজন করিতে পারে।

অংশ-২

ক্রমিক নং	বিপজ্জনক পদার্থের নাম (Name of Hazardous Chemicals)
১.	এ্যাসিটালডিহাইড (Acetaldehyde)
২.	এসিটিক এসিড (Acetic acid)
৩.	এসিটিক অ্যানহাইড্রাইড (Acetic anhydride)
৪.	এসিটোন (Acetone)
৫.	এসিটোন সায়ানোহাইড্রিন (Acetone cyanohydrin)
৬.	এসিটোন থায়োকার্বাজাইড (Acetone thiosemicarbazide)
৭.	এসিটোনাইট্রাইল (Acetonitrile)
৮.	এসিটিলিন (Acetylene)
৯.	এসিটিলিন টেট্রা কেল্গারাইড (Acetylene tetra chloride)
১০.	এক্রোলিন (Acrolein)
১১.	এক্রিলামাইড (Acrylamide)
১২.	এক্রিলোনাইট্রাইল (Acrylonitrile)
১৩.	এডিপোনাইট্রাইল (Adiponitrile)
১৪.	এ্যালডিকার্ব (Aldicarb)
১৫.	এ্যালড্রিন (Aldrin)
১৬.	এ্যালাইল এলকোহল (Allyl alcohol)
১৭.	এ্যালাইল অ্যামাইন (Allyl amine)
১৮.	এ্যালাইল কেল্গারাইড (Allyl chloride)
১৯.	এ্যালুমিনিয়াম (পাউডার) (Aluminium powder)
২০.	এ্যালুমিনিয়াম এ্যাজাইড (Aluminium azide)
২১.	এ্যালুমিনিয়াম বোরোহাইড্রাইড (Aluminium borohydride)
২২.	এ্যালুমিনিয়াম কেল্গারাইড (Aluminium chloride)
২৩.	এ্যালুমিনিয়াম ফ্লুরাইড (Aluminium fluoride)
২৪.	এ্যালুমিনিয়াম ফসফেট (Aluminium phosphide)
২৫.	এমাইনো ডাইফেনাইল (Amino diphenyl)
২৬.	এমাইনো পাইরিডিন (Amino pyridine)

২৭.	এমাইনোফেনল-২ (Aminophenol-2)
২৮.	এমাইনোপ্টেরিন (Aminopterin)
২৯.	এমাইটোন (Amiton)
৩০.	এমাইটোন ডায়ালেট (Amiton dialate)
৩১.	অ্যামোনিয়া (Ammonia)
৩২.	অ্যামোনিয়াম কেদ্বারো প্লাটিনেট (Ammonium chloro platinate)
৩৩.	অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (Ammonium nitrate)
৩৪.	অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট (Ammonium nitrite)
৩৫.	অ্যামোনিয়াম পিকরেট (Ammonium picrate)
৩৬.	এনাবেসিন (Anabasine)
৩৭.	এনিলিন (Aniline)
৩৮.	এনিলিন ২, ৪, ৬-ট্রাইমিথাইল (Aniline2,4, 6-Trimethyl)
৩৯.	অ্যানথ্রাকুইনোন (Anthraquinone)
৪০.	এন্টিমনি পেন্টাফ্লুরাইড (Antimony pentafluoride)
৪১.	এন্টিমাইসিন এ (Antimycin A)
৪২.	এএনটিইউ (ANTU)
৪৩.	আর্সেনিক পেন্টোক্সাইড (Arsenic pentoxide)
৪৪.	আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড (Arsenic trioxide)
৪৫.	আর্সেনিয়াস ট্রাইকেদ্বারাইড (Arsenous trichloride)
৪৬.	আর্সিন (Arsine)
৪৭.	অ্যাসফল্ট (Asphalt)
৪৮.	অ্যাজিনফো-ইথাইল (Azinpho-ethyl)
৪৯.	অ্যাজিনফো মিথাইল (Azinphos methyl)
৫০.	ব্যাসিট্রাসিন (Bacitracin)
৫১.	বেরিয়াম অ্যাজাইড (Barium azide)
৫২.	বেরিয়াম নাইট্রেট (Barium nitrate)
৫৩.	বেরিয়াম নাইট্রাইট (Barium nitride)
৫৪.	বেনজোল কেদ্বারাইড (Benzal chloride)
৫৫.	বেনজেমাইন, ৩-ট্রাইফ্লুরোমিথাইল (Benzenamine,3-Trifluoromethyl)
৫৬.	বেনজিন (Benzene)
৫৭.	বেনজিন সালফোনাইল কেদ্বারাইড (Benzene sulfonyl chloride)
৫৮.	বেনজিন, ১-(কেদ্বারোমিথাইল)-৪ নাইট্রো (Benzene. 1- (chloromethyl)-4 Nitro)
৫৯.	বেনজিন আর্সেনিক এসিড (Benzene arsenic acid)
৬০.	বেনজিডাইন (Benzidine)
৬১.	বেনজিডাইন সল্ট(Benzidine salts)

৬২.	বেনজিমাইডাজোল, ৪, ৫-ডাইকেদ্বারো-২ (ট্রাইফ্লুরোমিথাইল) (Benzimidazole. 4, 5-Dichloro-2 (Trifluoromethyl))
৬৩.	বেনজোকুইনোন-পি (Benzoquinone-P)
৬৪.	বেনজোট্রাইকেদ্বারাইড (Benzotrichloride)
৬৫.	বেনজোইল কেদ্বারাইড (Benzoyl chloride)
৬৬.	বেনজোইল পারঅক্সাইড (Benzoyl peroxide)
৬৭.	বেনজাইল কেদ্বারাইড (Benzyl chloride)
৬৮.	বেরিলিয়াম (পাউডার) (Beryllium (Powder)
৬৯.	বাইসাইকেদ্বা (২, ২, ১) হেপ্টেন-২-কার্বোনাইল (Bicyclo (2, 2, 1) Heptane -2-carbonitrile)
৭০.	বাইফিনাইল (Biphenyl)
৭১.	বিস (২-কেদ্বারোইথাইল) সালফাইড (Bis (2-Chloroethyl) sulphide)
৭২.	বিস (কেদ্বারোমিথাইল) কিটোন (Bis (Chloromethyl) Ketone)
৭৩.	বিস (টেট্রা-বিউটাইল পারক্সি) সাইকেদ্বাহেক্সেন (Bis (Tert-butyl peroxy cyclohexane)
৭৪.	বিস (টারবিউটাইলপারক্সি) বিউটেন (ইরং (Terbutylperoxy) butane)
৭৫.	বিস (২, ৪, ৬-ট্রাইনাইট্রোফিনাইলএ্যামিন (Bis 2,4, 6-Trimitrophenylamine))
৭৬.	বিস (কেদ্বারোমিথাইল) ইথার (Bis (Chloromethyl) Ether)
৭৭.	বিসমুথ এবং এর যৌগসমূহ (Bismuth and compounds)
৭৮.	বিসফেনল-এ (Bisphenol-A)
৭৯.	বিটোস্ক্যানাট (Bitoscanate)
৮০.	বোরন পাউডার (Boron Powder)
৮১.	বোরন ট্রাইকেদ্বারাইড (Boron trichloride)
৮২.	বোরন ট্রাইফ্লুরাইড (Boron trifluoride)
৮৩.	মিথাইলইথার ১, ১ সহ বোরন ট্রাইফ্লুরাইড যৌগ (Boron trifluoride comp. With methylether, 1:1)
৮৪.	ব্রোমিন (Bromine)
৮৫.	ব্রোমিন পেন্টাফ্লুরাইড (Bromine pentafluoride)
৮৬.	ব্রোমো ক্লোরো মিথেন (Bromo chloro methane)
৮৭.	ব্রোমোডায়ালোন (Bromodialone)
৮৮.	বিউটাডাইন (Butadiene)
৮৯.	বিউটেন (Butane)
৯০.	বিউটানোন-২ (Butanone-2)
৯১.	বিউটাইল এমাইন টার্ট (Butyl amine tert)
৯২.	বিউটাইল গ্লাইসিডাল ইথার (Butyl glycidal ether)
৯৩.	বিউটাইল আইসোল্যারেট (Butyl isovalarate)
৯৪.	বিউটাইল পারক্সিম্যালেট টার্ট (Butyl peroxymaleate tert)

৯৫.	বিউটাইল ভিনাইল ইথার (Butyl vinyl ether)
৯৬.	বিউটাইল-এন-মারক্যাপটান (Butyl-n-mercaptan)
৯৭.	সি আই বেসিক গ্রীণ (C.I.Basic green)
৯৮.	ক্যাডমিয়াম অক্সাইড (Cadmium oxide)
৯৯.	ক্যাডমিয়াম স্টিয়ারেট (Cadmium stearate)
১০০.	ক্যালসিয়াম আর্সিনেট (Calcium arsenate)
১০১.	ক্যালসিয়াম কার্বাইড (Calcium carbide)
১০২.	ক্যালসিয়াম সায়ানাইড (Calcium cyanide)
১০৩.	ক্যাম্ফিকেদ্বার (টোক্সাফেন) (Camphechlor (Toxaphene))
১০৪.	ক্যানথারিডিন (Cantharidin)
১০৫.	ক্যাপটান (Captan)
১০৬.	কার্বাকোল কেদ্বারাইড (Carbachol chloride)
১০৭.	কার্বারিল (Carbaryl)
১০৮.	কার্বোফুরান (ফুরাডান) (Carbofuran (Furadan))
১০৯.	কার্বন টেট্রাকেদ্বারাইড (Carbon tetrachloride)
১১০.	কার্বন ডাইসালফাইড (Carbon disulphide)
১১১.	কার্বন মনোঅক্সাইড (Carbon monoxide)
১১২.	কার্বনফেনোথিয়ন (Carbonphenothion)
১১৩.	কারভোন (Carvone)
১১৪.	সেলুলোজ নাইট্রেট (Cellulose nitrate)
১১৫.	কেদ্বারোএসিটিক এসিড (Chloroacetic acid)
১১৬.	কেদ্বারডেন (Chlordane)
১১৭.	কেদ্বারোফেনভিনফস (Chlorofenvinphos)
১১৮.	কেদ্বারিনেটেড বেনজিন (Chlorinated benzene)
১১৯.	কেদ্বারিন (Chlorine)
১২০.	কেদ্বারিন অক্সাইড (Chlorine oxide)
১২১.	কেদ্বারিন ট্রাইফ্লুরাইড (Chlorine trifluoride)
১২২.	কেদ্বারমেফস (Chlormephos)
১২৩.	কেদ্বারমেকোয়াট কেদ্বারাইড (Chlormequat chloride)
১২৪.	কেদ্বারোএসিটাল কেদ্বারাইড (Chloroacetal chloride)
১২৫.	কেদ্বারোএসিটালডিহাইড(Chloroacetaldehyde)
১২৬.	কেদ্বারোএনিলিন-২ (Chloroaniline -2)
১২৭.	কেদ্বারোএনিলিন-৪ (Chloroaniline -4)
১২৮.	কেদ্বারোবেনজিন (Chlorobenzene)
১২৯.	কেদ্বারোইথাইল কেদ্বারোফর্মেট (Chloroethyl chloroformate)
১৩০.	কেদ্বারোফর্ম (Chloroform)

১৩১.	কেদ্বারোফর্মাইল মরফোলিন (Chloroformyl morpholine)
১৩২.	কেদ্বারোমিথেন (Chloromethane)
১৩৩.	কেদ্বারোমিথাইল মিথাইল ইথার (Chloromethyl methyl ether)
১৩৪.	কেদ্বারোনাইট্রোবেনজিন (Chloronitrobenzene)
১৩৫.	কেদ্বারোফেসিনান (Chlorophacinone)
১৩৬.	কেদ্বারোসালফনিক এসিড (Chlorosulphonic acid)
১৩৭.	কেদ্বারোথিওফস (Chlorothiophos)
১৩৮.	কেদ্বারোজুরোন (Chloroxuron)
১৩৯.	ক্রোমিক এসিড(Chromic acid)
১৪০.	ক্রোমিক কেদ্বারাইড (Chromic chloride)
১৪১.	ক্রোমিয়াম পাউডার (Chromium powder)
১৪২.	কোবাল্ট কার্বোনাইল (Cobalt carbonyl)
১৪৩.	কোবাল্ট নাইট্রিলমিথাইলিডাইন যৌগ (Cobalt Nitrilmethylidyne compound)
১৪৪.	কোবাল্ট পাউডার (Cobalt Powder)
১৪৫.	কোলসিসাইন (Colchicine)
১৪৬.	কপার এন্ড এর যৌগ (Copper and Compounds)
১৪৭.	কপারক্সিকেদ্বারাইড (Copperoxychloride)
১৪৮.	কউমাফুরাইল (Coumafuryl)
১৪৯.	কউমাফস (Coumaphos)
১৫০.	কউমাটেট্রালিল (Coumatetralyl)
১৫১.	ক্রাইমিডিন (Crimidine)
১৫২.	ক্রোটেনালডিহাইড (Crotenaldehyde)
১৫৩.	ক্রোটোনালডিহাইড (Crotonaldehyde)
১৫৪.	কিউমিন (Cumene)
১৫৫.	সায়ানোজেন ব্রোমাইড (Cyanogen bromide)
১৫৬.	সায়ানোজেন আয়োডাইড (Cyanongen iodide)
১৫৭.	সায়ানোফস (Cyanophos)
১৫৮.	সায়ানোথয়েট (Cyanothoate)
১৫৯.	সায়ানিউরিক ফ্লুরাইড (Cyanuric fluoride)
১৬০.	সাইকেদ্বা হেক্সিলামাইন (Cyclo hexylamine)
১৬১.	সাইকেদ্বাহেক্সেন (Cyclohexane)
১৬২.	সাইকেদ্বাহেক্সানন (Cyclohexanone)
১৬৩.	সাইকেদ্বাহেক্সিমাইড (Cycloheximide)
১৬৪.	সাইকেদ্বাপেন্টাডাইন (Cyclopentadiene)
১৬৫.	সাইকেদ্বাপেন্টেন (Cyclopentane)
১৬৬.	সাইকেদ্বাটেট্রামিথাইল এনিটেট্রামাইন (Cyclotetramethyl enetetramine)

১৬৭.	সাইকেদ্বাট্রাইমিথাইলিন এট্রিনাইট্রাইন (Cyclotrimethylen etrinnitraine)
১৬৮.	সাইপারমেথ্রিন (Cypermethrin)
১৬৯.	ডিডিটি (DDT)
১৭০.	ডেকাবোরেন (১:৪) (Decaborane (১ :৪))
১৭১.	ডেমিটন (Demeton)
১৭২.	ডেমিটন এস-মিথাইল (Demeton S-Methyl
১৭৩.	ডাই-এন-প্রোপাইল পারক্সিডাইকার্বনেট (গাঢ়ত্ব=৮০%) (Di-n-propylperoxydicarbonate (Conc = 80%))
১৭৪.	ডায়ালিফস (Dialifos)
১৭৫.	ডায়াজোডাইনাইট্রোফেনল (Diazodinitrophenol)
১৭৬.	ডাইবেনজাইল পারক্সিডাইকার্বনেট (গাঢ়ত্ব>=৯০%) (Dibenzyl peroxydicarbonate (Conc>= 90%))
১৭৭.	ডাইবোরেন (Diborane)
১৭৮.	ডাইকেদ্বারোএসিটিলিন (Dichloroacetylene)
১৭৯.	ডাইকেদ্বারোবেনজানকোনিয়াম কেদ্বারাইড (Dichlorobenzalkonium chloride)
১৮০.	ডাইকেদ্বারোইথাইল ইথার (Dichloroethyl ether)
১৮১.	ডাইকেদ্বারোমিথাইল ফেনিলসাইলেন (Dichloromethyl phenylsilane)
১৮২.	ডাইকেদ্বারোফেনল-২,৬ (Dichlorophenol – 2, 6)
১৮৩.	ডাইকেদ্বারোফেনল-২,৪ (Dichlorophenol – 2, 4)
১৮৪.	ডাইকেদ্বারোফেনক্সি এসিটিক এসিড (Dichlorophenoxy acetic acid)
১৮৫.	ডাইকেদ্বারোপ্রোপেন- ২,২ (Dichloropropane – 2, 2)
১৮৬.	ডাইকেদ্বারোস্যালিসাইলিক এসিড-৩,৫ (Dichlorosalicylic acid-3, 5)
১৮৭.	ডাইকেদ্বারোভস (ডিডিভিপি) (Dichlorvos (DDVP))
১৮৮.	ডাইক্রোটোফস (Dicrotophos)
১৮৯.	ডাইএলড্রিন (Dieldrin)
১৯০.	ডাইপক্সি বিউটেন (Diepoxy butane)
১৯১.	ডাইইথাইল কারবামাজাইন সাইট্রেট (Diethyl carbamazine citrate)
১৯২.	ডাইইথাইল কেদ্বারোফসফেট (Diethyl chlorophosphate)
১৯৩.	ডাইইথাইল ইথানোলএ্যামিন (Diethyl ethtanolamine)
১৯৪.	ডাইইথাইল পারক্সিডাইকার্বোনেট (গাঢ়ত্ব=৩০%) (Diethyl peroxydicarbonate (Conc=30%))
১৯৫.	ডাইইথাইল ফিনাইলিন ডায়ামিন (Diethyl phenylene diamine)
১৯৬.	ডাইইথাইলএ্যামিন (Diethylamine)
১৯৭.	ডাইইথাইলিন গ্লাইকোল (Diethylene glycol)
১৯৮.	ডাইইথিলিন গ্লাইকোল ডাইনাইট্রেট (Diethylene glycol dinitrate)
১৯৯.	ডাইইথিলিন ট্রায়ামাইন (Diethylene triamine)

২০০.	ডাইইথলিনগ্লাইকোল বিউটাইল ইথার (Diethleneglycol butyl ether)
২০১.	ডাইগ্লাইসিডাইল ইথার (Diglycidyl ether)
২০২.	ডিজিটক্সিন (Digitoxin)
২০৩.	ডাইহাইড্রোপারক্সিপ্রোপেন (গাঢ়ত্ব>=৩০%) (Dihydroperoxypropane (Conc. >=30%))
২০৪.	ডাইসোবিউটাইল পারক্সাইড (Diisobutyl peroxide)
২০৫.	ডাইমেফক্স (Dimefox)
২০৬.	ডাইমেথয়েট (Dimethoate)
২০৭.	ডাইমিথাইল ডাইকেদ্বারোসিলেন (Dimethyl dichlorosilane)
২০৮.	ডাইমিথাইল হাইড্রাজিন (Dimethyl hydrazine)
২০৯.	ডাইমিথাইল নাইট্রোসোয়ামাইন (Dimethyl nitrosoamine)
২১০.	ডাইমিথাইল পি ফেনিলিন ডায়ামিন (Dimethyl P phenylene diamine
২১১.	ডাইমিথাইল ফসফোরামিডি সায়ানাইড এসিড (টিএবিইউএম) (Dimethyl phosphoramidi cyanide acid (TABUM)
২১২.	ডাইমিথাইল ফসফোরোকেদ্বারিডোথায়োয়েট (Dimethyl phosphorochloridothioate)
২১৩.	ডাইমিথাইল সুফোলেন (ডিএমএস) (Dimethyl sufolane (DMS))
২১৪.	ডাইমিথাইল সালফাইড (Dimethyl sulphide)
২১৫.	ডাইমিথাইলএ্যামিন (Dimethylamine)
২১৬.	ডাইমিথাইলএনিলিন (Dimethylaniline)
২১৭.	ডাইমিথাইলকার্বোনিল কেদ্বারাইড (Dimethylcarbonyl chloride)
২১৮.	ডাইমেটিলান (Dimetilan)
২১৯.	ডাইনাইট্রো ও-ক্রেসল (Dinitro O-cresol)
২২০.	ডাইনাইট্রোফেনল (Dinitrophenol)
২২১.	ডাইনাইট্রোটলুইন (Dinitrotoluene)
২২২.	ডাইনোসেব (Dinoseb)
২২৩.	ডাইনিটার্ব (Diniterb)
২২৪.	ডায়োক্সেন-পি (Dioxane-p)
২২৫.	ডায়োক্সাথিয়ন (Dioxathion)
২২৬.	ডায়োক্সিন-এন (Dioxine-N)
২২৭.	ডাইফেসিনান (Diphacinone)
২২৮.	ডাইফসফোরামাইড অক্টামিথাইল (Diphosphoramide octamethyl)
২২৯.	ডাইফিনাইল মিথেন ডাই-আইসোসাইনেট (এমডিআই) (Diphenyl methane di-isocynate (MDI))
২৩০.	ডাইপ্রোপাইলিন গ্লাইকোল বিউটাইল ইথার (Dipropylene Glycol Butyl ether)
২৩১.	ডাইপ্রোপাইলিন গ্লাইকোলমিথাইল ইথার (Dipropylene glycolmethyl ether)
২৩২.	ডাইসেক-বিউটাইল পারক্সিডাইকার্বনেট (গাঢ়ত্ব>৮০%) (Disec-butylperoxydicarbonate Conc.>80%))

২৩৩.	ডাইসুফোটন (Disufoton)
২৩৪.	ডাইথায়াজামাইন আয়োডাইড (Dithiazamine iodide)
২৩৫.	ডাইথায়োবিউরেট (Dithiobiurate)
২৩৬.	এনডোসালফান (Endosulfan)
২৩৭.	এনডোথায়ন (Endothion)
২৩৮.	এনড্রিন (Endrin)
২৩৯.	এপিকেদ্বারোহাইড্রাইড (Epichlorohydride)
২৪০.	ইপিএন (EPN)
২৪১.	এর্গোক্যালসিফেরোল (Ergocalciferol)
২৪২.	এরগোটামাইন টারটারেট (Ergotamine tartarate)
২৪৩.	ইথেনসালফেনাইল কেদ্বারাইড, ২ কেদ্বারো (Ethanesulfenyl chloride, 2 chloro)
২৪৪.	ইথানল ১-২ ডাইকেদ্বারোএসিটেট (Ethanol 1-2 dichloracetate)
২৪৫.	ইথিয়ন (Ethion)
২৪৬.	ইথোপ্রোফস (Ethoprophos)
২৪৭.	ইথাইল এসিটেট (Ethyl acetate)
২৪৮.	ইথাইল এ্যালকোহল (Ethyl alcohol)
২৪৯.	ইথাইল বেনজিন (Ethyl benzene)
২৫০.	ইথাইল বিস এ্যামিন (Ethyl bis amine)
২৫১.	ইথাইল ব্রোমাইড (Ethyl bromide)
২৫২.	ইথাইল কার্বামেট (Ethyl carbamate)
২৫৩.	ইথাইল ইথার (Ethyl ether)
২৫৪.	ইথাইল হেক্সানোল-২ (Ethyl hexanol -2)
২৫৫.	ইথাইল মারকাপটান (Ethyl mercaptan)
২৫৬.	ইথাইল মারকিউরিক ফসফেট (Ethyl mercuric phosphate)
২৫৭.	ইথাইল মিথাক্রাইলেট (Ethyl methacrylate)
২৫৮.	ইথাইল নাইট্রেট (Ethyl nitrate)
২৫৯.	ইথাইল থায়োসায়ানেট (Ethyl thiocyanate)
২৬০.	ইথাইলএ্যামিন (Ethylamine)
২৬১.	ইথিলিন (Ethylene)
২৬২.	ইথিলিন কেদ্বারোহাইড্রিন (Ethylene chlorohydrine)
২৬৩.	ইথিলিন ডাইব্রোমাইড (Ethylene dibromide)
২৬৪.	ইথিলিন ডায়ামিন (Ethylene diamine)
২৬৫.	ইথিলিন ডায়ামিন হাইড্রোকেদ্বারাইড (Ethylene diamine hydrochloride)
২৬৬.	ইথিলিন ফ্লুরোহাইড্রিন (Ethylene flourohydrine)
২৬৭.	ইথিলিন গ্লাইকল (Ethylene glycol)
২৬৮.	ইথিলিন গ্লাইকল ডাইনাইট্রেট (Ethylene glycol dinitrate)

২৬৯.	ইথিলিন অক্সাইড (Ethylene oxide)
২৭০.	ইথিলিনিমাইন (Ethylenimine)
২৭১.	ইথিলিন ডাই-কেদ্বারাইড (Ethylene di chloride)
২৭২.	ফেমামিফস (Femamiphos)
২৭৩.	ফেমিট্রোথিয়ন (Femitrothion)
২৭৪.	ফেসালফোথায়ন (Fensulphothion)
২৭৫.	ফ্লুমেটিল (Fluemetil)
২৭৬.	ফ্লুরিন (Fluorine)
২৭৭.	ফ্লুরো ২-হাইড্রোক্সি বিউটাইরিক এসিড এমাইড সল্ট এস্টার (Fluoro2-hyrdoxy butyric acid amid salt ester)
২৭৮.	ফ্লুরোএসিটামাইড (Fluoroacetamide)
২৭৯.	ফ্লুরোএসিটিক এসিড এমাইড সল্ট এন্ড এস্টার (Fluoroacetic acid amide salts and esters)
২৮০.	ফ্লুরোএসিটাইলকেদ্বারাইড (Fluoroacetylchloride)
২৮১.	ফ্লুরোবিউটাইরিক এসিড এমাইড সল্ট এষ্টার (Fluorobutyric acid amide salt ester)
২৮২.	ফ্লুরোক্রোটোনিক এসিড এমাইড সল্ট এষ্টার (Fluorocrotonic acid amide salts ester)
২৮৩.	ফ্লুরোইউরাসিল (Fluorouracil)
২৮৪.	ফোনোফস (Fonofos)
২৮৫.	ফরমালডিহাইড (Formaldehyde)
২৮৬.	ফরমিটেনেট হাইড্রোকেদ্বারাইড (Formetanate hydrochloride)
২৮৭.	ফরমিক এসিড (Formic acid)
২৮৮.	ফরমোপ্যারানেট (Formoparanate)
২৮৯.	ফরমোথিয়ন (Formothion)
২৯০.	ফসথিয়োটান (Fosthiotan)
২৯১.	ফুবেরিডাজোল (Fuberidazole)
২৯২.	ফুরান (Furan)
২৯৩.	গ্যালিয়াম ট্রাইকেদ্বারাইড (Gallium Trichloride)
২৯৪.	গ্লাইকোনাইট্রাইল (হাইড্রোক্সিএসিটোনাইট্রাইল) (Hydroxyacetonitrile) (Glyconitrile)
২৯৫.	গুয়ানাইল-৪-নাইট্রোসোএমাইনোগুয়ানাইল-১-টেরাজিন (Guanyl-4-nitrosaminoguynyl-1-tetrazene)
২৯৬.	হেপ্টাকেদ্বার (Heptachlor)
২৯৭.	হেক্সামিথাইল টেট্রা-অক্সিএসিকেদ্বানোনেট (গাঢ়ত্ব ৭৫%) (Hexamethyl tetra-oxyacyclononate (Conc 75%))
২৯৮.	হেক্সাকেদ্বারোবেনজিন (Hexachlorobenzene)
২৯৯.	হেক্সাকেদ্বারোসাইকেদ্বাহেক্সেন (লিনডেন) (Hexachlorocyclohexan (Lindane))
৩০০.	হেক্সাকেদ্বারোসাইকেদ্বাপেন্টডাইন(Hexachlorocyclopentadiene)
৩০১.	হেক্সাকেদ্বারোডাইবেনজো-প্যারা-ডায়ক্সিন (Hexachlorodibenzo-p-dioxin)

৩০২.	হেক্সাকেন্দ্বারোন্যাপথালিন(Hexachloronapthalene)
৩০৩.	হেক্সাফ্লুরোপ্রোপানোন সেসকুইহাইড্রেট (Hexafluoropropanone sesquihydrate)
৩০৪.	হেক্সামিথাইল ফসফোরোমাইড (Hexamethyl phosphoromide)
৩০৫.	হেক্সামিথাইলিন ডায়ামিন এন এন ডাইবিউটাইল (Hexamethylene diamine N N dibutyl)
৩০৬.	হেক্সেন (Hexane)
৩০৭.	(হেক্সানাইট্রোসোটিলবেন ২, ২, ৪, ৬, ৬) (Hexanitrostilbene 2, 2, 4, 4, 6, 6)
৩০৮.	হেক্সিন (Hexene)
৩০৯.	হাইড্রোজেন সেলেনাইড (Hydrogen selenide)
৩১০.	হাইড্রোজেন সালফাইড (Hydrogen sulphide)
৩১১.	হাইড্রাজিন (Hydrazine)
৩১২.	হাইড্রাজিন নাইট্রেট (Hydrazine nitrate)
৩১৩.	হাইড্রোকেন্দ্বারিক এসিড (গ্যাস) (Hydrochloric acid (Gas))
৩১৪.	হাইড্রোজেন (Hydrogen)
৩১৫.	হাইড্রোজেন ব্রোমাইড (Hydrogen bromide)
৩১৬.	হাইড্রোজেন সায়ানাইড (Hydrogen cyanide)
৩১৭.	হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড (Hydrogen fluoride)
৩১৮.	হাইড্রোজেন পারক্সাইড (Hydrogen peroxide)
৩১৯.	হাইড্রোকুইনোন (Hydroquinone)
৩২০.	ইনডেন (Indene)
৩২১.	ইনডিয়াম পাউডার (Indium powder)
৩২২.	ইন্ডোমিথাসিন (Indomethacin)
৩২৩.	আয়োডিন (Iodine)
৩২৪.	ইন্ডিয়াম টেট্রাকেন্দ্বারাইড (Indium tetrachloride)
৩২৫.	আয়রনপেন্টাকার্বনাইল (Ironpentacarbonyl)
৩২৬.	আইসোবেনজান (Isobenzan)
৩২৭.	আইসোমাইল এলকোহল (Isoamyl alcohol)
৩২৮.	আইসোবিউটাইল এলকোহল (Isobutyl alcohol)
৩২৯.	আইসোবিউটাইরো নাইট্রাইল (Isobutyro nitrile)
৩৩০.	আইসোসায়ানিক এসিড ৩, ৪-ডাইকেন্দ্বারোফিনাইল এষ্টার (Isocyanic acid 3, 4-dichlorophenyl ester)
৩৩১.	আইসোড্রিন (Isodrin)
৩৩২.	আইসোফ্লুরোফসফেট (Isofluorophosphate)
৩৩৩.	আইসোফোরন ডাই-আইসোসায়ানেট (Isophorone di-isocyanate)
৩৩৪.	আইসোপ্রোপাইল এলকোহল (Isopropyl alcohol)
৩৩৫.	আইসোপ্রোপাইল কেন্দ্বারোকার্বনেট (Isopropyl chlorocarbonate)
৩৩৬.	আইসোপ্রোপাইল ফরমেট (Isopropyl formate)

৩৩৭.	আইসোপ্রোপাইল মিথাইল পাইরাজোলিল ডাইমিথাইল কার্বামেট (Isopropyl methyl pyrazolyl dimethyl carbamate)
৩৩৮.	জুগলোন (৫-হাইড্রোক্সি ন্যাপথালিন-১, ৪ ডায়োন) (Juglone (5-HydroxyNaphthalene-1, 4 dione))
৩৩৯.	কিটেন (Ketene)
৩৪০.	ল্যাক্টোনাইট্রাইল (Lactonitrile)
৩৪১.	লেড আর্সেনাইট (Lead arsenite)
৩৪২.	লেড এ্যাট হাই টেম্পারেচার (মল্টেন) (Lead at high temp. (molten))
৩৪৩.	লেড এজাইড (Lead azide)
৩৪৪.	লেড স্টিফ্যানেট (Lead styphanate)
৩৪৫.	লেপ্টোফস (Leptophos)
৩৪৬.	লেনিসাইট (Lenisite)
৩৪৭.	লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (Liquified petroleum gas)
৩৪৮.	লিথিয়াম হাইড্রাইড (Lithium hydride)
৩৪৯.	এন-ডাইনাইট্রোবেনজিন (N-Dinitrobenzene)
৩৫০.	ম্যাগনেসিয়াম পাউডার অর রিবন (Magnesium powder or ribbon)
৩৫১.	ম্যালাথিয়ন (Malathion)
৩৫২.	ম্যালেইক অ্যানহাইড্রাইড (Maleic anhydride)
৩৫৩.	ম্যালোনোনাইট্রাইল (Malononitrile)
৩৫৪.	ম্যাঙ্গানিজ ট্রাইকার্বনিল সাইকেল্পোপেন্টাডাইন (Manganese Tricarbonylcyclopentadiene)
৩৫৫.	মেকেল্বার ইথামাইন (Mechlor ethamine)
৩৫৬.	মেফসফোলান (Mephospholan)
৩৫৭.	মারকিউরিক কেল্বারাইড (Mercuric chloride)
৩৫৮.	মারকিউরিক অক্সাইড (Mercuric oxide)
৩৫৯.	মারকিউরিক এসিটেট (Mercury acetate)
৩৬০.	মারকারি ফুলমিনেট (Mercury fulminate)
৩৬১.	মারকারি মিথাইল কেল্বারাইড (Mercury methyl chloride)
৩৬২.	মেসিটাইলিন (Mesitylene)
৩৬৩.	মেথাএক্রোলিন ডাইএসিটেট (Methaacrolein diacetate)
৩৬৪.	মেথাক্রাইলিক অ্যানহাইড্রাইড (Methacrylic anhydride)
৩৬৫.	মেথাক্রাইলোনাইট্রাইল (Methacrylonitrile)
৩৬৬.	মেথাক্রাইলোইল অক্সিইথাইল আইসোসায়ানেট(Methacryloyl oxyethylisocyanate)
৩৬৭.	মেথানিডোফস (Methanidophos)
৩৬৮.	মিথেন (Methane)
৩৬৯.	মিথেনসালফোনাইল ফ্লুরাইড (Methanesulphonyl fluoride)
৩৭০.	মেথিডাথায়ন (Methidathion)

৩৭১.	মেথিওকার্ব (Methiocarb)
৩৭২.	মেথোনিল (Methonyl)
৩৭৩.	মিথোক্সি ইথানল (২-মিথাইল সেলোসলভ) (Methoxy ethanol (2-methyl cellosolve))
৩৭৪.	মিথোক্সিইথাইল মারকিউরিক এসিটেট (Methoxyethyl mercuric acetate)
৩৭৫.	মিথাইএক্রিলোল কেদ্বারাইড (Methyacrylol chloride)
৩৭৬.	মিথাইল ২-কেদ্বারোএক্রিলেট (Methyl 2-chloroacrylate)
৩৭৭.	মিথাইল এলকোহল (Methyl alcohol)
৩৭৮.	মিথাইল এমাইন (Methyl amine)
৩৭৯.	মিথাইল ব্রোমাইড (ব্রোমোমিথেন) (Methyl bromide (Bromomethane)
৩৮০.	মিথাইল কেদ্বারাইড (Methyl chloride)
৩৮১.	মিথাইল কেদ্বারোফর্ম (Methyl chloroform)
৩৮২.	মিথাইল কেদ্বারোফরমেট (Methyl chloroformate)
৩৮৩.	মিথাইল সাইকেদ্বাহেক্সিন (Methyl cyclohexene)
৩৮৪.	মিথাইল ডাইসালফাইড (Methyl disulphide)
৩৮৫.	মিথাইল ইথাইল কিটোন পারক্সাইড (গাঢ়ত্ব ৬০%) (Methyl ethyl ketone peroxide (Conc.60%))
৩৮৬.	মিথাইল ফরমেট (Methyl formate)
৩৮৭.	মিথাইল হাইড্রাজিন (Methyl hydrazine)
৩৮৮.	মিথাইল আইসোবিউটাইল কিটোন (Methyl isobutyl ketone)
৩৮৯.	মিথাইল আইসোসায়ানেট (Methyl isocyanate)
৩৯০.	মিথাইল আইসোথায়োসায়ানেট (Methyl isothiocyanate)
৩৯১.	মিথাইল মারকিউরিক ডাইসায়ানামাইড (Methyl mercuric dicyanamide)
৩৯২.	মিথাইল মারকাপটান (Methyl Mercaptan)
৩৯৩.	মিথাইল মেথাক্রাইলেট (Methyl Methacrylate)
৩৯৪.	মিথাইল ফেনকাপটন (Methyl phencapton)
৩৯৫.	মিথাইল ফসফোরিক ডাইকেদ্বারাইড (Methyl phosphoric dichloride)
৩৯৬.	মিথাইল থায়োসায়ানেট (Methyl thiocyanate)
৩৯৭.	মিথাইলট্রাইকেদ্বারোসিলেন (Methyl trichlorosilane)
৩৯৮.	মিথাইল ভিনাইল কিটোন (Methyl vinyl ketone)
৩৯৯.	মিথিলিন বিস (২-কেদ্বারোএনিলিন) (Methylene bis (2-chloroaniline))
৪০০.	মিথিলিন কেদ্বারাইড (Methylene chloride)
৪০১.	মিথিলিনবিস-৪,৪ (২-কেদ্বারোএনিলিন) (Methylenebis-4,4 (2-chloroaniline))
৪০২.	মেটোকার্ব (Metolcarb)
৪০৩.	মেভিনফস (Mevinphos)
৪০৪.	মেজাকারবেট (Mezacarbate)
৪০৫.	মিটোমাইসিন সি (Mitomycin C)

৪০৬.	মলিবডেনাম পাউডার (Molybdenum powder)
৪০৭.	মনোক্রোটোফস (Monocrotophos)
৪০৮.	মরফোলিন (Morpholine)
৪০৯.	মাসসিনোল (Muscinol)
৪১০.	মাষ্টার্ড গ্যাস (Mustard gas)
৪১১.	এন-বিউটাইল এসিটেট (N-Butyl acetate)
৪১২.	এন-বিউটাইল এলকোহল (N.-Butyl alcohol)
৪১৩.	এন-হেক্সেন (N-Hexane)
৪১৪.	এন-মিথাইল-এন, ২,৪,৬-টেট্রানাইট্রোএনিলিন (N- Methyl-N, 2, 4, 6-Tetranitroaniline)
৪১৫.	ন্যাপথা (Naphtha)
৪১৬.	ন্যাপথা দ্রাবক (Nephtha solvent)
৪১৭.	ন্যাপথালিন (Naphthalene)
৪১৮.	ন্যাপথালিন এমাইন (Naphthyl amine)
৪১৯.	নিকেল কার্বনাইল/নিকেল টেট্রাকার্বনাইল (Nickel carbonyl/nickel tetracarbonyl)
৪২০.	নিকেল পাউডার (Nickel powder)
৪২১.	নিকোটিন (Nicotine)
৪২২.	নিকোটিন সালফেট (Nicotine sulphate)
৪২৩.	নাইট্রিক এসিড (Nitric acid)
৪২৪.	নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric oxide)
৪২৫.	নাইট্রোবেনজিন (Nitrobenzene)
৪২৬.	নাইট্রোসেলুলোজ (শুষ্ক) (Nitrocellulose (dry))
৪২৭.	নাইকেদ্বারোবেনজিন (Nitrochlorobenzene)
৪২৮.	নাইট্রোসাইকেদ্বাহেক্সেন (Nitrocyclohexane)
৪২৯.	নাইট্রোজেন (Nitrogen)
৪৩০.	নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (Nitrogen dioxide)
৪৩১.	নাইট্রোজেন অক্সাইড (Nitrogen oxide)
৪৩২.	নাইট্রোজেন ট্রাইফ্লুরাইড (Nitrogen trifluouide)
৪৩৩.	নাইট্রোগ্লিসারিন (Nitroglycerine)
৪৩৪.	নাইট্রোপ্রোপেন-১ (Nitropropane-1)
৪৩৫.	নাইট্রোপ্রোপেন-২ (Nitropropane-2)
৪৩৬.	নাইট্রোসো ডাইমিথাইল এমাইন (Nitroso dimethyl amine)
৪৩৭.	নোনেন (Nonane)
৪৩৮.	নর্বোরমাইড (Norbormide)
৪৩৯.	ও-ক্রেসল (O-Cresol)
৪৪০.	ও-নাইট্রো টলুইন (O-Nitro Toluene)
৪৪১.	ও-টলুডাইন (O-Toludine)

৪৪২.	ও-জাইলিন (O-Xylene)
৪৪৩.	ও/পি নাইট্রোএনিলিন (O/P Nitroaniline)
৪৪৪.	ওলিয়াম (Oleum)
৪৪৫.	ও ও ডাইইথাইল এস ইথাইল এসইউপিএইচ মিথাইল ফস (OO Diethyl S ethylsuph. methyl phos)
৪৪৬.	ও ও ডাইইথাইল এস প্রোপাইথায়ো মিথাইল ফসডিথায়োয়েট (OO Diethyl S propythio methyl phosdithioate)
৪৪৭.	ও ও ডাইইথাইল এস ইথাইলসালফানিল মিথাইলফসফোরোথায়োয়েট (OO Diethyl s ethtylsulphinyl methylphosphorothioate)
৪৪৮.	ও ও ডাইইথাইল এস ইথাইলসালফোনিল মিথাইলফসফোরোথায়োয়েট (OO Diethyl s ethylsulphonyl methylphosphorothioate)
৪৪৯.	ও ও ডাইইথাইল এস ইথাইলথায়োমিথাইলফসফো-রোথায়োয়েট (OO Diethyl sethylthiomethylphospho-rothioate)
৪৫০.	অর্গানো রোডিয়াম যৌগ (Organo rhodium complex)
৪৫১.	অরোটিক এসিড (Orotic acid)
৪৫২.	অসমিয়াম টেট্রোক্সাইড (Osmium tetroxide)
৪৫৩.	অক্সাবাইন (Oxabain)
৪৫৪.	অক্সামাইল (Oxamyl)
৪৫৫.	অক্সিটেন, ৩ ,৩-বিস (কেদ্বারোমিথাইল) (Oxetane, 3, 3-bis(chloromethyl))
৪৫৬.	অক্সিডাইফেনোক্সারসাইন (Oxidiphenoxarsine)
৪৫৭.	অক্সি ডাইসালফোটোন (Oxy disulfoton)
৪৫৮.	অক্সিজেন তরল (Oxygen (liquid))
৪৫৯.	অক্সিজেন ডাইফ্লুরাইড (Oxygen difluoride)
৪৬০.	ওজোন (Ozone)
৪৬১.	পি-নাইট্রোফেনল (P-nitrophenol)
৪৬২.	প্যারাফিন (Paraffin)
৪৬৩.	প্যারাক্সন (ডাইইথাইল ৪ নাইট্রোফিনাইল ফসফেট (Paraoxon (Diethyl 4Nitrophenyl phosphate))
৪৬৪.	প্যারাকুয়াট (Paraquat)
৪৬৫.	প্যারাকুয়াট মিথোসালফেট (Paraquat methosulphate)
৪৬৬.	প্যারাথিয়ন (Parathion)
৪৬৭.	প্যারাথিয়ন মিথাইল (Parathion methyl)
৪৬৮.	প্যারিস গ্রীণ (Paris green)
৪৬৯.	পেন্টা বোরেন (Penta borane)
৪৭০.	পেন্টা কেদ্বারো ইথেন (Penta chloro ethane)
৪৭১.	পেন্টা কেদ্বারোফেনল (Penta chlorophenol)
৪৭২.	পেন্টাব্রোমোফেনল (Pentabromophenol)

৪৭৩.	পেন্টাকেল্বারো ন্যাপথালিন (Pentachloro naphthalene)
৪৭৪.	পেন্টাডিসাইল-এমাইন (Pentadecyl-amine)
৪৭৫.	পেন্টাইরাইথায়োটোল টেট্রানাইট্রেট (Pentaerythaiotol tetranitrate)
৪৭৬.	পেন্টেন (Pentane)
৪৭৭.	পেন্টানোন (Pentanone)
৪৭৮.	পারকেল্বারিক এসিড (Perchloric acid)
৪৭৯.	পারকেল্বারোইথিলিন (Perchloroethylene)
৪৮০.	পারক্সিএসিটিক এসিড (Peroxyacetic acid)
৪৮১.	ফেনল (Phenol)
৪৮২.	ফেনল, ২,২-থায়ো বিস (৪,৬-ডাইকেল্বারো) (Phenol, 2, 2-thiobis (4, 6-Dichloro)
৪৮৩.	ফেনল, ২,২-থায়োবিস (৪ কেল্বারো ৬-মিথাইল ফেনল) (Phenol, 2, 2-thiobis (4chloro 6-methyl phenol)
৪৮৪.	ফেনল, ৩-(১-মিথাইল ইথাইল) মিথাইলকার্বামেট (Phenol, 3-(1-methyl ethyl) methylcarbamate)
৪৮৫.	ফেনাইল হাইড্রাজিন হাইড্রোকেল্বারাইড (Phenyl hydrazine hydrochloride)
৪৮৬.	ফেনাইল মারকারি এসিটেট (Phenyl mercury acetate)
৪৮৭.	ফেনাইল সিলাট্রেন (Phenyl silatrane)
৪৮৮.	ফেনাইল থায়োইউরিয়া (Phenyl thiourea)
৪৮৯.	ফেনিলিন পি-ডায়ামিন (Phenylene P-diamine)
৪৯০.	ফোরেট (Phorate)
৪৯১.	ফসএজেটিন (Phosazetin)
৪৯২.	ফসফোলান (Phosfolan)
৪৯৩.	ফসজিন (Phosgene)
৪৯৪.	ফসমেট (Phosmet)
৪৯৫.	ফসফামিডন (Phosphamidon)
৪৯৬.	ফসফাইন (Phosphine)
৪৯৭.	ফসফোরিক এসিড (Phosphoric acid)
৪৯৮.	ফসফোরিক এসিড ডাইমিথাইল (৪-মিথাইল থায়ো) ফেনাইল (Phosphoric aciddimethyl (4-methyl thio)phenyl)
৪৯৯.	ফসফোরথায়োয়িক এসিড ডাইমিথাইল এস (২-বিস) এষ্টার (Phosphorthioic aciddimethyl S(2-Bis) Ester)
৫০০.	ফসফোরোথায়োয়িক এসিড মিথাইল (এষ্টার) (Phosphorothioic acid methyl (ester)
৫০১.	ফসফোরোথায়োয়িক এসিড, ও ও ডাইমিথাইল এস-(২-মিথাইল) (Phosphorothioicacid, OO Dimethyl S-(2-methyl)
৫০২.	ফসফোরোথায়োয়িক, মিথাইল-ইথাইল এষ্টার (Phosphorothioic, methyl-ethyl ester)
৫০৩.	ফসফরাস (Phosphorous)

৫০৪.	ফসফরাস অক্সিকেদ্বারাইড (Phosphorous oxychloride)
৫০৫.	ফসফরাস পেন্টাঅক্সাইড (Phosphorous pentaoxide)
৫০৬.	ফসফরাস ট্রাইকেদ্বারাইড (Phosphorous trichloride)
৫০৭.	ফসফরাস পেন্টা কেদ্বারাইড (Phosphorous penta chloride)
৫০৮.	থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড (Phthalic anhydride)
৫০৯.	ফাইলোকুইনোন (Phylloquinone)
৫১০.	ফাইসোস্টিগনাইন (Physostignine)
৫১১.	ফাইসোস্টিগনাইন স্যালিসাইলেট (১:১) (Physostignine salicylate (1:1))
৫১২.	পিকরিক এসিড (২,৪,৬-ট্রাইনাইট্রোফেনল (Picric acid (2, 4, 6- trinitrophenol))
৫১৩.	পিকরোটক্সিন (Picrotoxin)
৫১৪.	পিপারডাইন (Piperdine)
৫১৫.	পিপরোটাল (Piprotal)
৫১৬.	পিরিনিফস-ইথাইল (Pirinifos-ethyl)
৫১৭.	প্লাটিনাস কেদ্বারাইড (Platinous chloride)
৫১৮.	প্লাটিনাম টেট্রাকেদ্বারাইড (Platinum tetrachloride)
৫১৯.	পটাশিয়াম আর্সিনাইট (Potassium arsenite)
৫২০.	পটাশিয়াম কেদ্বারেট (Potassium chlorate)
৫২১.	পটাশিয়াম সায়ানাইড (Potassium cyanide)
৫২২.	পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড (Potassium hydroxide)
৫২৩.	পটাশিয়াম নাইট্রাইড (Potassium nitride)
৫২৪.	পটাশিয়াম নাইট্রাইট (Potiassium nitrite)
৫২৫.	পটাশিয়াম পারক্সাইড (Potassium peroxide)
৫২৬.	পটাশিয়াম সিলভার সায়ানাইড (Potassium silver cyanide)
৫২৭.	ধাতব চুর্ণ এবং মিশ্রন (Powdered metals and mixtures)
৫২৮.	প্রোমিকার্ব (Promecarb)
৫২৯.	প্রোমুরিট (Promurit)
৫৩০.	প্রোপেনসালটোন (Propanesultone)
৫৩১.	প্রোপারগিল এলকোহল (Propargyl alcohol)
৫৩২.	প্রোপারগিল ব্রোমাইড (Propargyl bromide)
৫৩৩.	প্রোপেন-২-কেদ্বারো-১, ৩-ডাইওউ ডাইএসিটেট (Propen-2-chloro-1 ,3-diou diacetate)
৫৩৪.	প্রোপায়োল্যাকটোন বেটা (Propiolactone beta)
৫৩৫.	প্রোপায়োনাইট্রাইল (Propionitrile)
৫৩৬.	প্রোপায়োনাইট্রাইল, ৩-কেদ্বারো (Propionitrile, 3-chloro)
৫৩৭.	প্রোপায়োফেনোন, ৪-এমাইনো (Propiophenone, 4-amino)
৫৩৮.	প্রোপাইল কেদ্বারোফরমেট (Propyl chloroformate)
৫৩৯.	প্রোপাইলিন ডাইকেদ্বারাইড (Propylene dichloride)

৫৪০.	প্রোপাইলিন গ্লাইকল, এ্যালাইলইথার (Propylene glycol, allylether)
৫৪১.	প্রাপাইলিন ইমিন (Propylene imine)
৫৪২.	প্রোপাইলিন অক্সাইড (Propylene oxide)
৫৪৩.	প্রোথোয়েট (Prothoate)
৫৪৪.	সিউডোসুমেন (Pseudosumene)
৫৪৫.	পাইরাক্সোন (Pyrazoxon)
৫৪৬.	পাইরিন (Pyrene)
৫৪৭.	পাইরিডিন (Pyridine)
৫৪৮.	পাইরিডিন, ২-মিথাইল-৩-ভিনাইল (Pyridine, 2-methyl-3-vinyl)
৫৪৯.	পাইরিডিন, ৪-নাইট্রো-১-অক্সাইড (Pyridine, 4-nitro-1-oxide)
৫৫০.	পাইরিডিন, ৪-নাইট্রো-১-অক্সাইড (Pyridine, 4-nitro-1-oxide)
৫৫১.	পাইরিমিনিল (Pyriminil)
৫৫২.	কুইনালিফস (Quinaliphos)
৫৫৩.	কুইনোন (Quinone)
৫৫৪.	রোডিয়াম ট্রাইকেদ্বারাইড (Rhodium trichloride)
৫৫৫.	স্যালকোমাইন (Salcomine)
৫৫৬.	সারিন (Sarin)
৫৫৭.	সেলেনিয়াস এসিড (Selenious acid)
৫৫৮.	সেলেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড (Selenium Hexafluoride)
৫৫৯.	সেলেনিয়াম অক্সিকেদ্বারাইড (Selenium oxychloride)
৫৬০.	সেমিকার্বাজাইড হাইড্রোকেদ্বারাইড (Semicarbazide hydrochloride)
৫৬১.	সিলেন (৪-এমাইনো বিউটাইল) ডাইইথোক্সি-মেথ (Silane (4-amino butyl) diethoxy-meth)
৫৬২.	সোডিয়াম (Sodium)
৫৬৩.	সাডিয়াম অ্যানথ্রা-কুইনোন-১-সালফোনেট (Sodium anthra-quinone-1-sulphonate)
৫৬৪.	সাডিয়াম আর্সেনেট (Sodium arsenate)
৫৬৫.	সাডিয়াম আর্সেনাইট (Sodium arsenite)
৫৬৬.	সাডিয়াম অ্যাজাইড (Sodium azide)
৫৬৭.	সাডিয়াম ক্যাকোডাইলেট (Sodium cacodylate)
৫৬৮.	সাডিয়াম কেদ্বারেট (Sodium chlorate)
৫৬৯.	সাডিয়াম সায়ানাইড (Sodium cyanide)
৫৭০.	সাডিয়াম ফ্লুরো-এসিটেট (Sodium fluoro-acetate)
৫৭১.	সাডিয়াম হাইড্রক্সাইড (Sodium hydroxide)
৫৭২.	সাডিয়াম পেন্টাকেদ্বারো-ফেনেট (Sodium pentachloro-phenate)
৫৭৩.	সোডিয়াম পিকরামেট (Sodium picramate)
৫৭৪.	সোডিয়াম সেলেনেট (Sodium selenate)
৫৭৫.	সোডিয়াম সেলেনাইট (Sodium selenite)

৫৭৬.	সোডিয়াম সালফাইড (Sodium sulphide)
৫৭৭.	সোডিয়াম টেল্লোরাইট (Sodium tellorite)
৫৭৮.	স্ট্যানান এসিটোক্সি ট্রাইফিনাইল (Stannane acetoxy triphenyl)
৫৭৯.	স্টিবাইন (এন্টিমনি হাইড্রাইড) (Stibine (Antimony hydride))
৫৮০.	স্ট্রিচনাইন (Strychnine)
৫৮১.	স্ট্রিচনাইন সালফেট (Strychnine sulphate)
৫৮২.	স্টিফিনিক এসিড (২,৪,৬-ট্রাইনাইট্রোরেসোরসিনোল (Styphinic acid (2, 4,6-trinitroresorcinol))
৫৮৩.	স্টাইরিন (Styrene)
৫৮৪.	সালফোটেক (Sulphotec)
৫৮৫.	সালফোক্সাইড, ৩-কেদ্বারোপ্রোপাইল অকটাইল (Sulphoxide, 3-chloropropyl octyl)
৫৮৬.	সালফার ডাইকেদ্বারাইড (Sulphur dichloride)
৫৮৭.	সালফার ডাইঅক্সাইড (Sulphur dioxide)
৫৮৮.	সালফার মনোকেদ্বারাইড (Sulphur monochloride)
৫৮৯.	সালফার টেট্রাফ্লুরাইড (Sulphur tetrafluoride)
৫৯০.	সালফার ট্রাইঅক্সাইড (Sulphur trioxide)
৫৯১.	সালফিউরিক এসিড (Sulphuric acid)
৫৯২.	টেলুরিয়াম পাউডার (Tellurim (powder))
৫৯৩.	টেলুরিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড (Tellurium hexafluoride)
৫৯৪.	টিইপিপি (টেট্রাইথাইল পাইরোফসফেট) (TEPP (Tetraethyl pyrophosphate))
৫৯৫.	টারবুফস (Terbufos)
৫৯৬.	টার্ট-বিউটাইল এলকোহল (Tert-Butyl alcohol)
৫৯৭.	টার্ট-বিউটাইল পারক্সি কার্বনেট (Tert-Butyl peroxy carbonate)
৫৯৮.	টার্ট-বিউটাইল পারক্সি আইসোপ্রোপাইল (Tert-Butyl peroxy isopropyl)
৫৯৯.	টার্ট-বিউটাইল পারক্সিএসিটেট (গাঢ়ত্ব>=৭০%)) (Tert-Butyl peroxyacetate (Conc >=70%)
৬০০.	টার্ট-বিউটাইল পারক্সিপিভালেট (গাঢ়ত্ব>=৭৭%) (Tert-Butyl peroxypivalate(Conc >=77%))
৬০১.	টার্ট-বিউটাইল পারক্সিআইসো-বিউটাইরেট (Tert-Butyl peroxyiso-butyrate)
৬০২.	টেট্রা হাইড্রোফুরান (Tetra hydrofuran)
৬০৩.	টেট্রা মিথাইল লেড (Terta methyl lead)
৬০৪.	টেট্রা নাইট্রোমিথেন (Tetra nitromethane)
৬০৫.	টেট্রা-কেদ্বারোডাইবেনজো-পি-ডায়ক্সিন, ১,২,৩,৭,৮ (টিসিডিডি) (Tetra-chlorodibenzo-p-dioxin, 1, 2, 3, 7, 8(TCDD))
৬০৬.	টেট্রাইথাইল লেড (Tetraethyl lead)
৬০৭.	টেট্রাফ্লুরিথেন (Tetrafluoriethyne)

৬০৮.	টেট্রামিথাইল ডাইসালফোটেট্রাএমাইন (Tetramethylene disulphotetramine)
৬০৯.	থ্যালিক অক্সাইড (Thallic oxide)
৬১০.	থ্যালিয়াম কার্বনেট (Thallium carbonate)
৬১১.	থ্যালিয়াম সালফেট (Thallium sulphate)
৬১২.	থ্যালাস কেদ্বারাইড (Thallous chloride)
৬১৩.	থ্যালাস ম্যালোনেট (Thallous malonate)
৬১৪.	থ্যালাস সালফেট (Thallous sulphate)
৬১৫.	থায়োকার্বাজাইড (Thiocarbazide)
৬১৬.	থায়োসায়ানিক এসিড, ২ (বেনজোথায়াজোলিথায়ো) মিথাইল (Thiocynamicacid, 2(Benzothiazolyethio) methyl)
৬১৭.	থায়োফ্যামোক্স (Thiofamox)
৬১৮.	থায়োমিটন (Thiometon)
৬১৯.	থায়োনাজিন (Thionazin)
৬২০.	থায়োনিল কেদ্বারাইড (Thionyl chloride)
৬২১.	থায়োফেনল (Thiophenol)
৬২২.	থায়োসেমিকার্বাজাইড (Thiosemicarbazide)
৬২৩.	থায়োইউরিয়া (২ কেদ্বারো-ফিনাইল) (Thiourea (2 chloro-phenyl))
৬২৪.	থায়োইউরিয়া (২ মিথাইল ফিনাইল) (Thiourea (2-methyl phenyl))
৬২৫.	(টিরপেট (২,৪-ডাইমিথাইল-১,৩-ডাই-থায়োলেন) Tirpate (2,4-dimethyl-1,3-di-thiolane)
৬২৬.	টাইটেনিয়াম পাউডার (Titanium powder)
৬২৭.	টাইটেনিয়াম টেট্রা-কেদ্বারাইড (Titanium tetra-chloride)
৬২৮.	টলুইন (Toluene)
৬২৯.	টলুইন-২,৪-ডাই-আইসোসায়ানেট (Toluene -2,4-di-isocyanate)
৬৩০.	টলুইন ২,৬-ডাই-আইসোসায়ানট (Toluene 2,6-di-isocyanate)
৬৩১.	ট্রান্স-১,৪-ডাই কেদ্বারো-বিউটেন (Trans-1,4-di chloro-butene)
৬৩২.	ট্রাই নাইট্রো এ্যানিসোল (Tri nitro anisole)
৬৩৩.	ট্রাই (সাইকেদ্বাহেক্সাইল) মিথাইলস্ট্যানাইল ১,২,৪ ট্রায়াজোল (Tri (Cyclohexyl)methylstannyl 1,2,4 triazole)
৬৩৪.	ট্রাই (সাইকেদ্বাহেক্সাইল) স্ট্যানাইল-১ এইচ-১,২,৩-ট্রায়াজোল (Tri (Cyclohexyl)stannyl-1H-1, 2, 3-triazole)
৬৩৫.	ট্রাইএমিনোট্রাইনাইট্রোবেনজিন (Triaminotrinitrobenzene)
৬৩৬.	ট্রাইএ্যামফস (Triamphos)
৬৩৭.	ট্রায়াজোফস (Triazophos)
৬৩৮.	ট্রাইব্রোমোফেনল ২,৪,৬ (Tribromophenol 2, 4, 6)
৬৩৯.	ট্রাইকেদ্বারো ন্যাপথালিন (Trichloro napthalene)
৬৪০.	ট্রাইকেদ্বারো কেদ্বারোমিথাইল সিলেন (Trichloro chloromethyl silane)

৬৪১.	ট্রাইকেব্দারোএসিটাইল কেব্দারাইড (Trichloroacetyl chloride)
৬৪২.	ট্রাইকেব্দারোডাইকেব্দারো ফিনাইল সিলেন (Trichlorodichloro phenyl silane)
৬৪৩.	ট্রাইকেব্দারোইথাইল সিলেন (Trichloroethyl silane)
৬৪৪.	ট্রাইকেব্দারোইথিলিন (Trichloroethylene)
৬৪৫.	ট্রাইকেব্দারোমিথেন সালফেনাইল কেব্দারাইড (Trichloromethane sulphenyl chloride)
৬৪৬.	ট্রাইকেব্দারোনেট (Trichloronate)
৬৪৭.	ট্রাইকেব্দারোফেনল ২,৩,৬ (Trichlorophenol 2, 3, 6)
৬৪৮.	ট্রাইকেব্দারোফেনল ২,৪,৫ (Trichlorophenol 2, 4, 5)
৬৪৯.	ট্রাইকেব্দারোফিনাইল সিলেন (Trichlorophenyl silane)
৬৫০.	ট্রাইকেব্দারোফন (Trichlorophon)
৬৫১.	ট্রাইইথোক্সি সিলেন (Triethoxy silane)
৬৫২.	ট্রাইইথাইলএমিন (Triethylamine)
৬৫৩.	ট্রাইইথিলিন মেলামাইন (Triethylene melamine)
৬৫৪.	ট্রাইমিথাইল কেব্দারোসিলেন (Trimethyl chlorosilane)
৬৫৫.	ট্রাইমিথাইল প্রোপেন ফসফাইট (Trimethyl propane phosphite)
৬৫৬.	ট্রাইমিথাইল টিন কেব্দারাইড (Trimethyl tin chloride)
৬৫৭.	ট্রাইনাইট্রো এনিলিন (Trinitro aniline)
৬৫৮.	ট্রাইনাইট্রো বেনজিন (Trinitro benzene)
৬৫৯.	ট্রাইনাইট্রো বেনজোইক এসিড (Trinitro benzoic acid)
৬৬০.	ট্রাইনাইট্রো ফেনেটোল (Trinitro phenetole)
৬৬১.	ট্রাইনাইট্রো-এম-ক্রেসল (Trinitro-m-cresol)
৬৬২.	ট্রাইনাইট্রোটলুইন (Trinitrotoluene)
৬৬৩.	ট্রাই-অর্থোক্রেসাইল ফসফেট (Tri-orthocreysyl phosphate)
৬৬৪.	ট্রাইফিনাইল টিন কেব্দারাইড (Triphenyl tin chloride)
৬৬৫.	ট্রিস (২-কেব্দারোইথাইল) এমাইন) (Tris (2-chloroethyl)amine)
৬৬৬.	টারপেন্টাইন (Turpentine)
৬৬৭.	ইউরেনিয়াম এবং এর যৌগ ((Uranium and its compounds)
৬৬৮.	ভ্যালাইনো মাইসিন (Valino mycin)
৬৬৯.	ভ্যানাডিয়াম পেন্টাক্সাইড (Vanadium pentaoxide)
৬৭০.	ভিনাইল এসিটেট মনোনার (Vinyl acetate mononer)
৬৭১.	ভিনাইল ব্রোমাইড (Vinyl bromide)
৬৭২.	ভিনাইল কেব্দারাইড (Vinyl chloride)
৬৭৩.	ভিনাইল সাইকেব্দাহেক্সেন ডাইঅক্সাইড (Vinyl cyclohexane dioxide)
৬৭৪.	ভিনাইল ফ্লুরাইড (Vinyl fluoride)
৬৭৫.	ভিনাইল নরবোরনেন (Vinyl norbornene)
৬৭৬.	ভিনাইল টলুইন (Vinyl toluene)

৬৭৭.	ভিনাইলিডিন কেদ্বারাইড (Vinyledene chloride)
৬৭৮.	ওয়ারফারিন (Warfarin)
৬৭৯.	ওয়ারফারিন সোডিয়াম (Warfarin Sodium)
৬৮০.	জাইলিন ডাইকেদ্বারাইড (Xylene dichloride)
৬৮১.	জাইলিডিন (Xylidine)
৬৮২.	জিঙ্ক ডাইকেদ্বারোপেন্টানাইট্রাইল (Zinc dichloropentanitrile)
৬৮৩.	জিঙ্ক ফসফেট (Zink phosphide)
৬৮৪.	জিরকোনিয়াম এবং এর যৌগ (Zirconium & compounds)

তফসিল - ২

[বিধি ২ (৩০) দ্রষ্টব্য]

বিপজ্জনক বর্জ্যের তালিকা

(List of Hazardous Wastes)

ক্রমিক নং	প্রক্রিয়া	বিপজ্জনক বর্জ্য
1	2	3
1.	Petrochemical processes and pyrolytic operations	1.1 Furnace/reactor residue and debris 1.2 Tarry residues 1.3 Oily sludge emulsion 1.4 Organic residues 1.5 Residues from alkali wash of fuels 1.6 Still bottoms from distillation process 1.7 Spent catalyst and molecular sieves 1.8 Slop oil from waste water
2.	Drilling operation for oil and gas production	2.1 Drill cuttings containing oil 2.2 Sludge containing oil 2.3 Drilling mud and other drilling wastes
3.	Cleaning, emptying and maintenance of petroleum oil storage tanks including ships	3.1 Oil-containing cargo residue, washing water and sludge 3.2 Chemical-containing cargo residue and sludge. 3.3 Sludge and filters contaminated with oil 3.4 Ballast water containing oil from ships.

4.	Petroleum refining/ re- used processing of oil/recycling of waste oil	4.1 Oil sludge/emulsion 4.2 Spent catalyst 4.3 Slop oil 4.4 Organic residues from process 4.5 Spent clay containing oil
5.	Industrial operations using mineral/synthetic oil as lubricant in hydraulic systems or other applications	5.1 Used/spent oil 5.2 Wastes/residues containing oil
6.	Secondary production and/or industrial use of zinc	6.1 Sludge and filter press cake arising out of production of Zinc Sulphate and other Zinc Compounds 6.2 Zinc fines/dust/ash/skimmings (dispersible from) 6.3 Other residues from processing of zinc ash/skimmings 6.4 Flue gas dust and other particulates.
7.	Primary Production of zinc/lead/copper and other non-ferrous metals except a aluminium	[1]7.1 Flue gas dust from roasting 7.2 Process residues 7.3 Arsenic bearing sludge 7.4 Non ferrous metal bearing sludge and residue. 7.5 Sludge from scrubbers.; Ges
8.	Secondary production of copper	8.1 Spent electrolytic solutions 8.2 Sludges and filter cakes 8.3 Flue gas dust and other particulates
9.	Secondary production of lead	9.1 Lead bearing residues 9.2 Lead ash/particulate from flue gas
10.	Production and/or industrial use of cadmium and arsenic and their compounds	10.1 Residues containing cadmium and arsenic

....

[1] ক্রমিক নং ৭. এর বিপরীতে কলাম ৩ এ উল্লিখিত এন্ট্রির নং 7.1, 7.2,7.3,7.4,7.5 *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/২০১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।*

11.	Production of primary and secondary aluminium	11.1 Sludges from off-gas treatment 11.2 Cathode residues including pot lining wastes 11.3 Tar containing wastes 11.4 Flue gas dust and other particulates 11.5 Wastes from treatment of salt slags and black drosses
12.	Metal surface treatment, such as etching, staining, polishing, galvanising, cleaning degreasing, planting, etc	12.1 Acid residues 12.2 Alkali residues 12.3 Spent bath/sludge containing sulphide, cyanide and toxic metals 12.4 Sludge from bath containin gorganic solvents 12.5 Phosphate sludge 12.6 Sludge from staining bath 12.7 Copper etching residues 12.8 Plating metal sludge
13.	Production of iron and steel including other ferrous alloys (electric furnaces; steel rolling and finishing mills; Coke oven and by product plant)	13.1 Sludge from a acid recovery unit 13.2 Benzol acid sludge 13.3 Decanter tank tar sludge 13.4 Tar storage tank residue
14.	Hardening of steel	14.1 Cyanide, nitrate, or nitrite-containing sludge 14.2 Spent hardening salt
15.	Production of asbestos or asbestos-containing materials	15.1 Asbestos-containing residues 15.2 Discarded asbestos 15.3 Dust/particulates from exhaust gas treatment.
16.	Production of caustic soda and chloric	16.1 Mercury bearing sludge 16.2 Residue/sludges and filter cakes 16.3 Brine sludge containing mercury
17.	Production of mineral acids	17.1 Residue, dusts or filter cakes 17.2 Spent catalyst

18.	Production of nitrogenous and complex fertilizer	18.1 Spent catalyst 18.2 Spent carbon 18.3 Sludge/residue containing arsenic 18.4 Chromium sludge from water cooling tower
19.	Production of phenol	19.1 Residue/sludge containing phenol
20.	Production and/or industrial	20.1 Contaminated aromatic, aliphatic
	use of solvents	or naphthenic, solvents may or may not be fit for reuse. 20.2 Spent solvents 20.3 Distillation residues
21.	Production and/or industrial use of paints, pigments, lacquers varnishes, plastics and inks	21.1 Process wastes, residues& sludges 21.2 Fillers residues
22.	Production of plastic raw materials	22.1 Residues of additives used in plastics manufacture like dyestuffs, stabilizers, flame retardants, etc. 22.2 Residues and waste of plasticisers 22.3 Residue from vinyl chloride monomer production 22.4 Residues from acrylonitrile production 22.5 Non-polymerised residues
23.	Production and/or industrial use of glues, cements, adhesives and resins	23.1 Wastes/residue(Not made with vegetable or animal materials)
24.	Production of canvas and textiles	24.1 Chemical residues
25.	Industrial and wood production formulation of wood preservatives	25.1 Chemical residue 25.2 Residues from wood alkali bath
26.	Production or industrial use of synthetic dyes, dye-	26.1 Process waste sludge/residues containing acid or other toxic metals or organic complexes. 26.2 Dust from air filtration system

	intermediates and pigments	
27.	Production of organo-silicon compounds	27.1 Process residues
28.	Production/formulation drugs/pharmaceuticals health care product	28.1 Process Residues and wastes 28.2 Spent catalyst/spent carbon 28.3 Off specification products 28.4 Date-expired, discarded and off-specification drugs/medicines 28.5 Spent organic solvents
29.	Production and formulation of pesticides including stock-piles	29.1 Process wastes/residues 29.2 Chemical sludge containing residue pesticides 29.3 Date-expired and off-specification pesticides.
30.	Leather tanneries	30.1 Chromium bearings residues and sludges
31.	Electronic Industry	31.1 process residues and wastes 31.2 Spent etching and chemicals solvents
32.	Pulp & paper Industry	32.1 Spent chemicals 32.2 Corrosive wastes arising from use of strong acid and bases 32.3 process sludge containing absorbable organic halides containing [AOH]
33.	Disposal of barrels containers and used for handling of hazardous wastes chemicals	33.1 Chemical-container residue arising from decontamination 33.2 Sludge from treatment of waste water arising out of clearing/disposal of barrels/containers 33.3 Discarded containers/barrels/linerscontaminated with hazardous wastes/chemicals
34.	Purification and treatment of exhaust air, water & waste water from the processes in this schedule and common	34.1 Flue gas cleaning residue 34.2 Spent ion exchange resin containing toxic metals

	industrial effluent treatment Plant (CETP's)	34.3 Chemical sludge from waste water treatment 34.4 Oil and grease skimming residues 34.5 Chromium sludge from cooling water
35.	Purification process for organic compounds/solvents	35.1 Filters and filter material which have organic liquids in them, e.g. mineral oil synthetic oil and organicchlorine compounds 35.2 Spent catalyst 35.3 Spent carbon
36.	Hazardous waste treatment process e.g. incineration, distillation , separation andconcentration techniques	36.1 Sludge from wet scrubbers 36.2 Ash from incineration of hazardous waste, flue gas cleaning residues 36.3 Spent acid from batteries 36.4 Distillation residues from contaminated organic solvents

Note : The high volume [1]low effect wastes such as fly ash, phosphogypsum, red mud, slags from pyrometallurgical operations, mine tailings and/or [1] identification are excluded from the category of hazardous wastes. Separate guidelines on the management of these wastes shall be issued by the Government.

....

১ *"low এবং indentification" শব্দগুলো এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

তফসিল - ৩

[বিধি ২ (৩০) দ্রষ্টব্য]

বিপজ্জনক বর্জ্য উপকরণ এর তালিকা গাঢ়ত্বের সীমাসহ*

(List of Hazardous Wastes Constituents with Concentration Limits*)

শ্রেণী - এ (Class A)

গাঢ়ত্বের সীমা ঃ ৫০ মি.গ্রাম/কেজি (Conentration limit: ^{3} 50 mg/kg)

A1	অ্যান্টিমনি এবং অ্যান্টিমনির যৌগসমূহ (Antimony and antimony compounds)
A2	আর্সেনিক এবং আর্সেনিকের যৌগসমূহ (Arsenic and arsenic compounds)
A3	বেরিলিয়াম এবং বেরিলিয়ামের যৌগসমূহ (Beryllium and beryllium compounds)
A4	ক্যাডমিয়াম এবং ক্যাডমিয়ামের যৌগসমূহ (Cadmium and cadmium compounds)
A5	ক্রোমিয়াম (৬) এর যৌগসমূহ (Chromium (VI) compounds)
A6	মারকারি এবং মারকারির যৌগসমূহ (Mercury and mercury compounds)
A7	সেলেনিয়াম এবং সেলেনিয়াম এর যৌগসমূহ (Selenium and selenium compounds)
A8	টেলুরিয়াম এবং টেলুরিয়াম এর যৌগসমূহ (Tellurium and tellurium compounds)
A9	থ্যালিয়াম এবং থ্যালিয়াম এর যৌগসমূহ (Thallium and thallium compounds)
A10	অজৈব সায়ানাইড এর যৌগসমূহ (Inorganic cyanide compounds)
A11	ধাতব কার্বনাইল (Metal carbonyls)
A12	ন্যাপথালিন (Naphthalene)
A13	অ্যানথ্রাসিন (Anthracene)
A14	ফেনানথ্রিন (Phenanthrene)
A15	ক্রাইসিন, বেনজো (এ) অ্যানথ্রাসিন, ফ্লুরানথিন, বেনজো (এ) পাইরিন, বেনজো (কে) ফ্লুরানথিন, ইনডেনো (১,২,৩-সিডি) পাইরিন এবং বেনজো (জিএইচআই) পাইরিন (Chrysene, benzo (a) anthracene, fluoranthene, benzo (a) pyrene, benzo (K) fluoranthene, indeno (1, 2, 3-cd) pyrene and benzo (ghi) perylene)
A16	অ্যারোমেটিক চক্রের হ্যালোজিনেটেড যৌগসমূহ, যেমন-পলিকেদ্বারিনেটেড বাইফিনাইলস, পলিকেদ্বারোটারফিনাইলস এবং তাদের উপজাতসমূহ (halogenated compounds of aromatic rings, e.g. polychlorinated biphenyls, polychloroterphenyls and their derivatives)
A17	হ্যালোজিনেটেড অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ (Halogenated aromatic compounds)
A18	বেনজিন (Benzene)
A19	অর্গানো-কেদ্বারিন কীটনাশক (Organo-chlorine pesticides)
A20	অর্গানো-টিন যৌগসমূহ (Organo-tin compounds)

শ্রেণী - বি (Class B)
গাঢ়ত্বের সীমা ঃ ৫,০০০ মি.গ্রাম/কেজি (Concentration limit: ³ 5, 000 mg/kg)

B1	ক্রোমিয়াম (থ্রি) এর যৌগসমূহ (Chromium (III) compounds)
B2	কোবাল্ট এবং কোবাল্টের যৌগসমূহ (Cobalt and Cobalt compounds)
B3	কপারের যৌগসমূহ (Copper compounds)
B4	লেড এবং লেড এর যৌগসমূহ (Lead and lead compounds)
B5	মলিবডেনাম এর যৌগসমূহ (Molybdenum compounds)
B6	নিকেল এবং নিকেল এর যৌগসমুহ (Nickel and Nickel compounds)
B7	অজৈব টিন এর যৌগসমূহ (Inorganic Tin compounds)
B8	ভ্যানাডিয়াম এর যৌগসমূহ (Vanadium compounds)
B9	ট্যাংস্টেন এর যৌগসমূহ (Tungsten compounds)
B10	রূপার যৌগসমূহ (Silver compounds)
B11	হ্যালোজিনেটেড অ্যালিফেটিক যৌগসমুহ (Halogenated aliphatic compounds)
B12	অর্গানো ফসফরাস যৌগসমূহ (Organo phosphorus compounds)
B13	জৈব পারক্সাইড (Organic peroxides)
B14	জৈব নাইট্রো এবং নাইট্রোসো যৌগসমূহ (Organic nitro-and nitroso-compounds)
B15	জৈব অ্যাজো এবং অ্যাজোক্সি যৌগসমূহ (Organic azo-and azooxy compounds)
B16	নাইট্রাইলস (Nitriles)
B17	অ্যামাইনস (Amines)
B18	আইসো এবং থায়ো সায়ানাইড (Iso-and thio-cyanates)
B19	ফেনল এবং ফেনল এর যৌগসমূহ (Phenol and phenolic compounds)
B20	মারকাপটানস (Mercaptans)
B21	অ্যাসবেস্টস (Asbestos)
B22	হ্যালোজেন সাইলেনস (Halogen-silanes)
B23	হাইড্রাজিন (এস) {Hydrazine (s)}
B24	ফ্লুরিন যৌগসমূহ (Fluorine compounds)
B25	কেব্দারিন যৌগসমূহ (Chlorine compounds)
B26	ব্রোমিন যৌগসমূহ (Bromine compounds)
B27	সাদা এবং লাল ফসফরাস (White and red phosphorus)
B28	ফেরো সিলিকন (Ferro silicon)
B29	ম্যাঙ্গানিজ সিলিকন (Manganese silicon)
B30	হ্যালোজেন ধারনকারী যৌগসমূহ যারা আদ্র বায়ু অথবা পানির সংস্পর্শে অ্যাসিডিক বাষ্প তৈরী করে, যেমন-সিলিকন টেট্রাকেব্দারাইড, অ্যালুমিনিয়াম কেব্দারাইড, টাইটেনিয়াম টেট্রাকেব্দারাইড (Halogen-containing compounds which produce acidic vapours on contact with

	humid air or water, e.g. silicon tetrachloride, aluminium chloride, titanium tetrachloride)

শ্রেণী - সি (Class C)
গাঢ়ত্বের সীমা ঃ ২০,০০০ মি.গ্রাম/কেজি (Concentration limit : ³ 20, 000 mg/kg)

C1	অ্যামোনিয়া এবং অ্যামোনিয়ার যৌগসমূহ (Ammonia and ammonium compounds)
C2	অজৈব পারক্সাইড (Inorganic peroxides)
C3	বেরিয়াম সালফেট ব্যতীত বেরিয়াম এর যৌগসমূহ (Barium compounds except barium sulphate)
C4	ফ্লুরিন এর যৌগসমূহ (Fluorine compounds)
C5	অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন এর ফসফেট ব্যতীত অন্যান্য ফসফেট যৌগসমূহ (Phosphate compounds except phosphates of aluminium, calcium and iron)
C6	ব্রোমেটস (হাইপো-ব্রোমাইটস) {Bromates, (hypo-bromites)}
C7	কেব্দারেটস (হাইপো-কেব্দারাইটস) {Chlorates, (hypo-chlorites)}
C8	এ-১২ থেকে এ-১৮ তালিকা বহির্ভূত অন্যান্য অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ (Aromatic compounds other than those listed under A12 to A18)
C9	জৈব সিলিকন যৌগসমূহ (Organic silicone compounds)
C10	জৈব সালফার যৌগসমূহ (Organic sulphur compounds)
C11	আয়োডেটস (Iodates)
C12	নাইট্রেটস, নাইট্রাইটস (Nitrates, nitrites)
C13	সালফাইডস (Sulphides)
C14	জিঙ্ক এর যৌগসমূহ (Zinc compounds)
C15	পার-এসিডস এর লবণসমূহ (Salts of per-acids)
C16	এসিড অ্যামাইডস (Acid amides)
C17	এসিড অ্যানহাইড্রাইডস (Acid anhydrides)

শ্রেণী - ডি (Class D)
গাঢ়ত্বের সীমা ঃ ৫০,০০০ মি.গ্রাম/কেজি (ঈড়হপবহঃৎধঃরড়হ ষরসরঃ: ক্ত ৫০, ০০০ সম/শম)

D1	টোটাল সালফার (Total Sulphur)
D2	অজৈব এসিডস (Inorganic acids)
D3	ধাতব হাইড্রোজেন সালফেটস (Metal hydrogen sulphates)
D4	হাইড্রোজেন, কার্বন, সিলিকন, আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ছাড়া অক্সাইডস এবং হাইড্রক্সাইডসমূহ (Oxides and hydroxides except those

	of hydrogen, carbon, silicon, iron,aluminum, titanium, manganese, magnesium, calcium)
D5	এ-১২ থেকে এ-১৮ তালিকা বহির্ভূত অন্যান্য হাইড্রোকার্বনসমূহ (Total hydrocarbons other than those listed under A12 to A18)
D6	জৈব অক্সিজেন যৌগসমূহ (Organic oxygen compounds)
D7	নাইট্রোজেন হিসেবে প্রকাশিত জৈব নাইট্রোজেনএর যৌগসমূহ (Organic nitrogen compounds expressed as nitrogen)
D8	নাইট্রাইডস (Nitrides)
D9	হাইড্রাইডস (Hydrides)

শ্রেণী - ই (Class E)

গাঢ়ত্বের সীমা যাহা হউক না কেন যে বর্জ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী পরিলক্ষিত হইবে তাহা বিপজ্জনক বর্জ্য হিসাবে গণ্য হইবে

(Regardless of concentration limit; Classified as hazardous wastes if the waste exhibits any of the following characteristics.)

EI	দাহ্য (Flammable) ৬৫.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস অথবা এর নিম্ন জ্বলনাঙ্কের দহনীয় বর্জ্য (Flammable wastes with flash point 65.6 degree Celsius or below.)
E2	বিস্ফোরক (Explosive) যে বর্জ্য আগুনের শিখা, তাপ অথবা ফটোকেমিক্যাল কন্ডিশনে বিস্ফোরণ ঘটাইতে পারে। অন্যান্য বিস্ফোরক বর্জ্য পদার্থসমূহ বিস্ফোরক আইনের অন্তর্ভুক্ত হবে (Wastes which may explode under the effect of flame, heat or photochemical conditions. Any other waste of explosive materials included in the Explosive Act)
E3	করোসিভ (Corrosive) যে বর্জ্য জীবন্ত টিস্যুর সংস্পর্শে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা করোসনের মাধ্যমে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করিতে পারে (Wastes which may be corrosive, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue)
E4	বিষাক্ত (Toxic) যে দূষণযুক্ত বর্জ্য বিষাক্ত এবং অথবা ইকো-টক্সিক গঠন করিতে পারে (Wastes containing contaminated with established toxic and or eco-toxic constituents)
E5	কারসিনোজেনিসিটি, মিউটাজেনিসিটি এবং এনডোক্রাইন বৈষম্যতা (Carcinogenicity, Mutagenecity and Endocrine disruptivity) যে দূষণযুক্ত বর্জ্য কারসিনোজেন, মিউটাজেন এবং এনডোক্রাইন ডিসরাপশন ঘটাইতে পারে (Wastes contaminated or containing established carcinogens, mutagens and endocrine disruptors)

[1] * In order to decide whether specific wastes listed above is hazardous or not, following points be taken into consideration.

(i) If a component of the materials/waste appears in one of the five risk classes listed above (A, B, C, D or E) and the concentration of the component is equal to or more than the limit for the relevant risks class, the material is then classified as hazardous waste.
(ii) If a chemical compound containing a hazardous constituent is present in the waste, the Concentration limit does not apply to the compound, but only to the hazardous constituent itself.
(iii) If multiple hazardous constituents from the same class are present in the waste, the concentrations are added together.
(iv) If multiple hazardous constituents from different classes are present in the waste, the lowest concentration limit corresponding to the constituent(s) applies.
(v) For substances in water solution, the concentration limit for dry matter must be used. If the dry matter content is less than 0.1% by weight, the concentration limit, reduced by a factor of one thousand, applies to the solution.

....

[১] তফসিল-৩ এর শ্রেণী-ই (Class E) এর শেষাংশে উল্লিখিত "Waste constituents and their concentration limits given in this list are based on erstwhile BAGA (the Netherlands Environment Protection Agency) List of Hazardous Substances" শব্দগুলি এবং বন্ধনী *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/২০১২ দ্বারা বিলুপ্ত ।*

তফসিল - ৪
[বিধি ২ (৩০) দ্রষ্টব্য]

Ask - 1 (Part - 1)

তালিকা - ক (List-A) ঃ

Part-A: Lists of Hazardous Wastes Applicable for Imports and Exports

[Annex I & III - List A of the Basel Convention*]

বাসেল নং	বিপজ্জনক বর্জ্যসমূহের বর্ণনা (Description of hazardous materials)
A1	**ধাতু এবং ধাতু ধারণকারী বর্জ্যসমূহ (Metal and Metal bearing wastes)**
A1010	ধাতব বর্জ্যসমূহ এবং নিম্নোক্ত ধাতুর অ্যালয়ের বর্জ্যসমূহ (Metal wastes and wastes consisting of alloys of any of the following metals, but excluding such wastes specified on list-B (corresponding mirror entry under list-B in Brackets)
	-অ্যান্টিমনি (Antimony)
	-ক্যাডমিয়াম (Cadmium) -টেলুরিয়াম (Tellurium)
	-লেড (Lead)
A1020	Hazardous materials having as constituents or contaminants, excluding metal wastes in massive form, any of the following:
	-ক্যাডমিয়াম, ক্যাডমিয়াম-এর যৌগ (Cadmium, cadmium compounds)
	-অ্যান্টিমনি, অ্যান্টিমনি-এর যৌগ (Antimony, antimony compounds)
	-টেলুরিয়াম, টেলুরিয়াম-এর যৌগ (Tellurium, tellurium compounds)
	-লেড, লেড-এর যৌগ (Lead, lead compounds)
A1040	Wastes having Metal carbonyls as constituents
A1050	Galvanic sludges
A1060	Wastes Liquors from the pickling of metals.
A1070	Leaching residues from zinc processing, dusts and sludges such as jarosite, hematite, geoethite, etc.
A1080	Waste Zinc residues not included on list B containing lead and cadmium in concentrations sufficient to exhibit hazard characteristics indicated in part C of this schedule-3
A1090	Ashes from the incineration of insulated copper wire
A1100	and residues from gas cleaning systems of copper smelters

A1110	Spent electrolytic solutions copper electrorefining and electrowinning operations
A1120	Sludges, excluding anode slimes, from electrolytic purification systems in copper electrorefining and electrowinning operations
A1130	Spent etching solutions containing dissolved copper.
A1150	Precious metal ash from incineration of printed circuit boards not included on list' B' (see B-1160)
A1160	Used Lead acid batteries whole or crushed
A1170	Unsorted used batteries excluding mixtures of only List B batteries.
A1180	Waste Electrical and electronic assembles or scrap containing, compounds such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or contaminated with Schedule 2 constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an extent that they exhibit hazard characteristics indicated in part B of this Schedule (refer B1110)
A2	**Wastes containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials**
A2010	Activated Glass cullets from cathode ray tubes and other glasses, activated glasses
A2030	Waste catalysts but excluding those such wastes specified on List B of Schedule 3
A3	**Waste containing principally organic constituents which may contain metals and inorganic materials**
A3010	Waste from the production or processing of petroleum coke and bitumen
A3020	Waste mineral oils unfit for their originally intended use
A3050	Waste from production formulation and use of resins, latex, plasticisers, glues/adhesives excluding those specified in List B (B4020)
A3080	Waste ethers not including those specified in List B
A3120	Fluff: light fraction from shredding
A3130	Waste organic phosphorus compounds
A3140	Waste non-halogenated organic solvents (but excluding such wastes specified on List B)
A3160	Waste halogenated or unhalogenated non-aqueous distillation residues arising from organic solvent recovery operations

A3170	Waste arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloroethane, vinylchloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin)
A4	**Materials which may contain either inorganic or organic constituents**
A4010	Wastes from the production and preparation and use of pharmaceutical products but excluding those specified on List B
A4040	Wastes from the manufacture formulation and use of wood preserving chemicals
A4070	Waste from the production, formulation and use of inks, dyes, pigments, paints, lacquers, varnish excluding those specified in List B (B4010)
A4080	Wastes of an explosive nature excluding those specified on List B
A4090	Waste acidic or basic solutions excluding those specified in List B(B2120)
A4100	Materials from industrial pollution control devices for cleaning of industrial off-gases excluding such wastes specified on List B
A4120	Wastes that contain, consist of or are contaminated with peroxides
A4130	Packages and containers containing any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein.
A4140	Materials consisting of or containing off specification or out-dated chemicals containing any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein.
A4150	Chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and/or are new and whose effects on human health and/or the environment are not known.
A4160	Spent activated carbon not included on List B (B2060)

* This List is based on Annex VIII of the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous wastes and comprises of wastes characterized as hazardous under Article 1, paragraph 1(a) of the Convention. Inclusion of wastes on this list does not preclude the use of hazard characteristics given in Annex III of Basel Convention (Part C of this Schedule) to demonstrate that the wastes are not hazardous. Certain waste categories listed in the Schedule-3(part-A) have been prohibited for import. Hazardous wastes in the Schedule-3 (Part-A) are restricted

and cannot be allowed to be imported without permission from Ministry of Environment & Forests and DGFT licence.

তালিকা - খ (List – B) ঃ

[Annex IX List B of the Basel Convention*]

বাসেল নং	বিপজ্জনক পদার্থসমূহের বর্ণনা (Description of hazardous materials)
B1	**ধাতু এবং ধাতু ধারণকারী বর্জ্যসমূহ (Metal and metal-bearing materials)**
B1010	ধাতু এবং ধাতব অ্যালয় (Metal and metal- in metallic, non-alloydispersible form:)
	-মূল্যবান ধাতুসমূহ (স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম) (Precious metals (gold, silver, platinum)**)
	-লোহা এবং ষ্টীল স্ক্র্যাপ (Iron and steel scrap**)
	-নিকেল স্ক্র্যাপ (Nickel scrap**)
	-অ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ (Aluminum scrap**)
	-জিঙ্ক স্ক্র্যাপ (Zinc scrap**)
	-টিন স্ক্র্যাপ (Tin scrap**)
	-ট্যাংস্টেন স্ক্র্যাপ (Tungsten scrap**)
	-মলিবডেনাম স্ক্র্যাপ (Molybdenum scrap**)
	-ট্যানটেলাম স্ক্র্যাপ (Tantalum scrap**)
	-কোবাল্ট স্ক্র্যাপ (Cobalt scrap**)
	-বিসমাথ স্ক্র্যাপ (Bismuth scrap**)
	-টাইটেনিয়াম স্ক্র্যাপ (Titanium scrap**)
	-জিরকন স্ক্র্যাপ (Zirconium scrap**)
	-ম্যাঙ্গানিজ স্ক্র্যাপ (Manganse scrap **)
	-ভ্যানাডিয়াম স্ক্র্যাপ (Vanadium scrap **)
	-হাফিনিয়াম স্ক্র্যাপ (Hafnium scrap**)
	-ইনডিয়াম স্ক্র্যাপ (Indium scrap**)
	-নোবিয়াম স্ক্র্যাপ (Niobium scrap**)
	-রেনিয়াম স্ক্র্যাপ (Rhenium scrap**)
	-গ্যালিয়াম স্ক্র্যাপ (Gallium scrap**)
	-ম্যাগনেসিয়াম স্ক্র্যাপ (Magnesium scrap**)
	-কপার স্ক্র্যাপ (Copper scrap**)
	-থোরিয়াম স্ক্র্যাপ (Thorium scrap)
	-বিরল পার্থিব স্ক্র্যাপ (Rare earths scrap)

B1020	Clean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk finished form (sheet, place, beams, rods, etc.) , of:
	-অ্যান্টিমনি স্ক্র্যাপ (Antimony scrap***)
	-ক্যাডমিয়াম স্ক্র্যাপ (Cadmium scrap***)
	-লেড স্ক্র্যাপ (Lead scrap***)
	-টেলুরিয়াম স্ক্র্যাপ (Tellurium scrap**)
B1030	Refractory metals containing residues****
B1031	Molybdenum, tungsten, titanium, tantalum, niobium and rhenium metal and metal alloy wastes in metallic dispersible from (metal powder). excluding such wastes as specified in list A under entry A 1050, Galvanic sludges ****
B1040	Scrap assemblies from electrical power generation not contaminated with lubricating oil, PCB or PCT to an extent to render them hazardous**
B1050	Mixed non-ferrous metal, heavy fraction scrap, not containing any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein**
B1060	Selenium and tellurium in metallic elemental form including powder****
B1070	Copper and copper alloys in dispersible form, unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein***
B1080	Zinc ash and residues including zinc alloys residues in dispersible form unless they contain any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein***
B1090	Used batteries conforming to specification, excluding those made with lead, cadmium or mercury.***
B1100	Metal bearing wastes arising from melting, smelting and refining of metals:
	- Hard Zinc Spelter**
	- Hard Zinc Spelter** - Zinc-containing drosses: ** • Galvanizing slab zinc top dross (>90% Zn) • Galvanizing slab zinc bottom dross (>92% Zn) • Zinc die casting dross (>85% Zn) • Hot dip galvanizers slab zinc dross (batch) (>92% Zn)

	• Zinc skimmings
	- Slags from copper processing for further processing or refining containing arsenic, lead or cadmium***
	- Slags from precious metals processing for further refining **
	- Wastes of refractory linings, including crucibles, originating from copper smelting
	- Aluminum skimmings (or skims) excluding salt slag
	- Tantalum-bearing tin slags with less than 0.5% tin
B1110	Electrical and electronic assemblies
	- Electronic assemblies consisting only of metals or alloys **
	- Waste electrical and electronic assemblies scrap (including printed circuit boards) not containing components such as accumulators and other batteries included on list A, mercury-switches, glass from cathoderay tubes and other activated glass and PCB-capacitors, or not contaminated with constituents such as cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) or from which these have been removed, to an extent that they do not possess any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein ***
	- Electrical and electronic assemblies (including printed circuit boards, electronic components and wires) destined for direct reuse and not for recycling or final disposal.
B1120	Spent catalysts excluding liquids used as catalysts, containing any of: Transition metals, excluding waste catalysts (spent catalysts, liquid used catalysts or other catalysts) on list A: স্ক্যানডিয়াম টাইটেনিয়াম (Scandium Titanium) ভ্যানাডিয়াম ক্রোমিয়াম (Vanadium Chromium) ম্যাঙ্গানিজ আয়রন (Manganese Iron) কোবাল্ট নিকেল (Cobalt Nickel) কপার জিঙ্ক(Copper Zinc) ইট্রিয়াম জিরকোনিয়াম (Yttrium Zirconium) নিয়োবিয়াম মলিবডেনাম (Niobium Molybdenum) হ্যাফনিয়াম ট্যানটেলাম (Hafnium Tantalum) টাংস্টেন রেনিয়াম (Tungsten Rhenium) ল্যানথানেইডস (বিরল পার্থিব ধাতু) (Lanthanaides (rare earth metals)): ল্যানথারিয়াম সেরিয়াম (Lanthanum Cerium)
	প্রাসিওডাইমিয়াম নিওবি (Praseodymium Neoby) সামারিয়াম ইউরোপিয়াম (Samarium Europium) গ্যাডোলিনিয়াম টারবিয়াম (Gadolinium Terbium) ডিসপ্রোসিয়াম হলমিয়াম (Dysprosium Holmium) আরবিয়াম থুলিয়াম (Erbium Thulium) ইট্রেরবিয়াম লুটেথিয়াম (Ytterbium Lutetium)

B1130	Cleaned spent precious metal bearing catalysts
B1140	Precious metal bearing residues in solid form which contain traces of inorganic cyanides
B1150	Precious metals and alloy wastes (gold , silver, the platinum group) in a dispersible form
B1160	Precious-metal ash from the incineration of printed circuit boards (note the related entry on list A A1150)
B1170	Precious-metal ash from the incineration of photographic film
B1180	Waste photographic film containing silver halides and metallic silver
B1190	Waste photographic paper containing silver halides and metallic silver
B1200	Granulated slag arising from the manufacture of iron and steel**
B1210	Slag arising from the manufacture of iron and steel including slag as a source of Titanium dioxide and Vanadium***
B1220	Slag from zinc production, chemically stabilized, having a high iron content (above 20%) and processed according to industrial specifications mainly for construction**
B1230	Mill scaling arising from manufacture of iron and steel **
B1240	Copper Oxide mill-scale***
B2	**Materials containing principally inorganic constituents, which may contain metals and organic materials**
B2010	Materials arising from mining operations in non-dispersible form:
	- Natural graphite waste** - Slate wastes*** - Mica wastes** - Leucite, nepheline and nepheline syenite waste** - Feldspar waste (lumps & powder)** - Fluorspar waste** Silica wastes in solid from excluding those used in foundry operation
B2020	Glass wastes in non-dispersible from: - Glass Cullet and other wastes and scrap of glass except for glass from cathode ray tubes and other activated glasses
B2030	Ceramic wastes in non-dispersible form:
	Ceramic wastes and scrap (metal ceramic composites) - Ceramic based fibres

B2040	Other materials containing principally inorganic constituents:
	- Partially refined calcium sulphate produced from flue gas desulphurisation (FGD) - Waste gypsum wallboard or plasterboard arising from the demolition of buildings*** - Sulphur in solid form***
	- Limestone from production of calcium cyanamide (pH<9)*** - Sodium, potassium, calcium chlorides*** - Carborundum (silicon carbide) - Broken concrete - Lithium tantalum & Lillium-niobium containing glass scraps
B2060	Spent activated carbon resulting from the treatment of potable water and processes of the food industry and vitamin production (note the related entry on list AA4160)
B2070	Calcium fluoride sludge
B2080	Gypsum arising from chemical industry processes unless it contains any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein
B2090	Anode butts from steel or aluminium production made of petroleum coke or bitumen and cleaned to normal industry specifications (excluding anode butts from chlor alkali electrolyses and from metallurgical industry)
B2100	Hydrates of aluminum and waste alumina and residues from alumina production, arising from gas cleaning, flocculation or filtration process
B2110	Bauxite residue ("red mud") (pH moderated to less than 11.5) (Note A4090)
B2120	Waste acidic or basic solutions with a pH greater than 2 and less than 11.5, which are not corrosive or otherwise hazardous (A4090)
B3	**Wastes containing principally organic constituents, which may contain metals and inorganic materials**
B3010	**Solid plastic waste*:**The following plastic or mixed plastic materials, provided they are not mixed with other wastes and are prepared to a specification: Scrap plastic of non-halogenated polymers and copolymers, including but not limited to the following:
	ইথিলিন (Ethylene)

	স্টাইরিন (Styrene)
	পলিপ্রোপাইলিন (polypropylene)
	পলিইথিলিন ইরি-ফথ্যালেট (polyethylene ere-phthalate)
	এক্রিলোনাইট্রাইল (acrylonitrile)
	বিউটাডাইন (Butadiene)
	পলিএসিটালস (polyacetals)
	পলিএমাইডস (polyamides)
	পলিবিউটালিন টেরে-ফথ্যালেট (polybutylene tere-phthalate)
	পলিকার্বনেট (polycarbonates)
	পলিইথার (polyethers)
	পলিফিনাইলিন সালফাইড (polyphenylene sulphides)
	এক্রিলিক পলিমার (acrylic polymers)
	অ্যালকেন সি১০-সি১৩ (প্লাস্টিসাইজার) (alkanes C10-C13 (plasticiser)
	পলিইউরিথেন (সিএফসি ধারন ব্যতীত) (polyurethane (not containing CFC's)
	পলিসাইলোক্সেন (polysiloxanes)
	পলিমিথাইল মেথাক্রাইলেট (polymethyl methacrylate)
	পলিভিনাইল এলকোহল (polyvinyl alcohol) পলিভিনাইল বিউটাইরাল (polyvinyl butyral)
	পলিভিনাইল এসিটেট (polyvinyl acetate)
	(Cured waste resins or condensation products including the following:)
	ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিন (urea formaldehyde resins)
	ফেনল ফরমালডিহাইড রেজিন (phenol formaldehyde resins)
	মেলামাইন ফরমালডিহাইড রেজিন (Melamine formaldehyde resins)
	ইপোক্সি রেজিন (epoxy resins)
	অ্যালকাইল রেজিন (alkyd resins)
	পলিএমাইড (polyamides)
	(The following fluorinated polymer wastes (excluding post-consumer wastes):)
	পারফ্লুরোইথিলিন/প্রোপাইলিন (Perfluoroethylene/ propylene)
	পারফ্লুরোঅ্যালকোক্সি অ্যালকেন (Perfluoroalkoxy alkane)
	মেটাফ্লুরোঅ্যালকোক্সি অ্যালকেন (Metafluoroalkoxy alkane)
	পলিভিনাইল ফ্লুরাইড (polyvinyl fluoride)
	পলিভিনাইলিডেনফ্লুরাইড (polyvinylidenefluoride)

B3130 B3020	Paper, paperboard and paper product wastes* The following materials, provided they are not mixed with hazardous wastes: Waste and scrap of paper or paperboard of: -unbleached paper or paperboard or of corrugated paper or Paperboard -other paper or paperboard, made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the mass -paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter) -other, including but not limited to 1) laminated paperboard 2) Unsorted scrap.
B3130	Waste polymer ethers and waste non-hazardous monomer ethers incapable of forming peroxides
B3140	Used pneumatic tyres, excluding those which do not lead to resource recovery, recycling, reclamation or direct reuse*
B4	**Materials which may contain either inorganic or organic constituents**
B4010	Materials consisting mainly of water-based/latex paints, inks and hardened varnishes not containing organic solvents, heavy metals or biocides to an extent to render them hazardous (note the related entry on list A A4070)
B4020	Materials from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers, glues/adhesives, not listed on list A, free of solvents and other contaminants to an extent that they do not exhibit Annex III characteristics, e.g. water-based, or glues based on casein starch, dextrin, cellulose ethers, polyvinyl alcohols (note the related entry on list A A3050)
B4030	Used single-use cameras, with batteries not included on list A

* This List is based on Annex. IX of the Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal comprises of wastes not characterized as hazardous under Article 1, of the Basel Convention.

** Import permitted in the country without any licence or restriction.

*** Import permitted in the country for recycling/reprocessing by units registered with MOEF and having Ministry of Commerce license.

**** Import permitted in the country by the actual users with MOEF permission and Ministry of Commerce license.

All other wastes listed in this Schedule-3 (part-B) having no 'Starls (*---) can only be imposed in to the country with the permission of MOEF.

Note:

(1) Copper dross containing copper greater than 65% and lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively; spent cleaned metal catalyst containing copper; and Copper reverts, cake and residues containing lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively are allowed for import without Ministry of Commerce licence to units (actual users) registered with MOEF upto an annual quantity limit indicated in the Registration letter. Copper reverts, cake and residues containing lead and cadmium greater than 1.25% and 0.1% respectively are under restricted category for which import is permitted only against Ministry of Commerce licence for the purpose of processing or reuse by units registered with MOEF (actual users).

(2) Zinc ash/skimmings in dispersible form containing zinc more than 65% and lead and cadmium equal to or less than 1.25% and 0.1% respectively and spent cleaned metal catalyst containing zinc are allowed for import without Ministry of Commerce licence to units registered with MOEF (actual users) upto an annual quantity limit indicated in Registration Letter. Zinc ash and skimmings containing less than 65% zinc and lead and cadmium equal to or more than 1.25% and 0.1% respectively and hard zinc spelter and brass dross containing lead greater than 1.25% are under restricted category for which import is permitted against Ministry of Commerce licence and only for purpose of processing or reuse by units registered with MOEF (actual users).

Ask - 2 (PART - 2)

বিপজ্জনক গুণাবলীর তালিকা

LIST OF HAZARDOUS CHARACTERISTICS

Code Characteristic

H 1 Explosive

An explosive substance or waste is a solid or liquid substance or waste (or mixture of substances or wastes) which is in itself capable by chemical reaction of producing gas at such a temperature and pressure and at such a speed as to cause damage to the surroundings.

H 3 Flammable liquids

The word "flammable" has the same meaning as "inflammable". Flammable liquids are liquids, or mixtures of liquids, or liquids containing solids in solution or suspension (for example, paints, varnishes, lacquers, etc., but not including substances or wastes otherwise classified on account of their dangerous characteristics) which give off a flammable vapour at temperatures of not more than 60·5ºC, closed-cup test, or not more than 65·6ºC, open-cup test. (Since the results of open-cup tests and of closed-cup tests are not strictly comparable and even individual results by the same test are often variable, regulations varying from the above figures to make allowance for such differences would be within the spirit of this definition.)

H 4.1 Flammable solids

Solids, or waste solids, other than those classed as explosives, which under conditions encountered in transport are readily combustible, or may cause or contribute to fire through friction.

H 4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion

Substances or wastes which are liable to spontaneous heating under normal conditions encountered in transport, or to heating up on contact with air, and being then liable to catch fire.

H 4.3 Substances or wastes which, in contact with water emit flammable gases

Substances or wastes which, by interaction with water, are liable to become spontaneously flammable or to give off flammable gases in dangerous quantities.

H 5.1 Oxidizing

Substances or wastes which, while in themselves not necessarily combustible, may, generally by yielding oxygen cause, or contribute to, the combustion of other materials.

H 5.2 Organic Peroxides

Organic substances or wastes which contain the bivalent-o-ostructure are thermally unstable substances which may undergo exothermic self-accelerating decomposition.

H 6.1 Poisonous (Acute)

Substances or wastes liable either to cause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled or by skin contact.

H 6.2 Infectious substances

Substances or wastes containing viable micro organisms or their toxins which are known or suspected to cause disease in animals or humans.

H 8 Corrosives
Substances or wastes which, by chemical action, will cause severe damage when in contact with living tissue, or, in the case of leakage, will materially damage, or even destroy, other goods or the means of transport; they may also cause other hazards.

9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water
Substances or wastes which, by interaction with air or water, are liable to give off toxic gases in dangerous quantities.

H11 Toxic (Delayed or chronic)
Substances or wastes which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve delayed or chronic effects, including carcinogenicity.

H12 Ecotoxic
Substances or wastes which if released present or may present immediate or delayed adverse impacts to the environment by means of bioaccumulation and/or toxic effects upon biotic systems.

H 13 Capable by any means, after disposal, of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above.

তফসিল - ৫
[১]["বিধি ৬(১) ও ৬(২) দ্রষ্টব্য]

প্রারম্ভিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন
(INFORMATION TO BE FURNISHED IN A SAFETY REPORT)

১। প্রতিবেদন প্রদানকারীর নাম ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

২। কার্যক্রমের বিবরণ, যথা –
- (ক) অবস্থান (site),
- (খ) নির্মাণ নক্সা (construction design),
- (গ) যাতায়াত ব্যবস্থা,
- (ঘ) কর্মরত সর্বমোট জনবল,
- (ঙ) বিপদের ঝুঁকিপূর্ণ কার্যে নিয়োজিত লোকসংখ্যা।

---
[১]তফসিল-৫ এর প্রারম্ভে উল্লিখিত "বিধি ৬(১) ও ৬(২)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/ ২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

৩। প্রক্রিয়ার বিবরণ, যথা –

(ক) কার্যক্রমের উদ্দেশ্য/উৎপন্ন দ্রব্যের নাম,

(খ) প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি/প্রক্রিয়া।

৪। বিপজ্জনক পদার্থের বিবরণ, যথা –

(ক) বিপজ্জনক পদার্থের নাম এবং প্রথমে কি অবস্থায় তাহা আনীত হয়,

(খ) প্রক্রিয়াকরণের পর বিপজ্জনক পদার্থের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া কিরূপ ধারণ করে,

(গ) যাতায়াত ব্যবস্থা।

৫। প্রাথমিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য, যথা –

(ক) কি ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে,

(খ) সম্ভাব্য দুর্ঘটনার পিছনে কি কি কারণ থাকিতে পারে,

(গ) দুর্ঘটনার পরিণাম কি কি হইতে পারে,

(ঘ) দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

৬। নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য, যথা –

(ক) বিশেষ নির্মাণ কৌশল,

(খ) নিয়ন্ত্রণ ও সংকেত,

(গ) বিশেষ ত্রাণ ব্যবস্থা,

(ঘ) দুর্ঘটনার সম্প্রসারণ বন্ধ করার সরঞ্জাম,

(ঙ) তরল পদার্থ সংগ্রহ ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে),

(চ) নিজস্ব অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা,

(ছ) নিকটতম ফায়ার ব্রিগেড ইউনিট এর অবস্থান এবং দূরত্ব (কিলোমিটার),

(জ) নিকটতম পানির উৎস (পুকুর/দিঘী/ডোবা/নদী/সাগর) এবং দূরত্ব (কিলোমিটার)।

৭। দুর্ঘটনায় করণীয় ও অকরণীয় সংক্রান্ত তথ্য, যথা –

(ক) দুর্ঘটনার সময় এবং দুর্ঘটনার অব্যবহিত পর করণীয় ও অকরণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা (guidelines),

(খ) উপরোল্লিখিত নির্দেশনা কর্মরত লোকজনকে অবহিতকরণ কর্মসূচী,

(গ) উপরোল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন মহড়ার কর্মসূচী,

(ঘ) দুর্ঘটনাস্থলের চতুরপার্শ্বের লোকজনকে নিরাপত্তা সচেতনকরণ কর্মসূচী,

(ঙ) দুর্ঘটনা কবলিত লোককে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা,

(চ) দুর্ঘটনা কবলিত লোককে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা।

৮। পূর্বের তথ্য, যথা –

(ক) পূর্বে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে উহার তারিখ, সময়, ধরন ও পরিণাম সংক্রান্ত বিবরণ,

(খ) পূর্বে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে তদ্রূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি পরিহারকল্পে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে উহার বিবরণ।

তফসিল - ৬

[১][বিধি ৮(১) দ্রষ্টব্য]

জরুরী অবস্থা মোকাবিলার পরিকল্পনা

(DETAILS TO BE FURNISHED IN THE ON-SITE EMERGENCY PLAN)

১। পরিকল্পনা দাখিলকারীর নাম ও ঠিকানা

২। জরুরী অবস্থাকালীন প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য কর্মীদের নাম, পদবী ও দায়িত্ব

৩। জরুরী অবস্থাকালে যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাওয়া যাইতে পারে

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সহায়তার ধরন

৪। **প্রাথমিক বিপদ বিশ্লেষণের তথ্য ঃ**

(ক) কি ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে

(খ) কি কি কারণে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে

(গ) কি কি বিপদ বা ক্ষয় ক্ষতি হইতে পারে

(ঘ) সম্ভাব্য দুর্ঘটনা পরিহারকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি

৫। **কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ**

(ক) বিপজ্জনক পদার্থের অবস্থান

(খ) অপরিহার্য কর্মীদের সুনির্দিষ্ট কর্মস্থল

(গ) জরুরী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Emergency control room)

৬। **বিপজ্জনক পদার্থের বিবরণ ঃ**

(ক) বিপজ্জনক পদার্থের নাম, পরিমাণ ও বিষাক্ততা সম্পর্কিত উপাত্ত (toxicological data)

(খ) কোন প্রকার রূপান্তর ঘটিবার আশংকা থাকিলে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(গ) বিপজ্জনক পদার্থের বিশুদ্ধতা

৭। **নিম্নোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ঃ**

(ক) সতর্কতা সংকেত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা (warning, alarm and safety and security)

(খ) জরুরী অবস্থা মোকাবিলার বিস্তারিত পরিকল্পনা

৮। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য

৯। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা

১০। নিকটতম সরকারী অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের অবস্থান ও টেলিফোন নম্বর এবং দূরত্ব

১১। নিকটতম পানির উৎস (ডোবা/পুকুর/দিঘী/নদী/সাগর) এর বিবরণ ও দূরত্ব

১২। কার্যস্থলে সংরক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

১৩। নিকটবর্তী হাসপাতালের নাম, শয্যা সংখ্যা এবং দূরত্ব

---

[১] তফসিল-৬ এর প্রারম্ভে উল্লিখিত "বিধি ৮(১)" শব্দ, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/ ২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

তফসিল - ৭

[১] [বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিতকরণ

(INFORMATION TO BE FURNISHED REGARDING NOTIFICATION OF AN ACCIDENT)

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা
[টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল (যদি থাকে) সহ]

২। প্রতিষ্ঠানের যে কার্যস্থলে দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে উহার সুনির্দিষ্ট ঠিকানা

৩। দুর্ঘটনার প্রাক্কালে সেখানে কি কার্যক্রম চলিতেছিল

৪। দুর্ঘটনার ধরন ঃ
(ক) বিস্ফোরণ
(খ) অগ্নিকান্ড
(গ) বিপজ্জনক পদার্থ নির্গমণ
(ঘ) ইমারত ভাঙ্গিয়া পড়া

৫। দুর্ঘটনার তারিখ ও সময়

৬। যে অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে উহার বিবরণ

৭। দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে, কারণ নির্ণয় করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ, কারণ নির্ণয় না হইয়া থাকিলে কত দিন সময় লাগিতে পারে উহার উল্লেখ।

৮। দুর্ঘটনার ফলে সাধিত ক্ষয় ক্ষতির বিবরণ ঃ
(ক) প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থলের চৌহদ্দির ভিতরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, অন্য কোন প্রাণী, গাছপালার বিবরণ
(খ) প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থলের বাহিরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, অন্য কোন প্রাণী, গাছপালার বিবরণ

৯। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের অনুকূলে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ

১০। ভবিষ্যতে দুর্ঘটনা পরিহারকল্পে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ

---

[১] তফসিল-৭ এর প্রারম্ভে উল্লিখিত "বিধি ১০(১) " শব্দ, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/ ২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

তফসিল - ৮
[1][বিধি ১২(১) দ্রষ্টব্য]
নিরাপত্তা তথ্য বিবরণী

SAFETY DATA SHEET

1. CHEMICAL IDENTITY

Chemical Name		Chemical Classification	
Synonyms		Trade Name	
Formula	C.A.S.No	U.N. No.:	
Regulated Identification	Shipping Name Codes/Lable	Hazchem No.:	
	Hazardous Waste I.D. No.:		
Hazardous Ingredients	C.A.S. No.	Hazardous Ingredients	C.A.S No.:
1.		3.	
2.		4.	

2. PHYSICAL AND CHEMICAL DATA

Boiling Range/Point °C	Physical State	Appearance
Melting/Freezing Point °C	Vapour Pressure at 35 °C mm/Hg	Odour
Vapour Density (Air=1)	Solubility in Water at 30 °C	Others
Specific Gravity (Water =1)		pH

[1] তফসিল-৮ এর প্রারম্ভে উল্লিখিত "বিধি ১২(১)" শব্দ, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/ ২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

3. FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA

Flammability Yes/No	*LEL %*	Flash Point °C	Auto-ignition °C Temperature
TDG Flammability	*UEL %*	Flash Point °C	Hazardous Combustion Products
Explosion Sensitivity to Impact	Explosion Sensitivity to Static Electricity		

Hazardous Polymerisation

Combustible Liquid	Explosive Material	Corrosive Material
Flammable Material	Oxidiser	Others
Pyrophoric Material	Organic Peroxide	

4. REACTIVITY DATA

Chemical
Stability

Incompatibility
With other Material

Reactivity
Hazardous Reaction
Products

5. HEALTH HAZARD DATA

Routes of Entry					
Effects of Exposure/Symptoms					
Emergency Treatment TLV(ACGIH)	ppm	mg/m^3	STEL	ppm	mg/m^3
Permissible Exposure Limits LD50	ppm	mg/m^3	Odour threshold LD50		ppm mg/m^3
NEPA	Hazard Signals	Health Flammability Stability			Special

6. PREVENTIVE MEASURES

Personnel Protective Equipment	
Handling and Storage Precautions	

7. EMERGENCY AND FIRST AID MEASURE

		Fire Extinguishing Media

FIRE

Special Procedures

Unusual Hazards

EXPOSURE

First Aid Measures

Antidotes/Dosages

SPILLS

Steps to be taken

Waste Disposal Method

8. ADDITIONAL INFORMATION / REFERENCES

9. MANUFACTURER / SUPPLIER DATA

Name of Firm	Contact Person in Emergency
Mailing Address	Local Bodies Involved
Telephone/Telex Nos.	Standard Packing
Telegraphic Address	Tremcard Details/Ref
	Other.

তফসিল - ৯

[বিধি ১৪ (৭) দ্রষ্টব্য]

আমদানীকৃত বিপজ্জনক পদার্থের রেকর্ড

(FORMAT FOR MAINTAINING RECORDS OF HAZARDOUS CHEMICALS IMPORTED)

১। আমদানীকারকের পূর্ণ নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা

২। ঋণ পত্র নম্বর এবং ব্যাংক এর নাম ও ঠিকানা

৩। জাহাজের নাম

৪। বন্দরের নাম ও মাল খালাসের তারিখ

৫। আমদানীকৃত বিপজ্জনক পদার্থের বিবরণ ঃ

(ক) ভৌত অবস্থা (Physical form)

(খ) রাসায়নিক অবস্থা (Chemical form)

(গ) মোট পরিমাণ (ওজন)

৬। আমদানীর উদ্দেশ্য

৭। কোন্ তারিখ হইতে কোথায় কিভাবে সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ

৮। কোন্ তারিখ কাহার নিকট কি পরিমাণ সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ

তফসিল - ১০

[বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য]

আমদানী-রপ্তানী নিষিদ্ধ বিপজ্জনক বর্জ্যের তালিকা

(HAZARDOUS WASTES PROHIBITED FOR IMPORT AND EXPORT)

S. No.	Basel* No.	OECD** No.	Description of material
1	2	3	4
1.	A 1010	AA 100	Mercury
2.	A 1030	AA 100	Waste having Mercury: Mercury Compounds as constituents or contaminants
3.	A 1010	AA 070	Beryllium
4.	A 1020	AA 070	Waste having Beryllium: Beyllium Compounds as constituents or contaminants
5.	A 1010	AA 090	Arsenic
6.	A 1030	AA 090	Waste having Arsenic: Arsenic compounds as contituents or contaminants
7.	A 1010	AA 070	Selenium
8.	A 1020	AA 070	Waste having Selenium; Selenium Compounds as constituents or contaminants
9.	A 1010	AA 080	Thallium
10.	A 1030	AA 080	Waste having Thallium; Thallium Compounds as constituents or contaminants

11.	A 1040	AA 070	Hexavalent Chromium Compounds
12.	A 1140		Wastes Cupric Chloride and Copper Cyanide Catalysts
13.	A 2020		Waste inorganic fluorine compounds in the form of liquids or sludge but excluding calcium fluoride sludge
14.	A 2040		Waste gypsum arising from chemical industry processes if it contains any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein
15.	A 2050	RB 010	Waste Asbestos (Dust and Fibres)

* Basel Convention on Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal

** Organisation for Economic Cooperation and Development.

S. No.	**Basel* No.**	**OECD* *No.**	**Description of material**
16.	A 2060		Coal fired power plant fly ash if it contains any of the constituents mentioned in Schedule 2 to the extent of concentration limits specified therein
17.	A 3030		Wastes that consist of or are contaminated with leaded anti-knock compound sludge or leaded petrol (gasoline) sludges.
18.	A 3040		Waste thermal (heat transfer) fluids.
19.	A 3060		Waste Nitrocellulose.
20.	A 3090		Waste leather dust, ash, sludges and flours when containing hexavalent chromium compounds or biocides.
21.	A 3100		Waste paring and other waste of leather or of composition leather not suitable for the manufacture of leather articles containing hexavalent chromium compounds or biocides.
22.	A 3110		Fellmongery wastes containing hexavalent chromium compounds or biocides or infectious substances.

23.	A 3150		Waste halogenated organic solvents.
24.	A 3180	AC 120	Waste, Substances and articles containing, consisting of or contaminated with polychlorinated biphenyles (PCB) and/or polychlorinated terphenyls. (PCT) and/or polychlorinated naphthalenes (PCN) and/or polybrominated biphyenyles (PBB) or any other polybrominated analogues of these compounds
25.	A 3190		Waste tarry residues (excluding asphalt cements) arising from refining, distillation and pyrolitic treatment of organic materials
26.	A 4020		Clinical and related wastes; that is wastes arising from medical, nursing, dental, veterinary, or similar practices and wastes generated in hospital or other facilities during the investigation or treatment of patients, or research projects.
27.	A 4030	AD 020	Waste from the production, formulation and use of biocides and phyto-pharmaceuticals, including waste pesticides and herbicides which are off-specification, out-dated, and/or unfit for their originally intended use.
28.	A 4050	AD 040	Waste that contain, consist of, or are contaminated with any of the following; · Inorganic cyanides, excepting precious metal bearing residues in solid form containing traces of inorganic cyanides. · Organic cyanides.
29.	A 4060		Waste oil/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions

* Basel Convention on Control of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal

** Organisation for Economic Cooperation and Development.

তফসিল - ১১

[বিধি ১৯ (৫) (খ) দ্রষ্টব্য]

জাহাজ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা তথ্য বিবরণী

(SAFETY DATA SHEET FOR SHIP BREAKING)

১। সংশ্লিষ্ট জাহাজের নাম

২। জাহাজের নির্মাণ বৎসর

৩। পূর্বে জাহাজের অন্য কোন নাম থাকিলে সেই নাম এবং কোন্ বৎসর হইতে কোন্ বৎসর পর্যন্ত তাহা কার্যকর ছিল

৪। জাহাজ নির্মাণকারীর নাম ও ঠিকানা

৫। জাহাজ ভাঙ্গার জন্য আমদানীকারকের পূর্ণ নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা

৬। জাহাজ রপ্তানীকারকের পূর্ণ নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা

৭। জাহাজ বাংলাদেশের জল সীমায় পৌঁছার তারিখ

৮। জাহাজে বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্যের বিবরণ

৯। জাহাজের বিপজ্জনক পদার্থ বা বিপজ্জনক বর্জ্য যাহাতে সমুদ্রের পানি দূষিত করিতে না পারে তজ্জন্য গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ

১০। **জাহাজ ভাঙ্গার স্থলে প্রাথমিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য, যথা ঃ–**

(ক) কি ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে

(খ) সম্ভাব্য দুর্ঘটনার পিছনে কি কি কারণ থাকিতে পারে

(গ) দুর্ঘটনার পরিণাম কি কি হইতে পারে

(ঘ) সম্ভাব্য দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে

১১। **জাহাজ ভাঙ্গার স্থলে দুর্ঘটনায় করণীয় ও অকরণীয় সংক্রান্ত তথ্য, যথা ঃ–**

(ক) দুর্ঘটনার সময় এবং দুর্ঘটনার অব্যবহিত পর করণীয় ও অকরণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা (guidelines)

(খ) উপরোল্লিখিত নির্দেশনা কর্মরত লোকজনকে অবহিতকরণ কর্মসূচী

(গ) উপরোল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন মহড়ার কর্মসূচী

(ঘ) জাহাজ ভাঙ্গার স্থলের চতুপার্শ্বের লোকজনকে নিরাপত্তা সচেতনকরণ কর্মসূচী

(ঙ) জাহাজ ভাঙ্গার স্থলে দুর্ঘটনা কবলিত লোককে উদ্ধার করার জন্য কি ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে

(চ) জাহাজ ভাঙ্গার স্থলে দুর্ঘটনাক্রান্ত লোকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা

(ছ) জাহাজ ভাঙ্গার স্থলে দুর্ঘটনাক্রান্ত লোকজনকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার্থে দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণের জন্য যানবাহন ব্যবস্থা

তফসিল - ১২

[বিধি ১৯ (৫) (ছ) দ্রষ্টব্য]

জাহাজ ভাঙ্গার স্থলে জরুরী অবস্থা মোকাবিলার পরিকল্পনা

(DETAILS TO BE FURNISHED IN THE ON-SITE EMERGENCY PLAN AT SHIP BREAKING YARD)

১। পরিকল্পনা দাখিলকারীর নাম ও ঠিকানা

২। জরুরী অবস্থাকালীন প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য কর্মীদের নাম, পদবী ও দায়িত্ব

৩। জরুরী অবস্থাকালে যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাওয়া যাইতে পারে

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সহায়তার ধরন

৪। প্রাথমিক বিপদ বিশ্লেষণের তথ্য ঃ

(ক) কি ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে

(খ) কি কি কারণে দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে

(গ) কি কি বিপদ বা ক্ষয় ক্ষতি হইতে পারে

(ঘ) সম্ভাব্য দুর্ঘটনা পরিহারকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি

৫। কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

(ক) বিপজ্জনক পদার্থের অবস্থান

(খ) অপরিহার্য কর্মীদের সুনির্দিষ্ট কর্মস্থল

(গ) জরুরী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Emergency control room)

৬। বিপজ্জনক পদার্থের বিবরণ ঃ

(ক) বিপজ্জনক পদার্থের নাম, পরিমাণ ও বিষাক্ততা সম্পর্কিত উপাত্ত (toxicological data)

(খ) কোন প্রকার রূপান্তর ঘটিবার আশংকা থাকিলে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(গ) বিপজ্জনক পদার্থের বিশুদ্ধতা

৭। নিম্নোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ঃ

(ক) সতর্কতা সংকেত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা (warning, alarm and safety and security)

(খ) জরুরী অবস্থা মোকাবিলার বিস্তারিত পরিকল্পনা

৮। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য

৯। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা

১০। নিকটতম সরকারি অগ্নি নির্বাপন কেন্দ্রের অবস্থান ও টেলিফোন নম্বর এবং দূরত্ব

১১। নিকটতম পানির উৎস (ডোবা/পুকুর/দিঘী/নদী/সাগর) এর বিবরণ ও দূরত্ব

১২। কার্যস্থলে সংরক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

১৩। নিকটবর্তী হাসপাতালের নাম, শয্যা সংখ্যা এবং দূরত্ব

তফসিল - ১৩

[বিধি ২০ (১) দ্রষ্টব্য]

লৌহজাত নহে এমন ধাতব বর্জ্যের তালিকা

(LIST OF NON-FERROUS METAL WASTES)

Waste Category	**Waste Type**
1	**2**
1	Brass Scrap
2	Brass Dross
3	Copper Scrap
4	Copper Dross
5	Copper Oxide mill scale
6	Copper reverts, cake and residue
7	Waste Copper and copper alloys
8	Slags from copper processing for further processing or refining
9	Insulated Copper Wire Scrap/copper with PVC sheathing including ISRI-code material namely "Druid"
10	Jelly filled copper cables
11	Spent cleared metal catalyst containing copper
12	Nickel Scrap
13	Spent catalyst containing nickel, cadmium, zinc, copper and arsenic
14	Zinc Scrap
15	Zinc Dross-Hot dip Galvanizers SLAB
16	Zinc Dross-Bottom Dross
17	Zinc ash/skimmings arising from galvanizing and die casting operations
18	Zinc ash/skimming/other zinc bearing wastes arising from smelting and refining
19	Zinc ash and residues including zinc alloy residues in dispersible form
20	Spent cleared metal catalyst containing zinc
21	Mixed non-ferrous metal scrap
22	Lead acid battery plates and other lead scrap/ashes/residues not covered under Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.

তফসিল-১৪

[বিধি ২০ (২) দ্রষ্টব্য]

পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণযোগ্য বর্জ্য তৈলের বিবরণ

(SPECIFICATIONS FOR WASTE OIL SUITABLE FOR RECYCLING)

Sl. No.	Parameter	Limit
1	**2**	**3**
1.	Sediment	5% (maximum)
2.	Heavy Metals (cadmium+chromium+nickel+lead+arsenic)	605 ppm maximum
3.	Polyaromatic hydrocarbons (PAH)	6% maximum
4.	Total halogens	4000 ppm maximum
5.	Polychlorinated biphenyls (PCBs)	Below Detection Limit

ছক - ১

[১] [বিধি ১১]

বিপজ্জনক বর্জ্য সংক্রান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানার বার্ষিক প্রতিবেদন

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানার নাম ও ঠিকানা
২। প্রতিবেদন বৎসর
৩। সৃজিত বিপজ্জনক বর্জ্যের বিবরণ ও পরিমাণ
৪। বিপজ্জনক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের বিবরণ
৫। বিপজ্জনক বর্জ্য বিলিবন্দেজ (disposal) সংক্রান্ত বিবরণ

নাম	ভৌত অবস্থা	রাসায়নিক অবস্থা	পরিমাণ	পরিবহণ	কোথায় বা কাহার নিকট হস্তান্তর করা হইয়াছে	হস্তান্তর/ বিলিবন্দেজের তারিখ	মন্তব্য

৬। **পরিবেশগত নজরদারীর বিবরণ ঃ**

(ক) ভূ-গর্ভস্থ পানি বিশ্লেষণ ঃ নমূনা সংগ্রহের তারিখ, স্থান এবং বিশ্লেষণের ফলাফল
(খ) মৃত্তিকা বিশ্লেষণ ঃ নমূনা সংগ্রহের তারিখ, স্থান এবং বিশ্লেষণের ফলাফল
(গ) বায়ু বিশ্লেষণ ঃ নমূনা সংগ্রহের তারিখ, স্থান এবং বিশ্লেষণের ফলাফল
(ঘ) অন্য কোন প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ ঃ নমূনা সংগ্রহের তারিখ, স্থান এবং বিশ্লেষণের ফলাফল

স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

পূর্ণ নাম
পদবী
প্রতিষ্ঠানের নাম
পূর্ণ ঠিকানা

---

[১] ছক-১ এর প্রারম্ভে উল্লিখিত “বিধি ১১” শব্দ, সংখ্যাগুলি *এস, আর, ও নং ৩৮৬-আইন/ ২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

ছক - ২

[বিধি ২০ (৪) দ্রষ্টব্য]

লৌহজাত নহে এমন ধাতব বর্জ্য, ব্যবহৃত তৈল এবং বর্জ্য তৈল সৃজনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা পরিচালনকারীর বার্ষিক বিবরণী *

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানার নাম ও ঠিকানা

২। বিবরণীর বৎসর

৩। বিবরণীর বৎসরের মোট কার্যক্রম

ধাতব বর্জ্য/ ব্যবহৃত তৈল/বর্জ্য তৈল এর বিবরণ	বৎসরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ	বৎসরে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ	বৎসরে মোট বিনষ্ট করার পরিমাণ	বৎসরান্তের অবশিষ্ট পরিমাণ	মন্তব্য

স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

পূর্ণ নাম

পদবী

প্রতিষ্ঠানের নাম

পূর্ণ ঠিকানা

---

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কাটিয়া দিবেন।

ছক - ৩

[বিধি ২০ (৫) দ্রষ্টব্য]

লৌহজাত নহে এমন ধাতব বর্জ্য, ব্যবহৃত তৈল এবং বর্জ্য তৈল পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারী (recycler), পুনঃপরিশোধনকারী (re-refiner) এবং পোড়াইয়া বিনষ্টকারী চুল্লী (incinerator) পরিচালনকারীর বার্ষিক বিবরণ*

১। পুনর্ব্যবহারোপযোগীকারীর/পুনঃপরিশোধনকারীর/চুল্লী পরিচালনকারীর নাম ও ঠিকানা

২। বিবরণীর বৎসর

৩। বার্ষিক ক্ষমতা

৪। বিবরণীর বৎসরের মোট কার্যক্রম

ধাতব বর্জ্য/ব্যবহৃত তৈল/বর্জ্য তৈল এর বিবরণ	বৎসরে মোট গৃহীত পরিমাণ	বৎসরে মোট পুনর্ব্যবহারোপযোগীকরণের/ পুনঃপরিশোধনের/পোড়ানোর পরিমাণ	চূড়ান্ত বর্জ্যের পরিমাণ	বৎসরান্তের অব্যবহৃত অবশিষ্ট পরিমাণ

স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

পূর্ণ নাম

পদবী

প্রতিষ্ঠানের নাম

পূর্ণ ঠিকানা

---

* অপ্রয়োজনীয় শব্দ কাটিয়া দিবেন।

চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮

[চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ২৯৪-আইন/২০০৮ এর মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০৫-১১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ই কার্তিক, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২রা নভেম্বর, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, এর, ও নং ২৯৪-আইন/২০০৮।–বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ–

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।–(১) এই বিধিমালা চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা বাংলাদেশের বিভিন্ন চিকিৎসা সেবা স্থলে চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।–(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়–

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) "আপীলেট কর্তৃপক্ষ" অর্থ কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপীলের শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য গঠিত আপীলেট কর্তৃপক্ষ;

(গ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) "কালার কোড" অর্থ চিকিৎসা-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অংশ হিসাবে চিকিৎসা সেবা স্থলে উৎপাদিত চিকিৎসা বর্জ্য অপসারণের উদ্দেশ্যে তফসিল-৩ অনুযায়ী পৃথক পৃথক পাত্রে পৃথকীকৃত চিকিৎসা-বর্জ্যের বর্ণ বিণ্যাস।

(ঙ) "চিকিৎসা-বর্জ্য" অর্থ মানবকুলের চিকিৎসা, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, রোগ নির্ণয় বা রোগ সংক্রান্ত গবেষণার ফলশ্রুতিতে উৎপাদিত যে কোন কঠিন, তরল, বায়বীয় ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত বা স্তুপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে এবং তফসিল-১ এ বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর বর্জ্যও চিকিৎসা বর্জ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "চিকিৎসা-বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ" অর্থ চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, বিনষ্টকরণ, ভস্মীকরণ, পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ;

(ছ) "চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" অর্থ চিকিৎসা-বর্জ্য পরিবহণ, মজুদকরণ, নথি সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;

(জ) "চিকিৎসা সেবা স্থল" অর্থ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা, যেমন– সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল, কনসালটেশন চেম্বার, প্রাইভেট ক্লিনিক, নার্সিংহোম, প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী, ডিসপেনসারী, ঔষধের দোকান, ব্লাড ব্যাংক এবং তফসিল-২ বর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালনাকারী কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঝ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন তফসিল;

(ঞ) "পরিদর্শক" অর্থ অধিদপ্তরের কোন পরিদর্শক;

(ট) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম;

(ঠ) "লাইসেন্স" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দখলদারকে প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ড) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি" অর্থ কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক হইতে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(ঢ) "স্থানীয় এলাকা" অর্থ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন এলাকা, পৌরসভার ক্ষেত্রে পৌর এলাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে গ্রাম এলাকা।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ সংজ্ঞায়িত হয় নাই এইরূপ কোন শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে সংজ্ঞায়িত শব্দ বা অভিব্যক্তির সমার্থক হইবে।

৩। **কর্তৃপক্ষ গঠন**।–আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, উহা জারী হইবার তিন মাসের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে প্রত্যেক বিভাগে "কর্তৃপক্ষ" নামে একটি কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা ঃ–

(ক) বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর — সভাপতি (পদাধিকারবলে)

(খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি — সদস্য

(গ) মহা-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি — সদস্য-সচিব।

৪। **কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য**।– এই বিধিমালার অধীন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন এবং প্রয়োজনে, বাতিল করা ;

(খ) দফা (ক) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করা ;

(গ) দখলদার কর্তৃক চিকিৎসা-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী জারী করা ;

(ঘ) চিকিৎসা-বর্জ্যের দ্বারা পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ, প্রচার ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা ;

(ঙ) বিধি ৬ (জ) অনুযায়ী দখলদার কর্তৃক দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলিত আকারে প্রত্যেক বৎসরের **৩১** মার্চের মধ্যে মহা-পরিচালকের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা ; এবং

(চ) এই বিধিমালার অধীন গৃহীত ও গৃহীতব্য অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যাপারে মহা-পরিচালকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

৫। **লাইসেন্সের ধরণ, প্রদানের পদ্ধতি, নবায়ন ও বাতিল**।–(১) এই বিধিমালার অধীন নিম্নবর্ণিত তিন ধরনের লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে, যথা ঃ–

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, মজুদকরণ বিনষ্টকরণ ও ভস্মীকরণ লাইসেন্স ;

(খ) চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহন লাইসেন্স ; এবং

(গ) চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ লাইসেন্স।

(২) কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন দখলদার চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উক্তরূপ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিধির কোন কিছু প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফিসসহ ফরম-**১** এ প্রতিটি আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্নপূর্বক আবেদনকারীর চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করিবার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে আবেদনকারীকে প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন প্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রার্থিত লাইসেন্স প্রদান করিতে হইবে; অন্যথায় প্রার্থিত লাইসেন্স না মঞ্জুরের কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে উহা পরবর্তী তিন বৎসর মেয়াদের জন্য বৈধ থাকিবে এবং পরবর্তী মেয়াদের উহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফিসসহ ফরম-**১** এ আবেদন দাখিলপূর্বক নবায়ন করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দখলদার লাইসেন্সের মেয়াদান্তে উহা নবায়ন না করিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করিলে তাহাকে লাইসেন্স নবায়নের জন্য অনধিক ত্রিশ দিনের সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশ প্রদানকালীন সময়ে তাহার

কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা যাইবে এবং উক্তরূপ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দখলদার লাইসেন্স নবায়ন করিতে ব্যর্থ হইলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাহাকে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল করা হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর বিধান সত্ত্বেও, চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের যোগ্যতা অর্জনের সামর্থ প্রদর্শনার্থে কোন দখলদারকে অনূর্ধ্ব এক বৎসর মেয়াদী "পরীক্ষামূলক লাইসেন্স" প্রদান করা যাইবে।

(৮) উপ-বিধি (৪) ও (৭) এর অধীন কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে ফরম-২ এ উহা প্রদান করা হইবে।

(৯) এই বিধির অধীন কোন ব্যক্তি এক বা একাধিক ধরনের লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১০) কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদার লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দখলদারকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া, প্রয়োজন হইলে, লাইসেন্স বাতিলের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(১১) এই বিধির অধীন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

৬। **লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব**।–(১) আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দখলদারের কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–

(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য মানবকুলের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ছাড়া ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ নিশ্চিতকরণের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;

(খ) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;

(গ) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সহিত সম্পৃক্ত বা এইরূপ কর্মকান্ডে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে উহার ক্ষতিকারক দিক হইতে নিরাপদ রাখিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

(ঘ) তফসিল-৬ এ উল্লিখিত চিকিৎসা-বর্জ্য বিনষ্টকরণ ও শোধনের "আদর্শ মান" বজায় রাখিয়া অসংক্রামিত অবস্থায় চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;

(ঙ) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট কোন কাজের ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ফরম-৩ এ এতদ্‌সংক্রান্ত দুর্ঘটনা প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা;

(চ) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট বার্ষিক নথি পত্র রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যূন তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করা ; এবং

(ছ) পূর্ববর্তী বৎসরের চিকিৎসা বর্জ্যের শ্রেণী ও পরিমান সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রত্যেক বৎসরের ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে ফরম-৪ এ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা।

(২) প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদার জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশসম্মত উপায়ে চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের নিশ্চয়তা প্রদানে আর্থিক ও আইনগতভাবে দায়ী থাকিবে।

৭। **চিকিৎসা-বর্জ্য পৃথকীকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, পরিবহণ ও মজুদকরণ**।–(১) চিকিৎসা-বর্জ্য অন্যান্য বর্জ্যের সহিত মিশ্রিত করা যাইবে না।

(২) চিকিৎসা-বর্জ্য মজুদ, পরিবহণ, বিশোধন এবং বিনষ্টকরণের পূর্বেই তফসিল-৩ অনুযায়ী উৎপাদনের স্থানে ঢাকনাযুক্ত পাত্রে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং তফসিল-৪ অনুযায়ী ঢাকনাযুক্ত পাত্র লেবেলযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) চিকিৎসা-বর্জ্য উৎপাদনের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে কোন বর্জ্য-বিশোধন স্থলে কোন ঢাকনাযুক্ত পাত্রে পরিবহণ করা হইলে, পাত্রটি লেবেলযুক্ত করা ছাড়াও উহাতে তফসিল-৫ অনুসারে তথ্য প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৪) অশোধিত বিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য কেবল এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত যানবহনেই পরিবহণ করিতে হইবে।

(৫) অশোধিত কোন চিকিৎসা-বর্জ্য আটচল্লিশ ঘন্টার বেশী মজুদ করিয়া রাখা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়ের পরেও চিকিৎসা-বর্জ্যটি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে মজুদ রাখিবার প্রয়োজন হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদারকে চিকিৎসা-বর্জ্যটি মানব স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলিবে না এবং পরিবেশ দূষিত করিবে না। এইরূপ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে নিশ্চিতকরণপূর্বক, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার

ভিতরে সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকার ভিতরে পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের ভিতরে ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) কেবল বিচ্ছিন্ন, সীমানাচিহ্নিত এবং সুরক্ষিত এলাকাসমূহ চিকিৎসা-বর্জ্য মজুদকরণের জন্য ব্যবহার করা যাইবে এবং মজুদকরণের জন্য ব্যবহার করা কক্ষগুলিতে পর্যাপ্ত অবাধ বায়ু সঞ্চালনের ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের সুবিধা থাকিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত এলাকা ও কক্ষগুলি অব্যবহৃত থাকাকালে কক্ষগুলি তালাবদ্ধ রাখিতে হইবে এবং উক্ত এলাকা ও কক্ষগুলিতে কেবল দখলদার ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত কর্মচারীর প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত থাকিবে।

(৮) চিকিৎসা সেবা স্থলের বাহিরে প্রক্রিয়াজাত চিকিৎসা-বর্জ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশাবলী, সময় ও নিয়মে অনুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পরিবহণ করিতে হইবে।

(৯) চিকিৎসা সেবা স্থলে উৎপাদিত পৃথকীকৃত অবিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য এবং যথাযথভাবে শোধিত বিপদজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য নির্ধারিত এলাকায় নিরাপদ অপসারণের কাজ, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ অব্যাহত রাখিবে।

৮। **চিকিৎসা-বর্জ্য বিনষ্টকরণ ও ভস্মীকরণ এলাকা নির্ধারণ**।–বিধি ৭ এর বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ উহার এখতিয়ারাধীন স্থানীয় এলাকায় চিকিৎসা-বর্জ্যসমূহের সাধারণ বিনষ্ট ও ভস্মীকরণের লক্ষ্যে স্তুপীকরণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। **চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ**।–চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক দখলদার এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ–

(ক) তফসিল-৬ এ বর্ণিত সময়ভিত্তিক মানদন্ড প্রতিপালনপূর্বক চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন, অপসারণ বা বিনষ্ট করা ;

(খ) লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা অথবা বর্জ্য বিশোধন সুবিধাজনক করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(গ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত এতদ্‌সংক্রান্ত নিরাপত্তামূলক পোষাক, যন্ত্রপাতি, সামগ্রী ইত্যাদি ব্যবহার করা;

(ঘ) চিকিৎসা সেবা স্থল বা ক্ষেত্রমত, চিকিৎসা-বর্জ্যের পাত্রের গায়ে সহজে বোধগম্য বাংলা ভাষায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত চিকিৎসা-বর্জ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনাবলী লিপিবদ্ধ করা;

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে চিকিৎসা-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা; এবং

(চ) ক্ষতিকারক চিকিৎসা-বর্জ্য অসংক্রামিত অবস্থায় অপসারণ করা।

১০। **প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা**।–(১) এই বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবন বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবেন, যথাঃ–

(ক) আইন বা এই বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;

(খ) আইন বা এই বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক কোন ভবন বা প্রাঙ্গনে কোন কাজ পরিদর্শন করা;

(গ) কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

(ঘ) আইন বা এই বিধির অধীন প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ ভংগ করিয়া কোন অপরাধ, কোন ভবন বা স্থানে সংগঠিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির নিকট যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, উক্ত ভবন বা স্থানে তল্লাশী পরিচালনা করা; এবং

(ঙ) আইন বা এই বিধির অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল অথবা অন্য কোন কিছু আটক করা।

(২) কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দখলদার এই বিধির অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১১। **বিধিমালা লঙ্ঘনের দণ্ড**।–(১) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে এইরূপ লঙ্ঘন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্তির জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘনকারী যদি কোন কোম্পানী বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের, ক্ষেত্রমত, মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট বিধানটি লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লঙ্ঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।–এই ধারায়–

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধিত কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ বর্ণিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বাবিশিষ্ট সংস্থা হইলে, উপরি-উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

১২। **অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ**।–অধিদপ্তরে কোন পরিদর্শক, বা মহাপরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত প্রতিবেদন ব্যতিরেকে কোন আদালত এই বিধিমালার অধীন কোন অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বা মহাপরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া, উক্তরূপ লিখিত প্রতিবেদন ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে, অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **মামলার নিষ্পত্তি**।–এই বিধিমালার অধীন মামলাসমূহের বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

১৪। **আপীল**।–(১) এই বিধিমালার অধীন কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ দ্বারা কোন দখলদার সংক্ষুব্দ হইলে তিনি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে উহা অবহিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে ফরম-৫ এ আপীলেট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও, আপীল আবেদনকারী যুক্তিসংগত কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল-আবেদন দায়ের করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি আপীলেট কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ষাট দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৫। **আপীলেট কর্তৃপক্ষের গঠন এবং ইহার ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।–(১) বিধি ১৪-তে বর্ণিত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ সমন্বয়ে আপীলেট কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা ঃ–

(ক) যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	চেয়ারম্যান (পদাধিকারবলে);
(খ) উপ-সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	সদস্য (পদাধিকারবলে);
(গ) উপ-সচিব (পরিবেশ-২) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	সদস্য (পদাধিকারবলে)।

(২) আপীলেট কর্তৃপক্ষ, আপীলকারীর নিকট হইতে আপীলের আবেদন প্রাপ্ত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীল শুনানীর নির্ধারিত তারিখ অবহিত করিয়া আপীলকারীর উপর লিখিত নোটিশ জারী করিতে পারিবে।

(৩) আপীলেট কর্তৃপক্ষ আপীল শুনানীর উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে, পক্ষগণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্যাদি তলব করিতে পারিবে।

(৪) আপীল শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে এবং উক্তরূপ শুনানী মূলতবী হইলে, পরবর্তী তারিখে আপীলটির শুনানী গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) আপীলের দরখাস্ত প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে আপীলেট কর্তৃপক্ষ প্রতিটি আপীল নিষ্পত্তি করিবে।

(৬) আপীল শুনানীর নির্ধারিত তারিখে আপীলকারী অনুপস্থিত থাকিলে আপীলেট কর্তৃপক্ষ আপীলটি একতরফাভাবে খারিজ করিতে পারিবে।

(৭) আপীলেট কর্তৃপক্ষ, আপীল আবেদন শুনানীর পর কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আদেশ অনুমোদন, সংশোধন কিংবা বাতিল করিতে পারিবে।

(৮) আপীলেট কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১৬। **উপদেষ্টা কমিটি গঠন।**–(১) এই বিধিমালার অধীন চিকিৎসা-বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং চিকিৎসা-সেবা, পরিবেশ-ব্যবস্থাপনা ও পৌর প্রশাসন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থার সমন্বয়ে একটি জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিবে।

(২) জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি চিকিৎসা-বর্জ্যের ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সকল প্রকার প্রাসঙ্গিক নীতিমালা বা এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নে, সময়ে সময়ে, সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে।

তফসিল-১

[বিধি-২ (১)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য

শ্রেণী বিভাগ	বর্জ্যের শ্রেণী	কতিপয় উদাহরণ
শ্রেণী-১	সাধারণ বর্জ্য (অক্ষতিকারক/ জীবাণুমুক্ত/ অসংক্রামিত)	ব্যবহার্য কাগজ/মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, ঔষধের স্ট্রিপ, খালী বাক্স ও কার্টুন, প্যাকিং বাক্স, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, কাঁচের খালী বোতল, বিস্কিটের মোড়ক, ইনজেকশনের খালী ভায়েল, অসংক্রামিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, অসংক্রামিত ব্যবহার্য সিরিঞ্জ, অসংক্রামিত কাপড়/গজ/তুলা, অসংক্রামিত রাবার দ্রব্য/কর্ক, ফলমূলের খোসা, উচ্ছিষ্ট খাবার, রান্না ঘরের আবর্জনা, ডিমের খোসা, ডাবের মালা, প্রেশারাইজ খালী কৌটা ইত্যাদি।
শ্রেণী-২	এনাটমিক্যাল বর্জ্য	মানব দেহের কাটিয়া ফেলা বিভিন্ন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, টিস্যু, কাটিয়া ফেলা টিউমার, গর্ভফুল, গর্ভপাত/গর্ভসংক্রান্ত বর্জ্য ইত্যাদি।
শ্রেণী-৩	প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	ল্যাবরেটরি কালচার, মজুদ অথবা বিভিন্ন টিকার নমুনা, বায়োলজিক্যাল টক্সিন, পরীক্ষার জন্য দেওয়া রক্ত/কফ/মল/সিরাম/শরীরের নিঃসরণ ইত্যাদি।
শ্রেণী-৪	রাসায়নিক বর্জ্য	বিভিন্ন প্রকার রিএজেন্ট, ডেভলপার, ডায়ালাইসিস এ ব্যবহার্য ও রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি।
শ্রেণী-৫	ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য	বাতিলকৃত, মেয়াদ উত্তীর্ণ, সংক্রামিত বা ব্যবহার উত্তীর্ণ ঔষধ ইত্যাদি।
শ্রেণী-৬	সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত বর্জ্য	রক্ত/পূজ/দেহ রস দ্বারা সংক্রামিত গজ, বেন্ডেজ, তুলা, স্পঞ্জ, সোয়াব, মব, প্লাস্টার, ক্যাথিটার, ড্রেনেজ টিউব, রক্ত সঞ্চালনের ব্যাগ/টিউব, রক্ত দ্বারা সংক্রামিত স্যালাইন সেট, জমাট বাঁধা রক্ত/দেহ রস, ডায়রিয়া রোগীর সংক্রামিত কাপড় চোপর, সংক্রামিত সিরিঞ্জ ইত্যাদি।
শ্রেণী-৭	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	রেডিওএকটিভ আইসোটোপ, তেজস্ক্রিয় বস্তু দ্বারা সংক্রামিত সকল বর্জ্য, অব্যবহৃত এক্সরে মেশিনের হেড ইত্যাদি।
শ্রেণী-৮	ধারাল বর্জ্য (সংক্রামিত ও অসংক্রামিত)	মেডিকেলে ব্যবহৃত সকল প্রকার সুই, সকল প্রকার ব্লেড, ভাঙ্গা স্পাইড, ব্যবহৃত এ্যম্পুল, ভাঙ্গা বোতল/কাঁচ/টেস্ট টিউব/পিপেট/জার, নেইল, স্টীল এর তার, অর্থোপেডিক কাজে ব্যবহৃত স্ক্রু, স্টীল প্লেট, পিন ইত্যাদি।
শ্রেণী-৯	পুনঃব্যবহারযোগ্য সাধারণ বর্জ্য (অক্ষতিকারক/ জীবাণমুক্ত/ অসংক্রামিত)	ব্যবহার্য কাগজ/মোড়ক, প্লাস্টিক বা ধাতব কৌটা, ঔষধের স্ট্রিপ, খালী বাক্স ও কার্টুন, প্যাকিং বাক্স, পলিথিন ব্যাগ, মিনারেল পানির বোতল, কাঁচের খালী বোতল, বিস্কিটের মোড়ক, ইনজেকশনের খালী ভায়েল, অসংক্রামিত ব্যবহার্য স্যালাইন ব্যাগ ও সেট, অসংক্রামিত ব্যবহার্য সিরিঞ্জ, অসংক্রামিত কাপড়/গজ/তুলা, অসংক্রামিত রাবার দ্রব্য/কর্ক।
শ্রেণী-১০	তরল বর্জ্য (সংক্রামিত ও অসংক্রামিত)	ব্যবহৃত পানি, পানের পিক, বমি, কফ, সাকশন করা তরল, পূজ, দেহ রস, সিরাম, তরল রক্ত, গর্ভের পানি, তরল রাসায়নিক দ্রব্য, অব্যবহৃত তরল ঔষধ, ড্রেনেজ ব্যাগের তরল বর্জ্য ইত্যাদি।

শ্রেণী-১১	প্রেসারাইজড বর্জ্য	প্রেসারাইজড কৌটা/ক্যান/কনটেইনার

বর্জ্যের শ্রেণী	বর্জ্যের শ্রেণীর নমুনা	পরিশোধন ও বিনষ্টকরণ
ক্যাটাগরী নং-১	সাধারণ বর্জ্য (অসংক্রামিত/ অক্ষতিকারক বর্জ্য	(ক) প্রাঙ্গন বা গণ আবর্জনা ফেলার স্থানে অপসারণ। (খ) প্লাস্টিক বর্জ্য কাটিয়া টুকরা করিয়া পুনঃব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা।
ক্যাটাগরী নং-২	এনাটমিক্যাল বর্জ্য	(ক) প্রাঙ্গন/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pit method) পদ্ধতিতে শোধন/বিনষ্টকরণ। (খ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হলে) (গ) বাষ্প অটো কেদ্বভিং/মাইক্রোওয়েভ ট্রিটমেন্ট/ ইনসাইনেরেটর এর ব্যবহার।
ক্যাটাগরী নং-৩	প্যাথলজিক্যাল বর্জ্য	ক্যাটাগরীর নং-২ (এনাটমিক্যাল বর্জ্য) এর মত।
ক্যাটাগরী নং-৪	রাসায়নিক বর্জ্য	(ক) মেয়াদোত্তীর্ণ রাসায়নিক বর্জ্য সরবরাহকারীকে ফেরত প্রদান (পরিমাণে বেশী হলে)। (খ) প্রচুর পরিমাণে পানি মিশাইয়া তরলীকরণেরমাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করিয়া পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীতে অপসারণ (পরিমাণে অল্প হলে)। (গ) রাসায়নিকভাবে পরিশোধন/নিষ্ক্রিয় করিয়া সুয়ারেজ প্রণালীতে অপসারণ।
ক্যাটাগরী নং-৫	ফার্মাসিউটিক্যাল	ক্যাটাগরী নং-৪ (রাসায়নিক বর্জ্য) এর মত
ক্যাটাগরী নং-৬	সংক্রামক/ জীবাণুযুক্ত বর্জ্য	(ক) প্রাঙ্গন/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pitmethod) পদ্ধতিতে শোধন/বিনষ্টকরণ। (খ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হলে) (গ) বাষ্প অটোকেদ্বভিং/মাইক্রোওয়েভ ট্রিটমেন্ট/ ইনসাইনেরেটর এর ব্যবহার।
ক্যাটাগরী নং-৭	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	প্রতি কেজি বর্জ্যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা ০.১ এম বিকিউ-এর বেশী হইলে উহা অবশ্যই BangladeshAtomic Energy Comission এর বিধান অনুসারে শোধন ও বিনষ্ট করিতে হইবে।
ক্যাটাগরী নং-৮	ধারাল বর্জ্য	(ক) প্রাঙ্গণ/নিরাপদ স্থানে কংক্রিটের পিট (Pitmethod) পদ্ধতিতে বিনষ্টকরণ। (খ) এনক্যাপসুলেসন (Encapsulation) (গ) গভীর মাটি চাপা দেওয়া (পরিমাণে অল্প হবে)। (ঘ) ইনসাইনেরেটর (Incinerator) এর ব্যবহার।
ক্যাটাগরী নং-৯	পুনঃব্যবহার যোগ্য সাধারণ বর্জ্য	ক) বাষ্প অটো কেদ্বভিং দ্বারা শোধন করে পুনঃ ব্যবহার করা। খ) রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা শোধন করে পুনঃ ব্যবহার করা।
ক্যাটাগরী নং-১০	তরল বর্জ্য (সংক্রামিত / অসংক্রামিত)	ক) প্রচুর পরিমাণে পানি মিশিয়ে তরলীকরণের মাধ্যমে পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালীতে অপসারণ। খ) ১% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সলিউশন মিশিয়ে, রাসায়নিকভাবে শোধন করে পয়ঃ প্রণালীতে অপসারণ।

শ্রেণী-১১	প্রেসারাইজড বর্জ্য	ক) সরবরাহকারীকে ফেরত প্রদান (পরিমাণে বেশী হলে) খ) পদ্ধতি সম্মত ভাবে ডিপ্রেসারাইজড করে সাধারণ/পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্য বর্জ্যের সাথে অপসারণ (পরিমাণে অল্প হলে)।

উপরোক্ত ঐচ্ছিক ক্ষমতা (option) প্রযুক্তির সহজলভ্যতার উপর নির্ভরশীল। দখলদার/অপারেটর অন্য কোন বিশেষ ধরণের প্রযুক্তি ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করিলে তদবিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান মঞ্জুরের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

ক. প্রাঙ্গনে নিরাপদ পিট পদ্ধতি/গভীর মাটিচাপা দেওয়ার জন্য সীমানাচিহ্নিত স্থানের ব্যবহার এবং গণ আর্বজনা ফেলার স্থানের ক্ষেত্রে তফসিল-৬ এ বর্ণিত মানদন্ড প্রতিপালন পূর্বক সংরক্ষিত ও নিরাপদ এলাকা ব্যবহার করিতে হইবে।

খ. হ্যালোজেন যৌগযুক্ত, যেমন পিভিসি প্লাস্টিকস, বিশাল পরিমাণ রাসায়নিক বর্জ্য চুল্লীতে (Incinerator) পোড়ানো যাইবে না যে পর্যন্ত না শোধন সুবিধায় ধোঁয়া গ্যাস পরিষ্কারের জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি রহিয়াছে।

গ. স্টীম অটো কেদ্বভিং (বা মাইক্রোওয়েভ ট্রিটমেন্ট) অবশ্যই তফসিল-৬ এ বর্ণিত মানদন্ড অনুযায়ী হইতে হইবে।

ঘ. তরল রাসায়নিক বর্জ্য পয়োঃপ্রণালীতে ফেলিবার পূর্বেই তফসিল-৬ এর মানদন্ড প্রতিপালন করতঃ রাসায়নিকভাবে নিশোধন ঃৎবধঃসবহঃ করিতে হইবে।

ঙ. ধারাল বর্জ্য অপসারণের পূর্বে রাসায়নিকভাবে নিশোধন treatment করিতে হইবে।

চ. পুনঃ ব্যবহার রোধকল্পে রাবার/প্লাষ্টিক জাতীয় নল কাটিয়া টুকরা করিতে হইবে এবং বিভিন্ন ব্যাগ (স্যালাইন ব্যাগ, রক্ত ব্যাগ, ইউরিন ব্যাগ ইত্যাদি) ফুটা/কাটিয়া দিতে হইবে।

তফসিল-২

[বিধি-২ (জ) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের উৎপাদক ও উৎপাদনজনিত কর্মকান্ড

বৃহত্তর উৎপাদক	ক্ষুদ্রতর উৎপাদক
হাসপাতাল, অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বড় স্বাস্থ্য সেবা স্থাপনা, যেমন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বহির্বিভাগীয় রোগী কিদ্বনিক, ধাত্রীবিদ্যা ও প্রসূতি কিদ্বনিক, ইত্যাদি।	ছোট স্বাস্থ্য সেবা স্থাপনাসমূহ, যথা স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিকিৎসকের অফিস, ডেন্টাল কিদ্বনিক, আকুপাংচারবিদ, কাইরোপ্রেক্টর ইত্যাদি।
সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার ও গবেষণা কেন্দ্র	বিশেষ সুবিধা সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য সেবা স্থাপনা, যেমন রোগমুক্তি-পরবর্তী স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের নার্সিং হোম, মনঃরোগ হাসপাতাল, বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি
শবাগার ও ময়না তদন্ত কেন্দ্র	অ-স্বাস্থ্যকর কার্যক্রম, যথা সৌন্দর্যবর্ধক কান-চিদ্রকরণ, উল্কি আঁকার ঘর, ইত্যাদি।
প্রাণী গবেষণা, পরীক্ষা ও চিকিৎসা	শব সৎকার সেবা
ব্লাড ব্যাংক ও রক্ত সংগ্রহ সেবা	এ্যাম্বুলেন্স সেবা
বৃদ্ধদের নার্সিং হোম	

তফসিল-৩

[বিধি-৭ (২) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের সংরক্ষণ ও অপসারণের জন্য পাত্র ও কালার কোড

কালার কোড	বর্জ্যের বিভাগ	বর্জ্যের শ্রেণী	বর্জ্যের ধরণ	পাত্র
কাল	সাধারণ বর্জ্য	শ্রেণী-১, ১১	অক্ষতিকারক, অসংক্রামিত, জীবাণুমুক্ত বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন প্লাস্টিকবিন
হলুদ	ক্ষতিকারক বর্জ্য	শ্রেণী-২, ৩, ৪, ৫, ৬	এনাটমিক্যাল, প্যাথলজিক্যাল, সংক্রামক/জীবাণুযুক্ত, বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন প্লাস্টিকবিন
লাল	ধারাল বর্জ্য	শ্রেণী-৮	সংক্রামিত, অসংক্রামিত, জীবাণুযুক্ত, জীবাণুমুক্ত বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন অভেদ্য পুরু প্লাস্টিকবিন, বাক্স
নীল	তরল বর্জ্য	শ্রেণী-১০, ৪	ক্ষতিকারক, অক্ষতিকারক, সংক্রামিত, অসংক্রামিত, জীবাণুযুক্ত, জীবাণুমুক্ত, কেমিক্যাল বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন প্লাস্টিকগামলা, বিন
সিলভার	তেজস্ক্রিয় বর্জ্য	শ্রেণী-৬	বিকিরণযোগ্য বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন লিড বক্স
সবুজ	পুনঃ ব্যবহার যোগ্য সাধারণ বর্জ্য	শ্রেণী-৯	অক্ষতিকারক, অসংক্রামিত, জীবাণুমুক্ত বর্জ্য	ছিদ্রবিহীন প্লাস্টিকবিন

- তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সংরক্ষণ বা পরিবহনের জন্য সিলভার রং এর ছিদ্রবিহীন লিড এর তৈরী বক্স বা বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের নির্দেশিত নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে।
- তরল ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য অল্প পরিমাণ হইলে তরল বর্জ্য রাখার নীল পাত্রে রাখা যাইতে পারে।
- ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্য অল্প পরিমাণ হইলে ক্ষতিকারক বর্জ্য রাখার হলুদ পাত্রে রাখা যাইতে পারে।
- বিভিন্ন প্রকার কেমিক্যাল বর্জ্য এক সাথে এক পাত্রে রাখা যাইবে না, কারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।
- পিট পদ্ধতিতে পঁচন প্রক্রিয়া তরান্বিত করার জন্য অল্প পরিমাণ রান্নাঘরের বর্জ্য হলুদ পাত্রে রাখা যাইবে।
- পুনঃ ব্যবহার্য সাধারণ বর্জ্য (শ্রেণী-৯) এর পরিমাণ অল্প হইলে, সাধারণ বর্জ্যের (শ্রেণী-৮) এর সাথে কাল পাত্রে রাখা যাইতে পারে।
- প্রতিটি বর্জ্য রাখার পাত্রে স্পষ্ট বাংলা ভাষায় রং ভেদে বর্জ্যের ধরণ লিখিতে হইবে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত সাংকেতিক চিহ্ন/ লেবেল ব্যবহার করিতে হইবে।

তফসিল-৪
[বিধি-৭ (২) দ্রষ্টব্য]
চিকিৎসা-বর্জ্যের প্যাকেটজাত করণের সাংকেতিক চিহ্ন (Symbol)

দহনযোগ্য বর্জ্য (Oxidizing substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ
বৃত্তের উপর আগুনের শিখা ঃ কাল রং
পটভূমি ঃ হলুদ রং

সংক্রামক বর্জ্য (Toxic substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ দুইটি হাড়ের উপর মাথার খুলি-কাল রং
পটভূমি ঃ সাদা রং

জীবাণুযুক্ত বর্জ্য (Infectious substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ
বৃত্তের উপর তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি ঃ কাল রং
পটভূমি ঃ সাদা রং

তেজস্ক্রিয়/বিকিরণযোগ্য বর্জ্য (Radioactive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ ঘূর্ণায়মান পাখা-কাল রং
পটভূমি ঃ উপরের অর্ধেক হলুদ এবং নীচের অর্ধেক সাদা রং

ক্ষয়কারক বর্জ্য (Corrosive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ হাত এবং একটি ধাতুর প্রতি আকর্ষিত দুইটি পাত্র থেকে উপচিয়ে পড়া তরল-কাল রং
পটভূমি ঃ উপরের অর্ধেক সাদা রং এবং নীচের অর্ধেক সাদা বর্ডারে কাল রং

অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য (Corrosive substance)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ উপরের অর্ধেক অংশে সাদা রং এর পটভূমিতে কাল রং এর সাতটি লম্বা দাগ
পটভূমি ঃ নীচের অর্ধেক কাল বর্ডারে সাদা রং

সাধারণ বর্জ্যের বিন (General waste bin)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ
কাল রং এর বৃত্ত।
কাল রং এর বর্ডারে সাদা রং এর পটভূমি

সংক্রামক বর্জ্যের বিন (Toxic waste bin)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

হলুদ রং এর বৃত্তের উপর কাল রং এর তিনটি প্রতিস্থাপিত চন্দ্রাকৃতি।

হলূদ বর্ডারের উপর সাদা পটভূমি।

ধারাল বর্জ্যের বিন (Sharp waste bin)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

লাল রং এর বৃত্তের ভিতরে সাদা রং এর দুইটি হাড়ের উপর মাথার খুলি।

লাল বর্ডারের উপর সাদা পটভূমি।

পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যের বিন (Recycleable waste bin)

সাংকেতিক চিহ্ন ঃ

সবুজ রং এর বৃত্তের ভিতরে কাল রং এর তিনটি তীর চিহ্ন।

সবুজ রং এর বর্ডারের উপর সাদা পটভূমি।

নোট ঃ

১। মোড়ক অধৌতযোগ্য এবং সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হইতে হইবে।

২। বর্জ্যের শ্রেণীভেদে নির্ধারিত রঙ্গিন বিনে/পাত্রে বাংলা ভাষায় সহজে বোধগম্য নির্দেশনাবলী লেখা যেতে পারে। যেমন ঃ "সাবধানে নাড়াচাড়া করুন" "বর্জ্য আমাকে দিন" ইত্যাদি।

তফসিল-৫
[বিধি-৭ (৩) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের পরিবহনকালীন পাত্র/ কৌটার মোড়ক

দিন..................... মাস ....

বছর ....

উৎপন্নের তারিখ ঃ ....

বর্জ্যের ক্যাটাগরী নং ঃ ....

বর্জ্যের শ্রেণী ঃ ....

বর্জ্যের বর্ণনা ঃ ....

প্রেরকের নাম ও ঠিকানা	প্রাপকের নাম ও ঠিকানা
নাম ঃ	নাম ঃ
ঠিকানা ঃ	ঠিকানা ঃ
ফোন নং ঃ	ফোন নং ঃ
টেলেক্স নং ঃ	টেলেক্স নং ঃ
ফ্যাক্স নং ঃ	ফ্যাক্স নং ঃ
যোগাযোগের ব্যক্তি	যোগাযোগের ব্যক্তি

জরুরী প্রয়োজনে অনুগ্রহপূর্বক যোগাযোগ করুন ঃ

নাম ও ঠিকানা ঃ

ফোন নং ঃ

- প্রক্রিয়াজাতকরণ/অপসারণের লক্ষ্যে যে ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান বর্জ্য সংগ্রহ করিবে, এই লেবেল পূরণ করিবার দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।
- এই লেবেলের তথ্য বর্জ্য প্রেরণকারী ও বর্জ্য সংগ্রহকারী উভয়ই সংরক্ষণ করিবে এবং লেবেলে বর্জ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর থাকিবে।
- লেবেলটি অমোচনীয় কালীতে লিখিতে হইবে। লেবেলটি স্টিকার বা ট্যাগ হইতে পারে।

তফসিল-৬

[বিধি-৯ (ক) দ্রষ্টব্য]

চিকিৎসা-বর্জ্যের বিনষ্টকরণ ও শোধণের মানদণ্ড

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়/পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক দেয় সময়ভিত্তিক মানদণ্ড দ্বারা চিকিৎসা-বর্জ্যের বিনষ্টকরণ ও পরিশোধন মানদণ্ড নির্ধারিত হবে।

ইনসাইনেরেটরের মানদণ্ড (Standards for Incinerators) :

আবর্জনা পোড়ানোর সমস্ত চুল্লির নিম্নলিখিত যন্ত্রচালনাগত ও নির্গতকরণ মানদণ্ড (operating and emission standards) থাকিতে হইবে ঃ

(ক) **যন্ত্র চালনাগত মানদণ্ড (Operating Standards)**

১। দহণ ক্ষমতা হইবে কমপক্ষে ৯৯.০০%

২। দহণ ক্ষমতা নিম্নোক্ত আকারে হিসাব করা হইবে ঃ

$$\text{দহন ক্ষমতা} = \frac{\%\ \text{কার্বন-ডাই অক্সাইড}}{\%\ \text{কার্বন-ডাই অক্সাইড} + \%\ \text{কার্বন মনোক্সাইড}} \times ১০০$$

$$\text{Combustion efficiency (C.E)} = \frac{\%\ CO2}{0\%\ CO2 + \%\ Co} \times ১০০$$

৩। প্রাথমিক চেম্বারের তাপমাত্রা হইবে নিম্নতম ৮০০° সেন্ট্রিগ্রেড ± ৫০° সেন্ট্রিগ্রেড

৪। দ্বিতীয় চেম্বারের গ্যাসের স্থায়িত্ব কাল ১০৫° সেন্ট্রিগ্রেড ± ৫০° সেন্ট্রিগ্রেড এ কমপক্ষে ১ সেকেন্ড হইবে যেইখানে স্ট্যাক (Stack) গ্যাসের মধ্যে কমপক্ষে ৩% অক্সিজেন থাকিবে।

(খ) **নির্গতকরণ মানদণ্ড (Emission Standards)**

প্রতি ঘস৩ তে কত মিলিগ্রাম স্থিতিমাপ ও কেন্দ্রীকরণ (১২% কার্বন-ডাই অক্সাইড সংশোধন) (Parameters and concentration in mg/ Nm3 (12% correction)

(১) পার্টিকিউলেট ম্যাটার (Particulate matter) ঃ ১৫০/ মিলি গ্রাম

(২) নাইট্রোজেন অক্সাইড (Nitrogen Oxides) ঃ ১৫০ মিলি গ্রাম

(৩) এইচ সিএল (HCL) ঃ ৫০ মিলি গ্রাম

(৪) গ্যাস স্তরের উচ্চতা মাটির উপর হইতে কমপক্ষে ৩০ মিটার হইবে

(৫) ছাইয়ের মধ্যে উদ্ববায়ী জৈব যৌগ (Volatile organic compounds) ০.০১% এর বেশী হইবে না।

(গ) **নোট ঃ**

১. মানানসই নকশাযুক্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল স্থাপন করিতে হইবে। উপরিউক্ত নির্গতকরণ সীমা অর্জনের জন্য প্রয়োজনে আবর্জনা পোড়ানো চুল্লির পেছনের দিকে উক্ত কৌশল যুক্ত করিতে হইবে।

২. পোড়ানোযোগ্য বর্জ্য কোন কেদ্বারিনযুক্ত সংক্রামক রোগজীবানুনাশক (chlorinated disinfectant) দ্বারা রাসায়নিকভাবে শোধন করা যাইবে না।

৩. কেদ্বারিনযুক্ত প্লাষ্টিক পোড়ানো যাইবে না।

৪. ভস্মসাৎকৃত ছাইয়ে বিষাক্ত ধাতব পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত নিয়ন্ত্রণমূলক পরিমাণের (regulatory quantities) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৫. এল.ডি. ওডিএলএস. এইচ. এস ১ ডিজেল (L.D.Od LS. H.S.l Diesel) এর মত শুধুমাত্র নিম্নমানের সালফার জ্বালানি আবর্জনা পোড়ানো চুল্লিতে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

বর্জ্য অটোক্লেভিং করার মানদণ্ড (Standards for waste autoclaving)

কোষানুনাশক (Cytotoxic), রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয়া বর্জ্য ব্যতীত বিপদজ্জনক স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যের সংক্রামক রোগের জীবানু নাশক ও বিশোধনের উদ্দেশ্যে অটোক্লেভপদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

(১) ঘনত্ব প্রবাহ পরিচালনাকালে অটোক্লেভ(autoclave) চিকিৎসা-বর্জ্য নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে ঃ

(ক) অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৬০ মিনিটের কম না হইলে, তাপ কমপক্ষে ১২১^{O} সেন্ট্রিগ্রেড এবং চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড হইবে; অথবা

(খ) অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৪৫ মিনিটের কম না হইলে তাপ কমপক্ষে ১৩৫^{O} সেন্ট্রিগ্রেড এবং প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ কমপক্ষে ৩১ পাউন্ড হইবে; অথবা

(গ) অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৩০ মিনিটের কম না হইলে তাপ কমপক্ষে ১৪৯^{O} সেন্ট্রিগ্রেড এবং চাপ কমপক্ষে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৫২ পাউন্ড হইবে।

(২) বায়ু শূণ্য অটোক্লেভ চালনা করার সময় অটোক্লেভ হইতে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিবার প্রয়োজনে বিপদজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্য কমপক্ষে একটি পূর্ব হইতে বায়ুশূণ্য অটোক্লেভ এর স্পন্দন প্রয়োজন হইবে। বর্জ্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করিবে ঃ

(ক) প্রতি অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৪৫ মিনিটের কম না হইলে, তাপ কমপক্ষে ১২১^{O} সেন্ট্রিগ্রেড এবং চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কমপক্ষে ১৫ পাউন্ড হইতে হইবে; অথবা

(খ) প্রতি অটোক্লেভ এর স্থায়ীত্বকাল ৩০ মিনিটের কম না হইলে, তাপ কমপক্ষে ১৩৫^{O} সেন্ট্রিগ্রেড এবং চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে কমপক্ষে ৩১ পাউন্ড হইবে।

(৩) অটোক্লেভ প্রক্রিয়াকালে কোন বিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্যকে সঠিকভাবে শোধিত বলিয়া বিবেচনা করা যাইবেনা যে পর্যন্ত না, তাপমাত্রা এবং চাপ সূচক এই সংকেত প্রদান করে যে, সময়, তাপমাত্রা ও চাপের নির্ধারিত সীমা অর্জিত হইয়াছে।

কোন কারণে সময়, তাপমাত্রা ও চাপ সূচক যদি এই সংকেত প্রদান করে যে তাপমাত্রা, চাপ বা স্থায়িত্বকালের (residence time) নির্ধারিত সীমা অর্জিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে বিপজ্জনক চিকিৎসা-বর্জ্যের সমস্ত বোঝা (load) সঠিক তাপমাত্রা, চাপ, ও স্থায়িত্বকালের নির্ধারিত সীমা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত, অবশ্যই পুনরায় অটোক্লেভকরিতে হইবে।

(৪) যন্ত্রচালনাগত স্থিতিমাপ ধারণ (Recording of operational parameters) তারিখ, দিবসের সময়, বোঝা সনাক্তকরণ সংখ্যা (Load identification number) এবং যন্ত্রচালনাগত স্থিতিমাপ (Operating Parameters) স্বয়ংক্রিয় ও অবিরামভাবে প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক অটোকেদ্বভে চিত্রলেখ (graphic) অথবা কম্পিউটার রেকডিং ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৫) বৈধতা পরীক্ষা (Validation test)

(৬) বীজগুটি পরীক্ষা (Spore test)

প্রতিটি অটোক্লেভসর্বোচ্চ নকশাশক্তি মোতাবেক সম্পূর্ণরূপে একই অনুপাতে অনুমোদিত জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত নির্দেশক ধ্বংস করিতে থাকিবে। অটোক্লেভ-এর জন্য জীববিজ্ঞান সূচক হইবে স্টিয়ারো থার্মোফিলাস রোগ জীবানু বীজ যাহা দাগকাটা অথবা বীজ দ্বারা ডোরাকাটা যাহাতে কমপক্ষে প্রতি মিলিলিটারে ১×১০^{৪} বীজ

থাকিবে। কোনো অবস্থাতেই একটি অটোক্লেভস্থিতিকাল, তাপ-চাপ যাহাই হউক না কেন, ৩০ মিনিটের কম হইবে না এবং তাপ ১২১^{O} সেন্ট্রিগ্রেড এবং চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ডের কম হইবে না।

(৭) রুটিন পরীক্ষা (Routine Test)

নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রং পরিবর্তনশীল রাসায়নিক সূচক ফিতা বিশেষ তাপমাত্রা অর্জিত হওয়া সম্পর্কে পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যাইবে। প্যাকেটের অভ্যন্তরস্থ বস্তু পর্যাপ্তভাবে অটোকেদ্বভ্ড্ করা হইয়াছে মর্মে নিশ্চিকরণের জন্য বিভিন্ন স্থানে বর্জ্য-প্যাকেটের উপর একাধিক ফিতা ব্যবহারের প্রয়োজন হইতে পারে।

তরল বর্জ্যের মানদন্ড (Standard for Liquid Test)

হাসপাতালে উৎপাদিত নির্গমনশীল তরল বর্জ্য নিম্নলিখিত সীমার সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে ঃ

স্থিতিমাপ(Parameters)	**অনুমতিযোগ্য সীমা (Permissible Limits)**
পিএইচ (P^{H})	৬.৩-৯.০
ভাসমান কঠিন পদার্থ (suspended solid)	প্রতিলিটারে ১০০ মিলিগ্রাম
তেল ও চর্বিজাতীয় পদার্থ (Oil and grease)	প্রতি লিটারে ১০ মিলিগ্রাম
বি ও ডি (BOD)	প্রতি লিটারে ৩০ মিলিগ্রাম
সি ও ডি (COD)	প্রতি লিটারে ২৫০ মিলিগ্রাম
জৈব নিরূপণ পরীক্ষা (ইরড়-ধংংধু ঃবংঃ)	১০০% তরল বর্জ্য ব্যবহারের ৯৬ ঘন্টা পর৯০% মাছ বেঁচে থাকবে

এই সকল সীমা ঐসব হাসপাতালসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যেইগুলি প্রান্তিক শোধন পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Terminal sewage treatment plant) ছাড়া পয়ঃপ্রণালীর সহিত যুক্ত বা গণ পয়ঃ প্রণালীর সহিত যুক্ত নহে।

মাইক্রোওয়েভিং করার মানদণ্ড (Standards for Microwaving)

(১) সাইটোটক্সিক, রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, প্রাণীর দূষিত মৃতদেহ, শরীরের অঙ্গ এবং বৃহৎ ধাতব দ্রব্যের জন্য মাইক্রোওয়েভ শোধণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতিতে ফলপ্রসুতা পরীক্ষা/রুটিন পরীক্ষা (efficacy test/ routine test) অব্যাহত থাকিবে এবং নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত যন্ত্র চালনার পূর্বেই সরবরাহকারী কর্তৃক কার্য সম্পাদন অঙ্গীকার (Performance guarantee) দেওয়া হইবে।

(৩) মাইক্রোওয়েভ সম্পূর্ণভাবে একই অনুপাতে রোগজীবানু এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত অঙ্গ নাশ করিতে থাকিবে যাহা অনুমোদিত জীববিজ্ঞান সূচক মাইক্রোওয়েভ ইউনিটের সর্বোচ্চ নকশা ক্ষমতা নিশ্চিত করিবে। মাইক্রোয়েভের জীববিজ্ঞান সূচক হইবে অতিক্ষুদ্র রোগজীবানু গুটি (Bacillus subtilis spores) যাহাতে দাগ ও গুটির ডোরাকাটা এবং কমপক্ষে প্রতি মিলি লিটারে ১০^{৪} গুটি থাকিবে।

গভীর মাটিচাপা দেওয়ার মানদণ্ড (Standards for Deep Burial)

(১) প্রায় দুই মিটার গভীর গর্ত খুঁড়িতে হইবে তবে ভূগর্ভস্ত পানির স্তরের উচ্চতা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। গর্তের অর্ধেক বর্জ্য দিয়া ভরিতে হইবে, পরে পৃষ্ঠভাগের ৫০ সেন্টিমিটারের ভিতরে গর্তের বাকী অর্ধেক মাটি দিয়া ঢাকিবার পূর্বেই চুন দিয়া ঢাকিতে হইবে।

(২) ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে উক্ত গর্তের স্থানে যেন কোন প্রাণী প্রবেশ করিতে না পারে। মরিচামুক্ত লোহার বেষ্টনী (বেড়া)/তারের জাল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(৩) গর্তে প্রতিবার অতিরিক্ত বর্জ্য ফেলিবার ক্ষেত্রে বর্জ্য আবরণী হিসাবে ১০ সেন্টিমিটার একটি মাটির স্তর স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) নিবিড় ও নিবেদিত পর্যবেক্ষণের অধীনে মাটি চাপার কাজটি নিস্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) গভীর মাটিচাপার স্থানটি অপেক্ষাকৃত অভেদ্য হইতে হইবে এবং উক্ত স্থানের কাছাকাছি (কমপক্ষে ১৫ মিটার) কোন অগভীর কুয়া থাকিতে পারিবে না। প্রয়োজনবোধে অভেদ্য তলদেশ প্রয়োগ করা যাইবে।

(৬) ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থিত পানি দূষণ নিবারণ নিশ্চিতকরণের জন্য গর্তটি বসতি হইতে দূরে স্থাপন করিতে হইবে। গর্তের স্থানটি বন্যা প্রবণ বা মাটিক্ষয় প্রবণ হইতে পারিবে না।

(৭) গভীর মাটি চাপার স্থানটি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

(৮) প্রতিষ্ঠানটিকে গভীর মাটি চাপার জন্য নির্মিত সকল গর্তের ব্যাপারে একটি নথি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

রাসায়নিক/তেজস্ক্রীয় বর্জ্য পরিশোধন/অপসারণের মানদণ্ড (Standards for Radioactive waste treatment and disposal)

রাসায়নিক/ তেজস্ক্রীয় বর্জ্য পরিশোধন এবং অপসারনে বাংলাদেশ সরকারের এ্যাটোমিক এনার্জি কমিশনের নীতিমালা অনুসৃত হইবে।

ফরম-১

[বিধি-৫(৩) ও ৫(৬) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স/লাইসেন্স নবায়নের আবেদন পত্র

(প্রতিলিপি সহকারে দাখিল করিতে হইবে)

বরাবর
নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ,
ঠিকানা ঃ

আবেদনকারীর নাম (বড় হাতের অক্ষরে পূর্ণনাম) ঃ ....
প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....
টেলিফোন নং .... ফ্যাক্স নং .... টেলেক্স নং ....

২। যেই সমস্ত কর্মকান্ডের জন্য ক্ষমতা প্রদান প্রার্থীত হইয়াছে ঃ
(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা লাইসেন্স
(খ) সংগ্রহকরণ ও পরিবহন লাইসেন্স
(গ) প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিশোধন, নির্মুল বা ধ্বংস ও অপসারণ লাইসেন্স

৩। সম্পূর্ণ নতুনভাবে ক্ষমতা প্রদান বা নবায়নের জন্য আবেদন করা হইয়াছে কি না অনুগ্রহপুর্বক উল্লেখ করুন (নবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্ষমতাপ্রদানের নম্বর ও তারিখ)

৪। ঠিকানা
(ক) চিকিৎসা-বর্জ্য নাড়াচাড়াকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা
(খ) বিশোধন সুবিধা স্থানের ঠিকানা
(গ) বর্জ্য বিনষ্টকরণ স্থানের ঠিকানা

৫। পরিবহণ ও বিশোধন
(ক) চিকিৎসা-বর্জ্যের পরিবহণ পদ্ধতি, যদি থাকে ঃ
(খ) বিশোধন পদ্ধতি (পদ্ধতিসমূহ) ঃ

৬। বিশোধন ও বিনষ্টকরণ পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (বিস্তারিত সংযুক্ত করুন)

৭। বর্জ্যের প্রকার ও পরিমাণ
(ক) নাড়াচাড়া করা হইবে এমন বর্জ্যের বিভাগ (তফসিল ১ দ্রষ্টব্য)
(খ) নাড়াচাড়া করা হইবে এমন বর্জ্যের মাস ভিত্তিক পরিমাণ (বিভাগ ভিত্তিক)

ঘোষণা ঃ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-উক্ত বিবরণ ও তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য এবং আমি কোন তথ্য গোপন করি নাই। আমি এতদ্বারা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই বিধিমালা অনুসারে চাহিত আরও কোন তথ্য সরবরাহ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন শর্তাবলী প্রতিপালন করিব।

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনকারীর পদমর্যাদা

বিঃদ্রঃ

ঙ লাইসেন্স গ্রহণের পর মালিকানা পরিবর্তনে বা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনে বা ঠিকানা পরিবর্তনে লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে ক্ষেত্রে নতুন লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

ঙ কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এই লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্য নহে।

ফরম-২

[বিধি-৫ (৮) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্স

ক্ষমতা প্রদানের নথিসংখ্যা ও ইস্যুর তারিখ ....

.... কে ....স্থানে অবস্থিত প্রাঙ্গণে চিকিৎসা-বর্জ্য পৃথকীরণ, প্যাকেটজাতকরণ, মজুদকরণ, বিনষ্টকরণ ও ভস্মীভূতকরণ/চিকিৎসা-বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ/চিকিৎসা-বর্জ্য পরিশোধন, বিশোধন ও অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এতদ্বারা ক্ষমতা প্রদান মঞ্জুর করা হইল।

ইস্যুর তারিখ হইতে .... মাস সময় কালের জন্য এই ক্ষমতা প্রদান কার্যকর থাকিবে।

এই ক্ষমতা প্রদান নিম্নেবর্ণিত শর্তাবলীর উপর নির্ভর করিবে।

তারিখ .... স্বাক্ষর ....

পদমর্যাদা ....

ক্ষমতা প্রদানের শর্তাবলী*

(১) ক্ষমতাপ্রদান বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ও উহার অধীনে প্রণীত বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে।

(২) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ/নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রদান বা উহার নবায়ন করণের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) ক্ষমতাপ্রদান যাহাকে মঞ্জুর করা হইয়াছে তিনি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে চিকিৎসা-বর্জ্য ভাড়া, ধার, বিক্রয়, হস্তান্তর, বা অন্য কোনভাবে পরিবহণ করিতে দিতে পারিবে না।

(৪) ক্ষমতাপ্রদান যাহাকে মঞ্জুর করা হইয়াছে তিনি আবেদনে উল্লেখিত কর্মচারী, সাজ-সরঞ্জাম বা কর্মরত অবস্থায় সংঘটিত কোন অননুমোদিত পরিবর্তন করিলে তাহা এই ক্ষমতা প্রদানের লজ্ঘণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) যে ব্যক্তিকে/প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা প্রদান মঞ্জুর করা হইয়াছে তাঁহার কর্তব্য হইবে বিশোধন সুবিধা বন্ধ করিবার পূর্বে অবশ্যই নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করা।

বিঃদ্রঃ *অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ কাটিয়া দিন

*নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনের নিরিখে সময় সময় আরো শর্তাবলী আরোপ করা যাইবে।

ফরম-৩

[বিধি-৬ (১)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

দুর্ঘটনা প্রতিবেদন

১. দুর্ঘটনার তারিখ ও সময় ঃ
২. দুর্ঘটনার স্থান ঃ
৩. দুর্ঘটনায় পতিত বর্জ্যের ধরণ ঃ
৪. দুর্ঘটনায় পতিত বর্জ্যের পরিমাণ (প্রকার ভেদে) ঃ
৫. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ
৬. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষতির পরিমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ
৭. দুর্ঘটনায় পতিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ
৮. দুর্ঘনায় পতিত গাড়ীর নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ
৯. দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণঃ
১০. মানবকূল বা পরিবেশের উপর প্রভাব/ক্ষতিঃ
১১. তাতক্ষণিকভাবে গৃহীত ব্যবস্থাদিঃ
১২. অন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাঃ
১৩. দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ
১৪. দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে পদক্ষেপের সুপারিশসমূহঃ

তারিখঃ.................................

প্রতিবেদন প্রেরণকারীর স্বাক্ষর
নাম...
পদবী ....
ঠিকানা ....
টেলিফোন নং......................................
লাইসেন্স এর ধরণ ও নং ....

- দুর্ঘটনার পর পর চিকিৎসা-বর্জ্য "সংগ্রহ ও পরিবহনকারী" বা "প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অপসারণকারী" ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত কর্মকর্তা/কর্মচারী এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক/সরকার নির্ধারিত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে।

ফরম-৪

[বিধি-৬ (১) (ছ) দ্রষ্টব্য]

বার্ষিক প্রতিবেদন

(১) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ ....
....
....
(২) পরিচালনাকারীর নাম ও পদবী ঃ..
(৩) টেলিফোন নংঃ................................... ফ্যাক্স নং..
(৪) প্রতিষ্ঠানের ধরণ (টিক চিহ্ন দিন)

মেডিকেল	বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবহণ	প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অপসারণ

(৫) যে বৎসরের জন্য এই প্রতিবেদন প্রযোজ্য ঃ...

(৬) বর্জ্য বিষয়ক তথ্য ঃ

মাসের নাম	বর্জ্যের পরিমাণ (কেজি)					
	সাধারণ	পুনঃব্যবহারযোগ্য	ক্ষতিকারক	ধারাল	তরল	মন্তব্য
জানুয়ারী						
ফেব্রয়ারী						
মার্চ						
এপ্রিল						
মে						
জুন						
জুলাই						
আগষ্ট						
সেপ্টেম্বর						
অক্টোবর						
নভেম্বর						
ডিসেম্বর						
মোট						

(৭) অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) ঃ

তারিখ ঃ ....

প্রতিষ্ঠানের সীলমোহর

অনুমোদিত ব্যক্তির স্বাক্ষর ঃ

নাম ....

পদবী ....

*স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক/অনুমোদিত কর্মকর্তার নিকট ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

ফরম-৫

[বিধি-১৪ দ্রষ্টব্য]

নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের আবেদন

১. আপীলকারীর/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২. আপীলকারীর/প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ঠিকানা ও ফোন নং ঃ

৩. প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার তারিখ ঃ

৪. মালিক/মালিকগণের নাম, ঠিকানা ও ফোন নং ঃ

৫. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যে ধরণের সেবা প্রদান হয় তার বিবরণ ঃ

৬. যে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আপীল করা হল তার নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং ঃ

৭. অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনামার সত্যায়িত ফটোকপি ঃ

৮. আপীলের জন্য দেয় ট্রেজারী চালানের কপি ঃ

৯. যে কারণে/অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপীল করা হলো তার বর্ণনা ঃ

১০. আপীলকারী কর্তৃত সংযুক্তির বর্ণনা ঃ

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যতে আপীলের প্রয়োজনে যে কোন তথ্য অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজন হইলে তা সরবরাহ করিব। এই আইনের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের (Appelate authority) সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং আমি/আমার প্রতিষ্ঠান তাহা মানিতে বাধ্য থাকিব/থাকিবে। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের (Appelate authority) সিদ্ধান্ত এর বিরুদ্ধে পুনরায় কোন আপীল বা আদালতে কোন প্রকার কেস করিব না, যদি করি বা আমার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করা হয় তাহা হইলে আইনের নিকট দোষী সাব্যস্ত হইব/হইবে।

তারিখ ....

....
আপীলকারীর স্বাক্ষর নাম
....

পদবী ....

ঠিকানা ....

টেলিফোন নং ....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ, এইচ, এম রেজাউল কবির এনডিসি

সচিব

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬

[শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ২১২-আইন/২০০৬ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০৭-০৯-২০০৬ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ভাদ্র ১৪১৩/০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৬

এস. আর. ও নং ২১২-আইন/২০০৬।—বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগঃ—(১) এই বিধিমালা শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা নিম্নবর্ণিত স্থানে, ক্ষেত্রে, প্রচার-প্রচারণায় এবং অনুষ্ঠানে প্রযোজ্য হইবে না, যথা-

(ক) মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা বা অন্য কোন ধর্মীয় উপাসনালয়;

(খ) ঈদের জামাত, ওয়াজ মাহফিল, নাম-কীর্ত্তন, শোভাযাত্রা এবং জানাজাসহ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে;

(গ) সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রচারকালে;

(ঘ) প্রতিরক্ষা, পুলিশ বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনকালে;

(ঙ) স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১লা বৈশাখ, মহররম বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে;

(চ) আকাশযান ও রেলগাড়ী চলাচলের সময়;

(ছ) এ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার ব্রিগেড ব্যবহারকালে;

(জ) ইফতার ও সেহরীর সময় প্রচারকালে;

(ঝ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বা অন্য কোন বিপদে বা বিপদের আশংকায় বিপদ সংকেত প্রচারকালে;

(ঞ) মৃত্যু সংবাদ প্রচারকালে বা কোন ব্যক্তি নিয়োঁজ থাকিলে বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হারানোর বিষয় প্রচারণাকালে; এবং

(ট) সরকার কর্তৃক, সময়ে, অব্যাহতিপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্যক্রম সম্পাদনকালে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় —

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) "আবদ্ধ স্থান" অর্থ বাসাবাড়ী, দোকান-পাট, দেয়ালবেষ্টিত কল-কারখানা, কনফারেন্স রুম, অডিটরিয়াম, সিনেমা হল, থিয়েটার হল বা এই জাতীয় অন্য কোন স্থান;

(গ) "আবাসিক এলাকা" অর্থ কোন এলাকা যেখানে মানুষ পরিবার পরিজনসহ বসবাস করে;

(ঘ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ The local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. 1.1 of 1983) এর section 2(27) এ সংজ্ঞায়িত Union Parishad;

(ঙ) "এলাকা" অর্থ নীরব, আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প বা মিশ্র এলাকা;

(চ) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বা মহাপরিচালক এর নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ছ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ তফসিল-৩ এ বর্ণিত অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ;

(জ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(ঝ) "দূষণ" অর্থ আইনের ধারা ২ (খ)-তে সংজ্ঞায়িত দূষণ;

(ঞ) "নীরব এলাকা" অর্থ হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা একই জাতীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এবং উহার চতুর্দিকের ১০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এবং বিধি-৪ এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা চিহ্নিত এমন কোন এলাকা;

(ট) "নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় শহরের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ জেলা ও উপজেলাপর্যায়ের স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত যে কোন শহর বা নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঠ) "পৌরসভা" অর্থ The Paurashava Ordiance, ১৯৭৭ (Ordinance No. XXVI of 1977) এর section 2(33) এ সংজ্ঞায়িত Paurashava;

(ড) "ফরম" অর্থ তফসিল এ নির্ধারিত কোন ফরম;

(ঢ) "বাণিজ্যিক এলাকা" অর্থ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পণ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে ব্যবহৃত দুই বা ততোধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, হাটবাজারও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ণ) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানি, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ত) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(থ) "মিশ্র এলাকা" অর্থ আবাসিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প এলাকা হিসাবে একত্রে ব্যবহৃত একাধিক ধরণের এলাকা;

(দ) "শব্দদূষণ" অর্থ তফসিল-১ বা ২ এ উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী এমন কোন শব্দ সৃষ্টি বা সঞ্চালন বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির সহায়ক হইতে পারে;

(ধ) "শব্দের মানমাত্রা" অর্থ তফসিল-১ বা তফসিল-২ এ উল্লিখিত শব্দের মানমাত্রা;

(ন) "শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি" অর্থ মাইক, লাউড স্পীকার, এমপ্লিফায়ার, মেগাফোন বা শব্দবর্ধনের জন্য ব্যবহৃত অন্য কোন বা সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা অন্য কোন যান্ত্রিক কৌশল;

(প) "শিল্প এলাকা" অর্থ এক বা একাধিক শিল্প ও কল-কারখানা রহিয়াছে এইরূপ এলাকা;

(ফ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং অন্য কোন আইনের অধীন, সময়ে সময়ে,গঠিত কোন সিটি কর্পোরেশন;

(ব) "হর্ণ" অর্থ উচ্চ শব্দ সৃষ্টিকারী নিউম্যাটিক, হাইড্রোলিক বা মাল্টি টিউন্ড হর্ণ।

৩। বিধিমালার প্রাধান্য।- আইনের অধীন প্রণীত অন্য কোন বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। এলাকা চিহ্নিতকরণ।- এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ নিজ নিজ এলাকার মধ্যে আবাসিক, বাণিজ্যিক, মিশ্র, শিল্প বা নীরব এলাকাসমূহকে চিহ্নিত করিয়া স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিতে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষসমূহ বা যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন এলাকা চিহ্নিত করা হইয়া থাকিলে বা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে স্ট্যান্ডার্ড সংকেত বা সাইনবোর্ড স্থাপন বা টানানো হইলে উহা এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন উক্ত কার্যাদি এ বিধিমালার অধীন সম্পন্ন বা সম্পাদন করা হইয়াছে।

৫। শব্দের মানমাত্রা নির্ধারণ।- (১) আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা তফসিলে উল্লিখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

(২) তফসিল-১ এ বর্ণিত মানমাত্রা হইবে মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযান হইতে নির্গত শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা।

৬। শব্দের মানমাত্রা পরিমাপ।- মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরেরর কোন কর্মকর্তা কোন আবদ্ধ বা প্রাচীর বেষ্টিত বা নির্দিষ্ট সীমানাযুক্ত জায়গার ক্ষেত্রে উহার নিকটতম স্থানে অথবা কোন উন্মুক্ত স্থানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত যন্ত্র দ্বারা শব্দের মানমাত্রা পরিমাপ করিতে পারিবেন।

৭। শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম নিষিদ্ধ।- এই বিধিমালার বিধি ৯ অনুসারে অনুমতিপ্রাপ্ত না হইলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

৮। হর্ণ ব্যবহারে বাধা-নিষেধ।- (১) শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোন ব্যক্তি মোটর, নৌ বা অন্য কোন যানে অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(২) নীরব এলাকায় চলাচলকালে যানবাহনে কোন প্রকার হর্ণ বাজানো যাইবে না।

৯। কতিপয় ক্ষেত্রে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম।- (১) বিধি ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় নিম্নবর্ণিত অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় বিবাহ বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠান;

(খ) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;

(গ) খোলা বা আংশিক খোলা জায়গায় রাজনৈতিক বা অন্য কোন ধরণের সভা অনুষ্ঠান; এবং

(ঘ) বিভিন্ন ধরণের মেলা, যাত্রাগান ও হাট-বাজারের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্তত ৩ (তিন) দিন পূর্বে তফসিল-৪ এ নির্ধারিত ফরম-১ অনুসারে আয়োজক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ বরাবরে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরী ক্ষেত্রে সময় স্বল্পতার উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক অনুষ্ঠান আয়োজনের ১ (এক) দিন পূর্বে দরখাস্ত দাখিল করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে দরখাস্ত প্রাপ্তির ২(দুই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ, দরখাস্তে বর্ণিত তথ্যাদি ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, দরখাস্তটি মঞ্জুর করিয়া উক্ত তফসিল-৪ এ নির্ধারিত ফরম-২ অনুসারে অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক দরখাস্তটি না মঞ্জুর করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ যে কোন ধরণের অনুষ্ঠানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যে কোন যন্ত্রপাতি দৈনিক ০৫ (পাঁচ) ঘন্টার বেশী সময়ব্যাপী ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিবেন না এবং উক্ত অনুমোদিত সময়সীমা রাত্রি ১০ (দশ) ঘটিকা অতিক্রম করিবে না।

১০। বনভোজনের উদ্দেশ্যে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ইত্যাদি।- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বনভোজনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে এবং উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত সময়ে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত স্থানে যাওয়ার বা ফিরিয়া আসিবার পথে উহা ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) আবাসিক এলাকা হইতে অন্তত: ১ (এক) কিলোমিটার দূরবর্তী কোন স্থানকে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বনভোজনের স্থান হিসাবে চিহ্নিত করিতে পারিবেন, যেখানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এবং (২) এ নির্ধারিত বা, ক্ষেত্রমত, চিহ্নিত স্থানে বনভোজনের অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ সকাল ৯(নয়) টা হইতে বিকাল ৫(পাঁচ) টা পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ব্যবহার করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) উক্ত সময়সীমার মধ্যে আযান চলাকালে এবং জামাতে নামাজ আদায়কালে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবেন, যথা:-

(খ) জেলা প্রশাসক বা বন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত নহে এমন কোন স্থানে বনভোজনের ক্ষেত্রে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না;

(গ) জেলা প্রশাসক বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক বনভোজনের জন্য স্থান নির্ধারিত হইয়া থাকিলেও পাখি বা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল, বিচরণক্ষেত্র বা প্রজনন বিঘ্নিত ও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোন স্থানে বনভোজনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

১১। নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।- (১) আবাসিক এলাকার শেষ সীমানা হইতে ৫০০ মিটারের মধ্যে উক্ত এলাকায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ইট বা পাথর ভাঙ্গার মেশিন ব্যবহার করা যাইবে না এবং সন্ধ্যা ৭(সাত) টা হইতে সকাল ৭(সাত) টা পর্যন্ত মিকচার মেশিনসহ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি চালানো যাইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ইট বা পাথর ভাঙ্গার মেশিন ও মিকচার মেশিন ব্যতীত নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি উক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্মতি লইয়া, সময় নির্ধারণপূর্বক নীরব এলাকায় নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা বা চালানো যাইবে।

১২। নির্বাচন উপলক্ষ্যে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির ব্যবহার।- (১) জাতীয় সংসদ এবং কোন স্থানীয় সরকারের নির্বাচন বা অন্য কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনী সভা, মিছিল বা অন্যবিধ প্রচার কাজে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর হইতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা বা বিদ্যমান বিধানাবলীর বিধান সাপেক্ষে, নীরব এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে।

১৩। আবদ্ধ স্থানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি, ইত্যাদির ব্যবহার।- আবদ্ধ স্থানে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যে কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে উক্ত স্থানের মালিক বা দখলদার বা উহার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি-

(ক) উহাতে সৃষ্ট শব্দ যাহাতে উক্ত স্থানের বাহিরে না যায় তদুদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং

(খ) নিশ্চিত করিবেন যেন উক্ত যন্ত্রপাতি হইতে সৃষ্ট সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য নির্ধারিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম না করে।

১৪। কারখানার অভ্যন্তরে বা যন্ত্রপাতির নিকটে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা।- (১) যদি কোন কারখানা পরিচালনা বা কারখানাস্থ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে সর্বদা এমন শব্দের সৃষ্টি বা উদ্ভব হয় যাহা শব্দের মানমাত্রা অতিক্রম করে তাহা হইলে উক্ত কারখানায় কর্মরত বা আগত ব্যক্তিবর্গের শব্দ দূষণজনিত ক্ষতি প্রতিরোধ করার বা কমানোর উদ্দেশ্যে উক্ত কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা উক্ত কারখানা বা যন্ত্রপাতির মালিক বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ নির্দেশ পালনে উক্ত ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোন কারখানার কার্যক্রম বা কারখানাস্থ যন্ত্রপাতিসৃষ্ট মানমাত্রা বহির্ভূত উচ্চ শব্দের কারণে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকিলে আইনের ধারা ৭ এবং ৮ এবং ধারা ৮ এর অধীন জারীকৃত বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৫। নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।- বিধি ৯ এর অধীন অনুমতি ব্যতীত কোন এলাকার শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইলে বা ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীকে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইতে বিরত থাকিবার বা উক্ত বিধির বিধান লংঘনকারীকে উক্ত লংঘন বন্ধ করিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা, আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী বা বিধান লংঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

১৬। শব্দ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান, ইত্যাদি।- কোন এলাকার নির্দিষ্টকৃত মান মাত্রার অতিরিক্ত শব্দদূষণ সংক্রান্ত কোন ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে ঐ এলাকা আশংকাযুক্ত হইলে বা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করা হইতেছে মর্মে কোন ব্যক্তির নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত ব্যক্তি টেলিফোনে, মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে উক্ত তথ্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ তথ্য প্রাপ্তির পর উহার সত্যতা যাচাইপূর্বক উক্ত ক্রিয়া বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত

কর্মকর্তা উক্ত ঘটনা আশংকাযুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ লওয়ার বা বিধান লংঘনকারীকে তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত লংঘন বন্ধ করিবার জন্য মৌখিক বা লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ পালনে বিধান লংঘনকারী বাধ্য থাকিবেন।

১৭। আটক, ইত্যাদির ক্ষমতা।- (১) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং (ঙ) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনকালে, যুক্তি সঙ্গত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে, যে কোন ভবন, স্থান বা আবদ্ধ স্থানে প্রবেশ করিবেন এবং এই বিধিমালার অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকাররী যন্ত্রপাতি, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জামাদি আটক করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আটকের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১০-এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৮। দণ্ড।- (১) আইনের ধারা ১৫ এর উপধারা (২) এর বিধান অনুসারে এই বিধিমালার বিধি ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ এর বিধান লংঘন এবং বিধি ১৪, ১৫ এবং ১৬ এ প্রদত্ত নির্দেশ পালনের ব্যর্থতা অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১(এক) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

তফসিল-১

[বিধি ৫(২) দ্রষ্টব্য]

এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	মানমাত্রা ডেসিবল dB(A)Leq* এককে	
		দিবা	রাত্রি
১।	নীরব এলাকা	৫০	৪০
২।	আবাসিক এলাকা	৫৫	৪৫
৩।	মিশ্র এলাকা	৬০	৫০
৪।	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
৫।	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

ব্যাখ্যা:

(ক) ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় দিবাকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

(খ) রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় রাত্রিকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

*dB(A)Leq দ্বারা মানুষের শ্রবণীন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী শব্দের গড় মাত্রাকে বুঝাইবে (time weighted average) যাহা ডেসিবল অ-স্কেলে নির্দেশিত।

তফসিল-২

মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের অনুমোদিত মানমাত্রা।

[বিধি ৫(২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেণী	মানমাত্রা ডেসিবল dB(A) এককে	মন্তব্য
১।	*মোটরযান (সকল প্রকার)	৮৫	নির্গমন নল (silencer pipe) হইতে সরাসরি ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	নির্গমন নল (silencer pipe) হইতে ০.৫ মিটার দূরত্বে ৪৫ ডিগ্রী কৌণিক রেখায় পরিমাপকৃত।
২।	আভ্যন্তরীন জলপথে চালিত যান্ত্রিক নৌযান	৮৫	স্থির অবস্থায় ভারশূন্য সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশে নৌযান হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	একই অবস্থায় ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।

*ব্যাখ্যা।- পরিমাপকালে মোটরযানটি স্থির অবস্থায় থাকিবে এবং ইহার ইঞ্জিনের শর্তাদি নিম্নরূপ হইবে:

(ক) ডিজেল ইঞ্জিন-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ:

(খ) গ্যাসোলিন/সিএনজি চালিত ইঞ্জিন-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ;

(গ) মোটর সাইকেলে-সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm অধিক হইলে উহার দুই-তৃতীয়াংশ এবং সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর নিম্নে হইলে উহার তিন-চতুর্থাংশ।

তফসিল-৩

শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

[বিধি ২(ছ) দ্রষ্টব্য]

(ক)	গ্রাম এলাকায় [(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(খ)	পৌর এলাকায়- [(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(গ)	উপজেলা এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	ইউএনও বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(ঘ)	জেলা সদর এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তা
(ঙ)	সিটি কর্পোরেশন এলাকায়-[(চ) তে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত]	ঃ	পুলিশ কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা
(চ)	যে কোন এলাকায় রাজনৈতিক সভার ও মেলার ক্ষেত্রে-		
	(১) মেট্রোপলিটন এলাকায়	ঃ	পুলিশ কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা
	(২) অন্যান্য এলাকায়	ঃ	জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা

তফসিল-৪

[বিধি ২(ড) দ্রষ্টব্য]

ফরম-১

[বিধি ৯(২) দ্রষ্টব্য]

(ক)	আবেদনকারীর পূর্ণ নাম ঠিকানা	ঃ
(খ)	শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির নাম ও ব্যবহারের উদ্দেশ্য	ঃ
(গ)	শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির সংখ্যা	ঃ
(ঘ)	ব্যবহারের স্থানের বিবরণ, তারিখ ও সময়	ঃ
(ঙ)	ব্যবহারের স্থান নিজস্ব না হইলে সংশ্লিষ্ট মালিকের নিকট হইতে ব্যবহারের অনুমতিপত্র	ঃ
(চ)	ব্যবহারের স্থানের ১০০ মিটারের মধ্যে আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল বা কোন নীরব এলাকা, আছে কিনা?	ঃ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সঠিক।

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসই ও তারিখ)

ফরম-২

[বিধি ৯(৩) দ্রষ্টব্য]

শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতিপত্র

এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে, স্থানে, তারিখে এবং সময়ে শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইল:-

১। অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম:
....

২। অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা:
....

৩। অনুমতির স্থানের বিবরণ:

৪। অনুমতির উদ্দেশ্য:

৫। অনুমতির তারিখ:

৬। অনুমতির সময়: .... হইতে .... পর্যন্ত।

৭। অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যন্ত্রপাতির নাম এবং সংখ্যা:

৮। উক্ত অনুষ্ঠান/সভার প্রচার কাজে .... তাং হইতে .... তাং পর্যন্ত দৈনিক ....ঘন্টা........টি মাইক/শব্দ বর্ধক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইল।

(অনুমতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর)
নাম: ....
পদবী/সীল:..................................
....
তারিখ: ....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাফর আহমেদ চৌধুরী

সচিব

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪

[ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য(নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতা এস, আর, ও নং ৯২-আইন/২০০৪ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০৫-০৪-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে এস,আর,ও নং ২২৬- আইন/২০১৪; এবং এস আর ও নং -৪০– আইন/২০২১ দ্বারা সংশোধিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ এপ্রিল ২০০৪/২২ চৈত্র ১৪১০

এস, আর, ও নং ৯২-আইন/২০০৪।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই বিধিমালা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

২) এই বিধিমালা ১৯ বৈশাখ ১৪১১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২ মে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় -

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) "ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য" অর্থ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বা উক্ত দ্রব্য মিশ্রিত কোন দ্রব্য নির্বিশেষে তফসিল ১ এর কলাম (২) এ উলিখিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য, তবে পরিবহন বা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ধারক ব্যতীত প্রস্তুতকৃত পণ্যের আকারে উক্ত দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) "কম্প্রেসর" অর্থ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কম্প্রেসর;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(ঙ) "পরিবেশ অধিদপ্তর" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(চ) "ব্যক্তি" শব্দের আওতায় নিবন্ধিত হউক বা না হউক এইরূপ কোন কোম্পানী বা সংঘ বা ব্যক্তিসংঘও অন্তর্ভুক্ত;

(ছ) "ভিত্তিস্তর" (base level) অর্থ তফসিল ২ এর কলাম (৩) এ উলিখিত বৎসর বা গড় বৎসরে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন বা, ক্ষেত্রমত, ব্যবহারের পরিমাণ;

(জ) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

[1][(ঝ) "রিকভারী" অর্থ যে কোন শিল্প-কারখানা, যন্ত্রপাতি অথবা জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প হইতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রিকভারী;

(ঞ) "রিকেদ্বইমিং" অর্থ রিকভারকৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক পরিশোধন প্রক্রিয়া;

(ট) "রিসাইকিদ্বং" অর্থ রিকভারকৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণ;

(ঠ) "লাইসেন্স" অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স।]

৩। **ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী।-** আইনের ধারা ৬ক এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী হিসাবে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

[2] ৪। **ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদনে বাধা-নিষেধ**। ড়কোন ব্যক্তি তফসিল ১ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবেন না।

৫। **ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানী বা রপ্তানী সংক্রান্ত বিধান। -** (১) কোন ব্যক্তি তফসিল ৪ এ তালিকাভুক্ত রাষ্ট্র বহির্ভূত-

....

[1] দফা (ঝ), (ঞ), (ট) ও (ঠ) এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[2] ধারা ৪ এস . আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[1][(খ) রাষ্ট্র হইতে কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানী করিতে পারিবেন না; বা

[1](খ) রাষ্ট্রে বাংলাদেশ হইতে কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারিবেন না [2][***]]

[3][তবে হধ– ন্বখ ষ্শ, এই দফার অধীন, লাইসেন্স গ্রহণ সাপেক্ষে, কেবল রিকভারী, রিকেদ্বইমিং বা রিসাইকিদ্বংকৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রপ্তানী করা যাইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন রাষ্ট্রের আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক উক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বাংলাদেশ হইতে আমদানী করিতে পারিবে।]

(২) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে তফসিল ৪ এ তালিকাভুক্ত-

(ক) রাষ্ট্র হইতে বাংলাদেশে কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানী করিতে পারিবেন না; বা

(খ) রাষ্ট্রে বাংলাদেশ হইতে কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রপ্তানী করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না, যদি না মহাপরিচালক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তফসিল ১ এর কলাম (৫) এ উল্লিখিত গ্রুপের ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হইলে উক্ত গ্রুপের জন্য নির্ধারিত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ব্যবহারের পরিমাণ ভিত্তি বৎসর (base year) সংশ্লিষ্ট তফসিল ২ এর কলাম (৫) এ নির্দেশিত [4]ব্যবহারের পরিমাণ অতিক্রম করিবে না

(৪) সরকার, [5]প্রয়োজনে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত প্রত্যেক গ্রুপের জন্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার ও উৎপাদন বা আমদানীর নির্ণয়কৃত ভিত্তিসীমা (base limit) পৃথকভাবে জারী করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর পূর্বে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য কোন নির্দিষ্ট বৎসরে আমদানীর উদ্দেশ্যে কোন ঋণপত্র খোলা হইয়া থাকিলে উক্ত বৎসরের জন্য তফসিল ২ এর কলাম (৪) এ উল্লিখিত গ্রুপভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানীর গ্রহণযোগ্য পরিমাণের সাথে সমন্বয় করা যাইবে।

৬। **ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর বাধা নিষেধ**। - কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি [1]পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি গ্রহণ ব্যতিরেকে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য মজুদ বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন ভাবে বিতরণ (distribute) করিতে পারিবেন না।

৭। **ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা নিষেধ**। - কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তফসিল ৩ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য মজুদ বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

৮। **ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদনে নূতন বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি**।- (১) কোন ব্যক্তি তফসিল ২ এর-

(ক) কলাম (৭) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য প্রস্তুতের লক্ষ্যে কোন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণ বা প্রতিষ্ঠার বা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(খ) কলাম (৮) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুতযোগ্য কোন পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণ বা প্রতিষ্ঠার বা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

---

[1] দফা (ক) ও (খ) এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[2] দফা (খ) এর শেষ প্রান্তঃস্থিত দাড়ি (।) এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা বিলুপ্ত।

[3] শর্তাংশ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা সংযোজিত।

[4] ”ব্যবহারের পরিমাণ” শব্দগুলি ”ব্যবহারের সংখ্যা” শব্দগুলির পরিবর্তে এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[5] ”প্রয়োজনে, ” শব্দটি এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা সন্নিবেশিত।

(২) ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ তারিখে গৃহীত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্পর্কিত মন্ট্রিল প্রটোকল এর সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি মন্ট্রিল প্রটোকলের অনুচ্ছেদ ১০ ও ১০ক এর অধীন বহুপাক্ষিক তহবিল (Multilateral Fund) হইতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন প্রযুক্তির পরিবর্তে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বর্জিত প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি রূপান্তর প্রকল্প অনুমোদন এবং রূপান্তর প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর তফসিল ৩ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত কর্মকান্ডের জন্য তফসিল ২ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত গ্রুপভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত কোন পণ্য বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত কোন পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপন বা সম্প্রসারণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৯। **ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা উক্ত দ্রব্য সম্বলিত পণ্য আমদানী, রপ্তানী বা বিক্রয়ের উপর বাধা-নিষেধ।**- (১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতিরেকে তফসিল ৫ এর কলাম (২) এ নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য উক্ত তফসিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত গ্রুপের ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত পণ্য উক্ত তফসিলের কলাম (৪) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর আমদানী করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত তফসিলের কলাম (৪) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত নহে এইরূপ পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত নহে মর্মে উক্ত পণ্যের মোড়কে সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এমন স্থানে লেবেল সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

(২) তফসিল ৫ এর কলাম (৫) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর উক্ত তফসিলের কলাম (২) এ নির্দিষ্টকৃত পণ্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত হইলে বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত পণ্য হইলে কোন ব্যক্তি উক্ত পণ্যের মোড়কে তৎমর্মে লেবেল সংযুক্ত না করিয়া উক্ত পণ্য রপ্তানী করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি তফসিল ৩ এর কলাম (৪) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর উক্ত তফসিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত কর্মকান্ড বা সেবাপ্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত তফসিলের কলাম (৩) উল্লিখিত গ্রুপভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহারে উৎপাদিত কোন পণ্য বিক্রয়, মজুদ, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবেন না।

[১]"পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি গ্রহণ ব্যতিরেকে" শব্দগুলি এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা সন্নিবেশিত।

১০। **কম্প্রেসর প্রস্তুতের উপর বাধা নিষেধ।** - (১) কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহৃত হয় এমন ধরণের কোন কম্প্রেসর প্রস্তুত বা উহা আমদানী বা রপ্তানী করিতে পারিবেন না।

(২) মহাপরিচালক, সাধারণ আদেশ দ্বারা, অনুমতি প্রদান পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

১১। **পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল, ইত্যাদি।**- (১) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদনকারী, আমদানী-কারক, রপ্তানীকারক বা বিক্রয়কারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী বা বিক্রয়ের যথাযথ হিসাব বা রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং তফসিল ৭ এর খন্ড-১ এ বিধৃত পদ্ধতিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) কম্প্রেসর প্রস্তুতকারী, আমদানীকারক, রপ্তানীকারক বা বিক্রয়কারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে উহার প্রস্তুত, আমদানী, রপ্তানী বা বিক্রয়ের যথাযথ তথ্য ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ পূর্বক তফসিল ৭ এর খন্ড-২ এ বিধৃত পদ্ধতিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন যথাক্রমে তফসিল ৮ ও ৯ এ বিধৃত ফরম পূরণপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১২। **অব্যাহতি।**- এই বিধিমালার কোন কিছুই তফসিল ৬ এ উল্লিখিত অব্যাহতির ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে না।

১৩। **লাইসেন্স।**- (১) এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য লাইসেন্সের দরখাস্ত মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরণক্রমে তাহার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উক্ত ফরম ওজোন সেলের কার্যালয় হইতে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাইবে।

(৫) যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম মহাপরিচালকের নিকট দাখিল হইবার পর আইন ও এই বিধিমালা অনুসারে উক্ত ফরমে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সত্যতা যাচাই বা, ক্ষেত্রমত, তদন্ত করিয়া মহাপরিচালক দরখাস্ত মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) অধীন দাখিলকৃত কোন দরখাস্ত বিবেচনার প্রয়োজনে মহাপরিচালক দরখাস্তকারীকে সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন লাইসেন্স মঞ্জুর না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে মহাপরিচালক উহার যুক্তিসংগত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরখাস্তকারীকে অবহিত করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে মহাপরিচালক উক্ত সিদ্ধান্ত দ্রুত দরখাস্তকারীকে অবহিত করিবেন এবং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরখাস্তকারীকে লাইসেন্স ফি বাবদ প্রতিটি আইটেম-এর জন্য টাকা ৫০০/- (পাঁচশত) পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুকূলে সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরখাস্তকারীকে জমা করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৭) দরখাস্তকারী কর্তৃক উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স ফি প্রদত্ত হইলে মহাপরিচালক তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরম, শর্ত ও মেয়াদে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৮) মহাপরিচালক আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, তদ্‌ধীনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের যে কোন শর্ত সংশোধন করিতে পারিবেন, তবে লাইসেন্স গ্রহীতাকে ২(দুই) সপ্তাহের নোটিশ প্রদান না করিয়া এই বিধির অধীন লাইসেন্সের কোন শর্ত সংশোধন করা যাইবে না।

(৯) মহাপরিচালক লাইসেন্স গ্রহীতার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে লাইসেন্সের যে কোন শর্ত সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৪। **লাইসেন্স বাতিল, ইত্যাদি**।- (১) মহাপরিচালক এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত যে কোন লাইসেন্স তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধির অধীন লাইসেন্স বাতিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য নির্ধারিত সময়ে উক্ত ব্যক্তি হাজির না হইলে বা পরবর্তী সময়ে হাজির হওয়ার আবেদন না করিলে মহাপরিচালক উক্ত লাইসেন্স সরাসরি বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন লাইসেন্স বাতিল বা অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি সংক্ষুদ্ধ হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন আপীল দায়ের হইলে উক্ত আপীলে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১৫। **ওজোন সেল**।- (১) এই বিধিমালার অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীন ওজোন সেল নামে একটি সেল থাকিবে, যাহার প্রধান নির্বাহী হইবেন মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

(২) মহাপরিচালক কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে ওজোন সেল গঠিত হইবে।

১৬। **দন্ড**।- এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৫ (১) এর টেবিলের ৪ নং ক্রমিকের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।- (১) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহাপরিচালক উক্ত বৎসরে এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, মহাপরিচালকের নিকট হইতে যে কোন সময় এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলী বা বিষয়াবলীর উপর প্রতিবেদন আহ্বান করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক উহা সরকারের নিকট প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৮। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।- সরকার, এই বিধিমালার বিধানের অস্পষ্টতার কারণে বিধিমালার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারীর মাধ্যমে, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতে পারিবে।

[১][তফসিল - ১
[বিধি ২(খ), ৪ ও ৫(৩) দ্রষ্টব্য]
ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিবরণ

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব (Ozone Depleting Potential)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	CFC-11	Trichlorofluoromethane ($CFCl_3$)	2903.77.10	I	1.0
2.	CFC-12	Dichlorodifluoromethane (CF_2Cl_2)	2903.77.20	I	1.0
3.	CFC-113	Trichlorotrifluoroethane ($C_2F_3Cl_3$)	2903.77.30	I	0.8
4.	CFC-114	Dichlorotetrafluoroethane ($C_2F_4Cl_2$)	2903.77.40	I	1.0
5.	CFC-115	Chloropentafluoroethane (C_2F_5Cl)	2903.77.40	I	0.6
6.	Halon-1211	Bromochlorodifluoromethane (CF_2BrCl)	2903.76.00	II	3.0
7.	Halon-1301	Bromotrifluoromethane (CF_3Br)	2903.76.00	II	10.0
8.	Halon-2402	Dibromotetrafluoroethane ($C_2F_4Br_2$)	2903.76.00	II	6.0
9.	CFC-13	Chlorotrifluoromethane (CF_3Cl)	2903.77.50	III	1.0

....
[১] তফসিল-১ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

10.	CFC-111	Pentachlorofluoroethane (C_2FCl_5)	2903.77.50	III	1.0
11.	CFC-112	Tetrachlorodifluoroethane ($C_2F_2Cl_4$)	2903.77.50	III	1.0
12.	CFC-211	Heptachlorofluoropropane (C_3FCl_7)	2903.77.50	III	1.0
13.	CFC-212	Hexachlorodifluoropropane ($C_3F_2Cl_6$)	2903.77.50	III	1.0
14.	CFC-213	Pentachlorotrifluoropropane ($C_3F_3Cl_5$)	2903.77.50	III	1.0
15.	CFC-214	Tetrachlorotetrafluoropropane ($C_3F_4Cl_4$)	2903.77.50	III	1.0
16.	CFC-215	Trichloropentafluoropropane ($C_3F_5Cl_3$)	2903.77.50	III	1.0
17.	CFC-216	Dichlorohexafluoropropane ($C_3F_6Cl_2$)	2903.77.50	III	1.0
18.	CFC-217	Chloroheptafluoropropane (C_3F_7Cl)	2903.77.50	III	1.0
19.	Carbon tetrachloride	Tetrachloromethane (CCl_4)	2903.14.00	IV	1.1
20.	Methyl chloroform	1,1,1- Trichloroethane ($C_2H_3Cl_3$)	2903.19.00	V	0.1
21.	HCFC-21	Dichlorofluoromethane ($CHFCl_2$)	2903.77.50	VI	0.04
22.	HCFC-22	Chlorodifluoromethane ($CHClF_2$)	2903.79.10	VI	0.055
23.	HCFC-31	Chlorofluoromethane (CH_2FCl)	2903.77.50	VI	0.02
24.	HCFC-121	Tetrachlorodifluoroethane ($C_2HF_2Cl_4$)	2903.77.50	VI	0.04
25.	HCFC-122	Trichlorodifluoroethane ($C_2HF_2Cl_3$)	2903.77.50	VI	0.08

26.	HCFC-123	2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane ($C_2HF_3Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.06
27.	HCFC-123a	1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroethane ($CHCl_2CF_3$)	2903.77.50	VI	0.02
28.	HCFC-124	2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane (C_2HF_4Cl)	2903.77.50	VI	0.04
29.	HCFC-124a	2-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane ($CHFClCF_3$)	2903.77.50	VI	0.022
30.	HCFC-131	Trichlorofluoroethane ($C_2H_2FCl_3$)	2903.77.50	VI	0.05
31.	HCFC-132	Dichlorodifluoroethane ($C_2H_2F_2Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.05
32.	HCFC-133	Chlorotrifluoroethane ($C_2H_2F_3Cl$)	2903.77.50	VI	0.06
33.	HCFC-141	Dichlorofluoroethane ($C_2H_3FCl_2$)	2903.77.50	VI	0.07
34.	HCFC-141b	1,1-dichloro-1-fluoroethane (CH_3CFCl_2)	2903.77.50	VI	0.11
35.	HCFC-142	Chlorodifluoroethane ($C_2H_3F_2Cl$)	2903.77.50	VI	0.07
36.	HCFC-142b	1-chloro-1, 1-difluoroethane (CH_3CF_2Cl)	2903.77.50	VI	0.065
37.	HCFC-151	Chlorofluoroethane (C_2H_4FCI)	2903.77.50	VI	0.005
38.	HCFC-221	Hexachlorofluoropropane (C_3HFCI_6)	2903.77.50	VI	0.07
39.	HCFC-222	Pentachlorodifluoropropane ($C_3HF_2CI_5$)	2903.77.50	VI	0.09
40.	HCFC-223	Tetrachlorotrifluoropropane ($C_3HF_3CI_4$)	2903.77.50	VI	0.08
41.	HCFC-224	Trichlorotetrafluoropropane ($C_3HF_4CI_3$)	2903.77.50	VI	0.09

42.	HCFC-225	Dichloropentafluoropropane ($C_3HF_5CI_2$)	2903.77.50	VI	0.07
43.	HCFC-225ca	1,3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane ($CF_3CF_2CHCl_2$)	2903.77.50	VI	0.025
44.	HCFC-225cb	1-3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane (CF_2ClCF_2CHClF)	2903.77.50	VI	0.033
45.	HCFC-226	Chlorohexafluoropropane (C_3HF_6Cl)	2903.77.50	VI	0.10
46.	HCFC-231	Pentachlorofluoropropane ($C_3H_2FCl_5$)	2903.77.50	VI	0.09
47.	HCFC-232	Tetrachlorodifluoropropane ($C_3H_2F_2Cl_4$)	2903.77.50	VI	0.10
48.	HCFC-233	Trichlorotrifluoropropane ($C_3H_2F_3Cl_3$)	2903.77.50	VI	0.23
49.	HCFC-234	Dichlorotetrafluoropropane ($C_3H_2F_4Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.28
50.	HCFC-235	Chloropentafluoropropane ($C_3H_2F_5Cl$)	2903.77.50	VI	0.52
51.	HCFC-241	Tetrachlorofluoropropane ($C_3H_3FCl_4$)	2903.77.50	VI	0.09
52.	HCFC-242	Trichlorodifluoropropane ($C_3H_3F_2Cl_3$)	2903.77.50	VI	0.13
53.	HCFC-243	Dichlorotrifluoropropane ($C_3H_3F_3Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.12
54.	HCFC-244	Chlorotetrafluoropropane ($C_3H_3F_4Cl$)	2903.77.50	VI	0.14
55.	HCFC-251	Trichlorofluoropropane ($C_3H_4FCl_3$)	2903.77.50	VI	0.01
56.	HCFC-252	Dichlorodifluoropropane ($C_3H_4F_2Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.04
57.	HCFC-253	Chlorotrifluoropropane ($C_3H_4F_3Cl$)	2903.77.50	VI	0.03

58.	HCFC-261	Dichlorofluoropropane ($C_3H_5FCl_2$)	2903.77.50	VI	0.02
59.	HCFC-262	Chlorodifluoropropane ($C_3H_5F_2Cl$)	2903.77.50	VI	0.02
60.	HCFC-271	Chlorofluoropropane (C_3H_6FCl)	2903.77.50	VI	0.03
61.	HBFC-21B2	Dibromofluoromethane ($CHFBr_2$)	2903.78.00	VII	1.00
62.	HBFC-22B1	Bromodifluoromethane (CHF_2Br)	2903.78.00	VII	0.74
63.		Bromofluoromethane (CH_2FBr)	2903.78.00	VII	0.73
64.		Tetrabromofluoroethane (C_2HFBr_4)	2903.78.00	VII	0.8
65.		Tribromodifluoroethane ($C_2HF_2Br_3$)	2903.78.00	VII	1.8
66.	HBFC-123B2 HBFC-123aB2	Dibromotrifluoroethane ($C_2HF_3Br_2$)	2903.78.00	VII	1.6
67.	HBFC-124B1	Bromotetrafluoroethane (C_2HF_4Br)	2903.78.00	VII	1.2
68.		Tribromofluoroethane ($C_2H_2FBr_3$)	2903.78.00	VII	1.1
69.		Dibromodifluoroethane ($C_2H_2F_2Br_2$)	2903.78.00	VII	1.5
70.		Bromotrifluoroethane ($C_2H_2F_3Br$)	2903.78.00	VII	1.6
71.		Dibromofluoroethane ($C_2H_3FBr_2$)	2903.78.00	VII	1.7
72.	HBFC-124B1	Bromodifluoroethane ($C_2H_3F_2Br$)	2903.78.00	VII	1.1
73.	HBFC-124B1	Bromofluoroethane (C_2H_4FBr)	2903.78.00	VII	0.1

74.		Haxabromofluoropropane (C_3HFBr_6)	2903.78.00	VII	1.5
75.		Pentabromodifluoropropane ($C_3HF_2Br_5$)	2903.78.00	VII	1.9
76.		Tetrabromofluoropropane ($C_3HF_3Br_4$)	2903.78.00	VII	1.8
77.		Tribromotetrafluoropropane ($C_3HF_4Br_3$)	2903.78.00	VII	2.2
78.		Dibromopentafluoropropane ($C_3HF_5Br_2$)	2903.78.00	VII	2.0
79.		Bromohaxafluoropropane (C_3HF_6Br)	2903.78.00	VII	3.3
80.		Pentabromofluoropropane ($C_3H_2FBr_5$)	2903.78.00	VII	1.9
81.		Tetrabromodifluoropropane ($C_3H_2F_2Br_4$)	2903.78.00	VII	2.1
82.		Tribromotrifluoropropane ($C_3H_2F_3Br_3$)	2903.78.00	VII	5.6
83.		Dibromotetrafluoropropane ($C_3H_2F_4Br_2$)	2903.78.00	VII	7.5
84.		Bromopentafluoropropane ($C_3H_2F_5Br$)	2903.78.00	VII	1.4
85.		Tetrabromofluoropropane ($C_3H_3FBr_4$)	2903.78.00	VII	1.9
86.		Tribromodifluoropropane ($C_3H_3F_2Br_3$)	2903.78.00	VII	3.1
87.		Dibromotrifluoropropane ($C_3H_3F_3Br_2$)	2903.78.00	VII	2.5
88.		Bromotetrafluoropropane ($C_3H_3F_4Br$)	2903.78.00	VII	4.4
89.		Tribromofluoropropane ($C_3H_4FBr_3$)	2903.78.00	VII	0.3
90.		Dibromodifluoropropane ($C_3H_4F_2Br_2$)	2903.78.00	VII	1.0

91.		Bromotrifluoropropane ($C_3H_4F_3Br$)	2903.78.00	VII	0.8
92.		Dibromofluoropropane ($C_3H_5FBr_2$)	2903.78.00	VII	0.4
93.		Bromodifluoropropane ($C_3H_5F_2Br$)	2903.78.00	VII	0.8
94.		Bromofluoropropane (C_3H_6FBr)	2903.78.00	VII	0.7
95.		Bromochloromethane (CH_2BrCl)	2903.78.00	VII	0.12
96.		Methyl bromide (CH_3Br)	2903.79.90	VIII	0.6

* Customs Act, 1969 এর Schedule -1 এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড এর, সময় সময়, পরিবর্তন প্রযোজ্য হইবে।]

[1]তফসিল - ২

[বিধি ২(ছ), ৪, ৫(৩), ৫(৫), ৮(১) ও ৮(২) দ্রষ্টব্য]

তফসিল-১ এর কলাম (৪) এ নির্দেশিত গ্রুপ-I, III, IV, V, VI, VII-এর অন্তর্ভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের গ্রুপ	ভিত্তিস্তর সংক্রান্ত বৎসর	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ১২ (বার) মাসকাল আমদানির সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য পরিমাণ (ওডিপি টন)*	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ব্যবহারের সর্বোচ্চ পরিমাণ (ওডিপি টন)	কলাম (৪) ও (৫) সংক্রান্ত তারিখ	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংবলিত বা ব্যবহারে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বর্ধিত সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	৩০০	৩০০	৩১.১২.২০০৪	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
২.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	২৯০	২৯০	৩১.১২.২০০৫	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৩.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	২৫০	২৫০	৩১.১২.২০০৬	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৪.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	৮৫	৮৫	৩১.১২.২০০৭		বিধিমালা বলবৎ

....

[1] তফসিল-২ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

	III	১৯৯৮-২০০০	-			বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	হইবার তারিখ
৫.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	৭৫	৭৫	৩১.১২.২০০৮	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৬.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	৫০	৫০	৩১.১২.২০০৯	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৭.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	**	**	০১.০১.২০১০	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৮.	IV	১৯৯৮-২০০০	৫.৫	৫.৫	১-১-২০০৫	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
৯.	IV	১৯৯৮-২০০০	০	০	১-১-২০১০	--	--
১০.	V	১৯৯৮-২০০০	১.০	১.০	১-১-২০০৩	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১১.	V	১৯৯৮-২০০০	০.৭	০.৭	১-১-২০০৫	--	--
১২.	V	১৯৯৮-২০০০	০.৪	০.৪	১-১-২০১০	--	--
১৩.	V	১৯৯৮-২০০০	০	০	১-১-২০১৫	--	--
১৪.	VI	২০০৯-২০১০	৭২.৬৫	৭২.৬৫	১-১-২০১৩	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ

১৫.	VI	২০০৯-২০১০	৭২.৬৫	৭২.৬৫	১-১-২০১৪	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৬.	VI	২০০৯-২০১০	৬৫.৩০	৬৫.৩০	১-১-২০১৫	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৭.	VI	২০০৯-২০১০	৬৫.৩০	৬৫.৩০	১-১-২০১৬	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৮.	VI	২০০৯-২০১০	৬৫.৩০	৬৫.৩০	১-১-২০১৭	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৯.	VI	২০০৯-২০১০	৪৮.১২	৪৮.১২	১-১-২০১৮	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২০.	VI	২০০৯-২০১০	৪৮.১২	৪৮.১২	১-১-২০১৯	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২১.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২০	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২২.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২১	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ

২৩.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২২	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৪.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২৩	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৫.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২৪	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৬.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৫	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৭.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৬	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৮.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৭	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৯.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৮	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
৩০.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৯	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ

৩১.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০৩০	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
৩২.	VI	২০০৯-২০১০	***	***	১-১-২০৩১	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
৩৩.	VII	---	০	০		--	--

* ১৯৯৫-৯৭ সময়কালের গ্রুপ-I এর নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তর ৫৮০.৪ ওডিপি টন এবং ২০০৯-২০১০ সময়কালের গ্রুপ-VI এর ক্ষেত্রে নিণয়কৃত ভিত্তিস্তর ৭২.৬৫ ওডিপি টন।

** সদস্য দেশসমূহের সম্ভাব্য অনুমতিতে বাংলাদেশে অপরিহার্য ব্যবহারের চাহিদাপূরণে কোন কেদ্বারোফ্লুরোকার্বন আমদানী বা ব্যবহার ব্যতীত।

*** সদস্য দেশসমূহের সম্ভাব্য অনুমতিতে বাংলাদেশে অপরিহার্য ব্যবহারের চাহিদাপূরণে কোন হাইড্রো-কেদ্বারোফ্লুরোকার্বন আমদানী বা ব্যবহার ব্যতীত। শুধুমাত্র ১-১২-২০৩০ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং দ্রব্যাদির সার্ভিসিং করার নিমিত্তে ১-১-২০৩১ হতে ৩১-১২-২০৪০ পর্যন্ত প্রতি পঞ্জিকা বছরে ১.৮২ ওডিপি টন গ্রুপ-VI-দ্রব্যাদি আমদানি ও ব্যবহার ব্যতীত ।

বিঃ দ্রঃ ১৯৯৫-৯৭ সময়কালে গ্রুপ-II ও ১৯৯৫-৯৮ সময়কালে গ্রুপ-VIII -এর অন্তর্ভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানী ও ব্যবহার করা হয় নাই। প্রটোকলের শর্তানুযায়ী ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারী হইতে এই সকল দ্রব্য আমদানী ও ব্যবহার করা যাইবে না।

[1]তফসিল - ৩

[বিধি ৭, ৮(২) ও ৯(৩) দ্রষ্টব্য]

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের প্রান্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ক্রমিক নং	কর্মকান্ড	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের গ্রুপ	পর্যায়ক্রম হ্রাসের তারিখ*
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এরোসল বা প্রেশারাইজড ডিসপেন্সার উৎপাদন (ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য মিটারড্ ডোজ ইনহেলার ব্যতীত)	গ্রুপ I	১-১-২০০৪
২।	পলিওল হইতে ফোমপণ্য উৎপাদন	গ্রুপ I	১-১-২০০৪
৩।	গৃহস্থালী রেফ্রিজারেটরে ফোম অংশসহ ফোম পণ্য উৎপাদন	গ্রুপ I	১-১-২০০৪
৪।	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রও বা অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা উৎপাদন	গ্রুপ II	১-১-২০০১
৫।	মোবাইল এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদন এবং অটোমোবাইল শিল্পে চার্জিং	গ্রুপ I	১-১-২০০৪
৬।	রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সংক্রান্ত অন্যান্য পণ্য উৎপাদন (কমপ্রেসর ব্যতীত)	গ্রুপ I	১-১-২০১০
৭।	বিবিধ পণ্য উৎপাদন	গ্রুপ I, III, IV ও V	১-১-২০১০
৮।	অগ্নিনির্বাপক ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার সার্ভিসিং	গ্রুপ II	১-১-২০১০
৯।	ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য মিটারেড্ ডোজ ইনহেলার উৎপাদন	গ্রুপ III	১-১-২০১০
১০।	বিবিধ পণ্য উৎপাদন	গ্রুপ VI	১-১-২০৩০
১১।	প্রিশিপমেন্ট ও কোরেন্টাইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মিথাইল ব্রোমাইড ব্যবহার	গ্রুপ VIII	১-১-২০০৩
১২।	ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য মিটারেড্ ডোজ ইনহেলার উৎপাদন	গ্রুপ I	১-১-২০১৩
১৩।	পলিওল হইতে ফোমপণ্য উৎপাদন	গ্রুপ VI	১-১-২০১৩
১৪।	গৃহস্থালী রেফ্রিজারেটরে ফোম অংশসহ ফোম পণ্য উৎপাদন	গ্রুপ VI	১-১-২০১৩
১৫।	অপরিহার্য ব্যবহার্য পন্য উৎপাদনের	গ্রুপ VI	১-১-২০৩১
১৬।	অগ্নিনির্বাপক ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার সার্ভিসিং	গ্রুপ VI	১-১-২০৩১

[1] তফসিল-৩ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৭।	মোবাইল এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদন এবং অটোমোবাইল শিল্পে চার্জিং	গ্রুপ VI	১-১-২০৩১
১৮।	রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সংক্রান্তও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন (কমপ্রেসর ব্যতীত)	গ্রুপ VI	১-১-২০৩১
১৯।	রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সংক্রান্ত সার্ভিসিং	গ্রুপ VI	১-১-২০৪১

* রূপান্তর প্রকল্প সম্পূর্ণ হইবার তারিখ অথবা তফসিল-৩-এর কলাম (৪)-এ প্রদত্ত তারিখ (যে তারিখ পূর্বে আসিবে) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বর্জিত প্রযুক্তিতে উৎক্রান্ত হওয়া বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বর্জিত প্রযুক্তি সংবলিত নূতন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম হ্রাসের তারিখ বুঝাইবে।”]

[1][তফসিল - ৪

[বিধি ৫(১) ও ৫(২) দ্রষ্টব্য]

মন্ট্রিল প্রটোকলের সদস্য দেশ সমূহের তালিকা

(জুন ২০১২ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)	(১)	(২)
১.	আফগানিস্তান	১৯.	চাঁদ
২.	আলবেনিয়া	২০.	চিলি
৩.	আলজেরিয়া	২১.	চীন
৪.	এনডোরা	২২.	কলম্বিয়া
৫.	এঙ্গোলা	২৩.	কমোরোস
৬.	এন্টিগোয়া এবং বারবোডা	২৪.	কঙ্গো, ডেমোক্রেটিক প্রজাতন্ত্র
৭.	আর্জেন্টিনা	২৫.	কঙ্গো
৮.	আরমেনিয়া	২৬.	কোস্টারিকা
৯.	অস্ট্রেলিয়া	২৭.	কোট আইভোরি
১০.	অস্ট্রিয়া	২৮.	ক্রোয়েশিয়া
১১.	আজারবাইজান	২৯.	কিউবা
১২.	বাহামাস	৩০.	সাইপ্রাস
১৩.	বাহরাইন	৩১.	চেক প্রজাতন্ত্র
১৪.	বাংলাদেশ	৩২.	ডেনমার্ক
১৫.	বারবাডোস	৩৩.	জিবুতী
১৬.	বেলারুস	৩৪.	ডোমিনিকা
১৭.	বেলজিয়াম	৩৫.	ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র
১৮.	বেলিজ	৩৬.	ইকুয়েডর

....

[1] তফসিল-৪ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)	(১)	(২)
৩৭.	বেনিন	৭৪.	মিশর
৩৮.	ভূটান	৭৫.	এল সালভাদর
৩৯.	বলিভিয়া	৭৬.	ইকুয়েটোরিয়াল গিনি
৪০.	বসনিয়া ও হারজেগোভিনা	৭৭.	এরিট্রিয়া
৪১.	বতসোয়ানা	৭৮.	ইস্তোনিয়া
৪২.	ব্রাজিল	৭৯.	ইথিওপিয়া
৪৩.	ব্রুনেই দারুস্সালাম	৮০.	ফিজি
৪৪.	বুলগেরিয়া	৮১.	ফিনল্যান্ড
৪৫.	বুর্কিনাফাসো	৮২.	ফ্রান্স
৪৬.	বুরুন্ডি	৮৩.	গ্যাবন
৪৭.	কম্বোডিয়া	৮৪.	জাম্বিয়া
৪৮.	ক্যামেরুন	৮৫.	জর্জিয়া
৪৯.	কানাডা	৮৬.	জার্মানী
৫০.	কেপ ভার্দ	৮৭.	ঘানা
৫১.	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৮৮.	গ্রিস
৫২.	গ্রানাডা	৮৯.	মালয়েশিয়া
৫৩.	গুয়েতেমালা	৯০.	মালদ্বীপ
৫৪.	গিনি	৯১.	মালি
৫৫.	গিনি-বিসৌ	৯২.	মাল্টা
৫৬.	গায়েনা	৯৩.	মার্শাল আইলেন্ড
৫৭.	হাইতি	৯৪.	মৌরিতানিয়া
৫৮.	হুন্ডোরাস	৯৫.	মৌরিশাস
৫৯.	হাঙ্গেরী	৯৬.	মেক্সিকো
৬০.	আইল্যান্ড	৯৭.	মাইক্রোনেশিয়া, ফেডারেল স্টেট অব
৬১.	ভারত	৯৮.	মলডোভা
৬২.	ইন্দোনেশিয়া	৯৯.	মোনাকো
৬৩.	ইরান, ইসলামিক প্রজাতন্ত্র	১০০.	মঙ্গোলিয়া
৬৪.	ইরাক	১০১.	মন্টেনিগ্রো
৬৫.	আয়ারল্যান্ড	১০২.	মরক্কো
৬৬.	ইসরাইল	১০৩.	মোজাম্বিক
৬৭.	ইটালী	১০৪.	মায়ানমার
৬৮.	জামাইকা	১০৫.	নামিবিয়া
৬৯.	জাপান	১০৬.	নাউরু
৭০.	জর্ডান	১০৭.	নেপাল
৭১.	কাজাকিস্তান	১০৮.	নেদারল্যান্ডস
৭২.	কেনিয়া	১০৯.	নিউজিল্যান্ড
৭৩.	কিরিবাটি	১১০.	নিকারাগুয়া

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)	(১)	(২)
১১১.	কোরিয়া, পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব	১৪৫.	নাইজার
১১২.	কোরিয়া, রিপাবলিক অব	১৪৬.	নাইজেরিয়া
১১৩.	কুয়েত	১৪৭.	নরওয়ে
১১৪.	কিরঘিস্তান	১৪৮.	ওমান
১১৫.	লাও, পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব	১৪৯.	পাকিস্তান
১১৬.	লাটভিয়া	১৫০.	পালাউ
১১৭.	লেবানন	১৫১.	পানামা
১১৮.	লেসোথো	১৫২.	পাপুয়া নিউগিনি
১১৯.	লাইবেরিয়া	১৫৩.	প্যারাগুয়ে
১২০.	লিবিয়া	১৫৪.	পেরু
১২১.	লিচটেনস্টেইন	১৫৫.	ফিলিপাইনস
১২২.	লিথুনিয়া	১৫৬.	পোল্যান্ড
১২৩.	লুক্সেমবার্গ	১৫৭.	পতুর্গাল
১২৪.	দ্য ফরমার যুগোপাব রিপাবলিক অব মেসোডোনিয়া	১৫৮.	কাতার
১২৫.	মাদাগাস্কার	১৫৯.	রোমানিয়া
১২৬.	মালাওয়ি	১৬০.	রাশিয়ান ফেডারেশন
১২৭.	রাউন্ডা	১৬১.	সংযুক্ত আরব আমিরাত
১২৮.	সেন্ট কেটস্ এন্ড নেভিস	১৬২.	যুক্তরাজ্য এবং দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড
১২৯.	সেন্ট লুসিয়া	১৬৩.	যুক্তরাষ্ট্র
১৩০.	সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দ্য গ্রেনাডাইনস	১৬৪.	উরুগুয়ে
১৩১.	সোমা	১৬৫.	উজবেকস্তান
১৩২.	স্যান মেরিনো	১৬৬.	ভানুয়াতু
১৩৩.	সাও টোম এন্ড প্রিন্সিপ	১৬৭.	হোলি সী
১৩৪.	সাউদি আরব	১৬৮.	ভেনিজুয়েলা
১৩৫.	সেনেগাল	১৬৯.	ভিয়েতনাম
১৩৬.	সার্বিয়া	১৭০.	ইয়েমেন
১৩৭.	সায়চেলাস	১৭১.	জাম্বিয়া
১৩৮.	সিয়েরা লিওন	১৭২.	জিম্বাবুয়ে
১৩৯.	সিঙ্গাপুর	১৭৩.	কুক আইল্যান্ডস
১৪০.	স্লোভাকিয়া	১৭৪.	নিউ
১৪১.	স্লোভেনিয়া	১৭৫.	ইউরোপিও ইউনিয়ন
১৪২.	সোলোমন আইল্যান্ডস	১৭৬.	দক্ষিণ সুদান ;
১৪৩.	সোমালিয়া	১৭৭.	স্পেন
১৪৪.	সাউথ আফ্রিকা	১৭৮.	শ্রীলঙ্কা

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)	(১)	(২)
১৭৯.	সুদান	১৮৯.	টোগো
১৮০.	সুরিনাম	১৯০.	টোংগা
১৮১.	সুজিল্যান্ড	১৯১.	ত্রিনিদাদ এন্ড টোবাগো
১৮২.	সুইডেন	১৯২.	তিউনিসিয়া
১৮৩.	সুইজারল্যান্ড	১৯৩.	তুর্কি
১৮৪.	সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্র	১৯৪.	তুর্কমেনিস্তান
১৮৫.	তাজাকিস্তান	১৯৫.	তোভালু
১৮৬.	তানজানিয়া, ইউনাইটেড রিপাবলিক অব	১৯৬.	উগান্ডা
১৮৭.	থাইল্যান্ড	১৯৭.	ইউক্রেন
১৮৮.	তিমুর লেস্ট		

[1]তফসিল - ৫

[বিধি ৯(১) ও (২) দ্রষ্টব্য]

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংবলিত পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	ওজোন্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের শ্রেণী	আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হইবার তারিখ	রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হইবার তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	যানবাহন ও ট্রাক এয়ারকন্ডিশনিং ইউনিট (সংযুক্ত থাকা বা না থাকা অবস্থায়)	গ্রুপ- I গ্রুপ - VI	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর
২।	গৃহস্থালী ও বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং/হীট পাম্প যন্ত্রভ , যথা,- - রেফ্রিজারেটর - ফ্রিজার - ডিহিউমিডিফায়ার - ওয়ারটার কুলার - আইন মেশিন - এয়ারকন্ডিশনিং এবং হীট পাম্প ইউনিট - কমপ্রেসর	গ্রুপ - I গ্রুপ - VI	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর

....

[1] তফসিল-৫ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩।	এরোসল পণ্য	গ্রুপ - I	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর
৪।	বহনযোগ্য অগ্নিনির্বাপক/অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা/সিলিন্ডার	গ্রুপ - II গ্রুপ - ঠও	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর
৫।	ইন্স্যুলেশন বোর্ড, প্যানেল ও পাইপ কভার	গ্রুপ - ও গ্রুপ - ঠও	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর
৬।	প্রি-পলিমার	গ্রুপ - ও গ্রুপ - ঠও	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর	এই বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখের ছয় মাস পর

নোট ঃ ১। ক্রমিক নং ২ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত পণ্যে পণ্যের ইনসুলেটিং বস্তু অন্তর্ভুক্ত।

২। ব্যক্তিগত বা গৃহস্থালী বস্তু বা তদ্রুপ অবাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে কনসাইনমেন্টে পরিবহনকৃত হইয়া থাকিলে এবং সাধারণভাবে কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের অব্যাহতি লাভ করিয়া থাকিলে উপরোল্লিখিত পণ্য এই তফসিলের আওতা বহির্ভুত হইবে।

তফসিল - ৬

[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

অব্যাহতি

(১) তফসিল- ১-এর গ্রুপ-৮ উল্লেখিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য হিসাবে মিথাইল ব্রোমাইডের কোয়ারেন্টাইন ও প্রি-শিপমেন্ট পর্যায়ে ব্যবহার।

(২) নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে গবেষণাগার অথবা বিশ্লেষণধর্মী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ঃ

(ক) গবেষণাগারগত ব্যবহারে যন্ত্রপাতির ক্রমাঙ্কন অন্তর্ভুক্ত থাকিবে; রাসায়নিক বিশেষণের জন্য ব্যবহার্য এক্সট্রাকশন সলভেন্ট, ডাইল্যুয়েন্ট, বা ক্যারিয়ার; প্রাণরসায়ন সংক্রান্ত গবেষণা; রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ক্যারিয়ার, বা গবেষণাগার রাসায়নিক দ্রব্য এবং বিশ্লেষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য সুক্ষ্ম প্রক্রিয়ায় ব্যবহার্য রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে নিষ্ক্রিয় দ্রাবক (inert solvents)।

(খ) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহ নিম্নোক্ত বিশুদ্ধতামান অনুযায়ী উৎপাদিত হইতে হইবে

CTC (বিকারক মানভুক্ত)	৯৯.৫
1, 1, 1- trichloroethane	৯৯.০
CFC-11	৯৯.৫
CFC-13	৯৯.৫
CFC-12	৯৯.৫
CFC-113	৯৯.৫
CFC-114	৯৯.৫
অন্যান্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য যাহাদের স্ফুটনাঙ্ক 20^0C- এর ঊর্ধ্বে	৯৯.৫
অন্যান্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য যাহাদের স্ফুটনাঙ্ক 20^0C- এর নিম্নে	৯৯.৫

(গ) গবেষণাগার ও বিশ্লেষণগত ব্যবহারে প্রচলিত ব্যবস্থানুযায়ী উৎপাদনকারী, এজেন্ট বা বিতরণকারীগণ এইসকল বিশুদ্ধ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবেন।

(ঘ) কেবল পুনরায় আবদ্ধ করা যায় এইরূপ কন্টেইনার অথবা তিন লিটারের নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চচাপ সিলিন্ডার অথবা ১০ মিলিলিটার বা উহার নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন এম্পুলে উচ্চ বিশুদ্ধতামানসম্পন্ন এইসকল ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য এবং ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংবলিত মিশ্রণ সরবরাহ করা যাইবে। সরবরাহের লক্ষ্যে এইসকল কন্টেইনার বা সিলিন্ডার বা এম্পুলে পরিষ্কারভাবে 'ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের কেবল গবেষণাগার ও বিশ্লেষণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য ঃ ব্যবহৃত বা ব্যবহারের পর অব্যবহৃত অতিরিক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্ভব হইলে, রিসাইক্লিং করিতে হইবে' লিখিত থাকিবে। রিসাইক্লিং সম্ভব না হইলে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ধ্বংস করিতে হইবে।

(৩) তফসিল-১-এর গ্রুপ- I- এ নির্দেশিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট হইলে উক্ত তফসিল-১-এর গ্রুপ-IV-এর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানী, রপ্তানী ও উৎপাদন 'ব্যবহার'-এর সংজ্ঞার বহির্ভুত হইবে।

(৪) পুনরুদ্ধারকৃত বা রিসাইক্লকৃত কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী 'ব্যবহার'- এর সংজ্ঞার বহির্ভূত হইবে।

(৫) ন্যূনপক্ষে এক বৎসর ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ কোন পণ্যের অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি-১০-এর উপবিধি (১) প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে প্রণীত যে কোন বিধি।

(৭) সংকটকালীন অপরিহার্য ব্যবহারে, যথা ঃ- প্রতিরক্ষা বিমান, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার্য ট্যাংক ও অপরিহার্য ব্যবহার সংক্রান্ত প্যানেল কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত বিমান শিল্পে তফসিল-১-এর গ্রুপ-II-এ অন্তর্ভূক্ত দ্রব্যাদি।

তফসিল - ৭

[বিধি - ১১(১), (২) দ্রষ্টব্য]

খন্ড - ১

১. নথি সংরক্ষণ

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী আমদানীর ও বিপণনের ক্ষেত্রে ঃ তফসিল - ৮ এ উলিখিত ফরম এ পূরণকৃত তারিখ সম্বলিত তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২. প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

(ক) তফসিল -৮ অনুযায়ী ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও বিপণন সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

(খ) উপরোক্ত প্রতিবেদন লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ১৫ জানুয়ারী এর মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

খন্ড - ২

১. নথি সংরক্ষণ

কম্প্রেসর উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্য ঃ তফসিল-৯-এ উল্লিখিত ফরম অনুযায়ী পূরণকৃত তারিখ সম্বলিত তথ্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২. প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে

কম্প্রেসর উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্য তফসিল-৯ অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া মহাপরিচালকের নিকট ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

তফসিল -৮

[বিধি-১১(৩) দ্রষ্টব্য]

ফরম - ১

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী আমদানী ও বিপণন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদন দাখিল করার শেষ তারিখ ঃ প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে।

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ .... প্রতিবেদন দাখিলের সময় ঃ ....

ঠিকানা ঃ ....

ফোন ঃ .... ফ্যাক্স ঃ ....

ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্য সামগ্রীর নাম *১ .... এইচএস কোড ....

আমদানী সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(মেঃ টন হিসাবে)

ক্রমিক নং	পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নং	ইনভয়েস নং এবং তারিখ	বিল অব লোডিং নং এবং তারিখ	সব ধরণের ব্যবহারের জন্য আমদানীকৃত বিশুদ্ধ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের পরিমাণ *২	আমদানী বিশুদ্ধ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ	
					ফিড স্টক হিসাবে	অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মোট						

আইআরসি নং ও তারিখ	যে দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে	যে বন্দর হতে খালাস করা হয়েছে
১০	১১	১২
মোট		

সীলসহ স্বাক্ষর *৩

বিপণন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ক্রয়ের উদ্দেশ্য*২	পরিমাণ*৩
মোট			

সীলসহ স্বাক্ষর *৪

প্রত্যয়নপত্র

আমি .... পিতা ....
....এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরোক্ত প্রদত্ত তথ্য এবং আনুষঙ্গিক সংযুক্তি ও বক্তব্যসমূহ আমার জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ।

আমি আবারও ঘোষণা করিতেছি যে, ... হিসাবে আমি এই ঘোষণাপত্র প্রণয়ন ও প্রত্যয়ন করিতেছি এবং এই কাজে আমি বিধিসম্মতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন।

সীল ও স্বাক্ষর*৩

তারিখ ....

নোট ঃ

*১ ১টি ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ১টি ফরম ব্যবহার করিতে হইবে। ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা তফসিল-১ এ দেয়া হলো।

*২ উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

(১) এরোসল উৎপাদন (ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য মিটারড্‌ডোজ ইনহেলার ব্যতীত)
(২) ফোম জাতীয় পণ্য উৎপাদন
(৩) অগ্নিনির্বাপক ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উৎপাদন
(৪) ভ্রাম্যমাণ এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদন
(৫) অন্যান্য রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং পণ্য উৎপাদন
(৬) দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার
(৭) অব্যাহতি হিসাবে ব্যবহার
(৮) বিক্রয়
(৯) অগ্নিনির্বাপক সমূহের অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার সার্ভিসিং (কেবল গ্রুপ II ভুক্ত ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
(১০) ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য মিটারড ডোজ ইনহেলার উৎপাদন
(১১) কমপ্রেসার উৎপাদন
(১২) ডিহিউমিডিফায়ার উৎপাদন
(১৩) সার্ভিসিং
(১৪) অন্যান্য

*৩ বিপণনকালীন ঘাটতি সর্বোচ্চ ৩% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

*৪ প্রত্যয়ন অংশসহ উপরোক্ত কর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং, বা, তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি, বা, কোন কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি, বা অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনা দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিদ্বারা অবশ্যই স্বাক্ষরিত হইবে।

তফসিল -৯

[বিধি-১১(৩) দ্রষ্টব্য]

ফরম - ২

.... সালের জন্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহৃত হয় এমন ধরনের কমপ্রেসর উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী ও বিপণন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ফরম

প্রতিবেদন দাখিল করার শেষ তারিখ ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে।
প্রতিবেদন দাখিলের সময় ঃ ....
প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ ....
ঠিকানা ঃ ....
ফোন ঃ .... ফ্যাক্স ঃ ....
উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	কমপ্রেসর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	কমপ্রেসরের ক্ষমতা (H.P)	ব্যবহৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	উৎপাদনের পরিমাণ
			মোট পরিমাণ	

আমদানী সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	কমপ্রেসর উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	কমপ্রেসরের ক্ষমতা (H.P)	ব্যবহৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	আমদানীর পরিমাণ
			মোট পরিমাণ	

রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	কমপ্রেসর আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	কমপ্রেসরের ক্ষমতা (H.P)	ব্যবহৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	রপ্তানীর পরিমাণ
			মোট পরিমাণ	

বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	কমপ্রেসর ক্রেতা /প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	কমপ্রেসরের ক্ষমতা (H.P)	ব্যবহৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	বিক্রয়ের পরিমাণ
			মোট পরিমাণ	

সীলসহ স্বাক্ষর

প্রত্যয়নপত্র

আমি .... পিতা .... এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরোক্ত প্রদত্ত তথ্য এবং আনুষঙ্গিক সংযুক্তি ও বক্তব্যসমূহ আমার জানামতে সঠিক ও সম্পূর্ণ।

আমি আবারও ঘোষণা করিতেছি যে, ... হিসাবে আমি এই ঘোষণাপত্র প্রণয়ন ও প্রত্যয়ন করিতেছি এবং এই কাজে আমি বিধিসম্মতভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন।

সীল ও স্বাক্ষর*১

তারিখ ....

নোট ঃ

*১ প্রত্যয়ন অংশসহ উপরোক্ত কর্ম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং, বা, তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি, বা, কোন কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন ব্যক্তি, বা অন্যান্য যে কোন ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনা দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তিদ্বারা অবশ্যই স্বাক্ষরিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ তানভীর হোসেন

সচিব

পরিবেশ বিষয়ক সরকারি আদেশ ও সার্কুলার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

শাখা-৪

নং- পবম-৪ (৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ৩০-০৫-১৯৯৫ ইং / ১৬-০২-১৪০২ বাং

ঃ প্রজ্ঞাপন ঃ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ১ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদদ্বারা নিম্নোক্ত এলাকাসমূহে উহাদের বিপরীতে বর্ণিত তারিখ হইতে উক্ত আইনটি বলবৎ করিল।

এলাকার নাম	**বলবৎ হওয়ার তারিখ**
ঢাকা বিভাগ	১৮ ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ১লা জুন, ১৯৯৫
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ২রা জুন, ১৯৯৫
রাজশাহী বিভাগ	২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৩রা জুন, ১৯৯৫
খুলনা বিভাগ	২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৪ঠা জুন, ১৯৯৫
বরিশাল বিভাগ	২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৪০২/ ৫ই জুন, ১৯৯৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আমির উদ্দীন আহমেদ
উপ-সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

নং- পবম-৪ (৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ৩০-০৫-১৯৯৫ ইং / ১৬-০২-১৪০২ বাং

<u>অনুলিপিঃ</u>

১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

www.doe.gov.bd

২৫/০১/১৪৩০ বঙ্গাব্দ

নং-২২.০২.০০০০.০৫১.০৩৮.০০১.২০২১-২১৩ তারিখঃ ---------------------।

০৮/০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ২১, ২২, ২৬ ও ৩৬(২) এর ক্ষমতা অর্পণ।

সূত্রঃ পরিবেশ অধিদপ্তরের ১৬/০৯/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬/৪৪১ সংখ্যক স্মারক।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ধারায় ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ২১, ২২, ২৬ ও ৩৬(২) এর প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা উল্লিখিত ধারা ও বিধি সমূহের বিপরীতে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে জনস্বার্থে নিম্নরূপে অর্পণ করা হইল:

ক্রমিক নং	আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	
			অনুমোদনকারী কর্মকর্তা	প্রদানকারী কর্মকর্তা
১।	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৯, ১০, ১১,	ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ২১, ২২, ২৬ ও ৩৬(২)		
		পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৯ এ উল্লিখিত সবুজ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/ মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/উপপরিচালক / সহকারি পরিচালক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/ উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)

	১২, ১৩, ২১, ২২, ২৬ ও ৩৬(২)	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ১০ ও ১১ এ উল্লিখিত হলুদ শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/ মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/উপপরিচালক /সহকারি পরিচালক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/ উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
		পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ১২ ও ১৩ এ উল্লিখিত কমলা শ্রেণির ক্রমিক ০১ (এক) হতে ৬২ (বাষট্টি) পর্যন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত ছাড়পত্র কমিটি	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/ উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
		পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ২১ এ উল্লিখিত সকল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়নের ক্ষেত্রে	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/উপপরিচালক / সহকারি পরিচালক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/ উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
		পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ২২ এ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন: ক) সবুজ ও হলুদ শ্রেণির ক্ষেত্রে	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/উপপরিচালক /সহকারি পরিচালক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/ উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
		খ) কমলা ও লাল শ্রেণির ক্ষেত্রে	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগীয় কার্যালয়	

		পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ২৬ উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তর: ক) সবুজ ও হলুদ শ্রেণির ক্ষেত্রে-	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/ মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/উপপরিচালক /সহকারি পরিচালক /দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/ উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)
		খ) কমলা শ্রেণির ক্রমিক নম্বর ০১ (এক) হতে ৬২ (বাষট্টি) পর্যন্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/মহানগর/বিভাগীয় কার্যালয়	
		পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি ৩৬(২) এ উল্লিখিত আইনের ধারা ৭ এর অধীন ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত অবস্থানগত ছাড়পত্র বা পরিবেশগত ছাড়পত্র স্থগিত, বাতিল বা নবায়ন না করার ক্ষেত্রে	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/ মহানগর/বিভাগ/ জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/উপপরিচালক /সহকারি পরিচালক /দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের অঞ্চল/ মহানগর/বিভাগ/জেলা কার্যালয় প্রধান (পরিচালক/ উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)

২। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিধি এ উল্লিখিত কমলা শ্রেণির {ক্রমিক ৬৩ (তেষট্টি) হতে ১১৩ (একশত তের) পর্যন্ত} এবং লাল শ্রেণির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের অবস্থানগত ও পরিবেশগত ছাড়পত্র হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অনুমোদন প্রদান করিবেন।

৩। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যেঃ-

(ক) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহাপরিচালক কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে;

(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। সূত্রোক্ত স্মারকে জারীকৃত পরিপত্র এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

৫। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

ড. আবদুল হামিদ
মহাপরিচালক
ফোন # ২২২২১৮৪০৬
ই-মেইলঃdg@doe.gov.bd

নং-২২.০২.০০০০.০৫১.০৩৮.০০১.২০২১-২১৩

২৫/০১/১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ ---------------------।
০৮/০৫/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

<u>অনুলিপিঃ</u> সদয় অবগতির জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২।পরিচালক (প্রশাসন/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/পরিকল্পনা/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/জলবায়ু পরিবর্তন/পরিবেশগত ছাড়পত্র/আইটি/আইন/বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা), পরিচালক (ঢাকা অঞ্চল/ ঢাকা মহানগর / ঢাকা গবেষণাগার /চট্টগ্রাম মহানগর / চট্টগ্রাম গবেষণাগার / চট্টগ্রাম অঞ্চল / খুলনা / রাজশাহী / সিলেট / বরিশাল / ময়মনসিংহ / রংপুর বিভাগ / কক্সবাজার জেলা), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। উপ নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা। (তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল)

৪। উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর, -------------------------------- জেলা কার্যালয়।

৫। অফিস কপি/ গার্ড ফাইল।

<u>অনুলিপিঃ</u> সদয় অবগতির জন্য-

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। সহকারি পরিচালক, মহাপরিচালকের কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

খো. মোঃ ফজলুল হক
পরিচালক (আইন)
ফোন#২২২২১৮৪৫২
ই মেইলঃdirlaw@doe.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১

নং-২২.০০.০০০০.০৭৬.৯৯.০৪.২৩৫.১৯-২১৪
০৬ /১০/২০২১ খ্রি.

বিষয়: বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৪ ধারার আপিল এবং রীট মামলা অনিষ্পন্ন থাকাবস্থায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন/নবায়নের আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করার ক্ষেত্রে নির্দেশনা।

সূত্র: পরিবেশ অধিদপ্তরের পত্র নং-২২.০২.০০০০.০৫১.০৪.১৬৩.১৯-৩২৭, তারিখ: ১৮/০৮/২০২১ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে বর্ণিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৪ ধারার আপিল এবং রীট মামলা অনিষ্পন্ন থাকাবস্থায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন/নবায়নের আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন এবং ক্ষতিপূরণ আদায় করার ক্ষেত্রে নিম্নেবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করতে হবে:

ক) অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়ে পূর্বের কোন আবেদন অনিষ্পন্ন থাকাবস্থায় একই বিষয়ে নতুন করে কোন আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা যাবে না। তবে, পূর্বের দাখিলকৃত আবেদনের অনুবৃত্তিক্রমে প্রাসঙ্গিক তথ্য/দলিল/কাগজপত্রাদি দাখিল করা যাবে;

খ) অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৪ ধারায় আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল চলমান থাকাবস্থায় অথবা আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রীট/আপিল মামলা বিচারাধীন থাকাবস্থায় অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন করা যাবে না;

গ) অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৪ ধারায় আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল দায়েরের পর আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশে অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন করার নির্দেশনা থাকলে আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন করা যাবে;

ঘ) অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের কোন আদেশের বিষয়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৪ ধারায় আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রীট/আপিল মামলা দায়ের করা হলে, উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত আদেশে আবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন করার নির্দেশনা থাকলে উচ্চ আদালতের চূড়ান্ত আদেশ অনুযায়ী অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন করা যাবে;

(ঙ) পরিবেশ দূষণের কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোন আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৪ ধারা অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল চলমান থাকাবস্থায় অথবা আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রীট/আপিল মামলা বিচারাধীন থাকাবস্থায় পরবর্তীতে অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সকল শর্ত পূরণ করলে অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন করা যাবে;

(চ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৪ ধারায় আপিল কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণের আদেশ বহাল রাখলে উক্তরুপ আদেশের আলোকে ক্ষতিপূরণ আদায় সাপেক্ষে অবস্থানগত বা পরিবেশ ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন করা যাবে;

(ছ) পরিবেশ দূষণের কারণে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে অথবা বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৪ ধারায় আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রীট/আপিল মামলার আদেশে ক্ষতিপূরণ আদায়/নিষ্পত্তির নির্দেশনা থাকলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে অবস্থানগত বা পরিবেশগত ছাড়পত্র ইস্যু বা নবায়ন করা যাবে।

স্বাক্ষরিত,

মোঃ শওকতুল আম্বিয়া
সহকারী সচিব
ফোনঃ ০২-৯৫৪৫৩৭৮
e-mail: sawkatulambia@gmail.com

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই-১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.doe.gov.bd

গণবিজ্ঞপ্তি
(পুরাতন/অকেজো লেড-এসিড ব্যাটারীর সীসা দূষণ)

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর ধারা ৬ক-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, বানিজ্যিকভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের উদ্দেশ্যে, লেড-এসিড ব্যাটারী ভেঙ্গে, আগুনে গলায়ে সীসা ও অন্যান্য বস্তু সংগ্রহ ও পুনঃব্যবহারের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ৫ (পাঁচ) টি শর্ত প্রতিপালনের শর্তে এস.আর.ও নং ১৭৫-আইন/২০০৬ এবং এস.আর.ও নং ২৯-আইন/২০০৮ মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন জারি করে। উক্ত প্রজ্ঞাপনে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া পুরাতন ও অকেজো ব্যাটারী ভাঙ্গা, আগুনে গলানোর কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং উন্মুক্ত স্থান, মাটি, পানি, অন্য কোনো স্থানে সংরক্ষণ বা নিক্ষেপের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। প্রজ্ঞাপনে পুরাতন বা অকেজো ব্যাটারীর নিরাপদ অপসারণের (Safe Disposial) উদ্দেশ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণকারী ব্যাটারী পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের (Recyeling Plant) সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ব্যাটারীর খুচরা বিক্রেতা, বৃহৎ ব্যবহারকারী, ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে পুরাতন ব্যাটারী হস্তান্তর মূল্যে প্রদান ও গ্রহণ বিষয়টি উল্লেখ আছে।

কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রজ্ঞাপনের শর্ত উপেক্ষা করে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে অনেক ব্যাটারী পুনঃচক্রায়ন প্রতিষ্ঠান পুরাতন ব্যাটারী নিরাপদ পুনঃচক্রায়ন ও অপসারণ পদ্ধতি অনুসরণ না করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ ছাড়া উন্মুক্ত স্থানে ব্যাটারী ভাঙ্গা ও সীসা অপসারণের কারণে বাতাস ও মাটিতে সীসার দূষণ ছড়াচ্ছে এবং জনস্বাস্থ্য হুমকির মধ্যে পড়ছে।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সীসাযুক্ত ব্যাটারী ব্যবহারকারী থেকে পুনঃচক্রায়নকারী প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সকলকে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা হলো:

ক. পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন ব্যাটারী পুনঃচক্রায়নকারী (Recycler) প্রতিষ্ঠানদের অবিলম্বে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ. পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণকারী পুনঃচক্রায়নকরণ সুবিধা সম্বলিত ব্যাটারী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পুরাতন/অকেজো ব্যাটারী সংগ্রহ ও পুনঃচক্রায়ন কেরতে হবে।

গ. পরিবেশগত ছাড়পত্রবিহীন কোনো অনুমোদিত পুনঃচক্রায়নকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সীসা ক্রয় করা যাবে না।

ঘ. পুরাতন বা অকেজো ব্যাটারীর নিরাপদ পুনঃচক্রায়ন ও অপসারণের (Safe Recycling and Disposal) জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র রয়েছে এমন পুনঃচক্রায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তর মূল্যে প্রদান করতে হবে।

ঙ. সকল প্রকার ব্যাটারীর খুচরা বিক্রেতা, বৃহৎ ব্যবহারকারী, ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরকে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে নূতন ব্যাটারী বিক্রয়ের সময় ক্রেতার কাছ থেকে নূতন ব্যাটারীর বিপরীতে পুরাতন ও অকেজো ব্যাটারী সংগ্রহ করে যথাশীঘ্র সম্ভব তা পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাপ্ত পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে হবে।

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ফোন: ৮১৮১৮০০
ই-মেইল: dg@doe.gov.bd
ফেসবুক: facebook.com/doebd

বিভিন্ন পুরুত্বের পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার অনুমোদন সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন/পরিপত্রসমূহের সারসংক্ষেপ

প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র নং ও জারী তারিখ	প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র ইস্যুকৃত কর্তৃপক্ষ	প্রজ্ঞাপন/পরিপত্রের বিষয়
২৫/১২/২০০১	পরিবেশ অধিদপ্তর	১লা জানুয়ারী, ২০০২ ইং তারিখ হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকায় পলিথিন শপিং ব্যাগ (২০ মাইক্রোন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত বন্ধের সরকারি আদেশ।
পবম-৪/২/২০০২/২৪৬ তারিখ: ০৮/০৪২০০২ খ্রি:	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সরকার ৮ এপ্রিল ২০০২ হইতে সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার ৮ এপ্রিল ২০০২ হতে হইতে সমগ্র দেশে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে। তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য হইবে না- (ক) এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে; (খ) কোন নির্দিষ্ট শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে সময় সময়ে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লেখ করা হইলে।
পবম-৪/৭/৬৫/২০০২ (অংশ-১)/৬৪২ তারিখঃ ১১/০৮/২০০২	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	বিস্কুট, চানাচুর, আটা, ময়দা, লাচ্ছা সেমাই, চা, চকলেট, দুধ (গুড়া ও তরল), ন্যাপথালিন, সার ও সিমেন্ট ব্যাগের ভিতরের লাইনার এবং ওরস্যালাইন, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জসহ ঔষধশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসাবে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করা হয়। তবে মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত পলিথিনের পুরুত্ব কোনক্রমেই ১০০ (একশত) মাইক্রোনর নীচে হইবে না এবং ঔহা পাইকারী বা খুচরা পর্যায়ে যা রিপ্যারিং বা বাজারে শপিং ব্যাগ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।
পবম/পরিবেশ-৪/৪/দূষণ-০২/০৮/১৭৯ তারিখঃ২৩/০৭/২০০৮	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সরকারী চিনিকলসমূহের জন্য ২০০৮-০৯ মাড়াই মৌসুম হতে (৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন) পলি প্রপাইলিন ব্যাগে ইনার লাইনার হিসেবে শর্ত সাপেক্ষে ৫০ মাইক্রোন পুরুত্ব বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করা হয়।
পবম/পরিবেশ-৪/৪/দূষণ-০২/০৮/১৭৮ তারিখঃ২৩/০৭/২০০৮	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	মাছের রেনু পোনা পরিবহণের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) মাইক্রোন পুরুত্ব বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ব্যাবহারের জন্য এবং পণ্যের গুণগতমান রক্ষার স্বার্থে প্যাকেজিং কাজে ব্যবহারের জন্য ৫৫ (পঞ্চান্ন), মাইক্রোন পুরুত্ব বিশিষ্ট পলিথিন মোড়ক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়।
পবম/পরিবেশ শা-২/১/১৫/২০০৮/১৮৯ তারিখ: ২৪/০৪/২০১১	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	‘চা নার্সারীতে চারা উত্তোলনের জন্য’ সর্বনিম্ন ৪০ মাইক্রোন পুরুত্ব বিশিষ্ট বিশেষায়িত পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
গণবিজ্ঞপ্তি
তারিখঃ ২৫ ডিসেম্বর ২০০১

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, জনজীবন ও সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে আগামী ১লা জানুয়ারী, ২০০২ ইং তারিখ হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকায় পলিথিন শপিং ব্যাগ (২০ মাইক্রোন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত বন্ধের জন্য সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

২। এই লক্ষ্যে আগামী ০১-০১-২০০২ ইং তারিখ রোজ মঙ্গলবার হইতে ঢাকা মহানগরী এলাকার সর্বত্র পলিথিন শপিং ব্যাগের (২০ মাইক্রোন পর্যন্ত পুরু) ব্যবহার ও বাজারজাত না করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর আওতায় জারী করা হইল।

মো: হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহাপরিচালক
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

শাখা-৪
প্রজ্ঞাপন
তারিখ: ৮ এপ্রিল ২০০২

নং পবম-৪/২/২০০২/২৪৬-সরকার এই মর্মে সনত্তষ্ট হইয়াছে যে, পলিথিন শপিং ব্যাগের নির্বিচার ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর রুপ ধারণ করিয়াছে। এমতাবস্থায়, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১নং আইন)-এর ৬ক (সংশোধিত-২০০২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ অর্থাৎ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রন- এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোংগা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায় উহাদের উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে সমগ্র দেশে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হইল।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ

(ক) এই প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে সময় সময়ে সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে উল্লেখ করা হইলে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

২৭-০৪-১৪০৯ বাং
নং-পবম-৪/৭/৬৫/২০০২(অংশ-১)/৬৪২ তারিখ -----------------।
১১-০৮-২০০২ খ্রিঃ

বিগত ০৮-০৪-২০০২ ইং তারিখে জারীকৃত অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন (স্মারক নং-পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬) এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহন না করা পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিম্নবর্ণিত পণ্যসামগ্রীর মোড়ক হিসাবে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে নির্ধারণ করা হইলঃ

(ক) বিস্কুট,চানাচুর, আটা, ময়দা, লাচ্ছা সেমাই, চা, চকলেট, দুধ (গুড়া ও তরল), ন্যাপথালিন, সার ও সিমেন্ট ব্যাগের ভিতরের লাইনার এবং ওরস্যালাইন, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জসহ ঔষধশিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী।

তবে শর্ত থাকে যে, মোড়ক হিসাবে ব্যবহৃতব্য পলিথিনের পুরুত্ব কোনক্রমেই ১০০(একশত) মাইক্রোনের নীচে হইবে না এবং উহা পাইকারী বা খুচরা পর্যায়ে বা রিপ্যাকিং বা বাজারে শপিং ব্যাগ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সাবিহউদ্দিন আহমেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল)
বিতরণঃ কার্যার্থে
১। সচিব, সকল মন্ত্রণালয়।
২। সকল বিভাগীয় কমিশনার।
৩। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। সকল জেলা প্রশাসক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৪/দূষণ-০২/০৮/১৭৯ তারিখ : ২৩.০৭.২০০৮ খ্রিঃ

সূত্রঃ ক) শিল্প মন্ত্রণালয়ের পত্রনং-শিম/বিএসএফআইসি/০৪/২০০৪/১১৩, তারিখঃ ১২/০৫/০৮ খ্রিঃ।
খ) বিএসএফআইসি/পিডি-২/ব্যাগ/৩/২০০৮/৩৩৯, তারিখঃ ২০/০৫/০৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের সূত্রোস্থ পত্রসমূহের প্রেক্ষিতে সরকারী চিনিকলসমূহের জন্য ২০০৮-০৯ মাড়াই মৌসুম হতে (৫০ কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) পলি প্রপাইলিন ব্যাগে ইনার লাইনার হিসেবে ৫০ মাইক্রোন পুরুত্ব বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে স্থায়ীভাবে অনুমোদন প্রদান করা হলোঃ

ক) ইনার লাইনার হিসেবে ব্যবহৃত পলিথিনের পুরুত্বে কোন ক্রমেই ৫০ মাইক্রোন এর নীচে হবে না;

খ) চিনি প্যাকিং এর ইনার লাইনার হিসেবে ব্যবহারের জন্য যে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহৃত হবে তার উপর ''শুধুমাত্র চিনি প্যাকিং এর জন্য, শপিং ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ'' কথাটি ইংরেজী ও বাংলায় ছাপা থাকতে হবে;

গ) চিনি প্যাকিং এর জন্য ইনার লাইনার হিসেবে ব্যবহৃত পলিথিন অনুমোদিত পলিথিন ব্যাগ উৎপাদনকারীদের নিকট হতে ছাপা অবস্থায় ক্রয় করতে হবে; এবং
ঘ) যে সমস্ত উৎপাদনকারী এ ধরণের পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন করে তাদেরকে উৎপাদনে যাওয়ার পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসকে অবহিত করতে হবে।

(শাহনাজ আরেফিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
অনুলিপি: কার্যার্থে
১। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যে শিল্প কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা) ১১৫-১২০, মতিঝিল, ঢাকা।
৩। মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট এর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৫। উপ-সচিব (পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৪/দূষণ-০২/০৮/১৭৮ তারিখঃ ২৩.০৭.২০০৮ খ্রিঃ।

সমগ্র দেশে মাছের রেনু পোনা পরিবহণের জন্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) মাইক্রোন পুরুত্ব বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের জন্য এবং পণ্যের গুণগতমান রক্ষার স্বার্থে প্যাকেজিং কাজে ব্যবহারের জন্য ৫৫ (পঞ্চান্ন) মাইক্রোন পুরুত্ব বিশিষ্ট পলিথিন মোড়ক ব্যবহারের জন্য নির্দেশক্রমে অনুমতি প্রদান করা হলো।

এ সকল সামগ্রী যাতে কোন অবস্থাতেই আভ্যন্তরীণ বাজারে শপিং ব্যাগ হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে সে লক্ষ্যে মাছের রেনু পোনা পরিবহণের জন্য পলিথিন ব্যাগের উপরে বাংলাতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাসহ ''শুধুমাত্র মাছের রেনু পোনা পরিবহণের জন্য, শপিং ব্যাগ বা অন্য কোন কাজে ব্যবহারের জন্য নয়'' এবং প্যাকেজিং এর কাজে ব্যবহারের জন্য পলিথিন ব্যাগের উপর বাংলা ও ইংরেজীতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাসহ ''শুধুমাত্র প্যাকেজিং (মোড়ক) হিসেবে ব্যবহারের জন্য, শপিং ব্যাগ অন্য কোন কাজে ব্যবহারের জন্য নয়''- কথাটি ছাপানো থাকবে। এধরণের পলিথিন ব্যাগ/ মোড়ক উৎপাদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

(শাহনাজ আরেফিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
অনুলিপি: কার্যার্থে
১। মহা-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন, আদমজী কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা) ১১৫-১২০, মতিঝিল, ঢাকা।
৩। মাননীয় স্পেশাল এ্যাসিস্টেন্ট এর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৪। যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৫। উপ-সচিব (পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৪

নং-পবম/পরিবেশ-১/১৯/পলি:ব্যাগ-৩/২০০৭(অংশ-১)/৩৬৫ তারিখঃ ১৩/০৬/২০০৭ খ্রিঃ।

সুত্রঃ পরিবেশ/কারি/গবেষণা(পলিমোড়ক)-৪৭৭/২০০৩/১২৪৪; তারিখঃ১৫/০৫/২০০৭ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে চা রপ্তানি ও বনায়নের স্বার্থে ও সার্বিক বিবেচনায় সিলেট বন বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগে এবং চা গাছের চারা উত্তোলন কাজে ব্যবহারের জন্য ক্ষতিকারক কালো প্লাস্টিক পটের পরিবর্তে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে ৫৫ মাইক্রোন পুরুত্ব বিশিষ্ট সাদা প্লাস্টিক দ্বারা প্রস্তুতকৃত পলিথিন ব্যাগ/পট ব্যবহারের অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

১। পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের পুরুত্ব কোন ক্রমেই ৫৫ মাইক্রোনের নিচে হবে না;

২। চারা উত্তোলন কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগের ওপর '' শুধুমাত্র চারা উত্তোলন কাজে ব্যবহারের জন্য, শপিং ব্যাগ হিসেবে ব্যবহার নিষিদ্ধ'' কথাটি বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা থাকতে হবে;

৩। যে সকল কারখানা এ ধরণের পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ উৎপাদন করে তাদেরকে উৎপাদনে যাওয়ার পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

(মোসাঃ তাসকেরা খাতুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

বিতরণ:
১। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

অণুলিপি:
১। মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। উপ-সচিব (পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৪। উপ-সচিব (পরিবেশ-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২

নং-পবম/পরিবেশ শা-২/১/১৫/২০০৮/১৮৬ তারিখঃ ২৪/০৮/২০১১ খ্রিঃ।

প্রজ্ঞাপন

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৮ এপ্রিল, ২০০২ তারিখে জারীকৃত পবম-৪/২/৯/২০০২/২৪৬ নং প্রজ্ঞাপনের (খ) নং শর্ত মোতাবেক 'চা নার্সারীতে চারা উত্তোলনের জন্য' সর্বনিম্ন ৪০ মাইক্রন পুরুত্ব বিশিষ্ট বিশেষায়িত পলিথিন ব্যাগ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হলো।

২। চা চারা উত্তোলনের জন্য বিশেষ পলিথিন ব্যাগ যাতে কোন অবস্থাতেই অভ্যন্তরীণ শপিং ব্যাগ হিসেবে ব্যবহৃত হতে না পারে, সে লক্ষ্যে পলিথিন ব্যাগের উপরে বাংলাতে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাসহ ''শুধুমাত্র চা নার্সারীতে চারা উত্তোলনের জন্য'' শপিং ব্যাগ বা অন্য কোন কাজে ব্যবহারের জন্য নয়'' কথাটি ছাপানো থাকতে হবে।

৩। এ ধরণের পলিথিন ব্যাগ/ মোড়ক উৎপাদনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল)
উপ-সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(অনুগ্রহপূর্বক প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)

নং-পবম/পরিবেশ শা-২/১/১৫/২০০৮/১৮৬ তারিখঃ ২৪/০৮/২০১১ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলো

১। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। চেয়ারম্যান বাংলাদেশ চা বোর্ড, ১৭১-১৭২, বায়েজিদ বোস্তামি রোড নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম।

৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৬। যুগ্ম-সচিব (পরিবেশ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

৭। উপ-সচিব (পরিবেশ-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

(ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।

বিজ্ঞপ্তি

নং- পরিবেশ/১০০৬ তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০০২ ইং

বিষয় ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত অপরাধ তদন্ত ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান।

পলিথিন শপিং ব্যাগ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (যাহা ২০০২ সনের ৯নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৬ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ এর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও উল্লিক্ষিত অন্যান্য কার্যক্রম বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫(সংশোধিত) এর ১৫ (১) ধারায় বর্ণিত টেবিলের ৪নং ক্রমিকের বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ।

তৎপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (যাহা ২০০২ সনের ১০ নং আইন সংশোধিত) এর ২ (খ) ধারায় ক্ষমতাবলে এতদ্বারা পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত উপরোক্ত অপরাধসমূহের ব্যাপারে অনুসন্ধান, কোন স্থানে প্রবেশ, কোন কিছু আটক, আনুষ্ঠানিক তদন্ত ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রয়োজনবোধে পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালতে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত) অনুযায়ী মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে পুলিশের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে উক্ত আইনের ২ (খ) ধারায় সংজ্ঞায়িত "পরিদর্শক" এর ক্ষমতা প্রদান করা হইল ঃ-

(১) মেট্রোপলিটান এলাকায় - এস, আই/সমপর্যায় হইতে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ পর্যন্ত;

(২) মেট্রোলিটান বহির্ভূত এলাকায় - এস, আই/সমপর্যায় হইতে সহকারী পুলিশ সুপার পর্যন্ত।

২। পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (সংশোধিত) এর ৭(৩) ধারার অধীনে প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা না করা বা অন্যবিধ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং তদন্ত শেষে ৭(৭) ধারার অধীনে তদন্ত প্রতিবেদন

অনুমোদনের উদ্দেশ্যে মেট্রোপলিটান এলাকায় এসিসট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ ও তদূর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তা এবং মেট্রোপলিটান বহির্ভূত এলাকায় এ,এস,পি ও তদূর্ধ্ব পুলিশ কর্মকর্তাকে উক্ত ধারাবলে এতদ্‌দ্বারা ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ/০৭ আষাঢ় ১৪২৮

নং ২২.০০.০০০০.০৭৬.০৪.৬৭.২০-১২৪-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১নং আইন) এর ৬ ক (সংশোধিত ২০১০) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO) কর্তৃক প্রণীত Delneation of Coastal Zone এর Exposed Coast এর আওতাভুক্ত নিম্নে উল্লিখিত (ছক-ক) ১২ টি জেলার ৪০ টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ০৮ টি এলাকায় Single Use Plastic ব্যবহার বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নিম্নেবর্ণিত ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা (ছক-খ) বাস্তবায়ন করা হবে।

ছক-ক

Exposed Coast হিসেবে চিহ্নিত ১২টি জেলার ৪০টি উপজেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর ০৮ টি এলাকা নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	চট্টগ্রাম মহানগরের এলাকাসমূহ
১.	বাগেরহাট	মোংলা, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ	
২.	বরগুনা	আমতলী, বরগুনা সদর, পাথরঘাটা, বামনা	
৩.	ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখাঁন, লালমোহন, মনপুরা, তজুমুদ্দিন	
৪.	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা, বাঁশখালী, মীরসরাই, সন্দ্বীপ, সীতাকুন্ড	চট্টগ্রাম বন্দর, ডাবলমুড়িং, পাহাড়তলী, পাঁচলাইশ, পতেঙ্গা, হালিশহর, কোতয়ালী, বায়েজীদ বোস্তামী
৫.	কক্সবাজার	চকরিয়া, কক্সবাজার সদর, কুতুবদিয়া, উখিয়া মহেশখালী, রামু, টেকনাফ	
৬.	ফেনী	সোনাগাজী	
৭.	খুলনা	দাকোপ, কয়রা	
৮.	লক্ষীপুর	রামগতি	
৯.	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ, হাতিয়া, নোয়াখালী সদর	
১০.	পটুয়াখালী	দশমিনা, রাঙ্গাবালী, গলাচিপা, কলাপাড়া	
১১.	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	
১২.	সাতক্ষীরা	আশাশুনি, শ্যামনগর	

ছক-খ

(Single-Use Plastic) ব্যবহার বন্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা:

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধের ধাপসমূহ:

বিষয়বস্তু / বছর	১ম বছর (২০২১)		২য় বছর (২০২২)		৩য় বছর (২০২৩)	
	জানুয়ারি-জুন	জুলাই-ডিসেম্বর	জানুয়ারি-জুন	জুলাই-ডিসেম্বর	জানুয়ারি-জুন	জুলাই-ডিসেম্বর
ওয়ান টাইম কাপ, গ্লাস, প্লেট ও অন্যান্য তৈজসপত্র জুসের স্ট্র/ styrofoam food package/coffee stirrers/অন্যান্য	আন্তঃমন্ত্রণালয়, আন্তঃবিভাগ সভা আয়োজন।	যাত্রী ও পণ্যবাহী নৌযান, অভ্যন্তরীণ বিমানসমূহও সমুদ্র সৈকত এলাকা	সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন হোটেল/মোটেল /রেস্টুরেন্ট	সৈকত সংলগ্ন হাট বাজার/বাস স্ট্যান্ড/ঘোষিত পাবলিক প্লেস/ উপজেলার অন্তর্গত সরকারি/ আধা-সরকারি দপ্তর/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সৈকত সংলগ্ন সমগ্র উপজেলা	সৈকত সংলগ্ন জেলা
lolypop cover, sachet, cigarette filter, cotton buds, সার্জিকেল গ্লাবস/মাস্ক non-recylable/non-biodegradable items (multilayer packaging)	Solid waste rules প্রণয়ন	ব্রান্ড মালিক/Supply Chain এর অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায়ী/বর্জ্য ব্যবস্থাপক/নীতি নির্ধারকদের মতামত গ্রহণ	EPR (Extended Producer Responsibility) নির্দেশিকা প্রণয়ন	কোস্টাল এলাকায় পরিবেশ সম্মতভাবে বর্জ্য সংগ্রহ ও বর্জ্য পরিত্যাজনের সুবিধা স্থাপন (কক্সবাজার ও পটুয়াখালীতে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে)	কোস্টাল এলাকায় বর্জ্য সংগ্রহ ও বর্জ্য পরিত্যাজনে প্রশিক্ষণ প্রদান	কোস্টাল এলাকায় EPR pilot প্রকল্প বাস্তবায়ন

০২। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ উদ্যোগ/পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
জিয়াউল হাসান, এনডিসি
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৪০-আইন/২০২১।-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৬ক তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, মহা-পরিচালকের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ শর্তাধীন নির্দেশ জারি করিল, যথা:-

(১) মন্ট্রিল প্রটোকলের Anex-F এ উল্লিখিত Hydrofluro Carbon (HFC) বা তফসিলে উল্লিখিত HFC সম্বলিত রাসায়নিক বা রাসায়নিকের মিশ্রণ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, মজুদ বা বিতরণের নিমিত্ত অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) শর্ত (১) এর অধীন লাইসেন্স প্রাপ্তির নিমিত্ত দরখাস্ত মহা-পরিচালকের নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে;

(৩) শর্ত (২) এর অধীন যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম দাখিল হইবার পর উক্ত ফরমে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সত্যতা যাচাই বা, ক্ষেত্রমত, তদন্ত করিয়া মহা-পরিচালক দরখাস্ত মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিবেন বা দরখাস্ত বিবেচনার প্রয়োজনে মহা-পরিচালক দরখাস্তকারীকে সংশ্লিষ্ট যেকোনো তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন;

(৪) দরখাস্তকারীকে লাইসেন্স ফি বাবদ প্রতিটি আইটেম এর জন্য টাকা ৫০০/- (পাঁচশত) মহা-পরিচালক বরাবর কোড নং: ১-৪৫৪১-০০০০-২৬৮১ তে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে;

(৫) মহা-পরিচালক তদ্‌কর্তৃক লাইসেন্সের কোনো শর্ত, প্রয়োজনে, সংশোধন বা পরিমার্জন করিতে পারিবেন এবং শর্ত ভঙ্গের জন্য শুনানী গ্রহণপূর্বক লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন;

(৬) তফসিলে উল্লিখিত রাসায়নিকসমূহের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের বিধান ও অন্যান্য শর্ত মন্ট্রিল প্রটোকল ও সংশ্লিষ্ট কিগালী সংশোধনীর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাইবে;

(৭) পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উপরি-উল্লিখিত শর্তাবলীর এক বা একাধিক নির্দেশ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলের ৪ নং ক্রমিকের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল
[শর্ত (১) দ্রষ্টব্য]
মন্ট্রিল প্রটোকল নির্ধারিত HFC সম্বলিত দ্রব্যের বিবরণ

ক্রমিক নং	HFC দ্রব্যের নাম	HFC দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	জিডব্লিউপি (100 Year Global Warming Potential)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
1.	HFC-134	1,1 2,2 tetrafluoro ethane (CHF2CHF2)	1100
2.	HFC-134a	1,2,2,2 tetrafluoro ethane (CH2FCF3)	1430

3.	HFC-143	1,2,2 Trifluoro ethane (CH2FCHF2)	353
4.	HFC-245fa	1,1,3,3,3 pentafluoro propane (CHF2CH2CF3)	1030
5.	HFC-365mfc	1,1,1,3,3 pentafluoro butane (CF3CH2CF2CH3)	794
6.	HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3 heptafluoro propane (CF3CHFCF3)	3220
7.	HFC-236cb	1,2,2,3,3,3 hexafluoro propane (CH2FCF2CF3)	1340
8.	HFC-236ea	1,1,2,3,3,3 hexafluoro propane (CHF2CHFCF3)	1370
9.	HFC-236fa	1,1,1,3,3,3 hexafluoro propane (CF3CH2CF3)	9810
10.	HFC-245ca	1,2,2,3,3 pentafluoro propane (CH2FCF2CHF2)	693
11.	HFC-43-10mee	1,1,1,2,3,4,4,5,5,5 decafluoro (CF3CHFCHFCF2CF3)	1640
12.	HFC-32	difluoromethane (CH2F2)	675
13.	HFC-125	1,1,2,2,2 pentafluoro ethane (CHF2CF3)	3500
14.	HFC-143a	1,1,1 trifluoro ethane (CH3CF3)	4470
15.	HFC-41	monofluoro methane (CH3F)	92
16.	HFC-152	1,2 difluoro ethane (CH2FCH2F)	53
17.	HFC-152a	1,1 difluoro ethane (CH3CHF2)	124
18.	HFC-23	trifluoro methane (CHF3)	14,800

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
জিয়াউল হাসান
এনডিসি
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০৬ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-০৭-আইন/২০২০।- ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ৮(৩)(ঙ) এর শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা পরিচালনার ক্ষেত্রে দূরত্ব সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা নিম্নরূপভাবে শিথিল করিল, যথা :

উপরি-উক্ত আইনের ধারা ৮(৩)(ক) মোতাবেক ধারা ৮(১) এ উল্লিখিত এলাকার তালিকার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর, আবাসিক এলাকা, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা, বাগান, জলাভূমি, কৃষি জমির সীমারেখা হইতে এবং ধারা ৮(৩)(ঙ) তে উল্লিখিত বিশেষ কোনো স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ কোনো স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ৪০০ মিটার দূরত্বের বাহিরে বিদ্যমান উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা যেমন: হাইব্রিড হফম্যান কিলন (Hybrid Hoffman Kiln), টানেল কিলন (Tunnel Kiln) পরিচালনা করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ইট ভাটা হইতে বায়ুদূষণের মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে নির্ধারিত মানমাত্রায় থাকিতে হইবে এবং ইহার কর্ম পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত হইতে হইবে:

তবে আরো শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত প্রযুক্তির নূতন ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞাপন প্রযোজ্য হইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবদুল্লাহ আল
মোহসীন চৌধুরী
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন
ই/১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.doe.gov.bd

২০/১১/১৪২৯ বাং
স্মারক নং-২২.০২.০০০০.০৫৫.৩৮.১৭৮.২০২৩-৬৩ (১) তারিখঃ ---------------------।
০৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত আইনের ৭ ও ৯ ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ এর বিভিন্ন বিধিবলে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন/প্রয়োগের জন্য পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পযর্ন্ত পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট), সদর দপ্তর-কে সমগ্র বাংলাদেশ; পরিচালক, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়; পরিচালক, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয় ও পরিচালক, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়-কে তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্পন করা হলো। অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহাপরিচালক কোন

সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করলে তা অনুসরণ করতে হবে। অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং ইহা ০৫/০৩/২০২৩ খ্রিঃ হতে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত,

০৫/০৩/২০২৩

ড. আবদুল হামিদ
মহাপরিচালক

বিতরণঃ

১। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট।

২। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মহানগর কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

৩। পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৪। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য

১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় উপ-মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫।পরিচালক (প্রশাসন/ পরিবেশগত ছাড়পত্র/ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/ জলবায়ু পরিবর্তন/ আইন/ বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা/ পরিকল্পনা/ আইটি/ ঢাকা গবেষণাগার/ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/ ঢাকা অঞ্চল/ঢাকা মহানগর/ কক্সবাজার/ ময়মনসিংহ/ বরিশাল/ খুলনা বিভাগ/ রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া, পরিবেশ অধিদপ্তর।

৬। উপপরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা --------------------------------- / সকল জেলা কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর।

৫। প্রকল্প পরিচালক (সকল), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৩ মে, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-১৬৫-আইন/২০২৩- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ১৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই নির্দেশিকা সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন নির্দেশিকা, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সরকারি-বেসরকারী সংস্থা সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা।-সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিতকল্পে নিম্নবর্ণিত মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবে, যথা:-

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান	
			প্রধান বাস্তাবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	অবকাঠামো ও স্থাপনা নির্মাণ	সেন্টমার্টিন দ্বীপে যে কোনো ধরনের স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৭ নং আইন) অনুসরণ করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হইতে অনাপত্তি গ্রহণ করা।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	(১) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (২) পরিবেশ অধিদপ্তর
২।	সরকারি স্থাপনা, রেস্ট হাউজ, ডরমিটরি,হোস্টেল ইত্যাদি ব্যবহার	সরকারি বিভিন্ন সংস্থার স্থাপনা, স্টল হাউজ, ডরমিটরি, হোস্টেল, ইত্যাদি সরকারি কাজ ব্যতীত বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার না করা।	সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ	
৩।	পর্যটন ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা	(১) সকল পর্যটক কর্তৃক সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভ্রমণের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার
		(২) সেন্টমার্টিন দ্বীপে অবতরণের জন্য পর্যটকদের ফি নির্ধারণ করা।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার
		(৩) সেন্টমার্টিন দ্বীপে দিন প্রতি প্রকৃত ধারণ ক্ষমতা (Effective Real Carrying Capacity) অনুযায়ী পর্যটকের সংখ্যা নিশ্চিতকরণ।	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	(১) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (২) পরিবেশ অধিদপ্তর (৩) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৪) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৫) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ
		(৪) সেন্টমার্টিন দ্বীপের জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ রক্ষাকল্পে পর্যটক ও স্থানীয়দের জন্য অনুসরণীয় ও বর্জনীয় কার্যাবলির তালিকা সংবলিত নোটিশ, বিলবোর্ড বা প্রচারপত্র তৈরি এবং উহা সহজে দৃশ্যমান	পরিবেশ অধিদপ্তর	(১) বন অধিদপ্তর (২) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (৩) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার

		হয় দ্বীপের এইরূপ উন্মুক্ত স্থান, পর্যটক পরিবহন যান বা অনুরূপ স্থানে স্থাপন, প্রচার বা প্রকাশ করা।		
		(৫) চাহিদা বিবেচনায় ও বাস্তবতার নিরিখে মৎস্যজীবী, মৎস্য শিকারি ও ব্যবসায়ীদের জন্য দ্বীপে একটি পরিবেশবান্ধব মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণ করা। মৎস্য শিকারের জন্য নির্ধারিত নৌযানে কোনো অবস্থাতে কোনো যাত্রী বা পর্যটক পরিবহন না করা । যদি কোনো মৎস্য শিকারী বা ব্যবসায়ী যাত্রী বা পর্যটক পরিবহন করেন তাহা হইলে সেন্টমার্টিন দ্বীপে তাহার মৎস্য শিকার বা ব্যবসার অনুমতি বাতিল করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	(১) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (২) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৩) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (৪) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ
		(৬) বন অধিদপ্তর কর্তৃক মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়ার কোর এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং নির্ধারিত ল্যান্ডিং এলাকা ব্যতীত কোর এলাকায় যাহাতে কোনো পর্যটন জাহাজ প্রবেশ না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।	বন অধিদপ্তর	(১) পরিবেশ অধিদপ্তর (২) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৩) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (৫) নৌপরিবহন অধিদপ্তর (৬) বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
		(৭) সেন্টমার্টিন দ্বীপের পর্যটন সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, নির্ধারিত নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী বা পর্যটক পরিবহন বন্ধ ও পরিবেশবান্ধব অবস্থা নিশ্চিত করিতে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা।	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) পরিবেশ অধিদপ্তর (৩) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ	(১) নৌপরিবহন অধিদপ্তর (২) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (৩) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
		(৮) পরিবেশবান্ধব পর্যটন ব্যবস্থাপনায় কমিউনিটি বেসড	(১) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও	(১) বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড

		পর্যটনে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা যেমন, স্থানীয় যুবকদের ট্যুরিস্ট গাইড হিসাবে প্রশিক্ষিত করিয়া টেকসই পরিবেশবান্ধব পর্যটনে অবদান নিশ্চিতকরণ।	পর্যটন মন্ত্রণালয় (২) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার	(২) পরিবেশ অধিদপ্তর (৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (৫) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (৬) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (৭) বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি, কক্সবাজার
		(৯) সমুদ্রে শৈবাল ও কোরাল এর পুনর্জন্ম (regeneration) নির্বিঘ্ন রাখিতে পর্যটকবাহী জাহাজ ঘাটে ভিড়িবার সময় গতি নিয়ন্ত্রণ করাসহ তীর হইতে নিরাপদ দূরত্বে (কমপক্ষে ২০০ মিটার দূরে) জেটিতে নোঙর নিশ্চিতকরণ।	(১) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (২) নৌপরিবহন অধিদপ্তর	(১) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (২) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৩) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৪) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ
৪।	ভূমি ব্যবস্থাপনা	(১) সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতিমালার সঙ্গে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ প্রতিপালন।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	(১) ভূমি মন্ত্রণালয় (২) আইন ও বিচার বিভাগ (৩) পরিবেশ অধিদপ্তর (৪) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার
		(২) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেন্টমার্টিন দ্বীপে ভূমি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ও প্রাসঙ্গিক সহায়তা নিয়া ভূমি জোনিং ও ম্যাপ প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে অবকাঠামো নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণের বিষয়ে একটি মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করা।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	(১) ভূমি মন্ত্রণালয় (২) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৩) পরিবেশ অধিদপ্তর (৪) বন অধিদপ্তর (৫)বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট

৫।	দ্বীপের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা,ইত্যাদি	(১) টেকনাফ উপজেলা ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে পরিবেশসম্মত সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা করা।	(১) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ (২) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) পরিবেশ অধিদপ্তর (৩) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
		(২) সেন্টমার্টিন দ্বীপের সকল স্থান সার্বক্ষণিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়া একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।	(১) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ (২) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ	জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার
		(৩) সেন্টমার্টিন দ্বীপের সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তত্ত্বাবধানকারীগণ কর্তৃক স্বীয় ব্যবস্থাপনায় ও উদ্যোগে নিজ নিজ বর্জ্য সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশনে এবং স্থানীয় বাসিন্দাগণ কর্তৃক নিজ নিজ বর্জ্য পরিবেশসম্মত ব্যাগে ভর্তি করিয়া বাড়ির সামনে দৃশ্যমান স্থানে রাখা। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিবেশসম্মত উপায়ে উক্ত বর্জ্য সংগ্রহ করিয়া সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশনে ডাম্প করা।	(১) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ (৩)কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	(১) স্থানীয় সরকার বিভাগ (২) পরিবেশ অধিদপ্তর (৩) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৪) টেকনাফ উপজেলা পরিষদ
		(৪) সেকেন্ডারি ডাম্পিং স্টেশন হইতে সকল প্রকার ময়লা ও বর্জ্য দ্বীপের বাহিরে পরিবেশবান্ধবভাবে মূল ভূখন্ডে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। সেন্টমার্টিন দ্বীপে ও সমুদ্রবক্ষে বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য অননুমোদিতভাবে নিঃসরণ না করা।	(১) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ	(১) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (২) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৩) পরিবেশ অধিদপ্তর (৪) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
		(৫) সেন্টমার্টিন দ্বীপে চলাচলকারী কোনো নৌযান বা জাহাজ যদি দ্বীপে ও সমুদ্রবক্ষে বর্জ্য ও পয়ঃবর্জ্য নিঃসরণ করে তাহা হইলে উক্ত নৌযান বা জাহাজের রুট পারমিট বাতিলসহ জাহাজ চলাচল বন্ধ করা।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (৩) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৪) বাংলাদেশ কোস্ট গাড

		(৬) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত সেন্টমার্টিন দ্বীপে চলাচলকারী সকল জাহাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিন স্থাপন, বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা বা অনুরূপ ব্যবস্থা করা এবং উহার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর	(১) পরিবেশ অধিদপ্তর (২) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৩) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (৪) ট্যুরিস্ট পুলিশ
		(৭) সেন্টমার্টিন দ্বীপে জৈবিকভাবে পচনশীল, জৈবিকভাবে অপচনশীল ও গার্হস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ কঠিন বর্জ্যের জন্য পৃথক পৃথক বিন বা প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা করা।	(১) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ (২) পরিবেশ অধিদপ্তর	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (৩) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ
		(৮) সেন্টমার্টিন দ্বীপে চলাচলকারী সকল প্রকার জলযান এবং দ্বীপে পলিথিন ও প্লাস্টিক পাত্রে খাবার, চিপস এবং প্লাস্টিক বোতলে পানি ও যে কোনো ধরনের পানীয়, পলিথিন বা প্লাস্টিকজাত মাল্টি-লেয়ার মোড়কসহ পণ্য, পলিথিক ব্যাগ বা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকজাত সকল পণ্য যেমন, ওয়ান টাইম গ্লাস, প্লেট, কাপ ও অন্যান্য তৈজসপত্র, জুসের স্ট্র, সার্জিক্যাল গ্লাভস, মাস্ক, স্টাইরোফোম ফুড প্যাকেজ, কপি স্টিয়ার্স, ললিপপ কভার, সিগারেট ফিল্টার্স, কটন বাডস, ইত্যাদি উৎপাদন, সংরক্ষণ, মজুদ, পরিবহন, ক্রয়, বিক্রয় বা ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ।	(১) পরিবেশ অধিদপ্তর (২) নৌপরিবহন অধিদপ্তর	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (৩) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ (৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
৬।	পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	(১) সেন্টমার্টিন দ্বীপের নিস্তব্ধতা ও শান্তি বজায় রাখা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং বিচ এলাকায় চলাচলকারী সামুদ্রিক প্রাণিসমূহের প্রজনন নির্বিঘ্ন রাখিবার জন্য দ্বীপে যেকোনো প্রকার আলো ও আগুন জ্বালানো, ফানুস ও আতশবাজি এবং শব্দদূষণ সৃষ্টিকারী মাইক, সাউন্ডবক্স কিংবা কোনো ডিভাইস	(১) পরিবেশ অধিদপ্তর (২) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার	(১) বাংলাদেশ পুলিশ (২) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (৩) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৪) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ (৫) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

		বা অনুরূপ কোনো কিছু ব্যবহার না করা।		
		(২) সেন্টমার্টিন দ্বীপে ব্যবহৃত জেনারেটরে শব্দশোষক যন্ত্র সংযোজনকরত বদ্ধ স্থানে স্থাপন এবং শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এ নির্ধারিত মানমাত্রা অনুযায়ী শব্দ সহনীয় পর্যায়ে রাখা।	পরিবেশ অধিদপ্তর	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) বাংলাদেশ পুলিশ (৩) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (৪) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড
		(৩) সেন্টমার্টিন দ্বীপে শব্দদূষণ রোধে মোটরযান ও যন্ত্রচালিত যানবাহন যেমন, মোটর সাইকেল, ভটভটি, নছিমন, করিমন এবং ব্যাটারিচালিত যানবাহন নিষিদ্ধকরণ। তবে, মনুষ্যচালিত যানবাহন যেমন, রিক্সা, ভ্যান ও সাইকেল ব্যবহার করা যাইবে। এই সকল যানবাহনকে নির্ধারিত সড়কে চলাচল করিতে হইবে। কোনোক্রমেই বিচে রিক্সা, ভ্যান, সাইকেল ও মটর সাইকেল ইত্যাদি চলাচল না করা।	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ	(১) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (২) বাংলাদেশ পুলিশ (৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (৪) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
		(৪) সেন্টমার্টিন দ্বীপকে ঝড় ও ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করিবার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের সহায়তা নিয়া উপকূলীয় বনবিভাগ কর্তৃক সেন্টমার্টিন দ্বীপে প্রয়োজন অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, ম্যানগ্রোভ ও কেয়া বেষ্টনী সৃজন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম তদারকি করা।	বন অধিদপ্তর	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) পরিবেশ অধিদপ্তর
		(৫) সৈকত সংলগ্ন এলাকায় কেয়াবন ও ঝোপঝাড় ধ্বংস, অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন, নৌকার নোঙর ফেলিয়া প্রবাল ধ্বংস, প্রবাল ও শৈবালযুক্ত পাথরের উপর হাঁটাচলা, জ্বালানির জন্য কেয়াবন, প্যারাবন ও গাছপালা কাটা এবং জোয়ারভাটা	পরিবেশ অধিদপ্তর	(১) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (২) বাংলাদেশ পুলিশ (৩) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৪) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৫) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ

		অঞ্চল ও দ্বীপের অভ্যন্তর, সৈকত ও সমুদ্র এলাকা থেকে পাথর উত্তোলন না করা।		
		(৬) সেন্টমার্টিন দ্বীপের সৈকতে চলাচলকারী বিরল প্রজাতির কাছিমের প্রজনন নিরাপদ রাখা এবং কাছিমের ডিম ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য কুকুরের উপদ্রব বা অনুরূপ অন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টকারী প্রাণী থাকিলে তাহা সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া টেকনাফ অথবা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	(১) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (২) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (৩) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ	(১) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (২) বন অধিদপ্তর (৩) বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
		(৭) সামুদ্রিক কাছিম, পাখি, প্রবাল, শামুক, ঝিনুক, তারা মাছ, রাজকাঁকড়া, সামুদ্রিক ঘাস, সামুদ্রিক শৈবাল এবং কেয়া ফল সংগ্রহ ও ক্রয়-বিক্রয় না করা।	(১) পরিবেশ অধিদপ্তর (২) বন অধিদপ্তর	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (৪) উপজেলা প্রশাসন, টেকনাফ (৫) সেন্টমার্টিন ইউনিয়ন পরিষদ
		(৮) জাহাজ থেকে পাখিকে চিপস বা অন্য কোনো খাবার পরিবেশন না করা।	(১) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (২) নৌপরিবহন অধিদপ্তর	(১) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (২) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৩) পরিবেশ অধিদপ্তর (৪) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার
		(৯) অনিয়ন্ত্রিত পর্যটনের ফলে সেন্টমার্টিন দ্বীপের পরিবেশ ও প্রতিবেশগত ক্ষতি এবং অর্থনীতিতে অবদানের আর্থিক মূল্য (Economic Evaluation) নিরূপণ করা।	বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট	(১) পরিবেশ অধিদপ্তর (২) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (৩) Center for Environmental and Geographic Information

				Services (CEGIS)
		(১০) সেন্টমার্টিন দ্বীপের চারপাশে কেয়া বেষ্টনী পুনরূদ্ধার (Restoration) এবং অন্তর্জল অঞ্চল (Intertidal Zone)-কে পর্যটন কার্যক্রমের বাহিরে রাখিবার জন্য এলাকা চিহ্নিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	বন অধিদপ্তর	(১) ভূমি মন্ত্রণালয় (২) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (৪) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৫) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (৬) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (Teritorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 বিবেচনায়) (৭) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৮) পরিবেশ অধিদপ্তর (৯) CEGIS (১০) Center for Natural Resources Studies (CNRS) (১১) বিচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি, কক্সবাজার
		(১১) সেন্টমার্টিন দ্বীপে সৈকতের ভাঙন রোধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে জিও ব্যাগ বা পাথর ফেলিয়া বাঁধ নির্মাণ অথবা অনুরূপ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ না করা।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	(১) বাংলাদেশ পুলিশ (২) পরিবেশ অধিদপ্তর (৩) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (৪) ট্যুরিস্ট পুলিশ (৫) কোস্ট গার্ড (৬) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৭।	কতিপয় ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণ	(১) সেন্টমার্টিন দ্বীপে জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ বা খনিজ সম্পদ বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান, সমীক্ষা বা গবেষণা, নমুনা সংগ্রহ, মহড়া ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।	পরিবেশ অধিদপ্তর	(১) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (২) বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট
		(২) সেন্টমার্টিন দ্বীপে কোনো শিক্ষা সফর, দলবদ্ধ ভ্রমণ, সেমিনার, কর্মশালা, রিপোর্টিং, শুটিং, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম, কনফারেন্স, আউটরিচ কার্যক্রম, সী বিচ স্পোর্টস বা অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা।	(১) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার (২) পরিবেশ অধিদপ্তর	(১) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (২) ট্যুরিস্ট পুলিশ
		(৩) সেন্টমার্টিন দ্বীপে ও মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়ায় মনুষ্যচালিত আকাশযান (হেলিকপ্টার, সী প্লেন, ইত্যাদি), মনুষ্যবিহীন ডিভাইস (ড্রোন) ও স্কুবা ডাইভিং, মেরিন প্যারাগ্লাইডিং বা অনুরূপ কিছু পরিচালনা করা।	(১) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (২) জেলা প্রশাসন, কক্সবাজার	(১) কোস্ট গার্ড (২) বাংলাদেশ পুলিশ

৩। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।-** সরকার, এই নির্দেশিকার কোনো অস্পষ্টতার কারণে কোনো দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদনে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারির মাধ্যমে, স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানকরত উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ২২.০০.০০০০.০৭৩.৩৭.০০১.২০১৪-৪৮-জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি)-এর ৬ষ্ঠ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু এন্টিবায়োটিক মার্কার ফ্রি ট্রান্সজেনিক IR 64 ধানের বীজ আমদানি এবং গ্রীন হাউজে কনটেইন্ড কন্ডিশনে পরীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করা হলো :

সিদ্ধান্ত-২:

(১) খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের জাত প্রস্তুতের গবেষণাটি আমদানি থেকে শুরু করে কোন পর্যায়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে এবং প্রতিটি ধাপে কী কী বায়োসেফটি মেজারস্ গৃহীত হবে এবং তার মনিটরিং পদ্ধতির একটি রুপরেখা এনসিবি এবং বিসিসি-কে অবহিত করতে হবে।

(২) বায়োসেফটি গাইডলাইন্স অব্ বাংলাদেশ এবং কার্টাগেনা প্রটোকল অন্ বায়োসেফটি অনুযায়ী ট্রান্সবাউন্ডারি মুভমেন্ট এবং হ্যান্ডলিং সম্পন্ন করতে হবে।
(৩) পরীক্ষণটি শুধু আবদ্ধ অবস্থায় কনটেইনড্ গ্রীন হাউজ এবং কনটেইনড্ গ্রীন হাউজে সম্পন্ন করতে হবে।
(৪) আবদ্ধ পরীক্ষণ চলাকালীন বায়োসেফটি মেজারস-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ প্রতি ১৫ দিন অন্তর এনসিবি এবং বিসিসি বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
(৫) পরীক্ষণাধীন অবস্থায় ট্রান্সজেনিক ধান বীজ বা পরীক্ষণাধীন অনুজীব বা এর কোনো ট্রান্সজেনিক বৈশিষ্ট্য যদি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে যে কোনো বিরুপ প্রভাবের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক/ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মু শুকুর আলী
উপসচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

সমন্বয়-২।

নং-পবি/এনইসি-একনেক/সমন্বয়-২/প্রঅপ/১৩/৯৮/২০৫

তারিখ ঃ ১৬-০৮-২০০০ ইং / ০১-০৫-১৪০৭ বাং

পরিপত্র

বিষয়ঃ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে নির্বাহী কমিটির (একনেকে) বিগত ৬ই জুন, ২০০০ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সকল ক্ষেত্রে সমভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না। অধিকন্তু প্রস্তাবকৃত কোন প্রকল্পের কারণে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশগত ছাড়পত্র/ব্যবস্থাপত্র প্রদানে ক্ষেত্র বিশেষে দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হচ্ছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব/দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এসব বিষয়ে গত ০৬/০৬/২০০০ ইং তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সমুদ্র সৈকতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখা এবং দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। পরিবেশ নীতি ১৯৯২, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এবং পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ এ বর্ণিত বিষয়াবলীর অনুবৃত্তিক্রমে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলীও অনুসৃত হবে ঃ

২.১ ভবিষ্যতে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করবে।

২.২ ভবিষ্যতে সড়কক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণকালে একই নদীর বিভিন্ন স্থানে একাধিক সেতু নির্মাণ পরিহার কল্পে প্রয়োজনে সড়কের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি, নির্মাণ ব্যয় ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরীক্ষাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২.৩ নির্মাণাধীন কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রকল্পের সড়ক ও সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং সড়কের উত্তর ও পূর্বদিকে ৩০০ (তিনশত) মিটারের মধ্যে যে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না।

২। উপযুক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

বিতরণ ঃ কার্যার্থে।

সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ... মন্ত্রণালয়/সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বিআরটিএ শাখা।

নং- সওজে/বিআরটিএ/পরিবেশ-৯/৯৯ (অংশ-৪)-২৮৯ তারিখ ঃ ১৩-০৫-২০০২ ইং।

বিষয় ঃ ঢাকা মহানগরীতে ১ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ থেকে ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত থ্রী-হুইলার মোটরযানের চলাচলের জন্য রুট পারমিট ও ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান না করা প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ অত্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- সওজে/বিআরটিএ/পরিবেশ-৯/৯৯(অংশ-৪)-২৭১, তারিখ ঃ ০২-০৫-২০০২ ইং।

সূত্রে উল্লেখিত পত্রের বরাতে জানানো যাচ্ছে যে, মোটর ভেহিক্যালস্ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর ৫৩ ধারা বলে সরকার ১লা সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ থেকে ঢাকা মহানগর এলাকায় ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন চালিত থ্রী-হইলার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ঢাকা মহানগরীর বাইরে চলাচলের জন্য ২-ষ্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রী-হুইলার যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে না।

২। অতএব, উপরোল্লিখিত সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে অনুরোধ করা হলো।

এ,টি,কে,এম, ইসমাইল
উপ-সচিব (পরিবহন)।

১। চেয়ারম্যান বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

৩। কমিশনার ডি, এম, পি
ও
সভাপতি, ঢাকা মেট্রোপলিটন আর.টি.সি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৪।
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে ফাল্গুন ১৪০৮/ ৬ই মার্চ ২০০২

এস, আর, ও, নং ৪৫-আইন/২০০২ সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এর-
(ক) ধারা ৪ (১) এর বিধান মোতাবেক ঢাকা ও চট্টগ্রামে ১ (এক) টি করিয়া পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিল;
২। ইহা ১৮-০২-২০০২ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মুহম্মদ নুরুল হুদা
উপ-সচিব (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৪।
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২শে ফাল্গুন ১৪০৮/ ৬ই মার্চ ২০০২

এস, আর, ও, নং ৪৪-আইন/২০০২ - সরকার পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এর- (ক) ধারা ১২ (১) এর বিধান মোতাবেক সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করিল;
২। ইহা ১৮-০২-২০০২ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মুহম্মদ নুরুল হুদা
উপ-সচিব (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
জেএ-৪ শাখা।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯

নং-সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯ তারিখ ঃ -----------------

২৯শে মে, ২০০২

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (যাহা ২০০২ সনের ১০ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর অধীনে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রসঙ্গে উক্ত আইনের ৫(খ) ধারা বলে সরকার নিম্নেবর্ণিত নির্দেশ জারী করিলেন ঃ-

ক) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহাদের সাধারাণ দায়িত্বের অতিরিকক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

খ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে পর্যায়ে তৎকর্তৃক নির্ধারিত এলাকার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁহাদের সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন।

গ) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনবোধে উপজেলা পর্যায়ে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেও তাঁহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে পরিবেশ আইনে বর্ণিত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারভূক্ত অপরাধগুলোর বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পরিবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ তাজুল ইসলাম মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৯২৩৫

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯

নং-সম/জেএ-৪/৪৫/২০০২-৩০৯/১(১৫০) তারিখ ঃ

২৯শে মে, ২০০২

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ/মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। ....।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-১।

নং-বিচার-১/৪পি-১/২০০৮-১৩৩ তারিখঃ- ২২/০৩/২০১১ খ্রিঃ।

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে সরকার প্রত্যেক জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এর অধীনস্থ সকল সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ও সকল মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেটকে পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৬ নং আইন) ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এবং পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন আইন এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধিতে বর্ণিত যেসকল অপরাধের জন্য অনধিক ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্ত বা বিনষ্ট বা বিলিবন্দেজ করার বিধান আছে, সেই সকল অপরাধের বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটরুপে দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা প্রদান করলো।

এই প্রসঙ্গে আইন ও বিচার বিভাগের ১৯/১২/২০১০ ইং তারিখের বিচার- ১/৪পি-১/২০০৮-৬৩৯ নম্বর বিজ্ঞপ্তি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ আবদুল হান্নান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬২৪৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই-১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.doe.gov.bd

১২/০১/১৪২৩ সন
স্মারক নং- ২২.০২.০০০০.০৫১.০৪.১৫২.২০১-১২২ তারিখ: ---------------
২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর সংশোধন প্রসংগে।

সূত্রঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখা-৩ এর প্রজ্ঞাপন, তারিখ ৩০ মার্চ ২০১৬ খ্রিঃ।

সরকার কর্তৃক এস. আর. ও. নং ৭৮-আইন/২০১৬ মোতাবেক মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ১৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার তফসিলের নিম্নরুপ অধিকতর সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধনমতে বর্ণিত আইনের তফসিলের ক্রমিক নং (70) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরুপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত টেবিলের ক্রমিক নং ৩, ৪(ক) (প্রথম অপরাধ), ৪(খ), ৫ (প্রথম অপরাধ), ৬ (প্রথম অপরাধ), ৭ (প্রথম অপরাধ) ও ৮ (প্রথম অপরাধ) এবং ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২);"।

বিষয়টি নিম্নছকে বর্ণনা করা হলঃ

টেবিলের ক্রমিক নং	অপরাধের ধারা	অপরাধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
৩।	ধারা ৬ এর উপধারা (১) লংঘন।	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ।
৪। (ক) প্রথম অপরাধ	ধারা ৬কঃ ক অংশ লংঘন।	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ (নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ) উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ।
৪। (খ) প্রথম অপরাধ	ধারা ৬কঃ খ অংশ লংঘন।	বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মওজুদ, বিতরন, বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার।
৫। প্রথম অপরাধ	ধারা ৬খ অংশ লংঘন।	পাহাড় কাটা সর্ম্পকে বাধা-নিষেধ।
৬। প্রথম অপরাধ	ধারা ৬গ অংশ লংঘন।	ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানী, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, পরিবহণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।
৭। প্রথম অপরাধ	ধারা ৬ঘ অংশ লংঘন।	জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্টি দূষণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।
৮। প্রথম অপরাধ	ধারা ৬ঙ অংশ লংঘন।	জলাধার সর্ম্পকিত বাধা-নিষেধ।
	ধারা ১৫ এর উপধারা-২	বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮১৮১৮০০

কাযার্থেঃ

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। পরিচালক (সকল), সদর দপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। পরিচালক (সকল), মহানগর /আঞ্চলিক /গবেষনাগার /বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর।
৪। উপ-পরিচালক (সকল), সদর দপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। উপ-পরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল), পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা-৩
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ চৈত্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৩০ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৭৮-আইন/২০১৬।—মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯নং আইন) এর ধারা ১৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের তফসিলের নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা:-

উপরি-উক্ত আইনের তফসিলের ক্রমিক নং (70) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্টির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

''বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত টেবিলের ক্রমিক নং ৩, ৪(ক) (প্রথম অপরাধ), ৪(খ), ৫ (প্রথম অপরাধ), ৬ (প্রথম অপরাধ), ৭ (প্রথম অপরাধ) ও ৮ (প্রথম অপরাধ) এবং ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২);''।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।

নং-পরিবেশ/সাঃ ৪৯৭/৯১/৫৪৫

তারিখ, ঢাকা ২৮-০২-০০২ ইং / ১৬-১১-১৪০৮ বাং

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিষয় ঃ পাহাড় কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সংক্রান্ত বিষয়ে গাজীপুর ও নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভূক্তকরণ প্রসঙ্গে।

সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্যে করা যাইতেছে যে, কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহল কর্তৃক নরসিংদী, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিহ পাহাড়/টিলা সমূহ অবৈধভাবে কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) সাধন করা হইতেছে।

২। এই ধরনের অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধ করিবার লক্ষ্যে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং- ৮/১/৯৫ ইং এর মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক

সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম (সিডিএ বহির্ভূত এলাকার জন্য), কক্সবাজার, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোনা জেলার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

৩। একই ধরনের অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিহত করিবার জন্য শেরপুর, নরসিংদী ও গাজীপুর জেলাকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ এই সমস্ত জেলায়ও পাহাড়/টিলা রহিয়াছে যাহা কর্তন বা মোচন করা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৪। প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ (১৯৯০ সালে সংশোধিত) এর ৩সি (৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫, তাং ৮-১-৯৫ ইং এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি সংশোধন পূর্বক গাজীপুর, নরসিংগী ও শেরপুর জেলার জন্যও কমিটি গঠন করার জন্য অনুরোধ করা গেল।

সংযুক্তি ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ৮-১-৯৫ ইং তারিখের স্মারক নং-শা-৮/চউক-১/৯৪/৩৩৫ সংখ্যক স্মারক মূলে গেজেটে প্রকাশের জন্য জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির ছায়ালিপি।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ বৈশাখ ১৪১৭/১০ মে ২০১০

নং পবম(বঃশাঃ-১)৪৮/৯৭/৫০২- পরিবেশ ও বন সম্পর্কিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মাঠ পর্যায়ে সমন্বয়, সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও জনসাধারণের নিকট তা যথাযথভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৪-০৭-২০০৪ তারিখের পবম(বঃ শাঃ-১) কমিটি/৪৮/৯৭/৫৩৪ নং প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি এবং উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো:

জেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি

ক্রমিক নং	পদবী	
(১)	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্যগণ	উপদেষ্টা
(২)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(৩)	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (বিভাগীয় জেলার জন্য প্রযোজ্য)	সদস্য
(৪)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	সদস্য
(৫)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৬)	সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
(৭)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৮)	উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর (যে সব জেলায় আছে)	সদস্য
(৯)	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	সদস্য
(১০)	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য

ক্রমিক নং	পদবী	
(১১)	বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে (যেখানে প্রযোজ্য)	সদস্য
(১২)	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
(১৩)	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(১৪)	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(১৫)	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
(১৬)	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১৭)	জেলা এডজুটেন্ট, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
(১৮)	জেলার মহাপবিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সিনিয়র মাদ্রাসার ১জন করে প্রতিষ্ঠান প্রধান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(১৯)	স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়/মহাবিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিদ্যা/প্রাণী বিদ্যা বিভাগের ১জন প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(২০)	এনজিও'র প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২১)	চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি	সদস্য
(২২)	প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি (সাংবাদিক)	সদস্য
(২৩)	বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল-গাইডস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২৪)	২ জন (১ জন মহিলাসহ) উৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২৫)	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/সহকারী বন সংরক্ষক	সদস্য-সচিব

উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটি

ক্রমিক নং	পদবী	
(১)	মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
(২)	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	উপদেষ্টা
(৩)	উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	উপদেষ্টা
(৪)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(৫)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(৬)	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
(৭)	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
(৮)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ	সদস্য
(৯)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(১০)	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ রেলওয়ে (যেখানে প্রযোজ্য)।	সদস্য
(১১)	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
(১২)	প্রকল্প কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা	সদস্য
(১৩)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(১৪)	সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।	সদস্য
(১৫)	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা)	সদস্য
(১৬)	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার	সদস্য
(১৭)	এনজিও এর প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(১৮)	চেয়ারম্যান, সকল ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য

(১৯)	উপজেলা মহাবিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/সিনিয়র মাদ্রাসার ১ জন করে প্রতিষ্ঠান প্রধান (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২০)	প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি (সাংবাদিক)	সদস্য
(২১)	বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল-গাইডস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি।	সদস্য
(২২)	২ জন (১ জন মহিলাসহ) উৎসাহী গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)।	সদস্য
(২৩)	সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

জেলা/উপজেলা পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কমিটির কার্যপরিধি (স্ব স্ব অধিক্ষেত্র অনুযায়ী):

(ক) বৃক্ষরোপন আন্দোলন জনপ্রিয়করণ ও বৃক্ষ মেলার আয়োজন এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

(খ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে কার্যক্রম গ্রহণ এবং অতিথি পাখিসহ পাখি শিকার বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(গ) জীব বৈচিত্র্য রক্ষাকল্পে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) ভেষজ এবং দেশীয় বনজ ও ফলজ উদ্ভিদের বিস্তারের লক্ষ্যে স্থানীয় নার্সারীগুলোকে সহযোগিতা প্রদান এবং প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ;

(চ) জনগণকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা;

(ছ) পলিথিন ব্যবহার বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(জ) ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধকরণ এবং ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ এবং ইট পোড়ানো (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৮৯ এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(ঝ) নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওরসহ মুক্ত প্রাকৃতিক জলাধারসমূহ ভরাট হওয়া থেকে রক্ষাকরণ;

(ঞ) প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণজনিত বিবিধ কারণে পরিবেশ বিপর্যয় রোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ট) যানবাহনের কালো ধোঁয়া এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ:-

(ঠ) বিলুপ্ত প্রায় বা বিপন্ন উদ্ভিদ/প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ড) স্থলজ ও জলজ ইকো-সিস্টেমের ভারসাম্য বিঘ্নিত করে এরূপ কার্যক্রম বন্ধ করা ও নিরুৎসাহিত করার কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঢ) বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচি/প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করণ এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা প্রদান;

(ণ) সামাজিক বনায়নের স্থান নির্বাচন এবং উপকারভোগী মনোনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ত) সামাজিক সরকার কর্তৃক প্রদেয় অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

(থ) কমিটি প্রতি ২ মাসে কমপক্ষে ১ বার সভা করবে এবং কর্তৃপক্ষকে গৃহীত কার্যক্রম অবহিত করবে।

০২। এ প্রজ্ঞাপনটি জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩
পরিপত্র

তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বিষয় ঃ কোন প্রকল্প চূড়ান্তকরণের (গ্রহণ/অনুমোদন) পূর্বেই পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন (Environmental Impact Assessment-EIA) সমীক্ষা সম্পন্নকরণ।

নং- পবম/পরিবেশ-৩/ছাড়পত্র-২/২০১০/৪৪- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ২০ (২) (চ) সংখ্যক ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর ৭(৬)(গ) ও (ঘ) সংখ্যক বিধিতে শিল্প স্থাপন বা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন এবং নিরূপিত প্রভাব দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়ার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালার আওতায় কমলা-খ শ্রেণীর শিল্প- প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে Initial Environmental Examination (IEE) সম্পাদন, ছাড়পত্র গ্রহণ ও Environmental Management Plan (EMP) প্রস্তুতও বাস্তবায়ন এবং লাল শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পাদন, ছাড়পত্র গ্রহণ এবং EIA এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২। প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পদন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইনসহ বিভিন্ন প্রকার সমীক্ষা ও দলিল সম্পাদন ও প্রস্তুত করা হয়। এগুলোর পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের আওতায় ক্ষেত্রমত IEE এবং EIA করা আবশ্যক হলেও প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত এ সকল সমীক্ষা ও দলিলগুলো প্রস্তুত করা হয়না। এতে করে প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায় যেমন প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল ডিজাইন, প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রস্তুত ও পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের বিভিন্ন পর্যায় যেমন প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা, পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা সম্পাদন ইত্যাদি একটি অপরটির সাথে ক্রমান্বয়ে সম্পর্কিত এবং একটি কাজ সম্পাদন করার পাশাপাশি পরিবেশের অনুরূপ কাজটি সম্পাদন করা প্রয়োজন। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিম্নরূপভাবে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের কাজটি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন ঃ

প্রকল্পে পর্যায়	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ধরণ
প্রকল্পের ধারণা লাভ (Project Concept Level)	প্রাক পরিবেশগত পর্যালোচনা (Preliminary Environmental Review- PER)
প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন (Pre-Feasibility Study)	প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (IEE- Initial Environmental Examination) ও EIA এর ToR প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ
প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন, বিস্তারিত প্রকৌশল, ডিজাইন (Feasibility Study, Detailed engineering design)	পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ EIA-Environmental Impact Assessment সমীক্ষা সম্পাদন
প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) প্রস্তুত	EIA হতে প্রাপ্ত পরামর্শ/সুপারিশ প্রকল্প দলিলে অন্তর্ভূক্তকরণ

প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	EMP (Environmental Management Plan) বাস্তবায়ন
প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পরিবীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পের লাইফ টাইমে ঈপ্সিত সুবিধা লাভ)	Monitoring Plan বাস্তবায়ন, follow-up & feedback to EMP এবং Environmental Auditing

৩। তাই যে কোন প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্তকরণ পর্যন্ত অনুসৃত পর্যায়সমূহের প্রয়োজনীয় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ নিশ্চিত করণার্থে সংশ্লিস্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা হলো ঃ

(ক) প্রকল্প গ্রহণ/অনুমোদন-এর পূর্বে অবশ্যই IEE ও EIA সম্পাদন করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহন করতে হবে।

(খ) সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ গ্রহণের পূর্বে আলাদাভাবে সমীক্ষা প্রকল্প নিয়ে সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় IEE এবং EIA সম্পাদন করতে হবে।

(গ) EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন অর্থাৎ EIA সমীক্ষার সুপারিশ অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্প অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

(ঘ) পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত EMP (Environmental Management Plan) বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের লাইফ-টাইমে যখন প্রকল্পের ঈপ্সিত সুবিধা লাভের সময় অর্থাৎ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণকালে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পর্যালোচনা ও নির্ণয় করতে হবে এবং তা দূরীকরণের জন্য পরিবেশগত নিরীক্ষা Environmental Audit করতে হবে।

(চ) উল্লিখিত (ঘ) ও (ঙ)- এ বর্ণিত কর্ম সম্পাদনের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্পে প্রয়োজনীয় আইটেম অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

(ছ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খাতভিত্তিক খসড়া EIA গাইডলাইনগুলো সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা করে দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলে জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

(জ) প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে EIA সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে মর্মে অর্থ বিভাগ নির্দেশনা জারি করবে।

(ঝ) প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে EIA সম্পাদন করতে হবে এবং ডিপিপিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গৃহীত হয়েছে কি-না এ সংক্রান্ত তথ্য সংযোজন করতে হবে মর্মে পরিকল্পনা কমিশন/পরিকল্পনা বিভাগ একটি পরিপত্র জারি করবে।

(ঞ) পরিবেশ অধিদপ্তর EIA সম্পাদনে দক্ষ এমন প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা তৈরি করবে; তবে শর্ত থাকে যে, EIA প্রতিবেদনের কারণে পরিবেশ বা প্রকল্পের ক্ষতি সাধিত হলে EIA সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। যথেষ্ট সময় নিয়ে বিস্তারিতভাবে EIA সম্পাদন করতে হবে।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
www.doe.gov.bd

নং- ২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬-৪৯১ তারিখ ঃ ০৩/০৭/১৪২৩ সন / ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম নিম্নরূপভাবে পরিচালিত হবে ঃ

১. ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম নবনিযুক্ত পরিচালকের অধীনে পরিচালিত হবে।

২. পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রাদন/নবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ২৬/০৯/২০১৬ তারিখের ২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬-৪৪১ সংখ্যক স্মারক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৩. ময়মনসিংহে গবেষণাগার চালু না হওয়া পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের নমুনা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত ঢাকা গবেষণাগারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
মহাপরিচালক
ফোন- ৮১৮১৮০০
ইমেইল- dg@doe.gov.bd

বিতরণ-

১। পরিচালক (প্রশাসন / পরিকল্পনা / পরিবেশগত ছাড়পত্র / বায়ুমান ব্যবস্থাপনা / জলবায়ু পরিবর্তন / এনফোর্সমেন্ট / আইন / আইটি / প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা /ঢাকা অঞ্চল / ঢাকা গবেষণাগার / চট্টগ্রাম অঞ্চল / চট্টগ্রাম গবেষণাগার / চট্টগ্রাম মহানগর /খুলনা / বগুড়া / সিলেট / বরিশাল / ময়মনসিংহ) পরিবেশ অধিদপ্তর।

২। উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

৩। জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।

৪। সহকারী পরিচালক, মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
www.moef.gov.bd

০১ মাঘ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
স্মারক নং-২২.০০.০০০০.০৭৫.০৬.০০১.১৮-০২ তারিখ: -----------------------
১৪ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রিঃ।

প্রজ্ঞাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৯ (১) ধারার ক্ষমতাবলে এবং ১৪ নং ধারার অধীন নিম্নরূপ আপীল কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠন করেছেঃ

১।	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২।	অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৩।	যুগ্ম সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ।	সদস্য
৪।	যুগ্ম সচিব/উপ সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।	সদস্য-সচিব

ক) আপীল কর্তৃপক্ষের ৩নং ক্রমিকে বর্ণিত সদস্য আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত হবেন;
খ) আপীল কর্তৃপক্ষের ৫০% এর উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং চেয়ারম্যান কোন কারণে সভায় অনুপস্থিত থাকলে সদস্য, অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;
গ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৭ এবং ১৫ ধারা ব্যতীত অন্যান্য ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আপীল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবেন;
ঘ) ইতোপূর্বে জারিকৃত ১৯-০৩-২০১৪ তারিখের পবম/পরিবেশ-৩/০২/আইন-১/২০০৯ (অংশ-১)/১৮৮ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হলো।
২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(আফরোজা বেগম)
সহকারী সচিব
ফোন নং- ৯৫৪৬৪১০

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রজ্ঞাপনটি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

বিতরণঃ
১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (তাঁকে যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদানের অনুরোধসহ)।
২। অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম সচিব/উপ সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ

০১। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
০২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৩। মাননীয় উপ মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০৫। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট ঃ ই-১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং- পবম-৪ (৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ২৬/০৫/১৪০৫ বাং / ১০/০৯/১৯৯৮ ইং

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক এ আইনের ধরা ৬, ১০, ১১ ও ১৭ এর প্রদত্ত ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস প্রধানদের উপর অর্পন করলেন।

গত ১৪-০৬-৯৮ ইং তারিখের নং- পরিবেশ/পানি সম্পদ/সাঃ (অভিঃ)-২৩/৯৬/১১৩২ সংখ্যক স্মারক দ্বারা জারীকৃত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এ আর খান
মহা-পরিচালক

প্রাপক ঃ উপ- নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
[প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো]

নং- পবম-৪ (৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫ (অংশ-১)/২৯৪ তারিখ ঃ ২৬/০৫/১৪০৫ বাং / ১০/০৯/১৯৯৮ ইং

অনুলিপি ঃ অবগতির জন্য।

১। পরিচালক, প্রশাসন/কারিগরী/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর।
২। যুগ্ম-পরিচালক (পানি/বায়োঃ), অবলুপ্ত পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প,পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। উপ-পরিচালক (প্রচার/প্রশাসন/বাস্তবায়ন/গবেষণা/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/উন্নয়ন/প্রোগ্রাম কো- অর্ডিনেটর/ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ, পরিবেশ অধিদপ্তর।
৪। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, জনাব/বেগম ... ..., পরিবেশ অধিদপ্তর।
৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা ।

শেখ এনায়েত উল্লাহ
পরিচালক (প্রশাসন, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
ই-১৬, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।

নং- পরিবেশ/১৬৪১ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

পরিপত্র

বিষয় ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিভিন্ন বিধানের ক্ষমতা অর্পন ও গবেষণাগার নির্মাণ।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন টেবিলে উল্লিখিত উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত) এর বিভিন্ন বিধিবলে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা উহার বিপরীতে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে জনস্বার্থে অর্পন করা হইল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঃ-

(ক) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহা-পরিচালক কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে;

(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুরণ করিতে হইবে।

টেবিল

ক্রমিক নং	উক্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ)	এই সকল দফা অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ।	স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এবং আন্তঃ বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক।
২।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (ঙ)	(ক) এই দফার অধীনে যে কোন স্থান, প্রাঙ্গন, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন ও অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ	(ক) বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব যে কোন কর্মকর্তা
		(খ) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান	(খ) স্ব স্ব এলাকায় অধিদপ্তরের বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এবং আন্ত বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা।

৩।	উক্ত আইনে ধারা ৪(২) এর দফা (চ)	(ক) এ্ দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ (খ) এই দফার অধীনে পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার	(ক) বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/কনিষ্ঠ রসায়নবিদ এবং বিভাগীয় অফিস/সদর দপ্তরের তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা (খ) মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা
৪।	উক্ত আইনের ধারা ৪(২) এর দফা (জ)	পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী, কোন ব্যক্তিকে উক্ত মান অনুসরণের পরামর্শ এবং প্রয়োজনে নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক
৫।	উক্ত আইনের ধারা ৪(৩)	(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই উপ ধারার প্রথম শর্তাংশ অনুসরে নোটিশ প্রদান এবং দ্বিতীয় শর্তাংশ অনুসারে তাৎক্ষণিক নির্দেশ প্রদান। (খ) উক্ত নোটিশের পর এই উপ- ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান	(ক) বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক (খ) মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক)
৬।	উক্ত আইনের ধারা ৪ক(১)	পুলিশ বা অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট সহায়তার অনুরোধ জ্ঞাপন	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
৭।	আইনের ধারা ৪ক(২)	এই উপ-ধারার অধীনে বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা অন্য কোন সেবা বিচ্ছিন্ন বা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
৮।	উক্ত আইনের ধারা ৬(২) ও (৩)	এই উপ-ধারাসমূহের অধীনে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
৯।	উক্ত আইনের ধারা ৭(১)	এই উপ-ধারার অধীনে প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিকর কার্যকলাপের ব্যাপারে সংশোধনমলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) (বিঃ দ্রঃ এই ক্ষমতার্পন ৭(১) ধারা অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।
১০।	উক্ত আইনের ধারা ৭(২)	এই উপ-ধারার অধীনে মামলা দায়ের	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/সম পর্যায়ের কর্মকর্তা/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা

১১।	উক্ত আইনের ধারা ৮ এবং বিধিমালার বিধি ৫	এই ধারা ও বিধির অধীনে আবেদন গ্রহণ, নিষ্পত্তি গণ শুনানী ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	স্ব স্ব এলাকার ক্ষেত্রে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) এবং আন্তঃ বিভাগীয় বা জাহীয় পর্যায়ের কোন বিষয়ে মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা কমিটি।
১২।	উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪)	এই উপ-ধারার অধীনে কোন ঘটনা বা দূর্ঘটনার তত্যের ভিত্তিতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক) বা মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সদর দপ্তরের কোন পরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তা।
১৩।	উক্ত আইনের ধারা ১০ (১) ও (২)	এই উপ-ধারাদ্বয়ের অধীন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৪।	উক্ত আইনের ধারা ১১(৩) এর দফা (ক) এবং বিধিমালার বিধি ৬	এই দফা এবং বিধির অধীনে নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নোটিশ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৫।	উক্ত বিধিমালার বিধি ৭ক	এই বিধি অনুসারে দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ প্রদান	বিভাগীয় অফিসের প্রধান বা তৎকর্তৃক নির্দেশিত কোন ১ম শ্রেণী কর্মকর্তা
১৬।	উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এবং উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) হইতে (ঙ) এবং উপ-ধারা (৪)	এই সকল উপ-ধারার অধীনে নমুনা সংগ্রহ, তৎসম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়ন, গবেষণাগারে প্রেরণ এবং অন্যান্য কার্যকম	বিভাগীয় অফিসের পরিদর্শক/জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
১৭।	উক্ত আইনের ধারা ১২ এবং বিধিমালার বিধি ৭(৬)	এই ধারা এবং বিধির অধীনে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান-(ক) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭(৬) তে উল্লিখিত সবুজ শ্রেণী এবং কমলা 'ক' শ্রেণীর ক্ষেত্রে (খ) বিধি ৭ (৬) তে উল্লিখিত কমলা-খ শ্রেণী এর লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে	(ক) বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) (খ) মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক)।
১৮।	উক্ত আইনের ধারা ১৫ ক	এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবীতে আদালতে মামলা দায়ের	মহা-পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা

১৯।	আইনের ধারা ১৭	এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের আওতায় মামলা দায়েরের উদ্দেশ্যে আদালতে লিখিত রিপোর্ট দাখিল	বিভাগীয় অফিস প্রধান (পরিচালক/ উপ-পরিচালক) এর অনুমোদনক্রমে পরিদর্শক/ জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী/ কনিষ্ঠ রসায়নবিদ/ তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা
২০।		বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং তদধীন প্রণীত, বিধিমালার বিভিন্ন বিদানের অধীনে যে কোন বিষয়ে অভিযোগ, দরখাস্ত/চিঠি পত্র/কোন তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ	সদর দপ্তর ও বিভাগীয় অফিসের নির্ধারিত কর্মচারী

২। উক্ত আইনের ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্র অধিদপ্তরের ২৩/৭/২০০০ ইং তারিখের পরিপত্র নং-পবম/৪/৭/৮৯/২০০০/৫৭২, যাহা দ্বারা উক্ত আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন এবং পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধের অভিযোগ আদালেত দায়ের এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল তাহা, এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

৩। উক্ত আইনের ১১(৪) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত গবেষণাগারসমূহকে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে নমুনা পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদাণকারী গবেষণাগাররূপে নির্ধারণ করা হইল ঃ-

ক) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল, সিলেট অবস্থিত অত্র অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ে গবেষণাগার।

খ) কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট প্রদানের জন্য মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত গবেষণাগার।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহা-পরিচালক।

নং- পরিবেশ/১৬৪১ তারিখ ঃ ২৩-০৭-২০০২ ইং।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা/পরিবেশ আদালত, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
২। পরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় অফিস প্রধান, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া।
৪। কমিশনার অব পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা মেট্রোপলিটান এলাকা।
৫। ডেপুটি কমিশনার ....।
৬। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা।
(তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল)
৭। পুলিশ সুপার ....।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন, ৬০, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
১২। উপপরিচালক (প্রশাসন/কারিগরী/গবেষণা/উন্নয়ন/ইআইএ/আন্তর্জাতিক কনভেনশন/শিল্প দূষণ)/প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

রাজিনারা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন
ই-১৬ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
www.doe-bd.org

নোটিশ নং- পঅ/মনিঃ ও এনফোঃ(ক্ষমতা অর্পন)-২৫/২০১০/১১/১ তারিখ ঃ ৩০/০৩/১৪১৭ বঙ্গাব্দ / ১৪/০৭/২০১০খ্রিস্টাব্দ

অফিস আদেশ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০০২) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উল্লেখিত আইনের ৭ ও ৯ ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর বিভিন্ন বিধিবলে প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন/প্রয়োগের জন্য পরবর্তি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সদর দপ্তরের পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)-কে ক্ষমতা অর্পন করা হলো। অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহাপরিচালক কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করলে তা অনুসরন করতে হবে। অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরন করতে হবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং ইহা ১৩/০৭/২০১০ হতে কার্যকর হবে।

(মনোয়ার ইসলাম)
মহাপরিচালক

বিতরণ ঃ
পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)
পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪. পরিচালক (প্রশাসন/পরিবেশগত ছাড়পত্র/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/জলবায়ু পরিবর্তন/মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/কারিগরি/আইন/পরিকল্পনা/আইটি/কারিগরি/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া), পরিবেশ অধিদপ্তর।
৫. উপ-পরিচালক (প্রশাসন/ অর্থ/ প্রচার/ পরিবেশগত ছাড়পত্র/ বাস্তবায়ন/ আন্তর্জাতিক কনভেনশন/ মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/গবেষণা ও মনিটরিং/ এনফোর্সমেন্ট/ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর/ সিলেট বিভাগ/ বরিশাল বিভাগ), পরিবেশ অধিদপ্তর।

প্রকল্প ঃ
১. প্রকল্প পরিচালক (সিডব্লিউবিএমপি/বিআইএসপি/কেস প্রকল্প/ওডিএস প্রকল্প), পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
www.doe-bd.org

নং- পরিবেশ/প্রশাঃ(ক্ষমতা অর্পন)-২৪১/২০০২/৮০২ তারিখ ঃ ২৭/০৭/১৪১৭ সন / ১১/১১/২০১০ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

বিষয় ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর আওতায় ক্ষমতা অর্পন।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্ন ছকে উক্ত আইনের ১২ ধারা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ এ প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা উহার বিপরীতে উল্লিখিত কর্মকর্তাকে অর্পণ করা হইল ঃ

ক্রমিক নং	উক্ত আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
১।	উক্ত আইনের ধারা ১২ এবং বিধিমালার বিধি ৭ (৬)	এই ধারা এবং বিধির অধীনে প্রতিটি জাহাজ ভাঙ্গার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান-	(ক) পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগ

২। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঃ-
(ক) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহাপরিচালক কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিলে তাহা অনুরণ করিতে হইবে।
(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(মনোয়ার ইসলাম)
মহাপরিচালক

নং- পরিবেশ/প্রশাঃ(ক্ষমতা অর্পন)-২৪১/২০০২/৮০২ তারিখ ঃ ২৭/০৭/১৪১৭ সন / ১১/১১/২০১০ খ্রিঃ

বিতরণ ঃ
১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা ।
২। পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র/আইন/জলবায়ু ও আন্তঃ কনভেনশন/এনফোর্সমেন্ট এন্ড মনিটরিং/উন্নয়ন ও পরিকল্পনা/আইটি/প্রাকৃতিক সম্পদ/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/কারিগরী), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া।
৪। উপ-পরিচালক, (প্রশাসন/অর্থ/আইন/পরিবেশগত ছাড়পত্র/প্রাকৃতিক সম্পদ/আন্তঃ কনভেনশন/এনফোর্সমেন্ট/ গবেষণা ও মনিটরিং/এনফোর্সমেন্ট এন্ড মনিটরিং/ঢাকা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ/সিলেট বিভাগ/বরিশাল বিভাগ/প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ অধিদপ্তর।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ
১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

(খন্দকার মোঃ ফজলুল হক)
উপ পরিচালক (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
www.doe-bd.org

"প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে সুন্দরবনকে ভোট দিন"
লগইন করুনঃ www.New7wonders.com
ফোন করুনঃ ০১২৪৪২০৩৩৪৭০৯০১(৭৭২৪)

নং- পরিবেশ/আইন/বিধিমালা-১৫৯/২০১০/২১২

তারিখ ঃ ১৪/০৩/১৪১৮ সন
২৮/০৬/২০১১ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৭ এ প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা অর্পণ।

বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০০০, ২০০২ এবং ২০১০) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক তা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম- কে অর্পণ করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মনোয়ার ইসলাম)
মহাপরিচালক

বিতরণ ঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)-
১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৩। পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৪। পরিচালক (প্রশাসন/ পরিকল্পনা/ পরিবেশগত ছাড়পত্র/ আইন/ মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/ আইটি/ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা), সদর দপ্তর, এবং পরিচালক, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর।
৫। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজি প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা- তাঁকে এই পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
৬। জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য-
১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
www.doe-bd.org

নং- পরিবেশ/আইন/বিধিমালা-১৫৯/২০১০/২১২

তারিখ ঃ ১০/০৩/১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৪/০৬/২০১৫ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৭ এ প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা অর্পণ।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০০০, ২০০২ এবং ২০১০) এর ১৯ (২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক তা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পরিচালক (চট্টগ্রাম অঞ্চল) এবং পরিচালক (চট্টগ্রাম মহানগর)-কে ক্ষমতা প্রদান করা হল। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং এতদসংক্রান্ত অত্য অত্র অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অধিশাখায় নিয়মিতভাবে প্রেরণ করবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং পুন: রাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ফোন: ৮১৮১৮০০।

বিতরণ ঃ কার্যার্থে।
১। পরিচালক (চট্টগ্রাম অঞ্চল) পরিচালক (চট্টগ্রাম মহানগর), পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
২। সকল জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট) চট্টগ্রাম বিভাগ।
৩। সকল পুলিশ সুপার (সংশ্লিষ্ট), চট্টগ্রাম বিভাগ।
৪। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজি প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা- তাকে এই পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

বিতরণ ঃ অবগিতর জন্য।
১। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম।
২। পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। পরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা/পরিবেশগত ছাড়পত্র/আইন/মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/আইটি/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ
১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
www.doe-bd.org

নং-পরিবেশ/আইন/বিধিমালা-১৫৯/২০১০/৬০ তারিখ ঃ ১০/০৩/২০১৪ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয় ঃ পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ এর বিভিন্ন ধারার ক্ষমতা অর্পন।

পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ এর বিভিন্ন ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নিম্ন বর্ণিতভাবে ক্ষমতা অর্পন করা হল ঃ-

ক্রমিক নং	ধারা	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০১।	ধারা ২ (খ)	পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রদান।	বিভাগীয় কার্যালয়, অঞ্চল, মহানগর ও জেলা অফিসের জ্যেষ্ঠ প্রকর্মী, নক্সাকার, কনিষ্ঠ রসায়নবিদ ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা।
০২।	ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২), (৩) ও (৭)	তদন্ত কার্যক্রম শুরু প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং তদন্ত প্রতিবেদন অনুমোদন।	বিভাগী কার্যলয়, অঞ্চল, মহানগর ও জেলা অফিসের প্রধান (পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক)।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হ'ল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ফোন: ৮১৮১৮০০।

বিতরণ ঃ
১। বিজ্ঞ বিচারক, পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা/পরিবেশ আদালত, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট।
২। কমিশনার অব পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট মেট্রোপলিটান এলাকা।
৩। জেলা প্রশাসক (সকল)...।
৪। পরিচালক (সকল), পরিবেশ অধিদপ্তর।
৫। পুলিশ সুপার (সকল) ....।
৬। উপ-পরিচালক বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। (বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় পরিপত্রটি মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

অনুলিপি ঃ
১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭।
www.doe-bd.org

নং- ২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬- তারিখঃ /১৪২৩ সন /২০১৭ খ্রিঃ

পরিপত্র

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ ও ৮ এর ক্ষমতা অর্পণ বিষয়ে বিগত ২৬/০৯/২০১৬ তারিখে ২২.০২.০০০০.০০৭.৩৩৮.৪৪০.১৬.৪৪১ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিপত্রের নিম্নরূপ আংশিক সংশোধন করা হলো ঃ

লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে (ছাড়পত্র নবায়ন) ঃ

(ক) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্তান একাধিক বিভাগে অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান,প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সদর দপ্তরে গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকুলে সরাসরি ছাড়পত্র নবায়ন প্রদান করিবে।

(খ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একাধিক জেলায় অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি ছাড়পত্র নবায়ন প্রদান করিবে।

(গ) যে সকল বিভাগীয় অফিসের আওতায় কোন জেলা অফিস নেই, সেই ক্ষেত্রে ঐ বিভাগীয় অফিস তাঁর আওতাধীন জেলাসমূহের শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি ছাড়পত্র নবায়ন প্রদান করিবে।

(ঘ) মহানগর অফিস তাঁর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি গ্রহন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি ছাড়পত্র নবায়ন প্রদান করিবে।

(ঙ) লাল শ্রেণীভুক্ত যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একটি জেলায় অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস অথবা ঐ জেলায় পরিবেশ অফিস না থাকিলে ঐ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য জেলা অফিস গ্রহন করিবে। উদ্যোক্তার আবেদনের পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিস বিবেচ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী প্রতিপালন বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশসহ নথি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে। বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস থেকে ছাড়পত্র নবায়নের অনুমোদনের পর নথি সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিসে ফেরত পাঠাইতে হইবে। বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিস ছাড়পত্র নবায়ন করিবে। একটি জেলায় অবস্থিত লাল শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন যদি সরাসরি বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে দাখিল করা হয়, তাহা হইলে ঐ আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নামে শুধুমাত্র একটিই নথি জেলা কার্যালয়ে খোলা হইবে এবং সংরক্ষিত থাকিবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হল, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
মহাপরিচালক
ফোন: ৮১৮১৮০০
ই-মেইল ঃ dg@doe.gov.bd

নং- ২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬-৬৪০ তারিখঃ ২৮/০৮/১৪২৩ সন

১২/১২/২০১৭ খ্রিঃ

বিতরন- সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

২। পরিচালক (প্রশাসন/আইন/পরিবেশগত ছাড়পত্র/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/আইটি/জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন/পরিকল্পনা), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৩। পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম অঞ্চল/মহানগর/ল্যাব কার্যালয়, খুলনা / রাজশাহী / সিলেট / বরিশাল / ময়মনসিংহ বিভাগীয় কাযালয়।

৪। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা।

(তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল)

৫। উপ-পরিচালক (প্রশাসন / অর্থ / প্রচার / পরিবেশগত ছাড়পত্র / পরিকল্পনা / প্রাকৃতিক সম্পদ / ইআইএ / আন্তর্জাতিক কনভেনশন / জলবায়ু পরিবর্তন / পানি ও বায়ু /গবেষনা ও মনিটরিং / এনফোর্সমেন্ট / ল্যাব / সমন্বয়), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৬। উপ-পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর, সকল জেলা কার্যালয়।

৭। অপিস কপি/গার্ড ফাইল।

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। সহকারী পরিচালক, মহাপরিচালকের কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

(খন্দকার মাহমুদ পাশা)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন # ৮১৮১৩৬৬
ই-মেইল ঃ adadmin@doe.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.doe.gov.bd

নং-২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬/৪৪১ তারিখঃ ১৬-০৯-২০১৬ খ্রিঃ।

পরিপত্র

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ ও ৮ এর ক্ষমতা অর্পণ।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত, ২০১০) এর ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ ও ৮ এর প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা উল্লিখিত ধারা ও বিধি সমূহের বিপরীতে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে নিম্নরূপভাবে অর্পণ করা হইল ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	আইন ও বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধান	অর্পিত ক্ষমতার বিবরণ	ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	
			অনুমোদনকারী কর্মকর্তা	প্রদানকারী কর্মকর্তা
১।	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ ও ৮	ধারা ১২ এর উপধারা (১), (২), (৩) ও (৪) অধীনে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ ও ৮ এ উল্লিখিত শ্রেণীসমূহের ছাড়পত্র অনুমোদন, প্রদান ও নবায়ন		
		সবুজ এবং কমলা 'ক' শ্রেণীর ক্ষেত্রে	সদর দপ্তর/বিভাগীয়/অঞ্চল/ মহানগর/জেলা অফিস প্রধান (মহাপরিচালক/পরিচালক /উপ-পরিচালক /দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যে কোন কর্মকর্তা)	সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা/বিভাগীয়/অঞ্চল/ মহানগর /জেলা অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যে কোন কর্মকর্তা)
		কমলা 'খ' শ্রেণীর ক্ষেত্রে	সদর দপ্তর/বিভাগীয়/অঞ্চল/ মহানগর অফিস প্রধান (মহাপরিচালক/পরিচালক / দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যে কোন কর্মকর্তা)	সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা/বিভাগীয়/অঞ্চল/ মহানগর/ জেলা অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক/ দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যে কোন কর্মকর্তা)

		লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে	মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে মহাপরিচালক।	সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা/বিভাগীয়/অঞ্চল/ মহানগর/ জেলা অফিস প্রধান (পরিচালক/উপ-পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যে কোন কর্মকর্তা)
২।	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ ও ৮	ধারা ১২ এর উপধারা (১), (২), (৩) ও (৪) অধীনে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৭ ও ৮ এ উল্লিখিত শ্রেণীসমূহের ছাড়পত্র অনুমোদন, প্রদান ও নবায়ন		
		পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণকারী শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডসমূহে প্রতিটি জাহাজ ভাঙ্গার জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল।	উপ-পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য যে কোন কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা অফিস ।

ব্যাখ্যা ঃ

সবুজ, কমলা 'ক' ও কমলা 'খ' শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(ক) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একাধিক বিভাগে অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সদর দপ্তরে গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন প্রদান করিবে।

(খ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একাধিক জেলায় অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন প্রদান করিবে।

(গ) যে সকল বিভাগীয় অফিসের আওতায় কোন জেলা অফিস নেই, সেই ক্ষেত্রে ঐ বিভাগীয় অফিস তাঁর আওতাধীন জেলাসমূহের শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন প্রদান করিবে।

(ঘ) মহানগর অফিস তাঁর আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে ঐ শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন প্রদান করিবে।

(ঙ) সবুজ ও কমলা-ক শ্রেণীভুক্ত যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একটি জেলায় অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস অথবা ঐ জেলায় পরিবেশ অফিস না থাকিলে ঐ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য জেলা অফিস গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে ঐ জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিস সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন প্রদান করিবে। একটি জেলায় অবস্থিত সবুজ এবং কমলা 'ক' শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন যদি সরাসরি বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে দাখিল করা হয়, তাহা হইলে ঐ আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নামে শুধুমাত্র একটিই নথি জেলা কার্যালয়ে খোলা হইবে এবং সংরক্ষিত থাকিবে।

(চ) কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একটি জেলায় অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস অথবা ঐ জেলায় পরিবেশ অফিস না থাকিলে ঐ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য জেলা অফিস গ্রহণ করিবে। উদ্যোক্তার আবেদনের পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিস বিবেচ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশসহ পূর্নাঙ্গ নথি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে। বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস থেকে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমোদন বা নবায়নের অনুমোদনের পর নথি সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিসে ফেরত পাঠাইতে হইবে। বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিস ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন করিবে। একটি জেলায় অবস্থিত কমলা 'খ' শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন যদি সরাসরি বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে দাখিল করা হয়, তাহা হইলে ঐ আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নামে শুধুমাত্র একটিই নথি জেলা কার্যালয়ে খোলা হইবে এবং সংরক্ষিত থাকিবে।

(ছ) সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে ছাড়পত্র সংক্রান্ত ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রেঃ

(ক) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একাধিক বিভাগে অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সদর দপ্তরে গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শেষে সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন করিবে।

(খ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একাধিক জেলায় অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস গ্রহণ করিবে।

(গ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান মহানগর এলাকায় অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট মহানগর অফিস গ্রহণ করিবে।

(ঘ) উপরের (খ) ও (গ) এ উল্লিখিত উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর অফিস বিবেচ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ সুপারিশ এবং নবায়নের ক্ষেত্রে ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী প্রতিপালন বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশসহ পূর্নাঙ্গ নথি সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবে। ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সুপারিশের আলোকে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদনের পর নথি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর অফিসে ফেরত পাঠাইতে হইবে। সদর দপ্তরের গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর অফিস সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন করিবে। তবে, সরকারী ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ন

প্রকল্পের ক্ষেত্রে সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন করিবে এবং অতঃপর নথি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর অফিসে ফেরত পাঠাইবে। এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছায়ানথি সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখায় সংরক্ষিত থাকিবে।

(ঙ) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান একটি জেলায় অবস্থিত, সেই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস অথবা ঐ জেলায় পরিবেশ অফিস না থাকিলে ঐ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য জেলা অফিস গ্রহণ করিবে। উদ্যোক্তার আবেদনের পর সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বিবেচ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ সুপারিশ এবং নবায়নের ক্ষেত্রে ছাড়পত্রে প্রদত্ত শর্তাবলী প্রতিপালন বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ও সুপারিশসহ পূর্নাঙ্গ নথি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখায় প্রেরণ করিবে। ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির সুপারিশের আলোকে মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদনের পর নথি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিসে ফেরত পাঠাইতে হইবে। সদর দপ্তরের গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিস সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন করিবে। তবে, সরকারী ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখা সরাসরি ক্ষেত্রমতে অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বা নবায়ন করিবে এবং অতঃপর নথি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে জেলা অফিসে বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিসে ফেরত পাঠাইবে। একটি জেলায় অবস্থিত লাল শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অবস্থানগত/টিওআর/ইআইএ অনুমোদন/পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন সরাসরি বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিসে দাখিল করা হইলে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ঐ আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস বা দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নামে শুধুমাত্র একটিই নথি জেলা কার্যালয়ে খোলা হইবে এবং সংরক্ষিত থাকিবে। তবে এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছায়ানথি সদর দপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র শাখায় সংরক্ষিত থাকিবে।

(চ) সংশ্লিষ্ট সকল অফিসে ছাড়পত্র সংক্রান্ত ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঃ-

(ক) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহাপরিচালক কর্তৃক কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করা হইলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে ; এবং

(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

৩। বিগত ৩১/০১/২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পরিবেশ/আইন/বিধিমালা-১৫৯/২০১০/১৭ সংখ্যক স্মারকে উল্লিখিত পরিপত্রের ১৯ সংখ্যক ক্রমিক এবং ধারা ১২ এর ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত ইতঃপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ এতদ্দ্বারা বাতিল করা হইল।

৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
মহাপরিচালক
ফোন # ৮১৮১৮০০
ই-মেইল : dg@doe.gov.bd

নং-২২.০২.০০০০.০০৭.৩৮.৪৪০.১৬/ ৪৪১

তারিখ ঃ ২৬ -০৯-২০১৬ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

২। পরিচালক (প্রশাসন/আইন/পরিবেশগত ছাড়পত্র/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট/আইটি/জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন/পরিকল্পনা), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৩। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম অঞ্চল/মহানগর/ল্যাব কার্যালয়, খুলনা/রাজশাহী/সিলেট/বরিশাল/ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়।

৪। উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরমস এন্ড পাবলিকেশন, বিজিপ্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা,

(তাঁহাকে উপরের পরিপত্রটি গেজেটে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল)

৫। উপ-পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/প্রচার/পরিবেশগত ছাড়পত্র/পরিকল্পনা/প্রাকৃতিক সম্পদ/ইআইএ/আর্ন্তজাতিক কনভেনশন/জলবায়ু পরিবর্তন/পানি ও বায়ু/গবেষণা ও মনিটরিং/এনফোর্সমেন্ট/ল্যাব/সমম্বয়), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৬। উপ-পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তর, সকল জেলা কার্যালয়।

৭। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। সহকারী পরিচালক, মহাপরিচালকের কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

(খন্দকার মাহমুদ পাশা)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন # ৮১৮১৩৬৬
ই-মেইল : adadmin@doe.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪
প্রজ্ঞাপন

০৬/০১/১৪০৬ বাং
নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ তারিখ: -----------------।
১৯/০৪/১৯৯৯ ইং

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট (Convinced) হইয়াছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে নিম্নলিখিত এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হইবার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ৫নং ধারার উপধারা (১) এবং ৪নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হইল:-

প্রস্তাবিত জলাভূমির নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা (হেক্টর)
সুন্দরবন	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	সরকার কর্তৃক সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট হিসাবে চিহ্নিত সমুদয় এলাকা।	বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা	৭৬২০৩৪
কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার (রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রেকর্ডকৃত সমুদ্র সৈকত/বালচর/খাড়ী/বন/জলাভূমি			কক্সবাজার	১০,৪৬৫
	জিলনজা (ঐ)	জিলনজা	কক্সবাজার		
	খুরুশকুল (ঐ)	খুরুশকুল	কক্সবাজার		
	জংগল খুনিয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	জংগল ধোয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	পেঁচার দ্বীপ ও	খুনিয়া পালং	রামু		
	জংগল গোরাসিয়া পালং	খুনিয়া পালং	রামু		
	জালিরা পালং	উখিয়া	উখিয়া		
	ইনানি	জালিরা পালং	উখিয়া		
	শিলখালি	বাহারছড়া	টেকনাফ		
	বরডেইল	বাহারছড়া	টেকনাফ		
	টেকনাফ (বাজার ও সীমান্ত ফাড়ী বাদে)	টেকনাফ	টেকনাফ		

	সাবরাং শাহপরীর দ্বীপ (সীমান্ত ফাড়ী বাদে)	সাবরাং সাবরাং	টেকনাফ টেকনাফ		
সেন্ট মার্টিন দ্বীপ	নারিকেল জিনজিরা	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	টেকনাফ	কক্সবাজার	৫৯০
সোনাদিয়া দ্বীপ	সোনাদিয়া মাটি ভাঙ্গা (অংশ)	কুতুব জুম	মহেশখালী	কক্সবাজার	৪৯১৬
হাকালুকি হাওড়	উল্লিখিত ইউনিয়নের সকল মৌজা অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	সুজানগর, বার্নি, তালিমপুর, পশ্চিমজুফি, জাফরনগর, বড়মতল, বকসিমানি, ভাটেরা, ফিলাছড়া, উত্তর বাদে পাশা, শরিফগঞ্জ	বড়লেখা বড়লেখা কুলাউড়া কুলাউড়া কুলাউড়া ফেনচুগঞ্জ গোলাবগঞ্জ গোলাবগঞ্জ	মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার মৌলভীবাজার সিলেট সিলেট সিলেট	১৮৩৮৩
টাংগুয়ার হাওড়	উল্লিখিত ইউনিয়নের সকল মৌজা অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	উত্তর শ্রীপুর, দক্ষিণ শ্রীপুর, উত্তর বংশিকুন্ড, দক্ষিণ বংশিকুন্ড	তাহেরপুর, ধর্মপাশা	সুনামগঞ্জ	১৯২৭
মারজাত বাওড়	সম্পূর্ণ অথবা মৌজার আংশিক এলাকা যাহা রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বিল হিসাবে রেকর্ডকৃত	রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক রেকর্ড মোতাবেক বিল	কালিগঞ্জ	ঝিনাইদহ	২০০

উপরোক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হইল যাহা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হইতে কার্যকর হইবে:-

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ।
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা।
- ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই এলাককার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সৈয়দ মোর্শেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

কার্যার্থে বিতরণ:

১। সকল মন্ত্রণালয়
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রশাসকগণ (কক্সবাজার, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল বন বিভাগ)।
৮। গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

২০/০১/১৪০৬ বাং
নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/ তারিখ: ----------------------।
০৩/০৫/১৯৯৯ ইং

প্রজ্ঞাপন

পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৯-০৪-৯৯ ইং তারিখের পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের আংশিক সংশোধনক্রমে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা এবং কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ এর সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকাসমূহে, বর্ণিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত বিধি নিষেধের আওতা বহির্ভূত করা হলো। উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখিত অন্যান্য এলাকাসমূহে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বিধি নিষেধ যথারীতি বহাল থাকবে।

২। রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা বন অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ায় এবং বন ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন, বিধি ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা থাকায় উল্লেখিত রিজার্ভ ফরেস্ট এর আওতাধীন এলাকায় যাবতীয় কার্যাবলী বন আইন, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আইন এবং সরকার অনুমোদিত কার্যকরী পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হবে।

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সৈয়দ মোর্শেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

কার্যার্থে বিতরণঃ
১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রশাসকগণ, (কক্সবাজার, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ঝিনাইদহ)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সকল বন বিভাগ)।
৮। গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

১৫-০৫-১৪০৬ বাং
নং-পবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৬৩ তারিখঃ ----------------------।
৩০-০৮-১৯৯৯ ইং

প্রজ্ঞাপন

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট (Convinced) হইয়াছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে নিম্নলিখিত এলাকাসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে আরো অবনতি হইবার আশংকা রহিয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) ৫নং ধারার উপ-ধারা (১) এবং ৪নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হইলঃ-

প্রস্তাবিত এলাকার নাম	মৌজা	ইউনিয়ন/পৌরসভা	উপজেলা	জেলা	মোট এলাকা
সুন্দরবন	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকা।	সরকার কর্তৃক চিহ্নিত সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এর চতুর্দিকে ১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত এলাকা।

উপরোক্ত এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হইল যাহা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হইতে কার্যকর হইবে:

- প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ।
- সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা।
- সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃস্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করিতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সৈয়দ মোর্শেদ
সচিব

উপ-নিয়ন্ত্রক,
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেট প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হইল।

<u>কার্যার্থে বিতরণ:</u>

১। সকল মন্ত্রণালয়।
২। বিভাগীয় কমিশনার (চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট)।
৩। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা।
৬। জেলা প্রশাসকগণ (বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর)।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সুন্দরবন।
৮। গার্ড ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
শাখা-৪

নং-পবম-৪/৭/৮৭/২০০১/৮৩৯ তারিখ: ২৬-১১-২০০১ ইং

প্রজ্ঞাপন

সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে, অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক-এর প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বা ভবিষ্যতে আরও অবনতি হবার আশংকা রয়েছে।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১২ নং আইন) এর ৫নং ধারায় উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩নং বিধি অনুসরণে ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেককে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করা হলো।

ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক-এ নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হলো যা বাংলাদেশ সরকারের গেজেট প্রকাশনার দিন হতে কার্যকর হবে:-

- সকল প্রকার শিকার।
- কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন।
- লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপণ।
- লেকের কিনারায় বা লেকের পানিতে কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ব্যক্তি বিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টির গোসল করা কাপড় কাঁচা, মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য ত্যাগ।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মাহফুজুল ইসলাম
সচিব।

উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
* প্রজ্ঞাপনটি সরকারী গেজেট প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-৩
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

নং পবম/পরিবেশ-৩/৫/মামলা-০৪/২০০৯/৩৮৫-সরকার এ মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে, মানুষের অপরিণামদর্শী এবং অপরিকল্পিত কার্যকলাপের কারণে রাজধানী ঢাকার চতুস্পার্শে প্রবাহিত বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যাসহ সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে, যার ভবিষ্যতে আরও অবনতি হবার আশংকা রয়েছে।

এ বিষয়ে দায়েরকৃত একটি রীট পিটিশনের (নং ৩৫০৩/২০০৯) রায়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ উপরোক্ত নদীসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে "বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫" (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ৫নং ধারার উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩নং বিধি অনুসারে এবং সর্বোপরি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যাসহ সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের এবং উভয় তীরস্থ ফোরশোর এলাকাসমূহকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

অতএব, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যাসহ সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের এবং নদীগুলোর ফোরশোরে নিম্নলিখিত কার্যাবলী এতদ্বারা নিষিদ্ধ করা হলো, যা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশনার দিন হতে কার্যকর হবে:-

- সকল প্রকার শিকার।
- কচ্ছপ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ধরা বা সংগ্রহ।
- প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ।
- ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ।
- মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
- মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী।
- নদীসমূহের চারপাশের বাসাবাড়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন।

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এ এলাকার পরিসীমা এবং বিধি নিষেধ পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ শাখা-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২০ শে জানুয়ারি ২০১১

নং পবম/পরিবেশ শা-২/নদী সংরক্ষণ নির্দেঃ/০১/২০১০/২২-প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন নদী সংরক্ষণ নির্দেশিকাটি এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকরের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করার নিমিত্তে আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হলো।

১.০ ভূমিকা

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন, ২০১০ এর ধারা ৫ (উপ-ধারা ৩), পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নদীসমূহ ও তাদের ফোরশোর অঞ্চলকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করেছে। উল্লিখিত নদীসমূহ সংরক্ষণ একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্যও মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

জাতীয় বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় গণসচেতনতার মাধ্যমে ঢাকার ইসিএ ঘোষিত নদীসমূহ, এদের ফোরশোর অঞ্চল এবং নদীসমূহের পানির গুণগত মান পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে নির্দেশিকাটি প্রণীত হল।

২.০ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

(ক) ইসিএ ঘোষিত নদীসমূহের ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Ecosystem) পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ।

(খ) পানীয় জলের উৎস, শিল্প, মৎস্যচাষ, চাষাবাদ, গৃহস্থালি, বিনোদন ও অন্যান্য কাজে নদীগুলোর পানি ব্যবহার উপযোগীকরণ।

(গ) প্রতিবেশগতভাবে বিপন্ন ও স্পর্শকাতর এলাকাসমূহ সংরক্ষণ।

(ঘ) নদীগুলোর পরিবেশগত উপযোগিতা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখা।

(ঙ) সুষম প্রতিবেশগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বজায় রেখে সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য নদীগুলোর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(চ) প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানব বসতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করা।

(ছ) ইসিএ ঘোষিত নদীগুলো রক্ষায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে কার্যকরী ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৩.০ নির্দেশিকার পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র

(ক) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন, ২০১০ এর ধারা ৫, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষিত বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীসমূহ ও এর ফোরশোর অঞ্চলের ক্ষেত্রে নির্দেশিকাটি প্রযোজ্য হবে।

(খ) নির্দেশিকাটি উল্লিখিত একই আইন ও বিধিমালার আওতায় পরবর্তীতে ঘোষিত অন্যান্য প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

৪.০ চৌহদ্দি নির্ধারণ

সি.এস ও আর. এস ম্যাপের ভিত্তিতে ইসিএ ঘোষিত নদীগুলোর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে এবং বিআইডব্লিউটি-এর আইনে উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী ফোরশোর নির্ধারণ করতে হবে। কনক্রিট পিলার বা অন্য কোন সুস্পষ্ট ভৌত চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ইসিএ ঘোষিত নদীগুলোর সীমানা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৫.০ বাফার প্রতিষ্ঠাকরণ

ঢাকার ইসিএ ঘোষিত নদীগুলোর সুরক্ষার জন্য বাফার এলাকা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং একই সাথে উক্ত এলাকার সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ থাকবে। এই বাফার এলাকা দূষণ নিরোধক ও নদীতীর সুরক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। নদীগুলোর ফোরশোর এলাকায় বাফার এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইসিএ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় বাফার এলাকার ব্যবস্থাপনা এবং এর ভূমি ব্যবহারের বিষয়টি নির্ধারিত থাকবে।

৬.০ ঢাকা ইসিএ নদী ব্যবস্থাপনা কমিটি

ঢাকার ইসিএ নদীগুলোর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে নিম্নোলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে ঢাকা ইসিএ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করবে:

১.	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সভাপতি
২.	মহাপরিদর্শক, পুলিশ-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্যবৃন্দ
৩.	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ-এর প্রতিনিধি	”
৪.	চেয়ারম্যান, রাজউক-এর প্রতিনিধি	”
৫.	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি	”
৬.	মহাপরিচালক, ডিএলআরএস-এর প্রতিনিধি	”
৭.	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি	”
৮.	চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউডিবি-এর প্রতিনিধি	”
৯.	প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি-এর প্রতিনিধি	”
১০.	চেয়ারম্যান, ডিওয়াসা-এর প্রতিনিধি	”
১১.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিসিসি-এর প্রতিনিধি	”
১২.	ডেপুটি কমিশনার, ঢাকা	”
১৩.	ডেপুটি কমিশনার, গাজীপুর	”
১৪.	ডেপুটি কমিশনার, নারায়ণগঞ্জ	”
১৫.	ডেপুটি কমিশনার, মুন্সিগঞ্জ	”
১৬.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক পাঁচ জন প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধি।	”
১৭.	পরিচালক, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব।

৬.১ ঢাকা ইসিএ নদী ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

(ক) ইসিএ ঘোষণা, এতদ্‌সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(খ) ইসিএ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ব্যবস্থাপনা অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

(গ) ইসিএ'র প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স ও অনুমোদন প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করা।

(ঘ) ইসিএ নদীসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও), এবং নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যথাযথ পর্যায়ে সমন্বয় রক্ষা করা।

(ঙ) ইসিএ নদীগুলোর পরিবেশগত অবস্থা ও উন্নতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

(চ) ঢাকা ইসিএ নদীসমূহের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ, মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন করা।

৭.০ ঢাকা ইসিএ নদী ব্যবস্থাপনা ইউনিট

ইসিএ নদীগুলোর ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানিক সামর্থ বৃদ্ধির জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি স্থায়ী ঢাকা ইসিএ নদী ব্যবস্থাপনা ইউনিট থাকবে। এ লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের স্থায়ী জনবলের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী ইসিএ ব্যবস্থাপনা ইউনিট সৃষ্টি করতে হবে।

উল্লিখিত ইউনিটের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) ঢাকা ইসিএ নদী ব্যবস্থাপনা কমিটির সাচিবিক সহযোগিতা প্রদান।

(খ) ইসিএ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।

(গ) প্রতিটি ইসিএ নদীর সামগ্রিক অবস্থা ও উন্নয়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও এ সংক্রান্ত সমস্যার নিরসন।

(ঘ) ইসিএ নদীগুলোর উপর নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

(ঙ) পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট দাখিলের জন্য ইসিএ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন ও ইসিএ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

(চ) শিক্ষা ও গণসচেতনতার মাধ্যমে ইসিএ কার্যক্রমকে জোরদার করা এবং ইসিএ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে লিয়াজো রক্ষা করা।

(ছ) মহাপরিচালক বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যক্রম।

৮.০ বেসরকারী সংস্থাসমূহ (এনজিও)

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থাসমূহকে পরিবেশ অধিদপ্তর উৎসাহিত করবে।

৯.০ ইসিএ নদীগুলোর সীমার মধ্যে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান

(ক) ইসিএ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতা বহির্ভূত কোন বাণিজ্যিক প্রকল্প বা কার্যক্রম ইসিএ ঘোষিত নদীগুলোর সীমার মধ্যে গ্রহণ বা বর্জন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন, ২০১০ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(খ) ইসিএ ঘোষিত নদীগুলোর সীমার মধ্যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) বাধ্যতামূলক। ইসিএ ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর প্রতিনিধ ইসিএ ঘোষিত নদীসমূহের সীমানার মধ্যে বা সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে গৃহীত কোন প্রকল্পের প্রতিবেশগত প্রভাব নিরূপন (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা প্যানেলের সদস্য হবে।

(গ) ইসিএভূক্ত যে সকল এলাকায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে সে সব এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা একটি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন যাতে ঐ এলাকায় প্রতিবেশগত বিরূপ প্রভাবের পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়। যে কোন বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় উদ্যোক্তা যথাযথ প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবেন। যে কোন ধরণের অসতর্কতার জন্য সংঘটিত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব উদ্যোক্তা বহন করবে।

(ঘ) উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় ইসিএ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইসিএ ঘোষিত অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিতে পারবে। এতদ্অঞ্চল থেকে টেকসই পদ্ধতিতে প্রাণীজ সম্পদ আহরণের জন্য স্থানীয় জনগণকে অনুমতি দিতে পারবে।

১০.০ পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

(ক) উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে ইসিএ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ অগ্রগতি অনুধাবনের জন্য অধিদপ্তর নির্দেশক (Indicator) নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

(খ) ইসিএ-এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর হতে একটি ভ্রাম্যমাণ তত্ত্বাবধান দল থাকবে। এ দলের তাৎক্ষণিক পরিবেশগত পরীক্ষণ সুবিধা ও আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে।

১১.০ ইসিএ নদীসমূহের জন্য প্রযোজ্য সাধারণ বিধানাবলী

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ইসিএ এলাকাসমূহের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এ ধরণের যে কোন কার্যক্রম বন্ধ বা নিষেধ করার এখতিয়ার সংরক্ষণ করেন।

১২.০ ইসিএ ঘোষিত নদীসমূহের মধ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা নিয়ন্ত্রিত (Restricted) হবে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন, ২০১০ এর ধারা ৫ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী বিধিবিধান অনুসারে ইসিএ এলাকার মধ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে নিম্নোলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে:

(ক) পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এবং ইসিএ এর প্রাধিকার ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন ধরনের সম্পদ আহরণমূলক বা শিল্প প্রকল্প ইসিএ এলাকার মধ্যে স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

(খ) পরিবেশ অধিদপ্তর হতে বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে ইসিএ এলাকার মধ্যে কোন ধরনের বাণিজ্যিক প্রকল্প বা খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ বা পরিচালনা করা যাবে না।

(গ) নির্দেশিকা কার্যকরী হওয়ার সময়ে বৈধ কোন চুক্তির আওতায় যদি কোন প্রকল্পের কার্যক্রম চালু থাকে তবে তা চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালু রাখা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, মহা-পরিচালকের পূর্বানুমোদন ছাড়া কোন অবস্থাতেই বিদ্যমান প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি বা নবায়ন করা যাবে না।

(ঘ) ইসিএ কমিটির পূর্বানুমোদন, যথাযথ প্রতিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতীত কোন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ এবং চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না।

(ঙ) মহাপরিচালক প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে ইসিএ এলাকার জন্য অনুপযুক্ত যে কোন প্রকল্প নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

১৩.০ ইসিএ ঘোষিত নদীসমূহের মধ্যে যেসব কার্যাবলী করা নিষিদ্ধ

(ক) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধিত) আইন, ২০১০ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী বিধিবিধান অনুসারে ইসিএ এলাকার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ:

১. বিনা অনুমতিতে কোন ধরনের অবকাঠামো, বেষ্টনী বা প্রতিবন্ধক নির্মাণ বা সংরক্ষণ এবং কোন ধরনের বাণিজ্যিক উদ্যোগ গ্রহণ।
২. ইসিএ অথবা ইসিএ-এর অন্তর্ভূক্ত উদ্ভিদ, প্রাণি ও অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর এমন বর্জ্য পদার্থ ডাম্পিং বা অবসারণ।
৩. অনুমতি ব্যতীত কোন ধরনের শিল্প যন্ত্রপাতির ব্যবহার।
৪. জলাধারসমূহে কোন ধরনের বর্জ্য বা দূষক নির্গমন।
৫. ইসিএ'র সীমানা নির্ধারক বা চিহ্নের কোন ধরনের পরিবর্তন, বিলোপন, ক্ষতিসাধন বা বিকৃতি।
৬. প্রাকৃতিক বন বা বৃক্ষ নিধন বা সংগ্রহ।
৭. কোন সম্প্রদায়ের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিবেচিত বস্তুসমূহের কোন ধরনের ধ্বংস সাধন, বিকৃতি বা ক্ষতি সাধন করা।
৮. উদ্ভিদকূল ও প্রাণিকূলের আবাস স্থল ধ্বংস করা বা পরিবর্তন করা।
৯. এমন কোন শিল্প প্রকল্প স্থাপন যা মাটি, পানি, বায়ু দূষিত করতে পারে বা শব্দ দূষণ করতে পারে।
১০.ইসিএ'র জন্য ক্ষতিকর বা এর অব্যন্তরস্থ উদ্ভিদ বা প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর বর্জ্য ডাম্পিং করা।
১১.মাছ বা অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর কোন কার্যক্রম।
১২.ইসিএ'র উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এমন কোন কার্যক্রম।

(খ) সরকার পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনায় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম সময় সময় শিথিল করতে পারে।

১৪.০ ইসিএ নদীসমূহের মধ্যে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

১৪.১ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- কঠিন বর্জ্যের দ্বারা দূষণ হ্রাসের জন্য ডিসিসি ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ২২০ কি. মি. নদী তীরের কঠিন বর্জ্য অপসারণের জন্য বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে।
- কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও ডিসপোসালের জন্য ডিসিডি ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সচেতনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- ডিসিসি ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বর্জ্য সংগ্রহ ও পরিবেশসম্মত উপায়ে ডিসপোসাল করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।
- ডিসিসি ও সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো বাজার বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।
- যাত্রীবাহী জাহাজগুলোর নিজস্ব বর্জ্য সংগ্রহ সুবিধা থাকতে হবে।
- নদীসমূহের সীমানার মধ্যে বর্জ্য সংগ্রহের আধারের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। ডিসিসি ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো এই বর্জ্য যথাসময়ে সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

- অনিয়ন্ত্রিত প্রাণী জবা বা কসাইখানা বন্ধ করতে হবে। ইসিএ এলাকায় নতুন করে আর কোন কসাইখানা প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হবে না।

১৪.২ অবৈধ নদীদখল রোধ করা

- অবৈধ দখল উচ্ছেদ বা রোধ করার জন্য সি. এস. ও আর. এস রেকর্ড অনুসারে ইসিএ নদীগুলোর সীমা নির্ধারণ করা হবে।
- নদীতীর বরাবর স্থায়ীভাবে সড়ক বা পায়ে হাঁটা রাস্তা নির্মাণ করা হবে।
- ইসিএ'র বাফার জোন পরিবেশ অধিদপ্তর/বন অধিদপ্তর নির্ধারণ করে দিবে।

১৪.৩ অপরিশোধিত তরল বর্জ্য নির্গমন প্রতিরোধ এবং হ্রাস করা

- ঢাকা মহানগর ও এর সন্নিকটবর্তী শহরগুলোর পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে পয়ঃশোধনাগার ও পয়ঃনিস্কাশন পাইপ লাইন স্থাপন, বিদ্যমান পয়ঃশোধনাগার ও লাইনের সংস্কার এবং উন্নয়ন সাধন।
- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইসিএ নদীগুলোর পানির গুণগত মানের জন্য একটি পৃথক ও অনমনীয় মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
- নদীগুলোতে তেলের নিঃসরণ রোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং মনিটর করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- সকল প্রকার নৌ-পরিবহনের ফিটনেস পরীক্ষার জন্য কঠোর মনিটরিং এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তরল বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন ও তা কার্যকর রাখার জন্য আইনি বাধ্যবাধকতা বলবৎ করা।
- যে সকল ব্যক্তি বা উদ্যোক্তা দূষণের জন্য দায়ী তাদের চিহ্নিত করা। তাদেরকে সকল ধরণের প্রণোদনার বাহিরে রাখা।
- ইসিএ নদীগুলোর পাড়ে কিংবা এর সন্নিকটবর্তী এলাককার শিল্প কারখানাসমূহের ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে এবং শিল্প কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।
- দূষণমুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারকারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সুবিধা প্রদানের পূর্বে প্রজেক্ট প্রোফাইলে ইটিপি অন্তর্ভূক্তি বাধ্যতামূলক করা।
- বিভিন্ন চিহ্নিত স্থানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা।
- বিদ্যমান ইটিপিগুলো যথাযথভাবে কাজ করছে কিনা এবং সার্বক্ষণিক চালু আছে কিনা তা নিয়মিত মনিটর করা।
- দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং পরিবেশগত মানমাত্রাগুলো কঠোরভাবে আরোপের জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিবিধানের সংশোধন।
- নদী বা খালসমূহে পোড়া তৈল ফেলা বন্ধ করতে হবে।
- উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় টঙ্গী, সাভার, গাজীপুর, তেজগাঁও, ঘোড়াশাল, তারাবো ও নারায়ণগঞ্জ-এর শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায় সম্মিলিত তরল বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) নির্মাণ করা।
- রিভার মডেলিং সিস্টেম ডেভেলপ করা এবং নদীর পানির গুণগত মান ও প্রবাহের উপর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের পরিমাণগত প্রভাব নিরূপণ করা।

১৪.৪ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নদীর পানির গুণগত মান, মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট সম্পর্কিত ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করবে।
- নদী দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত গণমাধ্যম ও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সরকলের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে।
- নদী দূষণ রোধে একটি সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা হবে।

১৪.৫ নদীগুলোর প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ

- চর এলাকায় ড্রেজিং-এর মাধ্যমে নদীর মৃত চ্যানেল উন্মুক্ত করে জলাবদ্ধ এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- যথাযথ ইআইএ সম্পাদনের পর নদীর তলদেশে হতে বর্জ্য অপসারণ করতে হবে।
- বুড়িগঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলোর সম্প্রসারণ পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা প্রভাব পরীক্ষা করা।

১৪.৬ সচেতনতা বৃদ্ধি অভিযান

- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় নদী দূষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা।
- যে সকল শিল্প কারখানা ইসিএ নদীগুলোতে তরল বর্জ্য নির্গমন করছে তাদেরকে জিরো ডিসচার্জ প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে উৎসাহিত করা হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ জানুয়ারি, ২০১৫

নং ২২.০০.০০০০.০৭৩.৩০.০০১.২০১৩/২৩-সরকার এ মর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে যে, অপরিকল্পিতভাবে যত্রতত্র পাথর উত্তোলন ও নানাবিধ কার্যকলাপের ফলে সিলেট জেলায় অবস্থিত জাফলং-ডাউকি নদীর প্রতিবেশ অবস্থা (Ecosystem), সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও সঙ্কটাপন্ন হবে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে।

২। এ বিষয়ে দায়েরকৃত দুইটি রিট পিটিশনের (নং ১০৭০৩/২০১১ এবং নং ১০৯৪৭/২০১১) রায়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ জাফলং-ডাউকি নদীকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

৩। এমতাবস্থায়, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ৫নং ধারার উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩নং বিধি অনুসারে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত হতে সারি-গোয়াইন নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত প্রবাহমান জাফলং-ডাউকি নদীকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা সমীচীন। অতএব, মৌজার বিবরণ এবং এলাকার আয়তনসহ নিম্ন ছকে বর্ণিত জাফলং-ডাউকি নদী, এ নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকা এবং জাফলং-ডাউকি ও পিয়াইন নদীর মধ্যবর্তী খাসিয়াপুঞ্জিসহ মোট ১৪.৯৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে (অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মানচিত্র দ্রষ্টব্য) প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসেবে ঘোষণা করা হলোঃ

সিএস মৌজার নাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা	জাফলং-ডাউকি নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ৫০০ মিটার এলাকাসহ ইসিএ এলাকা (বর্গ কিঃমিঃ)
খাসিয়াপুঞ্জি (চৈলাখেল ১ম খণ্ড, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট)	১.৪৭
চৈলাখেল ১ম খণ্ড, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	১.৭২
চৈলাখেল ৩য় খণ্ড, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	০.৭২
চৈলাখেল ২য় খণ্ড, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	২.২৭
চাউরাখেল, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	২.৭০
চৈলাখেল ৮ম খণ্ড, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	১.২৬
আসাম পাড়া, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	০.৬৯
আসাম পাড়া হাওর, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	০.৫৩

সিএস মৌজার নাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা	জাফলং-ডাউকি নদী ও নদীর উভয় তীরস্থ ৫০০ মিটার এলাকাসহ ইসিএ এলাকা (বর্গ কিঃমিঃ)
বাউরভাগ, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	১.৩২
বাউভাগ হাওর, পূর্ব জাফলং, গোয়াইনঘাট	১.৬৯
টিতগুলিল হাওর, আলিরগাঁও, গোয়াইনঘাট	০.০৭
নাইন্দা হাওর, আলিগাঁও, গোয়াইনঘাট	০.৪৯
মোট:	**১৪.৯৩ বর্গ কিলোমিটার**

৪। অতএব, জাফলং-ডাউকি নদী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি এতদ্দ্বারা নিষিদ্ধ করা হলো, যা বাংলাদেশ সরকারের গেজেটে প্রকাশের দিন হতে কার্যকর হবে:

(ক) স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণি ধরা বা শিকার

(খ) নদী বা জলাশয়ে বসবাসরত মা মাছ ধরা বা শিকার

(গ) প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ

(ঘ) ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ

(ঙ) মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

(চ) মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবলি

(ছ) নদীর চারপাশের বসতবাড়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ

(জ) যান্ত্রিক বা ম্যানুয়াল বা অন্য কোন পদ্ধতিতে পাথরসহ অন্য যে কোনো খনিজ সম্পদ উত্তোলন

(ঝ) খাসিয়াপুঞ্জি এলাকাসমূহ নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটারের মধ্যে সকল প্রকারের যন্ত্রযান চলাচল বা যান্ত্রিক ডিভাইস যেমন বোমা মেশিন বা এক্সাভেটর স্থাপন

(ঞ) নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার এলাকার মধ্যে স্টোন ক্রাশিং/চুনা পাথর ক্রাশিং/অপরিকল্পিত উপায়ে কয়লা স্তুপ করা বা পরিবহন করা; ইত্যাদি কার্যক্রম

৫। উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এবং নদীর গতিপথ বা প্রতিবেশ ব্যবস্থা পরিবর্তনের কারণে ইসিএ এলাকার সীমা-পরিসীমা এবং বিধি-নিষেধ সময়ে সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবেন।

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মু শুকুর আলী
উপ সচিব।

জাফলং-ডাউকি প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার মানচিত্র

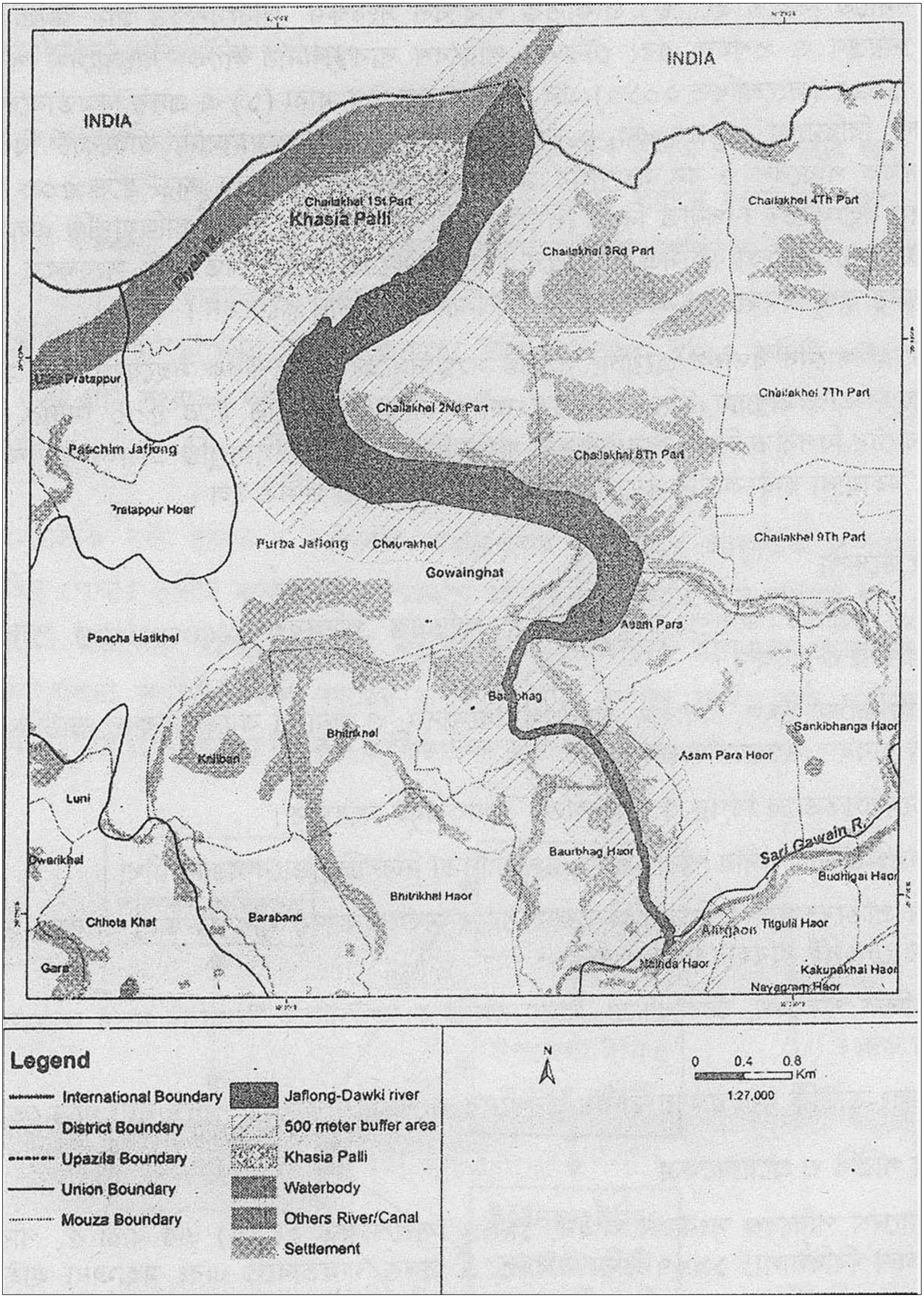

জাফলং-ডাউকি নদী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

১.০ ভূমিকা

জাফলং-ডাউকি নদী বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত হতে শুরু করে সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার পূর্ব জাফলং এবং আলিরগাঁও ইউনিয়ন দু'টির ১১টি মৌজার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সারি-গোয়াইন নদীতে মিলিত হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৫ নং ধারার উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর ৩নং বিধি অনুসারে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় জাফলং-ডাউকি নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ বল্লাঘাটের বিপরীত দিকে পিয়াইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো খাসিয়াপুঞ্জি এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করেছে। উল্লিখিত নদী সংরক্ষণে একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্যও মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

জাতীয় বিধিবিধানের যথাযথ প্রয়োগ, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় গণসচেতনতার মাধ্যমে ইসিএ ঘোষিত নদী, নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ বল্লাঘাটের বিপরীত দিকে পিয়াইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো খাসিয়াপুঞ্জি এলাকা পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে নির্দেশিকাটি প্রণীত হল।

২.০ নির্দেশিকার উদ্দেশ্য

(ক) ইসিএ ঘোষিত জাফলং-ডাউকি নদীর ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবেশ (ecosystem) পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ।

(খ) পানীয় জলের উৎস, চাষাবাদ, গৃহস্থালি, বিনোদন, ও অন্যান্য কাজে জাফলং-ডাউকি নদীর পানি ব্যবহার উপযোগীকরণ।

(গ) প্রতিবেশগতভাবে বিপন্ন ও স্পর্শকাতর এলাকাসমূহ সংরক্ষণ।

(ঘ) জাফলং-ডাউকি নদীর পরিবেশগত উপযোগিতা নিরবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখা।

(ঙ) সুষম প্রতিবেশগত বৈশিষ্টসমূহ বজায় রেখে সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য জাফলং-ডাউকি নদীর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(চ) প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মানব বসতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা করা।

(ছ) জাফলং-ডাউকিং নদী রক্ষায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে কার্যকর ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

৩.০ নির্দেশিকার পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র

(ক) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৫, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর বিধি ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ইসিএ) হিসেবে ঘোষিত জাফলং-ডাউকি নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ বল্লাঘাটের বিপরীত দিকে পিয়াইন নদী পর্যন্ত বিস্তৃত পুরো খাসিয়াপুঞ্জি এলাকার ক্ষেত্রে নির্দেশিকাটি প্রযোজ্য হবে।

(খ) নির্দেশিকাটি উল্লিখিত একই আইন ও বিধিমালার আওতায় পরবর্তীকালে ঘোষিত অন্যান্য প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

৪.০ চৌহদ্দি নির্ধারণ

সিএস ও আরএস ম্যাপের ভিত্তিতে ইসিএ ঘোষিত জাফলং-ডাউকি নদীর সীমানা এবং ৫০০ মিটার বাফার ও খাসিয়াপুঞ্জিভূক্ত দাগসমূহ নির্ধারণ/চিহ্নিত করতে হবে। কনক্রিট পিলার বা অন্য কোন সুস্পষ্ট ভৌত চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ইসিএ ঘোষিত নদী এবং ইসিএ-এর সীমানা নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৫.০ ইসিএ ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি পক্ষের সমন্বয়ে সুষ্ঠুভাবে ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ইসিএভূক্ত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে যথাক্রমে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ইসিএ সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, হাকালুকি হাওর ইসিএ, কক্সবাজার-টেকনাফ

পেনিনসুলা ইসিএ এবং সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য ইতোমধ্যে উল্লিখিত জেলা ইসিএ কমিটি এবং উপজেলা ইসিএ কমিটি এবং গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group), সংক্ষেপ VCG/ভিসিজি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ-র পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য এর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন পেশার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে প্রয়োজন অনুসারে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠিত হবে। ইউনিয়ন ইসিএ কমিটির তত্ত্বাবধানে ভিসিজিসমূহ ইসিএ-র প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণসহ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সকল কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হবে। মাঠ পর্যায়ে ইসিএ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিম্নরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

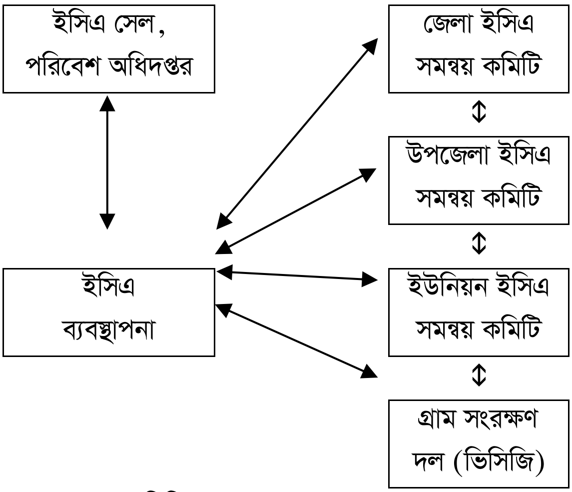

৫.১ জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনা কমিটি

জাফলং-ডাউকি নদীর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য সরকার প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করবে:

১.	বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট	- সভাপতি
২.	জেলা প্রশাসক, সিলেট	- সদস্য
৩.	পুলিশ সুপার, সিলেট জেলা	- সদস্য
৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোয়াইনঘাট, সিলেট	- সদস্য
৫.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সিলেট	- সদস্য
৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট	- সদস্য
৭.	বিআইডব্লিউটিএ-এর সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাহী প্রকৌশলী	- সদস্য
৮.	বিডব্লিউডিবি-এর সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাহী প্রকৌশলী	- সদস্য
৯.	জেলা মৎস কর্মকর্তা, মৎস অধিদপ্তর, সিলেট	- সদস্য
১০.	উপপরিচালক, তথ্য অধিদপ্তর, সিলেট	- সদস্য
১১.	সহকারী কমিশনার (ভূমি), গোয়াইনঘাট, সিলেট	- সদস্য
১২.	অফিসার ইনচার্জ, গোয়াইনঘাট থানা, সিলেট	- সদস্য
১৩.	সভাপতি, প্রেসক্লাব, সিলেট	- সদস্য
১৪.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞ, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষজ্ঞ ও স্থানীয় কমিউনিটির প্রতিনিধি (পাঁচ জন)	- সদস্য
১৫.	পরিচালক, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর	- সদস্য সচিব

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে যে কোন প্রতিনিধিকে উক্ত কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৫.২ জাফলং-ডাউকি নদী ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য

(ক) ইসিএ ঘোষণা, এতদ্‌সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(খ) জাফলং-ডাউকি নদীর ইসিএ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ব্যবস্থাপনা অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

(গ) জাফলং-ডাউকি নদীর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (এনজিও) এবং নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যথাযত সমন্বয় রক্ষা করা।

(ঘ) জাফলং-ডাউকি নদীর প্রতিবেশগত অবস্থা ও উন্নতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

(ঙ) জাফলং-ডাউকি নদীর উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ মনিটরিং ইত্যাদি কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন করা।

৬.০ বেসরকারি সংস্থাসমূহ (এনজিও)

স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরিবেশ অধিদপ্তর উৎসাহিত করবে।

৭.০ পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

(ক) জাফলং-ডাউকি নদীর ইসিএ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ অগ্রগতি অনুধাবনের জন্য অধিদপ্তর নির্দেশক (Indicator) নির্ধারণ করে দিতে পারবে।

(খ) জাফলং-ডাউকি নদীর ইসিএ ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ-এর জন্য জেলা প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং পরিবেশ অধিদপ্তর-এর সমন্বয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ তত্ত্বাবধান দল থাকবে। এ দলের তাৎক্ষণিক পরিবেশগত পরীক্ষণ সুবিধা ও আইন প্রয়োগ করার ক্ষমতা থাকবে।

৮.০ ইসিএ ঘোষিত নদীসমূহের মধ্যে যেসব কার্যাবলী নিষিদ্ধ

জাফলং-ডাউকি নদী প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় পরিবেশগত মানোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়েছে:

(ক) স্থলজ বা জলজ পরিবেশে বসবাসরত বন্যপ্রাণি ধরা বা শিকার

(খ) নদী বা জলাশয়ে বসবাসরত মা মাছ ধরা বা শিকার

(গ) প্রাণি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ

(ঘ) ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ

(ঙ) মাটি, পানি বায়ূ এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

(চ) মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবলী

(ছ) নদীর চারপাশের বসতবাড়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়প্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ।

(জ) যান্ত্রিক বা ম্যানুয়াল বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে পাথরসহ অন্য যে কোন খনিজ সম্পদ উত্তোলন।

(ঝ) খাসিয়াপুঞ্জি এলাকাসহ নদীর উভয় পাড় হতে ৫০০ মিটারের মধ্যে সকল প্রকারের যন্ত্রযান চলাচল বা যান্ত্রিক ডিভাইস যেমন বোমা মেশিন বা এক্সাভেটর স্থাপন।

(ঞ) জাফলং-ডাউকি নদীর উভয় পাড় হতে ১০০০ মিটার বা এক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে স্টোন ক্রাশিং/চুনা পাথর ক্রাশিং/অপরিকল্পিত উপায়ে কয়লা স্তুপ করা বা পরিবহন করা ইত্যাদি কার্যক্রম।

৯.০ জাফলং-ডাউকি ইসিএ এলাকায় নিষিদ্ধ কার্যক্রমসমূহ বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ

৯.৩.১ প্রাণি ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ যেমন ঝোঁপঝাড়, বন-জঙ্গল, গাছপালা পরিস্কার, কর্তন বা অপসারণ করা যাবে না।

৯.৩.২ ইসিএ এলাকাভুক্ত যে কোন প্রকার জমিতে পাথর বা অন্য কোন খনিজ সম্পদ উত্তোলন করা যাবে না।

৯.৩.৩ উল্লিখিত ৯.৩.১ ও ৯.৩.২ বাস্তবায়নের জন্য Village Conservation Group-কে সক্রিয় করতে হবে। ইসিএ এলাকাভুক্ত জমিতে পাথর ও অন্য কোন খনিজ সম্পদ উত্তোলন বন্ধ রাখার জন্য খনিজ সম্পদ ব্যুরো এবং স্থানীয় জেলা প্রশাসন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.৪ ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ

সরকারি খাস ও ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে পাথর উত্তোলন, স্টোন ক্রাশার স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম এর অনুকূলে কোনো প্রকার পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হবে না। ভূমি ও পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ বন্ধ করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে গঠিত Village Conservation Group-কে সক্রিয় করতে হবে এবং নদী বা এর ফোরশোর এলাকায় যাতে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত না হয় সে লক্ষ্যে Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA) এবং Bangladesh Water Development Board (BWDB) সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ভূমিকা জোরদার করতে হবে।

৯.৫ মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এর ক্ষেত্রে কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া হবে না এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যাতে এ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত না হয় সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৯.৬ মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবলী

মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণির ক্ষতিকারক যে কোন কার্যাবরী বন্ধের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর-এর সমন্বয়ে কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং সেগুলো বন্ধে স্থানীয় Village Conservation Group-এর সমন্বয়ে পাহারা প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

৯.৭ নদীসমূহের চারপাশের বসতবাড়ী, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়প্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ

নদীসমূহের উভয় পার্শ্বের বসতবাড়ী শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন এবং কঠিন বর্জ্য কোনো অবস্থাতেই নির্গমন করা যাবে না এ লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট-এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে। কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপ বা অপসারণ এবং তরল বর্জ্য নির্গমন বন্ধ করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা/উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় জনগণ এবং Village Conservation Group-কে সক্রিয় করতে হবে।

৯.৮ ইসিএ এলাকায় পাথর উত্তোলন পরিলক্ষিত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ

ইসিএ এলাকায় কোনো প্রকার পাথর উত্তোলন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে তা পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট-এর উদ্যোগে জেলা/উপজেলা প্রশাসন খনিজ সম্পদ ব্যুরো এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তায় পাথর উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে এবং পাথর উত্তোলনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি জব্দ করতে হবে।

৯.৯ নদীর গতিপথ এবং প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে পাথর উত্তোলন

ইসিএ এলাকায় পাথর উত্তোলন অপরিহার্য বিবেচিত হলে, যেমন প্রাকৃতিকভাবে উজান হতে পাথর এসে নদী ভরাট হয়ে নদীর প্রবাহ বা গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলে, সেক্ষেত্রে ইসিএ ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রণীত পাথর উত্তোলন গাইডলাইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।

৯.১০ নদীর তীর হতে এক কিলোমিটারের মধ্যে স্টোন ক্রাশার দ্বারা স্টোন ক্রাশ

নদীর তীর হতে এক কিলোমিটারের মধ্যে স্টোন ক্রাশার দ্বারা স্টোন ক্রাশ করার ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা যাবে না। বিদ্যমান স্টোন ক্রাশিং মিলসমূহকে (যদি থাকে) ইসিএ প্রজ্ঞাপন জারীর এক বছরের মধ্যে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০.০ ইকোলজিক্যাল ইনভেনটরি এবং মনিটরিং

ব্যবস্থাপনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ-র প্রাকৃতিক সম্পদের একটি ইনভেনটরি এবং পরিবেশগত অবস্থার বেইজলাইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া শ্রেয়তর প্রতিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যর উন্নতি পরিবীক্ষণ করতে হবে।

১১.০ আইন প্রয়োগ:

জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ এলাকায় উল্লিখিত নিষিদ্ধ কার্যাবলীসহ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কোন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে তা প্রতিহত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ জন্য প্রয়োজনে পরিবেশ অধিদপ্তর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ইসিএ সমন্বয় কমিটি বা ভিসিজি'র সহযোগিতা গ্রহণ করবে।

১২.০ ইসিএ নদীসমূহের মধ্যে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

১২.১ অবৈধ নদীদখল রোধ করা

অবৈধ দখল উচ্ছেদ বা রোধ করার জন্য সিএস ও আরএস রেকর্ড অনুসারে জাফলং-ডাউকি নদীর সীমা নির্ধারণ করা হবে।

১২.২ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার

- পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জাফলং-ডাউকি নদীর পানির গুণগত মান, মনিটরিং এবং এনফোর্সমেন্ট সম্পর্কিত ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করবে।
- জাফলং-ডাউকি নদীর দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উপাত্ত গণমাধ্যম ও ওয়েব সাইটের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।
- জাফলং-ডাউকি নদীর দূষণ রোধে একটি সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে।

১২.৩ সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

বিভিন্ন অংশীজনের (স্টেক হোল্ডারদের) সহযোগিতায় জাফলং-ডাউকি নদী দূষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১৩.০ বিবিধ

জাফলং-ডাউকি নদী ইসিএ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান বা প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একই সাথে ইসিএ ব্যবস্থাপনায় ভিসিজি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প জীবিকা উন্নয়নের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় ভূমি প্রশাসন, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং Village Conservation Group-এর সহায়তায় সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করতে হবে। জীববৈচিত্র্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ চিহ্নিতকরণসহ ইসিএ এলাকার ভূমি ব্যবহার তথ্য-উপাত্ত তৈরি করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা নির্দেশিকাটি বাস্তবায়ন করবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২৪ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ২২.০০.০০০০.০৭৩.১৩.০০৪.২০১৪-১৩৬-প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নম্বর আইন) এর ৫ নম্বর ধারার উপধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯৯ সালে সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাকে সরকার কর্তৃক প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA/ইসিএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীকালে ২০১৫ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে সুন্দরবন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার মৌজাসমূহের নাম সন্নিবেশ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ প্রজ্ঞাপনটি ১৩ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে ২২.০০.০০০০.০৭৩.১৩.০০৪.২০১৪/১৩ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের স্থলাভিষিক্ত হল। সুন্দরবন প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকার সকল পূর্ণ ও আংশিক মৌজার নাম এ সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে সন্নিবেশ করা হল। সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত ইসিএভুক্ত এলাকায় কোনো পূর্ণ ও আংশিক মৌজার নাম বাদ পড়লে তা প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। তালিকাভুক্ত মৌজাসমূহে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী নিষিদ্ধ থাকবে।

(১) প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ ;
(২) সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা ;
(৩) সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ ;
(৪) প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ ;
(৫) ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ ;
(৬) মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ; এবং
(৭) মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোনো প্রকার কার্যাবলী।

সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টে চতুর্দিকে ১০ কিলোমিটার বিস্তৃত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার(ইসিএ) মৌজাসমূহের সংশোধিত তালিকা:

জেলা	:	**সাতক্ষীরা**
উপজেলা	:	আশাশুনি
ইউনিয়ন	:	আনুলিয়া
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	একসারা, দক্ষিণ একসারা, নাংলা
ইউনিয়ন	:	খাজরা
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	খাজরা
ইউনিয়ন	:	প্রতাপ নগর
মৌজা (পূর্ণ)	:	চাকলা তেলিখালী
মৌজা (আংশিক)	:	গোকুল নগর, নাকনা, সনাতনকাটি, শ্রীপুর
উপজেলা	:	শ্যামনগর
ইউনিয়ন	:	আটুলিয়া

মৌজা (পূর্ণ)	:	কুপোট, তালবাড়িয়া
মৌজা (আংশিক)	:	আটুলিয়া, পশ্চিম বিড়ালাক্ষ্মী, পূর্ব বিড়ালাক্ষ্মী
ইউনিয়ন	:	বুড়িগোয়ালিনী
মৌজা (পূর্ণ)	:	আবাদচন্ডিপুর, বুড়িগোয়ালিনী, জাবাখালি, পোড়া কাটলা
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	গাবুরা
মৌজা (পূর্ণ)	:	ডুমুরিয়া, গাবুরা, খলিশাবুনিয়া, পার্শ্বেমারী
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	ঈশ্বরীপুর
মৌজা (পূর্ণ)	:	ধুমঘাট, গুমানতলী. গুটলিকাটি, খাগড়াঘাট, শ্রীফলকাটি
মৌজা (আংশিক)	:	বংশীপুর, ঈশ্বরীপুর
ইউনিয়ন	:	কৈখালী
মৌজা (পূর্ণ)	:	কংকরঘাটা, মির্জাপুর, পরানপুর
মৌজা (আংশিক)	:	মেন্দিনগর, নিদয়া
ইউনিয়ন	:	কাশিমারী
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	কাঁচি হারানিয়া, কাঁঠালবাড়িয়া, কাশিমারি, খুঁটিকাটা
ইউনিয়ন	:	মুন্সিগঞ্জ
মৌজা (পূর্ণ)	:	হেরিনগর, মুন্সিগঞ্জ
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	নুরনগর
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	হেরিনগর, লক্ষ্মীনাথপুর
ইউনিয়ন	:	পদ্মপুকুর
মৌজা (পূর্ণ)	:	ঝাপা, পাতাখালি
মৌজা (আংশিক)	:	ঘর কুমারপুর, পদ্মপুকুর
ইউনিয়ন	:	রমজাননগর
মৌজা (পূর্ণ)	:	রমজাননগর, ভেটখালি, কালিঞ্চি
মৌজা (আংশিক)	:	ভৈরবনগর
ইউনিয়ন	:	শ্যামনগর

মৌজা (পূর্ণ) : নাই
মৌজা (আংশিক) : চিংড়াখালী, কাশিপুর, খাগড়াডানা, শ্যামনগর

জেলা : খুলনা
উপজেলা : দাকোপ
ইউনিয়ন : বাজুয়া
মৌজা (পূর্ণ) : বাজুয়া
মৌজা (আংশিক) : চুনকুড়ি

ইউনিয়ন : বানিশান্তা
মৌজা (পূর্ণ) : বানিশান্তা
মৌজা (আংশিক) : নাই

ইউনিয়ন : চালনা
মৌজা (পূর্ণ) : বাড়ইখালী
মৌজা (আংশিক) : খোনা, পানখালি

ইউনিয়ন : দাকোপ
মৌজা (পূর্ণ) : দাকোপ, সাহেবের আবাদ
মৌজা (আংশিক) : নাই

ইউনিয়ন : কৈলাশগঞ্জ
মৌজা (পূর্ণ) : ধোপাদিহী, হরিণটানা, কৈলাশগঞ্জ
মৌজা (আংশিক) : নাই

ইউনিয়ন : কামারখোলা
মৌজা (পূর্ণ) : কামারখোলা, শ্রীনগর কালীনগর
মৌজা (আংশিক) : নাই

ইউনিয়ন : লাউডোব
মৌজা (পূর্ণ) : লাউডোব
মৌজা (আংশিক) : নাই

ইউনিয়ন : সুতারখালী
মৌজা (পূর্ণ) : গুনারী, কালাবগি সুতারখালী, নলিয়ান, সুতারখালী
মৌজা (আংশিক) : নাই

ইউনিয়ন : তিলডাংগা
মৌজা (পূর্ণ) : চক কামিনীবাসিয়া
মৌজা (আংশিক) : চক বটবুনিয়া, গড়খালী, তিলডাংগা

উপজেলা	:	কয়রা
ইউনিয়ন	:	আমাদি
মৌজা (পূর্ণ)	:	বালিয়াডাঙ্গা, বামনডাঙ্গা, ভান্ডারপোল, চক হরিকাটি, চণ্ডিপুর, হরিনগর, হাতিয়ারডাঙ্গা, খেওনা, খিরাল, কিনুকাটি বেড়বাড়ি, মসজিককুড়, পাটনিখালি
মৌজা (আংশিক)	:	আমাদি, চক গোহাইলবাটি, গোহাইলবাটি, নকশা, চক চরনামারা, কমলাপুর
ইউনিয়ন	:	বাগালি
মৌজা (পূর্ণ)	:	অর্জুনপুর, বাগা, বাইলা হারানি, বামিয়া, বাশাল, বড়পোতা, চাটকাতলা, ফতেকাটি, ইসলামপুর, কলাপোতা, কাটনিয়া, কুসাডাঙ্গা, মালিখালি, মাথাভাঙ্গা, নারায়ণপুর, সরিষামুট, ষোলোহালিয়া, তালবেড়িয়া, উলা
মৌজা (আংশিক)	:	ফকিরপোতা, ঘুগরাকাটি, হোগলা, লালুয়া, শিউরা, শ্রীফলতলা, বাগালি
ইউনিয়ন	:	দক্ষিণ বেদকাশি
মৌজা (পূর্ণ)	:	দক্ষিণ বেদকাশি
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	কয়রা
মৌজা (পূর্ণ)	:	কয়রা, মাদিনারাবাদ
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	মহারাজপুর
মৌজা (পূর্ণ)	:	অন্তাবুনিয়া, আটরা, বাউলিয়াঘাটা, দক্ষিণ দেয়াড়া, দাশালিয়া, গোবিন্দপুর, হায়েতখালি, জয়পুর, কালনা, খাড়িয়া মঠবাড়ি, লোকা, মহারাজপুর, মেঘেরাইত, শিমুলিয়ারাইত
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	মহেশ্বরীপুর
মৌজা (পূর্ণ)	:	ভাগবা, চৌকুনি, গিলাবাড়ি, হাড্ডা, কালিকাপুর, মহেশ্বরীপুর, সাথালিয়া, তেঁতুল তলার চর
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	উত্তর বেদকাশি
মৌজা (পূর্ণ)	:	উত্তর বেদকাশি
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
উপজেলা	:	পাইকগাছা
ইউনিয়ন	:	চাঁদখালী
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	ঢেমশাখালী, গজালিয়া, কমলাপুর, মৌখালি

ইউনিয়ন	:	গড়ইখালী
মৌজা (পূর্ণ)	:	উত্তর বাইনবাড়িয়া, দক্ষিণ বাইনবাড়িয়া, গড়ইখালী, হোগলারচর, কুমখালী, নুরপুর-আমিরপুর
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	লস্কর
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	খাড়িয়া ঢেমশাখালী
ইউনিয়ন	:	সোলাদানা
মৌজা (পূর্ণ)	:	বেতবুনিয়া, চার বান্দা, পতন, সোনাখালি
মৌজা (আংশিক)	:	আমুরকাটা, বয়ার ঝাপা, দীঘা, পার বয়ার ঝাপা
জেলা	:	বাগেরহাট
উপজেলা	:	মংলা
ইউনিয়ন	:	বুড়িরডাঙ্গা
মৌজা (পূর্ণ)	:	বুড়িরডাঙ্গা, কাপালিরমেট বুড়িরডাঙ্গা
মৌজা (আংশিক)		বিদ্যারবাওন, শানবান্ধা
পৌরসভা	:	মংলা
মৌজা/মহল্লা (পূর্ণ)	:	ভাটেরাবাদ, মাকোড়ঢোন, আরাজি মাকোড়ঢোন, আরাজি মাকোড়ঢোন অংশ, গলাচিপা দিগরাজ, মাছমারা, শেলাবুনিয়া, শেলাবুনিয়া অংশ, শেলাবুনিয়া মধ্য, পূর্ব শেলাবুনিয়া, পূর্ব শেলাবুনিয়া অংশ, পশ্চিম শেলাবুনিয়া অংশ, চর শেলাবুনিয়া, কামারডাঙ্গা ও ইপিজেড, পাওয়ার হাউজ ও পৌরসভা, থানপাড়া লেবার কলোনী
মৌজা /মহল্লা (আংশিক)	:	বিদ্যারবাওন দিগরাজ
ইউনিয়ন	:	চাঁদপাই
মৌজা (পূর্ণ)	:	কাইনমারি, মাকোরঢোন, মালগাজি
মৌজা (আংশিক)	:	চাঁদপাই
ইউনিয়ন	:	চিলা
মৌজা (পূর্ণ)	:	চিলা, হলদিবুনিয়া, জয়মনিরঘোল
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	মিঠাখালি
মৌজা (পূর্ণ)	:	আন্ধারিয়া, দত্তেরমেট, মিঠাখালি, সাহেবেরমেট
মৌজা (আংশিক)	:	খোনকারের বেড়
ইউনিয়ন	:	সুন্দরবন
মৌজা (পূর্ণ)	:	বাজিকরখণ্ড, বাঁশতলা, বিদ্যামারি, দামেরখণ্ড, খড়মা

মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	সোনাইলতলা
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	জয়খা, উলুবুনিয়া
উপজেলা	:	মোড়েলগঞ্জ
ইউনিয়ন	:	বহরবুনিয়া
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	বহরবুনিয়া, উত্তর ফুলহাতা
ইউনিয়ন	:	বাড়ইখালি
মৌজা (পূর্ণ)	:	দক্ষিণ সুতালড়ী
মৌজা (আংশিক)	:	উত্তর সুতালড়ী
ইউনিয়ন	:	জিউধরা
মৌজা (পূর্ণ)	:	দক্ষিণ জিউধরা, দক্ষিণ ফুলহাতা, মানিকখোলা, উত্তর জিউধরা
মৌজা (আংশিক)	:	ডেউয়াতলা
ইউনিয়ন	:	খাউলিয়া
মৌজা (পূর্ণ)	:	পূর্ব চিপা বাড়ইখালি
মৌজা (আংশিক)	:	কুমারখালি, চালিতাবুনিয়া
ইউনিয়ন	:	মোরেলগঞ্জ
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	বাদুরতলা, সরালিয়া
ইউনিয়ন	:	নিশানবাড়িয়া
মৌজা (পূর্ণ)	:	ভাষাণদল, গুয়াতলা, গুলিশাখালি, জিউধরা, পশ্চিম চিপা বাড়ইখালি
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
উপজেলা	:	রামপাল
ইউনিয়ন	:	ভোজপাতিয়া
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	চকবেতকাঁটা
ইউনিয়ন	:	হুড়কা
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	হুড়কা

ইউনিয়ন	:	রাজনগর
মৌজা (পূর্ণ)	:	নাই
মৌজা (আংশিক)	:	চকগোনা, গোনাবেলাই, সাপমারী, কাটাখালী
উপজেলা	:	শরণখোলা
ইউনিয়ন	:	সাউথখালী
মৌজা (পূর্ণ)	:	শরণখোলা সোনাতলা
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	ধানসাগর
মৌজা (পূর্ণ)	:	ধানসাগর, নলবুনিয়া, রাজাপুর
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	খোন্তাকাটা
মৌজা (পূর্ণ)	:	আমড়াগাছিয়া, বানিয়াখালী
মৌজা (আংশিক)	:	মোড়েলাবাদ
ইউনিয়ন	:	রায়েন্দা
মৌজা (পূর্ণ)	:	দক্ষিণ রাজাপুর, খাদা, রায়েন্দা
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
জেলা	:	পিরোজপুর
উপজেলা	:	মঠবাড়ীয়া
ইউনিয়ন	:	আমড়াগাছিয়া
মৌজা (পূর্ণ)	:	দক্ষিণ সোনাখালী, মধ্যম সোনাখালী
মৌজা (আংশিক)	:	আমড়াগাছিয়া হোগলপাতি, উত্তর সোনাখালী
ইউনিয়ন	:	বড় মাছুয়া
মৌজা (পূর্ণ)	:	চর ভোলমারা
মৌজা (আংশিক)	:	দক্ষিণ বড় মাছুয়া
ইউনিয়ন	:	বেতমোর রাজপাড়া
মৌজা (পূর্ণ)	:	নিজামিয়া ঘোপখালী
মৌজা (আংশিক)	:	বেতমোর রাজপাড়া
ইউনিয়ন	:	তুষখালী
মৌজা (পূর্ণ)	:	ছোট মাছুয়া
মৌজা (আংশিক)	:	নাই
ইউনিয়ন	:	গুলিশাখালী

মৌজা (পূর্ণ) : নাই
মৌজা (আংশিক) : দক্ষিণ হলতা

ইউনিয়ন : সাপলেজা
মৌজা (পূর্ণ) : বাদুরতলী, ভাইজোড়া, চরকগাছিয়া, কচুবাড়িয়া, খেতাচিরা, নলী, সাপলেজা, তাফালবাড়িয়া
মৌজা (আংশিক) : বুখাইতলা বান্ধবপাড়া

জেলা : বরগুনা
উপজেলা : পাথরঘাটা
ইউনিয়ন : চরদুয়ানী
মৌজা (পূর্ণ) : চর দুয়ানী, ছোটো ট্যাংরা, দক্ষিণ জ্ঞানপাড়া, গাববাড়িয়া, হোগলাপাশা, মঠেরখাল, সাহেরাবাদ, তাফালবাড়ীয়া
মৌজা (আংশিক) : নাই

ইউনিয়ন : কালমেঘা
মৌজা (পূর্ণ) : নাই
মৌজা (আংশিক) : ঘুটাবাছা, কালিপুর, ছনবনিয়া, কালমেঘা

ইউনিয়ন : কাঁঠালতলী
মৌজা (পূর্ণ) : কাঁঠালতলী, তালুক চরদুয়ানী
মৌজা (আংশিক) : কিরণপুর, কালিবাড়ী

ইউনিয়ন : নাচনাপাড়া
মৌজা (পূর্ণ) : মানিকখালি
মৌজা (আংশিক) : জ্ঞানপাড়া, নাচনাপাড়া

পৌরসভা : পাথরঘাটা
মৌজা পূর্ণ : নাই
মৌজা/মহল্লা (আংশিক) : বড়ইতলা, বড়ইতলা অংশ, বাজারপাড়া, পাথরঘাটা অংশ, উত্তর পাথরঘাটা

ইউনিয়ন : পাথরঘাটা
মৌজা (পূর্ণ) : বড় ট্যাংরা, কোড়ালিয়া, পদ্মা, রুহিতা
মৌজা (আংশিক) : বাদুরতলা, চরলাঠিমারা, গহরপুর, হাড়িটানা, হাতেমপুর, নিজ লাঠিমারা

ইউনিয়ন : রায়হানপুর
মৌজা (পূর্ণ) : নাই
মৌজা (আংশিক) : বেতমোর

উন্নততর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই মৌজাসমূহের সীমা/পরিসীমা এবং বাধা-নিষেধ পরিবর্তন/পরিবর্ধন করার ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সংরক্ষণ করেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
খোরশেদা ইয়াসমীন
উপসচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
কমিটি বিষয়ক শাখা

www.cabinet.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ২৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নম্বর **০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০৩.২২.১৯৫-** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি' নিম্নরূপে গঠন করেছে:

(ক) কমিটির গঠন:

(১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সভাপতি
(২) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৩) সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
(৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(৫) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
(৬) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
(৭) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	সদস্য
(৮) সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণলয়	সদস্য
(৯) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১০) সচিব, সেতু বিভাগ	সদস্য
(১১) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
(১২) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
(১৩) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৪) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
(১৫) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(১৬) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
(১৭) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(১৮) চেয়ারম্যান, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(১৯) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	সদস্য
(২০) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(২১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
(২২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI)	সদস্য
(২৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (BCIC)	সদস্য

(২৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন — সদস্য
(২৫) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন — সদস্য
(২৬) চেয়ারম্যান, পুরকৌশল/কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্যবিদ্যালয় (বুয়েট) — সদস্য
(২৭) অতিরিক্ত সচিব (দূষণ নিয়ন্ত্রণ/পরিবেশ), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় — সদস্য-সচিব।

এ কমিটিতে 'সচিব' বলতে সিনিয়র সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(খ) কমিটির কর্মপরিধি:

(১) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(২) বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(৩) বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২- এর অধীন বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্ধারিত মানমাত্রা অর্জন ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট করনীয় নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান;

(৪) বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২- এর উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট করনীয় নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে উহা বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান;

(৫) কোনো শহর, অঞ্চল বা নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুদূষণের মাত্রা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) পর্যায়ে উপনীত হইলে উক্ত শহর, অঞ্চল বা স্থানে অবস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প, যানবাহন বা বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী সে কোনো উৎসের চলাচল বা কার্যক্রমের উপর বিধি-নিষিধ আরোপ বা সীমিত করিবার নির্দেশনা প্রদান;

(৬)শহর, অঞ্চল বা নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুদূষণের মাত্রা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর (Extremely Unhealthy) পর্যায়ে উপনীত হইলে উক্ত শহর, অঞ্চল বা স্থানে অবস্থিত স্কুল, কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা বা জনসাধারণের বাইরে চলাচলের উপর সতর্কতা বা বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান; এবং

(৭)প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বায়ুদূষণ সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ, পরামর্শ বা নির্দেশনা প্রদান।

(গ) জাতীয় কমিটি তার কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তার জন্য প্রয়োজনে উক্ত কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে এবং উক্ত উপ-কমিটির মতামত গ্রহণ করতে পারবে।

(ঘ) জাতীয় কমিটি বছরে অনূন্য ২ (দুই) টি সভা করিবে; তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি প্রয়োজনে যে কোনো সময় জাতীয় কমিটির সভা আহব্বান করতে পারবেন।

(ঙ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

২। এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সাঈদ মাহবুব খান
অতিরিক্ত সচিব (কমিটি ও অর্থনৈতিক)
ফোন: ৯৫১১০৩৬
e-mail:
addl_ce@cabinet.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরবিশে, বন ও জলবায়ু পরর্বিতন মন্ত্রণালয়
আইটি শাখা
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.doe.gov.bd

০৯ অগ্রহায়ন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.৩২.০০২.১৪ (অংশ-৩)-৪১০ তারিখ: -------------------------

২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ।

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ধারা ৫(৩ক) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাটির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে সকল সরকারি নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজে ভবনের দেয়াল ও সীমানা প্রাচীর, হেরিং বোন বন্ড রাস্তা এবং গ্রাম সড়ক টাইপ- 'বি' এর ক্ষেত্রে ইটের বিকল্প হিসাবে উক্ত আইনের ২(নন) উপধারায় সংজ্ঞায়িত ব্লক ব্যবহারে নিম্নরূপ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হইলঃ

অর্থবছর	ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা
২০১৯-২০২০	১০%
২০২০-২০২১	২০%
২০২১-২০২২	৩০%
২০২২-২০২৩	৬০%
২০২৩-২০২৪	৮০%
২০২৪-২০২৫	১০০%

তবে সড়ক ও মহাসড়কের বেইজ ও সাব-বেইজ নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারে এ নির্দেশনা প্রযোজ্য হইবে না।

০২। উল্লিখিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনরুপ ব্যত্যয় বা ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত/-
(আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী)
সচিব।

০৯ অগ্রহায়ন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.৩২.০০২.১৪ (অংশ-৩)-৪১০ তারিখ: ----------------------------

২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ।

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সিনিয়র সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৪। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৬। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
২১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭। সচিব, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২৯। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩০। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১। সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৪। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩৭। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৮। সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবহনপুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
৩৯। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সচিবালয় লিংক রোড, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪১। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪২। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৪। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৫। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৭। সচিব, সেতু বিভাগ, নিউ এয়ারপোর্ট রোড বনানী, ঢাকা।
৪৮। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯। সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা।
৫১। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫২। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৫। সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬। অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৫৭। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫৮। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৭৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৬০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, মহাখালী, ঢাকা।
৬১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ই ১০-১৩, এম এ কে খলিল সড়ক, পশ্চিম পাহাড়, বিএফআরআই ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম।
৬২। পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।
৬৩। পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, মিরপুর, ঢাকা।
অনুলিপি: (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো)
১। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, বিজি প্রেস, তেজগাঁও,ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটে পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

৩। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।।
৬। অতিরিক্ত সচিবগণের ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

(আফরোজা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-৯৫৪৬৪১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩
www.moef.gov.bd

নং- পবম/পরিবেশ-৩/০৪/(ইভানী)-০২/২০০৮/১৩৩৩ তারিখ ঃ ১৩.১০.২০১৩ খ্রিঃ।
বিষয় ঃ প্রচলিত ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনীবিশিষ্ট ইটভাটাসমুহ উন্নত প্রযুক্তিতে রূপান্তরের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।
সূত্র ঃ পরিবেশ/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/ইটভাটা প্রযুঃরূপাঃ-২৮/২০১১/২৩৭; তারিখ: ০৮-১০-২০১৩ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রে উল্লিখিত প্রচলিত শুধু আধুনিক প্রযুক্তিতে ইট প্রস্তুত করা যাবে এবং বিদ্যমান ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনীবিশিষ্ট ইটভাটা সমূহকে ২ (দুই) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় সাপেক্ষে আগামী ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির বিষয়ে অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

(হাবিবুর রহমান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬২০৭২

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
০২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

নং পবম/পরিবেশ-৩/০৪/ইপোনিআ-০১/২০১৩/১৩২-ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ গত ২০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা-১ এর উপ-ধারা ২ অনুযায়ী "সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে"।

উক্ত ধারা অনুসরণে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩, আগামী ০১ জুলাই, ২০১৪ হতে কার্যকর মর্মে গণ্য হবে।

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন
ই/১৬, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.doe.gov.bd

২১/০৭/১৪২০ বঙ্গাব্দ

পত্র নম্বর: পরিবেশ/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/ইটভাটা প্রযুঃরূপাঃ-৭২/২০১২/২৫০ তারিখ:..............................।

০৫/১১/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইটভাটাসৃষ্ট পরিবেশ দূষণ, ভূমির উর্বরতা হ্রাস, বন উজাড় ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করে বর্তমান সরকার ইটভাটা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব (হাইব্রিড হফম্যান কিল্‌ন, জিগজ্যাগ কিল্‌ন ও ভার্টিক্যাল শ্যাফ্‌ট কিল্‌ন) উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ০২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পরিবেশ/প্রচার/বিজ্ঞাপন-৩১০/২০০২(৩য়)/২৫৬ সংখ্যক স্মারকে পরিবেশবান্ধব উন্নত প্রযুক্তি প্রবর্তনে সরকারের সিদ্ধান্ত গণবিজ্ঞপ্তি আকারে জারী করা হয়। উল্লেখিত গণবিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় সরকার কর্তৃক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।

সরকারের বিধি বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি তথা হাইবিড হফম্যান কিল্‌ন, জিগজ্যাগ কিল্‌ন ও ভার্টিক্যাল শ্যাফ্‌ট কিল্‌ন এবং অন্যান্য পরীক্ষিত উন্নত প্রযুক্তিতে ইট প্রস্তুত করা যাবে। তবে পরিবেশগত ছাড়পত্র আছে এরূপ বিদ্যমান ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনীবিশিষ্ট ইটভাটাসমূহকে আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরের সময়সীমা ২(দুই) লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় সাপেক্ষে আগামী ৩০ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ সময় পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

(মোঃ গোলাম রব্বানী)
মহাপরিচালক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৭১৬২০৭২

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা

২। পরিচালক (প্রশাসন/পরিকল্পনা/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/এনফোর্সমেন্ট/আইন/আইটি/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/ঢাকা মহানগর/ঢাকা অঞ্চল/ঢাকা গবেষণাগার/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ/সিলেট বিভাগ/বরিশাল বিভাগ), পরিবেশ অধিদপ্তর।

৩। উপ-পরিচালক (প্রচার/প্রশাসন/পরিবেশগত ছাড়পত্র/পানি ও জৈব/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা/ইআইএ/ আন্তর্জাতিক কনভেনশন/আইন/জলবায়ু পরিবর্তন/গবেষণা ও মনিটরিং/মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট)/ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর/ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৪। উপ-পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ... জেলা কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, ...।

৫। সহকারী পরিচালক (সকল)/ রিসার্চ অফিসার (সকল)/ এনালিস্ট, আইটি শাখা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)/ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/ গ্রন্থাগারিক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা, ২০১২

১। **ভূমিকা :**

উন্নত পরিবেশ সুস্থ জীবনের পূর্বশর্ত। আধুনিকায়ন, নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। একইসাথে এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। পরিবেশ ও প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সরকার সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। উক্ত অনুচ্ছেদ মোতাবেক রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবে এবং জীববৈচিত্র্য জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির নিরাপত্তা বিধান করবে। পরিবেশের ক্ষেত্রসমূহ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ায় সরকারের পক্ষে এককভাবে পরিবেশ রক্ষায় যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত দূরহ। দেশের প্রতিটি নাগরিককে তাঁর অবস্থান থেকে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে, সরকার পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করে। শুরুতে চারটি ক্যাটাগরি যথা: (ক) পরিবেশ সংরক্ষণ, (খ) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, (গ) পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং (ঘ) পরিবেশগত শিক্ষা ও প্রচার - এ *জাতীয় পরিবেশ* পদক প্রদান এবং জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণ পদক, সনদপত্র এবং ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে ২০১১ সালে জাতীয় পরিবেশ পদকের সম্মানী ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকায় উন্নীত করে জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা সংশোধিত হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যক্তিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২৪ মে ২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ পদক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে পরিবেশ উন্নয়নে ব্যক্তি সাধারণের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা পুনরায় সংশোধনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সে মোতাবেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৬ (৩+৩)টি ক্যাটাগরিতে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হবে।

২। **২.১ জাতীয় পরিবেশ পদক :**

জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ২১ (একুশ) ক্যারেট মানের ২ (দুই) তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য ও আরো ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হবে।

২.২ ক্যাটাগরি :

পর্যায়	পদকের শ্রেণী
(ক) ব্যক্তিগত	(১) পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ
	(২) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার
	(৩) পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
(খ) প্রাতিষ্ঠানিক	(১) পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ
	(২) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার
	(৩) পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন

৩। **সাধারণ নীতিমালা (সকল ক্যাটাগরির জন্য প্রযোজ্য) :**

৩.১ বাংলাদেশের পরিবেশ উন্নয়নে অসামান্য এবং অনুসরণীয় অবদান রেখেছেন এমন যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পদকের জন্য বিবেচিত হবে।

৩.২ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজে অথবা তার পক্ষে অন্য কেউ পদকের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর অথবা সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট মনোনয়ন প্রেরণ করতে পারবে।

৩.৩ মহানগরে গৃহীত মনোনয়ন/আবেদনসমূহ বিভাগীয় কমিটির সুপারিশসহ কারিগরি কমিটি বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৩.৪ প্রত্যেক আবেদনপত্রে মনোনয়ন দাখিলকারীর স্বাক্ষর ও পূর্ণ ঠিকানা থাকতে হবে এবং প্রস্তাবিত প্রার্থীর পরিচিতি, ঠিকানা এবং পরিবেশ বিষয়ক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রামাণ্য কাগজপত্র/ভিডিও চিত্র (যদি থাকে) সংযুক্ত করতে হবে।

৩.৫ জাতীয় কমিটি সরাসরি কোনো প্রার্থী/প্রতিষ্ঠানকে পদকের জন্য বিবেচনা করতে পারবে।

৩.৬ বিভাগীয় কমিটির সুপারিশ ছাড়াও মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করতে পারবে।

৩.৭ পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতি বছর জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৮ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদান করা হবে।

৩.৯ কোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নিজে/তার পক্ষে কেউ পরিবেশ আইন লংঘন, পরিবেশ বিরোধী অথবা অনৈতিক কর্মে জড়িত থাকলে তার আবেদন/মনোনয়ন বিবেচিত হবে না।

৪। **প্রার্থী বাছাইয়ে বিবেচ্য :**

ক্রমিক (ক্যাটাগরি ক্রমিক অনুসরণে)	ক্যাটাগরি	প্রার্থী বাছাইয়ে বিবেচ্যসূচক (Key Performance Indicator)
২.২.ক (১)	ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	দেশের পরিবেশ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান পরিবেশগত মান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান দূষণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অবদান দূষণ নিয়ন্ত্রণে কর্মসূচি গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে দৃষ্টান্ত স্থাপন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্জন
২.২.ক (২)	ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন

		পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ পরিবেশ বিষয়ক প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধ/গ্রন্থ/পত্রিকা/ সাময়িকী পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেযোগ্য অর্জন
২.২.ক (৩)	ব্যক্তিগত পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন	পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তি উদ্ভাবন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির কার্যকারিতা, সহজলভ্যতা, স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষতা এবং স্থায়ীত্ব পরিবেশ গবেষণামূলক মৌলিক প্রকাশনা পরিবেশবান্ধব উন্নত জাত/পদ্ধতির উদ্ভাবন
২.২.খ (১)	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ	দেশের পরিবেশ উন্নয়নে উল্লেযোগ্য অবদান পরিবেশগত মান উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান দূষণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য অবদান দূষণ নিয়ন্ত্রণে কর্মসূচি গ্রহণ ও সহায়তা প্রদান পরিবেশ আইন প্রতিপালনে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ও অবদান পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে দৃষ্টান্ত স্থাপন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অর্জন
২.২.খ (২)	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার	পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে উল্লেযোগ্য অবদান পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টিতে দৃষ্টান্ত স্থাপন পরিবেশ সংক্রান্ড় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ পরিবেশ বিষয়ক প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধ/গ্রন্থ/পত্রিকা/ সাময়িকী পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য অর্জন
২.২.খ (৩)	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন	পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তি উদ্ভাবন উদ্ভাবিত প্রযুক্তির কার্যকারিতা, সহজলভ্যতা, স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষতা এবং স্থায়ীত্ব পরিবেশ গবেষণামূলক মৌলিক প্রকাশনা পরিবেশবান্ধব উন্নত জাত/পদ্ধতির উদ্ভাবন

৫। **মনোনয়ন/আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি ও সময়সূচি :**

কার্যক্রম	**পদ্ধতি**	**সময়**
মনোনয়ন/আবেদনপত্র আহবান	প্রিন্ট মিডিয়া/ওয়েবসাইট	১৫ নভেম্বরের মধ্যে
সংশি-ষ্ট জেলা/মহানগর/বিভাগীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন/আবেদনপত্র গ্রহণ	ডাক/কুরিয়ার সার্ভিস/ব্যক্তিগতভাবে	৩১ জানুয়ারির মধ্যে অফিস চলাকালীন যে কোনো সময়
বিভাগীয় কমিটির মনোনয়ন/সুপারিশ প্রেরণ	(ক) বিভাগীয় কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাই বাছাই করে সুপারিশসমূহ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরের নেতৃত্বাধীন কারিগরি কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে (খ) বিভাগীয় কমিটি প্রতি ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি আবেদন সুপারিশ করে কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবে	২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে
জাতীয় কমিটি বরাবর মনোনয়ন/সুপারিশ প্রেরণ	কারিগরি কমিটি আবেদনগুলো যাচাইপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি আবেদনের সুপারিশ জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করবে	১৫ মার্চের মধ্যে
জাতীয় পরিবেশ পদকের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা চূড়ান্ড়করণ	জাতীয় কমিটি প্রাপ্ত মনোনয়ন পুংখানুপুংখভাবে যাচাই-বাছাই করে পদকের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তালিকা/নাম চূড়ান্ত করবে	৩১ মার্চের মধ্যে

৬। **বিভিন্ন কমিটির গঠন কাঠামো :**

৬.১ **বিভাগীয় কমিটি :**

৬.১.১ বিভাগীয় কমিশনার - আহবায়ক
৬.১.২ জেলা প্রশাসক (সকল - সদস্য
৬.১.৩ বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিচে নয়) - সদস্য
৬.১.৪ স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক প্রতিনিধি (একজন) - সদস্য
৬.১.৫ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (উপ-পরিচালক পর্যায়ের নিচে নয়) - সদস্য
৬.১.৬ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (নির্বাহী প্রকৌশলীর নিচে নয়) - সদস্য
৬.১.৭ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন - সদস্য
৬.১.৮ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (উপ-পরিচালক পর্যায়ের নিচে নয়) - সদস্য
৬.১.৯ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (উপ-পরিচালক পর্যায়ের নিচে নয়) - সদস্য
৬.১.১০ সভাপতি কর্তৃক মনোনীত দুইজন বেসরকারী ব্যক্তি - সদস্য
১.১১ পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক/পরিচালক, অঞ্চল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) -সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/অঞ্চল অফিস কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/অঞ্চল অফিস সংশ্লিষ্ট এলাকায় জাতীয় পরিবেশ পদকের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/অঞ্চল অফিস সংশ্লিষ্ট এলাকায় উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করবে।

- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/অঞ্চল অফিস নির্ধারিত আবেদনফর্মে আবেদনপত্র গ্রহণ করবে।
- সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/অঞ্চল অফিস নির্ধারিত মূল্যায়পত্র অনুসরণ করে আবেদনসমূহ মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাই বাছাই করে সুপারিশসমূহ মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরের নেতৃত্বাধীন কারিগরি কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে।
- প্রতি ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি আবেদন সুপারিশ করে আবেদনপত্র ও মূল্যায়নপত্রের সফটকপিসহ কারিগরি কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৬.২ **কারিগরি কমিটি :**

৬.২.১	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	- আহবায়ক
৬.২.২	উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	- সদস্য
৬.২.৩	অধ্যাপক, জীব বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
৬.২.৪	অধ্যাপক, কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট	- সদস্য
৬.২.৫	উপ-সচিব (পরিবেশ-২), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.২.৬	পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র), পরিবেশ অধিদপ্তর	- সদস্য
৬.২.৭	পরিচালক (প্রশাসন), পরিবেশ অধিদপ্তর	- সদস্য
৬.২.৮	পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট), পরিবেশ অধিদপ্তর	- সদস্য
৬.২.৯	উপ-পরিচালক (প্রচার), পরিবেশ অধিদপ্তর	-সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

- প্রচার শাখা কারিগরি কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
- জাতীয় দৈনিক/অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে মনোনয়ন/আবেদনপত্র আহবান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
- নির্ধারিত মূল্যায়পত্র অনুসরণ করে আবেদনসমূহ মূল্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- বিভাগীয় কমিটি থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই/বাছাই এবং প্রয়োজনে সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রতি ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ ৩টি আবেদনের জাতীয় কমিটিতে সুপারিশ প্রেরণ করবে।

৬.৩ **জাতীয় কমিটি :**

৬.৩.১	মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- আহবায়ক
৬.৩.২	মাননীয় উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.৩.৩	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.৩.৪	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.৩.৫	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য
৬.৩.৬	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.৩.৭	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	- সদস্য
৬.৩.৮	সচিব, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা বিভাগ	- সদস্য
৬.৩.৯	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৬.৩.১০	সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	- সদস্য
৬.৩.১১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালক পর্যায়ের নিচে নয়)	- সদস্য
৬.৩.১২	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	- সদস্য
৬.৩.১৩	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	- সদস্য
৬.৩.১৪	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
৬.৩.১৫	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য

৬.৩.১৬	পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম	- সদস্য
৬.৩.১৭	ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
৬.৩.১৮	ডীন, জীব বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	- সদস্য
৬.৩.১৯	কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আইইউসিএন	- সদস্য
৬.৩.২০	সভাপতি, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ	- সদস্য
৬.৩.২১	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব	- সদস্য
৬.৩.২২	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন সাংবাদিক	- সদস্য
৬.৩.২৩	যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

- উপ-সচিব (পরিবেশ-২) কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
- কারিগরি কমিটির সুপারিশ মূল্যায়নপূর্বক চূড়ান্ত মনোনয়ন নির্ধারণ করবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩
প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ২১ মে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

নং পবম/পরিবেশ-৩/পরিবেশ পদক/২০০৯/৩০১-পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পবম/পরিবেশ-৩/পরিবেশ পদক/২০০৯/৭৮০, তারিখঃ ১৩-১১-২০১২ এবং পবম/পরিবেশ-৩/পরিবেশ পদক/২০০৯/২১৩, তারিখঃ ০৭-০৪-২০১৩ মূলে জারীকৃত জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা, ২০১২ এর অনুচ্ছেদ ২.১ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো।

২.১ জাতীয় পরিবেশ পদক ঃ

জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ২১ (একুশ) ক্যারেট মানের ২ (দুই) তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য ও আরো ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক, ক্রেস্ট এবং সনদপত্র প্রদান করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
রোকসানা তারান্নুম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ শাখা-৩
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ এপ্রিল ২০১৪

নং পবম/পরিবেশ-৩/পরিবেশ পদক/২০০৯/২১৩-পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পবম/পরিবেশ-৩/পরিবেশ পদক/২০০৯/৭৮০, তারিখ ঃ ১৩-১১-২০১২ মূলে জারীকৃত জাতীয় পরিবেশ পদক নীতিমালা, ২০১২ এর অনুচ্ছেদ ২.১ ও ৬.৩ নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো।

২.১ জাতীয় পরিবেশ পদক ঃ

জাতীয় পরিবেশ পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে ২১ ক্যারেট মানের ২ তোলা ওজনের স্বর্ণ পদক, সনদপত্র এবং ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হবে।

৬.৩ জাতীয় কমিটি ঃ

৬.৩.১	মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-আহ্বায়ক
৬.৩.২	মাননীয় উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.৩.৩	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.৩.৪	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.৩.৫	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.৩.৬	সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.৩.৭	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-সদস্য
৬.৩.৮	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.৩.৯	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.৩.১০	সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	-সদস্য
৬.৩.১১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (মহাপরিচালক পর্যায়ের নিচে নয়)	-সদস্য
৬.৩.১২	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	-সদস্য
৬.৩.১৩	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	-সদস্য
৬.৩.১৪	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	-সদস্য
৬.৩.১৫	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-সদস্য
৬.৩.১৬	পরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম	-সদস্য
৬.৩.১৭	ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-সদস্য
৬.৩.১৮	ডীন, জীব বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-সদস্য
৬.৩.১৯	কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আইইউসিএন	-সদস্য
৬.৩.২০	সভাপতি, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ	-সদস্য
৬.৩.২১	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব	-সদস্য
৬.৩.২২	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন সাংবাদিক	-সদস্য
৬.৩.২৩	যুগ্ম-সচিব/অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

* উপ-সচিব (পরিবেশ-২) কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
* কারিগরি কমিটির সুপারিশ মূল্যায়নপূর্বক চূড়ান্ত মনোনয়ন নির্ধারণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
রোকসানা তারান্নুম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২২ আষাঢ় ১৪১৩/৬ জুলাই ২০০৬

এস, আর, ও নং ১৭৫-আইন/২০০৬ যেহেতু পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পরামর্শক্রমে সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছে যে,-

(ক) দেশের বিভিন্ন স্থানে পুরাতন লেড-এসিড ব্যাটারী, অতঃপর ব্যাটারী বলিয়া উল্লিখিত, অপরিকল্পিতভাবে ভাঙ্গিয়া বা ক্ষেত্রমত, আগুনে গলাইয়া সীসা (লেড), সালফিউরিক এসিড, প্লাস্টিক ও অন্যান্য বস্তু বা পদার্থ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ ও পুনঃব্যবহার করা হইতেছে, এবং

(খ) অনুচ্ছেদ (ক) তে উল্লিখিতরূপে ব্যাটারীর পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণযোগ্য বস্তু বা পদার্থের সংগ্রহ ও পুনঃব্যবহার পরিবেশ তথা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করিতেছে; এবং

(গ) পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে উপরি-উক্ত বিষয়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেহেতু বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১নং আইন) এর ধারা ৬ক-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, বাণিজ্যিকভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে, লেড-এসিড ব্যাটারী ভাঙ্গিয়া বা ক্ষেত্রমত, আগুনে গলাইয়া সীসা ও অন্যান্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণযোগ্য বস্তু বা পদার্থ সংগ্রহ ও পুনঃব্যবহারের কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট শর্ত সকলকে নির্দেশ প্রদান করিল।

(১) পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে প্রযোজ্য পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাটারী ভাঙ্গা বা ক্ষেত্রমত, আগুনে গলানোর কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না;

(২) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পুরাতন বা অকার্যকর ব্যাটারী বা উহার অংশবিশেষ কোন অবস্থাতেই উন্মুক্ত স্থান মাটি, পানি, আবর্জনা ফেলার স্থান বা অন্য কোন স্থানে সংরক্ষণ বা নিক্ষেপ করিবে না;

(৩) ব্যাটারী ব্যবহারকারীগণকে সকল পুরাতন বা অকার্যকর ব্যাটারীর নিরাপদ অপসারণের (safe disposal) উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ব্যাটারী পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের (recycling plant) সহিত চুক্তিবদ্ধ ব্যাটারীর খুচরা বিক্রেতা, ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে;

(৪) সকল প্রকার ব্যাটারী খুচরা বিক্রেতা, ডিলার ও ডিস্ট্রিবিউটরকে, পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে নূতন ব্যাটারী বিক্রয়ের সময় ক্রেতার নিকট হইতে প্রতিটি নূতন ব্যাটারীর বিপরীতে পুরাতন ব্যাটারী সংগ্রহপূর্বক, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(৫) শর্ত (৩) এর অধীন পুরাতন বা অকার্যকর ব্যাটারী হস্তান্তরকালে উহার ব্যবহারকারীগণ খুচরা বিক্রেতা, ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরগণের নিকট হইতে হস্তান্তর মূল্য বাবদ কোন প্রকার আর্থিক মূল্য দাবি করিতে পারিবেন না, এবং অনুরূপভাবে খুচরা বিক্রেতা, ডিলার বা ডিস্ট্রিবিউটরগণও উক্ত ব্যবহারকারীগণের নিকট কোন প্রকার অর্থ দাবি করিতে পারিবেন না।

২। পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, উপরে বর্ণিত শর্তাদির এক বা একাধিক নির্দেশের লংঘন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ১৫ এর বিধান অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
জাফর আহমেদ চৌধুরী
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, ই/১৬, আগারগাঁও
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.doe.gov.bd

২৪/৮/১৪২৮ সন
নং-২২.০২.০০০০.০৫১.৩৮.০০১.৫৪৪.৬২৭ তারিখ ঃ ----------------।
০৯/১২/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর আওতায় ক্ষমতা অর্পণ।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ১৯(২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর বিধি ১০ জানুয়ারী ই-বর্জ্য প্রস্তুতকারক, সংযোজনকারী, বড় আমদানীকারক, ব্যবসায়ী বা দোকানদার, মজুদকারী, পরিবহনকারী, মেরামতকারী, সংগ্রহ কেন্দ্র, চুর্ণকারী, পুনঃব্যবহারোপযোগীকরণকারী, নিলাম বিক্রেতা এবং রপ্তানিকারককে নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহানগর, অঞ্চল ও বিভাগীয় অফিসের ক্ষেত্রে পরিচালক এবং জেলা অফিসের ক্ষেত্রে অফিস প্রধান (উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক/সিনিয়র কেমিস্ট/রিসার্চ অফিসার)-কে জনস্বার্থে অর্পণ করা হলোঃ

২। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যেঃ

(ক) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে মহাপরিচালক কোন সাধারন বা বিশেষ আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিলে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে;

(খ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালার বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

৩। জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

স্বাক্ষরিত,
(মোঃ আশরাফ উদ্দিন)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮১৮১৮০০

বিতরণঃ
১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। পরিচালক (সকল), পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।
৩। পরিচালক (ঢাকা মহানগর/চট্টগ্রাম মহানগর/ঢাকা অঞ্চল/ঢাকা গবেষণাগার / চট্টগ্রাম গবেষণাগার / রাজশাহী / সিলেট / খুলনা / বরিশাল / ময়মনসিংহ / রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়), পরিবেশ অধিদপ্তর।
৪। অফিস প্রধান (উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক/ সিনিয়র কেমিস্ট/ রিসার্চ অফিসার), জেলা অফিস (সকল), পরিবেশ অধিদপ্তর।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য
১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় উপ-মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moef.gov.bd

০৫ ভাদ্র ১৪৩০

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.০৬.০০১.১৮.১৮৮ তারিখ: ----------------- ।

২০ আগস্ট ২০২৩

প্রজ্ঞাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ অধীনে প্রণীত 'বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১-এর ১৯ (৪) বিধি মতে আমদানীকৃত স্ক্র্যাপ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ইতিপূর্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ০৬.০৩.২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পবম/পদূনি-১/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা/০১/২০১৩-২৯ নং প্রজ্ঞাপন মূলে গঠিত কমিটি নিম্নলিখিতভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

(ক)	পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কার্যালয়, চট্টগ্রাম	আহবায়ক
(খ)	বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (চট্টগ্রামে কর্মরত)	সদস্য
(গ)	মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম-এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঘ)	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত ও পরিবেশ রসায়ন বিভাগের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ)	চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(চ)	চিটাগাং ড্রাই ডক এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি)	সদস্য
(ছ)	বিস্ফোরক পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
(জ)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (চট্টগ্রামে কর্মরত)	সদস্য
(ঝ)	উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি (Terms of References):

●শিল্প মন্ত্রণালয় বা (Ship Building and Ship Recyclindg Board (SBSRD) হতে এন. ও. সি (No Objection Certificate) প্রাপ্ত স্ক্র্যাপের জন্য আনীত জাহাজ চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরে আগমনের পর জাহাজ সরেজমিন পরিদর্শন করতঃ জাহাজে বিদ্যমান বিপজ্জনক বর্জ্যের সনাক্তকরণ, চিহ্নিতকরণ, নমুনা সংগ্রহ ও তালিকা প্রণয়ন করবে;

●কমিটি প্রণীত প্রতিবেদন নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;

(ক) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাহাজের সৈকতায়নের জন্য;

(খ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে;

(গ) বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক বিপজ্জনক বস্তুসমূহ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে;

(ঘ) স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানীকারক ইয়ার্ড মালিকের জন্য।

●কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

০২। Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association (BSBRA) জাহাজের arrival date সংশ্লিষ্টদের অগ্রিম অবহিত করবেন।

০৩। জাহাজ বহিঃনোঙ্গরে আগমনের পর প্রাপ্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ে কমিটি জাহাজ পরিদর্শন করবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করবে।

০৪। দ্বৈততা এড়ানোর লক্ষ্যে কমিটির সদস্যগণ যথাসম্ভব একযোগে জাহাজ পরিদর্শন করবেন।

০৫। জাহাজ পরিদর্শনের লক্ষ্যে জাহাজ যাতায়াতসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাহাজ মালিক কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

০৬। পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়/চিটাগাং ড্রাই ডক এবং কাস্টমস এর প্রতিনিধিগণ আবশ্যিকভাবে পরিদর্শন কাজের সময় একসাথে উপস্থিত থাকবেন।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
(সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু)
উপসচিব
ফোন: ৫৫১০০২৬০
ফ্যাক্স: ৯৫৪০২১০
ইমেইল: envpc1@moef.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.০৬.০০১.১৮.১৮৮

তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪৩০ / ২০ আগস্ট ২০২৩।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৭. কমিশনার (কাস্টমস), কাস্টমস হাউজ, চট্টগ্রাম।
৮. পরিচালক, নৌ-অপারেশন, নৌ-সচিবালয়, নৌ বাহিনী সদর দপ্তর, বনানী, ঢাকা।
৯. কমান্ড্যান্ট, মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।
১০. রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চিটাগাং ড্রাই ডক লিঃ চট্টগ্রাম।
১২. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করে ৫০ কপি এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে।

১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
২। উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩। উপসচিব, পরিবেশ-৩ শাখা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

(সিদ্ধার্থ শংকর কুন্ডু)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moef.gov.bd

২৪ আষাঢ়, ১৪২৮
স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৩.৯৯.০০২.২১.১২২ তারিখ: ---------------।
০৮ জুলাই ২০২১

বিষয়ঃ করাত-কল/কাঠ চেরাই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর তফসিল-১ এ উল্লেখিত কমলা-ক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত 'করাত-কল/কাঠ চেরাই' প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। এটি ব্যত্যয়ের কোনো সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ২০১২ এর ৩ নম্বর বিধিতে করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্সের জন্য এ সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ গ্রহণের আবশ্যকতা রয়েছে। জেলা প্রশাসক উক্ত কমিটির আহবায়ক।

২। এমতাবস্থায়, করাত-কল স্থাপন/কাঠ চেরাই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তাদির সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী
উপসচিব

জেলা প্রশাসক (সকল)

ফোন: ৯৫৭৭২২৩
ফ্যাক্স: +৮৮০২৯৫৪০২১০
ইমেইল: env2moefcc@gmail.com

২৪ আষাঢ়, ১৪২৮
স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৩.৯৯.০০২.২১.১২২/১ (১২) তারিখ: ---------------।
০৮ জুলাই ২০২১

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৩) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর
৪) প্রধান বন সংরক্ষক (চলতি দায়িত্ব), বন অধিদপ্তর
৫। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষরিত
মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

(২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন)

(ঢাকা, ৬ই অক্টোবর, ২০০৯/২১শে আশ্বিন, ১৪১৬)

আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু জনস্বার্থে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।— (১) এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

২। সংজ্ঞা। — বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

১) "অতিরিক্ত দায়রা জজ" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত অতিরিক্ত দায়রা জজ; এবং মেট্রোপলিটন এলাকার অতিরিক্ত দায়রা জজও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(২) "এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট;

(৩) "জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;

(৪) "ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; এবং অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবেন;

(৫) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৬) "দায়রা জজ" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত দায়রা জজ; এবং মেট্রোপলিটন এলাকার দায়রা জজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৮) "মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট;

(৯) "মেট্রোপলিটন এলাকা" অর্থ কোন আইনের অধীন ঘোষিত মেট্রোপলিটন এলাকা;

(১০) "মোবাইল কোর্ট" অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মোবাইল কোর্ট।

৩। আইনের প্রাধান্য।— আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

৪। মোবাইল কোর্ট।— আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার স্বার্থে আবশ্যক ক্ষেত্রে কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় ভ্রাম্যমান কার্যক্রম পরিচালিত হইবে যাহা "মোবাইল কোর্ট" নামে অভিহিত হইবে।

৫। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ।— সরকার সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

৬। মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা।— (১) ধারা ৫ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ধারা **১১** এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আইন শৃংখলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করিবার সময় তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন কোন অপরাধ, যাহা কেবল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য,

তাহার সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্ঘাটিত হইয়া থাকিলে তিনি উক্ত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, দোষী সাব্যস্ত করিয়া, এই আইনের নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) তফসিলে বর্ণিত কোন আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি বা আদেশের অধীন কোন অপরাধ উক্ত আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) তফসিলে বর্ণিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন্ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে তাহা উক্ত আইনে নির্ধারণ করা না থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৯ এর সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় তফসিলের অষ্টম কলাম অনুযায়ী নির্ধারিত আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধ বিচার্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি অনুরূপ কোন অপরাধ বিচার করিবার এখতিয়ার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের না থাকে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ, তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের অধীন আমলে গ্রহণ করিয়া দণ্ড আরোপ করিবার এখতিয়ার এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে না।

(৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সময় যদি অনুরূপ কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এইরূপ মনে হয় যে, অপরাধ স্বীকারকারী ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অপরাধ এমন গুরুতর যে, এই আইনের অধীন নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করা হইলে উহা যথোপযুক্ত দণ্ডারোপ হইবে না, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড আরোপ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সময় যদি এইরূপ কোন অপরাধ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর সন্মুখে সংঘটিত বা উদ্ঘাটিত হয়, যাহা সেশন আদালত কিংবা অন্য কোন উচ্চতর বা বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য, তাহা হইলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এজাহার হিসাবে গণ্য করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৭। মোবাইল কোর্টের পরিচালনা পদ্ধতি।— (১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সময় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হইবার পরপরই মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত অভিযোগ লিখিতভাবে গঠন করিয়া উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ স্বীকার করেন কি না তাহা জানিতে চাহিবেন এবং স্বীকার না করিলে তিনি কেন স্বীকার করেন না উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানিতে চাহিবেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করিলে তাহার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে অভিযুক্তের স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমত, টিপসই এবং দুইজন উপস্থিত স্বাক্ষীর স্বাক্ষর বা, ক্ষেত্রমত, টিপসই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং অতঃপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত দণ্ড আরোপ করিয়া লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইলে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি বিচারার্থে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

৮। দণ্ড আরোপের সীমাবদ্ধতা। — (১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া দণ্ড আরোপ করিবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে দণ্ডই নির্ধারিত থাকুক না কেন, দুই বছর এর অধিক কারাদণ্ড এই আইনের অধীন আরোপ করা যাইবে না।

(২) সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে অর্থদণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে উক্ত অর্থদণ্ড বা অর্থদণ্ডে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন যে পদ্ধতিতে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড আদায়যোগ্য বা আরোপনীয় হইয়া থাকে, এই আইনের অধীন অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড অনুরূপ পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য ও আরোপনীয় হইবে।

৯। অর্থদণ্ড আদায় সম্পর্কিত বিধান।—(১) এই আইনের অধীন কোন অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করা হইলে উক্ত অর্থদণ্ডের নির্ধারিত টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) আরোপিত অর্থদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা না হইলে অনাদায়ে আরোপিত কারাদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হইবে।

(৩) অর্থদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করিতে ব্যর্থতার কারণে আরোপনীয় বিনাশ্রম কারাদণ্ড তিন মাসের অধিক হইবে না।

(৪) কারাদণ্ড ভোগ করিবার সময় অভিযুক্তের পক্ষে অর্থদণ্ডের সমুদয় অর্থ আদায় করা হইলে অভিযুক্ত কারাবাস হইতে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিলাভ করিবেন।

(৫) এই ধারার অধীন অর্থদণ্ড আদায় করিতে ব্যর্থতার কারণে আরোপিত কারাদণ্ড আংশিক বা সম্পূর্ণ ভোগ করিবার কারণে অর্থদণ্ডের সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় অযোগ্য হইবে না; এবং এই ক্ষেত্রে Penal Code, 1860 এর ধারা ৬৪ হইতে ৭০ এর বিধানাবলী, যথানিয়ম, প্রযোজ্য হইবে।

১০। দোবারা বিচার ও শাস্তি নিষেধ।—এই আইনের অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধে পুনর্বার বিচার করা কিংবা দণ্ড আরোপ করা যাইবে না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অভিযোগ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৩ এর অর্থে নির্দোষ সাব্যস্ত (acquitted) বলিয়া গণ্য হইবেন না।

১১। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ। — ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণের তাহাদের স্ব স্ব আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া দণ্ড আরোপের ক্ষমতা থাকিবে।

১২। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা। —(১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাহিলে পুলিশ বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে, উক্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংশ্লেষে তল্লাশি (search), জব্দ (seizure) এবং প্রয়োজনে জব্দকৃত বস্তু বিলিবন্দেজ (disposal) করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধান, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।

১৩।আপীল।— (১) এই আইনের অধীন আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন অথবা তাঁহার অধীনস্থ যে কোন অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট উহা শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৩) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের নিকট দায়ের করিতে হইবে, এবং দায়রা জজ নিজে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন কিংবা কোন অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ৩১ এর বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহকারে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল ফৌজদারী কার্যবিধির কেবল ধারা ৪১২ এর নির্ধারিত পরিসরে সীমিত থাকিবে।

১৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ।— এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত, বা কৃত বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পারিবেন না।

১৫। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।— সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কাজ কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯

তফসিল

ধারা ৬ দ্রষ্টব্য

(1) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর sections143,144,145,147,148, 52,153,160, 171E, 171F, 171G,171H, 171I, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 225, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 290, 291, 292, 293, 294,295,296,297, 298, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358;
(2) Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867);
(3) Sarais Act, 1867 (Act No. XXII of 1867);
(4) Touts Act, 1879 (Act No XVIII of 1879);
(5) Ferries Act, 1885 (Act No.I of 1885);
(6) Railways Act, 1890 (Act No. IX of 1890);
(7) Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908);
(8) Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910);
(9) Cinematograph Act, 1918 (Act No. II of 1918);
(10) Juvenile Smoking Act, 1919 (Act No. II of 1919);
(11) Poisons Act, 1919 (Act No. XII of 1919);
(12) Cruelty to Animals Act, 1920 (Act No. I of 1920);
(13) Passport Act, 1920 (Act No. XXXIV of 1920);
(14) Cantonments Act, 1924 (Act No. II of 1924);
(15) Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925);
(16) Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927);
(17) Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XVIII of 1929);
(18) [১][***]
(19) Places of Public Amusement Act, 1933 (Bengal Act No. X of 1933);

---

[১]ক্রমিক নং (১৮) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ২৭৪-আইন/২০১১ এর দ্বারা বিলুপ্ত।

(20) [1][পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩২ নং আইন)];
(21) Criminal Law (Industrial Areas) Amendment Act, 1942 (Act No. IV of 1942);
(22) [2][***]
(23) Protection of Ports (Special Measures) Act, 1948 (Act No. XVII of 1948);
(24) Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (East Bengal Act No. XVIII of 1950);
(25) Control of Entry Act, 1952 (Act No. LV of 1952);
(26) Building Construction Act, 1952 (West Bengal Act No. II of 1952);
(27) Control of Essential Commodities Act, 1956 (East Pakistan Act No. I of 1956);
(28) [3][পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৬নং আইন)];
(29) [4][নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন)];
(30) Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ordinance No. XXXII of 1960);
(31) Port Authorities Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance, 1962 (Ordinance No. IX of 1962);
(32) Censorship of Films Act, 1963 (Act No. XVIII of 1963);
(33) Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 (East Pakistan Act No. IX of 1964);
(34) Pilotage Ordinance, 1969 (Ordinance No. V of 1969);
(35) The Government and Local Authority Lands and Building (Recovery of Possession) Ordinance, 1970 (East Pakistan Ordinance No. XVIIII of 1970);
(36) Pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No. II of 1971);
(37) [5][***]
(38) Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) ;
(39) Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act, 1973 (Act No. XXIII of 1973);
(40) Bangladesh Wild Life (Preservation) Order,1973 (President's Order No. 23 of 1973);
(41) Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (Act No. XXVI of 1974);
(42) Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LII of 1976);
(43) Mongla Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LIII of 1976);
(44) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No.LXXII of 1976);
(45) [6][***]
(46) Seeds Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXXIII of 1977);
(47) Note-Books (Prohibition) Act, 1980 (Act No. XII of 1980);
[7][(48) বাংলাদেশে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬১ নং আইন);]

[1]ক্রমিক নং (২০) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি নং ৪২-আইন/২০১৭ এর দ্বারা বিলুপ্ত এবং নূতন এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত।
[2]ক্রমিক নং (22) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৬৫-আইন/২০১৫ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
[3]ক্রমিক নং (২৮) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি নং এস, আর, ও নং ২৮৭-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[4]ক্রমিক নং (29) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি নং এস, আর, ও নং ২৮৭-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[5]ক্রমিক নং (৩৭) এর বিপরীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ২৭৪-আইন/২০১১ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
[6]ক্রমিক নং (45) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
[7]ক্রমিক নং (48) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ২৫২-আইন/২০১১ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(49) Public Examinations (Offences) Act, 1980 (Act No. XLII of 1980);
(50) Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. IV of 1982);
(51) [১][Drugs Act, 1940 (Act No.XXIII of 1940);]
(52) Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982);
(53) [২][***]
(54) [৩][***]
(55) Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 (Ordinance No. XX of 1983);
(56) Bangladesh Merchants Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983);
(57) Bangladesh Uniani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXII of 1983);
(58) [৪][***]
(59) Bangladesh Homeopathic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLI of 1983);
(60) Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983);
(61) Breast-Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXIII of 1984);
(62) [৫][***]
(63) Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985);
(64) [৬][***]
(65) অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৬ নং আইন);
[৭][(66) ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫৯ নং আইন) এর ধারা ১৪, ১৫, ১৭ এবং ১৮(২);]
(67) আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১০ নং আইন);
(68) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন);
(69) খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৯ নং আইন);
(70) [৮][বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত টেবিলের ক্রমিক নং ৩, ৪ (ক) (প্রথম অপরাধ), ৪ (খ), ৫ (প্রথম অপরাধ), ৬ (প্রথম অপরাধ), ৭ (প্রথম অপরাধ) ও ৮ (প্রথম অপরাধ) এবং ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২);]
(71) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬, (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন);
(72) বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৭ নং আইন);

---

[১]ক্রমিক নং (51) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ২৫৬-আইন/২০১২ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[২]ক্রমিক নং (53) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
[৩]ক্রমিক নং (54) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৬৫-আইন/২০১৫ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
[৪]ক্রমিক নং (58) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
[৫]ক্রমিক নং (62) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
[৬]ক্রমিক নং (64) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
[৭]ক্রমিক নং (66) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ৯৬-আইন/২০১৬ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[৮]ক্রমিক নং (70) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ৭৮-আইন/২০১৬ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(73) মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৫নং আইন);

(74) [1][***]

(75) [2][***]

(76) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন);

(77) নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১২ নং আইন);

(78) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৭নং আইন);

(79) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন);

(80) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন);

(81) সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন);

(82) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৯ নং আইন);

(83) কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৮ নং আইন);

(84) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন);

(85) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন) [3][;

(86) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন);

(87) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন);

(88) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(89) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) [4][;

(90) Jute Ordinance, 1962 (Ordinance No. LXXIV of 1962) [5][;

(91) Bangladesh National Anthem, FIag and Emblem Order, 1972 (President's Order No. 130 of 1972) [6][;

(92) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪০ নং আইন) [7][;

(93) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 509) [8][;

(94) "মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০" (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন);

(95) "রিয়েল এস্টট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০" (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) [8][;

(96) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন) [9][;

(97) "দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২" (২০১২ সনের ১নং আইন)[10][;

(98) বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩০ নং আইন);

(99) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩৪ নং আইন) [11][;

....

[1]ক্রমিক নং (74) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর দ্বারা বিলুপ্ত।

[2]ক্রমিক নং (75) এর বিপারীতে উল্লিখিত এন্ট্রি এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর দ্বারা বিলুপ্ত।

[3]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রিসমূহ (86), (87), (88) এবং (89) এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ এর দ্বারা সংযোজিত।

[4]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (90) এস, আর, ও নং ২২৮-আইন/২০১০ এর দ্বারা সংযোজিত।

[5]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (91) এস, আর, ও নং ৩০৪-আইন/২০১০ এর দ্বারা সংযোজিত।

[6]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (92) এস, আর, ও নং ৩৫৭-আইন/২০১০ এর দ্বারা সংযোজিত।

[7]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (93) এস, আর, ও নং ৩৭৪-আইন/২০১০ এর দ্বারা সংযোজিত।

[8]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (94) এবং (95) এস, আর, ও নং ২৮২-আইন/২০১১ এর দ্বারা সংযোজিত।

[9]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (96) এস, আর, ও নং ১২৪-আইন/২০১২ এর দ্বারা সংযোজিত।

[10]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (97) এস, আর, ও নং ১২৩-আইন/২০১২ এর দ্বারা সংযোজিত।

[11]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রিসমূহ (98) এবং (99) এস, আর, ও নং ৭৪-আইন/২০১৩ এর দ্বারা সংযোজিত।

(১০০) পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৩ নং আইন) [১][;
(১০১) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৩২ ও ৩৫ [২][;
(১০২) মৎসখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ২নং আইন); এবং
(১০৩) মৎস হ্যাচারী আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৪ নং আইন)[৩][;
(১০৪) ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৫ নং আইন);
(১০৫) বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬১ নং আইন);
(১০৬) বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরা আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ১৫ নং আইন) [৪][;
(১০৭) পশুরোগ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৫নং আইন);
(১০৮) বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৬নং আইন) [৫][;
(১০৯) ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৪), (৬) ও (৭) [৬][;
(১১০) পর্ণোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) ও (৫) [৭][;।

....

[১]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (১০০) এস, আর, ও নং ৩৪৪-আইন/২০১৩ এর দ্বারা সংযোজিত।
[২]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (১০১) এস, আর, ও নং ৭৩-আইন/২০১৪ এর দ্বারা সংযোজিত।
[৩]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (১০২) এবং (১০৩) এস, আর, ও নং ২৮৭-আইন/২০১৪ এর দ্বারা সংযোজিত।
[৪]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (১০৪), (১০৫) এবং (১০৬) এস, আর, ও নং ১৬৫-আইন/২০১৫ এর দ্বারা সংযোজিত।
[৫]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (১০৭) ও (১০৮) এস, আর, ও নং ২৪৬-আইন/২০১৫ এর দ্বারা সংযোজিত।
[৬]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং ও এন্ট্রি (১০৯) এস, আর, ও নং ৭৭-আইন/২০১৬ এর দ্বারা সংযোজিত।
[৭]সেমিকোলন (;) দাড়ি (।) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং ক্রমিক নং (১১০) এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহ এস, আর, ও নং ৪২-আইন/২০১৭ এর দ্বারা সংযোজিত।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ১০ নং আইন)

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্রজ্ঞাপন

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিনিয়োগকারীগণকে তাহাদের প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগ এর জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–(১) এই আইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ কেন্দ্র" অর্থ ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র;

(২) "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" অর্থ এই আইনের অধীন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক কেন্দ্র কর্তৃক তপশিল-খ তে বর্ণিত কোনো সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া;

(৩) "কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ;

(৪) "তপশিল" অর্থ এই আইনের নিম্নবর্ণিত কোন তপশিল, যথা:-

(ক) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের তালিকা তপশিল-ক; এবং

(খ) সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সেবাসমূহের তালিকা তপশিল-খ;

(৫) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) "ফোকাল পয়েন্ট" অর্থ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি; এবং

(৭) "সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ" অর্থ তপশিল-খ এ উল্লিখিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ।

৩। আইনের প্রাধান্য।–(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ, প্রকল্প বা উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সম্পর্কিত বিধানাবলি নিম্নবর্ণিত অবস্থাধীনেও কার্যকর থাকিবে, যথা:-

(ক) অন্য কোনো আইনের অধীন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে;

(খ) সুবিধা ও প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে;

(গ) কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের ক্ষেত্রে;

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত হয় নাই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এইরূপ কোনো ক্ষেত্রে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো সেবা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের ক্ষেত্রে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের বিধান যদি এই আইনের সহিত

অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইন বা আইনের বিধান যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি।–(১) তপশিল-ক এ উল্লিখিত যে কোনো সংস্থা যে আইন বা আইনগত দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উহার কার্যপরিধিভুক্ত যে কোন প্রকল্প বা উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য কোনো উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীকে প্রয়োজনীয় যে কোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয়ে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, গঠিত হইবে।

(৩) তপশিল-ক এ উল্লিখিত সংস্থার প্রধান নির্বাহী কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষেরও প্রধান নির্বাহী হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়সীমা অনুসরণে সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্টকৃত ফি আদায় সাপেক্ষে, ও সময়সীমা অনুযায়ী সেবা, সুবিধা,প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদান নিশ্চিত করিবে।

(৫) সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিজ সংস্থার উপযুক্ত কর্মচারীকে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করিবে, যিনি এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, কেন্দ্রীয় ওয়অন স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন এবং তিনি নিজ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফোকাল পয়েন্ট কোনো বিশেষ কারণে কোনো কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম না হইলে তাৎক্ষণিকভাবে তাহার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা দ্রুততম সময়ের মধ্যে চাহিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামে অভিহিত হউক না কেন, প্রদান করিবে।

৫। আঞ্চলিক কেন্দ্র।–(১) সরকার, তপশিল-ক এ উল্লিখিত কোনো সংস্থার প্রস্তাব বিবেচনাক্রমে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত অঞ্চলের জন্য উক্ত সংস্থার আওতাধীন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয়ে আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র গঠন করিতে পারিবে।

(২) আঞ্চলিক কেন্দ্র ওয়ান স্টপ সার্ভিস পদ্ধতে সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের জন্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ।–(১) কোনো উদ্যোক্তা বা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহিলে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্রে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রটি উহার সভায় উপস্থাপন করিবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক চাহিত প্রয়োজনীয় সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা (প্রযোয্য ক্ষেত্রে), লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানপূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) আবেদনকারী আবেদন দাখিলের পূর্বে তাহার প্রস্তাবিত উদ্যোগ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিষয়ে কেন্দ্রীয় ওয়ান

স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্র কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারীর সহিত আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও তথ্য আদান-প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) আবেদনকারীকে কেন্দ্রীয় ওয়অন স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট পৃথক কোনো আবেদন করিতে হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রে চাহিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে কাগজাদি প্রেরণ করিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট সংস্থা উহার দাপ্তরিক রেকর্ডের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

৭। ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটি।—(১) এই আইনের অধীন ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকির জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন মন্ত্রীকে প্রধান করিয়া প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটির কার্যপরিধি উক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের দায়বদ্ধতা।—(১) আঞ্চলিক কেন্দ্র উহার সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের নিকট এবং কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ উহার নিজের এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে ষান্মাসিক ভিত্তিতে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) সরকার প্রতিবেদন পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ, আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা উহার ফোকাল পয়েন্টের কার্য সম্পাদনে অবহেলা, অনীহা বা অনিয়মের উপাদান রহিয়াছে মর্মে নিশ্চিত হইলে ধারা ৯ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা পালনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত রাখিবে।

৯। জবাবদিহিতা।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ফোকাল পয়েন্ট এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন বা কার্য সম্পাদন না করিলে উহা তাহার অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ফোকাল পয়েন্টের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অসদাচরণ পরিলক্ষিত হইলে, কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক কেন্দ্র উক্ত ফোকাল পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে এতদ্ সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অবহিত হইবার পর উক্ত ফোকাল পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা তাহার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। তপশিল সংশোধনের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো তপশিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। অসুবিধা দূরীকরণ।–এই আইনের বিধান অনুযায়ী ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে, উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।–(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার,সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic Enghish Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তপশিল-ক
[ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) ও ধারা ৪(১) দ্রষ্টব্য]
কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের তালিকা:

১। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ;
৩। বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ;
৪। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

তপশিল-খ
[ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) ও (৭) দ্রষ্টব্য]
সেবা, সুবিধা ও প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সেবাসমূহের তালিকা:

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা, সুবিধা ও প্রণোদনা, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ
১	২	৩
১।	ছাড়পত্র, কোম্পানি নিবন্ধন, আর্টিক্যালস অব এ্যাসোসিয়েশন ও মেমোরেন্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন এবং শেয়ার ট্রান্সফার	যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়
২।	নিবাসী ও অনিবাসী ভিসা	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৩।	অর্থনৈতিক অঞ্চল, পার্ক ইত্যাদি ঘোষণা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪।	অর্থনৈতিক এলাকার (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, অর্থনৈতিক অঞ্চল, পার্ক ইত্যাদি) অভ্যন্তরে ভূমি বরাদ্দ, ব্যাংক ঋণ এর অনাপত্তিপত্র, নমুনা প্রেরণের অনুমতি,	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

	সাবকন্ট্রাক্ট প্রদানের অনুমতি, বিনিয়োগ প্রস্তাব/প্রকল্প ছাড়পত্র ও অফসোর ব্যাংকিং লাইসেন্স এর অনাপত্তিপত্র	
৫।	ওয়ার্ক পারমিট প্রদান	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬।	ট্রেড লাইসেন্স	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন- সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ
৭।	উদ্যোক্তাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভূমি অধিগ্রহণ	ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জেলা প্রশাসন ও প্রত্যাশী সংস্থা
৮।	ভূমির ক্রয় ও লিজ দলিল রেজিস্ট্রেশন	নিবন্ধন পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস
৯।	নামজারি	সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস
১০।	পরিবেশগত ছাড়পত্র	পরিবেশ অধিদপ্তর
১১।	নির্মাণ পারমিট	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও পূর্ত কাজের অনুমোদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
১২।	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ওয়ারিং সংক্রান্ত ছাড়পত্র ও জেনারেটর স্থাপনের অনুমতি	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পূর্ত কাজের অনুমোদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
১৩।	কলকারখানার মেশিন লে আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও সংশোধন	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
১৪।	বিদ্যুৎ সংযোগ	বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহ, যেমন- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ ও অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা
১৫।	গ্যাস সংযোগ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর আওতাধীন গ্যাস বিতরণ সংস্থাসমূহ, যেমন-তিতাস গ্যাস ট্র্যান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, জালালাবাদ গ্যাস ট্র্যান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, কর্নফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ ও অন্যান্য গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

১৬।	পানি সংযোগ ও পয়ঃনিষ্কাশন	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা
১৭।	টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড
১৮।	অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সেবা ও ছাড়পত্র	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৯।	বিস্ফোরক লাইসেন্স	বিস্ফোরক অধিদপ্তর
২০।	বয়লার সার্টিফিকেট, বয়লার নিবন্ধন ও সনদপত্র নবায়ন	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়
২১।	ডিভিডেন্ট, রেমিটেন্স ও ক্যাপিটাল এর প্রত্যাবাসন	বাংলাদেশ ব্যাংক
২২।	বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা, আমদানি ও রপ্তানি, বন্ড লাইসেন্স ও কাস্টমস সংক্রান্ত ছাড়পত্র	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
২৩।	টি আই এন ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪।	স্থানীয় ক্রয় ও বিক্রয়ের ছাড়পত্র	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
২৫।	আমদানি ও রপ্তানি পারমিট জারিকরণ, বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র, রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র এবং ইনডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
২৬।	সার্টিফিকেট অব অরিজিন	বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
২৭।	পানি ও বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের অনুমতি	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ অধিদপ্তর।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০

[ওয়ান স্টপ সার্ভিস(বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)বিধিমালা, ২০২০ ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১০ নং আইন) এর ১১ ধারা বলে এস, আর, ও নং-১০৭-আইন/২০২০ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের ১০ মে ২০২০ তারিখে রবিবার প্রকাশিত হয়]

বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা

রবিবার, মে ১০, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৩ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও নং-১০৭-আইন/২০২০- ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১১ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **বিধিমালার নাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।- (১) এই বিধিমালা ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০ নামে অবিহিত হইবে।

(২) ইহা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা-র অধিক্ষেত্র ব্যতীত বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই, বিধিমালায়-

(ক) **"আইন"** অর্থ ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮(২০১৮ সনের ১০ নং আইন);

(খ) **"আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র"** অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র;

(গ) **"আবেদনকারী"** অর্থ কোন সেবার জন্য আবেদনকারী কোন ব্যক্তি;

(ঘ) **"আবেদনপত্র"** অর্থ কোন সেবার জন্য কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ কেন্দ্র বরাবর বিধি ৮ এর অধীন দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র;

(ঙ) **"ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল"** অর্থ বিধি ৬ এর অধীন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল;

(চ) **"কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ;

(ছ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(জ) **"নির্ধারিত সময়"** অর্থ তফসিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত সেবার বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত সময়;

(ঝ) **"নির্বাহী চেয়ারম্যান"** অর্থ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নির্বাহী পরিষদের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(ঞ) **"ফোকাল পয়েন্ট"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত ফোকাল পয়েন্ট;

(ট) **"বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"** অর্থ "বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঠ) **"ব্যক্তি"** অর্থ যেকোন ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশিদারি কারবার, ফার্ম বা অন্যকোন সংস্থাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ড) **"সেবা"** অর্থ তফসিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত কোন সেবা;

(ঢ) **"সেবা প্রদানকারী সংস্থা"** অর্থ তফসিলের কলাম(২) এ উল্লিখিত সেবার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত সেবা প্রদানকারী সংস্থা; এবং

(ণ) **"স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর"** অর্থ বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২)(ক) এর অধীন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনের যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ গঠন ও উহার কার্যাবলী।-** (১) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) নির্বাহী চেয়ারম্যান, যিনি ইহার প্রধান নির্বাহীও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত উহার নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য;

(গ) প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক মনোনীত উহার ফোকাল পয়েন্ট; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ওয়ান স্টপ সার্ভিস), যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা-

(ক) ওয়ান স্টপ সার্ভিস পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রণয়ন;

(খ) আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(গ) আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র ও ফোকাল পয়েন্টকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্রের কাযাবলি নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;

(ঙ) আবেদন পত্রসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং অনিস্পন্ন আবেদনপত্র, যদি থাকে, দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) ওয়ান স্টপ সার্ভিস পরিবীক্ষণ সেল গঠন এবং উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ; এবং

(জ) উপরি-বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য।

৪। আঞ্চলিক **ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র গঠন ও উহার কার্যাবলী।-** (১) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত অন্য স্থানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধান বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সেবা প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক মনোনীত উহার ফোকাল পয়েন্ট; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা-

(ক) স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরণপূর্বক সেবা প্রদান এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্টকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) আবেদন পত্রসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং অনিস্পন্ন আবেদনপত্র, যদি থাকে, দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উক্ত সেবা প্রদান বিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবে।

৫। **ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ,** ক্ষমতা **ও কার্যাবলী। -** (১) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্রের চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থা ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করিবে।

(২) ফোকাল পয়েন্ট কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র হইতে বা সরাসরি আবেদনকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র নির্ধারিত সময় ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুযায়ী নিস্পত্তি করিবেন।

(৩) ফোকাল পয়েন্ট আবেদনকারীর স্ব-প্রত্যয়নের ভিত্তিতে, তথ্য বা দলিলের আংশিক অসম্পূর্ণতা থাকা সত্ত্বেও, কোন আবেদন বিবেচনাক্রমে সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, কেবল নিম্নরূপ ক্ষেত্রে স্ব-প্রত্যয়নের ভিত্তিতে সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা যাইবে; যথা:-

(ক) আবেদকারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বা কোন বিশেষ অবস্থাধীনে আবেদনপত্রের সহিত কোন তথ্য বা দলিল দাখিল করা সম্ভব না হইলে; এবং

(খ) স্ব-প্রত্যয়নের ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত তথ্য বা দলিল প্রাপ্তির পর আবেদন নিস্পত্তি করিতে তফসিলে নির্ধারিত সময়ের ব্যত্যয় ঘটিবে না।

(৪) ফোকাল পয়েন্ট আবেদনকারীর নিকট হইতে কোন স্পষ্টীকরণ বা ব্যখ্যার প্রয়োজন মনে করিলে বা কোন তথ্য বা দলিলের অসম্পূর্ণতা দেখিলে বা অতিরিক্ত কোন তথ্য বা দলিল আবশ্যক মনে করিলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বা ক্ষেত্রমত, পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীর নিকট হইতে উহা তলব করিতে পারিবেন।

(৫) ফোকাল পয়েন্ট আবেদন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) আবেদনপত্র ও উহার সহিত সংযুক্ত তথ্য বা দলিলাদি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে ফোকাল পয়েন্ট চাহিত সেবা অনুমোদনপূর্বক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বা, ক্ষেত্রমত, পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অনুমতিপত্র প্রেরণ করিবেন।

(৭) আবেদনপত্র ও উহার সহিত সংযুক্ত তথ্য, দলিল বা কাগজাদি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট না হইলে ফোকাল পয়েন্ট কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনটি নামঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং উহা আবেদনকারীকে তাৎক্ষনিক অবহিত করিবেন

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে, সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী নামঞ্জুর আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে পুনঃবিবেচনার আবেদন করিতে পারিবেন।

(৯) পুনঃ বিবেচনার আবেদন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরণ করিতে হইবে।

(১০) কোন আবেদনকারী কেবল মূল আবেদনপত্র বা পুনঃবিবেচনার আবেদন খারিজ হইবার কারণে নতুন করিয়া আবেদনপত্র দাখিল করা হইতে বারিত হইবেন না।

৬। **ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল স্থাপন।-** ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অটোমেশন পদ্ধতিতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল স্থাপন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্তরূপ পোর্টাল স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উক্ত সুবিধা গ্রহণ করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রদত্ত সেবার বিপরীতে আবেদনকারীর নিকট হইতে ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

৭। **আবেদন ফরমসহ অন্যান্য ফরম সহজলভ্যকরণ এবং তথ্য প্রদর্শন।-**(১) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রের ফরমসহ অন্যান্য ফরম প্রণয়ন করিবে ও উহাদেও সহজ লভ্যতা নিশ্চিত করিবে।

(২) ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এইরূপ কোন স্থান এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিসে সংযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে আবেদন ফরম এবং অন্যান্য তথ্য হালনাগাদ করিবে এবং সার্বক্ষণিক অনলাইন সার্ভার চালু রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

৮। **ওয়ান স্টপ সার্ভিস সুবিধা গ্রহণের আবেদনপত্র দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ। -** (১) ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক আবেদনকারীকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পের্টালে নিবন্ধনপূর্বক লগ ইন করিয়া আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে আবেদনপত্র দাখিল করা সম্ভব না হইলে ম্যানুয়ালি আবেদনপত্র দাখিল করা যাইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য, দলিল ও ফি (যদি থাকে), দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি ও প্রদত্ত তথ্য সঠিক মর্মে আবেদনকারীকে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(৪) সেবা গ্রহণের জন্য আবেদনকারীকে সেবার বিপরীতে ধার্য্যকৃত ফি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ফি জমার তথ্যসমূহ আবেদনপত্রের ফরমে উল্লেখ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ফি প্রদানের ব্যবস্থা না থাকিলে অথবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ফি প্রদান করা সম্ভব না হইলে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষে বা, ক্ষেত্রমত, অঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ্ধতিতে ফি প্রদান করা যাইবে।

(৫) তফসিলের কলাম (৪)এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কোন আবেদন নিস্পত্তি করা না হইলে অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে তফসিরের কলাম(৩)-এ বর্ণিত সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রধানের নিকট উহা স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে প্রেরিত হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থা প্রধানের নিকট অগ্রায়ন হওয়ার ৬ ঘন্টা পূর্বে (অফিস চলাকালীন সময়ে) মোবাইলে এস এমএস ও ইমেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করা হইবে এবং প্রতিটি আবেদনপত্র জমাদানের তারিখ ব্যতিরেকে পরবর্তী কর্মদিবস হইতে আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের সময় গণনা করা হইবে।

৯। **ওয়ান স্টপ সার্ভিস হেল্প ডেস্ক**।-(১) ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র ওয়ান স্টপ সার্ভিস হেল্প ডেস্ক স্থাপন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়ান স্টপ সার্ভিস হেল্প ডেস্ক উক্তরূপ কার্য পরিচালনা সক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে হেল্প ডেস্ক পরিচালনার সহযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) ওয়ান স্টপ সার্ভিস হেল্প ডেস্ক কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে।

১০। **সভা**।- (১) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র, সময় সময়, সভা আহবান করিয়া আবেদনপত্রসমূহের হাল নাগাদ অবস্থা পর্যালোচনা করিবে এবং দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র প্রধান যেকোন সময়ে সভা আহবান করিতে পারিবে।

(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

ব্যাখ্যা। - এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "সভা" অর্থে ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যকোন ডিজিটাল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভা অন্তর্ভূক্ত হইবে।

১১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ পাঠ প্রকাশ**।- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মাধ্যমে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল

(বিধি ২ এর দফা (২) দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানকারী সংস্থা	নির্ধারিত সময় (কর্মদিবস)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	ট্রেড লাইসেন্স	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন	০১
২	**কোম্পানি নিবন্ধন**		
	(ক) নামের ছাড়পত্র	যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়	০১
	(খ) সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন		০১
	(গ) সার্টিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট অব বিজনেস		০১
	(ঘ) আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন অনুমোদন		০৩
	(ঙ)মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন অনুমোদন		০৩
	(চ) শেয়ার ট্রান্সফার		০৭
	(ছ)মেমোরেন্ডাম/আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন সংশোধনী		০৭
	(জ) পরিচালক পরিবর্তন		০৭
	(ঝ) অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করা		০৩
৩	**ভূমি ক্রয়ের নিবন্ধন**		
	(ক) ভূমি ক্রয় দলিল/ইজারা চুক্তিনামা রেজিস্ট্রেশন/বায়না দলিল/ভূমি সংক্রান্ত আমমোক্তারনামা নিবন্ধন	নিবন্ধন পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সকল সাবরেজিস্ট্রি অফিস	০১
	(খ) নিবন্ধিত দলিলের নকল সরবরাহ		০৩
৪	নামজারী ও জমা খারিজ	সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস	২৮
৫	**বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সেবাসমূহ**		
	(ক) শিল্প রেজিস্ট্রেশন		০১
	(খ) ব্রাঞ্চ, লিঁয়াজো ও বাণিজ্যিক অফিস স্থাপনের অনুমতিপত্র প্রদান		১৫
	(গ)নিবাসী/অনিবাসী ভিসা/ভিসা অন এরাইভাল সুপারিশ (শিল্প)		০১
	(ঘ)নিবাসী/অনিবাসী ভিসা সুপারিশ (বাণিজ্যিক)		০১
	(ঙ) নতুন কর্মানুমতিপত্র প্রদান (শিল্প)		০৩

	(চ) নতুন কর্মানুমতিপত্র প্রদান (বাণিজ্যিক)	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	১৬
	(ছ) কর্মানুমতিপত্র নবায়ন (শিল্প)		০৩
	(জ) কর্মানুমতিপত্র নবায়ন (বাণিজ্যিক)		১৬
	(ঝ) শিল্প আইআরসি সুপারিশ প্রদান		১০
	(ঞ) ইম্পোর্ট পারমিটের সুপারিশ প্রদান		০১
	(ট) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির সনদ প্রদান		০১
	(ঠ) নিয়ন্ত্রিত পণ্য আমদানির সুপারিশ		০১
	(ড) নিবন্ধনপত্র সংশোধনী প্রদান		০১
	(ঢ) ফরেন রেমিট্যান্স প্রদানের অনুমতি দান		০৭
৬	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন শ্রেণির ভিসা প্রদান	বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৭
৭	**নিবাসী অনিবাসী ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ**		
	(ক) ই ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	০৭
	(খ) ই১ ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ		০৭
	(গ) পিআই ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ		০৭
	(ঘ) এ৩ ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ		০৭
৮	**ভিসা শ্রেণি পরিবর্তন ও মেয়াদ বর্ধিতকরণ এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্র**		
	শ্রেণি পরিবর্তনসহ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সুপারিশ/সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স/এসবির প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে)	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৭
	ভিসার জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি)'র প্রতিবেদন দাখিল	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), বাংলাদেশ পুলিশ	২১
	নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য এসবি-এর প্রতিবেদন দাখিল		৩০
	নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য এনএসআই-এর প্রতিবেদন দাখিল	এনএসআই	৩০
	ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের জন্য সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইস্যুকরণ (প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে)	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৩
৯	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সেবাসমূহ**		
	(ক) শিল্প আইআরসি প্রদান	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০৩
	(খ) নমুনা আমদানি/রপ্তানি অনুমতি	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০৩
	(গ) নিয়ন্ত্রিত পণ্য আমদানি অনুমতি (পোষকের সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে)	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০৩

১০	ভূমি অধিগ্রহণ		(ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (গ) ভূমি মন্ত্রণালয়	(ক) ০১ (খ) ৯০ (গ) ৬০
১১	**পরিবেশগত ছাড়পত্র**			
	সবুজ	পরিবেশগত	পরিবেশ অধিদপ্তর	০৭
	কমলা-ক	পরিবেশগত		০৭
		অবস্থানগত		১৫
	কমলা-খ	পরিবেশগত		২০
		অবস্থানগত		২১
	লাল	পরিবেশগত		৩০
		অবস্থানগত		৪৫
		ইআইএ অনুমোদন		৩০
১২	**পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন**			
	সবুজ	পরিবেশগত	পরিবেশ অধিদপ্তর	০৭
	কমলা-ক	পরিবেশগত		০৭
	কমলা-খ	পরিবেশগত		২০
	লাল	পরিবেশগত		৩০
১৩	**ভবন নির্মাণ**			
	(ক) ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র		রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ	১৫
	(খ) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদান			১৫
	(গ) সরেজমিন পরিদর্শন			০৩
	(ঘ) ইমারত নির্মাণ অনুমোদন			২০
	(ঙ) বসবাস বা ব্যবহার সনদ			০৭
১৪	**বৈদ্যুতিক সংযোগ**			
	(ক) কারিগরি তদন্ত ও জরিপ কাজ সম্পন্ন		বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহ	০৫
	(খ) লোড বরাদ্দ			১০
	(গ) ডিমান্ড নোট ইস্যু			০২
	(ঘ) টাকা জমাদান			০৪
	(ঙ) মিটার সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সংযোগ			০৭
১৫	গ্যাস সংযোগ অনুমোদন প্রদান		জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন গ্যাস বিতরণকারী সংস্থাসমূহ	৩০

১৬	পানি সংযোগ ও পয়ঃনিষ্কাশন	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা	০৭
১৭	টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিঃ	০৩
১৮	**অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সেবা ও ছাড়পত্র**		
	(ক) অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনা অনুমোদন	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	৩০
	(খ) অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স অনুমোদন (চূড়ান্ত পরিদর্শনসহ)		২১
	(গ) অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স নবায়ন		১৫
১৯	বিস্ফোরক লইসেন্স		
	(ক) বিস্ফোরক লাইসেন্স ইস্যুকরণ	বিস্ফোরক অধিদপ্তর	২১
	(খ) বিস্ফোরক লাইসেন্স নবায়ন		২১
২০	কলকারখানার লাইসেন্স		
	(ক) লাইসেন্স প্রদান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	১৫
	(খ) কলকারখানা মেশিন লেআউট প্ল্যান অনুমোদন		১০
	(গ) লাইসেন্স নবায়ন ও সংশোধন		১০
২১	বয়লার স্থাপন		
	(ক) বয়লার আমদানীর অনাপত্তি সনদ	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০৩
	(খ) বয়লার নিবন্ধন ও সনদ ইস্যুকরণ		১৪
	(গ) বয়লার সনদপত্র নবায়ন(পরিদর্শনসহ)		২১
	(ঘ) মালিকানা পরিবর্তন(নাম/ঠিকানা)		১৫
২২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংক্রান্ত		
	(ক) টিআইএন রেজিস্ট্রেশন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	০১
	(খ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন		০১
	(গ) বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার		০১
	(ঘ) বন্ড লাইসেন্স		১৫
	(ঙ) কাস্টম সংক্রান্ত ছাড়পত্র		০১
	(চ) শুল্ক/কর প্রত্যার্পন		১৫
	(ছ) ইউটিলাইজেশন পারমিট		০৩
২৩	সার্টিফিকেট অব অরিজিন	বাংলঅদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, চেম্বার অব কমার্স	০২
			০২

২৪	ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন	বিজিএমইএ	০২
২৫	মার্ক লাইসেন্স ইস্যুকরণ(পরিদর্শনসহ)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, শিল্প মন্ত্রণালয়	২২
২৬	বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবাসমূহ		
	(ক) বিডা'য় রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত বেসরকারি শিল্প প্রকল্প কর্তৃক (Off-Shore Banking Unit (BOU) হতে বৈদেশিক মুদ্রায় মেয়াদী ঋণ গ্রহণের অনুমতি;	বাংলাদেশ ব্যাংক	১৫
	(খ) (Stock Exchange - এ অ-তালিকাভূক্ত কোম্পানিতে নিবাসী হতে অনিবাসী, অনিবাসী হতে নিবাসী এবংঅনিবাসী হতে অনিবাসীর অনুকূলে শেয়ার ইস্যু/হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয় অবহিতকরণ		১০
	(গ) প্রফিট ও ডিভিডেন্ট প্রত্যাবসন		১০
	(ঘ) সাধারণ প্রাধিকার বহির্ভূত কনসালট্যান্সি ফী প্রেরণ সংক্রান্ত অনুমতি		০৭
	(ঙ) (Stock Exchange - এ অ-তালিকাভূক্ত কোম্পানিতে অনিবাসী কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার নিবাসীর নিকট বিক্রয়ের ফলে প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং কোম্পানির অবলুপ্তির ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অবশিষ্ট অর্থ বিদেশে প্রত্যাবর্তন।		১৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ জিয়াউল হক
পরিচালক

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ৬২ নং আইন,)

(বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০শে ডিসেম্বর, ২০১০/৬ই পৌষ, ১৪১৭ তারিখে প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে ২০২৩ সনের ৩৫ নং আইন দ্বারা সংশোধিত)

যেহেতু বালুমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, বালুমহাল হইতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন ও বিপণন, উহার নিয়ন্ত্রণ, এতদ্‌সংক্রান্ত সংঘটিত অপরাধসমূহ দমন এবং বালুমহাল ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত একক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। — (১) এই আইন বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে। (২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "ইজারাগ্রহীতা" অর্থ এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসক হইতে বালুমহাল ইজারা গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(২) "ইজারামূল্য" অর্থ এই আইনের অধীন ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বালু বা মাটি উত্তোলনের বিনিময়ে সরকারকে প্রদত্ত অর্থ;

(৩) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৬ এ বর্ণিত বালুমহাল ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ;

(৪) "খনিজ বালু" অর্থ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ভারী খনিজ পদার্থ (heavy mineral) (যেমন Zircon, Rutile, Illmenite, Monazite, ইত্যাদি) সমৃদ্ধ বালু;

[১](৪ক) "জেলা প্রশাসক" অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক;

(৫) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৬) "বালু" অর্থ খনিজ বালু ও সিলিকা বালু ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার বালু;

[২](৭) "বালুমহাল" অর্থ পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আহরণযোগ্য বা উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি সংরক্ষিত রহিয়াছে এইরূপ কোনো সরকারি মালিকানাধীন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ যাহা এই আইনের অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক বালুমহাল হিসাবে ঘোষিত;

(৮) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৯) "বিভাগীয় কমিশনার" অর্থ বিভাগীয় কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার;

(১০) "মাটি" অর্থ মটলড্ ক্লে, শেল বা ক্লে এবং চায়না ক্লে (Fire clay or White clay) ব্যতীত অন্যান্য মাটি বা বালু মিশ্রিত মাটি;

(১১) "রাজস্ব অফিসার" অর্থ State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (E. B. Act XXVIII of 1951) এর section 2(24) এ এ সংজ্ঞায়িত Revenue officer;

(১২) "সিলিকা বালু" অর্থ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ সিলিকন-ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ বালু।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।— Ports Act, 1908 (Act XV of 1908), Inland Water Transport Authority Ordinance, 1958 (E. P. Ord. No. LXXV of 1958), খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন) অথবা অন্য কোন আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা অন্য কোন আদেশ, প্রজ্ঞাপন বা নির্দেশনায় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

[৩]৪। **কতিপয় ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ**।–বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো সরকারি মালিকানাধীন উন্মুক্ত স্থান, চা বাগানের ছড়া বা নদীর তলদেশ হইতে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না, যদি-

(ক) উহা পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর অধীন প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয়;

---

[১] দফা (৪ক) আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা ক দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা (৭) আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ২ এর দফা খ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] ধারা ৪ আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) উহা সেতু, কালভার্ট, ড্যাম, ব্যারেজ, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, বন, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা হয় অথবা আবাসিক এলাকা হইতে সর্বনিম্ন ১ (এক) কিলোমিটার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানার মধ্যে হয়;

(গ) বালু বা মাটি উত্তোলন বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ড্রেজিংয়ের ফলে কোনো নদীর তীর ভাঙ্গনের শিকার হয়;

(ঘ) ড্রেজিংয়ের ফলে কোনো স্থানে স্থাপিত কোনো গ্যাস-লাইন, বিদ্যুৎ-লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন-লাইন বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ লাইন বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকা থাকে;

(ঙ) উহা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক চিহ্নিত বা নির্ধারিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ, খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নির্মিত জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ বা নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে নির্মিত পরিকাঠামো বা অবকাঠামো সংলগ্ন এলাকা হয়;

(চ) চা বাগান, পাহাড় বা টিলার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে;

(ছ) নদীর ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, মৎস্য, জলজ ও স্থলজ প্রাণি, ফসলি জমি বা উদ্ভিদ বিনষ্ট হয় বা হইবার আশংকা থাকে;

(জ) বালু বা মাটি উত্তোলনের কারণে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক নির্ধারিত নৌ-পথের নাব্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা নৌ-চ্যানেল বন্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে; এবং

(ঝ) উহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত এলাকা বা সীমানা বা বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত হয়।”।

৫। **ভূ-গর্ভস্থ বা নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**— (১) পাম্প বা ড্রেজিং বা অন্য কোন মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না।

(২) নদীর তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে, সুইং করিয়া নদীর তলদেশ সুষম স্তরে (River Bed Uniform Level) খনন করা যায় এইরূপ ড্রেজার ব্যবহার করতঃ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ড্রেজিং কার্যক্রমে বাল্কহেড বা প্রচলিত বলগেট ড্রেজার ব্যবহার করা যাইবে না।

৬। **একক কর্তৃপক্ষ।** — (১) দেশের যে কোন চর এলাকা অথবা যে কোন স্থলভাগ হইতে বালু বা মাটি সরকার কর্তৃক ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং সরকারি যে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট নদী, নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, খাল-বিল প্রভৃতি স্থান হইতে উত্তোলিত বালু বা মাটির বিপণনের প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত বিপণনের জন্য একক কর্তৃপক্ষ হইবে ভূমি মন্ত্রণালয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় করিবে।

[১]৭। **সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলি।**–(১) সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বালু বা মাটি উত্তোলন ও ব্যবহার করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(২) সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজে বালু বা মাটি উত্তোলন, পরিবহণ, বিক্রয় ও সরবরাহের অনুমোদনের ক্ষেত্রে বালু ভরাট বাবদ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বা প্রকল্পের নির্ধারিত অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে উক্তরূপ কাজে কোনো অর্থ বরাদ্দ না থাকিলে সংশ্লিষ্ট জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উত্তোলিত বালু বা মাটির পরিমাণ ও রেট নির্ধারণ করিবে।

(৩) কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নদী, নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর, খাল, বিল, ইত্যাদি স্থান হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের প্রয়োজন হইলে বা নদী খনন প্রকল্প গৃহীত হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্প

[১] ধারা ৭, ৭ক, ৭খ আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

গ্রহণের পূর্বেই এতদসংক্রান্ত এলাকা বালুমহাল হিসাবে ইজারা বহির্ভূত রাখিবার সম্ভাব্য সময় এবং উহার সুনির্দিষ্ট বিবরণ সম্পর্কে ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবে।

৭ক। **ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির বালু বা মাটি উত্তোলন**।–কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি হইতে বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাইবে না, যদি-

(ক) উহা উর্বর কৃষি জমি হয়;

(খ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হয়;

(গ) কৃষি জমির উর্বর উপরিভাগের মাটি বিনষ্ট হয়;

(ঘ) পরিবেশ, প্রতিবেশ বা জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি সাধিত হয়; বা

(ঙ) ড্রেজারের মাধ্যমে বা অন্য কোনো কৌশলী প্রক্রিয়ায় বালু বা মাটি উত্তোলন করা হয়, যাহাতে উক্ত জমিসহ পার্শ্ববর্তী অন্য জমির ক্ষতি, চ্যুতি বা ধসের উদ্ভব হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি তাহার বসত বাড়ি নির্মাণ বা স্বীয় প্রয়োজনের সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতিক্রমে নিজ মালিকানাধীন ভূমি হইতে সীমিত পরিসরে বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে পারিবেন।

৭খ। **উত্তোলিত বালু রক্ষণাবেক্ষণে নিয়ন্ত্রণ আরোপ**।–এই আইনের অন্য কোনো ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) ইজারা গ্রহীতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উত্তোলিত বালু বা মাটি কোনোক্রমেই সর্বসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা বা রাস্তা সংলগ্ন স্থান, খেলার মাঠ, পার্ক বা উন্মুক্ত স্থানে স্তূপ আকারে রাখিয়া স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করিতে পারিবেন না;

(খ) ইজারা গ্রহীতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উত্তোলিত বালু বা মাটি সংশ্লিষ্ট মালিক বা আইনানুগ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত স্থানীয় জনগণের জায়গা জমিতে বা সরকারের জায়গা জমিতে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের মাঠ, আঙ্গিনা বা জায়গা জমিতে স্তূপ আকারে রাখিতে পারিবেন না।

৮। **বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান**।— (১) সরকার কর্তৃক সময় সময়, প্রণীত রপ্তানি নীতি আদেশের বিধান অনুসরণ ও কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে বাংলাদেশ হইতে বালু বা মাটি বিদেশে রপ্তানি করা যাইবে।
(২) বাংলাদেশ হইতে বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৯। **বালুমহাল ঘোষণা ও বিলুপ্তকরণ**।— (১) বালুমহাল চিহ্নিত ও ঘোষণাকরণের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জেলা প্রশাসককে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার রাজস্ব অফিসার কর্তৃক পরিদর্শন করাইয়া ট্রেসম্যাপ ও তফসিলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন;

[১](খ) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথ যেই স্থানে বালু বা মাটি রহিয়াছে সেই স্থানে বিআইডব্লিউটিএ এর মাধ্যমে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনাপূর্বক স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণ করিবেন, তবে যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক উক্ত জরিপ পরিচালনা করা সম্ভব না হইলে, পানি উন্নয়ন বোর্ড বা অন্য কোনো সরকারি সংস্থা কর্তৃক জরিপ সম্পন্ন করা যাইবে;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন গৃহীত প্রতিবেদনের আলোকে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট এতদ্‌সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা প্রশাসক পরিবেশ, পাহাড় ধ্বস, ভূমি ধ্বস অথবা নদী বা খালের পানির স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন, সরকারি স্থাপনার (যথাঃ ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, ফেরিঘাট,

---

[১] ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৫ এর দফা (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

হাটবাজার, চা-বাগান, নদীর বাঁধ, ইত্যাদি) এবং আবাসিক এলাকার কোনো ক্ষতি হইবে কিনা সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণ করিবেন।

[১](৩) কোনো বালুমহালে উত্তোলনযোগ্য বালু বা মাটি না থাকিলে, বা বালু বা মাটি উত্তোলন করিবার ফলে পরিবেশ, প্রতিবেশ বা জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট বা সরকারি বা বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত অথবা জনস্বাস্থ্য বা জনস্বার্থ বিঘ্নিত হইবার আশংকা থাকিলে অথবা উত্তোলিত বালু পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি রাস্তা না থাকিলে বা এইরূপ বালু পরিবহণের কারণে বিদ্যমান সরকারি রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ইজারাগ্রহীতা স্বীয় উদ্যোগে বা স্বীয় অর্থায়নে সংশ্লিষ্ট রাস্তা মেরামত বা রাস্তা না থাকিলে তৈরি করিতে সম্মত না হইলে, জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনারের নিকট উক্ত বালুমহাল বিলুপ্ত ঘোষণা করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন বালুমহাল চিহ্নিত ও ঘোষণাকরণ কিংবা বিলুপ্তি ঘোষণা সম্পর্কিত জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব বিভাগীয় কমিশনার পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বা, ক্ষেত্রমত, সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক, অনুমোদন করিতে পারিবেন, বা সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ পুনঃপ্রস্তাব প্রেরণের নিমিত্ত ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন লাভ করিলে জেলা প্রশাসক [২]জনস্বার্থে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বালুমহাল ঘোষণা বা, ক্ষেত্রমত, বিলুপ্তিক্রমে উহা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করিবেন।

(৬) এই ধারার অধীন কোন বালুমহাল ঘোষণা বা বিলুপ্ত করা হইলে জেলা প্রশাসক অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে উহা অবহিত করিবেন।

(৭) এই ধারার অধীন বালুমহাল ঘোষণা বা বিলুপ্তির আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকারের নিকট আপত্তি উপস্থাপনপূর্বক দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবেন এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ঘোষিত বালুমহাল এইরূপে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন চিহ্নিত, ঘোষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। বালুমহাল ইজারা প্রদান, ইত্যাদি।— (১) সকল বালুমহাল, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন ইজারা প্রদান সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জেলা প্রশাসককে সহায়তা করিবার জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন উন্মুক্ত দরপত্রে জেলা প্রশাসনের নিকট এই আইনের অধীন তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কেহ অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না [৩]:

[৪]তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৮ এর উপধারা (১) এর অধীন কালো তালিকাভুক্ত ইজারাগ্রহীতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন তালিকাভুক্তির শর্তাদি, মেয়াদ ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) কোন বালুমহাল ইজারার প্রস্তাব অনুমোদিত হইবার পর, জেলা প্রশাসক ইজারা প্রদত্ত বালুমহালের সুনির্দিষ্ট বর্ণনাসহ ইজারার শর্তসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে, ইজারা চুক্তি সম্পাদন করিবেন।

[৫](৭) ইজারা মূল্যের সম্পূর্ণ অর্থ এবং ইজারা মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত আয়কর ও মূল্য সংযোজন করসহ সকল সরকারি দাবি আদায় সম্পাদন করিবার পর সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতাকে বালুমহালের দখল হস্তান্তর করিতে হইবে।

[৬](৮) বালুমহাল ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে, যথা:-

---

[১] ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৫ এর দফা (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৫) এর জনস্বার্থে শব্দটি আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৫ এর দফা (গ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৪) এর প্রান্ত চিহ্ন “।” এর পরিবর্তে “ : ” আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৬ এর দফা (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৪) এর শর্তাংশ আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৬ এর দফা (ক) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৭) আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৬ এর দফা (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৮) আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৬ এর দফা (খ) দ্বারা সন্নিবেশিত

(ক) ইজারাগ্রহীতার নিকট হইতে ইজারা মূল্যের অতিরিক্ত জামানত হিসাবে সংগ্রহ এবং শর্ত ভঙ্গের কারণে উহা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণ;
(খ) অনলাইন পদ্ধতিতে ইজারা কার্যক্রম সম্পাদনকরণ;
(গ) সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সরকারি কার্যক্রম বা উন্নয়ন প্রকল্পে উত্তোলিত বালু দরপত্র প্রক্রিয়ায় বিক্রয়করণ;
(ঘ) বালুমহালের সীমানা চৌহদ্দি ও বালুর পরিমাণ নির্ণয় এবং ইজারা বিজ্ঞপ্তি ও চুক্তিতে উহা উল্লেখকরণ;
(ঙ) ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক বালু উত্তোলনের পরিমাণ মনিটরিং করিবার নিমিত্ত স্যাটেলাইট ডাটা ক্রয়পূর্বক বালুর পরিমাণ নির্ধারণ বা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য সিসি ক্যামেরা স্থাপন বা ৬ (ছয়) মাস অন্তর সরকার অনুমোদিত জরিপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিজিটাল জরিপ করিবার ব্যবস্থাকরণ;
(চ) বালুমহালের ইজারায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও ইজারা মেয়াদের মধ্যে ডিজিটাল জরিপ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় এবং উত্তোলনযোগ্য বালুর সম্ভাব্য বাজার মূল্য বিবেচনায় বালুমহাল ঘোষণার যৌক্তিকতা নিরূপণকরণ;
(ছ) বালুমহালের সরকারি ইজারা মূল্য নির্ধারণ ও উহা ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখকরণ; এবং
(জ) অবৈধ বা অতিরিক্ত বালু উত্তোলনের ফলে নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইলে বা ঘর-বাড়ি, স্থাপনা, গাছ বা ফসল বিনষ্ট হইলে বা পরিবেশ, প্রতিবেশ বা জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি সাধিত হইলে, অনুরূপ ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় এবং ইজারাগ্রহীতার জামানত হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যবস্থাকরণ।

[১]১১। **ইজারা বহির্ভূত বালুমহাল হইতে সরকারি রাজস্ব আদায়।**—কোনো বালুমহাল ইজারা প্রদান করা সম্ভব না হইলে, উক্ত ইজারা বহির্ভূত বালুমহাল হইতে সরকারি রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, খাস আদায়ের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলন, পরিবহণ, বিক্রয় ও সরবরাহ করা যাইবে।

১২। **জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কর্তৃপক্ষকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের প্রয়োজনে জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকিবে।
(২) জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও উহার কার্যপরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

[২]১৩। **বালুমহাল ইজারার মেয়াদ।**—বালুমহাল ইজারা প্রদানের মেয়াদ হইবে ১ (এক) বৎসর (প্রতি বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত)।

১৪। **ইজারা বাতিল ও আপিল।**— [২](১)) ইজারাগ্রহীতা ইজারা মূল্য এবং ইজারা মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর যথাসময়ে সরকারের নির্দিষ্ট খাতে জমা প্রদান না করিলে, অথবা ইজারা চুক্তিপত্রের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে, জেলা প্রশাসক বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত ইজারাগ্রহীতাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট ইজারা চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত, মেয়াদ ও পদ্ধতিতে কালো তালিকাভুক্ত করিবেন।

[৩](২) উপধারা (১) এর অধীন কোনো ইজারা চুক্তি বাতিল হইলে সংশ্লিষ্ট ইজারাগ্রহীতার জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং উক্ত জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া সত্ত্বেও বালুমহালের দখল বুঝিয়া পাইয়াছে এইরূপ ইজারাগ্রহীতার ক্ষেত্রে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ইজারা চুক্তি বাতিলের পূর্বে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক যেই পরিমাণ বালু উত্তোলন করা হইয়াছে সেই পরিমাণ বালুর জন্য হারাহারি ইজারা মূল্য কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট ইজারা মূল্য ইজারাগ্রহীতাকে ফেরত প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপরিশ প্রদান করিতে পারিবে।''।
(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইজারা গ্রহীতা বা সংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।
(৪) বিভাগীয় কমিশনার উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপিল প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ২০(বিশ) কর্মদিবসের মধ্যে, প্রয়োজনীয় শুনানী গ্রহণক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপিল নিষ্পত্তি করিবেন।

---

[১] ধারা ১১ আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[২] ধারা ১৩ আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[৩] ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (১) ও (২) আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর আপীল নিষ্পত্তিতে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **অপরাধ, বিচার ও দন্ড।** — (১) [১]এই আইনের ধারা ৪ ও ৫ এ বর্ণিত বালু বা মাটি উত্তোলন নিষিদ্ধ সংক্রান্ত বিধানসহ অন্য কোন বিধান কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অমান্য করিলে বা এই আইন বা অন্য কোন বিধান লংঘন করিয়া অথবা বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বালু বা মাটি উত্তোলন করিলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (এক্সিকিউটিভ বডি) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনূর্ধ্ব ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা সর্বনিম্ন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা হইতে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন [২]এবং উক্ত অপরাধে ব্যবহৃত ড্রেজার, বালু বা মাটিবাহী যানবাহন বা সংশ্লিষ্ট সামগ্রী সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমান আদালত বা বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার হইবে।

(৩) Code of Criminal Procedure, 1898 এ নির্ধারিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্থদন্ড আরোপ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা এই আইনের অধীন নির্ধারিত অর্থদন্ড আরোপে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সীমিত করিবে না।

(৪) এই আইনের অধীন অপরাধ জামিনযোগ্য (Bailable), আমলযোগ্য (Cognizable) ও আপোষযোগ্য (Compoundable) হইবে।

(৫) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ দ্বারা কোন পক্ষ সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত দন্ডাদেশ প্রদানের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে স্থানীয় অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের আদালতে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

১৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা অপসারণ করিতে পারিবে।

---

[১] ধারা ১১ আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর "এই আইনের ধারা ৪ ও ৫ এ বর্ণিত" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ১০ দ্বারা সংযোযিত।

[৩] ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর "দন্ডিত হইবেন শব্দগুলির পর "এবং উক্ত অপরাধে ব্যবহৃত ড্রেজার, বালু বা মাটিবাহী যানবাহন বা সংশ্লিষ্ট সামগ্রী সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে" শব্দগুলি ও কমা আইন নং ৩৫/২০২৩ এর ধারা ১০ দ্বারা সংযোজিত।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১

[বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন) এর ধারা ১৬ বলে এস, আর, ও নং ৮৮-আইন/২০১১ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের ১৯ এপ্রিল ২০১১ তারিখ মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৩
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ চৈত্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮৮-আইন/২০১১।-বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।- এই বিধিমালা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,-

(১) "আইন" অর্থ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০;

(২) "জেলা প্রশাসক" অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;

(৩) "জেলা কমিটি" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত জেলাবালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(৪) "জাতীয় কমিটি" অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত জাতীয় বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(৫) "ড্রেজার বা মেশিন" অর্থ সুইং (Swing) করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন জলপথ খননে বিআইডব্লিউটিএ বা সমুদ্র বন্দর বা পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কর্তৃক ব্যবহৃত বা বিবেচিত জলপথ খনন যন্ত্রকে বুঝাইবে;

(৬) "তফসিল" অর্থ কোন বালুমহাল বা নদীর তলদেশ হইতে বালু উত্তোলনের জন্য চিহ্নিত স্থানের জেলা, উপজেলা, মৌজা, খতিয়ান, দাগ ও জমির পরিমাণের তথ্য;

(৭) "নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ);

(৮) "মন্ত্রণালয়" অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়।

৩। ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন সংক্রান্ত বিধান, ইত্যাদি।-(১) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথসমূহ হইতে বালু উত্তোলনের জন্য নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ পরিচালনা করিবে এবং হাইড্রোগ্রাফিক চার্টের ভিত্তিতে বালু উত্তোলনের নিমিত্ত ড্রেজিংয়ের এলাকা চিহ্নিত করিয়া উক্ত চিহ্নিত স্থানের উত্তোলনযোগ্য বালুর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, তফসিলসহ মৌজাম্যাপ ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রদান করিবে।

(২) নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, তফসিলসহ মৌজাম্যাপ ও প্রতিবেদন অনুযায়ী এবং আইনের ধারা ৯ এর বিধান অনুসরণক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উক্ত শ্রেণীভুক্ত নৌ-পথকে বালুমহাল ঘোষণা করিবেন।

(৩) ইজারাদার নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্ট অনুসরণক্রমে বালু মহাল হইতে বালু উত্তোলন শুরু করিবে;

তবে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলন শুরুর ১৫ দিন পূর্বে ইজারাদার উক্ত কর্তৃপক্ষকে বালু উত্তোলনের বিষয়টি অবহিতক্রমে ড্রেজার বা মেশিনসহ ফ্লোটিং পাইপ লাইন স্থাপন করিয়া ড্রেজিং কাজ শুরু করিবে।

(৪) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্টে বর্ণিত জল পথের তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে সুয়িং করিয়া নদীর তলদেশ সুষম স্তরে খনন করা যাইবে।

(৫) ড্রেজিংকালে ড্রেজিংকৃত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীতে ফেলা যাইবে না এবং ইজারাদার কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অপসারিত উক্ত বালু বা মাটি জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে ফেলিতে হইবে।

(৬) ড্রেজিংকালে ইজারাদার তাহার নিজ পদ্ধতিতে অর্জিত গভীরতা পর্যবেক্ষণ করিবে এবং ড্রেজিং এর মাধ্যমে পোস্ট-ড্রেজিং নির্ধারিত গভীরতা অর্জিত হইয়াছে মর্মে ইজারাগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত পূর্বক নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করিবার আবেদন করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের হাইড্রোগ্রাফিক শাখা প্রি-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ন্যায় একই পদ্ধতিতে প্রকৌশলী ও ইজারাদারের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ড্রেজিংকৃত এলাকায় পোস্ট ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন এবং প্রি ও পোস্ট ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের চার্টসমূহ একই স্কেলে (১:১০০০) ১০০ মিটার সাউন্ডিং ইন্টারভ্যালে প্রস্তুত করিবে।

(৮) ড্রেজিং এলাকায় প্রতিটি সাউন্ডিং পয়েন্টকে চুক্তিকৃত সর্বনিম্ন গভীরতা অর্জন করিতে হইবে এবং ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভরাট এলাকায় নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও ইজারাদারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে যৌথ পোস্ট-ওয়ার্ক সোর জরিপ করিতে হইবে।

(৯) পোস্ট-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে, তবে উক্ত জরিপ চার্ট অনুমোদন না হওয়া বা অন্য কোন কারণে ইজারার মেয়াদ কালে ইজারাচুক্তির শর্তানুসারে বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ রাখা যাইবে না।

(১০) ইজারাদার কর্তৃক ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলন কার্যক্রম নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করিবে এবং তদারকি ও পর্যবেক্ষণকালে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সুপারিশ অনুসারে বালু উত্তোলন ও ড্রেজিং কাজ নির্দিষ্ট পরিমাণে হইতেছে কিনা, উক্ত কার্যক্রমের ফলে নদীপথ বা নদীর গতি প্রকৃতির উপর কী প্রভাব পড়িতেছে এবং ইহার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত বা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হইতেছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এতদ্‌বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করিবে।

(১১) তদারকি বা পর্যবেক্ষণে গাফিলতির কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত বা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে সংশ্লিষ্ট তদারকী কর্মকর্তাগণ উহার জন্য দায়ী হইবেন।

৪। জেলা কমিটি গঠন, ইত্যাদি।-(১) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার;

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব);

(ঘ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা;

(চ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি;

(ছ) নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি;

(জ) পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটির ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) উক্ত কমিটি প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ-সদস্যগণ উক্ত কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন এবং তাহারা, প্রয়োজনে, উক্ত কমিটিকে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৫। জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।-জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত স্থানের তফসিল, নক্সা, উত্তোলনযোগ্য বালুর সম্ভাব্য পরিমাণ, সম্ভাব্য সরকারি মূল্য বা অন্য কোন বিষয় উল্লেখপূর্বক দরপত্র ফরম প্রস্তুত করা;

(খ) বালুমহাল ইজারার জন্য প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা;

(গ) বালুমহালের এলাকা ও সীমানা হ্রাস-বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদানসহ বালু উত্তোলন সংক্রান্ত আনুষংগিক অন্য কোন বিষয় পর্যালোচনা ও তদ্‌প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(ঘ) বালু উত্তোলন কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় মনে করিলে ইজারা তথা বালু উত্তোলনের অনুমতি বাতিলের সুপারিশ করা;

(ঙ) উত্তোলিত বালু রাখিবার স্থান ও সময় নির্ধারণ করা;

(চ) পরিবেশের উপর বালু উত্তোলনের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যবেক্ষণ, নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বালু উত্তোলনস্থলে শব্দ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) বালু উত্তোলনের ফলে পানির গুণগত মানের পরিবর্তন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর উপর সৃষ্ট প্রভাব ও ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা;

(জ) মাছের প্রজনন সময়ে ও প্রজনন ক্ষেত্রে বালু উত্তোলন বন্ধ রাখিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঝ) নদীর গতি পথের পরিবর্তন হইতেছে কিনা বা সেই কারণে তীরবর্তী জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে কিনা এবং নৌ-পথে নৌযান চলাচল সুগম রাখা হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঞ) বালু উত্তোলন কার্যক্রমের ফলে বাঁধ, স্থাপনা বা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬। জাতীয় কমিটি।-(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(গ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(জ) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড;

(ঝ) মহাপরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(ঞ) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ;

(ট) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(ঠ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(ড) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর;

(ঢ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ণ) নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং;

(ত) যুগ্ম-সচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটির ন্যূনতম ৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে এবং কমিটি প্রয়োজনে কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে তাঁহার মতামত গ্রহণের জন্য সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৭। জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বালু উত্তোলন কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্ভূত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা পর্যালোচনা ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(খ) বালু উত্তোলনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন সংস্থার সাথে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(গ) বালু বা মাটি রপ্তানির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় হইতে প্রেরিত আবেদন পরীক্ষপূর্বক সুপারিশ ও মতামত প্রদান করা।

৮। বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান।-(১) বালু বা মাটি রপ্তানি করিতে আগ্রহী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় উহা প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করিবে এবং প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে আবেদনটি যথাযথ হইলে পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ ও মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে উহা জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন আকারে মন্ত্রণালয়ে উহার সুপারিশ প্রেরণ করিবে, যথা:-

(ক) প্রতি ঘনফুট, ঘনসেন্টিমিটার, ঘনমিটার বা প্রযোজ্য অন্য কোন এককে বালু বা মাটির মূল্য নির্ধারণ;

(খ) মন্ত্রণালয় অন্য কোন কারিগরি বিষয়ে মতামত চাহিলে তৎসম্পর্কে মতামত প্রদান।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন সুপারিশ প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটির সুপারিশ বিবেচনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উহা বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে এবং প্রয়োজনীয় মনে করিলে জাতীয় কমিটির সুপারিশের অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিয়া আবেদনটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিতে পারিবে।

৯। তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি।-(১) আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট পরিশিষ্ট ‘গ’ তে উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

(৩) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোন বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্তস্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন।

তবে প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোন জেলায় অবস্থিত বালুমহালের ইজারা ডাকে অংশগ্রহণে আগ্রহী হইলে তাহাকে উক্ত জেলায় তালিকাভুক্তির জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) তালিকাভুক্তির জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে পরিশিষ্ট 'ঘ' তে উল্লিখিত শ্রেণী অনুযায়ী প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে।

(৫) সকল তালিকাভুক্তি হইবে এক বৎসর মেয়াদী ও বৎসর ওয়ারী উহা নবায়ন করা যাইবে এবং প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে কার্তিক পর্যন্ত সময়ে উক্ত তালিকাভুক্তি নবায়ন করা যাইবে।

(৬) জেলা কমিটি বালুমহাল ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ১লা অগ্রহায়ণ তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে এবং বালুমহালের তালিকা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৭) বিভাগীয় কমিশনার তালিকা প্রাপ্তি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতিকে তালিকা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত অথবা অন্য কোন নির্দেশনা থাকিলে অবহিত করিবেন।

(৮) জেলা কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলার বালুমহালের ইজারা প্রদান কার্যক্রম ২০ চৈত্র তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন;

তবে উক্ত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে জেলা কমিটির সভাপতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার উহা সম্পন্নের সময়সীমা প্রাথমিকভাবে ২১ (একুশ) দিন এবং পরবর্তী আবেদনের প্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১০। দরপত্র দাখিল ও উহা চুড়ান্তকরণ।-(১) জেলা কমিটির সভাপতি দরপত্র ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে বিক্রয় এবং উক্ত কার্যালয়সমূহে দরপত্র দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র, একটি স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র এবং জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের ১৫ (পনের) দিন পূর্বে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় পৌরসভা কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টাঙ্গাইয়া প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জেলা বালুমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি প্রতিটি সিডিউলের মূল্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুসারে বালুমহালের মূল্যমানের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করিবে এবং দরদাতাগণকে তাহাদের উদ্বৃত্ত দরের ২৫% ভাগ জামানত হিসাবে ব্যাংক ড্রাফট বা বে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কার্যাদেশে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য সমুদয় মূল্যের উল্লেখ থাকিবে এবং ইজারাগ্রহীতাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত সমুদয় অর্থ (ভ্যাট, আয়কর এবং সরকার নির্ধারিত অন্যান্য করসহ) সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন অর্থ পরিশোধের পর পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশিষ্ট 'ক' বা 'খ' তে উল্লিখিত ফরমে জেলা প্রশাসক ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক (২৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত উপযুক্ত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে) ইজারাগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের দখল বুঝাইয়া দিবেন।

(৭) জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর ইজারাদার বালু উত্তোলন বা ড্রেজিং কাজ শুরু করিতে পারিবে।

(৮) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারাদার কার্যাদেশে উল্লিখিত সমুদয় মূল্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করিলে জেলা প্রশাসক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্তসহ ইজারার কার্যাদেশ বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তিসহ পুনঃইজারা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ বা পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য জেলা কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৯) পর পর দু'টি ইজারা ডাকে সরকার নির্ধারিত ইজারা মূল্য পাওয়া না গেলে নির্ধারিত তৃতীয় ডাকের সর্বোচ্চ ডাক গ্রহীতাকে কমিটি বিশেষ বিবেচনায় ইজারা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে, তবে তৃতীয় বারের সর্বোচ্চ ডাক প্রথম ও দ্বিতীয় বারের সর্বোচ্চ ডাকের চেয়ে কম হইলে কমিটি উক্ত ডাকসমূহের সর্বোচ্চ দরদাতাদের পর্যায়ক্রমে ইজারা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্ত ইজারা ডাকে কেউ আগ্রহী না হইলে কমিটি পুনঃদরপত্র আহবান করিবে।

(১০) ইজারা প্রদানের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ বা বাজেয়াপ্তকৃত, প্রদত্ত করাদি ব্যতিত, যাবতীয় অর্থ বালুমহাল ইজারাসংক্রান্ত নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(১১) ইজারা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে, জেলা কমিটি বালুর পরিমাণ, বাজারমূল্য, উত্তোলন ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক অথবা পূর্ববর্তী তিন বৎসরের ইজারা মূল্যের গড়ের ১০% উর্ধ্বহারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিবে।

১১। ইজারা বাতিল ও আপীল।-(১) ইজারাগ্রহীতা কার্যাদেশে উল্লিখিত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না করিলে জেলা প্রশাসক ইজারা প্রদানের দিন হইতে পরবর্তী অষ্টম কার্য দিবসে বা যত দ্রুত সম্ভব ইজারা বাতিল করিয়া জামানত বাবদ গৃহীত ২৫% অর্থ বাজেয়াপ্তক্রমে উহা ইজারাদারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) ইজারাদার ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করিলে এবং বিষয়টি গুরুতর প্রকৃতির হইলে জেলা প্রশাসক ৩ (তিন) কার্য দিবস সময় দিয়া ইজারাদারকে চুক্তির শর্ত ভঙ্গের বা লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া জবাব দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক না হইলে বা নোটিশ দেওয়া স্বত্ত্বেও হাজির না হইলে বা জবাব দাখিল না করিলে তিনি ইজারা চুক্তি বাতিলসহ তাহার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে ইজারাদার সন্তুষ্ট না হইলে জেলা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন আপীল দাখিল করা হইলে আপীলকারী উহা জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবেন।

(৪) আপীলের বিষয়ে অবহিত হইবার পর জেলা প্রশাসক তাহার আদেশের কার্যকারিতা আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করিবেন।

(৫) বিভাগীয় কমিশনার আপীল শুনানীকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধিকে শুনানীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিয়া যত দ্রুত সম্ভব আপীল নিষ্পত্তি করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট- 'ক'

(বিধি-১০(৬) দ্রষ্টব্য)

উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহাল হইতে বালু উত্তোলনের ইজারা চুক্তি ফরম।

এই বালুমহাল ইজারাচুক্তিপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর জেলা............................. (অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

-প্রথম পক্ষ

এবং

.... পিতা/স্বামী ....

বর্তমান ঠিকানা .... পেশা .... (অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

-দ্বিতীয় পক্ষ

এর মধ্যে .... সনের............. মাসের...............তারিখ সম্পাদিত হইল:

যেহেতু ইজারাদাতা .... জেলায় অবস্থিত নিম্ন তফসিলভুক্ত বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক বালুমহালের মালিক;

যেহেতু .... জেলার জেলা প্রশাসক/কালেক্টর উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া .... সনের জন্য .... (কথায়...................................) টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন;

সেহেতু এখন ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক তফসিলে বর্ণিত বালুমহাল .... তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায় এবং উক্ত সময়ের ইজারামূল্য বাবদ সর্বমোট .... (কথায়....................) টাকা পরিশোধ করায় ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার সহিত নিম্নোক্ত মর্মে ও শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন:

(১) ইজারাগ্রহীতা বালুমহালের পরিসীমা বা চৌহদ্দী বজায় রাখিবেন ও সংরক্ষণ করিবেন। কেহ যাহাতে এই বালুমহালে অনুপ্রবেশ বা বেদখল না করেন তাহা ইজারাগ্রহীতা নিশ্চিত করিবেন।

(২) ইজারামূল্য বা তার কিস্তি খেলাপ হইলে ইজারা বকেয়া মূল্যের প্রচলিত হারে সুদ আরোপ করা হইবে এবং সুদসহ ইজারামূল্য বা কিস্তি Public Demands Recovery Act, 1913 মোতাবেক আদায় যোগ্য হইবে।

(৩) ইজারাগ্রীতা অনুমোদিত তোলা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না এবং বিক্রেতা বা ক্রেতাকে কোন ভাবে হয়রানি করিতে পারিবেন না।

(৪) ইজারাগ্রহীতা এই বালুমহালে ইজারাধীন তাহার কোন ইজারা স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর বা সাব-লীজ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) ইজারাগ্রহীতা প্রচলিত আইনের অধীন প্রদেয় বা আরোপযোগ্য যে কোন প্রকারের কর, ডিউটি ইত্যাদি প্রদান বা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) ইজারাগ্রহীতা এই ইজারা চুক্তি বলে তোলা আদায় ব্যতীত অন্য কোন অধিকার বা সুবিধা অর্জন করিবে না।

(৭) ইজারাগ্রহীতা ব্যবসা বাণিজ্য বা চলাচলের জন্য স্বাভাবিক নৌ-চলাচলে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না এবং জনস্বাস্থ্য হানিকর কোন পানি দূষণ করিতে পারিবেন না।

(৮) কালেক্টর বা নৌ-বিভাগ বা মৎস্য বিভাগের প্রদত্ত সকল শর্ত পালন করিতে ইজারাগ্রহীতা বাধ্য থাকিবেন।

(৯) সরকারের নির্দেশ বা এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে যে কোন সময় এই ইজারা বাতিল করা যাইবে এবং বালুমহালের দখল সরকার বরাবর স্বয়ংক্রিয়ভাবে দখল প্রত্যার্পণ হইবে।

(১০) ইজারাদাতা ইজারাকৃত বালুমহালের উপরিভাগে বা অভ্যন্তরের সকল খনিজ সম্পদ বা আকরিক এর মালিকানা এবং তৎসহ অনুরূপ প্রাকৃতিক সম্পদাদি অনুসন্ধান, সংগ্রহ, খনন, উত্তোলন, প্রসেসিং ও স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সকল সুযোগ সুবিধাদির অধিকার সংরক্ষণ করিবেন। এই সম্পদের উপর ইজারাগ্রহীতার কোন অধিকার থাকিবে না এবং উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহার কোন আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(১১) নৌ-বন্দর সীমার মধ্যে বালু উত্তোলন ও ড্রেজিং এর কার্যক্রম চালানোর জন্য ড্রেজার দ্বারা নৌ-পথে নৌ-চলাচল বিঘ্নিত হইলে বা অননুমোদিত ড্রেজার বা বিধি বহির্ভূতভাবে ড্রেজার মোতায়েন করিলে নৌ-আইন ভঙ্গের কারণে বা নৌ-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার কারণে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্তৃপক্ষ ISO-1976 অনুযায়ী ইজারাগ্রহীতা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইজারাগ্রহীতা তা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১২) ইজারাদার সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত বালু আহরণ করিতে পারিবেন। ইহার অন্যথায় বালু আহরণ করিতে হইলে জেলা কমিটির সভাপতির লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৩) যদি ইজারাধীন বালুমহাল বা এর কোন অংশ, জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য, যে কোন সময়ে সরকারের প্রয়োজন হয় তবে চাহিবামাত্র ইজারাগ্রহীতা তা সরকারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে এইক্ষেত্রে ইজারাদারের কোন ক্ষতিসাধিত হইলে আনুপাতিক হারে (Fair and equitable) ক্ষতিপূরণ পাইবেন এবং জেলা প্রশাসক এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য করিবেন যাহা ইজারাগ্রহীতা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

তফসিল

ইজারা/ড্রেজিং ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনা:

(১) জেলার নাম-- (২) উপজেলার নাম--------------------------

(৩) মৌজা-- (৪) জেএল নং-------------------------------

(৫) খতিয়ান নং--- (৬) দাগ নং-----------------------------------

(৭) জমির পরিমাণ---------------------------------------

চিহ্নিত বালুমহালের জমির পরিমাণ বা ইজারাধীন জমির পরিমাণ এই ইজারা দলিলে উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে উপরে উল্লিখিত তারিখ ও বৎসরে --------------- (ইজারাচুক্তি স্বাক্ষরের স্থান) সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে) প্রদান করিলেন।

স্বাক্ষর
ইজারাগ্রীতা

স্বাক্ষর
ইজারাদাতা (জেলা প্রশাসক)

সাক্ষী:
১।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা
২।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা

পরিশিষ্ট-'খ'

(বিধি-১০(৬) দ্রষ্টব্য)

নদীর তলদেশ হইতে ড্রেজিং পদ্ধতিতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ইজারা চুক্তি ফরম

এই ড্রেজিং ইজারা চুক্তিপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর জেলা.. (অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবে–

-প্রথম পক্ষ

এবং

....পিতা/স্বামী .... বর্তমান ঠিকানা... পেশা.................................. (অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

-দ্বিতীয় পক্ষ

এর মধ্যে ....সনের .... মাসের ....তারিখ সম্পাদিত হইল:

যেহেতু ইজারাদাতা .... জেলায় অবস্থিত নিম্ন তফসিলভুক্ত বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে চিহ্নিত স্থানের মালিক;

যেহেতু .... জেলার জেলা প্রশাসক/কালেক্টর উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া................ সনের জন্য .... (কথায়..) টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন;

সেহেতু এখন ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক তফসিলে বর্ণিত এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে চিহ্নিত বালুমহাল .... তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায় এবং ইজারা মূল্য বাবদ সর্বমোট .... (কথায়.....................................) টাকা পরিশোধ করায় ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতার সহিত নিম্নোক্ত মর্মে ও শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন:-

(১) নৌ-পথের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) মাটি কাটিবার পর LLW হইতে পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১২.০০ ফুটের বেশী হইবে না।

(৩) নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ১:৩ ঢাল সংরক্ষণ করিয়া বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে হইবে এবং কোন স্থানে অস্বাভাবিক গভীরতায় নদী খনন করা যাইবে না।

(৪) গ্যাস লাইন, ওয়াসা লাইন, টিএন্ডটি লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উত্তোলনকারী নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে উহা মেরামত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) বালু বা মাটি উত্তোলনকালে নৌ-চলাচলের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না এবং রাত্রিকালে বালু বা মাটি খনন করা যাইবে না।

(৬) বালু বা মাটি খননের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লাল পতাকা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যেখানে "নোঙ্গর নিষিদ্ধ" সাইন বোর্ড আছে সেস্থানে খনন করা যাইবে না।

(৭) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জায়গা জমি ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হইলে ইজারাগ্রহীতা নিজ উদ্যোগে তা সমাধা করিবে। তাহাতে ইজারাদাতা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না বা দায়ী থাকিবে না।

(৮) বালু বা মাটি উত্তোলনকালে কোন প্রকার দুর্ঘটনার জন্য ইজারাদাতা দায়ী থাকিবে না। যে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইজারাগ্রহীতা দায়ী থাকিবেন এবং কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের দাবী আসিলে ইজারাগ্রহীতাকে তাহা বহন করিতে হইবে।

(৯) বালু উত্তোলনকালে নদীর তীর, তীর সংলগ্ন ফসলি জমি বা গ্রামের পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না।

(১০) নদীর তীর ভূমির ঢাল (Slope) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া বালু উত্তোলন করিতে হইবে।

(১১) জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

(১২) বালু উত্তোলনের বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল সার্কুলার, বিধি-বিধান ও আইনসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে। বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে উত্তোলন বন্ধ করিয়া দিবেন এবং ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৩) উত্তোলনকৃত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাইবে না।

(১৪) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বা অবকাঠামোর কোন ক্ষতি করা যাইবে না। কোন ক্ষতিপূরণের দাবি আসিলে ইজারাগ্রহীতা তাহা বহন করিবেন।

(১৫) ড্রেজারের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলন শেষে ড্রেজিং সংক্রান্ত যাবতীয় মালামাল (যেমন ড্রেজার, পাইপ ইত্যাদি) ইজারাগ্রহীতা দ্রুত সাইট হইতে সরাইয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১৬) প্রস্তাবিত এলাকা হইতে মাটি কাটিবার সময় নৌ-চলাচলের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(১৭) বালু বা মাটি উত্তোলনের ফলে নদীর তীর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১৮) চুক্তিপত্রের সাথে সংযুক্ত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্টের চিহ্নিত স্থানের বাহিরে মাটি উত্তোলন করা যাইবে না।

(১৯) ইজারাদার সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত বালু আহরণ করিতে পারিবেন। ইহার অন্যথায় বালু আহরণ করিতে হইলে জেলা কমিটির সভাপতির লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২০) বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে ইজারাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তোলনকার্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

তফলিস

ইজারাধীন/ড্রেজিং ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনা:

(১) জেলার নাম------------------------------------ (২) উপজেলার নাম---------------------------

(৩) মৌজা-- (৪) জেএল নং---------------------------------

(৫) খতিয়ান নং------------------------------------- (৬) দাগ নং-----------------------------------

(৭) জমির পরিমাণ----------------------------------

চিহ্নিত বালুমহালের জমির পরিমাণ বা ইজারাধীন জমির পরিমাণ এই ইজারা দলিলে উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে উপরে উল্লিখিত তারিখ ও বৎসরে --------------- (ইজারাচুক্তি স্বাক্ষরের স্থান) সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে) প্রদান করিলেন।

স্বাক্ষর
ইজারাগ্রীতা

স্বাক্ষর
ইজারাদাতা (জেলা প্রশাসক)

সাক্ষী:
১।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা
২।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা

আবেদনপত্রের ক্রমিক নম্বর:...

পরিশিষ্ট-'গ'
(বিধি-৯(১) দ্রষ্টব্য)
বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম।

বরাবর
জেলা প্রশাসক,
............................।

মহোদয়,
যথাযথ সম্মান পূর্বক বালুমহাল ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নিম্নরূপ তথ্যাদি সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হইল।

১	আবেদনকারীর নাম	:
১.২	পিতা/স্বামীর নাম	:
১.৩	মাতার নাম	:
২	আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা	:
২.১	আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা	:
৩	ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে)	:
৪	ব্যবসায়িক নিবন্ধন সূত্র ও তারিখ	:
৫	কর নিবন্ধন নম্বর (টি আই এন)	:
৬	জাতীয় পরিচয়পত্র নং	:
৭	টেলিফোন/মোবাইল নং	:
৮	ই-মেইল (যদি থাকে)	:
৯	কোন শ্রেণীর তালিকাভুক্তির সনদ এর জন্য আবেদন করা হইতেছে	:

উপরোক্ত তথ্যাদি যাচাইপূর্বক আমাকে বালুমহাল ইজারা প্রাপ্তির নিমিত্ত তালিকাভুক্তি সনদ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ:

অফিস কপি — আবেদন গ্রহণের রশিদ

আবেদনকারীর নাম:
ঠিকানা:
ক্রমিক নম্বর:................................., তারিখ:..............................

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট 'ঘ'

(বিধি-৯(৪) দ্রষ্টব্য)

বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির শর্তাবলী

তালিকাভুক্তির ধরন: (ক) প্রথম শ্রেণী
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণী

(ক) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী নিম্নরূপ, যথা:- (যে কোন জেলার সকল প্রকার বালুমহালের জন্য প্রযোজ্য)		(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী নিম্নরূপ, যথা:- (উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহালের জন্য প্রযোজ্য)	
(i)	ট্রেড লাইসেন্স	(i)	ট্রেড লাইসেন্স
(ii)	TIN ও সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র	(ii)	জাতীয় পরিচয়পত্র
(iii)	ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট	(iii)	সত্যায়িত ছবি ৩ কপি
(iv)	ভ্যাট সার্টিফিকেট	(iv)	লাইসেন্স ফি ৫০০/- টাকা
v	জাতীয় পরিচয়পত্র	v	লাইসেন্স নবায়ন ফি ১০০ টাকা
vi	ড্রেজার/মেশিনের মালিক বা উক্ত মেশিন ভাড়ায় সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে যাহার নিকট হইতে ভাড়ায় আনা হইবে তাহার প্রত্যায়নপত্র।	vi	প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে কার্তিক সময়কালে তালিকাভুক্তি গ্রহণ ও নবায়ন করা যাইবে। উক্ত সময় অতিক্রান্তে ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফি এবং ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ২০০/- টাকা বিলম্ব ফি জমা দিয়া আবেদন করিতে হইবে এবং নবায়ন করিতে হইলে প্রতি মাস বা অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।
vii	লাইসেন্স ফি ৫,০০০/- টাকা।		

viii	লাইসেন্স নবায়ন ফি ৫০০/- টাকা।		
ix	সত্যায়িত ছবি ৩ কপি		
x	প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে কার্তিক সময়কালে তালিকাভুক্তি গ্রহণ ও নবায়ন করা যাইবে। উক্ত সময় অতিক্রান্তে ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফি এবং ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ২০০/- টাকা বিলম্ব ফি জমা দিয়া আবেদন করিতে হইবে এবং নবায়ন করিতে হইলে প্রতিমাস বা অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা।		

বিঃ দ্রঃ তালিকাভুক্তি বা ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে উক্ত তালিকাভুক্তি বাতিল বা স্থগিত বা কালো তালিকাভুক্ত করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আবদুল ওহাব খান
উপ-সচিব

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬

ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬

[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৮-৭-১৯৯৬ ইং তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

এস, আর, ও নং- ১১২-আইন/৯৬ তারিখ ঃ ১৮ই জুলাই, ১৯৯৬ ইং

Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953) এর Section 18 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।- এই বিধিমালা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(ক) "আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান" অর্থ বিধি ১০ এর উপ-বিধি (১১) এ বর্ণিত ইমারতের চতুষ্পার্শ্বের প্রয়োজনীয় খালি জায়গা;

(খ) "আবেদনপত্র" অর্থ বিধি ৩ এর অধীন ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের আবেদনপত্র;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঘ) "ধারা" অর্থ Building Construction Act, 1952 (E. B. Act II of 1953) এর কোন Section;

(ঙ) "নকশা" অর্থ বিধি ৫ এর অধীন প্রণীত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের নকশা;

(চ) "নির্ধারিত ফরম" অর্থ তফসিল-১ এ প্রদত্ত ফরম;

(ছ) "সাইট" অর্থ ইমারত বা ইমারতের অঙ্গন নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন এর জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বিশিষ্ট কোন স্থান।

৩। ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদি অনুমোদনের আবেদন।- (১) ধারা ৩ ও ৩ সি এর অধীন ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য অথরাইজড অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত কাগজপত্র সহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে,যথাঃ-

(ক) বিধি ৫ এর চাহিদানুযায়ী নকশা;

(খ) বিধি ৪ এর চাহিদানুযায়ী জমাকৃত ফি এর ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের অনুলিপি;

(গ) পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে, বিধি ২৭ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কাগজপত্র; এবং

(ঘ) এই বিধিমালার চাহিদানুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র।

(২) ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশ অথবা উপ-ধারা (১ক) এর অধীন কোন অনুমোদনের কার্যকরতা লোপ পাইলে পুনঃ অনুমোদনের জন্য অথরাইজড অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) সর্বশেষ মূল অনুমোদনপত্র অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি এবং সর্বশেষ অনুমোদিত নকশা অথবা উহার সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) বিধি ৪ এর চাহিদানুযায়ী জমাকৃত ফি এর ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের অনুলিপি; এবং

(গ) এই বিধিমালার চাহিদানুযায়ী অন্য যে কোন কাগজপত্র।

(৩) আবেদনপত্র অথরাইজড অফিসারের কার্যালয়ে ব্যক্তিগতভাবে জমা প্রদান অথবা তাহার বরাবরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।

৪। ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদির অনুমোদন ফি।- (১) ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য তফসিল-২ এ বর্ণিত হারে যথাযথ ফি প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মসজিদ, মন্দির, বিহার, গির্জা প্রভৃতি ধর্মীয় উপসনালয়ের ইমারত, যাহার কোন অংশ ধর্মীয় উপাসনা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না, নির্মাণ অনুমোদনের জন্য কোন ফি প্রদান করিতে হইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, অনাবাসিক ইমারতের জন্য ন্যূনতম ১,০০০/- টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারে, আধাপাকা ইমারতের জন্য ন্যূনতম ১০০/- টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারের অর্ধেক হারে, এবং কাঁচা ইমারতের জন্য ন্যূনতম ৬০/- টাকা সাপেক্ষে তফসিল-২ এ বর্ণিত হারের এক-চতুর্থাংশ হারে ফি প্রদান করিতে হইবে ।

(২) পুকুর খনন অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম ২,০০০/- টাকা সাপেক্ষে পুকুরের আয়তন অনুসারে বিঘা প্রতি ২,০০০/- টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৩) পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য ন্যূনতম ১০,০০০/- টাকা সাপেক্ষে কর্তন বা ধ্বংস সাধন এলাকার আয়তন অনুসারে বিঘা প্রতি ১০,০০০/- টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের কার্যকরতা লোপ পাইবার ক্ষেত্রে উহা পুনঃ অনুমোদনের জন্য এই বিধির অধীন প্রথমবারের অনুমোদনের জন্য দেয় ফি এর এক-তৃতীয়াংশ ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৫) অনুমোদনপত্র ও অনুমোদিত নকশার অতিরিক্ত বা সার্টিফাইড কপি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য ৫০/- টাকা হারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির অধীন প্রদেয় যাবতীয় ফি সংশ্লিষ্ট অনুমোদন দানকারী পৌর বা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবরে ব্যাংক ড্রাফট, পে অর্ডার বা ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং আবেদন পত্রের সহিত উহার অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫। ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন ইত্যাদির নকশা।- (১) আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের বিশদ বিবরণ সম্বলিত সাত ফর্দ নকশা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) নকশা মেট্রিক পদ্ধতিতে প্রণয়ন এবং উহার পরিমাপ মিটার ইউনিটে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং বিধি ৬ এ উল্লেখিত কারিগরি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৩) নকশার একটি অংশ লে-আউট প্ল্যান বা বিন্যাস নকশারূপে চিহ্নিত হইবে এবং উহা ১ঃ২০০ স্কেলে অংকিত ও নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সম্বলিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) সাইটের এবং একই মালিকানাধীন সাইট সংলগ্ন জমির সীমানা,

(খ) প্রস্থের উল্লেখসহ নিকটস্থ রাস্তা বা রাস্তাসমূহ হইতে সাইটের অবস্থান,

(গ) প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের সাইট যে মহল্লায় বা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত উহার নাম,

(ঘ) সাইটের মধ্যে প্রস্তাবিত ইমারত, পুকুর বা বিদ্যমান পাহাড় এর অবস্থান,

(ঙ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা বিদ্যমান পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলে যাতায়াতের পথ,

(চ) সাইটে পূর্ব নির্মিত কাঁচা বা পাকা ইমারত থাকিলে তলা ও উচ্চতাসহ উহার অবস্থান অথবা পুকুর থাকলে উহার অবস্থান, এবং

(ছ) সাইটের যথাযথ উত্তরদিক নির্দেশক চিহ্ন।

(৪) নকশার অপর একটি অংশ সাইট প্ল্যান বা এলাকা নকশারূপে চিহ্নিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি থাকিবে, যথাঃ-

(ক) সাইট যে মৌজায় অবস্থিত সাইটের অবস্থানসহ উহার সি,এস, নকশার এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর,এস, বা এস,এ, নকশার অংশ বিশেষ অথবা, উন্নয়নকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, সাইটের অবস্থানসহ প্রকল্প এলাকার নকশার অংশ বিশেষ, এবং

(খ) সাইটের দাগ বা প্লট এবং পার্শ্ববর্তী দাগ বা প্লটসমূহের অবস্থান নির্দেশিকা।

(৫) ইমারত নির্মাণের নকশার ক্ষেত্রে, নকশার ইমারত সংক্রান্তঅংশটি অনধিক ২৫০ বর্গমিটার আয়তনের জমির উপর ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ১ঃ৫০ স্কেলে এবং তদুর্ধ্ব আয়তনের জমির উপর ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ১ঃ১০০ স্কেলে অংকিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখিত বা প্রদর্শিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) বিস্তারিত মাপ ও আকারসহ ইমারতের প্রতি তলার পরিলেখ (ফ্লোর প্ল্যান) এবং সিঁড়ি ঘর, র‌্যাম্প, বহির্গমন পথ, লিফট কোর ইত্যাদির বিশদ পরিমাপ;

(খ) ইমারতের বিভিন্ন অংশ বা কক্ষের ব্যবহার;

(গ) ইমারত সংলগ্ন প্রধান রাস্তার দিকে ইমারতের এলিভেশন ও একটি সেকশন এবং সিঁড়িঘর, র‌্যাম্প (যদি থাকে) বরাবর একটি সেকশন;

(ঘ) আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানে সানসেড ও ছাদের বর্ধিতাংশ থাকিলে উহার পরিমাপ;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, গাড়ী পার্কিং স্থান; এবং

(চ) দরজা, জানালা ইত্যাদির অবস্থান।

(৬) বৃহদাকার ইমারতের ক্ষেত্রে 'কী-প্ল্যান' করিয়া একাধিক সিটে উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত নকশার বিবরণসমূহ উপস্থাপন করা যাইবে।

(৭) সাত বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে স্থাপত্যিক নকশা ছাড়াও কাঠামো নকশা জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে নকশার তৎসংশ্লিষ্ট অংশটি ১ঃ১০০ স্কেলে অংকিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখিত বা প্রদর্শিত হইবে, যথা ঃ-

(ক) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন যে এলাকাব্যাপী করা হইবে উহার সীমানা;

(খ) সাইট সংলগ্ন জমি যদি একই মালিকানাধীন হয় তবে উহা হইতে পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের অবস্থান;

(গ) নিকটবর্তী রাস্তা, ইমারত, পুকুর, বিদ্যুৎ লাইন, গ্যাস লাইন, টেলিফোন লাইন হইতে পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের দূরত্ব;

(ঘ) পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন স্থলের একটি সেকশন।

(৯) নকশার প্রত্যেক ফর্দে (এমোনিয়া বা অন্যান্য প্রিন্টের উপর) আবেদনকারীর অমুদ্রিত স্বাক্ষর থাকিতে হইবে; আম-মোক্তারনামাবলে স্বাক্ষর করিলে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং আম-মোক্তারনামার সার্টিফাইড কপি নকশার সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(১০) ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্য এবং তদ্বারা আবৃত মোট জমির পরিমাণ ও তৎসঙ্গে সাইটের জমির পরিমান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। নকশা প্রণয়নকারীর যোগ্যতা।- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিম্নের ১ নং কলামে বর্ণিত নকশা উহার বিপরীতে ২ নং কলামে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক প্রণীত হইবে, যথাঃ

নকশার শ্রেণী	নকশা প্রণয়নের জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি
১	২
চারতলা পর্যন্ত আবাসিক ইমারতের নকশা	স্নাতক স্থপতি, স্নাতক পুর কৌশলী, ডিপ্লোমা স্থপতি, ডিপ্লোমা পুর কৌশলী, অথবা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত নকশাকার।
পাঁচ বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট	স্নাতক স্থপতি

আবাসিক এবং যে কোন তলা বিশিষ্ট অন্যান্য ইমারতের নকশা	
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভি,আই,পি সড়কসমূহের পার্শ্বে নির্মিতব্য ইমারতের নকশা	স্নাতক স্থপতি
পুকুর খনন ও পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের নকশা	স্নাতক স্থপতি স্নাতক পুর কৌশলী অথবা

ব্যাখ্যা।- এই উপ-বিধিতে স্নাতক" "ডিপ্লোমা" ও "সার্টিফিকেট" বলিতে যথাক্রমে সরকার অনুমোদিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট বুঝাইবে।

(২) প্রত্যেকটি নকশায় উহার প্রণেতার নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকিবে এবং কোন কনসালটিং ফার্ম বা কারিগরী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত নকশার ক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাসহ নকশাটির প্রকৃত প্রণয়নকারীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকিবে।

(৩) ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মহানগরী এলাকার নকশা প্রণয়নের জন্য উপবিধি (১) এ উল্লেখিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি তালিকা উক্ত এলাকার নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভূক্তির জন্য এই বিধি মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নকশা অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রণীত তালিকার বহির্ভূত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত কোন নকশা উক্ত উপ-বিধিতে উল্লিখিত কোন এলাকার ক্ষেত্রে অনুমোদনের জন্য বিবেচিত হইবে না।

৭। আবেদনপত্রের নিষ্পত্তি।- (১) উপ-বিধি (২) সাপেক্ষে, আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত নক্‌শা অনুমোদন বা প্রত্যাখান নিম্নরূপ সময়সীমার মধ্যে করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) আধাপাকা অথবা কাঁচা ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে, আবেদনপত্র দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে; এবং

(খ) পাকা ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের ক্ষেত্রে, আবেদনপত্র দাখিলের ৪৫ দিনের মধ্যে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, কোন আবেদনপত্রে উল্লেখিত কোন তথ্য বা তৎসঙ্গে দাখিলকৃত কোন দলিল বা কাগজপত্র যদি অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটির নিকট অসম্পূর্ণ বা ভুল প্রতীয়মান হয় তবে অথরাইজড অফিসার বা উক্ত কমিটি আবেদনপত্র দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য বা দলিল বা কাগজপত্র সরবরাহের জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ তথ্য বা দলিল বা কাগজপত্র সরবরাহের পর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে নকশা অনুমোদন বা প্রত্যাখান করিতে হইবে।

(৩) অথরাইজড অফিসার বা ক্ষেত্রমতে, ইমারত নির্মাণ কমিটি কর্তৃক কোন নকশা অনুমোদিত হইলে -

(ক) অবিলম্বে আবেদনকারীকে একটি অনুমোদনপত্র প্রদান করা হইবে এবং উহাতে প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন যে উদ্দেশ্যে করা হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে; এবং

(খ) দাখিলকৃত নকশার প্রত্যেকটি ফর্দে অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটির আদেশক্রমে উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব স্বাক্ষর করিবে এবং অনুমোদনপত্রের সহিত নকশার অনুরূপ স্বাক্ষরিত চারটি ফর্দ আবেদনকারীকে ফেরত প্রদান করা হইবে।

(৪) অনুমোদিত নকশার একটি ফর্দ সর্বদা সাইটে রাখিতে হইবে যাহা অথরাইজড অফিসার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরোধক্রমে নির্মাণকারী দেখাইতে বাধ্য থাকিবে।

(৫) অনুমোদনপত্র প্রাপ্তির পর ইমারত নির্মাণ, পুকুর খনন অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন কাজ আরম্ভ করিবার কমপক্ষে সাতদিন পূর্বে লিখিতভাবে অথরাইজড অফিসারকে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত নির্মাণ, খনন, কর্তন বা ধ্বংস সাধন চলাকালীন অবস্থায় সময় সময় অথরাইজড অফিসার অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি পরিদর্শন করিবে এবং অনুমোদন বহির্ভূত নির্মাণ, খনন, কর্তন বা ধ্বংস সাধন বন্ধ করিবার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। সাইট সংলগ্ন রাস্তা ও উহা হইতে ইমারতের দূরত্ব।- (১) ইমারতের সাইট সংলগ্ন অথবা সাইটের সহিত সংযোগকারী অন্যূন ৩.৬৫ মিটার প্রশস্ত রাস্তা থাকিতে হইবে; তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তার ক্ষেত্রে অন্যূন ৩.০০ মিটার প্রশস্ত রাস্তা হইতে হইবে।

(২) কোন সাইটে লম্বভাবে রাস্তা শেষ হইলে উহার প্রস্থ সাইট সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) মালিকানা অনুল্লেখিত রাস্তা সর্বসাধারণের রাস্তা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) দুই রাস্তার সংযোগ স্থলের কোনে অবস্থিত সাইটের ক্ষেত্রে, সংযোগস্থলবর্তী কোনের দুইদিকে রাস্তা সংলগ্ন ১.০০ মিটার X ১.০০ মিটার জায়গা রাস্তার সরলীকরণের জন্য উম্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৫) কোন ইমারত উহার নিকটবর্তী রাস্তার কেন্দ্র হইতে নূন্যপক্ষে ৪.৫ মিটার অথবা রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে ১.৫ মিটার, যাহা অধিকতর, দূরে নির্মাণ করিতে হইবে; তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তা দ্বারা সংযোগপ্রাপ্ত সাইটে রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে সবনিম্ন ১.৫ মিটার দূরে ইমারত নির্মাণ করা যাইবে।

(৬) সাইটের রাস্তা অভিমুখী দিককে ইমারতের সম্মুখ দিক এবং উহার বিপরীত দিককে পশ্চাৎ দিক হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৭) একাধিক রাস্তা সংলগ্ন সাইটের ক্ষেত্রে যে কোন একটি রাস্তাকে সম্মুখ দিক ধরিয়া বিপরীত দিককে পশ্চাত এবং অন্য দুই দিককে পার্শ্ব বিবেচনা করিতে হইবে এবং তদনুসারে ইমারতের চারিদিকের আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে।

(৮) রাস্তার সমান্তরাল সাইটের গভীরতা ৯.১৫ মিটারের কম হইলে পশ্চাত দিককে পার্শ্ব ধরিয়া অন্য দুই পার্শ্বের যে কোন এক দিকে পশ্চাতের জন্য প্রযোজ্য আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থান রাখা যাইবে।

৯। বৈদ্যুতিক লাইন হইতে ইমারতের দূরত্ব।- কোন ইমারত খোলা বৈদ্যুতিক লাইন হইতে, ক্ষেত্র অনুযায়ী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অথবা ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের নিয়ম মোতাবেক নিরাপদ দূরত্বে নির্মাণ করিতে হইবে।

১০। বিভিন্ন ইমারত নির্মাণে ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা।- (১) সকল প্রকার ইমারত নির্মাণ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট শহর, নগর বা মহানগরীর মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত ভূমি ব্যবহারের সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে ।

(২) আবাসিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে আবাসিক ছাড়াও অনধিক ১০ শয্যাবিশিষ্ট ক্লিনিক, ব্যাংক, ফাষ্টফুড রেস্তোরা, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রীর দোকান (গ্রোসারী), হেয়ারড্রেসার সেলুন, চিকিৎসকের চেম্বার, ঔষধালয়, সংবাদপত্র-সাময়িকী ষ্ট্যান্ড, ফুলের দোকান, লাইব্রেরী, ভিডিও ক্লাব, নার্সারী, স্কুল, লন্ড্রী ও টেইলারিং সপের জন্য ইমারত নির্মাণ করা যাইবে; তবে অনুরূপ ইমারত কেবল দুইটি রাস্তার সংযোগ স্থলে অবস্থিত সাইটে নির্মাণ করা যাইবে, যাহার মধ্যে একটি রাস্তা কমপক্ষে ৬.০০ মিটার প্রশস্ত হইতে হইবে, এবং উক্ত ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে আবাসিক ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থান আবাসিক, বাণিজ্যিক, অথবা উভয়বিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে এবং অনুরূপ স্থানে আবশ্যিক উম্মুক্ত স্থান রক্ষণ ও ইমারত দ্বারা জমি আচ্ছাদনের ক্ষেত্রে আবাসিক ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভূমি ব্যবহারের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত বা স্থানীয় সরকার সংস্থা কর্তৃক পরিকল্পিত আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে বাণিজ্যিক এলাকার জমি আচ্ছাদন সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং অনুরূপ স্থানে আবাসিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি ১৫ এর বিধানাবলী অবশ্য পালনীয় হইবে।

(৫) নিকটস্থ প্রশস্ত রাস্তার কারণে আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারে রূপান্তরিত জমির ক্ষেত্রে উক্ত প্রশস্ত রাস্তা হইতে সরাসরি প্রবেশ পথ সম্বলিত জমি অনাবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাইবে।

(৬) গুদামঘর এলাকা হিসাবে নির্ধারিত এলাকায়, গুদাম ও বাণিজ্যিক যৌথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, ইমারতের বেজমেন্ট ব্যতীত অপর একটি ফ্লোর গুদাম হিসাবে নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে।

(৭) অনাবাসিক ও আবাসিক জমি পরস্পর সংলগ্ন হইলে, অনাবাসিক জমির ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে, সংলগ্ন আবাসিক জমির সীমানা হইতে কমপক্ষে ২.৫০ মিটার জায়গা খালি রাখিতে হইবে এবং আবাসিক জমির দিকে কোন খোলা বারান্দা রাখা যাইবে না।

(৮) দুই বা ততোধিক রাস্তার সংযোগস্থলের ৫০.০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে কোন বিপনী বিতান, প্রেক্ষাগৃহ, নাট্যশালা, মিলনায়তন বা অনুরূপ সমাবেশ স্থান জাতীয় ইমারত নির্মাণ করা যাইবে না; তবে সংযোগকারী রাস্তাসমূহের প্রস্থ ২৩.০০ মিটার বা ততোধিক হইলে অনুরূপ দূরত্বের মধ্যে সকল মেঝে মিলিয়া সর্বমোট অনধিক ৫০০.০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট বিপণী বিতান নির্মাণ করা যাইবে।

(৯) ৩০০ বর্গমিটার কিংবা ততোধিক মেঝে বিশিষ্ট বিপনী কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে, রাস্তার সমান্তরাল ৬.০০ মিটার প্রশস্ত জমি ব্যবহারকারীদের আগমন-নির্গমন এবং যানবাহনে আরোহন-অবরোহনের জন্য নীচ তলায় উম্মুক্ত রাখিতে হইবে যাহা উক্ত ইমারতের প্রয়োজনীয় গাড়ী পার্কিং স্থানের অতিরিক্ত হইবে।

(১০) উপ-বিধি (৮) এর বিধান সাপেক্ষে, মিলনায়তন, নাট্যশালা, প্রেক্ষাগৃহ এবং অনুরূপ সমাবেশস্থল হিসাবে ব্যবহারের জন্য ইমারত, পরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় কেবল উল্লেখিত ইমারতের জন্য নির্ধারিত স্থানে এবং বাণিজ্যিক বা আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত এলাকায় যে কোন স্থানে, অন্যূন ১৫.০০ মিটার প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে নির্মাণ করা যাইবে, এবং এইরূপ ইমারতের ক্ষেত্রে রাস্তার সমান্তরাল ৬.০০ মিটার প্রশস্ত জমি ব্যবহারকারীদের আগমননির্গমন এবং যানবাহনে আরোহন-অবরোহনের জন্য নীচ তলায় উম্মুক্ত রাখিতে হইবে যাহা উক্ত ইমারতের প্রয়োজনীয় গাড়ী পার্কিং স্থানের অতিরিক্ত হইবে।

(১১) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (৫) এবং বিধি ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ এ বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী ইমারতের চতুস্পার্শ্বে খালি জায়গা রাখিতে হইবে এবং উক্ত জায়গায় কোন লুভার, ফিন বা অনুরূপ কোন কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

১১। সীমানা দেয়াল।- (১) সাইটের সাধারণ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সীমানা দেয়াল হিসাবে অনুর্ধ্ব ১.৭৫ মিটার উচ্চ বন্ধ দেয়াল অথবা অনুর্ধ্ব ২.৭৫ মিটার উচ্চ গ্রীল, জালি বা রেলিং দেয়াল নির্মাণ করা যাইবে; বন্ধ দেয়ালের উপর গ্রীল বা জালির দেয়াল নির্মাণের ক্ষেত্রে বন্ধ দেয়াল অংশের উচ্চতা ভূমি হইতে ১.৭৫ মিটারের অধিক হইবে না; স্থান বিশেষে দেয়াল সৌন্দর্যময় করার জন্য অথরাইজড অফিসার বা ইমারত নির্মাণ কমিটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। ইমারতের উচ্চতা।- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা সম্মুখবর্তী রাস্তার প্রস্থ এবং ইমারত ও রাস্তার মধ্যবর্তী উম্মুক্ত স্থানের যোগফলের দুইগুনের অধিক হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ যোগফলের দুইগুণ-৭.৬০ মিটার হইতে ১০.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৯.৫০ মিটার হইবে, ১০.৬০ মিটার হইতে ১৩.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১২.৫০ মিটার হইবে, ১৩.৬০ মিটার হইতে ১৬.৫৯ মিটার পর্যন্ত হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১৫.৫০ মিটার হইবে, এবং এই হারে, অর্থাৎ অনুরূপ যোগফলের দুইগুণের পরিমাণ .০১ মিটার ৩.০০ মিটার পর্যন্ত প্রতিটি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৩.০০ মিটার করিয়া বৃদ্ধি পাইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, প্রথম শর্তাংশ অনুসারে ইমারতের উচ্চতা আরও কম না হইলে, সাইট সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ - ৪.৫৫ মিটার হইতে ৭.৫৯ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ১৮.৫০ মিটার হইবে, ৭.৬০ মিটার হইতে ১০.৬৬ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ২৭.৫০ মিটার হইবে, ১০.৬৭ মিটার হইতে ১৫.২৪ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৪২.৫০ মিটার হইবে, ১৫.২৫ মিটার হইতে ২২.৯৯ মিটার হইলে ইমারতের সর্বাধিক উচ্চতা ৬০.৫০ মিটার হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, সাইট সংলগ্ন রাস্তায় প্রস্থ্য ২৩.০০ মিটার বা ততোধিক হইলে ইমারতের উচ্চতার কোন সীমা থাকিবে না।

ব্যাখ্যা।- সাইট সংলগ্ন রাস্তার অন্যূন ১০০ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সর্বনিম্ন যে প্রস্থ থাকিবে তাহাই এই উপ-বিধির অধীন উক্ত রাস্তার প্রস্থ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য ইমারতের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

১৩। গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা।- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইমারতে গাড়ী আগমন-নির্গমন ও পার্কিং এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; পার্কিং স্থান উন্মুক্ত কিংবা আচ্ছাদিত হইতে পারিবে; পার্কিং স্থানে র‌্যাম্প এর ব্যবস্থা থাকিলে তাহা ন্যূনপক্ষে ১ ঃ ৮ চাল বিশিষ্ট এবং রাস্তা হইতে অন্যূন ৩.০০ মিটার দূরত্বে নির্মিত হইবে।

(২) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত এলাকার ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ইমারতে ন্যূনপক্ষে একটি গাড়ী পার্কিং এর জন্য ২৩ বর্গমিটার স্থান রাখা সাপেক্ষে, ইমারতের আয়তন বা ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুসারে নিম্নোক্ত হারে গাড়ী পার্কিং স্থান রাখিতে হইবে, যথা ঃ-

	ইমারতের শ্রেণী	ইমারতের আয়তন ব্যবহারকারীর সংখ্যা	গাড়ী পার্কিং স্থানের ন্যূনতম আয়তন
(ক)	আবাসিক	প্রতি ৩০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(খ)	বাণিজ্যিক	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(গ)	বিপণী বিতান	প্রতি ১০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ঘ)	হাসপাতাল/ক্লিনিক	প্রতি ৩০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ঙ)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(চ)	হোটেল	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(ছ)	রেস্তোরা	প্রতি ১০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার
(জ)	প্রেক্ষাগৃহ/মিলনায়তন	প্রতি ২০ জন ব্যবহারকারীর জন্য	২৩ বর্গমিটার
(ঝ)	গুদাম ও কারখানা	১টি লরী/ট্রাকের মাল বোঝাই ও খালাসের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান	২৩ বর্গমিটার
(ঞ)	কারখানা প্রাঙ্গণে প্রশাসনিক, বিক্রয় ইত্যাদি বাণিজ্যিক দপ্তর থাকিলে,	প্রতি ২০০ বর্গমিটারে	২৩ বর্গমিটার

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে, গাড়ী পার্কিং স্থানের চাহিদা উক্ত উপ-বিধিতে বর্ণিত হারের অর্ধেক হইবে, তবে ন্যূনপক্ষে একটি গাড়ী পার্কিং এর প্রয়োজনীয় স্থান থাকিতে হইবে।

(৪) যে সকল পরিকল্পিত বাণিজ্যিক এলাকায় গাড়ী পার্কিং স্থান রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে উক্ত পার্কিং স্থানের ৩০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত ইমারতের ক্ষেত্রে এই বিধিতে বর্ণিত গাড়ী পার্কিং স্থান সংক্রান্ত বিধানাবলী শিথিলযোগ্য হইবে এবং ইমারত নির্মাণ কমিটি বা অথরাইজড অফিসার সেই সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৪। বিভিন্ন তলার নাম ও ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের শর্তাবলী।- (১) যে কোন ইমারতের তলাসমূহকে ভূ-গর্ভস্থ তলা (বেজমেন্ট ফ্লোর), অর্ধ ভূ-গর্ভস্থ তলা (হাফ বেজমেন্ট ফ্লোর), নীচ তলা বা প্রথম তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর), দ্বিতীয় তলা (ফার্ষ্ট ফ্লোর), তৃতীয় তলা (সেকেন্ড ফ্লোর) ইত্যাদি হিসাবে অভিহিত করা হইবে।

(২) ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী পালন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ভূ-গর্ভস্থ তলায় আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভূমির উপরিভাগে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুসৃত হইবে;

(খ) ভূ-গর্ভস্থ তলায় আবাসিক কক্ষ, রান্নাঘর,স্নানঘর ও টয়লেট নির্মাণ করা যাইবে না;

(গ) ভূ-গর্ভস্থ তলার-

(অ) দেয়াল এবং মেঝে পানি ও আর্দ্রতারোধক হইতে হইবে;

(আ) সমগ্র স্থানটি স্বাভাবিক কিংবা যান্ত্রিকভাবে বাতাস চলাচলযুক্ত হইতে হইবে; এবং

(ই) ভূমি সমান্তরাল নর্দমার পানি উক্ত তলায় প্রবেশ রোধের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(ঘ) ভূ-গর্ভস্থ তলা ও ইমারতের ভিত্তি নির্মাণ আরম্ভ করার দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; নির্মাণ চলাকালীন সময়ে পার্শ্ববর্তী এলাকার ইমারত বা ইমারত সমূহের (যদি থাকে) যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই লক্ষ্যে সাবধানতা-স্বরূপ প্রতিরক্ষা বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণ করিতে হইবে।

১৫। আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা।- (১) ইমারতের সকল শয়ন কক্ষে দরজা, জানালা, ফ্যান, লাইট ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাভাবিক আলো-বাতাস চলাচলের নিশ্চয়তা থাকিতে হইবে।

(২) রান্নাঘরের অবস্থান ইমারতের বর্হিদেয়ালে হইতে হইবে।

১৬। ছাদ, কার্নিশ ও সানসেড ইত্যাদি নির্মাণ।- (১) ইমারতের ছাদ এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যেন উহা হইতে রাস্তা বা অন্যের জমিতে কিংবা কাঠামোতে পানি নিষ্কাশিত না হয়।

(২) ইমারতের ছাদ বা কার্নিশ আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের উপর অনধিক ০.৫০ মিটার পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে।

(৩) ইমারতের দরজা বা জানালার উপর অনধিক ০.৫০ মিটার প্রস্থের সানসেড আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানে নির্মাণ করা যাইবে।

১৭। জরুরী নির্গমন পথ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ।- (১) ইমারতের মেঝের যে কোন অবস্থান হইতে অনধিক ২৫ মিটারের মধ্যে জরুরী নির্গমন পথ থাকিতে হইবে এবং উক্ত নির্গমন পথ সিঁড়ির লবি ও লিফট-লবি হইতে পৃথক ও নীচ তলার সহিত সংযুক্ত হইতে হইবে।

ব্যাখ্যা - এলিভেটর বা এসকেলেটর এই উপ-বিধির অধীন জরুরী নির্গমন পথ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

২) ইমারতের যে কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র বা অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা, উহাদের লিখিত ব্যবহার বা প্রয়োগ বিধিসহ স্থাপন করিতে হইবে এবং ইমারতের অবস্থানকারীদের ত্বরিত ইমারত ত্যাগের নির্দেশ জ্ঞাপক “ফায়ার এলার্ম” প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) ইমারতে বজ্রপাত নিরোধকের যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৪) সাত বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট আবাসিক ইমারতের ক্ষেত্রে গৃহস্থালী আবর্জনা অপসারনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং বিভিন্ন ধরণের আবর্জনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৫) তিন বা ততোধিক তলাবিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে উহার নীচ তলার সিঁড়ি বা প্রবেশ ফটকের কাছে চিঠির বাক্স স্থাপনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১৮। আবাসিক ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী।- (১) ইমারতের মূল আচ্ছাদিত অংশ আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান ব্যতীত সাইটের অবশিষ্টাংশে নির্মাণ করিতে হইবে; আচ্ছাদিত অংশের বাহিরে কেবল একটি গ্যারেজ এবং গেইট সংলগ্ন একটি দারোয়ান কক্ষ নির্মাণ করা যাইবে; গ্যারেজের উপর ভৃত্য কক্ষ নির্মাণ করিতে হইলে উহা আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের বাহিরে নির্মাণ করিতে হইবে এবং উহা ইমারতের আয়তনের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত গ্যারেজ ও দারোয়ান কক্ষের সর্বোচ্চ উচ্চতা ফরমেশন লেভেল হইতে ২.৭৫ মিটার এবং সর্বাধিক আয়তন, গ্যারেজের ক্ষেত্রে ২০.০০ বর্গমিটার, এবং দারোয়ান কক্ষের ক্ষেত্রে ৩.০০ বর্গমিটার হইবে।

(৩) একাধিক তলাবিশিষ্ট ইমারতের ক্ষেত্রে সিঁড়ি কক্ষ হইতে রাস্তা পর্যন্ত ন্যূনতম ১.৭৫ মিটার প্রশস্ত নির্গমন পথ থাকিতে হইবে।

(৪) এই বিধির অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, ইমারতের পশ্চাতে ও পার্শ্বে নিম্নলিখিত হারে ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে, যথা ঃ

	সাইটের আয়তন	ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান	
		ইমারতের পশ্চাতে	ইমারতের উভয় পার্শ্বে
(ক)	১৩৪ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.০০ মিটার	০.৮০ মিটার
(খ)	১৩৪ বর্গমিটারের অধিক হইতে ২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.০০ মিটার	১.০০ মিটার
(গ)	২০০ বর্গমিটারের অধিক হইতে ২৬৮ বর্গমিটার পর্যন্ত	১.৫০ মিটার	১.০০ মিটার
(ঘ)	২৬৮ বর্গমিটারের অধিক	২.০০ মিটার	১.২৫ মিটার

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে রো-হাউজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্পের অনধিক ১৩৪ বর্গমিটার (২ কাঠা) পর্যন্ত সাইটের ক্ষেত্রে, ইমারতের পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থান না রাখিলেও চলিবে; এবং

(খ) সরকারী অনুমোদনক্রমে, সরকারী অথবা বেসরকারী উদ্যোগে জাতীয় গৃহায়ন নীতির আওতায়, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য পরিকল্পিত আবাসিক প্রকল্পে ২৫ বর্গমিটার হইতে ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত আয়তন বিশিষ্ট সাইটের ক্ষেত্রে, ইমারতের পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থান না রাখিলেও চলিবে; তবে ইমারতের পিছনে ও সামনে সাইটের সীমানা হইতে যথাক্রমে অন্যূন ১.০০ মিটার ও ১.৩০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৫) একই সাইটে একাধিক ইমারত নির্মাণ করিতে হইলে দুই ইমারতের মধ্যে সামনাসামনী ৫.০০ মিটার এবং পাশাপাশি ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

১৯। গ্যারেজ নির্মাণের বিধানাবলী।- (১) আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানে গ্যারেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) সীমানা দেয়াল সংলগ্ন গ্যারেজ নির্মাণের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জমির দিকে কোন জানালা রাখা যাইবে না।

(৩) রাস্তা হইতে সরাসরি গ্যারেজে প্রবেশের ব্যবস্থা অথবা সাইটের সম্মুখ সীমানা বরাবরে গ্যারেজে কোন প্রবেশ পথ রাখা যাইবেনা; যদি এইরূপ ব্যবস্থা রাখা হয় তবে গ্যারেজটি রাস্তার সীমানা হইতে ন্যূনতম ১.৫০ মিটার দূরে নির্মাণ করিতে হইবে।

(৪) গ্যারেজটি এমনভাবে নির্মিত হইবে যেন উহা হইতে রাস্তা বা অন্যের জমিতে পানি নিষ্কাশিত না হয়; গ্যারেজের পার্শ্ববর্তী জমির ফরমেশন লেভেল হইতে গ্যারেজ বা তৎসংশ্লিষ্ট নির্মাণ কার্যের উচ্চতা ২.৭৫ মিটারের অধিক হইবে না।

(৫) গ্যারেজ আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের মধ্যে অবস্থিত হইলে গ্যারেজের উপর কোন কক্ষ বা কাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

(৬) গ্যারেজের উপরস্থ কোন স্থান ব্যালকনি হিসাবে এমনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না যাহাতে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর কাহারও একান্ততায় ব্যাঘাত ঘটে।

২০। বাণিজ্যিক ইমারত ও গুদাম নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী।- (১) ইমারতের পশ্চাতে ও সম্মুখে নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে, যথা ঃ

	পশ্চাত দিক	সম্মুখ দিক
সরকার, স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় সরকার সংস্থা কর্তৃক উন্নয়নকৃত এলাকায় অবস্থিত সাইটের ক্ষেত্রে	১.৫০ মিটার (যদি পশ্চাত দিকে কোন রাস্তা না থাকে)	১.৫০ মিটার (কেবল নীচ তলায়)

ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক সাইটের ক্ষেত্রে	১.৫০ মিটার	রাস্তার কেন্দ্র হইতে ৪.৫০ মিটার অথবা রাস্তা সংলগ্ন সাইটের সীমানা হইতে ১.৫০ মিটার, যাহা অধিকতর।

(২) বেসরকারী উদ্যোগে উন্নয়নকৃত ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক এলাকার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উন্নয়নকৃত সাইটের বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

২১। সমাবেশস্থল জাতীয় ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী।-প্রেক্ষাগৃহ, মিলনায়তন, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, ২০০ বর্গমিটারের অধিক আয়তন বিশিষ্ট বিপনী বিতান ও সমজাতীয় সমাবেশস্থল বিশিষ্ট ইমারতের পশ্চাতে এবং দুই পার্শ্বে অন্যূন ৩.০০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং উহার মূল লবির প্রবেশ ও প্রস্থান দ্বার এবং প্রধান ফটক অন্যূন ৩.০০ মিটার প্রশস্থ হইতে হইবে।

২২। শিল্প ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী।- (১) কোন শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক দুই-তৃতীয়াংশ স্থান আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(২) ইমারতে বর্জ্য পদার্থ নিস্কাশন ও অপসারনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

২৩। হোটেল নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী।- (১) কেবল বাণিজ্যিক অথবা আবাসিক-কাম বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে হোটেল নির্মাণ করা যাইবে।

(২) সাইটের সর্বাধিক দুই-তৃতীয়াংশ অনুরূপ ইমারত দ্বারা আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং ইমারতের পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে যথাক্রমে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার ও ১.২৫ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

২৪। হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমজাতীয় ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী।- সাইটের সর্বাধিক অর্ধাংশ অনুরূপ ইমারত দ্বারা আচ্ছাদিত করা যাইবে এবং ইমারতের দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে ন্যূনতম ৩.০০ মিটার করিয়া স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

২৫। সাত বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট, ইমারত নির্মাণের বিশেষ বিধানাবলী।- (১) সাত বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতে-

(ক) আরোহন-অবরোহনের জন্য এলিভেটর এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহতকালীন সময়ে সিঁড়িপথ, করিডোর, এলিভেটর, পানির পাম্প, রান্নাঘর প্রভৃতি স্থানে অত্যাবশ্যকীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার স্বার্থে একটি সদা প্রস্তুত বিদ্যুৎ জেনারেটর স্থাপন করিতে হইবে; এবং

(গ) জাতীয় ইমারত নির্মাণ কোড অথবা অগ্নি প্রতিরোধ দপ্তর অনুমোদিত অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) ৪৫.৭০ মিটার (১৫০′-০″) বা ততোধিক উচ্চতা বিশিষ্ট ইমারতের উপর বিমান চলাচলের নিরাপত্তা জ্ঞাপক লাল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) দশ বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতের দুই পার্শ্বে অন্যূন ২.৫০ মিটার এবং পশ্চাতে অন্যূন ৩.০০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৪) দশ বা ততোধিক তলা বিশিষ্ট আবাসিক ইমারতের অভ্যন্তরে অথবা অংগনে মোট মেঝে এলাকার অন্যূন ৫% স্থান কম্যুনিটি স্পেস হিসাবে রাখিতে হইবে; ইমারতের ছাদ কম্যুনিটি স্পেস হিসাবে গণ্য হইবে না।

২৬। বিশেষ নিয়ন্ত্রণ।- (১) কোন বিশেষ এলাকার জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ, কী-পয়েন্ট ইনস্টলেশন, জাতীয় নিরাপত্তা, বিমান চলাচল ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য নীতিমালা উক্ত এলাকায় ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভি,আই,পি, সড়কসমূহের পার্শ্বে ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) ইমারত নির্মাণ অনুমোদনদানকারী কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

২৭। পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের বিশেষ বিধানাবলী।- (১) কোন পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্রের সহিত বিধি ৪ ও ৫ এ বর্ণিত কাগজপত্র ছাড়াও নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমা প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে উক্ত কর্তন বা ধ্বংস সাধনের জন্য গৃহীত ছাড়পত্র;

(খ) জায়গার অবস্থান, পার্শ্ববর্তী জায়গার পরিবেশগত অবস্থা, পাহাড়ি জমির উচ্চতা, ঢালু অংশ, সমতল ভূমি বা নীচু ভূমি, খাদ, গর্ত ইত্যাদি প্রকারের জমির টপোগ্রাফিক্যাল বা কনটোর ম্যাপ; এবং

(গ) রাস্তার প্রোফাইলসহ প্রস্তাবিত জায়গার উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং এলাকার সহিত সংযোগকারী রাস্তা, নালা, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃ নিষ্কাশন লাইন ইত্যাদি এবং পরিবেশ সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় বৃক্ষরোপণ, রিটেইনিং ওয়াল ও প্রতিরক্ষা দেয়াল, টেরাসিং প্যালাসাইডিং ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে প্রদর্শিত নকশা।

(২) কর্তন বা ধ্বংস সাধনের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত পাহাড়ের পাদদেশে টর্ফিং এবং স্লোপকে ষ্টেবিলাইজ করিয়া ধ্বংস নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; এবং যে সমস্ত নালা বা খালের উৎস কর্তনের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত পাহাড়ের সহিত সংযুক্ত সে সমস্ত নালা বা খালের উৎসমুখে স্পিলওয়ে, সিলটট্রাপ ইত্যাদি নির্মাণ করিতে হইবে।

২৮। পুকুর খননের বিশেষ বিধানাবলী।- সাইটের সীমানা হইতে কমপক্ষে ৩.০০ মিটার অভ্যন্তরে পুকুর খনন করিতে হইবে এবং খননের গভীরতা পার্শ্ববর্তী সীমানা হইতে ৪৫ ডিগ্রী কোনের অধিক হইবে না।

২৯। নোটিশ জারীকরণ।- ধারা ৩ বি, ৩ ডি, ৪, ৫, ৬ ও ১০ এর অধীন জারীযোগ্য সকল নোটিশ বা আদেশ Code of Civil Procedure, ১৯০৮ (Act V of 1908) এর First Schedule এর Order V এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জারী করা হইবে।

৩০। রহিতকরণ।- ১৯৮৪ সনের ইমারতের নির্মাণ বিধিমালা এতদ্বারা রহিত করা হইল।

তফসিল - ১

[বিধি ২ এর দফা (চ) দ্রষ্টব্য]

Building Construction Act, 1952 (E. B. Act II of 1953) এর Section 3 এবং 3c এর অধীন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য আবেদন পত্রের ফরম।

১। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ নামঃ

২। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের পূর্ণ ঠিকানাঃ

(ক) বর্তমান/ডাকযোগাযোগের ঠিকানাঃ

(খ) স্থায়ী ঠিকানাঃ

৩। যে দাগের জমিতে ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন করা হইবে উহার বিবরণ -

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা/উন্নয়নকৃত এলাকার নামঃ

(খ) দাগ ও খতিয়ান নং (জরিপ মোতাবেক)/প্লট নংঃ

(গ) মৌজার নাম/ব্লক নং/সেক্টর নংঃ

(ঘ) ওয়ার্ড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ঙ) রাস্তার নামঃ

(চ) সিট নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ছ) দাগে আবেদনকারী/আবেদনকারীগণের অংশের পরিমাণঃ

(জ) আবেদনকারী/আবেদনকারীগন কি সূত্রে সাইটের জমি অর্জন করিয়াছেন (মালিকানার প্রমানপত্র দাখিল করিতে হইবে):

৪। সাইটের বিবরণ -

(ক) সাইটের আয়তন (ক্ষেত্রফল):

(খ) সাইটের চৌহদ্দী (বাহুর পরিমাণ):

উত্তরেঃ পূর্বেঃ

দক্ষিণেঃ পশ্চিমেঃ

(গ) ইমরাত দ্বারা সাইটের যে পরিমাণ স্থান আচ্ছাদিত হইবে তাহার বিশদ বিবরণ-

১ম তলা:

অন্যান্য তলা:

(ঘ) সাইটের নিকটস্থ রাস্তার বিবরণ -

(১) নাম:

(২) অবস্থান (কোনদিকে):

(৩) দূরত্ব:

(৪) বিস্তার:

(ঙ) নিকটস্থ রাস্তা হইতে সাইটে যাতায়াতের উপায়:

(চ) সাইটের বিভিন্ন দিকে যে পরিমাণ স্থান উন্মুক্ত রাখা হইবে-

* উত্তর সীমানা হইতে:
* দক্ষিণ সীমানা হইতে:
* পূর্ব সীমানা হইতে:
* পশ্চিম সীমানা হইতে:

৫। সাইটের পূর্ব নির্মিত কাঁচা/পাঁকা ইমারতের (যদি থাকে) বিবরণ-

(ক) পূর্ব নির্মিত ইমারতের সংখ্যা ও তদ্দ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমান:

(খ) প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ অনুমোদিত হইলে পূর্ব নির্মিত ইমারতের কোন অংশ ভাঙ্গিতে হইবে কিনা এবং হইলে তদ্দ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ:

৬। এলাকার বিভিন্ন সেবা-সুযোগের বিবরণ -

(ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন আছে কিনা:

(খ) পানি সরবরাহ লাইন আছে কিনা:

(গ) গ্যাস সরবরাহ লাইন আছে কিনা:

(ঘ) পয়ঃনিষ্কাশন লাইন আছে কিনা:

(ঙ) প্রস্তাবিত ইমারতের ক্ষেত্রে সেপ্টিক ট্যাংকের ব্যবস্থা আছে কিনা:

৭। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/ পুকুর খনন/ পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের কাজ কখন শুরু হইবে:

৮। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্য:

৯। অথরাইজড অফিসারের অনুমোদন ব্যতীত আবেদনকারী পূর্বে কোন ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/ পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন করিয়া থাকিলে তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1953) এর অধীন নোটিশ জারী হইয়াছে কিনা:

১০। প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন সম্পর্কে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে Building Construction Act, 1952 (E. B. Act II of 1953) এর Section 12 এর অধীন কোন মামলা দায়ের করা হইয়াছে কিনা:

১১। প্রস্তাবিত পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধনের স্থান হইতে নিকটবর্তী-

(ক) রাস্তার দূরত্ব:

(খ) ইমারতের দূরত্ব:

(গ) পয়ঃ নালার দূরত্ব:

(ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের দূরত্ব:

(ঙ) গ্যাস সরবরাহ লাইনের দূরত্ব:

আমি .... ইমারত নির্মাণ/পুকুর খনন/পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস সাধন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় নকশার .... ফর্দ এবং .... টাকা ফি .... ব্যাংক .... শাখার ব্যাংক ড্রাফট/পেঅর্ডার/ ট্রেজারী চালান নং .... তারিখ .... এর মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়া উক্ত ব্যাংক ড্রাফট/পেঅর্ডার/ট্রেজারী চালান এর কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করতঃ ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত নকশা ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ মোতাবেক প্রণীত এবং এই আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য ও সংযুক্ত নকশার সমস্ত বিবরণ সত্য।

তারিখ ঃ ....
আবেদনকারীর/আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর ....
পূর্ণ নাম ....
ঠিকানা ....
ফোন নং (যদি থাকে) ....

তফসিল-২

[বিধি ৪ দ্রষ্টব্য]

ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের ফি

ইমারতের সর্বমোট বেষ্টিত এলাকার আয়তন	দেয় ফি (টাকা)
৫০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১০০/-
৫১ বর্গমিটার হইতে ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২০০/-
১০১ বর্গমিটার হইতে ২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩০০/-
২০১ বর্গমিটার হইতে ৩০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪০০/-
৩০১ বর্গমিটার হইতে ৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৭৫০/-
৫০১ বর্গমিটার হইতে ১০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২১০০/-
১০০১ বর্গমিটার হইতে ১৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪,৫০০/-
১৫০১ বর্গমিটার হইতে ২০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৬,৩০০/-
২০০১ বর্গমিটার হইতে ৩০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১৫,০০০/-
৩০০১ বর্গমিটার হইতে ৪০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২৪,০০০/-
৪০০১ বর্গমিটার হইতে ৫০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩৬,০০০/-
৫০০১ বর্গমিটার হইতে ১০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪৮,০০০/-
১০,০০১ বর্গমিটার হইতে ১৫,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৬০,০০০/-
১৫,০০১ বর্গমিটার হইতে ৩০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৭৫,০০০/-
২০,০০১ বর্গমিটার হইতে ৪০,০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১,২০,০০০/-
৩০,০০০ বর্গমিটার এর অধিক	২,১০,০০০/-

ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৭ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ১২০-আইন/২০০৮।- Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর section 18 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর অধীন প্রণীত ঢাকা মহানগর পরিকল্পনাভুক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়- (১) "অনুমোদিত নকশা" অর্থ আইনের বিধানানুযায়ী অনুমোদিত ভবন বা কাঠামোর নকশা;

(২) "অথরাইজড অফিসার" অর্থ আইনের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত Authorized Officer;

(৩) "অঙ্গন বা আঙিনা বা উঠান" অর্থ ভূমি বা অন্য যে কোন তলে অবস্থিত, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ভবন দ্বারা বেষ্টিত পরিসর, যাহা স্থায়ীভাবে উন্মুক্ত;

(৪) "অগ্নি-প্রতিরোধক দরজা" অর্থ বিশেষভাবে তৈরী দরজা যাহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাপ ও আগুন সঞ্চালন এর প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে;

(৫) "অগ্নি-প্রতিরোধক উপকরণ" অর্থ অগ্নি-প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন নির্মাণ উপকরণ;

(৬) "অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ি" অর্থ বিভিন্ন তলা হইতে ল্যাণ্ডিং বা লবি দ্বারা সংযোজিত সিঁড়ি যাহা অগ্নি-প্রতিরোধক দরজা দ্বারা মূল বিল্ডিং হইতে আলাদা হইবে এবং ইমারতের বহির্ভাগে খোলা স্থানের সহিত উন্মুক্ত থাকিবে;

(৭) "অকুপেন্সী টাইপ" অর্থ বিধিমালার পরিশিষ্ট-৩ এ ইমারতের ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস যেইভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে ইহা এবং উক্ত নির্ধারিত ধরণের ব্যবহারের সহিত আনুষঙ্গিক ব্যবহারের সংশিগুষ্টতাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) "অস্থায়ী ইমারত" অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ইমারত যাহা ঐ নির্দিষ্ট সময়ের শেষে অপসারিত হইবে;

(৯) "আইন" অর্থ Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953);

(১০) "আবেদনকারী" অর্থ সংশিষ্ট ভূমির বৈধ মালিক এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি উক্ত ভূমিতে ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন অনুমতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেন এবং বৈধ মালিকের পক্ষে আবেদনকারী হিসেবে আমমোক্তারনামা বলে নিযুক্ত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১১) "আবেদন" অর্থ ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র, বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র, ইমারত নির্মাণ, পাহাড় কর্তন ও পুকুর খননেন জন্য অনুমোদন, বসবাস সনদ এবং সংশোধন, পরিবর্ধন ও নবায়নের জন্য আবেদন;

(১২) "আধা-বিচ্ছিন্ন ভবন" অর্থ এমন ভবন যাহার তিন পার্শ্ব বহিরাঙ্গনের দিকে উন্মুক্ত এবং এক পার্শ্ব অন্য ভবনের সহিত সংযুক্ত;

(১৩) "আচ্ছাদিত স্থান" অর্থ ইমারত দ্বারা ভূমিতলসহ উপরিভাগের আচ্ছাদিত ক্ষেত্র, যাহা প্লিন্থ স্তরের ঠিক পরবর্তী স্তর বা তলা; তবে নিম্নলিখিত স্থানসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত নয় ঃ-

(ক) বাগান, পারগোলা, তরুশালা, জলাশয়, সুইমিংপুল (অনাচ্ছাদিত), গাছের নীচের বেদী, জলাধার, ফোয়ারা এবং আসন;

(খ) জলনির্গমন ব্যবস্থা, কালভার্ট, সেপটিক ট্যাংক, সোক পিট;

(গ) সীমানা প্রাচীর ও ফটক, কার্নিশ এবং সানসেড কর্তৃক আচ্ছাদিত স্থান;

(১৪) "ইমারত" বা "ভবন" অর্থ আইনে সংজ্ঞায়িত Building;

(১৫) "ইমারত নির্মাণ কমিটি" অর্থ আইনের section 3 এর sub-section (2) এর অধীনে গঠিত কমিটি;

(১৬) "ইমারতের উচ্চতা" অর্থ ইমারতসংলগ্ন রাস্তা বা গলির গড় উচ্চতা হইতে একটি ইমারতের সর্বোচ্চ বিন্দুর খাড়া দূরত্ব; ইমারতের উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) ছাদ ঢালু হইলে এইক্ষেত্রে ঢালু ছাদের গড় উচ্চতা ধরা হইবে;

(খ) স্থাপতিক উপাদান, যাহা কেবলমাত্র নান্দনিক ও অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা উচ্চতার অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে না;

(গ) ঢালু এলাকায় নির্মাণের ক্ষেত্রে উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য রাস্তার পরিবর্তে ইমারতের সর্বনিম্ন মেঝে তলকে গ্রহণ করা হইবে;

(ঘ) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় উচ্চতা অর্থাৎ ভবনের ছাদে অবস্থিত সিড়িঘর, জলাধার, লাইটনিং এরেস্টর বা এন্টেনা ইত্যাদির সর্বোচ্চ উচ্চতা বুঝাইবে;

(১৭) "উন্নয়ন প্রকল্প বা প্রকল্প" অর্থ ইমারত বা ইমারতসমূহের নির্মাণ কাজ;

(১৮) "উচ্চতা" অর্থ -

(ক) কক্ষের উচ্চতার ক্ষেত্রে সম্পন্নকৃত মেঝের উপর হইতে ছাদের নীচ পর্যন্ত খাড়া পরিমাপ;

(খ) কোন তলার উচ্চতা হিসাবে একটি তলার মেঝের উপর হইতে অন্য তলার মেঝের উপর পর্যন্ত খাড়া পরিমাপ;

(গ) দেওয়ালের উচ্চতা হিসাবে একটি দেওয়ালের ভূমি হইতে দেওয়ালের উপরিভাগ পর্যন্ত খাড়া পরিমাপ;

(১৯) "এয়ারওয়েল বা লাইটওয়েল" অর্থ প্রাকৃতিক বায়ু ও আলো চলাচলের সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে ভবনের অভ্যন্তর বা বহির্ভাগে অবস্থিত পরিসর যাহা একই জমিতে অবস্থিত ও ভবনের এক বা একাধিক পার্শ্ব বা ঐ জমির এক বা একাধিক সীমানা দ্বারা আবদ্ধ;

(২০) "ঐতিহ্যবাহী ইমারত বা স্থান" অর্থ এক বা একাধিক প্রাঙ্গণে অবস্থিত এমন ইমারত বা তাহার অংশ যাহা ঐতিহাসিক, স্থাপতিক, পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক ও নৈসর্গিক কারণে সংরক্ষণের প্রয়োজন এবং ইমারতের চারিপাশের এলাকা যাহা ইমারত সংরক্ষণের প্রয়োজনে বেষ্টনী, সীমানা দেওয়াল আবৃত করা ও যাহা পরিবেশগত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য প্রয়োজন, তাহাও এই উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ Town Improvement Act 1953 (Act No. XIII of 1953) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক);

(২২) "কাজের শুরু" অর্থ ইমারত নির্মাণের উদ্দেশ্যে মাটি কাটা ও পাইলিং বা ভিত্তি নির্মাণ বা যে কোন নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ অথবা বিদ্যমান ইমারতে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রকৃত সূত্রপাত;

(২৩) "কাড় (Loft)" অর্থ মধ্যবর্তী কোন কক্ষ বা করিডোরের ছাদ এবং মেঝের মধ্যবর্তী আরেকটি ছাদ দ্বারা তৈরী সর্বোচ্চ ১.৫ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট স্থান;

(২৪) "কোড" অর্থ বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC);

(২৫) "উন্মুক্ত জায়গা" অর্থ সাইটের এমন অবিচ্ছিন্ন অংশ যাহা ভূমিতল হইতে ঊর্ধ্বদিকে স্থায়ীভাবে উন্মুক্ত;

(২৬) "চিমনী" অর্থ ইমারতের এমন অংশ যাহার মাধ্যমে তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্রাদি হইতে দহনক্রিয়ার মাধ্যমে নির্গত বা উৎপন্ন বস্তুসমূহ ধূমনালীর মাধ্যমে উন্মুক্ত বাতাসে নিষ্ক্রান্ত হয়;

(২৭) "জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার" অর্থ স্নাতক পুরকৌশলী যাহার জিওটেকনিক্যাল বা ফাউন্ডেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে এবং যিনি বাংলাদেশ জিওটেকনিক্যাল সোসাইটি অথবা ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (IEB) এর সদস্য এবং বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত;

(২৮) “ঝুঁকিপূর্ণ ইমারত” অর্থ কোড অনুযায়ী কাঠামোগত অনিরাপদ, জরাজীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর, অগ্নি-ঝুঁকিপূর্ণ, যথাযথ জরুরী নির্গমন পথবিহীন, ভগ্নপ্রায়, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণবিহীন, পরিত্যক্ত, অধিবাসী ও সংলগ্ন এলাকার জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হিসাবে চিহ্নিত যে কোন ইমারত বা নির্মাণকার্য;

(২৯) “ডিটেলইড এরিয়া প্ল্যান” (DAP) অর্থ কোন এলাকার পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য বিস্তারিত স্থানিক নকশাসহ পরিকল্পনা;

(৩০) “ডিপ্লোমা স্থপতি” অর্থ ঐ পেশাজীবী ব্যক্তি যিনি স্বীকৃত কোন পলিটেকনিক বা কারিগরী ইনস্টিটিউট হইতে স্থাপত্য বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী ও ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর সদস্য এবং বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত;

(৩১) “ডিপ্লোমা প্রকৌশলী” অর্থ ঐ পেশাজীবি ব্যক্তি যিনি স্বীকৃত কোন পলিটেকনিক বা কারিগরী ইনস্টিটিউট হইতে প্রকৌশল বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী ও ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর সদস্য, এবং বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত;

(৩২) “নির্মাণ” অর্থ যে কোন ধরনের ইমারত, ভবন বা স্থাপনা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা প্রতিস্থাপন এবং ইমারতের ব্যবহারের ধরণ পরিবর্তন;

(৩৩) “নকশা” অর্থ এই বিধিমালা এর অধীন ইমারত এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত সকল নকশা;

(৩৪) “নগর উন্নয়ন কমিটি (Urban Development Committee)” অর্থ বিধি ৩৪ অনুযায়ী গঠিত কমিটি;

(৩৫) “তলা” অর্থ ইমারতের যে কোন ফ্লোর বা মেঝের উপরপৃষ্ঠ এবং পরবর্তী ফ্লোর এর মধ্যবর্তী স্থান অথবা পরবর্তী ফ্লোর না থাকিলে ছাদ বা অন্য আচ্ছাদনের নীচের স্থান;

(৩৬) “তালিকাভুক্ত ইমারত” অর্থ নান্দনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক অথবা আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহনকারী এবং/অথবা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক উল্লিখিত কারনে নিবন্ধিত ইমারত;

(৩৭) “টোটাল ফ্লোর এরিয়া” অর্থ ইমারতের সকল ফ্লোর এরিয়ার যোগফল;

(৩৮) “পরামর্শক” অর্থ মালিক বা আবেদনকারী কর্তৃক নিয়োগকৃত যে কোন স্থপতি, পুরকৌশলী, তড়িৎকৌশলী, যন্ত্রকৌশলী বা অন্যান্য প্রকৌশলী, নগর পরিকল্পনাবিদ অথবা উপরোক্ত কারিগরী লোকবলের সমন্বয়ে গঠিত যে কোন বোর্ড, কোম্পানী, ফার্ম বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাহা পেশাগত সেবা প্রদানের জন্য গঠিত;

(৩৯) “পরিবর্তন” অর্থ এক ব্যবহার হইতে অন্য ব্যবহারে পরিবর্তন বা কোন কাঠামোগত পরিবর্তন যেমনঃ ভবনের ক্ষেত্রফল বা উচ্চতার সহিত সংযোজন, অংশবিশেষ অপসারণ এবং কোন দেয়াল, পার্টিশন, কলাম, বীম, জয়েন্ট, মেঝে নির্মাণ, কর্তন বা অপসারণ এর মাধ্যমে কাঠামোর কোন পরিবর্তন, কোন প্রবেশপথ বা বহির্গমন পথের পরিবর্তন বা বন্ধ করা, যে কোন উপকরণ ও সরঞ্জামাদি পরিবর্তন;

(৪০) “পরিশিষ্ট” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত পরিশিষ্ট;

(৪১) “প্রকৌশলী” অর্থ যিনি প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (IEB) এর সদস্য এবং বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভূক্ত;

(৪২) “প্রস্থান পথ” অর্থ কোন বিল্ডিং এর যেকোন তলা হইতে রাস্তা বা নিরাপদ উন্মুক্ত স্থানে যাওয়ার জন্য বহির্গমন পথ;

(৪৩) “প্রাকৃতিক বায়ু চলাচল ব্যবস্থা” অর্থ ভবনের দরজা-জানালার মাধ্যমে বাতাসের স্বাভাবিক প্রবাহ ঘরের অভ্যন্তরে সরবরাহ ব্যবস্থা;

(৪৪) “প্যারাপেট” অর্থ ছাদ বা তলের চারপাশ ঘিরে তৈরীকৃত রেলিং অথবা দেয়াল;

(৪৫) “পার্কিং স্থান” অর্থ যানবাহন রাখিবার মতো আবদ্ধ বা খোলা, আচ্ছাদিত বা উন্মুক্ত যথেষ্ট আয়তনের একটি জায়গা, যাহার সহিত যানবাহন যাতায়াত উপযোগী একটি পথের মাধ্যমে বাহিরের রাস্তার সংযোগ আছে;

(৪৬) "পরিকল্পনাবিদ" অর্থ যিনি পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স (BIP) এর সদস্য এবং বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভূক্ত;

(৪৭) "প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার" অর্থ স্নাতক স্থপতি বা প্রকৌশলী, ডিপ্লোমা স্থপতি বা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী যাহার প্লাম্বিং বা সেনেটারী বিষয়ে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে ও যিনি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভূক্ত;

(৪৮) "পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা" অর্থ যে কোন পয়ঃনালী, নর্দমা, সেপটিক ট্যাংক, পরিশোধন কেন্দ্র অথবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যবস্থাদি;

(৪৯) "পাহাড়" অর্থ সন্নিহিত স্থান থেকে নির্দিষ্ট আয়তনের উঁচু কোন প্রাকৃতিক ভূখন্ড যাহা মাটি বা পাথরের তৈরী, প্রায়শঃই বর্তুলাকার এবং যাহার ঢাল খুব তীক্ষ্ণভাবে খাড়া নয়;

(৫০) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম;

(৫১) "ফলস সিলিং" অর্থ কক্ষের উচ্চতার মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অতিরিক্ত ছাদ, যাহা ভাণ্ডার, সার্ভিস তদারকী ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়, তবে বসবাসযোগ্য নয়;

(৫২) "ফিনস্ বা লুভার (Fins or Louver)" অর্থ ইমারতের একটি খাড়া উপাদান, যাহা সচরাচর সূর্য ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জানালা, বারান্দা, বেলকনি ও করিডোরের বহির্মুখে ব্যবহৃত হয়;

(৫৩) "ফিনিসড্ ফ্লোর লেভেল" অর্থ মেঝের সম্পন্নকৃত উপরিতল;

(৫৪) "ফিনিসড্ গ্রাউন্ড লেভেল" অর্থ জমির সম্পন্নকৃত উপরিতল;

(৫৫) "ফিনিসড্ সিলিং লেভেল" অর্থ ছাদের সম্পন্নকৃত নিম্নতল;

(৫৬) "ফুটপাথ্" অর্থ রাস্তার পার্শ্বে বা অন্য কোন স্থানে পায়ে হাঁটার পথ;

(৫৭) "ফ্ল্যাট" বা "এ্যাপার্টমেন্ট" অর্থ বাসযোগ্য একক আবাস যাহার মধ্যে রান্নাঘর, গোসলখানা, শৌচাগার, প্রসাধনকক্ষ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(৫৮) "ফ্লোর এরিয়া" অর্থ দেওয়ালের ও অন্যান্য ভারবাহী কাঠামোর আনুভূমিক ক্ষেত্রফলসহ ব্যবহারযোগ্য ইমারতের একটি তলার ক্ষেত্রফল;

(৫৯) "ফ্লোর এরিয়া অনুপাত (Floor Area Ratio or FAR)" অর্থ জমির ক্ষেত্রফলের অনুপাতে ভবনে সন্নিবেশযোগ্য সম্পূর্ণ মেঝের ক্ষেত্রফল, যথাঃ একটি প্লটের মাঝে তৈরী সম্পূর্ণ ফ্লোর এরিয়ার যোগফলকে উক্ত প্লটের বিদ্যমান জমির ক্ষেত্রফল দ্বারা বিভাজনের ফল, যাহার ফরমুলা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

$$FAR = \frac{\text{সকল মেঝের সম্মিলিত ক্ষেত্রফল (বিধিমালার আওতায় ছাড়যোগ্য ক্ষেত্রফল সমূহ ব্যতীত)}}{\text{জমির ক্ষেত্রফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাস্তার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া জমির ক্ষেত্রফল ব্যতীত)}}$$

(৬০) "বসতবাড়ি" অর্থ স্বতন্ত্র বসবাস, রন্ধন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধাসম্বলিত এক স্বাবলম্বী বসত ব্যবস্থা যাহা এক বা একাধিক কক্ষবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ইমারত বা ইমারতের অংশবিশেষ;

(৬১) "বন্যার পানি উচ্চতা" অর্থ একটি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য বন্যাকালীন পানির উচ্চতা, যাহা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত;

(৬২) "বসবাসযোগ্য কক্ষ" অর্থ এক বা একাধিক ব্যক্তির ব্যবহৃত কক্ষ যাহা দপ্তর, লিভিং রুম, শয়ন, অধ্যয়ন বা খাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় তবে বাথরুম, টয়লেট, রান্নাঘর, লন্ড্রি, ভাণ্ডার, করিডোর, প্যান্ট্রি, ভূগর্ভস্থ রুম, চিলেকোঠা, অনিয়মিত ব্যবহৃত জায়গা এইরূপ বসবাসযোগ্য কক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৬৩) "বহুতল ইমারত" অর্থ ১০ তলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বে যে কোন ইমারত বা ভবন, যাহাতে উচ্চতা নির্ধারনের ক্ষেত্রে সিড়িঁঘর, লিফট মেশিন রুম বা জলাধারের উচ্চতা গণ্য করা হইবে না;

(৬৪) "ব্যালকনি" অর্থ ইমারতের মূল অংশ হইতে বহিঃদিকে বর্ধিত ব্যবহারযোগ্য জায়গা যাহার ভূমি পর্যন্ত বর্ধিত কোন অবলম্বন নাই এবং বাহিরের দিকে নিরেট কোন বেষ্টনী দ্বারা সম্পূর্ণ আবদ্ধ নয়;

(৬৫) “বিল্ডিং সার্ভিসেস” অর্থ আলো-বাতাসের চলাচল, বৈদ্যুতিক সুবিধা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, উত্তাপন (Heating), অভ্যন্তরীণ শব্দ (Acoustics) নিয়ন্ত্রণ, লিফট, এস্কেলেটর ও মোভিং ওয়াক স্থাপন, পানি সরবরাহ, অগ্নিনির্বাপণ, পয়ঃ ও পানি
নিষ্কাশন, গ্যাস সরবরাহ এবং টেলিফোন সংস্থাপন ও এই জাতীয় ইউটিলিটি সুবিধার সন্নিবেশ;

(৬৬) “বিদ্যমান ইমারত বা বিদ্যমান ব্যবহার” এর অর্থ এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্বে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন ভবন এবং তাহার ব্যবহার;

(৬৭) “বিশেষ মনোনীত এলাকা” অর্থ প্রাকৃতিক বা সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহনকারী এবং মহাপরিল্পনার অধীনে প্রস্তুত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) এ নির্দেশিত এলাকা;

(৬৮) “বিশেষ প্রকল্প” অর্থ এই বিধিমালার আওতায় তালিকাভূক্ত বা অনুরূপ বৃহদায়তন আকৃতির বা বিশেষ ধরনের ইমারত বা স্থাপনা;

(৬৯) “ভূমি আচ্ছাদন” অর্থ ইমারত দ্বারা আবৃত জমির পরিমাণ যাহা শতাংশ হিসাবে উল্লিখিত হইবে, যথাঃ-

ভূমি আচ্ছাদন

$$\text{(Ground Coverage)} = \frac{\text{ইমারত দ্বারা জমির আবৃত এলাকা} \times \text{১০০}}{\text{জমির ক্ষেত্রফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাস্তার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া জমির ক্ষেত্রফল ব্যতীত)}}$$

(৭০) “ভূমি-ব্যবহার ছাড়পত্র” অর্থ ক্ষেত্রমত কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর অধীন প্রণীত ঢাকা মেট্রোপলিটন মাষ্টারপ্ল্যান (১৯৯৫-২০১৫), মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন) এর আওতায় প্রদত্ত আবেদনকারীর ভূমির ব্যবহার সম্পর্কিত ছাড়পত্র; সকল মেঝের সম্মিলিত ক্ষেত্রফল (বিধিমালার আওতায় ছাড়যোগ্য ক্ষেত্রফল সমূহ ব্যতীত) জমির ক্ষেত্রফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাস্তার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া জমির ক্ষেত্রফল ব্যতীত) ইমারত দ্বারা জমির আবৃত এলাকা ১০০ জমির ক্ষেত্রফল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাস্তার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া জমির ক্ষেত্রফল ব্যতীত)

(৭১) “মহাপরিকল্পনা” (Master Plan) অর্থ Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর অধীন প্রণীত যে কোন পরিকল্পনা, যাহা বর্তমানে Dhaka Metropolitan Development Plan (1995-2015), Structure Plan, Urban Area Plan, Detailed Area Plan হিসাবে অভিহিত, গৃহীত, অনুমোদিত ও কার্যকর;

(৭২) “মেজানাইন তলা” অর্থ ভবনের যে কোন দুইটি মূল তলার মধ্যবর্তী একটি মাঝামাঝি আংশিক তলা;

(৭৩) “মেঝে” অর্থ ভূমির সমান্তরাল ইমারতের তলা;

(৭৪) “যান্ত্রিক বায়ু চলাচল ব্যবস্থা” অর্থ যান্ত্রিকভাবে কোন ভবনে বা তাহার অংশবিশেষে বাতাস আনয়ন অথবা প্রয়োজনে বাতাস বাহির করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা;

(৭৫) “রাস্তা” অর্থ ভূমি-জরীপ ম্যাপ, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মিউনিসিপ্যালিটি বা সমজাতীয় নাগরিক সুবিধা প্রদানকারী কোন সংস্থার ম্যাপ বা রেকর্ডভূক্ত চলাচলের পথ, সকল ধরনের সড়ক, মহাসড়ক, পথ, হাঁটা পথ বিদ্যমান অথবা নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত স্থান এবং রাস্তা সংলগ্ন সংরক্ষিত খালি জায়গা, ড্রেন ও ফুটপাথ্ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭৬) “রাস্তার প্রস্থ” অর্থ রাস্তা, রাস্তা-সংলগ্ন ড্রেন, ফুটপাথ্ ইত্যাদিসহ রাস্তার সর্বমোট বিস্তার;

(৭৭) “সংযুক্তি” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত সংযুক্তি;

(৭৮) “সংযোজন” অর্থ ভবনের ঘন আয়তন অথবা মেঝের ক্ষেত্রফলের সহিত সংযোজন;

(৭৯) “সংরক্ষিত এলাকা” অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এর অধীনে প্রস্তুত ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP) এ নির্দেশিত সাংস্কৃতিক বা প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনযুক্ত এলাকা;

(৮০) “সারণী” অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত সারণী;

(৮১) “স্বত্বাধীকারী” অর্থ জমির আইনানুগ মালিকানাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ব্যক্তি-সমষ্টি, কোম্পানী, ট্রাস্ট, নিবন্ধিত সংঘ, সরকার বা তৎঅধীনস্থ কোন সংস্থা;

(৮২) “সেটব্যাক” অর্থ প্রতিটি ইমারতের সন্মুখে, পার্শ্বে এবং পশ্চাতে ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান;

(৮৩) “সেটব্যাক লাইন” অর্থ প্লট বা সাইট এর মাঝে প্লটের সীমানা রেখার সমান্তরাল রেখা;

(৮৪) “সার্ভিস কক্ষ” অর্থ বসবাস ব্যতীত অন্যান্য কক্ষ এবং আবৃত স্থান, যেমন- পার্কিং এরিয়া, এয়ার কন্ডিশনার প্ল্যান্ট, বিল্ডিং সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত স্থান, জেনারেটর এর জন্য নির্ধারিত স্থান, গৃহস্থালী কাজের জন্য স্টোর রুম, স্ট্রং রুম, সার্ভিস স্টেশন, অদাহ্য বস্তু রাখিবার কক্ষসমূহ, ইত্যাদি;

(৮৫) “সার্ভিস রোড” অর্থ সার্ভিসের প্রয়োজনে প্লটের পশ্চাতে এবং পার্শ্বে সংরক্ষিত রাস্তা বা লেইন;

(৮৬) “সাইট” অর্থ ইমারত বা ইমারতের অঙ্গন নির্মাণ, মাটি বা বালি ভরাট, খনন বা পাহাড় কর্তনের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বেষ্টিত স্থান;

(৮৭) “সানশেড” অর্থ রোদ বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য বহিঃদেওয়ালের উপর স্থাপিত ওভার হ্যাং;

(৮৮) “সার্বজনীন গম্যতা” অর্থ সার্বজনীন ডিজাইন নীতিতে নক্শাকৃত নির্মিত পরিবেশ;

(৮৯) “সার্বজনীন ডিজাইন” অর্থ এমন একটি নকশানীতি কার্যক্রম যেখানে শারীরবৃত্তীয় অবস্থান সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি প্রয়োজনকে আলাদা না করিয়া সকল মানুষের সার্বজনীন প্রয়োজনকে পরিকল্পনায় রাখিয়া নীতি নির্ধারিত হয়;

(৯০) “সুপারভাইজার” অর্থ কোন ইমারত নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যক্তি যিনি স্বীকৃত কোন পলিটেকনিক বা কারিগরী ইনস্টিটিউট হইতে প্রকৌশল বা স্থাপত্য বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী এবং সংশিষ্ট ইনস্টিটিউটের সদস্য;

(৯১) “স্থপতি” অর্থ যিনি স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও বাংলাদেশ স্থপতি ইন্‌স্টিটিউট (IAB) এর সদস্য এবং বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত;

(৯২) “হাউজিং বা এ্যাপার্টমেন্ট কমপেক্স” অর্থ একগুচ্ছ আবাস বা এ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাটের সমাবেশ যেখানে কতিপয় সাধারণ সুযোগ-সুবিধা সম্মিলিত ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছাড়পত্র ও অনুমোদন পত্রের আবেদন, অনুমোদন এবং বসবাস বা ব্যবহার সনদ, ইত্যাদি

৩। ইমারতের নকশা অনুমোদন ও বসবাস উপযোগিতার অনুমোদন পদ্ধতি।- এই বিধিমালার অধীন ইমারতের নকশা ও বসবাস উপযোগিতার অনুমোদন পদ্ধতি ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নে উল্লিখিত সর্বনিম্ন দুইটি ও সর্বোচ্চ চারটি পর্যায়ে সম্পন্ন হইবে, যথাঃ-

(ক) ভূমি-ব্যবহার ছাড়পত্র (Land Use Clearance) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;

(খ) বৃহদায়তন বা বিশেষ ধরনের প্রকল্পের জন্য বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র (Special Projcet Permit for large and specialized projects) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;

(গ) নির্মাণ অনুমোদনপত্র (Building Permit) (সকল ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক) ;

(ঘ) বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (Occupancy Certificate) (সকল ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক)।

৪। ভূমি-ব্যবহার ছাড়পত্র।- (১) বিশেষ ধরণের প্রকল্পের জন্য ছাড়পত্র ও নির্মাণ অনুমোদনের আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে, কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত কিন্তু পরিকল্পিত এলাকার বহির্ভূত যে কোন ভূমিতে উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণ না করিলে কোন ইমারত নির্মাণ বা উন্নয়ন কাজ অনুমোদন করা হইবে না ।

(২) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বা তদধীন কোন সংস্থা কর্তৃক পরিকল্পিত ও উন্নয়নকৃত এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিধিমালা অনুসারে অনুমোদিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নকৃত সাইট অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জমির জন্য ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণ আবশ্যক হইবে না।

(৩) জমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ প্রস্তাবিত জমি বা সাইট ব্যবহারের নিমিত্ত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফি সহ নির্ধারিত ছক (ফরম-১০১) এর মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

(৪) আবেদনপত্রের ৩ (তিন) কপি আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহার সহিত ৩ (তিন) কপি ১ ঃ ৫,০০০ অথবা ১ ঃ ১০,০০০ স্কেলে প্রণীত সাইটের জরীপ ম্যাপ সংযোজন করিতে হইবে যাহাতে জমি চিহ্নিত করিবার মতো আর.এস/সি.এস ম্যাপসহ একটি খসড়া স্থানিক নক্শা (Location Map) থাকিবে।

৫। ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদনের সাধারণ শর্তাবলী ।-(১) ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র কোন উন্নয়ন বা নির্মাণ কাজের অনুমতি নহে এবং ইহা আবেদনকারী বা কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ কাজের শুরু কিংবা সম্পাদনের অধিকার প্রদান করিবে না।

(২) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদান বা নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন শর্তারোপে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।

৬। ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র অনুমোদন, প্রত্যাখান ও আপিল।- (১) ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আবেদন দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নগর পরিকল্পনা শাখা প্রয়োজনে যে কোন শর্তাবলী আরোপ করিয়া নির্ধারিত ছক (ফরম-১০২) এর মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান অথবা লিখিত কারণ প্রদর্শনপূর্বক নির্ধারিত ছক (ফরম-১০৩) এর মাধ্যমে আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে আবেদনকারী নির্ধারিত ছক (ফরম-১০৪) এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের নিকট Town Improvement Act, 1953 এর ধারা ৭৫(১) অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান উপ-বিধি (২) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন অনুমোদন অথবা প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং কর্তৃপক্ষের নগর পরিকল্পনা শাখা উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত ছক (ফরম-১০৫) এর মাধ্যমে অনুমোদন অথবা নির্ধারিত ছক (ফরম-১০৬) এর মাধ্যমে আবেদন প্রত্যাখ্যান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে আবেদনকারী ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে Town Improvement Act, 1953 এর ধারা ৭৫(২) অনুযায়ী নির্ধারিত ছক (ফরম-১০৭) এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ আবেদনপ্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নগর উন্নয়ন কমিটির মতামত গ্রহণপূর্বক আবেদন অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (৪) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নির্ধারিত ছক (ফরম-১০৮) এর মাধ্যমে অনুমোদন অথবা নির্ধারিত ছক (ফরম-১০৯) এর মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে যাহা চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের বৈধতাকাল।- (১) ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের বৈধতার মেয়াদ হইবে অনুমোদনের তারিখ হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাস।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত সময়কালের মধ্যে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নবায়নের জন্য নির্ধারিত ছক (ফরম-১১০) এর মাধ্যমে আবেদন করা যাইবে, যাহা কর্তৃপক্ষ, গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিলে বৈধতাকাল অবসানের তারিখ হইতে অতিরিক্ত ১২ (বার) মাসের জন্য নির্ধারিত ছক (ফরম-১১১) এর মাধ্যমে নবায়ন করিতে পারিবে অথবা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা না করিলে নির্ধারিত ছক (ফরম-১১২) এর মাধ্যমে নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৩) ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের বৈধতার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে নতুন করিয়া ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। বৃহদায়তন বা বিশেষ ধরনের প্রকল্পের জন্য বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র।- (১) নিম্নলিখিত ধরনের প্রকল্পের জন্য বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ৪০ (চল্লিশ) টির অধিক আবাসন ইউনিটবিশিষ্ট আবাসিক ভবন;

(খ) মোট ৭৫০০ (সাত হাজার পাঁচশত) বর্গমিটারের অধিক (FAR আওতাধীন) মেঝে বিশিষ্ট যেকোন প্রকল্প;

(গ) মোট ৫০০০ (পাঁচ হাজার) বর্গমিটারের অধিক (FAR আওতাধীন) মেঝে বিশিষ্ট বিপণী কেন্দ্র;

(ঘ) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক বা প্রধান সড়কের সহিত সরাসরি সংযোগ বিশিষ্ট যে কোন প্রকল্প;

(ঙ) ইটের ভাটাসহ পরিবেশ দূষণমূলক বা বিপজ্জনক শিল্প-কারখানা;

(চ) স্থাপতিক বা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভবন বা এলাকার ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) মিটার দূরত্বের ভিতর যে কোন নির্মাণ বা উন্নয়ন;

(ছ) প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকার ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) মিটারের দূরত্বের ভিতর যে কোন নির্মাণ বা উন্নয়ন;

(জ) পাহাড়ী এলাকা অথবা পাহাড় হিসেবে দৃশ্যমান জমিতে অথবা এইরূপ ভুমির ৫০(পঞ্চাশ) মিটারের মধ্যে যে কোন ধরনের নির্মাণ বা উন্নয়ন;

(ঝ) নদী তীরবর্তী ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) মিটার দূরত্বের মধ্যে যে কোন ধরণের নির্মাণ বা উন্নয়ন।

(২) উপ-বিধি(১) এ বর্ণিত বিভিন্ন ধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণ অনুমোদনপত্রের জন্য আবেদন করিবার পূর্বে কর্তৃপক্ষের বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি এর নিকট হইতে ঐ প্রকল্পের জন্য বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে এবং ছাড়পত্রের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফি সহ নির্ধারিত ছক (ফরম-২০১) এর মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আবেদনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্যদির ১১ (এগার) সেটসহ জমির মালিকানা সংক্রান্ত দলিলাদির ১ (এক) সেট সংযোজন করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের অনুলিপি বা অনাপত্তি পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(খ) মালিকানা স্বত্ব, হোল্ডিং নম্বর, সি.এস./আর.এস. মহানগর জরীপ অথবা সর্বশেষ প্রকাশিত জরীপ, দাগ নম্বর, পরিকল্পিত এলাকার ক্ষেত্রে অবস্থান নির্দেশ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন দলিলাদি, পর্চা, শিডিউল ইত্যাদি;

(গ) প্রস্তাবিত ভবনে আনুমানিক সর্বমোট তলার সংখ্যা ও সর্বমোট মেঝের ক্ষেত্রফল;

(ঘ) প্রতি তলার ব্যবহারওয়ারী আনুমানিক মেঝের ক্ষেত্রফল;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবাসন ইউনিটের সর্বমোট সংখ্যা ;

(চ) FAR এর হিসাব;

(ছ) প্রস্তাবিত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পানির আনুমানিক চাহিদা এবং ইহার উৎস ও সরবরাহ ব্যবস্থা;

(জ) প্রস্তাবিত উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের আনুমানিক চাহিদা এবং উহার উৎস ও সরবরাহ ব্যবস্থা;

(ঝ) নির্মাণ কার্যের পর্যায়ক্রম, আরম্ভকাল এবং নির্মাণের সম্ভাব্য মেয়াদ।

(৪) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য প্রণীত নকশা অন্যূন ১ : ১০০০ স্কেলে অঙ্কিত হইতে হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংযোজন বা চিহ্নিত করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) রাস্তার পরিমাপসহ সাইটের সীমানা এবং আবেদনকারীর মালিকানাধীন সন্নিহিত জমি (যদি থাকে);

(খ) সাইটের উত্তর দিক-নির্দেশক চিত্র;

(গ) সাইটের সন্নিহিত সড়কের নাম বা ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তার সহিত সাইটটি সন্নিহিত হইলে যে সড়ক হইতে ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তাটির উৎপত্তি হইয়াছে তাহার নাম;

(ঘ) প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত স্থানের মৌজা, হোল্ডিং নম্বর, প্লট ও রাস্তা নম্বর;

(ঙ) সাইট সন্নিহিত সকল রাস্তার প্রস্থ এবং ফুটপাথ (যদি থাকে) এর প্রস্থ ও অবস্থান;

(চ) সংলগ্ন সড়কের প্রেক্ষাপটে প্লটের গড় উচ্চতা;

(ছ) বাহ্যিক পরিমাপ ও সাইটের সীমানা হইতে দূরত্ব প্রদানসহ সাইটে অবস্থিত বিদ্যমান বা প্রস্তাবিত ভবন বা অন্যান্য কাঠামোর অবস্থান ও ব্যবহার;

(জ) সাইট সংলগ্ন ভবন বা অবকাঠামোর আনুমানিক অবস্থান, উচ্চতা এবং সাইটের সীমানা হইতে দুরত্ব;

(ঝ) সাইটে যানবাহন ও পথচারীর আগমন-নির্গমন পথের অবস্থান;

(ঞ) সাইট সংলগ্ন সকল সড়ক পার্শ্বস্থ ড্রেন, প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশন চ্যানেল, পানির প্রবাহমান ধারা এবং পানি নিষ্কাশনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা;

(ট) বিদ্যমান বৈদ্যুতিক লাইন, পানি সরবরাহ লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের অবস্থান (যদি থাকে) ও প্রস্তাবিত সংযোগ;

(ঠ) সাইটের মধ্যে প্রস্তাবিত আবর্জনা সংগ্রহ স্থল এবং শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থাপনা;

(ড) সাইটের ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) মিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সকল প্রাকৃতিক উপাদান (জলাশয়, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান, পাহাড়, ইত্যাদি) ও ঐতিহ্যবাহী ইমারত এবং সাইটের অবস্থান;

(ঢ) উপরোক্ত তথ্যাবলীর সমন্বয়ে আবেদনপত্রের সহিত আবেদনকারী ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অমুদ্রিত স্বাক্ষরসহ ১১ (এগার) সেট ধারণাগত নকশা (Conceptual Drawing)।

(৫) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য প্রস্তাবিত ধারণাগত নকশা ও আবদনপত্রে আবেদনকারী এবং এই বিধিমালার বিধি ৪১ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ও প্রকল্পের ধরণ অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত এইরূপ কমপক্ষে একজন স্থপতি ও একজন পুরকৌশলী স্বাক্ষর করিবেন।

(৬) কর্তৃপক্ষ ধারণাগত নকশার ২ (দুই) সেট অনুমোদিত বা অননুমোদিত সীলসহ ফেরত প্রদান করিবে এবং অবশিষ্ট ১ (এক) সেট নকশা ও দলিলাদি সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করিবে।

৯। বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র অনুমোদন।- (১) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক নির্ধারিত ছক (ফরম-২০২) এর মাধ্যমে অনুমোদন অথবা নির্ধারিত ছক (ফরম-২০৩) এর মাধ্যমে আবেদন প্রত্যাখান করিবে।

(২) রাষ্ট্রীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রকল্প অথবা পরিবেশগতভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে এমন ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের ড্রয়িংসমূহ জনসাধারণের পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যের জন্য প্রদর্শন করিবে এবং উক্ত প্রদর্শনীর মাধ্যমে ১৫ (পনের) দিনব্যাপী জনমত সংগ্রহ করিয়া পরবর্তীতে তাহা নগর উন্নয়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, কোন প্রকল্প এই বিধিমালা অথবা বিদ্যমান অন্য কোন আইন বা বিধি বা প্রবিধির পরিপন্থী হইবে বা উহা জনগণ অথবা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন করিবে তবে তাহার আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত প্রকল্পের নকশাসমূহ তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

১০। বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের বৈধতা।- (১) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের বৈধতার মেয়াদ উহা প্রদানের তারিখ হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাস পর্যন্ত বলবত থাকিবে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে নির্মাণ অনুমোদনপত্রের জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র নবায়নযোগ্য নহে এবং আবেদনকারী বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের বৈধতার মেয়াদকালে নির্মাণ অনুমোদনপত্রের জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে তাহাকে পুনরায় নতুন করিয়া উক্ত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

১১। বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল।- নিম্নলিখিত যে কোন কারণে কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) অনুমতিপত্রের যে কোন শর্ত বরখেলাপ করা হইলে;

(খ) এই বিধিমালার কোন বিধি লঙ্ঘন করিলে; এবং

(গ) দাখিলকৃত আবেদনপত্রে কোন ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করিলে অথবা কোন তথ্য গোপন করিয়া থাকিলে।

১২। বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের বিষয়ে আপিল।- (১) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আবেদন প্রত্যাখ্যান বা বাতিলের তারিখ হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারী উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া নগর উন্নয়ন কমিটির নিকট নির্ধারিত ছক (ফরম-২০৪) এর মাধ্যমে আপিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী দাখিলকৃত আপিল আবেদন দাখিলের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নগর উন্নয়ন কমিটি পর্যালোচনান্তে উহা অনুমোদন বা প্রত্যাখানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবে এবং উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে

কর্তৃপক্ষ ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ছক (ফরম-২০৫) এর মাধ্যমে আপিল আবেদন অনুমোদন বা আপিল আবেদন গৃহীত না হইলে নির্ধারিত ছক (ফরম-২০৬) এর মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করিবে।

১৩। নির্মাণ অনুমোদনপত্র।- (১) কোন ব্যক্তি বা সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা নতুন ভবন বা অবকাঠামো নির্মাণ করিতে বা বিদ্যমান ভবন বা অবকাঠামো পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন করিতে ইচ্ছুক হইলে আইন অনুযায়ী নির্মাণ অনুমোদনপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নির্মাণ অনুমোদনপত্রের জন্য উপ-বিধি (৪) হইতে (১২) এ বর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলাদি এবং সংশ্লিষ্ট নকশা সমূহের ৮ (আট) প্রস্থ এবং নির্ধারিত ফি সহ নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০১) এর মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী এবং বিধি ৪১ এর আওতায় প্রণীত তালিকা মোতাবেক যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন কারিগরী ব্যক্তিবর্গ নকশায় অমুদ্রিত স্বাক্ষর প্রদান করিবে এবং কারিগরী ব্যক্তিবর্গকে তাহাদের পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর নকশা ও দলিলাদির নির্ধারিত স্থানে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) নির্মাণ অনুমোদনপত্রের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নলিখিত দলিলাদি (A3 বা A4 আকারের কাগজে) নকশাসহ সংযুক্ত করিয়া উপস্থাপন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র এবং বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের অনুলিপি;

(খ) পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী নির্ধারিত ফি প্রদানের রশীদ;

(গ) প্রস্তাবিত উন্নয়নের ভূমি ও ভবনাদিতে আবেদনকারীর বৈধ মালিকানার প্রমাণস্বরূপ দলিলাদির সত্যায়িত অনুলিপি;

(ঘ) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের নির্দেশ মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন কারিগরী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্তিকা পরীক্ষা (Soil Test) প্রতিবেদন;

(ঙ) এ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ক্ষেত্রে তলাওয়ারী আবাস-ইউনিটের সর্বমোট সংখ্যা ;

(চ) প্লটের ক্ষেত্রফল, FAR এর হিসাব, ভূমি আচ্ছাদন, সেট ব্যাক স্থানের পরিমাপ এবং মোট তলার সংখ্যা;

(ছ) গভীর ভিত্তি, পাইলিং, বেজমেন্ট বা ভূগর্ভস্থ তলা নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছক (সংযুক্তি-৩০১) এর মাধ্যমে আবেদনকারী স্বাক্ষরিত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ মুচলেকা; এবং

(জ) প্রকল্পে নিয়োজিত স্থপতির অভিজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ব্যক্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত সার্টিফিকেট এর অনুলিপি।

(৫) আন্তর্জাতিক A সিরিজের (A0 হইতে A4 সাইজ) কাগজে মেট্রিক মাপে সকল নকশা প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা নিম্নরূপঃ-

A0	১১৮৮ এম এম	×	৮৪১ এম এম
A1	৮৪১ এম এম	×	৫৯৪ এম এম
A2	৫৯৪ এম এম	×	৪২০ এম এম
A3	৪২০ এম এম	×	২৯৭ এম এম
A4	২৯৭ এম এম	×	২১০ এম এম

(৬) নকশাসমূহে নিম্নলিখিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নকশার টাইটেলসহ আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) ও অমুদ্রিত স্বাক্ষর;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি বা প্রকৌশলীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) ও অমুদ্রিত স্বাক্ষরসহ স্ব স্ব পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর;

(গ) সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত ও উন্নয়নকৃত ভূমি বা প্লটের ক্ষেত্রে প্লট বা হোল্ডিং এর বরাদ্দগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা, রাস্তা ও এলাকার নাম এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নকৃত এলাকার প্লটের ক্ষেত্রে প্লট বা হোল্ডিং এর মালিকের নাম ও ঠিকানা, রাস্তা এবং এলাকার নামসহ লে-আউট নকশা অনুমোদনের রেফারেন্স নম্বর ও তারিখ;

(ঘ) ব্যক্তি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে হোল্ডিং নম্বর, রাস্তা ও এলাকার নামসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের রেফারেন্স নম্বর ও তারিখ;

(ঙ) নির্মাণের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবিত ব্যবহার এবং

(চ) মৌজার নাম এবং সি.এস./আর.এস./এস.এ. দাগ নম্বর বা প্লট নম্বরসহ সাইট যে থানার অন্তর্গত, তাহার নাম।

(৭) সাইট প্ল্যান বা এলাকা নকশা অন্যূন ১ : ৪০০০ স্কেলে অঙ্কিত হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত তথ্য থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) সাইট যে মৌজায় অবস্থিত, সাইটের অবস্থানসহ উহার সি.এস. ম্যাপ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আর.এস. বা এস.এ. ম্যাপের অংশবিশেষ অথবা সরকার বা অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নকৃত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সাইটের অবস্থানসহ প্রকল্প এলাকা নকশার অংশবিশেষ; এবং

(খ) সাইটের দাগ বা প্লট এবং পার্শ্ববর্তী দাগ বা প্লটসমূহের অবস্থান নির্দেশক।

(৮) লে-আউট নকশা ১ ঃ ২০০ স্কেলে অঙ্কিত হইতে হইবে এবং ইহাতে নিম্নলিখিত তথ্য থাকিতে হইবে, যথাঃ

(ক) সাইটের প্রতি দিকের সীমানা ও পরিমাপ;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটে বিদ্যমান ভবনসমূহের পরিসীমা, বহির্ভাগের পরিমাপ, উচ্চতা, তলার সংখ্যা এবং রক্ষিত আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের পরিমাপ;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটে প্রস্তাবিত ও বিদ্যমান ভবন বা কাঠামো, জলাশয়, উদ্যান, অন্যান্য ভূ-নৈসর্গিক এলাকা, নীচু ভূমি, উন্মুক্ত প্রান্তর, বনাঞ্চল ইত্যাদির অবস্থান;

(ঘ) এলাকা ও সড়কের নাম;

(ঙ) সন্নিহিত সড়কসমূহের দৃষ্টে সাইট বা প্লটের দিকনির্দেশ, সাইটের সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন বা নিজস্ব রাস্তার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রাস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ;

(চ) রাস্তা হইতে সাইটে প্রবেশ ও নির্গমনের গেইটের অবস্থান;

(ছ) প্রস্তাবিত ও বিদ্যমান ভবনসমূহের চারিদিকে পানি প্রবাহের দিক নির্দেশনা সহ নর্দমার (যদি থাকে) অবস্থান;

(জ) ভূগর্ভস্থ জলাধার,সেপটিক ট্যাংক এবং সোক পিট,পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের সহিত সংযোগের অবস্থান (যদি থাকে); এবং

(ঝ) সাইটের মধ্যে আবর্জনা সংগ্রহ স্থলের অবস্থান।

(৯) একাধিক ইমারত এবং অন্যান্য অবকাঠামো ও স্থাপনাবিশিষ্ট বৃহৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্কেলে একটি কী-প্ল্যান প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে সকল ইমারত বা অবকাঠামোর অবস্থান ও পরিসীমা, রাস্তার লে-আউট, সকল ভূদৃশ্য এবং ভৌগোলিক উপাদান, যথাঃ- বৃক্ষ, পাহাড়, পুকুর বা জলাধার, ভূমি খনন বা ভরাটের স্থান ইত্যাদি প্রদর্শিত থাকিবে।

(১০) ভূগর্ভস্থ ও মেজানাইন ফ্লোরসহ ইমারতের সকল তলার ফ্লোর প্ল্যান ১ : ১০০ স্কেলের মাপে প্রণয়ন করিতে হইবে এবং ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) দরজা ও জানালার অবস্থানসহ সকল কক্ষ ও পরিসরের পরিমাপ, আকৃতি, অবস্থান এবং ব্যবহার;

(খ) সিঁড়িঘরসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিফটকোর, এসকেলেটর, র‍্যাম্প, জরুরী নির্গমন সিঁড়ির অবস্থান ও পরিমাপ;

(গ) ছাদের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, টেরাস (Terrace) (যদি থাকে), লিফট মেশিন রুম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সিঁড়িঘরের ছাদ, ছাদের স্থায়ী জলাধার (যদি থাকে) এবং পানির আউটলেট প্রদর্শনপূর্বক প্রণীত ছাদের নকশা;

(ঘ) প্রবেশ, নির্গমন, ড্রাইভওয়ে ও পার্কিং এর স্থান প্রদর্শনপূর্বক পার্কিং প্ল্যান এবং নিরাপত্তা পোস্ট এর অবস্থান;

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক কক্ষের অবস্থান; এবং

(চ) একাধিক ইমারত বা স্থাপনাবিশিষ্ট কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে যানবাহন ও পথচারীর প্রবেশ, গাড়ি হইতে অবরোহণ, আরোহণ ও যান চলাচলের স্থান।

(১১) গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিমাপসহ কমপক্ষে দুইটি সেকশন (লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি) ১ : ১০০ স্কেলের মাপে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহার মধ্যে অন্তত একটি সিঁড়িঘরকে ছেদ করিবে এবং ছেদচিত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) মেজানাইনসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতি তলার উচ্চতা, কাড় (Loft), উপরিস্থ জলাধার (যদি থাকে), লিফ্‌ট মেশিন রুম (যদি থাকে), প্যারাপেট এর উচ্চতা, বিদ্যমান ভূমি, সড়ক ও ফুটপাথের প্রেক্ষিতে ভবনের সর্বোচ্চ উচ্চতা;

(খ) দেওয়াল হইতে বহির্ভাগ প্রসারিত বিভিন্ন অংশের পরিমাপ (ব্যালকনি, সানশেড ইত্যাদি); এবং

(গ) ভূমিতলের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত লেভেল।

(১২) ইমারতের সর্বোচ্চ উচ্চতা ও গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপসহ সকল দিকের উন্নতি (Elevations) চিত্র ১:১০০ স্কেলে প্রণয়ন করিতে হইবে।

১৪। নির্মাণ অনুমোদনপত্র আবেদনের নিষ্পত্তি।- (১) কর্তৃপক্ষের নিকট ইমারত নির্মাণের আবেদনপত্রটি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ চিহ্নিত হইলে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহের জন্য কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অনুরোধ জানাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহের অনুরোধ সম্বলিত পত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে তাহা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে অথবা নতুন তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করা হইলে উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পটি শর্তহীন অথবা শর্তসাপেক্ষে নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০২) এর মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী আবেদনপত্র অনুমোদিত হইলে আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে স্বাক্ষর ও সীলযুক্ত ৪ (চার) ফর্দ অনুমোদিত নকশা ও দলিলাদি প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

(৫) আবেদনপত্র প্রত্যাখান করা হইলে কর্তৃপক্ষ ইহার কারণ প্রদর্শনপূর্বক নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০৩) এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) অনুযায়ী আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে আবেদনকারী আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০৪) এর মাধ্যমে নগর উন্নয়ন কমিটির নিকট আপিল আবেদন করিতে পারিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন আপিল নিষ্পত্তির জন্য নগর উন্নয়ন কমিটি প্রয়োজনে একটি আপিল সাব-কমিটি গঠন করিবে এবং আপিল সাব-কমিটি আবেদন প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন অনুমোদন অথবা প্রত্যাখানের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৮) উপ-বিধি (৭) অনুযায়ী আপিল আবেদন গৃহীত হইলে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০৫) এর মাধ্যমে অনুমোদন বা আপিল আবেদন গৃহীত না হইলে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০৬) এর মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করিবে।

১৫। নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদনকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।- (১) ইমারত নির্মাণে অনুমোদনপ্রাপ্ত আবেদনকারী কোন অবস্থাতেই অনুমোদিত নকশা ও দলিলাদির পরিপন্থী কোন কাজ করিবেন না।

(২) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ বিধি ৪৩ এ উল্লিখিত সারণী-১ এর বর্ণনা মোতাবেক কারিগরী দক্ষ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা তত্ত্বাবধান করাইতে হইবে।

(৩) কাজ শুরু করিবার অন্তত ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০৭) এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে কাজ শুরু করিবার অথবা স্থগিত কাজ পুনরায় শুরু করিবার ইচ্ছা জানাইয়া নোটিশ প্রদান করিতে হইবে যাহাতে নির্মাণকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যয়ন বা সম্মতি স্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

(৪) প্রকল্পে নিয়োজিত কোন কারিগরী ব্যক্তিকে নতুন নিয়োগ অথবা পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০৮) এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে এবং কারিগরী ব্যক্তি পরিবর্তনের

ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কারিগরী ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ না করা এবং তাহার সম্মতি কর্তৃপক্ষকে না জানানো পর্যন্ত নির্মাণ কাজ স্থগিত থাকিবে।

(৫) আবেদনকারীকে নিশ্চিত করিতে হইবে যেন-

(ক) সকল ধরনের উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ কারিগরী দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা যাহাদের বিবরণ পূর্বেই কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়;

(খ) কোন কারণবশতঃ নিয়োগপ্রাপ্ত কারিগরী দক্ষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাজ বন্ধ হইয়া গেলে, তাহা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়; এবং

(গ) কারিগরী দক্ষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নতুন নিয়োগ এবং এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ স্থগিত থাকে।

(৬) ইমারতের বর্ধিতকরণ, পরিবর্তন অথবা স্থগিত বা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনসহ যে কোন নির্মাণ কাজ শুরু করিবার পূর্বে আবেদনকারীকে অবশ্যই -

(ক) নিশ্চিত হইতে হইবে যে, নির্মাণ প্রকল্পের সকল প্রয়োজনীয় নকশা অনুমোদনপ্রাপ্ত এবং অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে রহিয়াছে এবং অনুমোদিত নকশার কপি সাইটে সহজে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে;

(২) বিধি ৪৩ এ উলিগুখিত সারণী-১ অনুসারে অনুমোদিত কারিগরী ব্যক্তি দ্বারা প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশসহ সকল কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রস্তুত করা নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(৩) যথাযথ নিয়মে প্রকল্পের স্থাপতিক, কাঠামো, বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক ডিজাইন এবং তত্ত্বাবধান (যাহা প্রযোজ্য) করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কারিগরী ব্যক্তিগণের নাম-ঠিকানাসহ তাহাদের সম্মতি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিতে হইবে।

(৭) ইমারতের প্লিন্থ পর্যায় পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হইলে উহা আবেদনকারীকে নিয়োজিত কারিগরী ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন সহ নির্ধারিত ছক (ফরম-৩০৯ ও ফরম-৩১০) এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্নকরণ অবহিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ তাহা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবে এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্লিন্থ স্তর পরবর্তী নির্মাণ কাজ অগ্রসরের জন্য নির্ধারিত ছক (ফরম-৩১১) এর মাধ্যমে সম্মতি অথবা কারনসহ নির্ধারিত ছক (ফরম-৩১২) এর মাধ্যমে অসম্মতি প্রদান করিবে, অন্যথায় নির্মাণকাজ চলিতে থাকিবে।

১৬। কারিগরী ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য।- (১) ইমারতের নকশা প্রনয়ন ও নির্মাণ তদারকীতে নিযুক্ত কোন কারিগরী ব্যক্তির ইমারত বা প্রকল্পের সহিত তাহার সংশ্লিষ্টতার মেয়াদ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হইবার আগেই ছেদ হইয়া গেলে বিষয়টি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ছক (ফরম-৩১৩) এর মাধ্যমে আংশিক কাজ তদারকীর প্রত্যয়নপত্র সহ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(২) নির্মাণ কাজ আংশিক বা পূর্ণ সমাপনান্তে বসবাস বা ব্যবহার সনদ গ্রহণের জন্য নির্মাণ সমাপ্তি সনদ প্রদান করা পর্যন্ত সাধারণভাবে একজন কারিগরী ব্যক্তির দায়িত্বের সংশ্লিষ্টতা থাকিবে।

(৩) এই বিধিমালার আওতায় ইমারতের সহিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কারিগরী ব্যক্তির গাফিলতি হিসাবে গণ্য হইবে, যদি তিনি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই-

(ক) নির্ধারিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশনের সহিত যুক্ত এমন কোন প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণ সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করেন বা গোপন রাখেন; এবং

(খ) কাঠামো নকশা (Structural Design), অগ্নিনির্বাপক অথবা অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করেন কিংবা এড়াইয়া যান।

১৭। নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ও তদারকী।- (১) নির্মাণ স্থলে এবং তাহার চারিপাশে প্রয়োজনীয় এবং যথোপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) যদি নির্মাণ কাজ কোন রাস্তায় বা স্থানে জনসাধারণের জন্য বাধা, বিপত্তি অথবা অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে আবেদনকারী কর্তৃক উক্ত স্থানে অস্থায়ী ঘের, জীবনরক্ষাকারী বাধা (Shield) এবং বিকল্প চলাচল পথ তৈরী করিয়া জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) নির্মাণ প্রকল্পের দ্রব্যাদি ও জিনিসপত্র জনপথে কিংবা ফুটপাথে রাখিয়া জনসাধারণের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করা যাইবে না।

(৪) আবাসিক এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্মাণ সাইট বা প্রকল্প স্থলে বিরক্তিকর কোন আওয়াজ বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাইবে না এবং দিন-রাত্রির কোন সময়ই সাইটে পাথর বা খোয়া ভাঙ্গানো মেশিন ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) যখন এবং যেমন প্রয়োজন হইবে এই নিয়ম অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনে কারিগরী দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা এবং এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, ড্রইং ও অন্যান্য কাগজপত্র সরবরাহ করিয়া এবং স্ব-খরচে পরীক্ষা করিয়া সহায়তা প্রদান করিবে।

১৮। বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (Occupancy Certificate)।- (১) ইমারত আংশিক বা সম্পূর্ন নির্মাণ সম্পন্ন হইবার পর ইহার ব্যবহার বা বসবাসের জন্য বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র গ্রহণের জন্য আবেদন পত্রের সহিত নিম্নলিখিত দলিল ও নকশাদি কর্তৃপক্ষের সংরক্ষণের জন্য দাখিল করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) সমাপ্তি প্রতিবেদন (Completion report);

(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার ভিত্তিতে নির্মিত ইমারতের নির্মাণ নকশা (Asbuilt Architectural Drawing);

(গ) ইমারতের কাঠামো নকশা (Structural design); এবং

(ঘ) ইমারত সেবা (Building services) সংক্রান্ত সকল নকশা।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সকল নকশার ডিজাইন পর্যাপ্ততা (Design adequacy) ও উপযুক্ততার যাবতীয় দায়িত্বভার নকশার সহিত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের (স্থপতি বা প্রকৌশলী) উপর বর্তাইবে।

১৯। সমাপ্তি প্রতিবেদন।- (১) নির্মাণ প্রকল্পের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ কাজের উপর আবেদনকারী নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০১) এর মাধ্যমে একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত প্রকল্পের আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের জন্য আবেদন করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণ বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র লাভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ইমারত বা কাঠামো আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ কোন অবস্থাতেই ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) নিয়োজিত কারিগরী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০২) এর মাধ্যমে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবে এবং উক্ত প্রত্যয়নপত্রে নির্মাণ কাজ নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী তাহার বা তাহাদের তদারকীতে সম্পন্ন হইয়াছে ইহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৩) নিযুক্ত কারিগরী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাহার দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে যে যে কাজের তদারকী করিয়াছেন তাহার তদারকী প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ আবেদনকারী ও কারিগরী ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ইমারতটি পরিদর্শন করিবে।

(৫) ইমারতটি অনুমোদিত নকশা মোতাবেক নির্মিত হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষান্তে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং পরিদর্শনের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০৩) এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইমারতের নকশা অনুমোদনসহ বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদান করা হইবে।

(৬) ইমারত বা প্রকল্পটি অনুমোদিত নকশার ব্যত্যয় ঘটাইয়া নির্মাণ করা হইলে কর্তৃপক্ষ উহা ব্যবহারের জন্য কোন সনদপত্র প্রদান করিবে না এবং সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০৪) এর মাধ্যমে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদান না করিবার কারণ জানাইয়া দিবে এবং আবেদনকারীকে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণপূর্বক উক্ত ইমারতটি অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করিবার প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে।

(৭) আবেদনকারী উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত আদেশ অনুযায়ী সকল ধরনের ত্রুটি মেরামত করিয়া এবং অন্যান্য আরোপিত শর্ত, যদি প্রদান করা হয়, পালন করিয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের জন্য নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০৫) এর মাধ্যমে পুনঃআবেদন করিতে পারিবে।

(৮) কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর পুনঃআবেদন বিবেচনা করিয়া নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০৩) এর মাধ্যমে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদান করিবে বা নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০৪) এর মাধ্যমে আবেদন প্রত্যাখান করিবে।

(৯) বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের আবেদন প্রত্যাখান করা হইলে আবেদনকারী নগর উন্নয়ন কমিটির নিকট লিখিত আপিল আবেদন করিতে পারিবে এবং উক্ত কমিটি পর্যালোচনাপূর্বক বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদান অথবা প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(১০) আবেদনকারীর চাহিদামতে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে আংশিক বসবাস বা ব্যবহারের জন্য বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র দেওয়া যাইবে।

২০। অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার ভিত্তিতে নির্মিত ইমারতের নির্মাণ নকশা (Asbuilt Architectural Drawing)।- (১) বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের জন্য চার (৪) ফর্দ নির্মাণ নকশা দাখিল করিতে হইবে।

(২) নির্মাণ নকশায় লে-আউট প্ল্যান, সকল তল বা ফ্লোরের প্ল্যান, সকল এলিভেশন, কমপক্ষে দুইটি Critical Section (একটি Vertical Circulation বরাবর) সহ অন্যান্য তথ্যাদির উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং নির্মাণ নকশার সাইজ ও স্কেল পূর্বে অনুমোদিত স্থাপত্য নকশার অনুরূপ হইতে হইবে।

(৩) নির্মাণ নকশার (Asbuilt architectural drawing) সহিত নির্মিত ইমারতের এক ফর্দ মূল অনুমোদিত নকশা দাখিল করিতে হইবে।

২১। ইমারতের কাঠামো নকশা (Structural Design)।- (১) এই বিধিমালার আওতায় তালিকাভূক্ত ও আবেদনকারী কর্তৃক নিয়োজিত প্রকৌশলী কোড অনুযায়ী ইমারতের কাঠামো নকশা যথাযথ স্কেলে প্রণয়ন করিবেন।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোডে প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী Seismic Design বিবেচনায় রাখিয়া কাঠামো নকশা প্রনয়ণ করিতে হইবে।

(৩) ইমারতের কাঠামো নকশায় নিম্নলিখিত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, যথাঃ-

(ক) সাইটের মৃত্তিকা পরীক্ষার ভিত্তিতে ইমারতের বিস্তারিত ফাউন্ডেশন ডিজাইন;

(খ) বেজমেন্ট দেয়াল, অন্যান্য দেয়াল, কলাম, বিম, মেঝে, ছাদ সহ সকল ফ্রেমিং মেম্বার এর পরিমাপ ও অবস্থান এবং ব্যবহৃত নির্মাণ উপকরণের প্রয়োজনীয় কারিগরী তথ্যাদি;

(গ) ভবনের পানির জলাধার, সেপটিক ট্যাংক ও বাহ্যিক সংযোগ বা সোকপিট, ইত্যাদির যাবতীয় নকশা; এবং

(ঘ) ভূমি খনন বা পাইল বসানোকালে বা অনুরূপ ক্ষেত্রে সন্নিহিত সাইটের ক্ষতি রোধ কল্পে ব্যবহৃত কাঠামোর নকশা ও কারিগরী তথ্য এবং কর্ম পদ্ধতি।

২২। ইমারত সেবা (Building Services) সংক্রান্ত নকশা।- এই বিধিমালার আওতায় তালিকাভূক্ত ও আবেদনকারী কর্তৃক নিয়োজিত প্রকৌশলী কোড অনুযায়ী ইমারতের সেবা সংক্রান্ত নকশা যথাযথ স্কেলে প্রণয়ন করিবেন এবং ইমারতে ব্যবহৃত সেবা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়াদি নকশায় অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, যথা ঃ

(ক) পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, ড্রেনেজ, গ্যাস সরাবরাহ ইত্যাদির লে-আউট প্ল্যান ও নকশা;

(খ) বৈদ্যুতিক স্থাপনা, সাব-স্টেশন, বৈদ্যুতিক সার্কিট ডায়াগ্রাম ইত্যাদির লেআউট প্ল্যান, নকশা ও স্পেসিফিকেশন;

(গ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (যদি থাকে) ব্যবস্থার পরিকল্পনা, ডিজাইন ও লে-আউট, লিফট ও এসকেলেটর (যদি থাকে) স্থাপনের নকশা; এবং

(ঘ) অন্যান্য সকল ইমারত সেবার বিস্তারিত নকশা।

২৩। বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়ন।- (১) বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের মেয়াদ হইবে প্রদানের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর ইহা নবায়ন করিতে হইবে।

(২) বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়নের জন্য নির্ধারিত ফি সহ নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০৬) এর মাধ্যমে মেয়াদ উত্তীর্ণের অন্যূন ৯০(নব্বই) দিন পূর্বে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন না করিলে নবায়ন ফি এর ১০ (দশ) গুন পরিমাণ ফি জরিমানা হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে সংশ্লিষ্ট ভবনের নির্মাণ অনুমোদন আপনা আপনি বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত ভবনের পুনরায় নির্মাণ অনুমোদন গ্রহণের জন্য প্রযোজ্য ফি এর ১০(দশ) গুন ফি এবং আইন অনুযায়ী ইমারত নির্মাণ কমিটি কর্তৃক ধার্য্যকৃত জরিমানা প্রদান পূর্বক আবেদন করিয়া নির্মাণ অনুমোদনপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ আবেদনে উল্লিখিত ইমারত পরিদর্শন করিবে এবং পরিদর্শনকালে যদি কোন নিয়মের ব্যতিক্রম বা অননুমোদিত ব্যবহার সনাক্ত না হয় তাহা হইলে আবেদন মঞ্জুর করিয়া নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০৭) এর মাধ্যমে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়ন করিবে; অন্যথায় সনাক্তকৃত নিয়মের ব্যতিক্রম বা অননুমোদিত ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিবে এবং উক্তরূপ অননুমোদিত ব্যবহার বা ব্যতিক্রমের জন্য নবায়নের আবেদন নির্ধারিত ছক (ফরম-৪০৮) এর মাধ্যমে প্রত্যাখান করতঃ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়নের আবেদন প্রত্যাখাত হইলে আবেদনকারী নগর উন্নয়ন কমিটি বরাবরে লিখিত আপিল আবেদন করিতে পারিবে।

২৪। নির্মাণ ও নির্মাণ অনুমোদন সংশ্লিষ্ট সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ।- (১) ১৮ (আঠারো) মিটারের অতিরিক্ত উচ্চতায় এক বা একাধিক তলা বিশিষ্ট ইমারতে লিফট স্থাপন করিতে হইবে।

(২) ইমারতের বিভিন্ন যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক পরিসেবা যথাঃ আলোক ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক স্থাপনা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, উত্তাপন, বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, শব্দ নিয়ন্ত্রণ, শব্দ নিরোধ, লিফট, এসকেলেটর, মুভিং ওয়াক সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় নকশা বিধি ৪১ এর আওতায় তালিকাভুক্ত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি কর্তৃক প্রণীত হইতে হইবে।

(৩) জেনারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, সাব-ষ্টেশন এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক স্থাপনা হইতে উদগত শব্দ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং উপরোক্ত যন্ত্রাদি হইতে উৎপন্ন ধোঁয়া, পানি ইত্যাদি যাহাতে সাইটস্থ বা সন্নিহিত প্লটসমূহের সাধারণ বায়ূপ্রবাহে এবং আয়াস ও স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহত না করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) কর্তন বা ধ্বংস সাধনের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত পাহাড়ের পাদদেশে টার্ফিং এবং ঢালকে স্ট্যাবিলাইজ করিয়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিত হইবে এবং যে সমস্ত নালা বা খালের উৎস কর্তনের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত পাহাড়ে সংযুক্ত, সেইসব নালা বা খালের মুখে স্পিলওয়ে, সিল্টট্র্যাপ ইত্যাদি নির্মাণ করিতে হইবে।

(৫) পুকুর খনন করিতে হইলে সাইট সীমানা হইতে কমপক্ষে ৩ (তিন) মিটার দূরত্বে খনন করিতে হইবে, যাহার ঢাল পার্শ্ববর্তী সীমানা হইতে ৪৫ ডিগ্রী কোণের অধিক হইবে না।

(৬) কোন এলাকা বা রাস্তা বরাবর বিদ্যমান ত্রিমাত্রিক আকার, ঐতিহাসিক, স্থাপতিক, পরিবেশগত কিংবা কৃষ্টিগত গুরুত্বের বিবেচনায় নগর উন্নয়ন কমিটি ইমারতের উচ্চতা, রং, নির্মাণ উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে।

২৫। ইমারত অনুমোদনের বৈধতাকাল।- (১) ইমারত নির্মাণ অনুমোদনপত্রের বৈধতার মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর এবং এই মেয়াদকালের মধ্যে কমপক্ষে প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হইলে নতুন করিয়া নির্মাণ অনুমোদনপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

২৬। অনুমোদিত নকশা সংশোধন।- (১) অনুমোদিত নকশা সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) কোন ইমারতের অনুমোদন হইয়া যাওয়ার পর নির্মাণ অনুমোদনপত্রের মেয়াদকালের মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ৮(আট) কপি সংশোধিত নকশাসহ আবেদন করিতে হইবে;

(খ) শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ পুনর্বিন্যাসের বেলায় সর্বমোট মেঝের আয়তন, FAR, জমি আচ্ছাদনের পরিমাণ, বাইরের পরিসীমা এবং ভার্টিক্যাল সার্কুলেশন পদ্ধতি বা পথের অবস্থানগত পরিবর্তন না হইলে নতুন করিয়া অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না;

(গ) কক্ষের উচ্চতায় পরিবর্তন ২০ সে.মি. এর মধ্যে হইলে কোন নতুন অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না যদি উচ্চতার সহিত জড়িত অন্যান্য বাধ্যবাধকতা যথাযথ থাকে;

(ঘ) যদি অনুমোদনযোগ্য FAR, সেটব্যাক ও ভূমি আচ্ছাদনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নির্মাণকালীন সময়ে ইমারতের মেঝের ক্ষেত্রফল পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বিধি ২৭ অনুযায়ী ফি নির্ধারণ হইবে;

(ঙ) যদি সংশোধিত নকশা পুনঃঅনুমোদনের আগেই সংশোধিত অংশ নির্মিত হইয়া থাকে, এবং ঐসব পরিবর্তন যদি বিধিমালায় অনুমোদনযোগ্য হয়, তাহা হইলে মূল ফি এর অতিরিক্ত ১০ (দশ) গুণ ফি এবং আইন অনুযায়ী ইমারত নির্মাণ কমিটি কর্তৃক ধার্য্যকৃত জরিমানা প্রদান পূর্বক আবেদন করিয়া পুনরায় নির্মাণ অনুমোদনপত্র গ্রহণ করিতে হইবে;

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (ঘ) অনুযায়ী সংশোধন, বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদানের সময় ইমারতের নির্মিত নকশায় অনুমোদন প্রদান করা হইবে।

(৩) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে আইনানুগভাবে অনুমোদিত নকশার বৈধতা বহাল থাকিবে।

২৭। ইমারত নির্মাণ, পাহাড় কর্তন, পুকুর খননের জন্য অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন ফি।- (১) নতুন ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ফি পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(২) সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে -

(ক) যদি মেঝের পরিমাণ বৃদ্ধি না পায় সেই ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ফি এর এক-তৃতীয়াংশ; এবং

(খ) যদি মেঝের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সেই ক্ষেত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশের জন্য উপ বিধি (১) প্রযোজ্য হইবে এবং অবশিষ্টাংশের ক্ষেত্রে উপ-বিধি ২(ক) প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইমারত নির্মাণ অনুমতিপত্রের অতিরিক্ত সত্যায়িত অনুলিপি ও অন্যান্য দলিলের সত্যায়িত অনুলিপির প্রতিটি কপি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা বিনিময় হারে সংগ্রহ করা যাইবে।

(৪) পাহাড় কর্তন ও পুকুর খনন অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন এর জন্য ফি পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী হইবে।

(৫) এই বিধিমালার অধীনে প্রদেয় সকল ফি ঢাকা মহানগর এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা হইতে "চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা" এর অনুকূলে পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে।

২৮। কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন, কর্তব্য ও দায়িত্ব।- কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ইমারত বা প্রকল্পের কাজ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময়ে পরিদর্শন এবং অনুমোদিত ডিজাইন, রিপোর্ট ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ চলিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

২৯। বিজ্ঞপ্তি, স্থগিতকরণ অথবা অননুমোদিত কাঠামো ভাঙ্গিয়া দেওয়া, ইত্যাদি।- (১) কর্তৃপক্ষ নির্মাণ কাজ স্থগিত করিতে, সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে অথবা কাঠামো ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করিতে পারিবে, যদি-

(ক) যে কোন পর্যায়ে অনুমোদিত নকশা বহির্ভূত কাজ ধরা পড়ে;

(খ) ইমারত তৈরীর অনুমোদন অথবা বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের নিয়ম ও শর্তসমূহ সরাসরি লংঘন করা হয়; এবং

(গ) পার্শ্ববর্তী জনগণের জীবন ও ধন-সম্পত্তির ক্ষতিসহ পরিবেশের জন্য হুমকির সৃষ্টি করে।

(২) নির্মাণ অনুমতিপত্র স্থগিত বা বাতিল করা যাইবে, যদি-

(ক) সংশ্লিষ্ট জমি বা প্লটের বিষয়ে কোন আইনগত জটিলতা দেখা দেয়;

(খ) অনুমোদনের শর্তাবলী ভঙ্গ করা হয়;

(গ) আবেদন পত্র বা অন্যান্য প্রযোজ্য ফরমসমূহে ভুল অথবা মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়, এবং

(ঘ) ইমারত ব্যবহারে অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় এবং অনুমোদিত নকশার বিধি বহির্ভূত পরিবর্তন করা হয়।

(৩) কোন ইমারত নির্মাণ কাজ অবৈধ ঘোষণা করা হইলে তাহা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক বা অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃপক্ষ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে নোটিশ দিয়া অবহিত করিবে।

(৪) যে সকল ইমারতকে অবৈধ ঘোষণা করা হইবে সেই সকল ইমারতের কোনরূপ সেবা প্রদান (Utility Services) না করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
কমিটি

৩০। কমিটি গঠন।- সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই বিধিমালার বিধানসমূহ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) ইমারত নির্মাণ কমিটি;

(খ) বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি;

(গ) নগর উন্নয়ন কমিটি; এবং

(ঘ) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কমিটি।

৩১। ইমারত নির্মাণ কমিটি।- আইনের section 3 এর sub-section (2) এর বিধান অনুযায়ী অথারাইজড অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এক বা একাধিক ইমারত নির্মাণ কমিটি গঠিত হইবে এবং কমিটির কার্য্যপরিধি উক্ত আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৩২। বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি।- (১) এই বিধিমালার আওতায় বৃহাদায়তন বা বিশেষ ধরনের প্রকল্প অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষ একটি বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি গঠন করিবে।

(২) বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটির গঠন হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) সদস্য পরিকল্পনা, রাজউক - সভাপতি

(খ) নগর পরিকল্পনাবিদ (পরিচালক), রাজউক - সদস্য

(গ) প্রধান প্রকৌশলী, রাজউক - সদস্য

(ঘ) স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি
(উপ-প্রধান স্থপতি পদমর্যাদার) - সদস্য

(ঙ) ইন্‌স্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি - সদস্য

(চ) ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর প্রতিনিধি - সদস্য

(ছ) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স এর প্রতিনিধি - সদস্য

(জ) পরিচালক (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ), রাজউক - সদস্য-সচিব

(৩) প্রতিমাসে রাজউক ভবনে বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১০(দশ) দিন পূর্বে সদস্য সচিব জমির মালিকানা দলিল ব্যতীত অন্যান্য তথ্যাদিসহ ১(এক) সেট করিয়া নকশা কমিটির প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) কমিটির সভার জন্য কোরামের সদস্য সংখ্যা হইবে ৫ জন। কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হইতে হইবে।

(৬) যথাযথভাবে আবেদনপত্র দাখিলের ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৭) বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি প্রয়োজনে অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান বা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। নগর উন্নয়ন কমিটি।- ঢাকা মহানগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তার জন্য সরকার নির্বাহী আদেশ বা প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা, বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি নগর উন্নয়ন কমিটি গঠন করিবে।

৩৪। নগর উন্নয়ন কমিটির গঠন।- নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া নগর উন্নয়ন কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-

(১) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,

(২) চেয়ারম্যান, রাজউক,

(৩) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,

(৪) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা সিটি করপোরেশন;

(খ) নিম্নলিখিত পেশাজীবী সংস্থার সভাপতি/সহ-সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক-

(১) ইন্‌স্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস্ বাংলাদেশ,

(২) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স,

(৩) ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ;

(গ) ২ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (স্থাপত্য/ পরিকল্পনা/ প্রকৌশল/পরিবেশ বিষয়ক)

(ঘ) সুশীল সমাজের ৩ জন প্রতিনিধি,

(ঙ) সভাপতি/সহ-সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, রিহ্যাব।

নোট ১ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের মেয়াদকাল হইবে ২ (দুই) বছর ।

নোট ২ঃ কমিটি প্রয়োজনে যে কোন বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী বা ব্যক্তিকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ করিতে পারিবে।

৩৫। নগর উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলী।- নগর উন্নয়ন কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি হিসাবে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল উন্নয়নমূলক এবং উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য নীতি ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা বিষয়ে সুপারিশ করা;

(খ) ইমারত নির্মাণ বিধিমালার সহিত নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের সংগতি তদারকী করা;

(গ) এই বিধিমালার আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য নয় এমন সকল বিষয়ে কার্যকর দিক-নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঘ) রাজউকের মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায় সকল ইমারত নির্মাণ কর্মকাণ্ডের গুণগত মান, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

(ঙ) বিধিমালা বাস্তবায়নে ন্যায় ও সমতা বিধান করা; এবং

(চ) আপিল নিষ্পত্তি করা।

৩৬। নগর উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি।- (১) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি নগর উন্নয়ন কমিটির কাছে বিধিমালায় বর্ণিত ক্ষেত্রগুলিতে লিখিত সুবিচার চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবে।

(২) লিখিত আবেদন গ্রহনের পর কমিটি আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে বিধিমালায় বর্ণিত বিধি অনুযায়ী আবেদন নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) কমিটি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আবেদনকারীকে কমিটির সভায় তথ্যাদি উপস্থাপনের নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এইরূপ নির্দেশের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত সময় দিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী নির্দেশ প্রাপ্তির পর আবেদনকারী অথবা তাহার প্রতিনিধি কমিটির সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধি কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকিলে বা তথ্যাদি উপস্থাপন করিতে ব্যর্থ হইলে কমিটি আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে আপিল নিষ্পত্তি করিতে পারিবে অথবা সভা মুলতবী ঘোষণা করিতে পারিবে এবং এইরূপ মূলতবী কেবলমাত্র একবার করা যাইবে।

(৬) আপিল নিষ্পত্তি করিবার ক্ষেত্রে কমিটি আবেদন অনুমোদন, শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন অথবা বাতিলের যে কোন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) নগর উন্নয়ন কমিটির সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের জন্য চূড়ান্ত ও বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) কমিটি উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষকে জানাইবে এবং কর্তৃপক্ষ ১০(দশ) দিনের মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাক মারফত আবেদনকারীকে কমিটির সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবে।

৩৭। নগর উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজের তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ।- (১) অভিযোগের ভিত্তিতে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে কমিটি এই বিধিমালার আওতায় নির্মিত বা নির্মাণাধীন ইমারতসমূহ নিয়মিতভাবে উপযুক্ত পেশাজীবী জনবল দিয়া পরিদর্শন ও পরীক্ষা করাইতে পারিবে।

(২) অনুমোদন প্রাপ্ত নির্মাণ নকশার সহিত বাস্তব নির্মাণের কোন স্বেচ্ছাকৃত অসঙ্গতি ধরা পড়িলে উক্ত প্রকল্পের আবেদনকারী ও দায়ী পরিকল্পনাবিদ/স্থপতি/প্রকৌশলী/ জমির আইনগত মালিক, যে বা যাহার জন্য প্রযোজ্য তাহার/তাহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইতে কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করিবে যাহা কর্তৃপক্ষের জন্য পালনীয় হইবে।

(৩) উপবিধি (২) এ বর্ণিত অসংগতি তদারকিতে গাফিলতির দায়ে দায়ী কর্তৃপক্ষের তদারকী কর্মকর্তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করিতে কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করিবে যাহা কর্তৃপক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে।

৩৮। নগর উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক কর্তৃপক্ষকে উপদেশ প্রদান।- কমিটি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোন বিষয়ে উপদেশের জন্য বা বিধিমালার যে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষনের জন্য লিখিত অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তাহা প্রদান করিবে।

৩৯। নগর উন্নয়ন কমিটির সভা।- (১) কমিটি তাহার কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে।

(২) কমিটির প্রথম বৈঠক সদস্যবৃন্দসহ একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি ও সদস্য সচিব মনোনীত করিবে।

(৩) কমিটির যে কোন সভার কোরামের জন্য ন্যূনতম ৫(পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, যাহাদের মধ্যে কমপক্ষে একজন সভাপতি বা সহ-সভাপতি পদমর্যাদার হইবে।

(৪) কমিটির প্রত্যেক সদস্য কেবলমাত্র একটি ভোট দিতে পারিবে।

(৫) সভার যে কোন সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে, তবে উভয়পক্ষে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভার সভাপতি অতিরিক্ত একটি ভোট প্রদান করিতে পারিবে।

৪০। নগর উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক উপ-কমিটি গঠন।- (১) নগর উন্নয়ন কমিটি তাহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-কমিটিসমূহের সদস্যবৃন্দ বিধি ৩৪ এ বর্ণিত শ্রেণীসমূহ হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবে।

(৩) উপ-কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ নগর উন্নয়ন কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) কমিটি উপ-কমিটিসমূহের যে কোন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ অথবা সম্পূর্ণ বাতিল করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
কারিগরী ব্যক্তির তালিকা, শ্রেণীবিন্যাস, ইত্যাদি

৪১। কারিগরী ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন।- (১) এই বিধিমালা অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধায়ন, রিপোর্ট তৈরী এবং অন্য কোন কাজে জড়িত পেশাজীবী ব্যক্তিকে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান পেশাজীবীদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ হালনাগাদ তালিকা কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করিবে।

(৩) পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীর নমুনা স্বাক্ষর, সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ইত্যাদি সম্বলিত হালনাগাদ তালিকা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

(৪) এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নকশা প্রণয়ন, পরিদর্শন বা তদারকী, স্বাক্ষর প্রদান এবং ঐ নকশার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসহ রিপোর্ট তৈরী করিবার জন্য তালিকাভুক্ত পেশাজীবীগণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে।

৪২। তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন।- (১) কারিগরি ব্যক্তি হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য কোন পেশাজীবীকে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের নিকট তাহার সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, নমুনা স্বাক্ষর এবং উক্ত পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন অনুসরণপূর্বক আবেদন করিতে হইবে।

(২) বিধি ৪৩ এর বিধান সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান আবেদনকারির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বিবেচনাপূর্বক তালিকাভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তালিকাভুক্তির আবেদনের জন্য কোন পেশাজীবীকে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইতে হইবে।

৪৩। কারিগরী ব্যক্তির শ্রেণীবিন্যাস।- (১) ইমারতের ধরণ বা ব্যবহার অনুযায়ী কারিগরী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যাহারা এই বিধিমালা অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন, স্বাক্ষর ও রিপোর্ট তৈরী করিতে পারিবে তাহাদের ন্যূনতম যোগ্যতাসহ শ্রেণীবিন্যাস সারণী-১ এ বর্ণিত হইলঃ

সারণী-১

ইমারতের নকশা ও অন্যান্য দলিলে ক্ষেত্রমত ক্ষমতা প্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী পেশাজীবিদের শ্রেণী বিন্যাস

ইমারতের উচ্চতা (তলা)	ইমারতের মেঝের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার)	ইমারতের ধরন	কারিগরী ব্যক্তিবর্গের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	বিভিন্ন কাজে স্বাক্ষর করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত পেশাজীবী বা কারিগরী অভিজ্ঞ ব্যক্তিবগ
৫	১০০০	A	সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা সহযোগী সদস্য বা প্রার্থী সদস্য এবং নক্শা পণয়ন ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য তালিকাভুক্ত।	(১) ভূমি জরিপঃ পুরকৌশলী, ডিপোমা প্রকৌশলী বা সনদপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার; (২) সয়েল টেস্ট রিপোর্ট: জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা পুরকৌশলী বা মৃত্তিকা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; (৩) স্থাপত্য নকশাঃ স্থপতি বা পুরকৌশলী ও ন্যূনতম ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্থাপত্যে ডিপ্লোমাধারী; (৪) কাঠামোগত নকশা: পুরকৌশলী বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার; (৫) প্লাম্বিং ও স্যানিটারী ডিজাইনঃ প্লাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার; (৬) যান্ত্রিক নকশাঃ যন্ত্র প্রকৌশলী; (৭) বৈদ্যুতিক নকশা: তড়িৎ প্রকৌশলী; (৮) নির্মাণ তদারকীঃ সুপারভাইজার, স্থপতি ও প্রকৌশলী; (৯) সমাপ্তি প্রতিবেদন ঃ

				দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থপতি ও প্রকৌশলী।
যে কোন সংখ্যক	৭৫০০	A, B, C, F2, F3, G এবং H	সংশিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং নক্‌শা প্রনয়ন ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য তালিকাভুক্ত।	(১) ভূমি জরিপঃ পুরকৌশলী, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী বা সনদপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার; (২) সয়েল টেষ্ট রিপোর্ট ঃ জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা পুরকৌশলী বা মৃত্তিকা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; (৩) স্থাপত্য নকশাঃ স্থপতি; (৪) কাঠামোগত নকশাঃ পুরকৌশলী বা ষ্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার, (৫) পাম্বিং ও স্যানিটারী ডিজাইনঃ পাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার; (৬) যান্ত্রিক নকশাঃ যন্ত্র প্রকৌশলী; (৭) বৈদ্যুতিক নকশাঃ তড়িৎ প্রকৌশলী; (৮) নির্মাণ তদারকীঃ স্থপতি, প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও সংশিষ্ট অন্যান্য কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ; (৯) সমাপ্তি প্রতিবেদন ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থপতি, প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও সংশিষ্ট অন্যান্য কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।
যে কোন সংখ্যক	যে কোন ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ইমারত	সকল শ্রেণীর ইমারত সমূহ	ন্যূনতম ৮ (আট) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও সংশিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য/ফেলো এবং নক্‌শা প্রনয়ন ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য তালিকাভুক্ত।	(১) ভূমি জরিপঃ পুরকৌশলী, ডিপোমা প্রকৌশলী বা সনদপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার; (২) সয়েল টেষ্ট রিপোর্ট ঃ জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা পুরকৌশলী বা মৃত্তিকা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; (৩) স্থাপত্য নকশাঃ স্থপতি; (৪) কাঠামোগত নকশাঃ পুরকৌশলী বা ষ্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার; (৫) পাম্বিং ও স্যানিটারী ডিজাইনঃ

				পাম্বিং ইঞ্জিনিয়ার; (৬) যান্ত্রিক নকশাঃ যন্ত্র প্রকৌশলী; (৭) বৈদ্যুতিক নকশাঃ তড়িৎ প্রকৌশলী; (৮) নির্মাণ তদারকীঃ স্থপতি, প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও সংশিষ্ট অন্যান্য কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ; (৯) সমাপ্তি প্রতিবেদনঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থপতি, প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও সংশিষ্ট অন্যান্য কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও প্রস্তুতকৃত নকশা বা রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করিবে না।

(৩) একটি ইমারত বা প্রকল্পের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন ধরনের নকশা বা রিপোর্ট বা নির্মাণকার্যে নিয়োজিত দলগতভাবে বা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্মরত কারিগরী বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের আলাদাভাবে এই বিধিমালার আওতায় এই সকল কাজ করিবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

(৪) আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট কারিগরী ব্যক্তিকে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগ করিবেন এবং একটি প্রকল্পে যদি কখনো একাধিক কারিগরী ব্যক্তি নিযুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে স্থপতি প্রকল্পের স্থাপত্য নকশা ও বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধন করিবে এবং নির্মাণকালীন ও নির্মাণ শেষে স্থপতি ও প্রকৌশলী তাহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রের নির্মান নকশা ও সমাপ্তি প্রবিবেদন প্রনয়ণের দায়িত্বে থাকিবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত পেশাজীবি ব্যক্তির কাজ ও সেবার মান, পেশাগত সততা ও দক্ষতা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব পালন করিবে এবং পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সদস্যপদ সংক্রান্ত তথ্য যথাঃ সদস্যপদ স্থগিতকরণ, বিলোপকরণ, অবসান বা কোন গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৬) যদি কোন পেশাজীবি প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত পোশাজীবি ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানকে ইহা জানাইবে এবং পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
ইমারত নির্মাণ নিয়মাবলী

৪৪। ইমারত নির্মাণ নিয়মাবলী।- যে কোন ধরণের ইমারত বা প্রকল্প নির্মাণে আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থান, সীমানা হইতে সেটব্যাক, ভূমি আচ্ছাদন, FAR ইত্যাদি সংক্রান্ত বিধিসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে এবং ইমারত ব্যবহারের ধরণ, সড়কের প্রশস্ততা, যানবাহন চলাচলের ঘনত্ব, জনঘনত্ব, পার্কিং চাহিদা, ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ, অগ্নিনির্বাপণ ইত্যাদির ভিত্তিতে এই নিয়মাবলীর প্রয়োগ নির্ণীত হইবে।

৪৫। আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থান।- প্রতিটি প্লটে বিদ্যমান জমির সীমানা হইতে বিধি ৪৬ অনুযায়ী সেটব্যাক ও বিধি ৫০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন বহির্ভূত খোলা জায়গা আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থান হিসাবে থাকিতে হইবে।

৪৬। সীমানা হইতে সেটব্যাক।- (১) প্রতিটি ইমারতের সম্মুখে, পার্শ্বে এবং পশ্চাতে সেটব্যাক বা উন্মুক্ত স্থান থাকিতে হইবে এবং প্লটের সম্মুখ, পার্শ্ব এবং পশ্চাৎ এর সংজ্ঞার জন্য পরিশিষ্ট-৫ এর ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই বিধিমালার অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে, ইমারতের সম্মুখে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে সারণী-২ এ প্রদত্ত হারে সেটব্যাক বা উন্মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে ঃ

সারণী ২

ইমারতের সেটব্যাক

ইমারতের উচ্চতাঃ ৩৩ মিটার অথবা ১০ তলা পর্যন্ত				
প্লটের পরিমাণ		ন্যূনতম সেটব্যাক		
বর্গমিটার	কাঠা	সম্মুখ (মিটার)	পশ্চাৎ (মিটার)	প্রতি পাশ (মিটার)
১৩৪ বঃমিঃ বা ইহার নীচে	২ কাঠা বা ইহার নীচে	১.৫০	১.০	০.৮
১৩৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২০১ বঃমিঃ পর্যন্ত	২ কাঠা উর্ধ্ব হইতে ৩ কাঠা	১.৫০	১.০	১.০
২০১ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২৬৮ বঃমিঃ পযন্ত	৩ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৪ কাঠা	১.৫০	১.৫০	১.০
২৬৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৩৩৫ বঃমিঃ পর্যন্ত	৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৫ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
৩৩৫ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪০২ বঃমিঃ পর্যন্ত	৫ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৬ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
৪০২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪৬৯ বঃমিঃ পর্যন্ত	৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৭ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
৪৬৯ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৫৩৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	৭ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৮ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
৫৩৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬০৩ বঃমিঃ পর্যন্ত	৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৯ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
৬০৩ বঃমিঃ এর উর্ধ থেকে ৬৭০ বঃমিঃ পর্যন্ত	৯ কাঠার উর্ধ্ব থেকে ১০ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
৬৭০ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৮০৪ বঃমিঃ পর্যন্ত	১০ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১২ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
৮০৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৯৩৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	১২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৪ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
৯৩৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১০৭২ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৬ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
১০৭২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১২০৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৮ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
১২০৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১৩৪০ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ২০ কাঠা	১.৫০	২	১.২৫
১৩৪০ বঃমিঃ এর উর্ধ্বে	২০ কাঠার উর্ধ্বে	১.৫০	২	১.৫০
ইমারতের উচ্চতা ৩৩ মিটার বা ১০ তলার বেশী				
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	১.৫০	৩.০	৩.০

(৩) রাস্তার প্রস্থ যাহাই থাকুক না কেন, বিদ্যমান রাস্তার কেন্দ্র হইতে ৪.৫ মিটার অথবা প্লটের সীমানা হইতে ১.৫ মিটার দূরত্বের মধ্যে যাহা অধিক (রাস্তার ভবিষ্যত বর্ধিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি বাদ দিয়া) তাহার চাইতে কম দূরত্বে কোন ইমারত নির্মাণ করা যাইবে না।

(৪) নির্দিষ্ট কোন রাস্তার ক্ষেত্রে "ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান" (DAP) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ সম্মুখভাগের সেটব্যাকের ক্ষেত্রে ভিন্নতর বা অধিকতর দূরত্বের প্রস্তাবনা বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের (Mandatory Open Space) জন্য সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন (Ground Coverage) কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রায়োগিক শৈথিল্য ও ব্যাপ্তি প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) একটি কাঠামোর চারিপার্শ্বের আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের সর্বোচ্চ ৫০% পাকা (Paved) হইতে পারিবে এবং এই ৫০% জায়গায় প্লটের ফিনিস্‌ড গ্রাউন্ড লেভেল হইতে ৪ মিটার বা প্লিন্থ হইতে ৩ মিটার (যাহা কম) উচ্চতায় ছাদ হইতে পারিবে এবং এই আবৃত পরিসর (ছাদ) কোনভাবেই সেটব্যাক স্পেস এর মধ্যে তৈরী করা যাইবে না এবং শুধুমাত্র পার্কিং ও নিরাপত্তা বুথ ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবেনা, তবে বিধি অনুযায়ী একত্রিত বা বিচ্ছিন্নভাবে আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের সর্বমোট ৫০% মাটি রাখিবার শর্ত মানিয়া সম্মুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাত সেটব্যাক স্পেস এর সম্পূর্ণ অংশ পার্কিং স্পেস এর অংশ হইতে পারিবে; রাস্তার দিকে সীমানা দেয়াল সংলগ্ন করিয়া ফিনিস্‌ড গ্রাউন্ড লেভেল হইতে সর্বোচ্চ ২.৫ মিটার উঁচু এবং সর্বোচ্চ ৫ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট গার্ডরুম (নিরাপত্তা পোস্ট) করা যাইবে;

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত আবৃত পরিসর নিরেট দেওয়াল দিয়া (নিরাপত্তা পোস্ট ব্যতীত) বন্ধ করা যাইবে না এবং জমির অভ্যন্তরে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং উক্ত আবৃত অংশের ছাদ শুধুমাত্র টেরেস বা টেরেস গার্ডেন হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে এবং এই ছাদ কোনভাবেই স্থায়ী বা অস্থায়ী কাঠামো দ্বারা আবৃত হইতে পারিবেনা;

(গ) আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের ন্যূনতম ৫০% সর্বক্ষেত্রেই ভূমি সমতলে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, যাহাতে বৃষ্টির পানি শোষিত হইতে পারে এবং এই ভূমি সমতলে অনাচ্ছাদিত ৫০% অংশের মধ্যে বেসমেন্ট কোনভাবেই বর্ধিত হইতে পারিবেনা;

(ঘ) ইমারতের দ্বিতীয় বা তদূর্ধ্ব তলার সম্মুখের ব্যালকনিসমূহ নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদনের পরিমাণের অতিরিক্ত হিসাবে ছাড় পাইবে, যথাঃ

(অ) ব্যালকনিতে ব্যবহৃত বেষ্টনীর উচ্চতা সর্বোচ্চ ১২০০ মি.মি. হইবে;

(আ) ব্যালকনির ক্ষেত্রফল ইমারতের সম্মুখের প্রস্থের ৩০% এবং ১ মিটার ব্যালকনির প্রস্থ বিবেচনা করিলে যাহা হয় তাহার অধিক হইতে পারিবেনা;

(ই) কোন অবস্থাতেই ইমারতের সেটব্যাকের মধ্যে এই ব্যালকনি বর্ধিত হইতে পারিবেনা;

(ঈ) উল্লিখিত ব্যালকনিসমূহ সংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতি তলার হিসাবে প্রাপ্য ব্যালকনিসমূহের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি দ্বিতীয় বা তদূর্ধ্ব তলা হইতে যে কোন একটি বা একাধিক তলায় এক বা একাধিক ব্যালকনি হিসাবে বন্টন করা যাইবে;

(ঙ) ছাদের বর্ধিতাংশ (কার্নিশ) ইমারতের মূল অংশ হইতে সর্বোচ্চ ১ মিটার পর্যন্ত ইমারতের ন্যূনতম সেটব্যাক এর মধ্যে বর্ধিত করা যাইবে এবং এইরূপ বর্ধন কেবলমাত্র ইমারতের সম্মুখে করা যাইবে এবং কোনভাবে ভূমি সমতল হইতে ৮ মিটারের নিচে হইবে না;

(চ) সেটব্যাক এর অতিরিক্ত স্পেস ছাড়িয়া ইমারত নির্মাণ করিলে কার্নিশের মাপ ইমারত হইতে সম্মুখ দিকে সর্বোচ্চ ২ মি. পর্যন্ত করা যাইবে এবং ইহার অধিক বৃদ্ধি করিলে অতিরিক্ত অংশ ভূমি আচ্ছাদনের পরিমাপের অন্তর্ভূক্ত হইবে, তবে কোন অবস্থাতেই সেটব্যাকের মধ্যে বর্ধিতকরণের পূর্বোক্ত শর্ত ভঙ্গ করা যাইবে না;

(ছ) প্রকৃতি হইতে সুরক্ষার জন্য সানসেড বা ছাদের বর্ধিতাংশসমূহ ইমারতের সীমারেখা হইতে ইমারতের সেটব্যাক এর মধ্যে সর্বোচ্চ ০.৫ মিটার পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে; কিন্তু কোনরূপ বেষ্টনী দিয়া ঘেরা যাইবে না; বারান্দা বা ব্যালকনি হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না; রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে প্রবেশযোগ্য হইবে না; এবং পার্শ্বে ও পশ্চাতে সেটব্যাক ১.২৫ মিটারের কম হইলে উক্ত বর্ধিতাংশ ০.৩ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে;

(জ) সেটব্যাক এর অতিরিক্ত জায়গা ছাড়িয়া ইমারত নির্মাণ করিলে সানসেড বা ছাদের বর্ধিতাংশের মাপ ইমারত হইতে সর্বোচ্চ ১.৫ মি. পর্যন্ত করা যাইবে; ইহার অধিক বৃদ্ধি করিলে অতিরিক্ত অংশ ভূমি আচ্ছাদনের পরিমাপের অন্তর্ভূক্ত হইবে, তবে কোন অবস্থাতেই দফা (ছ) এ বর্ণিত শর্ত ভঙ্গ করা যাইবে না;

(ঝ) ইমারতের কোন তলে, ইহার বহিঃদেওয়ালের বাইরে সেটব্যাক বা আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে স্টোর, এসি ও টয়লেট ডাক্ট (Duct), অথবা এই ধরনের ব্যবহার সম্বলিত কোন প্রকার বর্ধিতাংশ নির্মাণ করা যাইবে না;

(ঞ) বহিঃদেওয়ালের বাইরে সানশেড বরাবর সর্বোচ্চ ১০০ মিঃ মিঃ পুরু ভার্টিক্যাল ফিন (Fin) নির্মাণ করা যাইবে যাহা কোনভাবেই বাতাস প্রবাহের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করিতে পরিবে না;

(ট) নিকটবর্তী প্লটের দিকে উন্মুক্ত করিয়া যান্ত্রিক বায়ুচলাচল ব্যবস্থা, একজষ্ট (Exhaust) বা ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরী করা যাইবে না; এবং

(ঠ) মেঝের পরিমাণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বর্ধিতাংশ কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) একই প্লটে অবস্থিত সম্পূর্ণ আলাদা কাঠামো বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক ইমারতের সম্মুখ ও পশ্চাতের মধ্যবর্তী সেটব্যাক ৪ (চার) মিটার এবং পার্শ্বদেশের মধ্যবর্তী সেটব্যাক ২.৫ (আড়াই) মিটার হইতে হইবে।

(৭) আলো-বাতাসের সংস্থানসহ বিধি অনুয়ায়ী নকশা প্রণয়ন করা হইলে একই প্লটে একাধিক ভবন সংযুক্ত হইতে পারিবে, তবে এই ক্ষেত্রে ইমারতসমূহের ক্ষুদ্রতর বাহুর সংশ্লিষ্ট দৈর্ঘের ন্যূনতম ৩০% অংশ সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

(৮) শুধুমাত্র উক্ত প্লটেই শেষ হইয়াছে এইরূপ রাস্তা সম্বলিত জমিতে প্রস্তাবিত ইমারত সম্মুখের সীমানা হইতে ন্যূনতম ২(দুই) মিটার দূরত্বে নির্মিত হইতে হইবে।

৪৭। বেসমেন্ট এর সেটব্যাক।-(১) বেসমেন্ট আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে বর্ধিত করা যাইবে, উক্ত বর্ধিতাংশ আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের বাকী ৫০% ভূমি সমতলেও উন্মুক্ত থাকিতে হইবে।

(২) প্রতিবেশীর সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করিয়া বেসমেন্ট সীমানা দেয়াল পর্যন্ত বর্ধিত করা যাইবে, তবে রাস্তার দিকে ন্যূনতম সেটব্যাক ছাড়িয়া বেসমেন্ট নির্মাণ করিতে হইবে।

(৩) সংযুক্ত প্লটের কোনরকম ক্ষতি না করিয়া বেসমেন্টের ছাদ সংযুক্ত রাস্তার সর্বোচ্চ তল হইতে সর্বোচ্চ ১.৫ মিটার উপরে নির্মাণ করা যাইবে, এই ১.৫ মিটার উচ্চতায় উঠা বা নামার জন্য প্রযোজ্য সিঁড়ি বা র‍্যাম্প সীমানা দেয়াল সংলগ্ন করিয়া ইমারতের সেটব্যাক অংশেও নির্মাণ করা যাইবে, তবে এই সিঁড়ি বা র‍্যাম্প এর উপর সেটব্যাক অংশটুকুতে স্থায়ী বা অস্থায়ী আচ্ছাদন তৈরী করা যাইবেনা এবং এই র‍্যাম্প সংস্থানের জন্য বিধি ৫৬ (৮) ও ৫৬ (৯) প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। প্লট বিভাজন।- (১) কোন খালি বা ইমারতসহ প্লট দুই বা ততোধিক প্লটে বিভক্ত করিবার ক্ষেত্রে, প্রতিটি উপ-প্লটের ও ইমারতের জন্য রাস্তা এবং যানবাহন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) প্লট উপ-বিভক্তিকরণের ফলে নতুনভাবে সৃষ্ট প্লটসমূহে বিদ্যমান ইমারত বা ইমারতসমূহ পৃথকভাবে সেটব্যাক, ভূমি আচ্ছাদন এবং FAR এর নিয়ম অনুযায়ী থাকিতে হইবে।

(৩) প্লট উপ-বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি প্লটের জন্য ব্যক্তিগত রাস্তার পরিমাপ ন্যূনতম ৩.৬৫ মিটার চওড়া হইতে হইবে এবং উক্ত ব্যতিক্রম শুধুমাত্র আবাসিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত রাস্তা ৩৩ মিটারের অধিক দীর্ঘ না হইলে উক্ত প্লটের FAR নির্ধারণের জন্য মূল রাস্তার প্রস্থ বিবেচিত হইবে, তবে এই ক্ষেত্রে ঐ নিজস্ব সংযোগকারী রাস্তার ক্ষেত্রফল FAR ও ভূমি আচ্ছাদন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হইবে না।

(৫) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত রাস্তা ৩৩ মিটারের দীর্ঘ হইলে বিধি ৫১ (৯) অনুযায়ী প্রদেয় FAR প্রযোজ্য হইবে।

(৬) আাবাসিক ব্যবহার ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্লট উপ-বিভক্তিকরণের জন্য রাস্তার পরিমাপ ন্যূনতম ৬ মিটার হইতে হইবে।

(৭) পরিকল্পিত আবাসিক এলাকাতে প্লট বিভাজনের ক্ষেত্রে প্লটের আয়তন কমপক্ষে ৫(পাঁচ) কাঠা অথবা ঐ এলাকায় একক প্লট হিসাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত সর্বনিম্ন আয়তনের প্লট অপেক্ষা (যাহা কম) ক্ষুদ্র আয়তনের প্লট হিসাবে বিভাজন করা যাইবেনা।

(৮) একাধিক প্লটের ক্ষেত্রে নিজস্ব বা এজমালী রাস্তা ৬ মিটার প্রশস্ত হইতে হইবে।

(৯) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নীত বা সৃষ্ট আবাসিক এলাকায় প্লটের ক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততা বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিধিমালার বিধানানুযায়ী হইতে হইবে।

৪৯। প্লট একত্রীকরণ।- উন্নয়নকল্পে একাধিক প্লট একত্রীকরণ করা যাইবে, তবে পৃথক পৃথক প্লট হওয়া সত্ত্বেও একত্রীকৃত প্লটসমূহকে একটি অখণ্ড প্লট হিসেবে গণ্য করিতে হইবে। ঐ অখন্ড প্লটের ক্ষেত্রে জমির ক্ষেত্রফল ও সংলগ্ন রাস্তার প্রশস্ততা (যাহা কম) বিবেচনা করিয়া FAR ও ভূমি আচ্ছাদন নির্ধারণ করা হইবে।

৫০। সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য ভূমি আচ্ছাদন (Maximum Ground Coverage)।- (১) ইমারতসমূহের সর্বোচ্চ অনুমোদিত ভূমি আচ্ছাদন প্লটের পরিমাণ, ইমারতের ব্যবহার এবং রাস্তার প্রস্থের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হইবে।

(২) বিধি ৪৬ (৫) এ উল্লিখিত অংশসমূহ ছাড়া ইমারতের কোন অংশ সর্বোচ্চ অনুমোদিত ভূমি আচ্ছাদন এর বাহিরে, আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে বর্ধিত করা যাইবে না।

(৩) আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থান ইমারত উন্নয়নের অবিভাজ্য অংশ হিসাবে এবং ইমারত অনুমোদনের বিধান হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং পৃথকভাবে বিভক্তি, বিক্রয় বা উন্নয়নযোগ্য হইবে না।

৫১। সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য FAR।- (১) সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য FAR প্লটের পরিমাণ, ব্যবহারের প্রকারভেদ এবং রাস্তার প্রস্থের ভিত্তি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সারণী-৩(ক) হইতে ৩(চ) অনুসারে নির্ধারিত হইবেঃ

সারণী-৩ (ক)

ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত **(FAR)** এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন **(MGC)** ঃ [**Type: A (A1-A5)**ঃ আবাসিক বাড়ি ও হোটেল

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ **(A1 - A4)** [১] **(আবাসিক বাড়ি)**			ইমারতের শ্রেণীঃ **(A5)** [২] **(আবাসিক হোটেল)**		
বর্গমিটার	**কাঠা**	**রাস্তা প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)	**রাস্তা প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)
১৩৪ বঃমিঃ বা ইহার নীচে	২ কাঠা বা নীচে	৬.০	৩.১৫	৬৭.৫	৬.০	২.৫০	৬৭.৫
১৩৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২০১ বঃমিঃ পর্যন্ত	২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৩ কাঠা	**৬.০**	**৩.১৫**	**৬৭.৫**	**৬.০**	**২.৭৫**	**৬৭.৫**
২০১ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২৬৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	৩ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৪ কাঠা	**৬.০**	**৩.৩৫**	**৬৫.০**	**৬.০**	**৩.০**	**৬২.০**
২৬৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৩৩৫ বঃমিঃ পর্যন্ত	৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৫ কাঠা	৬.০	৩.৫০	৬২.৫	৬.০	৩.২৫	৬২.৫

৩৩৫ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪০২ বঃমিঃ পর্যন্ত	৫ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৬ কাঠা	৬.০	৩.৭৫	৬০.০	৬.০	৩.৫০	৬০.০
৪০২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪৬৯ বঃমিঃ পর্যন্ত	৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৭ কাঠা	৬.০	৩.৭৫	৬০.০	৬.০	৩.৭৫	৬০.০
৪৬৯ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৫৩৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	৭ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৮ কাঠা	৬.০	৪.০০	৬০.০	৬.০	৪.৫০	৫৭.৫
৫৩৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬০৩ বঃমিঃ পর্যন্ত	৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৯ কাঠা	৬.০	৪.০০	৬০.০	৯.০	৫.৫০	৫৭.৫
৬০৩ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬৭০ বঃমিঃ পর্যন্ত	৯ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১০ কাঠা	৬.০	৪.২৫	৫৭.৫	৯.০	৬.০০	৫৫.০
৬৭০ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৮০৪ বঃমিঃ পর্যন্ত	১০ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১২ কাঠা	৯.০	৪.৫০	৫৭.৫	৯.০	৬.৫০	৫৫.০
৮০৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৯৩৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	১২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৪ কাঠা	৯.০	৪.৭৫	৫৫.০	৯.০	৭.০০	৫২.৫
৯৩৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১০৭২ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৬ কাঠা	৯.০	৫.০০	৫২.৫	৯.০	৭.৫০	৫২.৫
১০৭২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১২০৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৮ কাঠা	৯.০	৫.২৫	৫২.৫	৯.০	৮.০০	৫০.০
১২০৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১৩৪০ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ২০ কাঠা	৯.০	৫.২৫	৫০.০	৯.০	৮.৫০	৫০.০

১৩৪০ বঃমিঃ এর উর্ধ্বে	২০ কাঠার উর্ধ্বে	১২.০	৫.৫০	৫০.০	১২.০	৯.৫০	৫০.০[২]
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	১৮.০	৬.০০	৫০.০	১৮.০	NR*]	৫০.০[২]
যে কোন পরিমাণ	**যে কোন পরিমাণ**	২৪.০]	৬.৫০	৫০.০	২৪.০	NR*	৫০.০[২]

[১] ট্রাফিক, পার্কিং এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে অপরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় নিম্নে বর্ণিত ব্যবহার চলিতে পারিবে: (ক) ডরমিটরি ও হোস্টেল; (খ) শিশু নিবাস, এতিম খানা এবং বৃদ্ধ নিবাস; (গ) সর্বাধিক ২০ কক্ষ বিশিষ্ট হোটেল বা লজ; (ঘ) অনূর্ধ ১০০ বর্গমিটারের রেস্টুরেন্ট; (ঙ) অনূর্ধ ২০০ বর্গমিটারের ধর্মীয় উপাসনার স্থান; (চ) আবাসিক ভবনের নীচতলায় পেশাজীবীদের অফিস, স্টুডিও বা চেম্বার যাহা ১০০ বর্গমিটারের বেশী নয় এবং যেখানে মোট জনবল অনূর্ধ ১৫ জন; এবং (ছ) শুধুমাত্র কর্নার প্লটের জন্য অনধূর্ব ২৫ বর্গমিটারের সেলুন, বিউটি পার্লার, ঔষধের দোকান, মুদি দোকান, দর্জির দোকান।

[২] A5 (আবাসিক হোটেল) ইমারতের ক্ষেত্রে, ২০ কাঠার উর্ধ্বে জমি বা ১৮ মিটার বা তদূর্ধ্ব প্রশস্ত রাস্তার পার্শে যে কোন পরিমাপের জমির বেলায় নীচ তলায় প্রযোজ্য আবশ্যিক সেটব্যাক স্পেস ব্যতীত সংলগ্ন রাস্তার উপরিতল হইতে সর্বোচ্চ ১২ মিটার উচ্চতার (প্যারাপেট সহ) পোডিয়াম নির্মান করা যাইবে। *NR (Non restricted)–FAR এর বাধ্যবাধকতা নাই।

সারণী-৩ (খ)

ইমারতের জন্য **রাস্তার** স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত **(FAR)** এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন **(MGC)**

[**Type: B(B1-B2)** ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান]

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ **(B1)** (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)			ইমারতের শ্রেণীঃ **(B2)** (প্রাথমিক শিক্ষা ও কিন্ডার গার্টেন)		
বর্গমিটার	**কাঠা**	**রাস্তা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)	**রাস্তা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)
১৩৪ বঃমিঃ বা ইহার নীচে	২ কাঠা বা নীচে	**	**	**	**	**	**
১৩৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২০১ বঃমিঃ পর্যন্ত	২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৩ কাঠা	**	**	**	**	**	**
২০১ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২৬৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	৩ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৪ কাঠা	**	**	**	**	**	**
২৬৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৩৩৫ বঃমিঃ পর্যন্ত	৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৫ কাঠা	**	**	**	**	**	**

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ **(B1)** (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)			ইমারতের শ্রেণীঃ **(B2)** (প্রাথমিক শিক্ষা ও কিন্ডার গার্টেন)		
বর্গমিটার	**কাঠা**	**রাস্থা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)	**রাস্থা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)
৩৩৫ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪০২ বঃমিঃ পর্যন্ত	৫ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৬ কাঠা	৬.০	২.৫০	৬০.০	৬.০	২.০০	৫০.০[৩]
৪০২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪৬৯ বঃমিঃ পর্যন্ত	৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৭ কাঠা	৬.০	২.৫০	৬০.০	৬.০	২.০০	৫০.০[৩]
৪৬৯ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৫৩৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	৭ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৮ কাঠা	৬.০	২.৫০	৬০.০	৬.০	২.০০	৫০.০[৩]
৫৩৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬০৩ বঃমিঃ পর্যন্ত	৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৯ কাঠা	৬.০	২.৭৫	৬০.০	৯.০	২.২৫	৫০.০[৩]
৬০৩ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬৭০ বঃমিঃ পর্যন্ত	৯ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১০ কাঠা	৬.০]	২.৭৫	৬০.০	৯.০	২.২৫	৫০.০[৩]
৬৭০ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৮০৪ বঃমিঃ পর্যন্ত	১০ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১২ কাঠা	৯.০	৩.০০	৫৭.০	৯.০	২.৫০	৫০.০[৩]
৮০৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৯৩৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	১২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৪ কাঠা	৯.০	৩.০০	৫৫.০	৯.০	২.৫০	৫০.০[৩]
৯৩৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১০৭২ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৬ কাঠা	৯.০	৩.২৫	৫৩.০	৯.০	২.৭৫	৫০.০[৩]
১০৭২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১২০৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৬ কাঠার উর্ধ্ব	৯.০	৩.২৫	৫০.০	৯.০	২.৭৫	৫০.০[৩]

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ **(B1)** (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়)			ইমারতের শ্রেণীঃ **(B2)** (প্রাথমিক শিক্ষা ও কিন্ডার গার্টেন)		
বর্গমিটার	**কাঠা**	**রাস্থা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)	**রাস্থা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)
	হইতে ১৮ কাঠা						
১২০৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১৩৪০ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ২০ কাঠা	৯.০	৩.৫০	৫০.০	৯.০	৩.০০	৫০.০[৩]
১৩৪০ বঃমিঃ এর উর্ধ্বে	২০ কাঠার উধ্বে	১২.০	৪.০০	৫০.০	১২.০	৩.৫০	৫০.০ [৪]
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	১৮.০	৪.৫০	৫০.০	১৮.০	৪.০০	৫০.০ [৪]
যে কোন পরিমাণ	**যে কোন পরিমাণ**	২৪.০	৫.৫০	৫০.০	২৪.০	৪.৫০	৫০.০ [৪]

৩] **B2** শ্রেণীর ইমারতের নীচ তলার উন্মুক্ত স্থান FAR মুক্ত হিসেবে বিবেচিত হইবে। এই উন্মুক্ত স্থানের সর্বোচ্চ ২০% উন্মুক্ত ব্যবহারের সহায়ক কক্ষ হিসাবে নির্মাণ করা যাইবে এবং এই অংশ FAR মুক্ত হইবে।

[৪] **B2** শ্রেণীর ইমারতের নীচ তলার উন্মুক্ত স্থান FAR মুক্ত হিসেবে বিবেচিত হইবে। এই উন্মুক্ত স্থানের সর্বোচ্চ ৪০% উন্মুক্ত ব্যবহারের সহায়ক কক্ষ হিসাবে নির্মাণ করা যাইবে এবং এই অংশ FAR মুক্ত হইবে।

** ৩৩৫ বর্গ মিটার বা ৫(পাঁচ) কাঠা জমি পর্যন্ত B-1 ও B-2 শ্রেণীর ব্যবহার অনুমোদন করা হইবে না।

সারণী-৩ (গ)

ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত **(FAR)** এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন **(MGC) [Type: C (C1-C4)** ও **D (D1-D2)**ঃ প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা**]**

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ **C(C1 - C4)** (প্রাতিষ্ঠানিক)			ইমারতের শ্রেণীঃ **D(D1-D2)** (স্বাস্থ্যসেবা)		
বর্গমিটার	**কাঠা**	**রাস্তা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)	**রাস্তা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)
১৩৪ বঃমিঃ বা ইহার নীচে	২ কাঠা বা নীচে	**	**	**	**	**	**
১৩৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২০১ বঃমিঃ পর্যন্ত	২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৩ কাঠা	**	**	**	**	**	**
২০১ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২৬৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	৩ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৪ কাঠা	**	**	**	**	**	**
২৬৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৩৩৫ বঃমিঃ পর্যন্ত	৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৫ কাঠা	**	**	**	**	**	**
৩৩৫ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪০২ বঃমিঃ পর্যন্ত	৫ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৬ কাঠা	৬.০	৩.২৫	৬০.০	৬.০	৩.২৫	৬০.০
৪০২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪৬৯ বঃমিঃ পর্যন্ত	৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৭ কাঠা	৬.০	৩.২৫	৬০.০	৬.০	৩.২৫	৬০.০
৪৬৯ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৫৩৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	৭ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৮ কাঠা	৬.০	৩.২৫	৬০.০	৬.০	৩.২৫	৬০.০
৫৩৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬০৩ বঃমিঃ পর্যন্ত	৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৯ কাঠা	৯.০	৩.৫০	৫৭.৫	৯.০	৩.৫০	৫৭.৫
৬০৩ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬৭০ বঃমিঃ পর্যন্ত	৯ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১০ কাঠা	৯.০	৩.৫০	৫৭.৫	৯.০	৩.৫০	৫৭.৫
৬৭০ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৮০৪ বঃমিঃ পর্যন্ত	১০ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১২ কাঠা	৯.০	৩.৭৫	৫৫.০	৯.০	৩.৭৫	৫৫.০
৮০৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব	১২ কাঠার উর্ধ্ব	৯.০	৪.০০	৫৫.০	৯.০	৪.০০	৫৫.০

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ **C(C1 - C4) (প্রাতিষ্ঠানিক)**			ইমারতের শ্রেণীঃ **D(D1-D2) (স্বাস্থ্যসেবা)**		
বর্গমিটার	**কাঠা**	**রাস্থা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)	**রাস্থা স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)**	FAR	MGC (%)
হইতে ৯৩৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	হইতে ১৪ কাঠা						
৯৩৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১০৭২ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৬ কাঠা	৯.০	৪.২৫	৫২.৫	৯.০	৪.২৫	৫২.৫
১০৭২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১২০৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৮ কাঠা	৯.০	৪.৫০	৫০.০	৯.০	৪.৫০	৫০.০
১২০৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১৩৪০ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ২০ কাঠা	৯.০	৪.৭৫	৫০.০	৯.০	৪.৭৫	৫০.০
১৩৪০ বঃমিঃ এর উর্ধ্বে	২০ কাঠার উর্ধ্বে	১২.০	৫.০০	৫০.০ [৫]	১২.০	৫.০০	৫০.০ [৫]
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	১৮.০	NR**	৫০.০ [৫]	১৮.০	NR**	৫০.০ [৫]
যে কোন পরিমাণ	**যে কোন পরিমাণ**	২৪.০	NR**	৫০.০ [৫]	২৪.০	NR**	৫০.০ [৫]

৫] C ও D উভয় প্রকার ইমারতের ক্ষেত্রে, ২০ কাঠার উর্ধ্বে জমি বা ১৮ মিটার বা তদূর্ধ্ব প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে যে কোন পরিমাপের জমির বেলায় প্রযোজ্য আবশ্যিক সেট ব্যাক স্পেস ব্যতীত সংলগ্ন রাস্তার উপরিতল হইতে সর্বোচ্চ ১২ মিটার উচ্চতার (প্যারাপেট সহ) পোডিয়াম নির্মাণ করা যাইবে।

* NR (Non restricted) – FAR এর বাধ্যবাধকতা নাই।

** ৩৩৫ বর্গ মিটার বা ৫(পাঁচ) কাঠা জমি পর্যন্ত C ও D শ্রেণীর ব্যবহার অনুমোদন করা হইবে না।

সারণী-৩ (ঘ) ঃ

ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত (FAR) এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন (MGC)

[Type: E (E1-E6) ঃ সমাবেশ ও ধর্মীয় ভবন]

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ (E1 – E6) (সমাবেশ ভবন)		
বর্গমিটার	কাঠা	রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)	FAR	MGC %
১৩৪ বঃমিঃ বা ইহার নীচে	২ কাঠা বা ইহার নীচে	৬.০	২.০০	৬৫.০
১৩৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২০১ বঃমিঃ পর্যন্ত	২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৩ কাঠা	৬.০	২.০০	৬৫.০
২০১ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২৬৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	৩ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৪ কাঠা	৬.০	২.২৫	৬০.০
২৬৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৩৩৫বঃমিঃ পর্যন্ত	৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৫ কাঠা	৬.০	২.২৫	৬০.০
৩৩৫ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪০২ বঃমিঃ পর্যন্ত	৫ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৬ কাঠা	৯.০	২.৫০	৫৭.৫
৪০২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪৬৯ বঃমিঃ পর্যন্ত	৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে কাঠা	৯.০	২.৫০	৫৭.৫
৪৬৯ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৫৩৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	৭ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৮ কাঠা	৯.০	২.৭৫	৫৫.০
৫৩৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬০৩ বঃমিঃ পর্যন্ত	৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৯ কাঠা	৯.০	২.৭৫	৫৫.০
৬০৩ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬৭০ বঃমিঃ পর্যন্ত	৯ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১০ কাঠা	৯.০	৩.০০	৫২.৫
৬৭০ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৮০৪ বঃমিঃ পর্যন্ত	১০ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১২ কাঠা	১২.০	৩.২৫	৫০.০
৮০৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৯৩৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	১২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৪ কাঠা	১২.০	৩.৫০	৫০.০
৯৩৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১০৭২ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৬ কাঠা	১২.০	৩.৭৫	৫০.০
১০৭২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১২০৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৮ কাঠা	১২.০	৪.০০	৫০.০
১২০৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১৩৪০ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ২০ কাঠা	১২.০	৪.২৫	৫০.০
১৩৪০ বঃমিঃ এর উর্ধ্বে	২০ কাঠার উর্ধ্বে	১২.০	৫.৫০	৫০.০
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	১৮.০	৬.৫০	৫০.০
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	২৪.০	৭.০০	৫০.০[৬]

[৬]   ২৪ মিটার বা তদূর্ধ্ব প্রশস্ততার রাস্তার পার্শে যে কোন পরিমাপের জমির বেলায় প্রযোজ্য আবশ্যিক সেট ব্যাক স্পেস ব্যতীত সংলগ্ন রাস্তার উপরিতল হইতে সর্বোচ্চ ১২ মিটার উচ্চতার (প্যারাপেট সহ) পোডিয়াম নির্মান করা যাইবে।

সারণী-৩ (ঙ)

ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত (FAR) এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন (MGC)

[Type: F (F1-F5) ঃ বাণিজ্যিক ভবন]

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ (F1) (অফিস)			ইমারতের শ্রেণীঃ (F2-F5) (দোকান, বাজার ইত্যাদি)		
বর্গমিটার	কাঠা	রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)	FAR	MGC %	রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)	FAR	MGC %
১৩৪ বঃমিঃ বা ইহার নীচে	২ কাঠা বা ইহার নীচে	৬.০	২.৫	৬৭.৫	৬.০	২.২৫	৬৫.০
১৩৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২০১ বঃমিঃ পর্যন্ত	২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৩ কাঠা	৬.০	৩.০০	৬৫.০	৬.০	২.৫০	৬২.৫
২০১ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২৬৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	৩ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৪ কাঠা	৬.০	৩.০০	৬৫.০	৬.০	২.৫০	৬২.৫
২৬৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৩৩৫বঃমিঃ পর্যন্ত	৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৫ কাঠা	৬.০	৩.৫০	৬২.৫	৬.০	৩.০০	৬০.০
৩৩৫ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪০২ বঃমিঃ পর্যন্ত	৫ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৬ কাঠা	৬.০	৩.৫০	৬২.৫	৬.০	৩.০০	৬০.০
৪০২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪৬৯ বঃমিঃ পর্যন্ত	৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে কাঠা	৬.০	৩.৭৫	৬০.০	৯.০	৩.২৫	৫৭.৫
৪৬৯ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৫৩৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	৭ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৮ কাঠা	৯.০	৪.৫০	৫৭.৫	৯.০	৩.২৫	৫৭.৫
৫৩৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬০৩ বঃমিঃ পর্যন্ত	৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৯ কাঠা	৯.০	৫.৫০	৫৭.৫	৯.০	৩.২৫	৫৭.৫
৬০৩ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬৭০ বঃমিঃ পর্যন্ত	৯ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১০ কাঠা	৯.০	৬.০০	৫৫.০	৯.০	৩.৫০	৫৫.০
৬৭০ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৮০৪ বঃমিঃ পর্যন্ত	১০ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১২ কাঠা	৯.০	৬.৫০	৫৫.০	১২.০	৩.৭৫	৫২.৫
৮০৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৯৩৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	১২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৪ কাঠা	৯.০	৭.০০	৫২.৫	১২.০	৪.০০	৫২.৫
৯৩৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১০৭২ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৬ কাঠা	৯.০	৭.৫০	৫২.৫	১২.০	৪.২৫	৫০.০
১০৭২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১২০৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৮ কাঠা	৯.০	৮.০০	৫০.০	১২.০	৪.৫০	৫০.০
১২০৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১৩৪০ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ২০ কাঠা	৯.০	৮.৫০	৫০.০	১২.০	৪.৭৫	৫০.০
১৩৪০ বঃমিঃ এর উর্ধ্বে	২০ কাঠার উর্ধ্বে	১২.০	৯.৫০	৫০.০[৭]	১২.০	৫.৫০	৫০.০
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	১৮.০	NR*	৫০.০[৭]	১৮.০	৬.৫০	৫০.০
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	২৪.০	NR*	৫০.০[৭]	২৪.০	NR*	৫০.০[৭]

[৭] প্রযোজ্য আবশ্যিক সেট ব্যাক স্পেস ব্যতীত সংলগ্ন রাস্তার উপরিতল হইতে সর্বোচ্চ ১২ মিটার উচ্চতার (প্যারাপেট সহ) পোডিয়াম নির্মান করা যাইবে।

* NR (Non restricted) – FAR এর বাধ্যবাধকতা নাই।

সারণী-৩ (চ)

ইমারতের জন্য রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ, ফ্লোর এরিয়া অনুপাত (FAR) এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন (MGC)

[Type: G (G1-G2), H(H1-H2), J(J1-J2), K(K1-K2) ঃ

শিল্প কারখানা, গুদাম, বিপদজ্জনক ব্যবহারের ভবন ও বিবিধ]

প্লটের পরিমাণ		ইমারতের শ্রেণীঃ (G,H,J,K) (কারখানা, গুদাম, বিপদজ্জনক ও অন্যান্য ভবন)		
বর্গমিটার	কাঠা	রাস্তার স্বাভাবিক প্রস্থ (মিটার)	FAR	MGC %
১৩৪ বঃমিঃ বা ইহার নীচে	২ কাঠা বা ইহার নীচে	৬.০	২.০০	৬৫.০
১৩৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২০১ বঃমিঃ পর্যন্ত	২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৩ কাঠা	৬.০	২.০০	৬৫.০
২০১ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ২৬৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	৩ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৪ কাঠা	৬.০	২.২৫	৬৫.০
২৬৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৩৩৫বঃমিঃ পর্যন্ত	৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৫ কাঠা	৬.০	২.২৫	৬৫.০
৩৩৫ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪০২ বঃমিঃ পর্যন্ত	৫ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৬ কাঠা	৬.০	২.৫০	৬৫.০
৪০২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৪৬৯ বঃমিঃ পর্যন্ত	৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে কাঠা	৬.০	২.৫০	৬৫.০
৪৬৯ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৫৩৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	৭ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৮ কাঠা	৯.০	২.৭৫	৬৫.০
৫৩৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬০৩ বঃমিঃ পর্যন্ত	৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ৯ কাঠা	৯.০	২.৭৫	৬৫.০
৬০৩ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৬৭০ বঃমিঃ পর্যন্ত	৯ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১০ কাঠা	৯.০	২.৭৫	৬৫.০
৬৭০ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৮০৪ বঃমিঃ পর্যন্ত	১০ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১২ কাঠা	৯.০	৩.০০	৬২.৫
৮০৪ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ৯৩৮ বঃমিঃ পর্যন্ত	১২ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৪ কাঠা	৯.০	৩.২৫	৬২.৫
৯৩৮ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১০৭২ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৪ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৬ কাঠা	৯.০	৩.৫০	৬০.০
১০৭২ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১২০৬ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৬ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ১৮ কাঠা	৯.০	৩.৭৫	৬০.০

১২০৬ বঃমিঃ এর উর্ধ্ব হইতে ১৩৪০ বঃমিঃ পর্যন্ত	১৮ কাঠার উর্ধ্ব হইতে ২০ কাঠা	৯.০	৪.০০	৬০.০
১৩৪০ বঃমিঃ এর উর্ধ্বে	২০ কাঠার উর্ধ্বে	১২.০	৪.২৫	৬০.০
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	১৮.০	৪.৫০	৬০.০
যে কোন পরিমাণ	যে কোন পরিমাণ	২৪.০০	৫.০০	৬০.০

(২) FAR হিসাব করিবার ক্ষেত্রে কক্ষের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৪.২৫ মিটার হইতে পারিবে, যাহা ফিনিসড মেঝের উপরিতল হইতে ছাদের নীচ পর্যন্ত ধরা হইবে এবং ঢালু ছাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গড় উচ্চতা ৪.২৫ মিটার হইতে পারিবে।

(৩) FAR হিসাব করিবার সময় কক্ষের উচ্চতা ৪.২৫ মিটার হইতে ৬ মিটারের ক্ষেত্রে উক্ত কক্ষের টোটাল ফ্লোর এরিয়ার সহিত ৫০% ফ্লোর এরিয়া অতিরিক্ত হিসাবে সংযুক্ত হইবে যাহা ইমারতের টোটাল ফ্লোর এরিয়ার ১০% এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে; কিন্তু ১০% এলাকার অতিরিক্ত বা কক্ষের উচ্চতা ৬ মিটারের উর্ধ্বে হইলে ঐ নির্দিষ্ট ফ্লোর এরিয়ার সহিত ইহার ১০০% ফ্লোর এরিয়া অতিরিক্ত হিসাবে সংযুক্ত হইবে, তবে ইহা A-5, E, F-1, F-4, G ও H শ্রেণীর ইমারতের শুধুমাত্র নীচতলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) ফ্লোর এরিয়া হিসাবের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী মেজানাইন তলার পরিমাণ যোগ হইবে।

(৫) অনুমোদনযোগ্য ঋঅজ নির্ধারণ এর জন্য ফ্লোর এরিয়া হিসাব করিবার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অংশসমূহ ধরা হইবে না, যথাঃ-

(ক) সিঁড়ির সর্বোচ্চ তলা যাহা টিপিক্যাল তলার সিঁড়ির এলাকা হইতে বড় নহে;

(খ) লিফটের যন্ত্র কক্ষ যাহা টিপিক্যাল তলার লিফট এবং লবির সম্মিলিত এলাকা হইতে বড় নহে;

(গ) ভূগর্ভস্ত ও ওভারহেড জলাধার, ওভারহেড জলাধার (যদি থাকে) সিঁড়ি অথবা লিফট এর যন্ত্রকক্ষের উপরে হইতে পারিবে, তবে সর্বোচ্চ তলার ছাদের ফিনিসড্ লেভেলের উপর হইতে সর্বোচ্চ উচ্চতা ৫ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(ঘ) ইমারতের জন্য প্রযোজ্য বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক কক্ষসমূহ যেইখানে সাব-স্টেশন, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার, মিটার রুম ও এয়ারকন্ডিশনিং প্লান্ট এর সংস্থান করা হইবে;

(ঙ) পার্কিং এলাকা, যাহাতে সর্বোচ্চ গাড়ির সংখ্যা সারণী-৪ অনুসারে বাধ্যতামূলক সর্বনিম্ন সংখ্যার দুইগুণের বেশী হইতে পারিবে না এবং ড্রাইভওয়ে, র‌্যাম্প ও কার লিফট পার্কিং এলাকার অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং বেসমেন্ট ব্যতিত অন্যান্য ঋষড়ড়ৎ এ নিরেট বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ থকিবে না;

(চ) গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা থাকিলে, টয়লেট সুবিধাসহ গাড়ী চালকদের অপেক্ষার স্থান, যাহার মাপ প্রদত্ত পার্কিং স্থানের সর্বোচ্চ ৫% হইবে;

(ছ) নীচতলায় নিরাপত্তাব পোস্ট যাহার পরিমাপ ৫ বর্গমিটার অতিক্রম করিবে না;

(জ) ইমারতের বাহিরের দিকের ঝুলন্ত ব্যালকনি যাহার ক্ষেত্রফল সংশ্লিষ্ট ফ্লোর এরিয়ার ২.৫% পর্যন্ত, তবে এই ব্যালকনি আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে বর্ধিত হইতে পারিবেনা;

(ঝ) দফা-জ এ বর্ণিত ২.৫% এর অতিরিক্ত কেবলমাত্র ইমারতের সম্মুখ দিকের ব্যালকনি এবং এই ধরণের ব্যালকনির জন্য বিধি ৪৬ (৫) (ঘ) এর শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে;

(ঞ) শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীচতলায় উন্মুক্ত স্থান যাহার ছাদ আছে কিন্তু পার্শ্ব খোলা;

(ট) ইমারতের শ্রেণী ই-১ এর জন্য নীচ তলার উন্মুক্ত স্থানের সর্বোচ্চ ২০% যাহা উন্মুক্ত ব্যবহারের সহায়ক কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে;

(ঠ) ইমারতের শ্রেণী ই-২ এর জন্য নীচ তলার উন্মুক্ত স্থানের সর্বোচ্চ ৪০% যাহা উন্মুক্ত ব্যবহারের সহায়ক কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে;

(ড) আকাশের দিকে উন্মুক্ত টেরেস ও ছাদ এবং পারগোলা;

(ঢ) কাড় (Loft) এলাকা যাহা কক্ষ হিসেবে পরিবর্তন করা যাইবে না;

(ণ) আলো এবং বাতাস কূপ যাহা সংকুচিত করা যাইবে না;

(ত) নিজস্ব মালিকানাধীন রাস্তা (FAR নির্ণয়ের সময় জমির ক্ষেত্রফলের সাথে এই রাস্তার পরিমাপ যোগ করা যাইবে না);

(থ) আবশ্যকীয় অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ি, তবে যে ইমারতে মাত্র একটি সিঁড়ি আছে তাহা একইসাথে অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার হইলেও এই সুবিধা পাইবে না;

(দ) পানি ও সৌর শক্তি সংগ্রহের জন্য যে কোন কাঠামো যাহা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে না;

(ধ) নান্দনিক সৌন্দর্য্যের কারণে ব্যবহৃত কোন কাঠামো যাহা অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবেনা; এবং

(ন) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ক কন্ট্রোল কক্ষ।

(৬) সারণী ৩(ক) হইতে ৩(চ) এ উল্লিখিত FAR এর সর্বোচ্চ মান নগর মধ্যবর্তী ঘনবসতি এলাকার জন্য, তবে ব্যবহারের ধরণ সাপেক্ষে নগর উন্নয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ নগরীর প্রান্ত এলাকায় উক্ত মান যুক্তিসংগতভাবে পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৭) নিম্নবিত্ত ও দূস্থ জনগোষ্ঠির জন্য সরকারী বা বেসরকারীভাবে পরিকল্পিত আবাসনের ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন কমিটি পর্যালোচনাপূর্বক ঋঅজ, সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন, সেট ব্যাক ও রাস্তার প্রশস্থতা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৮) গাড়ি পার্কিং এরিয়াসহ বিধি ৫১ (৫) এবং অন্যান্য বিধি বা উপ-বিধিতে বর্ণিত ছাড়সমূহ FAR অনুযায়ী হিসাবকৃত ফ্লোর এরিয়ার সহিত (অতিরিক্ত) যোগ করা যাইবে।

(৯) ৩.৬৫ মিটার হইতে ৫.৯৯ মিটার প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত জমিতে FAR এর সূচক ৩.০০ এবং সর্বোচ্চ ভূমি ব্যবহার ৬৫% হইবে।

(১০) ২.৫০ মিটার হইতে ৩.৬৪ মিটার প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত জমিতে FAR এর সূচক ২.০০ এবং সর্বোচ্চ ভূমি ব্যবহার ৬৫% হইবে।

(১১) ৬ মিটার হইতে ২৪ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত রাস্তার ক্ষেত্রে প্রতি ০.৩০ মিটার অতিরিক্ত রাস্তার প্রশস্ততার জন্য ছক হইতে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট FAR এর মানের সহিত ০.০৫ মিটার করিয়া অতিরিক্ত FAR এর সূচক যোগ হইবে যাহা বিধি ৫৪ (৭) অনুযায়ী নির্ণিত FAR এর সংশ্লিষ্ট ধাপের পরবর্তী ধাপের FAR এর মানের অধিক হইবে না।

(১২) ২৪ মিটারের অতিরিক্ত প্রশস্ত রাস্তার জন্য ২৪ মিটারের ছকের নির্দিষ্ট FAR প্রযোজ্য হইবে।

(১৩) সরকার অনুমোদিত পরিকল্পিত এলাকায় মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্লটের মূল ব্যবহার পরিবর্তিত হইলে মূল ও পরিবর্তিত ব্যবহারের জন্য প্রযোজ্য FAR এর মধ্যে ক্ষুদ্রতরটি এবং উক্ত FAR এর ছকের ভূমি আচ্ছাদন প্রযোজ্য হইবে।

(১৪) ১৮ ও ২৪ মিটার প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে জমির পরিমাণ "প্রযোজ্য নহে" ছকের ক্ষেত্রে আবেদনকারী "প্রযোজ্য নহে" ছকে প্রদর্শিত FAR এবং ভূমি আচ্ছাদন ব্যবহার করিতে পারিবে অথবা জমির ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল প্রযোজ্য ছকের FAR ও ভূমি আচ্ছাদন ও ব্যবহার করা যাইবে।

(১৫) জমির পরিমাণ অথবা রাস্তার প্রশস্ততার উপর (যাহা কম) নির্ভরশীল প্রযোজ্য ছকের FAR ও ভূমি আচ্ছাদন ব্যবহার না করিয়া তাহার নিম্নের ছকের FAR ও উক্ত ছকের ভূমি আচ্ছাদন ব্যবহার করা যাইবে, তবে এই ক্ষেত্রে রাস্তার প্রশস্ততার জন্য উপ-বিধি (১১) অনুযায়ী প্রাপ্য অতিরিক্ত FAR সুবিধা পাওয়া যাইবে না।

৫২। ইমারতের উচ্চতা ।- (১) মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত সকল প্রকার উচ্চতা সম্পর্কিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) বিমানবন্দর, মাইক্রোওয়েভ স্টেশন, টেলিযোগাযোগ স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা অথবা অন্যান্য বিশেষ কাঠামোর নিকটবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে ইমারতের উচ্চতা স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত বিধিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৩) নদীর ধার, বৃহৎ জলাশয়, বাগান, ঐতিহাসিক এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইমারতের উচ্চতার উপর কর্তৃপক্ষ বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) কোন ইমারত বা স্থাপনা ৪৫.৭০ মিটার বা তাহার বেশী উচ্চতার হইলে ইমারত বা স্থাপনার শীর্ষে লাল নিরাপত্তা বাতি স্থাপন করিতে হইবে।

৫৩। তলা ও বেসমেন্ট।- (১) ইমারতের বিভিন্ন তলাকে বেসমেন্ট, সেমি-বেসমেন্ট, নীচতলা (Ground Floor), দ্বিতীয় তলা (First Floor), তৃতীয় তলা (Second Floor), ছাদ ইত্যাদি নামকরণ করা হইবে।

(২) বেসমেন্ট এর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) বেসমেন্টকে প্রয়োজনে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া প্রয়োজনীয় আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সর্বদা শুষ্ক রাখিতে হইবে;

(খ) বেসমেন্টে যাহাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করিতে না পারে বা অন্য কোন উপায়ে পানি জমিতে না পারে সেইজন্য যথাযথ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(গ) ব্যবহারকারীর সংখ্যা ও যাতায়াত দূরত্বের উপর নির্ভর করিয়া বেসমেন্টে সিঁড়ির সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে সকল বেসমেন্ট কমপক্ষে একটি সিঁড়ি দিয়া নীচতলা অথবা ভূমি সমতলের সহিত সংযুক্ত থাকিতে হইবে;

(ঘ) বেসমেন্টের নির্মাণ কার্য শুরু হইবার ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে যথাযথভাবে সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্পন্ন ও গ্রহণ করিতে হইবে অন্যথায় কর্তৃপক্ষ নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(ঙ) বেসমেন্টের নির্মাণ কার্য চলাকালীন প্রতিবেশীর ইমারত ও জনগণের স্বার্থ সুবিধাদি রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব হইতেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিরাপত্তা মুচলেকা দিতে হইবে (সংযুক্তি-৩০১);

(চ) বেসমেন্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হইলে এবং এই বিধিমালা ও কোডের সংশিগুষ্ট বিধানসমূহ যথাযথ অনুসরণ করিলে বেসমেন্টে আবাসিক ব্যবহার ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার করা যাইবে।

৫৪। রাস্তা ও ফুটপাথ।- (১) ইমারতের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬ (ছয়) মিটার প্রশস্ত রাস্তা (ফুটপাথ্‌সহ) থাকিতে হইবে, তবে ইহা বিধি ৪৮(৩/৪/৫) ও ৫১(৯/১০) অনুযায়ী প্রাপ্য FAR এর জন্য প্রযোজ্য নহে।

(২) অনুমোদিত ডিটেইল্‌ড এরিয়া প্ল্যানের অন্তর্ভূক্ত কোন রাস্তা যদি ৬(ছয়) মিটারের (ফুটপাথ্‌সহ) কম প্রশস্ত হয় তাহা হইলে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের আবেদনের সময় রাস্তার প্রস্থ ৬(ছয়) মিটার করিবার জন্য প্রয়োজনীয় জমির অর্ধেক (উভয় দিকে সমপরিমাণ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে হস্তান্তর করিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে এবং এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পূর্বে ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য আবেদন করা যাইবে, তবে আবেদন অনুমোদিত হইলেও এই হস্তান্তার প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শুরু করা যাইবেনা।

(৩) রাস্তার জন্য জমির প্রযোজ্য অংশ হস্তান্তরের অঙ্গীকার করিবার পর প্রযোজ্য হ্রাসকৃত প্লটের আকারের উপর ভিত্তি করিয়া প্লটের ঋঅজ, প্রয়োজনীয় সেটব্যাক এবং সর্বোচ্চ ভূমি আচ্ছাদন হিসাব করিতে হইবে।

(৪) প্লট সংলগ্ন রাস্তাসমূহ ৬ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত করিবার ক্ষেত্রে যেই সকল দিকে রাস্তার জন্য জমি ছাড়িতে হইবে, সেই সকল দিকের জন্য রাস্তাসংলগ্ন জমি প্রতি ০.৩ মিটার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য ০.০৫ করিয়া সর্বোচ্চ ০.২ পর্যন্ত ঋঅজ সুবিধা পাওয়া যাইবে এবং উক্ত ঋঅজ মূল FAR এর সহিত অতিরিক্ত হিসাবে যোগ করা যাইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী রাস্তা ৬ মিটারের বেশী প্রশস্ত করিবার জন্য অতিরিক্ত জমি ছাড়িয়া দিতে হইলেও শুধুমাত্র রাস্তা ৬ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া জমির FAR সুবিধা (প্রতিদিকের রাস্তার জন্য জমি ছাড়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০.২ পর্যন্ত FAR) পাওয়া যাইবে এবং মূল FAR হিসাব করিবার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত রাস্তার প্রশস্ততা বিবেচনা করা হইবে ও অতিরিক্ত ঋঅজ মূল FAR এর সহিত যোগ করা যাইবে।

(৬) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নয়নকৃত হাউজিং এলাকা বা কমপ্লেক্সে আভ্যন্তরীণ রাস্তাসমূহের ন্যূনতম প্রস্থ বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিধিমালার বিধানানু‌যায়ী হইতে হইবে এবং আবাসিক প্রকল্পের রাস্তা ৭.৬২ মি.এর চাইতে সরু হইলে এবং উক্ত প্রকল্প অনুমোদিত হইয়া থাকিলেও ইমারতের নকশা অনুমোদনের সময় উহার প্রস্থ সঠিকভাবে সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

(৭) সারণী-৩ এ বিশ্লেষিত হয় নাই এইরূপ জমির ঋঅজ নির্ধারণের জন্য রাস্তার প্রশস্ততা ৬ মিটার বা ততোধিক হইলে FAR এর মান ও ভূমি আচ্ছাদন হিসাব করিবার ক্ষেত্রে রাস্তার প্রস্থের ভিত্তিতে প্রাপ্য সর্বোচ্চ FAR, অথবা জমির পরিমাণের ভিত্তিতে প্রাপ্য FAR, দুইটির মধ্যে যেটি কম তাহাই প্রযোজ্য হইবে এবং উক্তরূপে নির্ণিত FAR এর মান যে ছকে প্রদর্শিত সেই ছকের সংশ্লিষ্ট ভূমি আচ্ছাদন প্রযোজ্য হইবে, তবে সারণী-৩ এর ছকে প্রদর্শিত রাস্তার চাইতে অধিক

প্রশস্ত রাস্তার ক্ষেত্রে রাস্তার অতিরিক্ত প্রশস্ততার জন্য বিধি ৫১ (১১) অনুযায়ী রাস্তার জন্য প্রাপ্য অতিরিক্ত FAR প্রযোজ্য হইবে।

(৮) সকল নতুন সংযোগ সড়কের ক্ষেত্রে ফুটপাথের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৯) প্লটের সম্মুখে সংলগ্ন রাস্তায় ফুটপাথ বর্তমান না থাকিলে কর্তৃপক্ষ আদেশ করিলে আবেদনকারীকে উহা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষন করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণালী এবং পরিমাপ প্রদান করিবে।

৫৫। কিনারা সরলীকরণ।- (১) অপরিকল্পিত এলাকাসমূহের ক্ষেত্রে দুই রাস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত প্লটের সীমানা দেয়াল বা বেড়ার কিনারা বর্তুলাকার, অথবা কিনারা হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বে ও উচ্চতায় বিন্যস্ত হইতে হইবে যাহা রাস্তায় চলাচলকারীর নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত হইবে।

(২) অপরিকল্পিত এলাকাসমূহের ক্ষেত্রে দুই রাস্তার সংযোগস্থলের ব্যাসার্ধ রাস্তার প্রস্থ এবং ট্রাফিক প্যাটার্নের উপর নির্ভরশীল হইবে এবং এই কারণে কোণার জমির অংশের ১.৫ মিটার। ১.৫ মিটার পরিসরবিশিষ্ট জায়গা ভূমিতে ও উপরে খালি রাখিতে হইবে এবং কোন নির্মাণ কার্য করা যাইবে না।

৫৬। গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা।- (১) বিভিন্ন ধরণের গাড়ী পার্কি পরিসর ও গাড়ী ঘুরাইবার ব্যাসার্ধ নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী হইবেঃ

গাড়ীর ধরণ	পার্কি প্রস্থ (মিটার)	পার্কিং দৈর্ঘ্য (মিটার)	গাড়ী ঘুরাইবার আভ্যন্তরীণ ব্যাসার্ধ (মিটার)	বর্হিঃ ব্যাসার্ধ (মিটার)
সাধারণ গাড়ী (প্রতিটির জন্য)	২.৪	৪.৬	--	--
বাস ও ট্রাক (প্রতিটির জন্য)	৩.৬	১০.০	৮.৭	১২.৮
মাল্টি এক্সেল ট্রাক/লম্বা ট্রেলার (প্রতিটির জন্য)	৩.৬	১৮.০	৬.৯	১৩.৮
২-চাকার মটর বাইক (প্রতিটির জন্য)	১.০	২.০	--	--

(২) সাধারণ গাড়ির ড্রাইভওয়ের মাপ বিভিন্ন ধরণের পার্কিং এর জন্য নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী হইবেঃ

পার্কিং	একমুখী ট্রাফিক, একদিকে বে	একমুখী ট্রাফিক, দুইদিকে বে	দুইমুখী ট্রাফিক
০°	৩.৫ মি.	৪.০ মি.	৪.২৫ মি.
৪৫°	৪.০ মি.	৪.০ মি.	৪.২৫ মি.
৯০°	৪.২৫ মি.	৪.২৫ মি.	৪.২৫ মি.

নোটঃ (ক) পাশাপাশি দুই বা ততোধিক সাধারণ গাড়ি পার্কিং এর ক্ষেত্রে পার্কিং এর বাধামুক্ত প্রস্থ প্রতি গাড়ির জন্য ২.৩ মিটার প্রস্থ ধরিয়া ইহার গুনিতক হারে হিসাব করিতে হইবে।

(খ) বাস ও ট্রাক, মাল্টি এক্সেল ট্রাক/লম্বা ট্রেলারের ড্রাইভ্ওয়ের মাপ নির্ধারণের জন্য গাড়ি ঘুরাইবার আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ব্যাসার্থের পরিমাপ বিবেচনা করিতে হইবে।

(গ) সাধারণ গাড়ি ও দুই চাকার মটর বাইকের ক্ষেত্রে গাড়ি ঘুরাইবার জন্য আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ ব্যসার্ধের পরিমাপের উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

(৩) সাধারণ গাড়ির প্রবেশ ও নির্গমন পথ এক হইলেও পার্কিং এর প্রবেশপথের বাধামুক্ত প্রস্থ ৩ মিটারের কম হইবে না এবং এই প্রস্থের মধ্যে কোন ফুটপাথ্ বা অন্য বাধা থাকিবে না, তবে উহা বিধি ৫১ (১০) এর বিধনানুযায়ী প্রযোজ্য রাস্তা সংলগ্ন প্লটের জন্য বিবেচিত হইবেনা।

(৪) বাস ও ট্রাকের পৃথক প্রবেশ ও নির্গমন পথের প্রস্থ ন্যূনতম ৪.২৫ মিটার ও একক প্রবেশ ও নির্গমন পথের ক্ষেত্রে ৬ মিটার হইবে।

(৫) বৃহদায়তন প্রকল্প বা ইমারত অনুমোদনের জন্য দাখিলকৃত নকশাসমূহের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পার্কিং স্থান নিম্নর্ণিত সারণী-৪ অনুযায়ী হইবে ঃ

সারণী- ৪

বিভিন্ন শ্রেণীর ভবনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পার্কিং স্থান

ভবনের ব্যবহার/বসবাসের ধরণ (**Occupancy)**	ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পার্কিং ব্যবস্থা (**Minimum Parking Requirements)**
আবাসিক ভবন (অকুপেন্সি টাইপ- **'A')** একক পরিবার ভিত্তিক/রো হাউস/২০০ ব.মি.র বেশী নয় এমন গ্রস ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অর্ধ বিচ্ছিনড়ব (semi detached) আবাসিক ভবন	১ টি কার পার্কিং
একক পরিবার ভিত্তিক/রো হাউস/২০০ ব.মি.র উর্ধ্বে গ্রস ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট অর্ধ বিচ্ছিনড়ব (semi detached) আবাসিক ভবন	২ টি কার পার্কিং
একাধিক পরিবার(Multi-family) ভিত্তিক আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে ২০০ ব:মি: এর অধিক গ্রস এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট	প্রতি ইউনিটের জন্য ১ টি কার পার্কিং
১৪০ ব:মি: উর্ধ্ব হইতে ২০০ ব:মি গ্রস এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট	প্রতি ৩ ইউনিটের জন্য ২ টি কার পার্কিং
৯০ ব:মি: উর্ধ্ব হইতে ১৪০ ব:মি গ্রস এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট	প্রতি ২ ইউনিটের জন্য ১ টি কার পার্কিং
৬০ ব:মি: উর্ধ্ব হইতে ৯০ ব:মি গ্রস এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট	প্রতি ৪ ইউনিটের জন্য ১ টি কার পার্কিং
৬০ ব:মি: পর্যন্ত গ্রস এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট	প্রতি ৮ ইউনিটের জন্য ১ টি কার পার্কিং
৯০ ব:মি: পর্যন্ত গ্রস এরিয়ার ফ্ল্যাট (কার পার্কিং এর অতিরিক্ত)	প্রতি ৫ ইউনিটের জন্য ১ টি মোটর সাইকেল পার্কিং
হোটেল (স্টার শ্রেণীভূক্ত)	প্রতি ৫ টি গেষ্টরুমের জন্য ১ টি কার পার্কিং
হোটেল (অন্যান্য শ্রেণীভূক্ত)	প্রতি ২০০ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
অন্যান্য	প্রতি ৩০০ ব:মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (অকুপেন্সি টাইপ -'B') কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়. সহায়ক (Tertiary) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রতি ২০০ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং। স্কুল চত্ত্বরের মধ্যে রাস্ড়ার সমান্তরালে নীচ তলায় বাধামুক্ত ৪.২৫ মি. প্রশস্থ ও ২৫মিঃ দৈর্ঘ্য ড্রপিং বে থাকিতে হইবে (সবার জন্য উন্মুক্ত)। ২৫ মিটারের কম দীর্ঘ মুখ বিশিষ্ট পটের জন্য পটের সম্পূর্ণ সম্মুখভাগ বাঁধামুক্ত ৪.২৫ মিঃ প্রস্থ বিশিষ্ট ড্রপিং বে থাকিতে হইবে।
প্রাতিষ্ঠানিক (অকুপেন্সি টাইপ 'C')	প্রতি ২০০ ব:মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
স্বাস্থ্য সেবা (অকুপেন্সি টাইপ **'D')** হাসপাতাল, ক্লিনিক	প্রতি ৫ টি বেডের জন্য ১ টি কার পার্কিং
চিকিৎসা গবেষণাগার	প্রতি ১০০ ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
অন্যান্য (চিকিৎসা বহির্বিভাগ, দলগত প্রাকটিস ইত্যাদি)	প্রতি ২০০ ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
ভবনের ব্যবহার/বসবাসের ধরণ (**Occupancy)**	ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পার্কিং ব্যবস্থা (**Minimum Parking Requirements)**
সমাবেশ (অকুপেন্সি টাইপ 'E') সিনেমা	প্রতি ৪০ টি সিটের জন্য ১ টি কার পার্কিং

থিয়েটার, অডিটোরিয়াম		প্রতি ২০ টি সিটের জন্য ১ টি কার পার্কিং
বিবাহ/ পার্টি সেন্টার		প্রতি ১০০ ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
ধর্মীয় স্থাপনা	৩০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত	কমপক্ষে ১টি গাড়ি পার্কিং স্থান
	৩০০ বর্গ মিটার এর উর্ধ্বে	প্রতি ১০০ ব: মি: এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
অন্যান্য		প্রতি ২০০ ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
বাণিজ্যিক স্থাপনা (অকুপেন্সি টাইপ -'F')' দোকান, ডিপার্টমেন্ট স্টোর,		প্রতি ২০০ ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
রেষ্টুরেন্ট		প্রতি ১০০ ব: মিঃগ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
অফিস		প্রতি ২০০ ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
অন্যান্য		প্রতি ২০০ ব: মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং
শিল্প স্থাপনা (অকুপেন্সি টাইপ-'G') ষ্টোরেজ বিল্ডিং (অকুপেন্সি টাইপ -'H')		সকল স্থাপনার ক্ষেত্রে লোডিং আনলোডিং বে ব্যতীত কমপক্ষে ১টি ট্রাক পার্কিং ও ১টি কার পার্কিং থাকিতে হইবে। শিল্প স্থাপনা ও স্টোরেজ বিল্ডিং-এ প্রশাসনিক, বিক্রয় ইত্যাদি দপ্তর থাকিলে শুধু ঐ অংশের ক্ষেত্রে প্রতি ২০০ ব:মি: গ্রস এরিয়ার জন্য ১টি কার পার্কিং থাকিতে হইবে।

নোট

- মিশ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্কিং স্পেসের পরিমাণ ভবনের প্রতি তলার ব্যবহারের ধরণকে ভিত্তি ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে। উক্ত ব্যবহারের ভিত্তিতে নির্ধারিত পার্কিং চাহিদার যোগফল মিশ্র ব্যবহারের মোট পার্কিং চাহিদা বলিয়া গণ্য হইবে।
- একাধিক টাইপের ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য প্রয়োজনীয় পার্কিং চাহিদার যোগফল মোট পার্কিং চাহিদা হিসেবে গণ্য হইবে।
- পার্কিং স্পেসের চাহিদার ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে ১ (একটি) পার্কিং হিসাব করিতে হইবে।
- নগর উন্নয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে নিম্ন আয়ের আবাসিক এলাকার জন্য কর্তৃপক্ষ পার্কিং স্পেসের পরিমাণ কমাইতে পারিবে।
- ৯০ ব.মি: এর কম ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে মোটর সাইকেল এবং কারের সমন্বয়ে পার্কিং হইতে পারিবে।
- যে কোন ধরণের ভবনের জন্য ন্যূনপক্ষে ১ (একটি) কার পার্কিং এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৬) অনূর্ধ্ব চারটি পর্যন্ত গাড়ির পার্কিং এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে রাস্তা হইতে সরাসরি কৌণিক পার্কিং নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে দেওয়া যাইতে পারে, যথাঃ-

(ক) উক্ত কৌণিক পার্কিং ৪৫ ডিগ্রীর মধ্যে হইতে হইবে;

(খ) বাসস্ট্যান্ডের ১৫ মিটারের মধ্যে উক্ত পার্কিং হইবে না;

(গ) পথচারী পারাপারের চিহ্নিত জায়গার বা কোন মোড়ের ২৫ মিটারের মধ্যে উক্ত পার্কিং হইবে না; এবং

(ঘ) উক্ত পার্কিং কোন অবস্থাতেই জাতীয় মহাসড়কে হইবে না।

(৭) কোন পার্কিং এলাকায় প্রবেশ বা নির্গমন পথের জন্য ফুটপাথ্ কাটিতে হইলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক পথচারীদের সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ফুটপাথের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে নির্মাণব্যয় আবেদনকারী বহন করিবে।

(৮) পার্কিং স্থানে র‌্যাম্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঢাল ১:৮ হইবে এবং র‌্যাম্প শুরুর পূর্বে ৪.২৫ মিটার দীর্ঘ আনুভূমিক পথ থাকিতে হইবে, তবে ০.৭৫ মিটার পর্যন্ত প্রারম্ভিক উচ্চতায় উঠা বা নামার জন্য উক্ত শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৯) প্রারম্ভিক উচ্চতায় উঠা বা নামার জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিঁড়িসহ) উপ-বিধি (৮) এ উলিণ্ডখিত র‌্যাম্প সেটব্যাক অংশে নির্মাণ করা যাইবে এবং প্লটের সীমানা হইতে শুরু বা সীমানাতে শেষ হইতে পারিবে।

(১০) একমুখী গাড়ী চলাচলের র‌্যাম্পের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রস্থ ৩ মিটার এবং উভয়মুখী গাড়ী চলাচলের র‌্যাম্পের ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রস্থ সাধারণ গাড়ীর ক্ষেত্রে ৪.২৫ মিটার এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৬ মিটার হইতে হইবে।

(১১) আবাসিক সাইটে ন্যূনতম ১০০টি গাড়ি পার্কিং এবং অন্যান্য সাইটে ৫০টি গাড়ি পার্কিং স্থানের ক্ষেত্রে একটি আলাদা ট্রাফিক মার্জিং লেন ও হোল্ডিং বে এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে সংলগ্ন রাস্তায় ট্রাফিকের সহজ চলাচল কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয়।

(১২) পার্কিং স্থান এবং র‌্যাম্প এর বাধামুক্ত উচ্চতা কমপক্ষে ২.২৫ মিটার হইতে হইবে।

(১৩) ১০ মিটার পর্যন্ত সম্মুখপ্রস্থবিশিষ্ট জমির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি প্রবেশ ও একটি নির্গমন পথ থাকিতে পারিবে এবং জমির সম্মুখপ্রস্থ ১০ মিটারের অধিক হইলেও কর্তৃপক্ষ দুইটির অধিক প্রবেশ ও নির্গমনের অনুমতি নাও দিতে পারে।

(১৪) গাড়ি পার্ক করিবার জায়গায় চলাচলের জন্য র‌্যাম্পের বিকল্প হিসাবে কার-লিফট স্থাপন করা যাইবে, তবে কার-লিফট এর প্রবেশ ও নির্গমন পথ বাধামুক্ত হইতে হইবে।

(১৫) পার্কিং পরিসরের লে-আউট প্ল্যান এমনভাবে হইতে হইবে যাহাতে প্রতিটি গাড়ী অন্য গাড়ির জন্য সমস্যার সৃষ্টি না করিয়া ড্রাইভওয়ে অথবা সার্কুলেশন ক্ষেত্র হইতে সরাসরি পর্কিং এ প্রবেশ ও বাহির হইতে পারে।

৫৭। মিশ্র উন্নয়ন (Mixed Use Development)।- (১) আবাসিক ব্যবহার বাণিজ্যিক ব্যবহারের সহিত মিশ্রিত হইলে FAR ও ভূমি আচ্ছাদন নির্ধারনের জন্য আবাসিক ব্যবহারের প্রযোজ্য বিধান কার্যকর হইবে এবং পার্কিং এর জন্য সারণী-৪ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত মিশ্র ব্যবহার ব্যতীত অন্য সকল মিশ্র ব্যবহার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য বিধানাবলীর কঠোরতমটি (Stringent Requirements) যেমন-সর্বনিম্ন FAR, FAR এর ছকের নির্দিষ্ট ভূমি আচ্ছাদন, সেটব্যাক, ইত্যাদি প্রযোজ্য হইবে, তবে কোন একটি শ্রেণী ফ্লোর এরিয়ার ৯০% বা উহার অধিক (পার্কিং বাদে) হইলে উক্ত বিশেষ ব্যবহার সংক্রান্ত বিধান উক্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং পার্কিং এর জন্য সারণী-৪ প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যে সকল জমি প্রশস্ত রাস্তা থাকিবার কারণে আবাসিক হইতে মিশ্র ব্যবহারে রূপান্তর করা হইয়াছে, সেইসব জমিতে অনাবাসিক ব্যবহারের জন্য গাড়ীর প্রবেশ এবং নির্গমন কেবলমাত্র উক্ত প্রশস্ত রাস্তা হইতে হইবে। এই ধরণের মিশ্র ব্যবহার যদি কর্নার প্লটে হয় তাহা হইলে আবাসিক ব্যবহারের জন্য যে কোন রাস্তা ব্যবহার করা যাইবে।

(৪) আবাসিক জমি সংলগ্ন জমিতে মিশ্র ব্যবহার ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে, আবাসিক জমির দিকে সীমানা হইতে ২.৫ মিটার সেটব্যাক রাখিতে হইবে।

(৫) মিশ্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবাসিক ব্যবহারের অংশে জানালা বা বারান্দা পার্শ্ববর্তী আবাসিক জমির দিকে দেওয়া যাইবে তবে অনাবাসিক ব্যবহারের অংশে পার্শ্ববর্তী আবাসিক জমির দিকে বারান্দা দেওয়া যাইবে না।

৫৮। ইমারতের পরিসরের ন্যূনতম চাহিদা।- ইমারতের বিভিন্ন কক্ষ বা স্থানের আয়তন বা পরিসরের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিমাপ ও শর্ত অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) বসবাসযোগ্য কক্ষ ঃ

(১) আবাসিক ভবনের বসত বাড়ীর প্রতিটি ইউনিট এর ক্ষেত্রে অন্তত একটি কক্ষ থাকিবে যাহার ক্ষেত্রফল ৯.৫ বর্গমিটার এবং প্রস্থ ২.৫ মিটার এর কম হইবে না এবং বসতবাড়িটির অন্যান্য বাসযোগ্য কক্ষসমূহের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ক্ষেত্রফল ৫
বর্গমিটার এবং নুন্যতম প্রস্থ ২ মিটার হইতে হইবে; এবং

(২) বসবাসযোগ্য কক্ষের ন্যূনতম উচ্চতা ২.৭৫ মিটার হইবে এবং বীমের নীচে ন্যূনতম ২.১৩ মিটার থাকিতে হইবে, তবে যদি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ হয় ন্যূনতম উচ্চতা ২.৪৪ মিটার হইতে পারিবে।

(খ) রান্নাঘর ঃ

(১) রান্নাঘরের ন্যূনতম ক্ষেত্রফল ৪ বর্গমিটার এবং প্রস্থ ১.৫ মিটার হইবে, তবে এই এলাকা দেওয়াল দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার বাধ্যবাধকতা নাই;

(২) রান্নাঘরের ন্যূনতম উচ্চতা ২.৭৫ মিটার হইবে; এবং

(৩) বাসগৃহের রান্নাঘরের জানালা ন্যূনতম ১(এক) বর্গমিটার ক্ষেত্রফল ব্যাপিয়া সরাসরি অথবা সর্বোচ্চ ২.০ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট বারান্দার মাধ্যমে বহিঃপরিসর অথবা আভ্যন্তরীন অঙ্গন বা আঙ্গিনা বা উঠান এর সাথে খোলা থাকিতে

পারিবে। যথাযথভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও যান্ত্রিক উপায়ে বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা থাকিলে বাসগৃহ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বহির্দেয়ালে জানালা না থাকিলেও চলিবে।

(গ) গোসলখানা ও টয়লেট ঃ

(১) বেসিন, ওয়াটার ক্লোজেট (Water Closet) এবং গোসলের স্থান সম্বলিত টয়লেট এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ফ্লোর এরিয়া ২.৭৫ বর্গমিটার এবং ন্যূনতম প্রস্থ ১.০০ মিটার হইবে;

(২) বেসিন ও ওয়াটার ক্লোজেট (Water Closet) সম্বলিত টয়লেট এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ফ্লোর এরিয়া ১.২০ বর্গমিটার এবং ন্যূনতম প্রস্থ ১ মিটার হইবে;

(৩) বেসিন এবং গোসলের স্থান সম্বলিত টয়লেট এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ফ্লোর এরিয়া ১.৫ বর্গমিটার এবং ন্যূনতম প্রস্থ ১ মিটার হইবে;

(৪) ওয়াটার ক্লোজেট (Water Closet) এবং গোসলের স্থান সম্বলিত টয়লেট এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম ফ্লোর এরিয়া ২.৫ বর্গমিটার এবং ন্যূনতম প্রস্থ ১ মিটার হইবে;

(৫) বাথরুম এর উচ্চতা ২.১৩ মিটার এর কম হইতে পারিবেনা এবং এই উচ্চতা ফিনিসড্ ফ্লোর হইতে ফিনিসড্ সিলিং বা ফলস্ সিলিং পর্যন্ত অথবা উপরের ফ্লোর এর প্লাম্বিং সিস্টেম এর ট্রাপ বা অন্যান্য পাইপ লাইনের নীচ পর্যন্ত পরিমাপকৃত হইবে; এবং

(৬) গোসলখানা বা টয়লেট এর জানালা ন্যূনতম ০.৩৭ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল ব্যাপিয়া আভ্যন্তরীন আঙ্গিনা, বহিঃপরিসর বা যে কোন এয়ারওয়েল বা লাইটওয়েল এর সহিত সরাসরি খোলা থাকিতে হইবে তবে যদি যথাযথভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বা যান্ত্রিক উপায়ে বায়ু প্রবাহের ব্যবস্থা থাকে তবে জানালা না থাকিলেও চলিবে।

(ঘ) সিঁড়ি ঃ

(১) বিভিন্ন ধরণের সিঁড়ির প্রতি ফ্লাইটের বাঁধামুক্ত ন্যূনতম প্রশস্ততার পরিমাপ নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী নির্ণীত হইবে -

সিঁড়ির ন্যূনতম বাঁধামুক্ত প্রস্থ

ভবনের শ্রেণী	সিঁড়ির ন্যূনতম প্রস্থ (মিটার)
A. আবাসিক	
A1 একক পরিবার বাড়ী	১.০০
A2 এপার্টমেন্ট ও ফ্ল্যাট বাড়ী	১.১৫
A3 মেস, হোষ্টেল	১.২৫
A4 নিমড়ববিত্তের বাড়ী	***
A5 আবাসিক হোটেল	১.২৫
B. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১.৫০
C. প্রাতিষ্ঠানিক	১.৫০
D. স্বাস্থ্যসেবা	২.০০
E. সমাবেশ	২.০০
F. বাণিজ্যিক ভবন	
F1 অফিস	১.৫০
F2 ছোট দোকান এবং বাজার	১.৫০
F3 বড় দোকান এবং বাজার	২.০০
F5 নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা	১.৫০
অন্যান্য	১.২৫
*** বিধি ৫৮ (ঘ)(১০) অনুযায়ী হইবে।	

(২) সিঁড়ির রাইজার ও ট্রেডের পরিমাপ এমন হইবে যেন একটি রাইজার ও একটি ট্রেডের যোগফল কমপক্ষে ৪০০ মিলিমিটার হয় এবং রাইজারের সর্বোচ্চ মাপ ১৭৫ মিলিমিটার এবং ট্রেডের এর সর্বনিম্ন মাপ ২২৫ মিলিমিটার হয়;

(৩) নোজিং বা হেলানো রাইজার এর কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মাপ ট্রেডের মাপের মধ্যে গণ্য করা যাইবে এবং সিঁড়ির একটি ফ্লাইটের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাপের রাইজার এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মাপের ট্রেডের মধ্যে পার্থক্য উভয় ক্ষেত্রে গড় মাপের ২ শতাংশের বেশী হইবে না;

(৪) সিঁড়ির যে কোন একটি ফ্লাইটে মোট ধাপের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে হইবে;

(৫) সিঁড়ির ফ্লাইটসমূহের অন্তবর্তী সর্বনিম্ন উচ্চতা (Head Room) ২.১৫ মিটার হইতে হইবে;

(৬) সিঁড়ি ঘরের যে কোন ল্যান্ডিং এর তলার প্যাসেজ, যাহা আবাসযোগ্য নয় এইরূপ সার্ভিস স্পেসকে যুক্ত করে তাহার সর্বনিম্ন উচ্চতা ২.১০ মিটার হইবে এবং ল্যান্ডিং এর তলার অন্য সকল প্যাসেজ ও স্পেস এর ন্যূনতম উচ্চতা ২.১৫ মিটার হইতে হইবে;

(৭) সিঁড়ির রেলিং এর ন্যূনতম উচ্চতা ০.৯০ মিটার হইবে এবং এই মাপ সিঁড়ির ধাপের নোজ হইতে রেলিং এর উপরিতল পর্যন্ত উলম্ব দৈর্ঘ্য বোঝাইবে এবং শিশুরা যদি এই সিঁড়ি ব্যবহার করে তবে ব্যলাসট্রেড ডিজাইন শিশুদের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ হইতে হইবে;

(৮) ল্যান্ডিং এর গভীরতা (depth) যে কোন লেভেলে ন্যূনতম সিঁড়ির প্রস্থের সমান হইতে হইবে;

(৯) ছাদের সিড়িঘরের ন্যূনতম উচ্চতা ২.১০ মিটার হইতে হইবে;

(১০) প্রতি তলায় সর্বাধিক দুইটি বসতবাড়ী ইউনিট এর জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এমন সিঁড়ির প্রতি ফ্লাইটের জন্য সর্বনিম্ন বাধামুক্ত প্রস্থ নিম্বরূপ হইবে-

দুই তলা ইমারত	০.৭৫ মিটার
তিন তলা ইমারত	০.৮০ মিটার
চার তলা ইমারত	০.৯০ মিটার
চার তলার অধিক ইমারত	১.০০ মিটার

(ঙ) আবাসিক ভবনে কক্ষের উচ্চতার হিসাব ও অন্যান্য মাপসমূহ ঃ

(১) মেঝের উপরের ফিনিসড় তল হইতে ছাদের নীচের ফিনিসড় তল পর্যন্ত কক্ষের উচ্চতা হিসাব করা হইবে;

(২) ক্ষেত্রমত কক্ষ বা স্পেসের ন্যূনতম বাধামুক্ত উচ্চতা নিম্নরূপ হইবে, যথা–

- বাথরুম, ল্যাভেটরি, টয়লেট, পোর্চ, বেলকনি ইত্যাদি ২.১৩ মিটার পর্যন্ত;
- আবাসিক ভবন সমূহের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন বাসযোগ্য কক্ষ, রান্না ঘর, স্টোর রুম, ইউটিলিটি রুম, বক্স রুম এর ছাদ ন্যূনতম ২.৭৫ মিটার উচ্চতায় থাকিতে হইবে যাহা ফিনিশড্ ফ্লোর লেভেল হইতে ছাদের অথবা ফলস্ ছাদের সর্বনিম্ন তল পর্যন্ত বুঝাইবে, তবে এই ধরণের বাসযোগ্য কক্ষের ক্ষেত্রে মেঝের ক্ষেত্রফলের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ এলাকায় সর্বনিম্ন ২.৪৪ মিটার উচ্চতা রাখা যাইবে এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের ক্ষেত্রে ন্যূনতম উচ্চতা ২.৪৪ মিটার হইতে হইবে;
- ঢালু ছাদের ক্ষেত্রে যেইখানে সিলিং নাই সেইখানে মেঝে হইতে ছাদের সর্বনিম্ন তল ন্যূনতম ২ মিটার উঁচু হইতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে গড় উচ্চতা ২.৪৪ মিটার এর কম হইতে পারিবে না;
- ছাদ, ফোল্ডেড প্লেট, শেল ইত্যাদি এবং ফলস্ সিলিং এর নীচে অথবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ফলস সিলিং না থাকিলে ডাক্ট এর নীচে মেঝে হইতে ন্যূনতম উচ্চতা ২.৪৪ মিটার হইতে হইবে;
- আবাসিক নয় এমন ইমারত এর ক্ষেত্রে ছাদের নিম্ন তলের উচ্চতা নির্ধারণের প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী হইতে হইবে-

ভবনের শ্রেণী	ন্যূনতম ছাদের উচ্চতা
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠানিক, বাণিজ্যিক, স্বাস্থ্য সেবা, সমাবেশ কক্ষ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ভবন	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন ভবনের ক্ষেত্রে ৩ মিটার এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবনের ক্ষেত্রে ২.৬ মিটার
শিল্প কারখানা, গুদাম ঘর, বিপদজনক ভবন, বিবিধ	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় এমন ভবনের ক্ষেত্রে ৩.৫ মিটার এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভবনের ক্ষেত্রে ৩ মিটার

(চ) কমিউনিটি স্পেস ঃ

(১) FAR এর আওতাভূক্ত সর্বমোট ৩০০০ (তিন হাজার) বর্গ মিটারের অধিক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আবাসিক ভবনে বসবাসকারীদের ব্যবহারের জন্য FAR ভুক্ত ও বসবাসের জন্য ব্যবহৃত ক্ষেত্রফলের (সিঁড়ি, লিফ্‌ট, লিফ্‌ট লবী ইত্যাদির ক্ষেত্রফল বাদে) ন্যূনতম ৪% জায়গা বিভিন্ন সামাজিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। অগ্নি-নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া Exit এর ব্যবস্থা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকিলে এই কমিউনিটি স্পেস বেসমেন্টে হইতে পারিবে; এবং

(২) ১৩০০ (এক হাজার তিনশত) বর্গমিটার বা ততোধিক সাইজের আবাসিক জমিতে এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ করিতে চাহিলে সম্পূর্ণ জমির অন্তত ১০% জায়গা উক্ত এ্যাপার্টমেন্টের বসবাসকারীগণের খেলার জায়গা হিসাবে রাখিতে হইবে, যাহার অর্ধেক আচ্ছাদিত এলাকায় হইতে পারিবে, কিন্তু কোন রকম দেওয়াল দ্বারা আবদ্ধ করা যাইবে না এবং ইহা FAR এর হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

৬ষ্ঠ অধ্যায়
স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

৫৯। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ।-

(ক) আলো ও বায়ুপ্রবাহ ঃ

(১) প্রত্যেকটি ইমারতে জানালা, স্কাইলাইট (Skylight), ফ্যানলাইট (Fanlight) ও দরজার মাধ্যমে অথবা অন্য যে কোন প্রাকৃতিক উপায়ে স্বাভাবিক আলো-বাতাসের প্রবাহ রাখিতে হইবে;

(২) আবাসিক বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত কক্ষের জানালার ক্ষেত্রফল ঐ কক্ষের মেঝের ক্ষেত্রফলের ন্যূনতম ১৫% এর সমান হইতে হইবে, যাহার কমপক্ষে অর্ধেক খোলা থাকিতে হইবে, তবে রান্নাঘর, টয়লেট, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিধি ৫৮

(খ) ও বিধি ৫৮ (গ) এর বিধান মানিতে হইবে;

(৩) যদি ইমারতে যথাযথ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, যান্ত্রিক বায়ুপ্রবাহ এবং কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা থাকে, সেইসব ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপায়ে আলো ও বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা না থাকিলে চলিবে;

(৪) বেসমেন্টে সকল ধরণের প্রয়োজনীয় আলো, পানি ও বর্জ্য নিষ্কাশন ও বায়ুপ্রবাহের (প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম) ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে প্রতিটি বেসমেন্টে পৃথক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৫) যদি কোন বসবাসযোগ্য কক্ষের আলো ও বাতাসের প্রধান উৎস অভ্যন্তরীণ অঙ্গন বা আঙিনা বা উঠান হয়, তবে তাহার মাপ নিম্নবর্ণিত ছক অনুযায়ী হইতে হইবে-

অভ্যন্তরীণ অঙ্গন বা আঙিনা বা উঠানের ন্যূনতম ক্ষেত্রফল
(বসবাসযোগ্য কক্ষের জন্য)

তলার সংখ্যা	সর্বোচ্চ উচ্চতা (মিঃ)	আভ্যন্তরীণ উঠান বা অঙ্গনের ন্যূনতম নেট ক্ষেত্রফল (বর্গ মিঃ)
৩ পর্যন্ত	১১	৯
৪	১৪	১৬
৫	১৭	২৫
৬	২০	৩৬

৭	২৩	৪৯
৮	২৬	৬৪
৯	২৯	৮১
১০	৩২	১০০
১১	৩৬	১২১
১২-১৩	৪২	১৪৪
১৪-১৫	৪৮	১৯৬
১৬-১৭	৫৪	২৫৬
১৮ এবং তদূর্ধ্ব	৬৩ এবং তদূর্ধ্ব	৩৬১
অভ্যন্তরীণ উঠানের পরিমাপের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বাহুর দৈর্ঘ্য বৃহত্তর বাহুর দৈর্ঘ্যের এক তৃতীয়াংশের কম হইবেনা।		

(৬) টয়লেটের জানালা অভ্যন্তরীণ অঙ্গন বা আঙিনা বা উঠান, অভ্যন্তরীন এয়ারওয়েল বা লাইটওয়েল এবং বায়ু চিমনীতে খুলিতে পারিবে;

(৭) স্বাভাবিক আলো এবং বায়ু চলাচলের মাত্রা ও মানের জন্য নিম্নবর্ণিত ছক অনুসরণ করিতে হইবে;

অভ্যন্তরীন এয়ারওয়েল বা লাইটওয়েল এর ন্যূনতম মাপসমূহ
(গোসলখানা, টয়লেট ও ওয়াটার ক্লোজেটর জন্য)

ভবনের উচ্চতা		শ্যাফটের ন্যূনতম নেট ক্রস সেকশন ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার)	শ্যাফটের ন্যূনতম প্রস্থ (মিটার)
তলা	উচ্চতা (মিঃ)		
৩ পর্যন্ত	১১	১.৫	১.০
৪	১৪	৩.০	১.২
৫	১৭	৪.০	১.৫
৬	২০	৫.০	২.০
৬ তলার উর্ধ্বে	২০ মিটারের উর্ধ্বে	৬.৫	২.৫
দ্রষ্টব্য ১। যান্ত্রিক বায়ু চলাচল ব্যবস্থা থাকিলে শ্যাফটের মাপসমূহ যান্ত্রিক ডিজাইনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে নিশ্চিত করিতে হইবে। ২। ভবনের বহিরাঙ্গনে সংস্থানকৃত এয়ারওয়েল বা লাইটওয়েল এর ক্ষেত্রে এবং আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের সহিত সংযুক্ত এয়ারওয়েল বা লাইটওয়েলসমূহের জন্য এই ন্যূনতম পরিমাপ প্রযোজ্য হইবেনা।			

(খ) সীমানা দেওয়াল ঃ

(১) আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে সীমানা দেওয়ালের উচ্চতা ৩ (তিন) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না যাহা সংলগ্ন রাস্তার সর্বোচ্চ বিন্দু হইতে পরিমাপকৃত হইবে এবং সর্বোচ্চ ১.৭৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত নিরেট ও বাকি অংশ বায়ু চলাচলের জন্য জালি অথবা গ্রীল করা যাইবে;

(২) সরকারী এবং বিশেষ ভবনের ক্ষেত্রে সীমানা দেওয়ালের প্রয়োজন হইলে দৃষ্টি নিক্ষেপণের সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে জালি অথবা গ্রীল ব্যবহার করিতে হইবে;

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে উচ্চতা ২.৭৫ মিটারের অধিক হইতে পারিবে না, যাহা সংলগ্ন রাস্তার সর্বোচ্চ বিন্দু হইতে পরিমাপকৃত হইবে, যাহাতে পার্শ্ব এবং পশ্চাতের দিকে সর্বোচ্চ ১.৭৫ মিটার পর্যন্ত নিরেট এবং বাকি অংশ বায়ু চলাচলের জন্য জালি অথবা গ্রীল ব্যবহার করা যাইবে এবং সম্মুখ অংশে সর্বোচ্চ ১ মিটার পর্যন্ত নিরেট করা যাইবে; বাকি অংশ বায়ু চলাচল ও দৃষ্টি নিক্ষেপণের জন্য জালি বা গ্রীল ব্যবহার করিতে হইবে; এবং

(৪) পাহাড়ী বা অসমান সাইটে সীমানা দেওয়ালের উচ্চতা প্রতিটি স্প্যানের মধ্যবর্তী বিন্দু হইতে হিসাব করিতে হইবে এবং এইরূপ স্প্যানের আনুভূমিক দৈর্ঘ্য ৩.০ মিটারের অধিক হইতে পরিবে না।

(গ) পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী এবং নর্দমা ঃ

(১) সমস্ত ইমারতে পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য বিধানের যথাযোগ্য সুবিধাসমূহ থাকিতে হইবে;

(২) যেইখানে সরকারি পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা রহিয়াছে, ইমারতের সমস্ত পয়ঃপ্রণালী এবং ময়লা পানি নির্গমন পথ ইহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে;

(৩) যেইখানে কোন সাধারণ পয়ঃপ্রণালী নাই অথবা থাকিলে কর্তৃপক্ষ যদি বহিঃনির্গমন পথসমূহকে তাহার সহিত সরাসরি সংযুক্ত হইতে না দেয় তাহা হইলে নির্দিষ্ট আকার এবং অবস্থানে সেপটিক ট্যাংক ব্যবহার করিয়া বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করিতে হইবে এবং সোক পিট ব্যবহার করিয়া নোংরা পানি নিষ্কাশন করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য প্রস্তুতকৃত লে-আউট নকশায় সেপটিক ট্যাংক এবং সোক পিট এর অবস্থান প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(৪) ছাদ হইতে বৃষ্টির পানি এবং ভূমি হইতে পানি রাস্তার নর্দমায় অথবা অন্য কোন নির্গমন প্রণালীতে নির্গমন (অথবা পুনঃব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ) এর জন্য পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা ইমারতে থাকিতে হইবে যাহা ইমারতের এবং ইমারত সংলগ্ন অন্যান্য ইমারতের দেয়াল অথবা ভিত্তিতে কোন ধরণের আর্দ্রতা অথবা ক্ষতি ঘটাইবে না এবং ছাদ হইতে নির্গত পানি সংলগ্ন সম্পত্তি বা সাধারণ জনগণের ব্যবহৃত জায়গায় বা সড়কে পড়িতে পারিবে না।

(ঘ) বর্জ্য নিষ্কাশন ঃ

(১) সাইটের আঙিনায় গৃহস্থলী ও অন্যান্য বর্জ্য সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া জায়গা রাখিতে হইবে;

(২) হাসপাতাল, পরীক্ষাগার, শিল্প-কারখানা জাতীয় যেইসব প্রতিষ্ঠান কঠিন (Solid), রাসায়নিক, ইত্যাদি বর্জ্য তৈরী করে সেইসব জায়গায় তা সংগ্রহ ও নিরাপদ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(৩) কোন প্রকার বর্জ্য সরাসরি জলাশয় বা খাল, বিল ও নদী-নালাতে ফেলা যাইবে না; এবং

(৪) রাসায়নিক বা বিষাক্ত বর্জ্য শোধন (Treatment) না করিয়া নর্দমা, ড্রেন, ডাস্টবিন, পয়:নালা, জলাধার এবং উন্মুক্ত স্থানে নিষ্কাশন বা মাটির নীচে পুতিয়া রাখা যাইবে না।

(ঙ) খোলা বৈদ্যুতিক তার ও অন্যান্য ইউটিলিটি ঃ

(১) খোলা বৈদ্যুতিক তার ও অন্যান্য ইউটিলিটি এর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ছক অনুসরণ করিতে হইবে-

ভবন সংলগ্ন বৈদ্যুতিক লাইনের ন্যূনতম দূরত্ব

লাইন ভোল্টেজ	খাড়া (মিঃ)	আনুভূমিক (মিঃ)
লো হইতে মিডিয়াম ভোল্টেজ লাইন এবং সার্ভিস লাইনসমূহ	২.৫	১.২৫
৩৩ কেভি পর্যন্ত হাই ভোল্টেজ লাইন	৩.৫	১.৭৫
৩৩ কেভি এর বেশী হাই ভোল্টেজ লাইন	৩.৫ এবং প্রতি ৩৩ কেভি অথবা আংশিক মানের জন্য অতিরিক্ত ০.৩	১.৭৫ এবং প্রতি ৩৩ কেভি অথবা আংশিক মানের জন্য অতিরিক্ত ০.৩

(২) যদি এই সকল ইউটিলিটি এর লাইন জমির উপর দিয়া, মাটি ঘেঁষিয়া বা জমির নীচ দিয়া যায় এবং এই লাইনগুলো নির্মাণকার্যের সুবিধার্থে পরিবর্তন করিতে হয়, তাহা হইলে এই পরিবর্তনের খরচ আবেদনকারীকে বহন করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদিত সড়ক খনন ও পুনঃনির্মাণ বিষয়ক নীতিমালা অনুসরন করিতে হইবে।

(চ) অগ্নি নিরাপত্তা ঃ

(১) ইমারত ব্যবহারকারীদের সঠিক নিরাপত্তার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপক নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা পরিশিষ্ট-১ অনুযায়ী নিশ্চিত করিতে হইবে;

(২) সকল ইমারতে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জরুরী প্রস্থান প্রদর্শনকারী দিকচিহ্ন থাকিতে হইবে; এবং

(৩) যন্ত্রচালিত উঠা নামার ব্যবস্থা ফায়ার এক্সিট (Fire Exit) হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না।

৭ম অধ্যায়
বিবিধ

৬০। ল্যান্ডস্কেপিং এবং পার্ক ।- (১) সকল সরকারি, বাণিজ্যিক ইমারত এবং বৃহদাকার ভবন বা কমপ্লেক্স নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি যথোচিত ল্যান্ডস্কেপ নকশা থাকিতে হইবে।

(২) পাবলিক পার্ক এবং খোলা পরিসরে যে কোন ইমারত নির্মাণের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে এবং এই রকম স্থানে নিম্নলিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত কোন কাঠামো বা ইমারত নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যথাঃ-

(ক) খেলাধুলা সংক্রান্ত কাঠামো; এবং

(খ) সাধারণ জনগণের সুবিধা প্রদানের সহিত জড়িত কাঠামো, যাহার উচ্চতা ৪.০ মিটার এর বেশী এবং ঐ কাঠামো পার্কের অথবা খোলা পরিসরের ৫% ক্ষেত্রফলের বেশী হইতে পারিবে না।

(৩) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ বা সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হইবে, যথাঃ-

(ক) যে কোন ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে; এবং

(খ) পরিবেশের জন্য বিরূপ না হইলে বা যানবাহন চলাচলের জন্য কোন সমস্যার সৃষ্টি না করিলে উদ্যানের অভ্যন্তরে পার্কিং বা অন্য কোন জনসুবিধার জন্য ১০০০ বর্গমিটার এর অধিক আয়তনের ভূগর্ভস্থ কাঠামো নির্মাণে।

৬১। ঐতিহ্য সংরক্ষণ (Conservation and Preservation)।- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তালিকাভূক্ত ঐতিহ্যবাহী বিশেষ ভবন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের যথাযথ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিম্নে প্রদত্ত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) কর্তৃপক্ষ তালিকাভূক্ত ইমারতের একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবে;

(খ) এইরূপ তালিকা সংরক্ষণের সময় কর্তৃপক্ষ সরকারের প্রত্নতত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিটিউট অথবা তাহাদের সাথে পরামর্শ করিবেন যাহারা বিশেষ নান্দনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক বা আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহনকারী ইমারতের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ;

(গ) এই বিধিমালার জন্য “তালিকাভুক্ত ইমারত” বলিতে ইমারত ও ইমারত সংলগ্ন যে-কোনো কাঠামো এবং ইমারতের সীমানার ভিতর অবস্থিত সকল অংশ বুঝাইবে;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ তালিকাভুক্ত ইমারতের তালিকা প্রস্তুতের পর অথবা এইরূপ তালিকা সংশোধনের পর যত শীঘ্র সম্ভব ঐসব ইমারতের মালিক এবং বসবাসকারীগণকে এইরূপ তালিকাভুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারী করিবে;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ তালিকাভুক্ত ইমারতের তালিকা জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখিবে;

(চ) কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত তালিকাভুক্ত ইমারতের কোনোপ্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা ধ্বংসসাধন করা যাইবে না;

(ছ) তালিকাভুক্ত ইমারতের যে-কোনো প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা ধ্বংসসাধনের জন্য নগর উন্নয়ন কমিটির লিখিত অনুমতির প্রয়োজন হইবে;

(জ) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে তালিকাভুক্ত ইমারতের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা ধ্বংস সাধনের আবেদনের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুমতি দিতে বা সম্পূর্ণ বাতিল করিতে পারিবে; কর্তৃপক্ষ অনুমতিদানের সময় যে কোন যুক্তিসঙ্গত শর্ত আরোপ করিতে পারিবে;

(ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদানকৃত অনুমতি তিন বছরের জন্য বৈধ থাকিবে;

(ঞ) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত তালিকাভুক্ত ইমারতের কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা ধ্বংস সাধন করে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ ইমারতের মালিক বা দখলদারকে কাজ বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবে;

(ট) কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে কোন তালিকাভুক্ত ইমারতের যথাযথ তত্ত্বাবধান হইতেছেনা, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ এইরূপ ইমারত বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঠ) কর্তৃপক্ষ জরুরী মনে করিলে তালিকাভুক্ত ইমারত সংরক্ষণের জন্য যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ড) কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে বিশেষ নান্দনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকাকে সংরক্ষণ এলাকা (Conservation Site) হিসাবে তালিকাভূক্ত করিতে পারিবে;

(ঢ) কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে সংরক্ষণ এলাকাসমূহের সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

(ণ) তালিকাভুক্ত ইমারত অথবা সংরক্ষণ এলাকা অথবা ডিটেইল্‌ড এরিয়া প্ল্যান (DAP)-এ নির্দেশিত বিশেষ মনোনীত এলাকার ২৫০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যে-কোনো উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এই অংশের উল্লিখিত নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ত) কর্তৃপক্ষ এইরূপ এলাকাসমূহের একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবে এবং জনসাধারণের আবেদন সাপেক্ষে সরবরাহ করিবে;

(থ) অনুচ্ছেদ (ণ) এ উল্লিখিত এলাকাসমূহে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র, বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র অথবা ইমারত নির্মাণ অনুমোদনের জন্য যে-কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কমিটির উপদেশ গ্রহণ করিবে, কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে এইরূপ কাজের জন্য বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিতে পারিবে;

(দ) কর্তৃপক্ষ কোন আবেদন বাতিল করিলে অথবা অনুমতির সহিত কোন শর্তারোপ করিলে আবেদনকারী যদি মনে করে এইরূপ করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই, তাহা হইলে আবেদনকারী নগর উন্নয়ন কমিটির নিকট লিখিত আপিল করিতে পারিবে;

(ধ) নগর উন্নয়ন কমিটি উল্লিখিত আবেদনসমূহ গ্রহণ বা বাতিল করিতে পারিবে অথবা শর্তযুক্ত অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬২। বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, জলাভূমির নিকটস্থ এবং পাহাড়ী এলাকায় উন্নয়ন ও নির্মাণ।- (১) বন্যাপ্রবণ অঞ্চল, জলাশয়ের নিকট কিংবা পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত সাইটের ক্ষেত্রে ভূমি ভরাট ও খননকালে তদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইনে বর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী অতিরিক্ত শর্ত প্রযোজ্য হইবে এবং ভূমি ভরাট ও খনন এলাকাসমূহ স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ পেশ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) সাইট ও সাইট সন্নিহিত রাস্তাসমূহের বিদ্যমান কন্টুর (Contour), স্পট লেভেল, ভূমির ঢাল; এবং

(খ) নতুন ঢাল বা বাঁধ (যদি প্রস্তাবে থাকে) এবং প্রস্তাবিত ঢাল বা বাঁধ সুদৃঢ়করণের জন্য যোগ্য কারিগরী ব্যক্তি কর্তৃক নিরূপিত এবং সুপারিশকৃত রিটেইনিং ওয়াল বা অন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো।

(২) নির্মাণ অনুমোদনপত্রের জন্য আবেদনের সময়ে রিটেইনিং ওয়াল বা বাঁধের প্রয়োজনীয় নকশা সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) পাহাড় হিসেবে দৃশ্যমান জমিতে যে কোন ধরনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কন্ট্যুর ম্যাপ অনুসরন করিতে হইবে।

(৪) এইরূপ ভূমিতে কোন অবস্থাতেই শিল্প স্থাপনা নির্মাণ করা যাইবে না।

(৫) পাহাড়ের ভূমিধ্বস এড়াইবার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের পাদদেশে অন্যান্য যে কোন কাজ শুরুর পূর্বে নিরাপত্তামূলক রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করিতে হইবে।

(৬) পাহাড় হইতে আগত পানির স্বাভাবিক প্রবাহের গতিপথ বাধাগ্রস্থ হয় এমন কোন কর্মকান্ড করা যাইবে না।

(৭) পাহাড় হিসাবে চিহ্নিত জমিতে ডিটেইল্‌ড এরিয়া প্ল্যানের নির্দেশিকা অনুযায়ী স্থাপনা নির্মাণ করিতে হইবে।

৬৩। বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ।- (১) কোন বিশেষ এলাকার জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত যে কোন নিষেধাজ্ঞা যথা- প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ, কবু Point Installation (KPI), জাতীয় নিরাপত্তা, বিমান চলাচল, টেলিযোগাযোগ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি উক্ত এলাকায় ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভিআইপি সড়কসমূহের পার্শ্বে ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে জনস্বার্থে সরকার কর্তৃক আরোপিত যে কোন শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত বা নির্ধারিত ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ এলাকাসমূহ যেমন- জাতীয় স্মৃতি সৌধ, ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, টাকশাল, লালবাগ দূর্গ, রেডিও ও টেলিভিশন ট্রান্সমিশন কেন্দ্র ইত্যাদি ভবনের আশেপাশের ইমারতের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে মহাপরিকল্পনার সুপারিশ এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় আরোপিত সরকারি আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বিমান বন্দর ও সংলগ্ন এয়ার ফানেল এর জন্য নির্ধারিত এলাকায় সকল ধরণের ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন এলাকাতে অনুমোদনযোগ্য ইমারতের সর্বোচ্চ উচ্চতার বিষয়টি উল্লেখপূর্বক একটি নির্দেশিকা নকশা পেশাজীবি ও জনসাধারণের অনুধাবনের জন্য প্রদর্শন/সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) বিমান চলাচল বা অন্য কোন কারণে উচ্চতা নিয়ন্ত্রিত এলাকাসমূহের প্লটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ FAR প্রয়োগ করিতে না পারিলে ঐ প্লটের জন্য আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থান সংস্থানের পরিবর্তে প্রযোজ্য সেটব্যাক স্পেস রাখিয়া অনুমোদিত উচ্চতা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করা যাইবে এবং এই নির্মিত ভবনের FAR ভুক্ত ক্ষেত্রফল কোনভাবেই ঐ প্লটের জন্য প্রযোজ্য FAR-এ প্রাপ্য ক্ষেত্রফলের চাইতে বেশী হইতে পারিবেনা।

৬৪। প্রতিবন্ধীসহ সার্বজনীনগম্যতা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।- প্রতিবন্ধীসহ সার্বজনীনগম্যতার ব্যাপ্তি এবং গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে, যথাঃ-

(ক) সকল ইমারতে পার্কিং স্পেস হইতে সংলগ্ন তলার লিফট লবী (যদি থাকে) পর্যন্ত সার্বজনীনগম্যতার ব্যবস্থা থাকিতে হইবে;

(খ) ১০০ বর্গমিটারের উপর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট সকল গণব্যবহার উপযোগী ইমারতসমূহে (যেমনঃ হোটেল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠানিক, স্বাস্থ্য সেবা, সমাবেশ ও বাণিজ্যিক ব্যবহার) প্রতিবন্ধীসহ সার্বজনীনগম্যতা অবশ্যই নিশ্চিত করিতে হইবে;

(গ) প্রযোজ্য সকল ইমারতে প্রতি তলায় ন্যূনতম একটি টয়লেট অথবা সার্বিক টয়লেট সংখ্যার ৫% (যাহা অধিক) পরিমাণ টয়লেটে প্রতিবন্ধীসহ সার্বজনীনগম্যতার জন্য সহজেই প্রবেশযোগ্য এবং সুনির্দিষ্টভাবে দিকনির্দেশিত করিয়া নির্দিষ্ট করিতে হইবে;

(ঘ) প্রযোজ্য প্রতিটি ইমারতে ন্যূনতম একটি পার্কিং অথবা সর্বমোট প্রয়োজনীয় পার্কিং সংখ্যার ৫% (যাহা অধিক) পরিমাণ পার্কিং প্রতিবন্ধীসহ সার্বজনীনগম্যতার জন্য নির্দিষ্ট করিতে হইবে; এবং

(ঙ) এই সকল ইমারতের ন্যূনতম মান পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী হইতে হইবে।

৬৫। নোটিশ জারীকরণ এবং শাস্তির বিধান।- (১) আইন এর অধীনে জারীযোগ্য সকল নোটিশ বা আদেশ Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) এর First Schedule Gi Order V এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জারী করা যাইবে।

(২) এই বিধিমালা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে Building Construction Act, 1952 এর section 12 Gi sub-Section (1) প্রযোজ্য হইবে।

(৩) Building Construction Act, 1952 Gi section 12 Gi sub-Section (1) এ প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাইবে।

৬৬। বিশেষ বিধান (Special Provision)।- (১) এই বিধিমালা জারীর পূর্বে অনুমোদিত (নির্মিত ও নির্মিয়মান উভয় ক্ষেত্রে) ভবনসমূহের সর্বমোট ক্ষেত্রফলসহ তলাপ্রতি ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত ও নকশার বহিঃঅবয়ব (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) অনুমোদিত পরিমাপের মধ্যে রাখিয়া যে আইনে নকশা অনুমোদিত হইয়াছে সেই আইনানুযায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইবে।

(২) এই বিধিমালা জারীর পূর্বে অনুমোদিত (নির্মিত ও নির্মিয়মান উভয় ক্ষেত্রে) ভবনসমূহের ক্ষেত্রে জমির পরিমান, রাস্তার প্রশস্ততা, ভূমি আচ্ছাদন, আবশ্যিক অনাচ্ছাদিত স্থান, সেটব্যাক ইত্যাদি এই বিধিমালার প্রযোজ্য বিধিসমূহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইলে/করা হইলে এই বিধিমালা অনুয়ায়ী প্রযোজ্য FAR সুবিধা গ্রহণ করিয়া নির্ধারিত ফি প্রদানসাপেক্ষে সংশোধিত নকশা অনুমোদনের জন্য আবেদন করা যাইবে, তবে উক্ত ইমারতের ফাউন্ডেশন ও কাঠামো ডিজাইনের পর্যাপ্ততার বিষয়টি মৃত্তিকা পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনান্তে এই বিধিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের প্রকারভেদে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তালিকাভূক্ত প্রকৌশলী কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হইতে হইবে এবং এই বিধিমালা অনুযায়ী আবেদন নিষ্পত্তি করা যাইবে।

৬৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) ঢাকা মহানগর এলাকায় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৭ এর প্রয়োগ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত বিধিমালার বিধানাবলীর অধীন কৃত সকল কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৮। বিধিমালার প্রাধান্য।- এই বিধিমালা ও কোডের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ বা অসংগতির ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে, তবে যে সকল বিষয়াদি এই বিধিমালায় সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই সেই সকল ক্ষেত্রে কোডের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

পরিশিষ্ট-১
(বিধি ৫৯(চ) দ্রষ্টব্য)
অগ্নিনিরাপত্তা

০১. নির্গমন পথের বিভিন্ন অংশ ঃ

Means of escape, যাহা একটি ইমারতে আগুন লাগিলে নিরাপদ নির্গমনের পথ, তাহার তিনটি অংশ হইতেছে; ক) Exit access, খ) Exit, এবং গ) Exit discharge; এইখানে Exit access অর্থ Exit এর মুখ পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা; Exit হইল ঐ অংশটুক যাহা আগুন লাগা অংশ হইতে Exit discharge পর্যন্ত নিরাপদ নির্গমন ঘটায়; Exit discharge হইল Exit শেষ হওয়া হইতে আশ্রয়স্থলের শেষ দেয়াল পর্যন্ত।

০১.০১ Means of Escape এর বিভিন্ন অংশে নিম্নরূপ যে কোন Exit থাকিবে, যথাঃ-

(ক) দরজা, সিঁড়ি সংযোগকারী করিডোর অথবা প্যাসেজ, ধোঁয়া ও অগ্নিমুক্ত বেষ্টিত এলাকা, ঝুলন্ত বারান্দা, অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ি, অথবা এইগুলির কয়েকটি এক সাথে যেইখান হইতে সড়ক, খোলা ছাদ অথবা কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সহজে প্রবেশ করা যায় এবং যাহা আক্রান্ত এলাকা, ধোঁয়া বা আগুন হইতে নিরাপদ থাকিবে;

(খ) যাহা আক্রান্ত এলাকা, ধোঁয়া, আগুন ও তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহ হইতে নিরাপদ কোন ইমারত সংলগ্ন বা একই সমতলে অবস্থিত কোন নিরাপদ আশ্রয় স্থলে আনুভূমিক Exit।

০১.০২ লিফট, এসকেলেটর, চলন্ত হাঁটার রাস্তা এইগুলোকে Means of escape এর অংশ করা যাইবেনা।

০২. সাধারণ প্রয়োজন ঃ

০২.০১ জনসাধারনর ব্যবহারের জন্য নির্মিত সকল ধরণের ইমারত ও গুদাম ঘরে যথেষ্ট সংখ্যায় নির্গমনপথের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে আগুন ও অন্যান্য বিপদের সময় ব্যবহারকারীরা দ্রুত ও নিরাপদে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

০২.০২ Exit কে কখনই এমন কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে না যাহাতে Means of escape হিসাবে ইহার ব্যবহার ব্যহত হয়।

০২.০৩ Exit এবং Exit access এর করিডোরকে Supply বা Return air duct এর কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

০২.০৪ নির্গমনপথের তল কোথাও ৩০০ মিমি-র বেশী পরিবর্তীত হইলে র‌্যাম্প ব্যবহার করিতে হইবে; যেই সকল বহিঃদরজা প্রতিবন্ধী বা বয়স্ক লোকজন ব্যবহার করিবেনা, সেইখানে সর্বোচ্চ ২০০ মিমি পর্যন্ত ধাপ দিয়া নামা যাইবে।

০২.০৫ সকল Exit পরিষ্কার দৃষ্টিগম্য হইতে হইবে এবং Exit access চিহ্নিত থাকিতে হইবে; যেইখানে একাধিক Exit ev Exit access থাকিবে এবং জনগনের ব্যবহার্য যেইসব এলাকা অন্ধকারে থাকিতে পারে সেইসব স্থানে Exit এর অবস্থান ও দিক নির্দেশক আলোকিত চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

০২.০৬ প্রতিটি ইমারতের মালিক বা ইজারাদার ইহার সমস্ত ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে এবং বর্তমান কোন ইমারতে Exit সুবিধা অপ্রতুল হইলে, কর্তৃপক্ষ তাহার যথাযথ সংস্থানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

০৩. Exit এর অবস্থানঃ

০৩.০১ কোন Exit কোন সংলগ্ন কক্ষ বা এলাকায় খুলিবেনা যদি উহা পূর্বোক্ত এলাকার অবিচ্ছেদ্য বা বর্ধিত অংশ না হয়, বিপজ্জনক কাজে ব্যবহৃত হয় এবং নির্দিষ্ট Exit এলাকার সহিত সরাসরি সংযুক্ত না থাকে।

০৩.০২ Exit পথের কোন অংশ ইমারতের এমন কোন অংশ দিয়া যাইবে না যাহা ইমারত ব্যবহারকালীন সময়ে তালাবদ্ধ থাকিতে পারে।

০৩.০৩ সবধরণের জনসমাগমের জন্য মিলনায়তন জাতীয় ইমারতের ন্যূনতম একটি পার্শ্ব একটি রাস্তার দিকে হইবে যেইদিকে প্রধান Exit discharge অবস্থিত হইতে পারে এবং এই জাতীয় ইমারতের প্রধান আগমন পথ কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক ব্যবহারকারীর নির্গমন পথ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে; এই ধরণের ইমারত কয়েক তলা হইলে প্রতিটি তলায় Exit থাকিবে যাহা কমপক্ষে ঐ তলার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মিটাইবে।

০৩.০৪ Exit গুলি এইভাবে থাকিতে হইবে যাহা ইমারতের সকল অংশের জন্য একটি অবিরাম বাধামুক্ত Means of escape নিশ্চিত করিবে।

০৪. ব্যবহারকারীর সংখ্যাঃ

০৪.০১ ইমারতের Exit সুবিধা ছক-১ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

০৪.০২ যেইসব মিলনায়তন ও প্রতিষ্ঠান জাতীয় ইমারতে স্থায়ী আসন আছে সেইখানে সর্বমোট আসন সংখ্যা দ্বারা ব্যবহারকারীর সংখ্যা নির্ণিত হইবে; এই ধরণের আসন হাতলবিহীন হইলে প্রতি ৫০০ মিমি প্রস্থের জন্য একজন ব্যবহারকারী হিসাব করিতে হইবে।

০৪.০৩ উপরের হিসাব ব্যবহার্য মেঝে এলাকার প্রতি ০.৩ ব.মি. এ একজন ব্যবহারকারী হারের হিসাবের চাইতে বেশী হইবেনা।

০৪.০৪ মেজেনাইন তল ব্যবহারকারীর সংখ্যা সংলগ্ন নীচের মেঝে ব্যবহারকারীর সংখ্যার সহিত যোগ হইবে।

০৪.০৫ ছাদ যদি কোন রকম জনসমাগমের কাজে ব্যবহৃত হয় তবে তাহা ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুযায়ী Exit সুবিধা সম্বলিত হইতে হইবে।

০৫. Exit এর আকারঃ

Means of Exit এর আকার ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাপেক্ষে পর্যাপ্ত হইতে হইবে এবং এই বিষয়ে ছক-১ প্রযোজ্য হইবে; Exit এর প্রতিটি অংশের আবশ্যকীয় প্রস্থ ও আকার ছক- ২ ও অনুচ্ছেদ ০৬ অনুযায়ী নির্ণিত হইবে।

ছক- ১

বিভিন্ন ব্যবহারকারীর সংখ্যা

ভবনের শ্রেণী		ব্যবহারকারীর মাথাপিছু মেঝে এলাকা (বর্গ মি.)
A.	আবাসিক	১৮ গ্রস
B.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
	শ্রেণী কক্ষ	২ নেট
	প্রাক-স্কুল	৩.৫ নেট
C.	প্রাতিষ্ঠানিক	১২ গ্রস
D.	স্বাস্থ্যসেবা	
	ইন-পেশেন্ট এলাকা	১৫ গ্রস
	আউট-পেশেন্ট এলাকা	১০ গ্রস
E.	সমাবেশ ও ধর্মীয় ভবন	
	ফিক্সড আসন	৪.০২ অনুযায়ী
	ফিক্সড আসনহীন	০.৭ নেট
	শুধু দাঁড়ানোর জায়গা	০.৩ নেট
	টেবিল-চেয়ারসহ	১.৫ নেট
F.	বাণিজ্যিক	

	অফিস ও অন্যান্য	১০ গ্রস
	বিপনী	৩ গ্রস
G.	শিল্প কারখানা	১০ গ্রস
H.	গুদাম	৩০ গ্রস
J.	বিপদজনক ব্যবহার	১০ গ্রস

ছক ২

ব্যবহারকারীর মাথা পিছু Exit এর প্রস্থ

ভবনের শ্রেণী	Sprinkler System ছাড়া (মাথা পিছু মি.মি.)			Sprinkler System সহ (মাথা পিছু মি.মি.)		
	সিঁড়ি	র‌্যাম্প ও করিডোর	দরজা	সিঁড়ি	র‌্যাম্প ও করিডোর	দরজা
A আবাসিক B শিক্ষা প্রতিষ্ঠান F1, F2 বাণিজ্যিক F4 বাণিজ্যিক F5 নিত্যপ্রয়োজীয় অন্যান্য সেবা G শিল্প কারখানা H গুদাম	৮	৫	৫	৫	৪	৪
C1, C2, C3 প্রাতিষ্ঠানিক	১০	৫	৫	৫	৫	৪
C4 প্রাতিষ্ঠানিক	৮	৫	৫	৮	৫	৪
D স্বাস্থ্যসেবা	২৫	১৮	১৮	১৫	১২	১০
E সমাবেশ ও ধর্মীয় ভবন F3 বাণিজ্যিক	১০	৭	৭	৭	৫	৫
J বিপদজনক ব্যবহার	৮	৫	৫	৮	৫	৪
ইমারতের প্রতি তলায় ব্যবহারকারীর সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া Exit এর প্রস্থ নির্ধারণ করিতে হইবে।						

০৬. করিডোর ও প্যাসেজ ঃ

০৬.০১ ব্যবহারকারী যে কোন দিকে করিডোর বা প্যাসেজ দিয়া রওয়ানা হউক না কেন তাহা কোন একটি Exit এ পৌঁছাইতে হইবে; যেইদিকে Exit নাই ঐদিকে বদ্ধ গলির দূরত্ব ১০ মি. এর বেশী হইবে না।

০৬.০২ করিডোর ও প্যাসেজের প্রস্থ প্রতি তলায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং ইহার ন্যূনতম মাপ নিম্নরূপ হইবে ঃ

ক. ৫০ এর বেশী ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে ১.১ মিটার

খ. ৫০ বা তার কম ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে ০.৯ মিটার

গ. বেড সরানো প্রয়োজন এই ধরণের স্বাস্থ্যসেবামূলক ভবনে (Occupancy D) ২.৪ মিটার

ঘ. ১৫০ এর অধিক ব্যবহারকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় ভবনে (Occupancy B) ১.৮ মিটার

০৬.০৩ Exit করিডোর ও প্যাসেজের প্রস্থ, যেইসব দরজা করিডোর ও প্যাসেজের শেষ প্রান্তে বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য একসাথে ব্যবহৃত হইবে তাহাদের প্রস্থের যোগফলের চাইতে কম হইবে না।

০৬.০৪ করিডোর ও প্যাসেজের বাধামুক্ত উচ্চতা ২.৪ মিটার এর কম হইবে না।

০৬.০৫ Exit access এর করিডোরের ন্যূনতম fire rating ১ ঘন্টা হইবে।

০৬.০৬ Exit করিডোরে যাওয়ার দরজার ন্যূনতম fire rating ১/২ ঘন্টা হইবে।

০৭. এসেম্বলি আইলস্ (Assembly Aisles)

০৭.০১ সমাবেশ ভবনের যেইখানে আসন, টেবিল, যন্ত্রপাতি, প্রদর্শনী ইত্যাদি রহিয়াছে সেইখানে Exit এর দিকে গমনকারী বাধামুক্ত আইল (Aisle) থাকিতে হইবে।

০৭.০২ Exit access আনুভূমিক অথবা সর্বাধিক ১ ঃ ৮ ঢালের র‌্যাম্প হইতে পারিবে। ইহার ন্যূনতম প্রস্থ ব্যবহারকারী পিছু ৫ মি.মি. হইবে।

০৭.০৩ Exit access ধাপওয়ালা হইলে ট্রেডের ন্যূনতম গভীরতা ২৭৫ মি.মি., এবং রাইজার এর উচ্চতা ১০০-২০০ মি.মি এর ভিতর হইতে হইবে।

০৭.০৪ সমতল বা ঢালু আইল (Aisle) এর ক্ষেত্রে আইল (Aisle) এর দুই দিকে আসন হইলে ন্যূনতম প্রস্থ ১ মিটার এবং একদিকে আসন হইলে ন্যূনতম প্রস্থ ০.৯ মিটার হইতে হইবে।

০৮. দরজাসমূহ:

০৮.০১ একটি কক্ষ বা স্পেস ব্যবহারকারী প্রত্যেকে অন্ততপক্ষে একটি Exit বা নির্গমন দরজা পাইবে এবং প্রতি নির্গমন দরজার জন্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং দরজা পর্যন্ত যাতায়াত দূরত্ব ছক-৩ এ প্রদর্শিত সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং সর্বোচ্চ যাতায়াত দূরত্ব এর বেশী হইতে পারিবে না।

ছক-৩

একটি নির্গমন দরজার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং সর্বোচ্চ যাতায়াত দূরত্ব

ভবনের শ্রেণী	সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সংখ্যা	সর্বোচ্চ যাতায়াত দূরত (মিটার)
A. আবাসিক C. প্রাতিষ্ঠানিক D. স্বাস্থ্যসেবা	১২	২৩
B. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান E. সমাবেশ ও ধর্মীয় ভবন F. বাণিজ্যিক G. শিল্প-কারখানা	৫০	২৩
H. গুদাম	৩০	৩০
J. বিপদজনক	৫	৮

০৮.০২ Exit দরজা ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং যাতায়াত দূরত্ব ছক ৩ এর নির্দিষ্ট মানের চাইতে বেশী হইলে, কমপক্ষে দুইটি নির্গমন দরজার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

০৮.০৩ Exit দরজার প্রস্থ ১ মিটার এবং উচ্চতা ২ মিটারের কম হইতে পারিবে না।

০৮.০৪ Exit দরজা হিসাবে স্লাইডিং বা হ্যাংগিং দরজা ব্যবহার করা যাইবে না।

০৮.০৫ সকল Exit Access দরজা সাইড-সুইংগিং ধরনের হইতে হইবে; ঝুঁকিপূর্ণ সংস্থাপনার ক্ষেত্রে অথবা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০ এর বেশী হইলে দরজার সুইং কক্ষ হইতে বাহিরের দিকে বা যাতায়াতের দিকে হইবে; দরজার সুইং করিডোরের প্রস্থকে বাধাগ্রস্থ করিলেও বাকী বাধামুক্ত অংশকে কোনক্রমেই ০.৯ মিটার এর কম করিতে পারিবে না; তবে শুধুমাত্র প্রেসারাইজড কক্ষের ক্ষেত্রে স্লাইডিং দরজা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

০৮.০৬ Exit দরজাসমূহ কোন সিঁড়ির ফ্লাইট এ সরাসরি খুলিতে পারিবে না; Exit দরজা সিঁড়ির দিকে খুলিলে বাহিরের দিকে দরজার প্রস্থের সমান মাপের পর কমপক্ষে ০.৯ মিটার প্রস্থসম্পন্ন জায়গা রাখিতে হইবে এবং ঘরের মেঝ ও সিঁড়ির ল্যান্ডিং তল একই সমতলে হইতে হইবে।

০৮.০৭ সমাবেশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রাতিষ্ঠানিক ভবনে অথবা সকল ভবনের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০ বা তাহার বেশী হইবে সেইখানে ঘূর্নয়মান দরজা ব্যবহার করা যাইবে না; অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্ধেকের চাইতে কম সংখ্যক নির্গমন পথে ঘূর্নায়মান দরজা ব্যবহার করা যাইবে; তবে প্রযুক্তি চালিত ঘুর্নায়মান দরজা যাহা বিশেষ জরুরী সময়ে খালি হাতে ব্যবহার করা যায় না তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

০৮.০৮ প্রতিটি নির্গমন পথের দরজা প্রয়োজনীয় সময়ে ব্যবহৃত দিক হইতে চাবি ছাড়াই খুলিতে পারিতে হইবে।

০৯. সিঁড়ি ঃ

০৯.০১ Exit সিঁড়ির প্রয়োজনীয় প্রস্থ ০৫ এর ছক- ১ ও ছক- ২ হইতে নির্ধারণ করা হইবে, তবে তাহা ছক- ৪ এ বর্ণিত প্রস্থ হইতে কম হইতে পারিবে না।

ছক- ৪

অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ির প্রস্থ

ভবনের শ্রেণী	সিঁড়ির ন্যূনতম প্রস্থ (মি.)
A. আবাসিক	
A1, A2 A3, A5 A4	১.০ ১.৫ বিধি ৭.১(ঘ)(১০) অনুযায়ী হইবে
B. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫০ জন পর্যন্ত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫০ জনের অধিক	১.৫ ২.০
E. সমাবেশ ও ধর্মীয় ভবন	
E1, E3, E5 E2, E4, E6	২.০ ১.৫
অন্যান্য	১.৫
দ্রষ্টব্য ঃ যদি কোন ভবনে একটিই মাত্র সিঁড়ি থাকে এবং ঐ সিঁড়ি যদি অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ি হিসাবেও ব্যবহার হয় তাহা হইলে ঐ সিঁড়ির প্রস্থ বিধি-৫৮(ঘ)(১)-এ বর্ণিত সিঁড়ির ন্যূনতম প্রশস্থতার পরিমাপ এবং ছক-৪ হইতে প্রাপ্য সিঁড়ির প্রশস্থতার পরিমাপ, এই দুইটি মাপের মধ্যে উচ্চতরটি ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রযোজ্য হইবে।	

০৯.০২ Exit সিঁড়ির ল্যান্ডিং ও প্ল্যাটফর্মসমূহের ন্যূনতম মাপ সিঁড়ির জন্য নির্ধারিত প্রস্থের চাইতে কম হইতে পারিবে না, তবে স্ট্রেইট রান সিঁড়ির দুই ফ্ল্যাইটের মধ্যবর্তী ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে যাতায়াতের দিকের মাপ ১.২ মিটার এর বেশী হওয়া বাধ্যতামূলক নয়।

০৯.০৩ স্পাইরাল ও বর্তুলাকার সিঁড়ি কেবলমাত্র বসতবাড়ির অভ্যন্তরে এবং ২৫ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল পর্যন্ত মেজানাইন ফ্লোরের জন্য জরুরী নির্গমন হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে এবং এই ধরনের সিঁড়ির প্রস্থ ন্যূনতম ৬৫০ মিলিমিটার হইবে। প্রতিটি ট্রেডের ডেপথ এর মাপ ২০০ মি.মি. হইবে (যাহা সিঁড়ির সরুতম পার্শ্ব হইতে ৩০০ মিলিমিটার দূরত্বে পরিমাপিত), প্রতিটি ট্রেড একই রকম হইবে; রাইজার ২২৫ মিলিমিটার এর বেশী হইতে পারিবে না; পাশাপাশি রাইজার এর ক্ষেত্রে উচ্চতার পার্থক্য ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত কমবেশী হইতে পারিবে এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতার রাইজারের ক্ষেত্রে এই

কমবেশীর পরিমান সর্বোচ্চ ১০ মিলিমিটার হইবে।

০৯.০৪ Fire Exit সিঁড়ির বাধামুক্ত প্রস্থ ১ মিটার হইলে তাহার একদিকে অবিরাম হাত-রেইল থাকিবে; এর বেশী প্রস্থ হইলে হাত-রেইল দুই দিকেই থাকিবে, এইরকম সিঁড়ির বাধামুক্ত প্রস্থ ২.২ মিটার এর বেশী হইলে মাঝামাঝি দিয়াও হাত-রেইল দিতে হইবে।

০৯.০৫ প্রতিটি Exit সিঁড়ি অগ্নি প্রতিরোধী নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা তৈরী হইতে হইবে, তবে নিরেট কাঠের হ্যান্ড-রেইল গ্রহণযোগ্য হইবে।

০৯.০৬ যদি লিফট্ শ্যাফট নিচ্ছিদ্র ও ইমারতের ধরণ অনুযায়ী অগ্নি প্রতিরোধী নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয় তাহা হইলে লিফ্ট শ্যাফ্ট এর চারদিক ঘিরিয়া Exit সিঁড়ি দেওয়া যাইবে;

০৯.০৭ অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ি (Fire Exit) হিসাবে ব্যবহারের জন্য বহিস্থ সিঁড়িসমূহ জরুরী Exit হিসাবে বিবেচ্য হইবে না যদি না তাহা সরাসরি ভূমি তলে খোলা জমিতে নির্গমন নিশ্চিত করে, ইমারতের অভ্যন্তর হইতে অগ্নি প্রতিরোধী ব্যবস্থা বা দেয়াল দ্বারা বিভক্ত থাকে এবং অদাহ্য সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হয়।

১০. র‌্যাম্প ঃ

১০.১. Exit র‌্যাম্প এর ন্যূনতম প্রস্থ উপ-ধারা ০৬ এ বর্ণিত করিডোরের প্রস্থ হইতে কম হইবে না।

১০.২. Exit র‌্যাম্প এর ঢাল ১ ঃ ১২ এর বেশী হইবে না এবং তাহার উপরিতল নির্ধারিত অপিচ্ছিল নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা প্রস্তুত হইতে হইবে অথবা এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে র‌্যাম্পটি বিপদজনকভাবে পিচ্ছিল না থাকে।

১০.৩. র‌্যাম্পের ঢাল ১ ঃ ১৫ এর চাইতে বেশী হইলে ইহার উভয় পার্শ্বে গার্ড বা হ্যান্ড-রেইল দিতে হইবে।

১১. আনুভূমিক Exit ঃ

১১.০১. আগুন লাগা অংশ হইতে আনুভূমিক নির্গমন নিজ হইতে বন্ধ হয় এই রকম দরজা দ্বারা আলাদা হইতে হইবে।

১১.০২. এই রকম Exit এর প্রস্থ ১ মিটার এর কম হইতে পারিবে না।

১১.০৩. আনুভূমিক নির্গমন পথ ঢালু হইলে এই ঢাল সর্বাধিক ১ ঃ ১২ হইবে এবং এই রকম নির্গমনে কোন ধাপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

১১.০৪. আনুভূমিক Exit যখন শুধু একদিক হইতে ব্যবহৃত হইবে, তখন তা বাহির হওয়ার দিকে খুলিবে; যখন দুইদিক হইতেই চলাচল করিতে হইবে তখন হয় উভয়দিকে খুলে এই রকম দুই পাল্লার দরজা অথবা দুইটি আলাদা দরজা থাকিতে হইবে।

১১.০৫. আশ্রয়স্থলের মেঝের ন্যূনতম ক্ষেত্রফল সিঁড়ি, শ্যাফট ইত্যাদি বাদে নেট মেঝের এলাকা অনুযায়ী ব্যবহারকারী পিছু ০.২৮ বর্গমিটার ধরিয়া নির্ধারণ করা হইবে; যেইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীরা থাকে তাহার আশ্রয়স্থলের ক্ষেত্রফল প্রতি বেড পিছু ২.৮ বর্গমিটার হইতে হইবে ।

১২. Exit এর সংখ্যা ঃ

১২.০১. এই উপ-ধারায় নির্দেশিত Exit এর সংখ্যা সকল ব্যবহারিক ধরণ এর ইমারতের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

১২.০২. ছক ৫ এ নির্দেশিত ইমারতসমূহের জন্য একটিমাত্র বহির্গমন পথই যথেষ্ট হইবে যদি বহির্গমন পথটি ইমারতের যেই তলায় অবস্থিত তাহার নীচে একটির অধিক তলা না থাকে।

১২.০৩. ছক ৫ ব্যতীত অন্য সকল ইমারতের ক্ষেত্রে Exit এর সংখ্যা নিম্নে নির্দেশিত উপায়ে ইমারতের প্রতি তলায় ব্যবহারকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ণিত হইবে-

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত - কমপক্ষে ২টি Exit

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০১ হইতে ১০০০ পর্যন্ত - কমপক্ষে ৩টি Exit

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০০ এর অধিক - কমপক্ষে ৪টি Exit

ছক- ৫

একটি বহির্গমন পথযুক্ত ইমারতসমূহ

ব্যবহারের শ্রেণী	সর্বোচ্চ সংখ্যক তলা	প্রতি তলায় সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী এবং ভ্রমন দূরত্বের শর্ত
A1	৪	ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ এবং ভ্রমন দূরত্ব ২৩ মিটার
A2, A3, A4, A5	১০	প্রতি তলায় সর্বোচ্চ ৪ ইউনিটের বসতবাড়ি এবং ভ্রমন দূরত্ব ২৩ মিটার
B,C,D,E,F,G	২	ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০ এবং ভ্রমন দূরত্ব ২৩ মিটার
H	১	ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০ এবং ভ্রমন দূরত্ব ৩০ মিটার
J	১	ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫ এবং ভ্রমন দূরত্ব ৮ মিটার

১২.০৪ ১০ তলা বা ৩৩ মিটার অপেক্ষা অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট সকল ইমারতের জন্য এবং প্রতি তলায় ৫০০ বর্গমিটার অপেক্ষা অধিক ক্ষেত্রফলের মেঝে বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা, বাণিজ্যিক ভবন, প্রাতিষ্ঠানিক ভবন, সমাবেশ ভবন, শিল্প কারখানা ভবন, গুদাম ভবন বা বিপজ্জনক ভবনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২টি Exit থাকিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে সিঁড়ি ঘরটি অগ্নিনিরাপদ হইতে হইবে এবং সরাসরি উন্মুক্ত স্থানে বা নির্ধারিত নিরাপদ স্থানে খুলিতে হইবে।

১৩. ভ্রমণের দৈর্ঘ্য ঃ

১৩.০১. একই ভবনে একাধিক Exit এর ক্ষেত্রে Exit গুলি এইভাবে অবস্থিত হইতে হইবে যাহাতে মেঝের ব্যবহৃত অংশ হইতে যে কোন Exit এর সর্বোচ্চ দূরত্ব নিম্নরূপ হয় ঃ

ভবনের শ্রেণী A, B, C, D, E, J	-	২৫ মি.
ভবনের শ্রেণী F, H	-	৩০ মি.
ভবনের শ্রেণী G	-	৪৫ মি.

১৩.০২. একই ইমারতে একাধিক Exit প্রয়োজন হইলে Exit গুলির একটি অন্যটির চাইতে যতখানি সম্ভব দূরে হইতে হইবে এবং ব্যবহারকারী যেইদিকেই যাত্রা করুক না কেন, কোন না কোন Exit পাইতে হইবে।

১৪. গুদামজাতীয় ভবনের Exit ঃ

১৪.০১. অন্যান্য নিয়ম মানিয়া গুদামশ্রেণী ভবনের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০(দশ) এর বেশী অথবা গুদামশ্রেণী ভবনের মেঝে এলাকা ১৪০০ বর্গমিটার এর বেশী হইলে কম করিয়া দুইটি আলাদা Means of Exit থাকিতে হইবে।

১৪.০২. কাজ চলাকালীন সময়ে, গুদাম ঘরের দরজার তালা এমন হইতে হইবে যাহাতে বিপদের সময় সেইগুলি সহজে খোলা যায়।

পরিশিষ্ট-২
(বিধি ৬৪ দ্রষ্টব্য)
সার্বজনীনগম্যতার ন্যূনতম মান

১। সাধারণ নিয়ম ঃ

ক) প্রতিটি কক্ষ, করিডোর, চলাচলের পথ ইত্যাদির কোন না কোন অংশে একটি হুইল চেয়ার ঘুরাইবার জন্য ন্যূনতম ১৫০০ মি.মি. × ১৫০০ মি.মি. পরিমাণ বাধামুক্ত জায়গা রাখিতে হইবে।

খ) গণপ্রবেশ পথ ও করিডোরের ন্যূনতম বাধামুক্ত প্রস্থ ১২০০ মি.মি. হইতে হইবে এবং ইহা সুষমভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে আলোকিত থাকিতে হইবে।

গ) এইরূপ পথের প্রস্থ যদি ১৫০০ মি.মি. এর কম হয় হাহা হইলে প্রতি ৩০ মি. দূরত্বে কমপক্ষে একবার করিয়া ১৫০০ মি.মি. ×১৫০০ মি.মি. বাধামুক্ত জায়গা হুইল চেয়ার ঘুরাইবার জন্য রাখিতে হইবে।

ঘ) ৬৮০ মি.মি. এর অধিক উচ্চতায় অবস্থিত কোন বস্তু গণপ্রবেশ পথের ভিতর ১০০ মি.মি. এর বেশী বাহির হইয়া আসিতে পারিবেনা; ইহার চাইতে কম উচ্চতায় অবস্থিত বস্তু বাহির হইলেও কোনভাবে আবশ্যকীয় ন্যূনতম প্রস্থ কমাইতে পারিবেনা।

ঙ) মেঝে হইতে ২ মিটার উচ্চতার ভিতর উপর হইতে কোনরূপ বাধাদানকারী বস্তু থাকিতে পারিবেনা; যদি ইহা একান্তভাবে পরিহার করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে ইহাতে আলাদা রং এবং স্পর্শ দ্বারা বোঝা যায় এমন চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

চ) সার্বজনীনগম্যতার আওতায় নির্দিষ্ট ভূমি ও মেঝে তলে স্থায়ী, দৃঢ়, সুষম ও অপিচ্ছিল সামগ্রী ব্যবহার করিতে হইবে।

ছ) আনুভূমিক চলাচলের ক্ষেত্রে ৬-১২ মি.মি. এর মধ্যে তল পরিবর্তন হইলে সর্বোচ্চ ১:২ ঢালে বেভেল (ইবাবষ) করিতে হইবে; তলের পার্থক্য এর চাইতে বেশী হইলেই র‍্যাম্প দিতে হইবে।

২। দরজা ঃ

ক) দরজার প্রতিবন্ধকতাবিহীন ন্যূনতম প্রস্থ ৮০০ মি.মি. হইতে হইবে এবং এই দরজা ঘূর্নায়মান হইতে পারিবেনা, অথবা টার্নষ্টাইল ব্যবহার করা যাইবেনা।

খ) দরজার উভয় পার্শ্বে যথেষ্ট পরিমান চলাচল উপযোগী খালি জায়গা থাকিতে হইবে।

- যেইদিক হইতে দরজা ধাক্কা দিতে হয় সেইদিকে ১২০০ মি.মি. ১২০০ মি.মি. বাধামুক্ত জায়গা এবং দরজার ছিটকিনি বা হাতলের দিকে ৩০০ মি.মি. খালি দেওয়াল থাকিতে হইবে।
- যেইদিক হইতে দরজা টানিয়া খুলিতে হয় সেইদিকে ১৫০০ মি.মি. ১৫০০ মি.মি. বাধামুক্ত জায়গা এবং দরজার ছিটকিনি বা হাতলের দিকে ৬০০ মি.মি. খালি দেওয়াল থাকিতে হইবে।

গ) দরজার হাতল মেঝে হইতে ৮৫০ মি.মি. হইতে ৯০০ মি.মি. উচ্চতার মধ্যে হইতে হইবে এবং এইটি যেন সহজেই কম শক্তি প্রয়োগেই ব্যবহার করা যায় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

ঘ) দরজা ও দরজার ফ্রেম আশপাশের দেওয়াল হইতে ভিন্ন রং এর হইতে হইবে এবং স্পর্শ করিয়া বুঝা যায় এইরকম চিহ্ন থাকিতে হইবে।

৩। রেইলিং ঃ

ক) হ্যান্ড রেইল ও গ্র্যাবরেইল গোলাকার হইবে যাহার বাইরের ব্যাস ৩১-৩৮ মি.মি. হইতে হইবে। ইহা সংলগ্ন দেওয়াল হইতে ৩৮ মি.মি. হইতে ৫০ মি.মি. দূরত্বে হইবে, তবে ইহা কোনভাবেই প্রয়োজনীয় বাধামুক্ত চলাচলের পথের ভিতর চলিয়া আসিতে পারিবেনা।

খ) হ্যান্ড রেইল অনবরত এবং পুরো দৈর্ঘ্য জুড়িয়া একই উচ্চতায় (৮০০-৯০০ মি.মি.) হইতে হইবে। ইহার চাইতে উপরে বা নীচে বিশেষ প্রয়োজনে অতিরিক্ত হ্যান্ড রেইল দেওয়া যাইবে।

গ) হ্যান্ড রেইলের প্রান্তসমূহ গোলাকার অথবা দেয়াল বা মেঝের দিকে এইভাবে বাঁকানো বা ঢুকানো থাকিবে যেন তাহা চলার পথে কোন বিপদ না ঘটায়।

৪। সিঁড়ি ঃ

ক) পুরো সিঁড়ি জুড়িয়া ট্রেড ও রাইজারের মাপ অপরিবর্তিত ও সুষম থাকিবে।

খ) সিঁড়ির ট্রেড ন্যূনতম ২৮০ মি.মি. গভীর ও রাইজার ১২৫ মি.মি. হইতে ১৭৫ মি.মি. মাপের ভিতর হইবে।

গ) প্রতিটি ট্রেড এ সর্বাধিক ৩৮ মি.মি. বাহির হওয়া গোলাকার নোজিং থাকিতে হইবে।

ঘ) উন্মুক্ত রাইজার হইতে পারিবেনা।

ঙ) ফ্লাইটের দুই পার্শ্বেই হ্যান্ড রেইল থাকিবে এবং সিঁড়ির শেষে তাহা ন্যূনতম ৩০০ মি.মি. ও শুরুতে একটি ট্রেডের গভীরতা ও ৩০০ মি.মি. এর যোগফলের সমান আনুভূমিকভাবে বর্ধিত হইতে হইবে।

চ) সিঁড়ির তলা অপিচ্ছিল বস্তুতে তৈয়ার করিতে হইবে এবং স্থানটি যথেষ্ট আলোকিত হইতে হইবে।

৫। র‌্যাম্প ঃ

ক) র‌্যাম্প সর্বোচ্চ ১ঃ১২ অনুপাতে ও সুষম ঢালওয়ালা হইতে হইবে এবং একইদিকে একনাগাড়ে ১২ মিটার এর বেশী দীর্ঘ হইতে পারিবে না।

খ) র‌্যাম্প ১৮০০ মি.মি. এর চাইতে লম্বা হইলে র‌্যাম্পের উভয়দিকে ৮০০-৯০০ মি.মি. উচ্চতায় হ্যান্ড রেইল দিতে হইবে এবং এই রেইল র‌্যাম্পের শুরুতে ও শেষে আরো ৩০০ মি.মি. আনুভূমিকভাবে বর্ধিত হইতে হইবে।

গ) দুই পার্শ্বের হ্যান্ড রেইলের মাঝখানের দূরত্ব ১২০০ মি.মি. এর কম হইবেনা।

ঘ) র‌্যাম্পের খোলাপ্রান্তে মেঝে হইতে ন্যূনতম ৬৫ মি.মি. উপরের দিকে তুলিয়া বাধা সৃষ্টি করিতে হইবে এবং আলাদা রং ও স্পর্শ দিয়া বুঝা যায় এমন চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

ঙ) প্রতিটি র‌্যাম্পের শুরুতে ও শেষে এবং ৯ মিটার এর চাইতে লম্বা বা দিক ঘুরিতে হয় এইরূপ র‌্যাম্পে বিশ্রামস্থল বা লেন্ডিং দিতে হইবে; ঘুরিবার জন্য লেন্ডিং এ ন্যূনতম ১.৫ মিটার ×১.৫ মিটার জায়গা থাকিতে হইবে (বিদ্যুৎচালিত হুইল চেয়ারের জন্য ২.২৫ মিটার ×২.২৫ মিটার জায়গা থকিতে হইবে)।

চ) লেন্ডিং এর ন্যূনতম প্রস্থ র‌্যাম্পের প্রস্থের কম হইতে পারিবে নাা এবং ১৮০০ ঘুরিলে লেন্ডিং এর দৈর্ঘ্য কমপক্ষে র‌্যাম্পের প্রস্থ বা ১৫০০ মি.মি. (যাহা অধিক) হইতে হইবে।

ছ) দরজা দ্বারা যুক্ত র‍্যাম্পে দরজার সামনে ও পিছনে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জায়গা বিধি ২(খ) অনুযায়ী থাকিতে হইবে ।

৬। লিফট ঃ

ক) লিফট লবী প্রবেশগম্য, আলোকিত, চিহ্নিত, আনুভূমিক ও ন্যূনতম (১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার) বাধাহীন ঘুরিবার জায়গা সম্পন্ন হইতে হইবে।

খ) লিফট নিয়ন্ত্রনের বোতামগুলি ৮৯০-১২০০ মি.মি. উচ্চতার মধ্যে অবস্থিত হইতে হইবে।

গ) লিফট কেবিন এর ন্যূনতম গেজেট মান ১৫০০ মি.মি. × ১২০০ মি.মি. হইবে এবং দরজার ন্যূনতম প্রস্থ ৮০০ মি.মি. হইতে হইবে।

ঘ) যখন লিফট বা র‍্যাম্প দেওয়া সম্ভব হইবে না তখন ন্যূনতম ৯০০ মি.মি. × ১২০০ মি.মি. আকারের প্ল্যাটফর্ম লিফটিং জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

৭। ওয়াশরুম, টয়লেট, ইত্যাদি ঃ

ক) প্রতি তলায় কমপক্ষে একটি অথবা মোট টয়লেটের ৫% (যাহা অধিক) সংখ্যক টয়লেট প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রবেশগম্য করিয়া তৈরী করিতে হইবে।

খ) টয়লেটের ভিতর ন্যূনতম ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার বাধামুক্ত জায়গা থাকিতে হইবে এবং WC-এর একদিকে সংলগ্ন দেওয়াল হইতে ন্যূনতম ৯০০ মি.মি.. জায়গা খালি থাকিতে হইবে।

গ) WC-এর আসন হইতে ৪০০ মি.মি. উচ্চতায় পেছনের দেয়াল হইতে সর্বাধিক ৩০০ মি.মি. দূরত্বে এবং সামনের দিকে ন্যূনতম ৪৫০ মি.মি. বর্ধিত করিয়া হ্যান্ডরেইল থাকিতে হইবে।

ঘ) পানির কল মেঝে হইতে ৮৫০ মি.মি. উপরে হইতে হইবে এবং বেসিনের তলা ও পাইপ এমনভাবে থাকিতে হইবে যেন হুইল চেয়ার পৌঁছাইতে পারে।

ঙ) গোসলের জায়গা ১.০ মিটার প্রস্থসহ ১.১৫ বর্গ মিঃ হইবে এবং মেঝেতে কোন প্রকার বেষ্টনী থাকিতে পারিবে না।

৮। পার্কিং ঃ

ক) প্রতিবন্ধীসহ সার্বজনীন ব্যবহারযোগ্য ন্যূনতম একটি পার্কিং স্পেস থাকিতে হইবে।

খ) এই পার্কিং স্পেসের প্রশস্ততা ন্যূনতম ৩.২ মিটার হইতে হইবে।

৯। সিটিং ঃ

ক) বিভিন্ন সমাবেশ স্থলে নির্দিষ্ট সংখ্যক হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের উপযোগী আসন সংরক্ষিত ও সমভাবে বন্টিত থাকিতে হইবে, যাহা প্রবেশ পথ হইতে সহজে দৃশ্যমান ও গম্য হইতে হইবে।

খ) এই আসনগুলিতে যাওয়ার জন্য ৯০০ মি.মি. × ১৫০০ মি.মি. বাধামুক্ত জায়গা থাকিতে হইবে এবং আসনগুলি ন্যূনতম ১২০০ মি.মি. চওড়া আইল এর ধারে হইতে হইবে।

গ) সংরক্ষিত আসন একই সারিতে অন্যান্য আসনের একইতলে অবস্থিত হইবে এবং তাহা অন্যান্য সাধারণ আসনগুলো ব্যবহারে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরী করিতে পারিবেনা।

পরিশিষ্ট- ৩

(বিধি ২(৭) দ্রষ্টব্য)

ব্যবহার ভেদে ইমারত বা স্থাপনার শ্রেণীবিন্যাস (Occupancy Type)

(মূল ব্যবহার অনুযায়ী ভবনের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নোক্ত হইবে)

ভবনের শ্রেণী	ভবনের উপ-শ্রেণী	ব্যবহারের ধরণ
A. আবাসিক	A-1	একক পরিবার বাড়ি
	A-2	এ্যাপার্টমেন্ট ও ফ্লাট বাড়ি
	A-3	মেস, হোস্টেল, ইত্যাদি
	A-4	নিম্নবিত্তের বাড়ি

	A-5	আবাসিক হোটেল
B. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	B-1	শিক্ষা ও প্রশিক্ষণবিষয়ক ভবন (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়)
	B-2	প্রাথমিক শিক্ষা, কিন্ডারগার্টেন
C. প্রাতিষ্ঠানিক	C-1	শিশু পরিচর্যা, বয়স্ক পরিচর্যা
	C-2	কারাগার বা এজাতীয় শোধন কেন্দ্র
	C-3	পেশাজীবী, গবেষণা, সমবায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
	C-4	মানসিক ও অন্যান্য শোধন কেন্দ্র
D. স্বাস্থ্যসেবা	D-1	হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং হোম, ডায়াগনষ্টিক
	D-2	সেন্টার, ল্যাবরেটরী
E. সমাবেশ	E-1	বড় মিলনায়তন (আসন স্থানান্তর যোগ্য নয়)
	E-2	ছোট মিলনায়তন (আসন স্থানান্তর যোগ্য নয়)
	E-3 E-4	বড় মিলনায়তন (আসন স্থানান্তর যোগ্য)
	E-5	ছোট মিলনায়তন (আসন স্থানান্তর যোগ্য)
	E-6	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক (স্টেডিয়াম,
F. বাণিজ্যিক	F-1	অফিস
	F-2	ছোট দোকান এবং বাজার
	F-3	বড় দোকান এবং বাজার
	F-4	গ্যারেজ এবং পেট্রোল বা গ্যাস স্টেশন, টার্মিনাল,
	F-5	হ্যাঙ্গার, সাইলো
G. শিল্প কারখানা	G-1	কম বিপজ্জনক কারখানা
	G-2	সাধারণ বিপজ্জনক কারখানা
H. গুদাম	H-1	কম দাহ্য পদার্থের গুদাম
	H-2	সাধারণ দাহ্য পদার্থের গুদাম
J. বিপজ্জনক ব্যবহারের ভবন	J-1	বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এমন কর্মকাণ্ড যে ভবনে হইবে
	J-2	রাসায়নিক, জীবাণু, বিকিরণ ইত্যাদি ধরনেরবিপজ্জনক
K. বিবিধ	K-1	ব্যক্তিমালিকাধীন গাড়ীর গ্যারেজ এবং বিশেষ ধরনের স্ট্রাকচার
	K-2	প্রাচীর, ট্যাংক, টাওয়ার ইত্যাদি

পরিশিষ্ট-৪

(বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য)

(ক)	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র, আপিল ও নবায়নের জন্য আবেদন ফি	ঃ	প্রতিবারের জন্য ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র
(খ)	বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ও আপিলের জন্য আবেদন ফি	ঃ	প্রতিবারের জন্য ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা মাত্র
(গ)	ইমারত নির্মাণ অনুমোদন ফি	ঃ	প্রতি ইমারতের সর্বমোট মেঝে এলাকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী নির্ধারণযোগ্য হইবে

ইমারত নির্মাণ অনুমোদন ফি

ক্রমিক	প্রতি ইমারতের সকল তলা মিলাইয়া সর্বমোট মেঝে এলাকা	নির্ধারিত ফি (টাকা)
১.	৫০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১৭৫/
২.	৫০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ১০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩৫০/
৩.	১০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৫২৫/

৪.	২০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ৩০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৭০০/
৫.	৩০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১,৩০০/
৬.	৫০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ১০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৩,৬০০/
৭.	১০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ১৫০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৭,৮০০/
৮.	১৫০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ২০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১১,০০০/
৯.	২০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ৩০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২৬,০০০/
১০.	৩০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ৪০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৪১,৫০০/
১১.	৪০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ৫০০০ বর্গমিটার	৬২,০০০/
১২.	৫০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ১০০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	৮৩,০০০/
১৩.	১০০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ১৫০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১,০৫,০০০/
১৪.	১৫০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ২০০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	১,৩০,০০০/
১৫.	২০০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ৩০০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত	২,০৭,০০০/
১৬.	৩০০০০ বর্গমিটারের উর্ধ্বে	৩,৬৫,০০০/

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১। একই সাইটে একাধিক ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিটি ইমারতের আলাদা আলাদা সর্বমোট মেঝে এলাকার জন্য ফি প্রদান করিতে হইবে (একই সাইটে সকল ইমারতের সর্বমোট মেঝে এলাকার ভিত্তিতে ফি নির্ধারিত হইবে না)।

২। মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গীর্জা প্রভৃতি ধর্মীয় উপাসনালয়ের কোন অংশ ধর্মীয় উপাসনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবেনা এবং উপাসনালয়ের জন্য ইমারত নির্মান অনুমোদন ফি প্রদান করিতে হইবেনা।

(ঘ) পাহাড় কর্তন এর জন্য অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন ফি	ঃ	প্রতিবারের জন্য বিঘা প্রতি ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ন্যূনতম ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা।
(ঙ) পুকুর খনন এর জন্য অনুমোদন, সংশোধন ও পরিবর্তন ফি	ঃ	প্রতিবারের জন্য বিঘা প্রতি ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা এবং ন্যূনতম ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা।
(চ) ব্যবহার উপযোগিতা সনদপত্র ও সনদপত্র নবায়নের জন্য ফি	ঃ	প্রতিবারের জন্য ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা

পরিশিষ্ট- ৫(বিধি ৪৬ দ্রষ্টব্য)

চিত্রঃ প্লটের সন্মুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাৎ

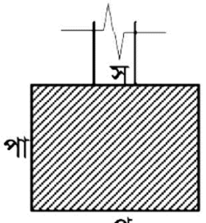

(ক)

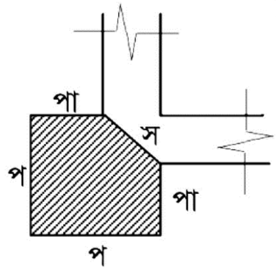

(খ)

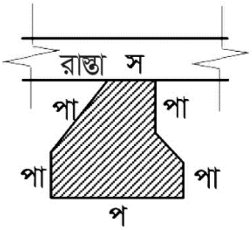

(গ)

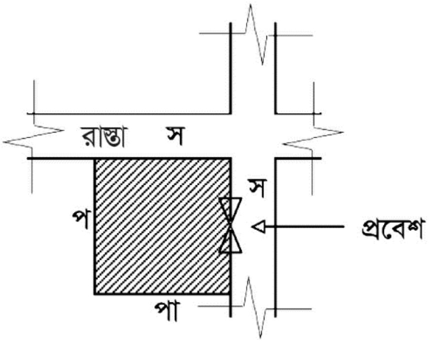

(ঘ)

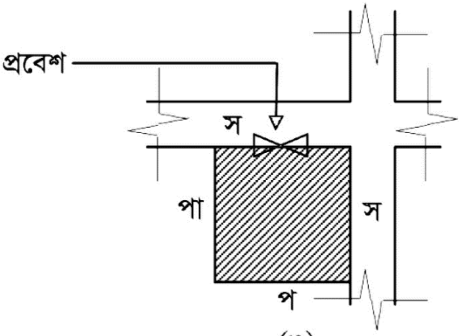

(ঙ)

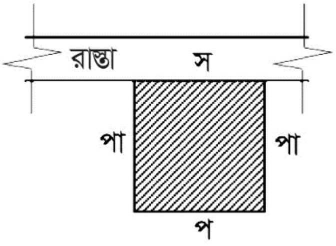

(চ)

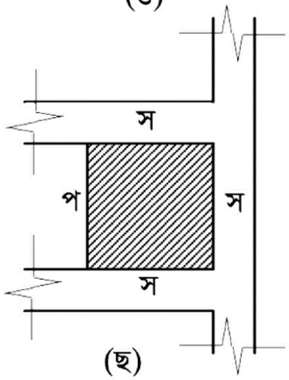

(ছ)

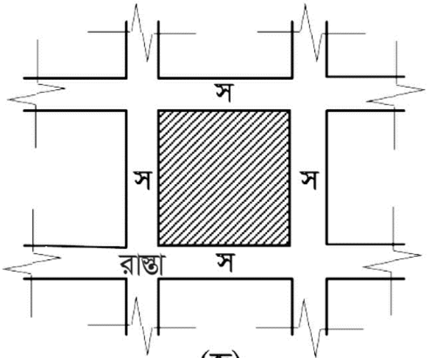

(জ)

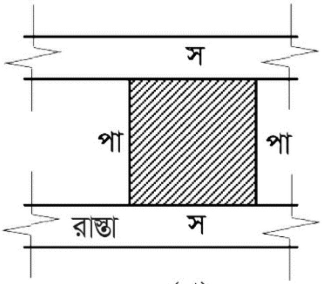

(ঝ)

ফরম-১০১, ১০২, ১০৩ (বিধি ৪ ও ৬ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-১০১) (বিধি ৪ দ্রষ্টব্য)
ভূমি ব্যবহার (Land Use) ছাড়পত্রের জন্য আবেদন পত্র

Land Use ....
Occupancy Type....................

ক্রমিক | | | | | রশিদ নম্বর | | | | |

১। আবেদনকারীর নাম ঃ
২। বর্তমান ঠিকানা ঃ
৩। জমি/প্লট এর প্রস্তাবিত ব্যবহার ঃ
৪। প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ ঃ
(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণঃ
৫। প্লটের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ
(ক) প্লটের মালিকানার বিবরণঃ ব্যক্তি/যৌথ
(খ) মালিকানাসূত্র ও তারিখ ঃ ক্রয়/উত্তরাধিকার/হেবা/দান/লিজ/অন্যান্য (উল্লেখ করুন)ঃ
(গ) রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ও দলিল নম্বর ঃ
৬। ভূমির পারিপার্শ্বিক অবস্থান বর্ণনা ঃ
(ক) ভূমির বর্তমান ব্যবহার ঃ
(খ) ২৫০ মিটার ব্যাসার্ধে অন্তর্ভূক্ত ভূমির বর্তমান ব্যবহার ঃ
(গ) প্লটের নিকটতম দূরত্বে অবস্থিত প্রধান সড়কের নাম ও প্রশস্থতা ঃ ....মিটার।
(ঘ) প্লটের সংযোগ সড়কের নাম ও প্রশস্ততা ঃ ....মিটার।
(ঙ) প্লটের ২৫০ মিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থান ঃ প্রধান সড়ক (হ্যাঁ/না), হাটওবাজার (হ্যাঁ/না), রেলওয়ে স্টেশন (হ্যাঁ/না), নদী-বন্দর (হ্যাঁ/না), বিমান বন্দর (হ্যা/না)।
(চ) প্লটের ২৫০ মিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থান ঃ পুকুর (হ্যাঁ/না), জলাভূমি (হ্যাঁ/না), প্রাকৃতিক জলপথ (হ্যাঁ/না), বন্যা নিয়ন্ত্রণ জলাধার (হ্যাঁ/না), বনাঞ্চল (হ্যাঁ/না), পার্ক বা খেলার মাঠ (হ্যাঁ/না), পাহাড় (হ্যাঁ/না), ঢাল (হ্যাঁ/না)। (ছ) প্লটের ২৫০ মিটার দূরত্বের মধ্যে অবস্থান ঃ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সাইটগু(হ্যাঁ/না), সামরিক স্থাপনাগু(হ্যাঁ/না), কবু Point Installation গু (হ্যাঁ/না), বিধিমালা অনুযায়ী সীমিত উন্নয়ন এলাকা (Restricted Development) (হ্যাঁ/না), বিশেষ এলাকা (Special Area) (হ্যাঁ/না)।
(জ) সংলগ্ন রাস্তা থেকে প্লটের অবস্থা, গড় উঁচু/নীচু ....মিটার।
(ঝ) প্লটের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমির বাবহার ঃ উত্তর ঃ দক্ষিণ ঃ
পূর্ব ঃ পশ্চিম ঃ

(ঞ) অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (যদি থাকে) ঃ

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্য সমূহ ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিতে বর্ণিত বিষয়াদির উপযুক্ততা পূরণ করে এবং আমার/আমাদের জানামতে প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক। ইহাছাড়া এই বিধির আওতায় চাহিত অন্য যে কোন তথ্যাবলী বা দলিলাদি প্রদানেও বাধ্য থাকিব।

তারিখঃ-------------------- (আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর)

- আবেদনপত্রের সহিত মৌজা ম্যাপে চিহ্নিত করিয়া ৩(তিন) কপি ১৫ সে.মি.× ২০ সে.মি. মাপের সাইট প্ল্যান এর এ্যামোনিয়া প্রিন্ট, আবেদনকারীর অমুদ্রিত স্বাক্ষরসহ দাখিল করিতে হইবে।
- ফি জমার মূল রশিদ দালিখ করিতে হইবে।

অংশ-২ (ফরম-১০২) (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

নগর পরিকল্পনা শাখা

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের অনুমোদন

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নম্বর ঃ ....

আপনার / আপনাদের ....তারিখের আবেদন বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে ঢাকা মহানগরীর মহাপরিকল্পনার আলোকে ভূমি ব্যবহার (Land Use) .... এর জন্য অনুমতিপত্র প্রদান করা হইল ঃ

১। এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের তারিখ হইতে ২৪(চব্বিশ) মাস সময় কাল পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

২। এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র উন্নয়ন বা র্নিমাণ কাজের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈধ ক্ষমতা প্রদান করে না, এবং কোন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করিবার জন্য কোনরূপ অধিকার প্রদান করে না।

৩। যখন বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র বা নির্মাণ অনুমতিপত্রের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা বা নকশা চাওয়া হইবে তখন অতিরিক্ত শর্তাবলী আরোপ করিবার জন্য এই ছাড়পত্র কর্তৃপক্ষের অধিকারকে খর্ব করে না।

৪। কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র বাতিল বা এর কার্যকারিতা স্থগিত করিতে পারিবে।

৫। কোন তথ্য গোপন করিলে বা ভুল তথ্য প্রদান করিলে প্রদানকৃত ছাড়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র জমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

উপ-পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,

ঢাকা।

অংশ-৩ (ফরম-১০৩) (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের প্রত্যাখ্যানপত্র

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ ....

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আপনার/আপনাদের ....তারিখের আবেদন পর্যালোচনান্তে চাহিত ভূমি ব্যবহার (Land Use) .... ছাড়পত্র প্রদান সম্ভব নহে।
আপনার/আপনাদের ভুমি ব্যবহার অনুমতির আবেদনপত্রটি নিম্নে উল্লিখিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে ঃ
১।
২।
৩।
এই প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে আপনি/আপনারা Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(১) অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন।

তারিখ ঃ ....

উপ-পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)
রাজধানী উন্নয়ক কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ-
১। ....
২। ....
৩। ....

ফরম-১০৪, ১০৫, ১০৬ (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-১০৪) (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)
Land Use ....
Occupancy Type....................

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(১) অনুযায়ী আবেদন পত্র

ক্রমিক | | | | | রশিদ নম্বর | | | | |

১। আবেদনকারীর নাম ঃ
২। বর্তমান ঠিকানা ঃ

৩।	জমি/প্লট এর প্রস্তাবিত ব্যবহার ঃ

৪।	প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ ঃ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণঃ

৫।	প্লটের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ

(ক) প্লটের মালিকানার বিবরণঃ ব্যক্তি/যৌথ
(খ) মালিকানাসূত্র ও তারিখ ঃ ক্রয়/উত্তরাধিকার/হেবা/দান/লিজ/অন্যান্য (উল্লেখ করুন)ঃ
(গ) রেজিস্ট্রেশনের তারিখ ও দলিল নম্বর ঃ

৬।	ভূমির পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা ঃ

(ক) ভূমির বর্তমান ব্যবহার ঃ
(খ) ২৫০ মিটার ব্যাসার্ধে অন্তর্ভূক্ত ভূমির বর্তমান ব্যবহার ঃ
(গ) প্লটের নিকটতম দূরত্বে অবস্থিত প্রধান সড়কের নাম ও প্রস্থ ঃ ....মিটার
(গ) প্লটের সংযোগ সড়কের নাম ও প্রস্থ ঃ ....মিটার

৭।	আমার/আমাদের ভূমি ব্যবহার অনুমতি প্রত্যাখানের কারণ সমূহ ঃ

ক.
খ.

৮। আমার/আমাদের উল্লিখিত ভূমিতে ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্রের জন্য Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(১) অনুযায়ী আবেদন করিতেছি, যাহার স্বপক্ষে নিম্নে বর্ণিত যৌক্তিকতা রহিয়াছে ঃ

ক.
খ.
গ.
ঘ.

তারিখ ঃ	আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্ত ঃ ভূমি ব্যবহার আবেদন প্রত্যাখ্যানের কপি।

অংশ-২ (ফরম-১০৫) (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

আবেদন মঞ্জুরের প্রেক্ষিতে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের অনুমোদন

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নম্বর ঃ ....

আপনার / আপনাদের .... তারিখের আবেদন বিবেচনা করিয়া Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(১) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে নগরীর মহাপরিকল্পনার আলোকে ভূমি ব্যবহার (Land Use) .... এর জন্য অনুমতিপত্র প্রদান করা হইল ঃ

১। এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের তারিখ হইতে ২৪(চব্বিশ) মাস সময় কাল পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।
২। এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র উন্নয়ন বা নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈধ ক্ষমতা প্রদান করে না এবং কোন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য কোনরূপ অধিকার প্রদান করে না ।
৩। যখন বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র বা নির্মাণ অনুমতিপত্রের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা বা নকশা চাওয়া হইবে তখন অতিরিক্ত শর্তাবলী আরোপ করিবার জন্য এই ছাড়পত্র কর্তৃপক্ষের অধিকারকে খর্ব করেনা।
৪। কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যথাযথ কারণ উল্লেখপুর্বক এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র বাতিল বা এর কার্যকারিতা স্থগিত করিতে পারিবে।
৫। কোন তথ্য গোপন করিলে বা ভুল তথ্য প্রদান করিলে প্রদানকৃত ছাড়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
৬। এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র জমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

তারিখঃ............................ পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অংশ-৩ (ফরম-১০৬) (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য আবেদন প্রত্যাখান

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ ....

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ৭৫(১) ধারা অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য আপনার/আপনাদের ....তারিখের আবেদন চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ায় চাহিত ভূমি ব্যবহার (Land Use) ছাড়পত্র প্রদান করা গেলো না।

আপনার/আপনাদের ভূমি ব্যবহার অনুমতির আবেদনপত্রটি নিম্নে উল্লিখিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে ঃ
১.
২.
৩.
এই প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে আপনি/আপনারা Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(২) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

তারিখঃ ....

পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
ঢাকা।

অনুলিপি ঃ-
১।...
২।...
৩।...

ফরম-১০৭, ১০৮, ১০৯ (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-১০৭) (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

Land Use ....
Occupancy Type....................

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(২) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল

ক্রমিক | | | | | রশিদ নম্বর | | | | |

১। আবেদনকারীর নাম ঃ
২। বর্তমান ঠিকানা ঃ
৩। জমি/প্লট এর প্রস্তাবিত ব্যবহার ঃ
৪। প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ ঃ
(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণঃ
৫। প্লটের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি ঃ
(ক) প্লটের মালিকানার বিবরণঃ ব্যক্তি/যৌথ
(ঘ) মালিকানাসূত্র ও তারিখ ঃ ক্রয়/উত্তরাধিকার/হেবা/দান/লিজ/অন্যান্য (উল্লেখ করুন)ঃ
(ঙ) রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ ও দলিল নম্বর ঃ

৬।	ভূমির পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা ঃ

(ঘ) ভূমির বর্তমান ব্যবহার ঃ

(ঙ) ২৫০ মিটার ব্যাসার্ধে অন্তর্ভূক্ত ভূমির বর্তমান ব্যবহার ঃ

(গ) প্লটের নিকটতম দূরত্বে অবস্থিত প্রধান সড়কের নাম ও প্রস্থ ঃ ....মিটার

(চ) প্লটের সংযোগ সড়কের নাম ও প্রস্থ ঃ ....মিটার

৭।	আমার/আমাদের ভূমি ব্যবহার অনুমতি প্রত্যাখানের কারণ সমূহ ঃ

ক.

খ.

৮।	আমার/আমাদের উল্লিখিত ভূমিতে ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্রের জন্য Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(২) অনুযায়ী আবেদন করিতেছি, যাহার স্বপক্ষে নিম্নে বর্ণিত যৌক্তিকতা রহিয়াছে ঃ

ক.

খ.

গ.

ঘ.

তারিখ ঃ	আবেদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্ত ঃ ভূমি ব্যবহার আবেদন প্রত্যাখ্যানের কপি।

অংশ-২ (ফরম-১০৮) (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

নগর পরিকল্পনা শাখা

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

আপিল মঞ্জুরের প্রেক্ষিতে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের অনুমোদন

স্মারক নং-রাজউক/	তারিখ ঃ......................................

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নম্বর ঃ ....

আপনার / আপনাদের .... তারিখের আবেদন বিবেচনা করিয়া Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(২) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে নগরীর মহাপরিকল্পনার আলোকে ভূমি ব্যবহার (Land Use) .... এর জন্য অনুমতিপত্র প্রদান করা হইল ঃ

১।	এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদানের তারিখ হইতে ২৪(চব্বিশ) মাস সময় কাল পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

২।	এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র উন্নয়ন বা র্নিমাণ কাজের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈধ ক্ষমতা প্রদান করে না এবং কোন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করার জন্য কোনরূপ অধিকার প্রদান করে না ।

৩।	যখন বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র বা নির্মাণ অনুমতিপত্রের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা বা নকশা চাওয়া হইবে তখন অতিরিক্ত শর্তাবলী আরোপ করিবার জন্য এই ছাড়পত্র কর্তৃপক্ষের অধিকারকে খর্ব করেনা।

৪।	কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় যথাযথ কারণ উল্লেখপুর্বক এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র বাতিল বা এর কার্যকারিতা স্থগিত করিতে পারিবে।

৫। কোন তথ্য গোপন করিলে বা ভুল তথ্য প্রদান করিলে প্রদানকৃত ছাড়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
৬। এই ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র জমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

তারিখঃ............................ পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অংশ-৩ (ফরম-১০৯) (বিধি ৬ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের আপিল আবেদন প্রত্যাখান

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ ....

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, Town Improvement Act,1953 (Act No. XIII of 1953) এর ধারা ৭৫(২) অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের জন্য আপনার/আপনাদের ....তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ায় চাহিত ভূমি ব্যবহার (Land Use) ছাড়পত্র প্রদান করা গেলো না।
আপনার/আপনাদের ভূমি ব্যবহার অনুমতির আবেদনপত্রটি নিম্নে উল্লিখিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে ঃ
১.
২.
৩.

তারিখঃ .... পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ-
১।...
২।...
৩।...

ফরম-১১০, ১১১, ১১২ (বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-১১০) (বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)
ভূমি ব্যবহার (Land Use) ছাড়পত্র নবায়নের জন্য আবেদনপত্র
Land Use ....
Occupancy Type....................

প্রতি
পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
ঢাকা।

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

আমি/আমরা ইতোপূর্বে অনুমোদিত নিম্নোক্ত জমির উপর প্রদত্ত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রটি নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ :

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আমার/আমাদের বরাবরে প্রদত্ত উক্ত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রটি নবায়নের জন্য বিবেচনা করিবেন।

তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর. . . . .
নাম. . . . .
ঠিকানা : . . . .
. . . .

সংযুক্ত : ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের কপি ।

অংশ-২ (ফরম-১১১) (বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নগর পরিকল্পনা শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
ভূমি ব্যবহার (Land Use) ছাড়পত্র নবায়ন
Land Use ....
Occupancy Type....................

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
ছাড়পত্র নবায়ন নম্বর ঃ ....

প্রতি
. . . .
. . . .

জনাব/ বেগম
আপনার / আপনাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্মারক নম্বর .... তারিখ .... এর মাধ্যমে প্রদত্ত নিম্নোক্ত জমির ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রটি আগামী .... দিন .... মাস ....বৎসর পর্যন্ত নবায়ন করা হইল।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ ঃ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

তারিখ :............................

পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।..
২।..
৩।..

অংশ-৩ (ফরম-১১২) (বিধি ৭ দ্রষ্টব্য)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

নগর পরিকল্পনা শাখা

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

ভূমি ব্যবহার (Land Use) ছাড়পত্র নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান

Land Use ....

Occupancy Type....................

স্মারক নং-রাজউক/

তারিখ ঃ ....

নবায়ন প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ ....

প্রতি

. . . .

. . . .

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আপনার/আপনাদের ....তারিখের আবেদন পর্যালোচনান্তে চাহিত ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (Land Use) নবায়ন করা সম্ভব নয়।

আপনার/আপনাদের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নবায়নের আবেদনপত্রটি নিম্নে উল্লিখিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে ঃ

১।

২।

৩।

এই প্রত্যাখানের প্রেক্ষিতে, আপনি/আপনারা ভূমি ব্যবহারের জন্য ফরম-১০১ এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট নতুন করিয়া আবেদন করিতে পারিবেন।

তারিখ :............................

পরিচালক (নগর পরিকল্পনা)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি ঃ-

১। ....

২। ....

৩। ....

ফরম-২০১, ২০২, ২০৩ (বিধি ৮ ও ৯ দ্রষ্টব্য)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

অংশ-১ (ফরম-২০১) (বিধি ৮ দ্রষ্টব্য)

বৃহদায়তন বা বিশেষ ধরণের প্রকল্পের জন্য বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আবেদন

Land Use ....

Occupancy Type...................

১। আবেদনকারীর নাম ঃ . . . .

২। বর্তমান ঠিকানা ঃ . . . .

৩। জমি/প্লটের প্রস্তাবিত ব্যবহার ঃ . . . .

৪। প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ ঃ . . . .

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ (খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ

(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ (ঘ) ব্লক নং ঃ

(ঙ) সিট নং ঃ (চ) ওয়ার্ড নং ঃ

(ছ) সেক্টর নং ঃ (জ) রাস্তার নাম ঃ

(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ (ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র নম্বর (কপি সংযুক্ত) : ....

৬। প্রস্তাবিত উন্নয়নকার্যের প্রকার বা প্রকারসমূহ (পরিশিষ্ট-৩ এর বর্ণনানুসারে উল্লেখ্য) : ....

৭। প্রস্তাবিত ব্যবহারের বিস্তারিত বর্ণনা :

ক) জমি / প্লট এর ক্ষেত্রফল . . . . বর্গমিটার।

খ) যে কোন একটি তলার ফ্লোরের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল . . . . বর্গমিটার।

গ) সর্বমোট ফ্লোরের ক্ষেত্রফল . . . . বর্গমিটার।

ঘ) প্লিন্থ (Plinth) এর উপরে সর্বমোট ফ্লোরের সংখ্যা . . . .

ঙ) বেসমেন্ট ফ্লোর/ফ্লোরের সংখ্যা . . . .

চ) আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে মোট আবাস/এ্যাপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাটের সংখ্যা . . . . .টি।

ছ) বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ফ্লোরের আয়তন :
(প্রয়োজনে তালিকা বিস্তৃত করা যাইতে পারে)

- ব্যবহার-১. . . . . বর্গমিটার
- ব্যবহার-২. . . . . বর্গমিটার
- ব্যবহার-৩. . . . . বর্গমিটার
- ব্যবহার-৪. . . . . বর্গমিটার
- ব্যবহার-৫. . . . . বর্গমিটার

৮। সাইট সংলগ্ন রাস্তাটি একটি প্রধান সড়ক / প্রধান সড়ক নয়। রাস্তা বা রাস্তাসমূহের প্রস্থ প্লটের সন্মুখে . . . মিটার, পিছনে . . . . . মিটার, ডানে ....মিটার, বায়ে ....মিটার।

৯। প্রস্তাবিত সাইটের মধ্যে অবস্থান ঃ প্রাকৃতিক বনাঞ্চল (হ্যাঁ / না), পাহাড় (হ্যাঁ/না), ঢাল (হ্যাঁ/ না)

১০। প্রস্তাবিত সাইটের মধ্যে অবস্থান ঃ পুকুর (হ্যাঁ / না), প্রাকৃতিক জলাভূমি (হ্যাঁ / না)

১১। প্রস্তাবিত সাইটে ২৫০ মিটার দূরত্বের অন্তর্ভুক্ত কোন স্থাপতিক গুণাগুণসম্পন্ন ভবন (হ্যাঁ / না), ঐতিহাসিক গুণাগুণ সম্পন ভবন (হ্যাঁ / না), সাইট সংলগ্ন কোন হ্রদ (হ্যাঁ / না), পার্শ্বে পার্ক প্রভৃতি অবস্থিত / অবস্থিত নয়।

১২। প্রস্তাবিত সাইট দৃশ্যগত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত / অবস্থিত নয়।

১৩। প্রস্তাবিত সাইট বিমানবন্দর (হ্যাঁ / না), রেলওয়ে স্টেশন (হ্যাঁ / না), বাস টার্মিনাল (হ্যাঁ / না), নদী-বন্দর/ ঘাট (হ্যাঁ/ না) এর পার্শ্বে অবস্থিত ।

১৪. প্রস্তাবিত সাইট বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত / অবস্থিত নয়। এলাকা সংলগ্ন রাস্তার কেন্দ্র হইতে সাইটের অবস্থা, গড় উঁচু/নীচু .... মিটার।

১৫. প্রস্তাবিত সাইটে অবস্থিত বর্তমান ইমারতের সংখ্যা .... টি এবং তাহার সর্বমোট মেঝের ক্ষেত্রফল.............বর্গমিটার।

১৬. সর্বমোট প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এর চাহিদা ....ওয়াট/ কিলোওয়াট (আনুমানিক)।

১৭. সর্বমোট প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা .... .লিটার/ কিলোলিটার (আনুমানিক)।

১৮. প্রস্তাবিত উন্নয়নকার্য সম্পূর্ণভাবে .... মাসের মধ্যে সম্পন্ন হইবে এবং উন্নয়নকার্যকে .... ধাপে এবং.... মাসের মাঝে বিভক্ত করা হইবে।

১৯. নির্মিতব্য Covered Area এর বিবরণ (প্রয়োজনে তালিকাটি বিস্তৃত করা যাইতে পারে) :

	ব্যবহার-১ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-২ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-৩ (বর্গমিটার)	মোট ফ্লোর (বর্গমিটার)
বেসমেন্ট				
নীচতলা				
দোতলা				
তিনতলা				
চারতলা				
পাঁচতলা				
ছয়তলা				
সাত তলা				

২০. বিশেষ প্রকল্পের ছাড়পত্রের জন্য পেশকৃত তথ্যাবলী /দলিলাদি ও নকশার তালিকা :

ক্রমিক	বিবরণ	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১.	স্বত্বাধিকারীর ইজারা দলিল/ ক্রয় দলিল /হেবা/অন্যান্য			
২.	সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভূমি/জমি হইলে দলিলাদি ও অনুমতিপত্র			
৩.	প্রদেয় ফি এর প্রমাণপত্র			
৪.	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৫.	FAR-এর হিসাব			
৬.	বিধি অনুযায়ী সকল নকশা ও দলিলাদির বিবরণ			

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিতে বর্ণিত বিষয়াদির উপযুক্ততা পূরণ করে এবং আমার/আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক। অনুমোদিত হওয়ার পর যে কোন ভুল তথ্য বা অসামাঞ্জস্যতার কারণে অথবা সরকারের যে কোন প্রয়োজনে ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল করিতে পারিবে। তাহাছাড়া এই বিধিমালার আওতায় অন্য যে কোন তথ্যাবলী বা দলিলাদি প্রদানেও বাধ্য থাকিব।

তারিখ : ....

(১). আবেদনকারীর স্বাক্ষর . . . .

নাম . . . .

ঠিকানা . . . .

(২) কারিগরী ব্যক্তিবর্গের (স্থপতি/পুরকৌশলী) নাম
. . . .
. . . .

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরোক্ত বর্ণিত প্রকল্প/নির্মাণের সহিত আমি/আমরা জড়িত হইয়াছি। এই ব্যাপারে উক্ত প্রকল্পের সহিত আমার সংশ্লিষ্টতার প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিতেছি।

স্থপতি এর স্বাক্ষর . . . .
নাম . . . .
ঠিকানা . . . .
. . . .
. . . .
ফোন নম্বর . . . .
নিবন্ধন নম্বর (পেশাজীবী সংগঠন) . . . .

প্রকৌশলী এর স্বাক্ষর . . . .
নাম . . . .
ঠিকানা . . . .
. . . .
. . . .
ফোন নম্বর . . . .
নিবন্ধন নম্বর (পেশাজীবী সংগঠন) . . . .

অংশ-২ (ফরম-২০২) (বিধি ৯ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র অনুমোদন

Land Use ....
Occupancy Type....................

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখঃ ....

ছাড়পত্র অনুমোদন নম্বরঃ ....

প্রতি. . . . .
. . . .

জনাব / বেগম,

আপনার / আপনাদের ....তারিখের আবেদন এর প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদান করা হইল।

১। এই ছাড়পত্র প্রদানের তারিখ হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাস সময়কাল পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে। ঐ সময়ের পরে এই ছাড়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহা নবায়নযোগ্য নহে।

২। এই ছাড়পত্র কোনরূপ উন্নয়ন বা র্নিমাণকাজের জন্য কোন বৈধ ক্ষমতা প্রদান করে না এবং নির্মাণ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তির পূর্বে এই ধরনের কোন কার্যক্রম শুরু করিবার জন্য কোনরূপ অধিকার প্রদান করে না। নির্মাণ অনুমোদনপত্র গ্রহণ ব্যতীত বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩। এই ছাড়পত্র পরবর্তীতে অতিরিক্ত আবশ্যিক বিষয়সমূহ বা শর্তাবলী আরোপ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের অধিকারকে খর্ব করে না।

৪। ছাড়পত্রের যে কোন নীতিমালার লঙ্ঘন, আবেদনপত্র, নকশা কিংবা আবেদনকারী কর্তৃক পেশকৃত অন্যান্য দলিল ইত্যাদিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রকৃত তথ্যের ভুল উপস্থাপন বা গোপন করিলে বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র দ্বারা ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

- নির্মিতব্য Covered Area এর বিবরণ : (প্রয়োজনে তালিকাটি বিস্তৃত করা যাইতে পারে)

	ব্যবহার-১ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-২ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-৩ (বর্গমিটার)	মোট ফ্লোর (বর্গমিটার)
বেসমেন্ট				
নীচতলা				
দোতলা				
তিনতলা				
চারতলা				
পাঁচতলা				
ছয়তলা				
সাত তলা				

- প্রস্তাবিত জমি/প্লট অবস্থান ও পরিমাণ :

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

তারিখ : ....

পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ)
ও
সদস্য-সচিব
বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন
কমিটি
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :

১।...
২।...
৩।...

অংশ-৩ (ফরম-২০৩) (বিধি ৯ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান

Land Use ....
Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ ....

প্রতি
. . . .
. . . .

জনাব / বেগম,
আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি আপনার/আপনাদের আবেদনপত্র পর্যালোচনান্তে চাহিত বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করিয়াছে।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ :

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ	(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ	(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ	(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ	(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ	(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আপনার/আপনাদের বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আবেদনপত্রটি নিম্নে উল্লিখিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে ঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপনার/আপনাদের সভাপতি, নগর উন্নয়ন কমিটির নিকট আপীল করিবার অধিকার রহিয়াছে।

তারিখ : ....

পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ)
ও
সদস্য-সচিব
বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।...
২।...
৩।...

ফরম-২০৪, ২০৫, ২০৬ (বিধি ১২ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-২০৪) (বিধি ১২ দ্রষ্টব্য)

বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রত্যাখ্যান এর বিরুদ্ধে আপিল আবেদন

Land Use ....
Occupancy Type...................

প্রতি
সভাপতি
নগর উন্নয়ন কমিটি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়
ঢাকা।

বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রত্যাখান নম্বর ঃ..................
তারিখ ঃ ....

জনাব,

নিম্নে উল্লিখিত জমিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আবেদন পত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ার প্রেক্ষিতে আমি/আমরা ইহার বিরুদ্ধে আপিল করিতেছি।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ :

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আমার/আমাদের আপিল নিম্নে উল্লিখিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে পুনঃসমীক্ষণযোগ্য ঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.

অনুগ্রহ করিয়া উল্লিখিত কারণ সমূহের আলোকে আমাদের আপিল পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

তারিখ : ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....
নাম ঃ ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ঃ ....
....

সংযুক্ত ঃ ১। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের কপি ।
২। বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্রের কপি।

অংশ-২(ফরম-২০৫) (বিধি ১২ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আপিল আবেদন অনুমোদন

Land Use ....
Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/

তারিখ ঃ ....
আপিল আবেদন অনুমোদন নম্বর ঃ.............

প্রতি
. . . .
. . . .

জনাব / বেগম,
আপনার / আপনাদের ....তারিখের আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদান করা হইল।

১। এই ছাড়পত্র প্রদানের তারিখ হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাস সময়কাল পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে। ঐ সময়ের পরে এই ছাড়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহা নবায়নযোগ্য নহে।

২। এই ছাড়পত্র কোনরূপ উন্নয়ন বা র্নিমাণকাজের জন্য কোন বৈধ ক্ষমতা প্রদান করে না এবং নির্মাণ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তির পূর্বে এই ধরনের কোন কার্যক্রম শুরু করিবার জন্য কোনরূপ অধিকার প্রদান করে না। নির্মাণ অনুমতিপত্র গ্রহণ ব্যতীত বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩। এই ছাড়পত্র পরবর্তীতে অতিরিক্ত আবশ্যিক বিষয়সমূহ বা শর্তাবলী আরোপ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের অধিকারকে খর্ব করিবে না।

৪।	ছাড়পত্রের যে কোন নীতিমালার লঙ্ঘন, আবেদনপত্র, নকশা কিংবা আবেদনকারী কর্তৃক পেশকৃত অন্যান্য দলিল ইত্যাদিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রকৃত তথ্যের ভুল উপস্থাপন বা গোপন করিলে বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫।	এই বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র ভূমির মালিকানা স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

- নির্মিতব্য Covered Area এর বিবরণ : (প্রয়োজনে তালিকাটি বিস্তৃত করা যাইতে পারে)

	ব্যবহার-১ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-২ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-৩ (বর্গমিটার)	মোট ফ্লোর (বর্গমিটার)
বেসমেন্ট				
নীচতলা				
দোতলা				
তিনতলা				
চারতলা				
পাঁচতলা				
ছয়তলা				
সাত তলা				

- প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ :

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

তারিখ : ....

পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ)
ও
সদস্য-সচিব
বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।...
২।...
৩।...

অংশ-৩ (ফরম-২০৬) (বিধি ১২ দ্রষ্টব্য)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আপিল আবেদন প্রত্যাখ্যান

Land Use ....
Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/

তারিখ ঃ ....
আপিল আবেদন প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ .....

প্রতি

. . . .
. . . .
. . . .

জনাব / বেগম,

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন বর্ণিত ভূমির উপর প্রস্তাবিত বিশেষ প্রকল্প নির্মাণের ছাড়পত্রের জন্য আপিল আবেদনটি নগর উন্নয়ন কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। এই প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ চাহিত ছাড়পত্র প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করিতেছেন।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ :

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ (খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ (ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ (চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ (জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ (ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আপনার/আপনাদের বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্রের আবেদনপত্রটি নিম্নে উল্লিখিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে :

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

তারিখ : ....

পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ)
ও
সদস্য-সচিব
বৃহদায়তন বা বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন কমিটি
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।...
২।...
৩।...

ফরম-৩০১, ৩০২, ৩০৩ (বিধি ১৩, ১৪ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-৩০১) (বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য)

নির্মাণ অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র

Occupancy Type...................

ক্রমিক | | | | | রশিদ নম্বর | | | | |

১। আবেদনকারীর নাম ঃ
২। বর্তমান ঠিকানা ঃ
৩। প্রস্তাবিত ইমারতের ব্যবহারের ধরণ ঃ
৪। প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ ঃ
(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

৫। প্রস্তাবিত উন্নয়ন/নির্মাণকজের বিস্তারিত তথ্যাদি ঃ
৫.১ প্রস্তাবিত উন্নয়ন/নির্মাণকাজের প্রকার বা প্রকারসমূহ (পরিশিষ্ট-৩ এর বর্ণনানুসারে) . . . .
৫.২ উপরে উল্লিখিত ধরন অনুযায়ী ব্যবহার / ফ্লোরের ক্ষেত্রফল এর বিস্তারিত বর্ণনা :
ক. জমি/প্লট এর ক্ষেত্রফল. . . . . বর্গমিটার
খ. বাহুসমূহের পরিমাপ দক্ষিণে . . . . .মিটার, উত্তরে . . . . .মিটার, পূর্বে . . . . .মিটার, পশ্চিমে . . . . . মিটার।
গ. প্রকল্পের মোট ফ্লোরের ক্ষেত্রফল . . . . .বর্গমিটার
ঘ. আবাসিক ভবনের ক্ষেত্রে প্রতি তলায় আবাস/এ্যাপার্টমেন্ট/ফ্ল্যাটের সংখ্যা. . . . . . টি।
ঙ. প্রকল্পে মোট আবাসন এককের সংখ্যা . . . . টি।
চ. জমির মোট ভূ-পৃষ্ঠস্থ আচ্ছাদিত (Covered Area) অংশের ক্ষেত্রফল . . . . . বর্গমিটার, যাহা ভূমির .....শতাংশ।
ছ. প্লিন্থ (Plinth) এর উপরে সর্বমোট ফ্লোরের সংখ্যা .... এবং বেসমেন্ট ফ্লোরের সংখ্যা.................।
জ. বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ফ্লোরের আয়তন (প্রয়োজনে তালিকাটি বিস্তৃ ত করা যাইতে পারে) :

- ব্যবহার - ১. . . . . বর্গমিটার
- ব্যবহার - ২. . . . . বর্গমিটার
- ব্যবহার - ৩. . . . . বর্গমিটার
- ব্যবহার - ৪. . . . . বর্গমিটার
- ব্যবহার - ৫ . . . . বর্গমিটার

৫.৩ সাইট সংলগ্ন রাস্তা বা রাস্তাসমূহের প্রস্থ সন্মুখে . . . , মিটার, পিছনে . . . . মিটার, বায়ে . . . . . . মিটার. ডানে . . . . মিটার।

৫.৪ সাইটে পূর্বনির্মিত কাঁচা/পাকা ইমারতের (যদি থাকে) বিবরণ :

ক. পূর্ব নির্মিত ইমারতের সংখ্যা ও তদ্দ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ :

খ. প্রস্তাবিত ইমারত নির্মাণ অনুমোদিত হইলে পূর্বনির্মিত ইমারতের কোন অংশ ভাঙ্গিতে হইলে তদ্দ্বারা বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ :

৫.৫ প্রস্তাবিত সাইটের আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থান :

সন্মুখে____মিটার

পিছনে____মিটার

ডাইনে____মিটার

বামে____মিটার

৬। নির্মিতব্য ইমারত বা প্রকল্পের বিবরণ (প্রয়োজনে তালিকাটি বিস্তৃত করা যাইতে পারে)

	ব্যবহার-১ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-২ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-৩ (বর্গমিটার)	মোট ফ্লোর (বর্গমিটার)
বেসমেন্ট				
নীচতলা				
দোতলা				
তিনতলা				
চারতলা				
পাঁচতলা				
ছয়তলা				
অন্যান্য তলা				

মোট তলা/ফ্লোরের ক্ষেত্রফল . . . . বর্গমিটার।

৭। নির্মাণ অনুমোদনের জন্য পেশকৃত ফি, দলিলাদি ও নকশার তালিকা ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নয়
১.	স্বত্বাধিকারীর ইজারা দলিল/ ক্রয় দলিল/হেবা/অন্যান্য			
২.	সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমি হইলে ইহার দলিলাদি ও অনুমতিপত্র			
৩.	বিধি অনুযায়ী ফি প্রদানের রশিদ			
৪.	ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৫.	বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৬.	ইনডেমনিটি বন্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৭.	মৃত্তিকা পরীক্ষার রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			

৮.	Floor Area Ratio (FAR) এর হিসাব			
৯.	বিধি মোতাবেক যাবতীয় নকশা			
১০.	বিধি মোতাবেক গৃহীত ব্যবস্থা			
১১.	সংশিষ্ট বিভিনড়ব কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			

আমি / আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধিতে বর্ণিত বিষয়াদির উপযুক্ততা পূরণ করে এবং আমার / আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক। ইহাছাড়া এই বিধিমালার আওতায় অন্যান্য যে কোন প্রদেয় তথ্যাবলী/দলিলাদি প্রদানে বাধ্য থাকিব। যে কোন ভুল তথ্য প্রদান বা অসামঞ্জস্যতার কারণে নির্মাণ অনুমোদনপত্র দেয়ার পরও ভবিষ্যতে ইহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

তারিখ ঃ ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....
নাম ঃ ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ঃ ....
....

স্বত্বাধিকারীর নাম (সমূহ) . . . .
ঠিকানা ঃ

সংযুক্তি-৩০১ (বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য)

(১৫০/- টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর)

ইনডেমনিটি বন্ড

(গভীর ভিত্তি, পাইলিং ও বেসমেন্ট এর জন্য)

এই ইনডেমনিটি বন্ড জনাব/বেগম ....
পিতা/স্বামী/স্ত্রী...
সাকিন.. থানা...................... জেলা .... কর্তৃক রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বরাবরে সম্পাদিত।

জমির অবস্থান :

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা/ উন্নয়নকৃত এলাকার নাম :
(খ) প্লট/দাগ ও খতিয়ান নং (জরিপ মোতাবেক) :
(গ) মৌজা ও থানার নাম/ব্লক নং :
(ঘ) ওয়ার্ড নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
(ঙ) রাস্তার নাম :
(চ) সিট নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :
(ছ) সেক্টর নং :

যেহেতু সম্পাদনকারী রাজউক বরাবরে উল্লিখিত জমিতে গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্ট অনুমোদনের জন্য একটি প্ল্যান দাখিল করিয়াছেন এবং যেহেতু রাজউক পূর্বে বর্ণিত গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্ট নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অনুমোদনের জন্য সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু মালিক স্বত্বাধিকারী উক্তরূপে গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্ট নির্মাণ সংলগ্ন ভূমির কোন ক্ষয়ক্ষতি হইলে সেই সম্পর্কে রাজউককে দায়মুক্তি (Indemnity) প্রদানের নিমিত্তে এই বন্ড প্রদান করিয়াছেন।

এবং

যেহেতু সম্পাদনকারী এই মর্মে এই ইনডেমনিটি বন্ড সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন যে, গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্ট নির্মাণের অনুমোদনকালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে সকল শর্তাদি আরোপ করিবে তাহা সম্পাদনকারী মানিয়া চলিবে।

এক্ষণে উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে নিম্নলিখিত শর্তাদি উল্লেখে অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করা হইল :

১। গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্ট নির্মাণের জন্য ভূমির স্বত্বাধিকারীর নক্শাসমূহের অনুমোদন বিবেচনায় সম্পাদনকারী এইভাবে দায়িত্বভার পালন করিবেন যে, সকল সময়ের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দোষ এবং যে কোন ধরনের ক্ষতিসাধন কিংবা দায়বদ্ধতা হইতে মুক্ত রাখিবে। উহার ভিত্তি খননের সময় হোক বা নির্মাণকালে অথবা উক্ত নির্মাণের পরেই হোক না কেন, সংলগ্ন সম্পত্তিতে নির্মাণ বা কোন ব্যক্তিকে যে কোন ধরনের আঘাত বা ক্ষতির কারণ ঘটাইতে পারে বা গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্ট নির্মাণের ঘটনার ফলাফল হিসাবে যাহা ঘটিবে তাহার দায়দায়িত্ব হইতে রাজউক মুক্ত থাকিবে।

২। স্বত্বাধিকারী এই মর্মে সম্মত আছেন এবং দায়িত্বভার নিবেন যে, স্বত্বাধিকারীকে গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্ট নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন দানের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা নির্মাণকাজের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা স্বত্বাধিকারী কর্তৃক যে উপায়ে গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্টের নির্মাণকাজ করিতেছেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বা উল্লিখিত অনুমোদনের পরিণামে সৃষ্ট অবস্থার কারণে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তিবর্গের দাবী উত্থাপনের ঘটনায়, সম্পাদনকারী দায়ী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং দায়ভার গ্রহণ করিবেন।

৩। সম্পাদনকারী এই মর্মে আরো সম্মত এবং দায়িত্ব গ্রহণ করিতে রাজী আছেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দায় পূরণের জামানত হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যে কোন পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকিবেন, যাহা রাজউক কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বা খেসারত হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেসমেন্ট নির্মাণ বিষয়ে কোন আইনগত কার্যধারা চালু হইলে সেই আইনগত কার্যধারায় রাজউক যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবে তাহাও সম্পাদনকারী প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৪। সম্পাদনকারী কর্তৃক সম্পাদিত উপর্যুক্ত অঙ্গীকারনামাকে কোনরূপ ক্ষুণ্ন না করিয়া সম্পাদনকারী রাজউককে এই বিষয়ে পূর্ণ ক্ষয়ক্ষতি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে যাহা রাজউককে এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে।

৫। স্বত্বাধিকারী পুনরায় এই মর্মে সম্মতি প্রদান ও অঙ্গীকার প্রদান করিতেছেন যে, এই বন্ড সকল সময় কার্যকর থাকিবে এবং সম্পাদনকারী সকল সময় ইহাতে বর্ণিত শর্তাদি পালন করিবেন।

ইহাতে উপস্থিত সাক্ষীদের সন্মুখে সম্পাদনকারী বন্ডের মর্ম অবগত হইয়া স্বেচ্ছায় অদ্য ..../.......... তারিখে অত্র অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিলেন।

সম্পাদনকারী

(Indemnifier)

জামানতকারী/ক্ষতিপূরণকারীর স্বাক্ষর

নাম ....

ঠিকানা ও ফোন নম্বর

....

....

১।	স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ....
নাম ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....

২।	স্বাক্ষীর স্বাক্ষর ....
নাম ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....

অংশ-২ (ফরম-৩০২) (বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)
ফরম-৩০২ (বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

নির্মাণ অনুমোদন পত্র

Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/	তারিখ ঃ ....
নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....

প্রতি
....
....
....

আপনার/আপনাদের................. তারিখের আবেদন বিবেচনায় নিম্নলিখিত জমি/প্লট এ বর্ণিত শর্তাধীনে Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর ধারা ৩ অনুযায়ী .... ইমারত/প্রকল্প নির্মাণকল্পে অনুমতি প্রদান করা হইল।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ	(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ	(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ	(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ	(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ	(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

শর্তাবলী :

ক. অনুমোদনকৃত নকশা অনুযায়ী নির্মাণকাজ সম্পাদন করিতে হইবে। যদি নির্মাণ অনুমোদনপত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোন নির্মাণ কাজ করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

খ. ইমারত নির্মাণ বিধি অনুযায়ী নির্মাণকাজ শুরুর পূর্বে এবং নির্মাণ কাজের প্লিন্থস্তরে পৌঁছানোর পর নির্ধারিত ফরম এর মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

গ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথানিয়মে Occupancy Certificate প্রদান না করা পর্যন্ত নির্মিত ইমারত/প্রকল্পের ব্যবহার শুরু করা যাইবে না।

ঘ. ইমারত নির্মাণের জন্য প্রদত্ত অনুমোদন প্রস্তাবিত জমি বা প্লটের কোন আইনত অধিকার, দখল বা মালিকানা প্রদান করে না।

ঙ. নকশায় বর্ণিত জমি/প্লটের দখলী স্বত্ব লইয়া কোন বিবাদ থাকিলে অথবা অত্র অনুমতিপত্রের উল্লিখিতশর্ত সমূহ ভঙ্গ করা হইলে অথবা আবেদনকারীর প্রদত্ত বিবরণসমূহ অসত্য হইলে অথবা কোন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গোপন রাখা হইলে অথবা যে উদ্দেশ্যে নকশার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর ধারা ৯ অনুযায়ী অনুমোদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

চ. বর্তমান অনুমোদনের তারিখ হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত নকশার অনুমোদন বলবত থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে নির্মাণকার্য শুরু না করা হইলে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যথোপযুক্ত ফিস জমাপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে নবায়ন করিতে হইবে।

ছ. এই অনুমোদন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি যে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হকুম-দখলের বেলায় প্রতিবন্ধক নহে। সরকার যে কোন সময় সম্পত্তি হুকুম দখল করিয়া লইতে পারেন, ইহাতে প্রচলিত আইনানুযায়ী কোন বাধা থাকিবে না।

জ. ভূগর্ভস্থ তলা (বেজমেন্ট) অথবা ইমারতের ভিত্তির কাজ আরম্ভ করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। নির্মাণকাজ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী জায়গায়/ইমারতের কোন ক্ষতিসাধন যাহাতে না হয় এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ঝ. কাঠামো নকশা প্রণয়নে এবং নির্মাণকাজ চলাকালে ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিধানাবলী যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

ঞ. যে কোন নির্মাণকাজের জন্য Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) ও ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :

১।..
২।..
৩।..

সংযুক্ত : অনুমোদিত নকশা।

অংশ-৩ (ফরম-৩০৩) (বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)

ফরম-৩০৩ (বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

নির্মাণ অনুমোদন প্রত্যাখান

Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....

নির্মাণ অনুমোদন প্রত্যাখান নম্বর ঃ ....

প্রতি

. . . .

. . . .

. . . .

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, কর্তৃপক্ষ আপনার/আপনাদের ....তারিখের আবেদন পর্যালোচনান্তে আবেদনকৃত ইমারত নির্মাণের অনুমোদন প্রদানে অপারগ।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ (খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ

(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ (ঘ) ব্লক নং ঃ

(ঙ) সিট নং ঃ (চ) ওয়ার্ড নং ঃ

(ছ) সেক্টর নং ঃ (জ) রাস্তার নাম ঃ

(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ (ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আপনার/আপনাদের নির্মাণ অনুমোদনের আবেদনপত্রটি নিম্নবর্ণিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে :

১.

২.

৩.

৪.

৫.

৬.

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর ধারা ১৫ অনুযায়ী প্রত্যাখানের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে আপিল করিবার সুযোগ রহিয়াছে।

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার

ও

সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি........

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।..
২।..
৩।..

ফরম-৩০৪, ৩০৫ ও ৩০৬ (বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-৩০৪) (বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)

নির্মাণ অনুমোদন আবেদন প্রত্যাখানের প্রেক্ষিতে আপিল আবেদন

Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদনপত্র প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

প্রতি
সভাপতি
নগর উন্নয়ন কমিটি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

আমি/আমরা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত জমি/প্লটে নির্মাণ অনুমোদন প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে আপিল করিতেছি।
প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আমার/আমাদের আপিল নিম্নবর্ণিত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে পুনঃসমীক্ষাযোগ্য :
১.
২.
৩.
৪.
৫.
অনুগ্রহ করিয়া উল্লিখিত কারণসমূহের আলোকে আমাকে/আমাদেরকে নির্মাণ অনুমোদন প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশ করিবার অনুরোধ জানাইতেছি।

তারিখ : .... আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....

নাম ....

ঠিকানা ....

....

সংযুক্ত :

১। নির্মাণ অনুমোদনপত্র প্রত্যাখানের কপি।

অংশ-২ (ফরম-৩০৫) (বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

নির্মাণ অনুমোদনপত্রের আপিল আবেদন অনুমোদন

Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....

প্রতি

....

....

....

আপনার/আপনাদের................. তারিখের আপিল আবেদন বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত জমি বা প্লট এ বর্ণিত শর্তাধীনে Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর ধারা ৩ অনুযায়ী .... ইমারত/প্রকল্প নির্মাণকল্পে অনুমতি প্রদান করা হইল।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট-এর অবস্থান ও পরিমাণ :

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ

(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ

(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ

(ঘ) ব্লক নং ঃ

(ঙ) সিট নং ঃ

(চ) ওয়ার্ড নং ঃ

(ছ) সেক্টর নং ঃ

(জ) রাস্তার নাম ঃ

(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ

(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

শর্তাবলী :

ক. অনুমোদনকৃত নকশা অনুযায়ী নির্মাণকাজ সম্পাদন করিতে হইবে। যদি নির্মাণ অনুমোদনপত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোন নির্মাণকাজ করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

খ. ইমারত নির্মাণ বিধি অনুযায়ী নির্মাণকাজ শুরুর পূর্বে এবং নির্মাণকাজের প্লিন্থস্তরে পৌঁছানোর পর নির্ধারিত ফরম এর মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

গ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথানিয়মে Occupancy Certificate প্রদান না করা পর্যন্ত নির্মিত ইমারত বা প্রকল্পের ব্যবহার শুরু করা যাইবে না।

ঘ. ইমারত নির্মাণের জন্য প্রদত্ত অনুমোদন প্রস্তাবিত জমি বা প্লটের কোন আইনত অধিকার, দখল বা মালিকানা প্রদান করে না।

ঙ. নকশায় বর্ণিত জমি বা প্লটের দখলী স্বত্ব লইয়া কোন বিবাদ থাকিলে অথবা অত্র অনুমতি পত্রের উল্লিখিত শর্তসমূহ ভঙ্গ করা হইলে অথবা আবেদনকারীর প্রদত্ত বিবরণসমূহ অসত্য হইলে অথবা কোন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গোপন রাখা হইলে অথবা যে উদ্দেশ্যে নকশার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর ধারা ৯ অনুযায়ী অনুমোদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

চ. বর্তমান অনুমোদনের তারিখ হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত নকশার অনুমোদন বলবত থাকিবে। এই সময়ের মধ্যে নির্মাণকার্য শুরু না করা হইলে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যথোপযুক্ত ফিস জমা পূর্বক আবেদনের মাধ্যমে নবায়ন করিতে হইবে।

ছ. এই অনুমোদন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি যে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হকুম-দখলের বেলায় প্রতিবন্ধক নহে। সরকার যে কোন সময় সম্পত্তি হুকুম দখল করিয়া লইতে পারেন, ইহাতে প্রচলিত আইনানুযায়ী কোন বাধা থাকিবে না।

জ. ভূগর্ভস্থ তলা (বেসমেন্ট) অথবা ইমারতের ভিত্তির কাজ আরম্ভ করার ২(দুই) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। নির্মাণ কাজ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী জায়গায়/ইমারতের কোন ক্ষতি সাধন যাহাতে না হয় এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ঝ. কাঠামো নকশা প্রণয়নে এবং নির্মাণকাজ চলাকালে ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিধানাবলী যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

ঞ. যে কোন নির্মাণকাজের জন্য Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) ও ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :

১।...
২।...
৩।...

সংযুক্ত : অনুমোদিত নকশা।

অংশ-৩ (ফরম-৩০৬) (বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
নির্মাণ অনুমোদনপত্রের আপিল আবেদন প্রত্যাখ্যান

Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/

তারিখ ঃ ....
আপিল আবেদন প্রত্যাখান নম্বর ঃ ....

প্রতি
....
....
....

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আপনার/আপনাদের .... তারিখের নির্মাণ অনুমোদন আপিল আবেদনটি গৃহীত হয় নাই। সেই প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ইমারত নির্মাণের অনুমোদন প্রদানে অপারগ।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আপনার/আপনাদের নির্মাণ অনুমোদনের আবেদনপত্রটি নিম্নবর্ণিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে :

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।..
২।..
৩।..

ফরম-৩০৭ ও ৩০৮ (বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-৩০৭) (বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য)

নির্মাণ কাজ শুরু অবহিতকরণ ও কারিগরী ব্যক্তিবর্গের প্রত্যয়ন বা সম্মতি

Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

আমি / আমরা এই মর্মে জানাইতেছি যে, নিম্নবর্ণিত জমি/প্লটে ইমারত নির্মাণ / পুনঃ নির্মাণ / অপসারণ বা উপকরণ পরিবর্তনের জন্য স্মারক নং...................................... তারিখ .... এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুমোদন অনুযায়ী আগামী .... তারিখে কাজ আরম্ভ করা হইবে।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ ঃ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

তারিখ ঃ ....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....
নাম ঃ ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ঃ ....
....

উপরে বর্ণিত ইমারত /প্রকল্পের নির্মাণকাজের সহিত আমি আমার সংশ্লিষ্টতা প্রত্যয়ন করিতেছি।

স্থপতি
স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

যান্ত্রিক প্রকৌশলী
স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

প্লাম্বিং/ সেনিটারি প্রকৌশলী
স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী
স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

পুর / কাঠামো প্রকৌশলী
স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

তড়িৎ প্রকৌশলী
স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

ফায়ার ফাইটিং / সিফটি বিশেষজ্ঞ
স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

ডিপ্লোমা স্থপতি
স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

অংশ-২ (ফরম-৩০৮) (বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
কারিগরী জনবল পরিবর্তনের আবেদন
Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত .... তারিখের নির্মাণ অনুমোদনপত্র মোতাবেক নিম্নোক্ত জমিতে ইমারত নির্মাণের কাজ চলিতেছে।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

নিম্নে উল্লিখিত কারিগরী ব্যক্তি (যাহার সম্মতি নিম্নে প্রদত্ত) ইতোপূর্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপন করিয়া বর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন।
আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....
নাম...
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
তারিখ ....
আমি/ আমরা এই মর্মে উপরোক্ত প্রকল্পে/ইমারত নির্মাণে আমার/আমাদের অংশগ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি :
নবাগত কারিগরী ব্যক্তি পূর্বতন কারিগরী ব্যক্তি

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর ....
নাম	নাম ....
পেশা	পেশা ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন)	নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর	ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
তারিখ...	তারিখ...

বি.দ্র. প্রত্যেক কারিগরী জনবলের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

ফরম-৩০৯, ৩১০, ৩১১ ও ৩১২ (বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-৩০৯) (বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য)

প্লিন্থ স্তর পর্যন্ত কার্য সম্পন্ন অবহিতকরণ

Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

আমি/আমরা এই মর্মে জানাইতেছি যে, নিম্নবর্ণিত ইমারতের প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত নির্মাণ কাজ অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সম্পন্ন করিয়াছি।

জমি/প্লট-এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....
নাম ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।

অংশ-২ (ফরম-৩১০) (বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

প্লিন্থ স্তর পর্যন্ত কাজ সম্পর্কে কারিগরী ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন

Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

জনাব,
আমি/আমরা এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, নিম্নে উল্লিখিত জমিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্মাণ অনুমোদন নম্বর .... তারিখ .... অনুযায়ী উক্ত ইমারত/প্রকল্পের প্লিন্থ স্তর পর্যন্ত কাজ আমার/আমাদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

স্বাক্ষর (স্থপতি/ প্রকৌশলী) . . . .
নাম . . . .
পেশা . . . .
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন).. . . . .
ঠিকানা ও ফোন নম্বর . . . .
তারিখ : . . . .

সংযুক্ত : বিস্তারিত প্রতিবেদন।

অংশ-৩ (ফরম-৩১১) (বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

প্লিন্থ স্তর পরবর্তী কাজের সম্মতিপত্র

Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ............................

প্রতি
....
....

জনাব/বেগম
আপনার / আপনাাদের ....তারিখের আবেদনে প্লিন্থ স্তর পর্যন্ত কাজ সম্পন্নের বিষয়ে অবহিত করণের প্রেক্ষিতে
জানানো যাইতেছে যে, উল্লিখিত জমিতে নির্মাণাধীন ইমারতের প্লিন্থ স্তর পরবর্তী নির্মাণকাজ অগ্রসরের জন্য এতদ্‌দ্বারা সম্মতি দেওয়া হইল।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।...
২।...
৩।...

অংশ-৪ (ফরম-৩১২) (বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
প্লিন্থ স্তর পরবর্তী কাজের অসম্মতিপত্র
Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ.................

প্রতি
. . . .
. . . .

জনাব/বেগম
আপনার / আপনাাদের ....তারিখের আবেদনে প্লিন্থ স্তর পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন বিষয়ে অবহিত করণের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, উল্লিখিত জমিতে নির্মাণাধীন ইমারত অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সম্পন্ন না হওয়ায় প্লিন্থ স্তর পরবর্তী নির্মাণকাজ অগ্রসরের জন্য সম্মতি দেওয়া গেল না।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আপনার/আপনাদের প্লিন্থ স্তর পরবর্তী নির্মাণকাজ অগ্রসরের জন্য সম্মতিপত্রের আবেদনপত্রটি নিম্নবর্ণিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে :
১.
২.
৩.
৪.
অনুমোদিত নকশা মোতাবেক প্লিন্থ স্তর পর্যন্ত কাজটি সম্পন্ন করিয়া পরবর্তী নির্মাণকাজ অগ্রসরের সম্মতিপত্রের জন্য আপনাকে/ আপনাদেরকে কর্তৃপক্ষের নিকট পূনরায় আবেদন করিতে হইবে।

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।...
২।...
৩।...

ফরম-৩১৩ (বিধি ১৬ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
আংশিক কাজ তদারকীর প্রত্যয়নপত্র
Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

জনাব
আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ... তারিখের নির্মাণ অনুমোদনপত্র নম্বর.................... অনুযায়ী নিম্নোক্ত জমিতে ইমারত নির্মাণ কাজ আংশিক তদারকী করিয়াছি। আমার তদারকীর মেয়াদ ছিল ....হইতে ....তারিখ পর্যন্ত । উক্ত সময়কালে নির্মিত ইমারত/প্রকল্পের নির্মাণকাজের প্রতিবেদন এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

স্বাক্ষর (স্থপতি/প্রকৌশলী) ....
নাম ....
পেশা ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
তারিখ
সংযুক্ত : আংশিক কাজ তদারকীর বিস্তারিত প্রতিবেদন।

ফরম- ৪০১, ৪০২, ৪০৩ ও ৪০৪ (বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-৪০১) (বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য)

সমাপ্তি অবহিতকরণপত্র (Completion Report) ও বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সী সার্টিফিকেট) এর জন্য আবেদন
(সম্পূর্ণ সমাপ্ত/আংশিক সমাপ্ত)
Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদন নমর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

আমি / আমরা আপনার দপ্তরকে এই মর্মে অবহিত করিতেছি যে .... তারিখে রাজউক কর্তৃক অনুমোদিত ইমারত নির্মাণ অনুমোদনপত্র মোতাবেক ইমারত/প্রকল্পটির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হইয়াছে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কারিগরী/পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন, তাঁহাদের স্বাক্ষরিত মূল নকশার অনুলিপি, প্রতিবেদন, সমাপ্ত ভবনের নকশার ৪(চার) ফর্দ সংযুক্ত করা হইল।

আমি / আমরা, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইমারত/প্রকল্পটি পরিদর্শন ও তৎপরবর্তী অকুপেন্সী সার্টিফিকেট এর জন্য আবেদন করিতেছি ।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আমি / আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাবলী ইমারত নির্মাণ বিধিমালার বিবিধ শর্তাবলী পূরণ করে।
ব্যবহার যোগ্যতার জন্য নির্মিত ইমারতের ফ্লোর/অংশের বিবরণ (পূর্ণ সমাপ্ত / আংশিক সমাপ্ত)

(প্রয়োজন মোতাবেক ছকটি সম্প্রসারণ করা যাইবে) :

তলা / ব্যবহারের ধরন		আংশিক সমাপ্ত (বর্গমিটার)	পূর্ণ সমাপ্ত (বর্গমিটার)	মেঝের মোট ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার)
বেজমেন্ট ১	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
বেজমেন্ট ২	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
বেজমেন্ট ৩	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
একতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
দোতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
তিনতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
চারতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
পাঁচতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
ছয়তলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			

	ব্যবহার ৪:			
অন্যান্য তলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
ভবনের মেঝের মোট ক্ষেত্রফল				

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....
নাম ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

অংশ-২ (ফরম-৪০২) (বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

কারিগরী ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র

Occupancy Type....................

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....
প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

আমি /আমরা (স্থপতি/ প্রকৌশলী) . . . .
নিবন্ধন নং . . . . এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, নিম্নে বর্ণিত জমির উপর আমার/ আমাদের তদারকীতে নির্মাণকাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

জমি/প্লট-এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আমি/আমরা..................... তারিখ হইতে উপরোক্ত ইমারত/প্রকল্পের তদারকীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ... তারিখের নির্মাণ অনুমোদনপত্র নম্বর .... মোতাবেক উপরের ছকে সন্নিবেশিত তথ্য অনুযায়ী ইমারত/প্রকল্পটির নির্মাণ অনুমোদিত নকশা ও Specification অনুযায়ী সমাপ্ত হইয়াছে।

স্বাক্ষর (স্থপতি) ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

স্বাক্ষর (প্রকৌশলী) ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

সংযুক্ত : বিস্তারিত প্রতিবেদন।

নির্মাণ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য কারিগরী ব্যক্তিবর্গের তালিকা ঃ

স্থপতি

☐ নির্মাণ তদারকী

স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

পুর / কাঠামো প্রকৌশলী

☐ নির্মাণ তদারকী

স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

যান্ত্রিক প্রকৌশলী

☐ নির্মাণ তদারকী

স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

তড়িৎ প্রকৌশলী

☐ নির্মাণ তদারকী

স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

প্লাম্বিং/ সেনিটারি প্রকৌশলী

☐ নির্মাণ তদারকী

স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

ফায়ার ফাইটিং / সিফটি বিশেষজ্ঞ

☐ নির্মাণ তদারকী

স্বাক্ষর ....
নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী	ডিপ্লোমা স্থপতি
□ নির্মাণ তদারকী	□ নির্মাণ তদারকী
স্বাক্ষর	স্বাক্ষর ....
নাম	নাম ....
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন)	নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর	ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....	....
তারিখ	তারিখ ....

সংযুক্ত : তদারকীর প্রত্যয়নপত্র।

অংশ-৩ (ফরম-৪০৩) (বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য)

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা

রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সী সার্টিফিকেট)

Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/

তারিখ ঃ ....

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর ঃ ....

প্রতি,

....

....

....

আপনার .... তারিখের নির্মাণ সমাপ্তি অবহিতকরণ পত্রের প্রেক্ষিতে এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত জমিতে অবস্থিত ইমারতটি পরিদর্শন করা হইয়াছে। বিধিমালা, অনুমোদিত নকশা এবং কোড এর বর্ণনা অনুযায়ী ইমারতটির কাঠামোগত নিরাপত্তা এবং ভিতরের ও বাহিরের স্বাস্থ্যকর অবস্থার শর্তসমূহ পূরণ হওয়ায় ইহার আংশিক/পূর্ণ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ঘোষণা করা হইল।

ব্যবহারযোগ্য নির্মিত ইমারতের ফ্লোর/অংশের বিবরণ ঃ

বৈধতার মেয়াদ .... দিবস .... মাস ....সন

এই সনদপত্রটি নির্মিত ইমারতের নীচতলায় সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শিত থাকিতে হইবে, যাহাতে ইহা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনসাধারণের সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ	(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ	(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ	(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ	(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ	(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১।..
২।..
৩।..

অংশ-৪ (ফরম-৪০৪) (বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সী সার্টিফিকেট) আবেদন প্রত্যাখান পত্র

Occupancy Type............................

স্মারক নং-রাজউক/ তারিখ ঃ ....
নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ..........
প্রতি,
....
....
....

আপনার / আপনাদের .... তারিখের .... নং নির্মাণ সমাপ্তি অবহিতকরণ পত্র প্রসঙ্গে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত ইমারত/প্রকল্পটির নির্মাণ, কাঠামোগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যগত বিষয়াদি সন্নিবেশনের অবস্থা বিচারের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন করা হইয়াছে। সার্বিকভাবে পর্যালোচনায় আপনাকে / আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত কারণে বর্তমানে আপনার/আপনাদেরকে উক্ত ইমারত/প্রকল্পের বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদান করা সম্ভব নহে।

কারণসমূহ :
১.
২.
৩.
৪.
৫.

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

ফরম- ৪০৫ (বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সী সার্টিফিকেট) প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে পুনঃআবেদন

Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদনপত্র নম্বর ঃ ....
বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ..

প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

জনাব,
আমি / আমরা .... তারিখের .... নং নির্মাণ অনুমোদন পত্র মোতাবেক উক্ত ইমারত/প্রকল্পের .... তারিখে নির্মাণ সমাপ্তি অবহিতকরণ পত্র নং এর প্রেক্ষিতে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের জন্য পুনঃ আবেদন করিতেছি। ইমারত/প্রকল্পটি বিধিমালা অনুযায়ী কাঠামোগত নিরাপত্তা, ভবনে স্বাস্থ্যগত বিষয়াদি সন্নিবেশনের শর্ত পূরণ করিয়া নির্মিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়াদি গোচরে আনিয়া আমার/আমাদের ইমারত/প্রকল্পের বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদান পুনঃবিবেচনা করিলে বাধিত হইব।

১.
২.

৩.
৪.
৫.

প্রস্তাবিত জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর . ...
নাম ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

সংযুক্ত : বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রত্যাখানপত্র

ফরম -৪০৬ (বিধি ২৩ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সী সার্টিফিকেট) নবায়নের আবেদনপত্র

Occupancy Type...................

নির্মাণ অনুমোদনপত্র নম্বর ঃ ....
বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর ঃ ....
তারিখ ঃ ....

প্রতি
অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

জনাব,
আমি / আমরা নিম্নোক্ত জমিতে নির্মিত/অবস্থিত ইমারত/প্রকল্পের .... তারিখে প্রদত্ত বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর .... নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ
(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ
(ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ....
নাম ....
ঠিকানা ও ফোন নম্বর ....
....
তারিখ ....

সংযুক্ত : মূল বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের অনুলিপি।

ফরম-৪০৭ ও ৪০৮ (বিধি ২৩ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।
অংশ-১ (ফরম-৪০৭) (বিধি ২৩ দ্রষ্টব্য)
বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সী সার্টিফিকেট) নবায়ন
Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/

তারিখ ঃ ....
নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ.............................
বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর ঃ ....

প্রতি
....
....

আপনার/আপনাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর......................তারিখ.......................এর মাধ্যমে প্রদত্ত নিম্নোক্ত জমিতে নির্মিত/অবস্থিত ইমারত/প্রকল্পের বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র আগামী .... দিন ....মাস .... বৎসর পর্যন্ত নবায়ন করা হইল।

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ
(খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ
(ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ
(চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ
(জ) রাস্তার নাম ঃ

(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ (ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :
১। ....
২। ....
৩। ....

অংশ-২ (ফরম-৪০৮) (বিধি ২৩ দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ শাখা
রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০।

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সী সার্টিফিকেট) নবায়নের আবেদন প্রত্যাখান

Occupancy Type...................

স্মারক নং-রাজউক/

তারিখ ঃ ....
নির্মাণ অনুমোদন নম্বর ঃ ....
বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়ন প্রত্যাখ্যান নম্বর ঃ ......

প্রতি
....
....
....

আপনার/আপনাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর ....তারিখ ....এর মাধ্যমে প্রদত্ত নিম্নোক্ত জমিতে নির্মিত/অবস্থিত ইমারত/প্রকল্পের বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র সনাক্তকৃত নিম্নবর্ণিত নিয়মের ব্যতিক্রম বা অননুমোদিত ব্যবহার এর কারণে নবায়ন প্রদান করা সম্ভব নহে।

কারণসমূহ :
১.
২.
৩.
৪.
৫.

জমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ

(ক) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/গ্রাম/মহল্লা ঃ (খ) সি.এস / আর.এস দাগ নম্বর ঃ
(গ) মৌজা ও থানার নাম ঃ (ঘ) ব্লক নং ঃ
(ঙ) সিট নং ঃ (চ) ওয়ার্ড নং ঃ
(ছ) সেক্টর নং ঃ (জ) রাস্তার নাম ঃ

(ঝ) বাহুর মাপ সহ জমি/প্লটের পরিমাণ ঃ (ঞ) জমি/প্লট এ বিদ্যমান বাড়ি/কাঠামোর বিবরণ ঃ

এই নিয়মের ব্যতিক্রম বা অননুমোদিত ব্যবহার এর কারণে কর্তৃপক্ষ আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তারিখ : ....

অথরাইজড অফিসার
ও
সদস্য-সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি ....
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

অনুলিপি :

১। ....

২। ....

৩। ....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
এ এস এম রশিদুল হাই
সচিব

বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা-২০০৪

বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও নং ৫০-আইন/২০০৪ বলে জারি করা হয় যা বাংলাদেশ গেজেটের ১ মর্চ ২০০৪ তারিখে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বিধিমালাটি এস, আর, ও নং ১৪৬-আইন/২০১২ এবং এস, আর, ও নং ২২৫-আইন/২০১৫ বলে সংশোধিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ ফাল্গুন, ১৪১০ বঙ্গাব্দ/২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

এস, আর, ও নং ৫০-আইন/২০০৪- The Town Improvement Act. 1953 (E.B.Act XIII of 1953) এর Section 102. The Building Construction Act. 1952 (E.B. Act II of 1953) এর section 18 এবং মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধারা সংরক্ষণ আইন ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিত শিরোনাম ও প্রয়োগ। (১) এই বিধিমালা বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। ইহা The Town Improvement Act, 1953 (E.B. Act. XIII of 1953) এবং The Building Construction Act, 1952 (E.B. Act II of 1952) এর অধীন প্রণীত মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়

(ক) "আবেদনপত্র" অর্থ বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প অনুমোদনের আবেদন বা পুন: অনুমোদন বা নবায়ন বা সংশোধন এর আবেদন;

(খ) "ইমারত" অর্থ The Building Construction Act, 1952 (E.B. Act No. II of 1953) এর section 2 (b) তে সংজ্ঞায়িত "Building";

(গ) "উদ্যোক্তা" অর্থ বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভুমি উন্নয়ন বা ইমারত নির্মাণকারী কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী করবার, বার্ণিজিক প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, ডেভেলপার, সমিতি বা সংগঠন।

(ঘ) "কতৃপক্ষ" অর্থ The Town Improvement Act, 1953 (E.B. Act XIII of 1953) এর section 3 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঙ) "কোড" অর্থ Bangladesh National Building Code, 1993;

(চ) "কমিটি" অর্থ বিধি ১৮ এর অধীন বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভুমি উন্নয়ন ও ইমারত নির্মান সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত কমিটি;

(ছ) "জলাধার সংরক্ষন আইন" অর্থ মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যোন এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন);

(জ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত কোন তফসিল ;

(ঝ) "পরিবেশ" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২(গ) তে সংজ্ঞায়িত পরিবেশ;

[১](ঝঝ) বিদ্যমান প্রকল্প" অর্থ তফসিল ৮ এ উল্লিখিত অনুমোদিত বা অননুমোদিত কোন প্রকল্প;

(ঞ) "বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প" অর্থ কোন উদ্যোক্তা কর্তৃক বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভুমি উন্নয়ন ও ইমারত নির্মানের জন্য গৃহীত প্রকল্প;

---

[১] দফা ঝঝ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(ট) "ভরাট" বলিতে প্রাকৃতিক জলাধারা সংরক্ষন আইনে বর্ণিত নদী, খাল, বিল, দিঘী, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে মহাপরিকল্পনায় চিহ্নিত বা সরকার, কোন স্থানীয় সরকার বা সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে ঘোষিত কোন জায়গা এবং সলল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারন করে এমন কোন ভুমি ব্যতীত বৈধভাবে অন্যান্য উন্নয়নযোগ্য ভুমির ভরাট:

[1](ঠ) ভূমি উন্নয়ন" অর্থ মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায় চিহ্নিত ও সুপারিশকৃত কোন ভূমিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধাসহ বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন;

(ড) "মহাপরিকল্পনা" অর্থ The Town Improvement Act, 1953 (E.BAct XIII of 1953) এর অধীনে প্রণীত মহাপরিকল্পনা ;

[2](ঢ) "লে-আউট প্ল্যান" অর্থ নিবন্ধীকৃত নগর পরিকল্পনাবিধ, স্থপতি, প্রকৌশলী, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, ফার্ম বা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি কর্তৃক প্রণীত প্রকল্পের জরীপ নকশা, লোকেশন ম্যাপ, সাইট প্লান, ভূমির বিস্তারিত বিভাজন, ভূমি উন্নয়ন, সড়ক নেটওয়ার্ক, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, ড্রেনেজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস , টেলিফোন, স্ট্রীট লাইট ইত্যাদির অবকাঠামোগত পরিকল্পনা এবং অন্যান্য যাবতীয় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সমেত প্রণীত কোন নকশা;

[2](ণ) "বিয়েল এস্টেট" অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২ (১২) এ সংজ্ঞায়িত রিয়েল এস্টেট;

[2]ত "বিয়েল এস্টেট" অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২ (১২) এ সংজ্ঞায়িত রিয়েল এস্টেট;

[2]থ "ভূমি ব্যবহার পুনর্বিন্যাসকরণ (Land Re-adjustment/L.R)" অর্থে সরকার ঘোষিত নগর অঞ্চলের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায়, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে, একাধিক ভূমি-মালিক, অথবা ভূমি-মালিক ও রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার এর মধ্যেকার পারস্পরিক ভূমি উন্নয়ন সহযোগিতা চুক্তির অধীন তাহাদের মালিকানাধীন খণ্ডিত-ভূমিসমূহের একীভূতকরণ করিয়া একটি একক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার আওতায় উক্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সকল ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো (রাস্তা, ড্রেন, পার্ক, সামাজিক সেবা-সুবিধা) ও কস্ট রিকভারি প্লট (Cost-Recovery Plot) এর জন্য ভূমির সংস্থান করাপূর্বক অবশিষ্ট ভূমি যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল ভূমি-মালিকদের নিকট স্ব স্ব মালিকানা-স্বত্ব অনুযায়ী পুনঃবিভাজন (Re-plotting) এর মাধ্যমে পুনর্বিন্যাসকরণ (Re-distribution) প্রক্রিয়ায় পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখিয়া একটি সুষ্ঠু, স্বাস্থ্যকর, সকল নাগরিক সেবা-সুবিধাসম্বলিত নগর-অঞ্চল উন্নয়ন করাকে বুঝাইবে;

[2]দ "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার;

[2]ধ "সেন্ট্রাল বিজনেস ডিসট্রিক্ট (Central Business District/C.B.D.)" অর্থ কোন শহর, উপ-শহর বা আবাসিক প্রকল্প এলাকার দৈনন্দিন চাহিদা ছাড়াও বৃহত্তর সার্বিক দাপ্তরিক বা বাণিজ্যিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রকল্প এলাকার মাঝামাঝি বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে সকল রকম অ-আবাসিক, অফিস বা বাণিজ্যিক স্থাপনার সমষ্টিকে বুঝাইবে;

[2]ন "সেবা" অর্থ আবাসিক প্রকল্প এলাকার দৈনন্দিন চাহিদার প্রয়োজনে ন্যূনতম নাগরিক সেবাকে বুঝাইবে, যাহা "না-ক্ষতি/না-লাভ (No loss/No profit)চ ভিত্তিতে উৎপাদন খরচ মোতাবেক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরবরাহ করা হইবে;

[2]প "সুবিধা" অর্থ আবাসিক প্রকল্প এলাকার দৈনন্দিন চাহিদার বাহিরে অতিরিক্ত সে সকল নাগরিক সেবা ও সুবিধাকে বুঝাইবে, যাহা তুলনামূলক বাজার দরমোতাবেক সরবরাহ করা হইবে।";

....

[1] *দফা ঠ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[2] ***দফা ঢ এর প্রান্ত চিহ্ন** গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে সেমিকলন দ্বারা প্রতিস্থাপিত এবং দফা ণ, ত,থ,দ,ধ,ন এবং প সন্নিবেশিত।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবন্ধীকরণ

৩। **উদ্যোক্ত নিবন্ধীকরন।** (১) মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায় কোন বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) প্রত্যেক উদ্যোক্তাকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ট্রেড লাইসেন্স ;

(খ) টি আইএন নম্বর ;

(গ) মূল্য সংযোজন কর (VAT)রেজিস্ট্রেশন নম্বর;

(ঘ) মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারষ্ট্যান্ডিং (Memorendum of Understanding) এবং আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন (Articles of Association)সহ সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ;

[১](ঙ) কারিগরি যোগ্যতার প্রমাণপত্র, ইত্যাদি;

[১](চ) নিবন্ধিত পরিকল্পনাবিদের সম্মতিপত্র ও সনদপত্র;

[১](ছ) নিবন্ধিত প্রকৌশলীর সম্মতিপত্র ও সনদপত্র;

[১](জ) নিবন্ধিত স্থপতির সম্মতিপত্র ও সনদপত্র;

[১](ঝ) কারিগরী যন্ত্রপাতির বিবরণ;

[১](ঞ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ছকে অঙ্গীকারনামা।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে আবেদন প্রাপ্তির পর উক্ত আবেদনে উল্লেখিত তথ্যাদির সত্যতা যাচাই করার জন্য কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ৪৫(পয়ঁতাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীনে তদন্তের পর কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে

(ক) আবেদনকারী বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনটি মঞ্জুর করিবেন;

(খ) আবেদনকারী উক্ত শর্তাবলী পূরণ করিতে অক্ষম, তাহা হইলে কারণ উল্লেখ করিয়া, আবেদন না মঞ্জুর করিবেন এবং তৎসম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৫) **উপ-বিধি**(৪) (ক) এর অধীন আবেদন মঞ্জুর করা হইলে সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফিস আদায় সাপেক্ষে আবেদনকারীকে নিবন্ধন প্রদান করিবে [১]এবং নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে নিবন্ধন প্রদানের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর।

(৬) **উপ-বিধি**(১) এর অধীন নিবন্ধনের তালিকা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষন করিবে।

[২]৩ক। **উদ্যোক্তার নিবন্ধন নবায়ন, ইত্যাদি।**—(১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত নিবন্ধনের মেয়াদ শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে নিবন্ধন নবায়নের জন্য নবায়ন ফি প্রদানপূর্বক কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে নিবন্ধন নবায়নের আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তথ্যাদি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইন এবং নিবন্ধনের কোন শর্ত ভঙ্গের অভিযোগ না থাকিলে ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য নিবন্ধন নবায়ন করিবে এবং উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুসারে নিবন্ধন নবায়নের আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত তথ্যাদি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যাচাই-বাছাইপূর্বক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইন এবং নিবন্ধনের কোন শর্ত ভঙ্গের

---

[১] বিধি ৩ এর উপবিধি (২) এর দফা ঙ এর প্রান্ত চিহ্ন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস,আর,ও ১৪৬-আইন/২০১২ এর মাধ্যমে সেমিকলন দ্বারা প্রতিস্থাপিত *এবং দফা চ, ছ,জ,ঝ এবং ঞ সন্নিবেশিত।*

[২] ***বিধি ৩ক*** গৃহায়ন ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।*

অভিযোগ থাকিলে নিবন্ধন নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিবে এবং উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) অনুযায়ী নিবন্ধন নবায়নের আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের আদেশ না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধন বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদানুসারে নিবন্ধিত উদ্যোক্তা হিসাবে উহা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

[১]৩খ। **নিবন্ধন বাতিল।**—কোন উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট আইন বা এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অথবা নিবন্ধনের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে **১৫** দিনের কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া উক্ত উদ্যোক্তার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধন বাতিল করা হইলেও উক্ত বাতিলের পূর্ববর্তী অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, বিপণন, হস্তান্তর ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

৪। **বিদ্যমান উদ্যোক্তা সম্পর্কিত বিধান।** (১) এই বিধিমালা জারী হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোন উদ্যোক্তা, কোন বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের সহিত জড়িত থাকিলে এবং প্রকল্পটি মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায় চিহ্নিত ও সুপারিশকৃত উন্নয়নযোগ্য জমির আওতায় হইলে, তিনি, এই বিধিমালা জারী হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প পরিচালনা অব্যাহত রাখিবার জন্য উপ-বিধি ৩(২) অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) **উপ-বিধি**(১) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে কোন উদ্যোক্তা আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত উদ্যোক্তার সকল কার্যক্রম বিধি বহির্ভূত কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) **উপ-বিধি**(১) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে উপ-বিধি ৩(৩), ৩(৪), ৩(৫) এবং ৩(৬) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

[২]৪ক। বিদ্যমান প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান।—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদ্যমান প্রকল্পের অনুমোদন, পরিবর্তন, সংশোধন বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২), (৩), (৪) ও (৫) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) তফসিল-৮ এ উল্লিখিত অনুমোদিত বিদ্যমান প্রকল্প **১** মার্চ, ২০০৪ তারিখের পূর্বে যে সকল বিধি-বিধান/শর্ত অনুসরণে অনুমোদিত হইয়াছিল সেই একই বিধি-বিধান/শর্ত অনুসারে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইবে।

(৩) তফসিল-৮ এ উল্লিখিত অনুমোদিত বিদ্যমান প্রকল্প উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত অনুমোদিত বিদ্যমান প্রকল্প **১** মার্চ, ২০০৪ তারিখের পূর্বে যে সকল বিধি-বিধান/শর্ত অনুসরণে অনুমোদন করা হইয়াছে সেই একই বিধি-বিধান/শর্ত অনুসারে অনুমোদন করা যাইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন উদ্যোক্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন বিদ্যমান প্রকল্প এই বিধিমালার বিধান অনুসারে পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাইবে।

(৫) উপ-বিধি (২), (৩) ও (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বিদ্যমান প্রকল্পের সম্প্রসারণ করিবার ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে।

৫। **লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নকারী নিবন্ধীনকরণ।** [৩](১) বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নকারী প্রত্যেক নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি ও প্রকৌশলী-কে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে নিবন্ধনের সনদ গ্রহণ করিতে হইবে।

(১ক)। লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নকারী উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বা ফার্মকে এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

---

[১] *বিধি ৩খ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।*

[২] *বিধি ৪ক গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।*

[৩] *উপবিধি (১) ও (১ক) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[১](২) উপ-বিধি (১ক) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বা ফার্মকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বা ফার্মে নিয়োজিত সকল পেশাজীবী কারিগরী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও নিবন্ধনের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) ট্রেড লাইসেন্স;

(গ) টিআইএন নম্বর;

(ঘ) মূল্য সংযোজন কর (VAT) রেজিস্ট্রেশন নম্বর;

(ঙ) মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারষ্ট্যান্ডিং এবং আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশনসহ সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট;

(চ) কারিগরী যোগ্যতার প্রমাণপত্র এবং নিবন্ধিত নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী ও স্থপতির সম্মতিপত্র ও সনদপত্র।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর উক্ত আবেদনে উল্লেখিত তথ্যাদির সত্যতা যাচাই করার জন্য কর্তৃপক্ষ পরবর্তী ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তদন্তের ব্যবস্থা করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন তদন্তের পর কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে

(ক) আবেদনকারী বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নের জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে তিনি উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনটি মঞ্জুর করিবেন;

(খ) আবেদনকারী উক্ত শর্তাবলী পূরণ করিতে অক্ষম, তাহা হইলে কারণ উল্লেখ করিয়া, আবেদন না মঞ্জুর করিবেন এবং তৎসম্পর্কে আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) (ক) এর অধীন আবেদন মঞ্জুর করা হইলে সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নিকট হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফিস আদায় সাপেক্ষে আবেদনকারীকে নিবন্ধন প্রদান করিবে।

(৬) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নকারী প্রত্যেক নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলী, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বা ফার্মকে তাহাদের প্রনীত নকশায় তাহাদের নাম, ঠিকানা স্বাক্ষর ও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ যাহাই থাকুক না কেন, কোন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত নকশার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের নাম ও ঠিকানাসহ নকশাটির প্রকৃত প্রণয়নকারী নিবন্ধীকৃত নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবির নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ও নিবন্ধন নম্বর নকশায় উল্লেখ করিতে হইবে।

[২](৮) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন নিবন্ধিত নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী ও স্থপতি এবং উপ-বিধি (১ক) এর অধীন নিবন্ধিত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম এর তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

[২] (৯) উপ-বিধি (১ক) এর অধীন কোন নিবন্ধিত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম এই বিধিমালার যে কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে কর্তৃপক্ষ বিধি ৩খ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উক্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম এর নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে

---

[১] ***উপবিধি (২)*** *গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[২] ***উপবিধি (৮)ও (৯)*** *গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

তৃতীয় অধ্যায়
বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প অনুমোদনের সাধারন শর্তাবলী, ইত্যাদি

৬। বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প অনুমোদনের সাধারন শর্তাবলী। বিধি ৭,৮,৯ এবং ১০ এ উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এবং নিম্নবর্ণিত সাধারন শর্তাবলী অনুসারে বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের অনুমোদন প্রদান করা হইবে এবং উদ্যোক্তাকে অবশ্যই উক্ত শর্তাবলী মানিয়া চলিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) অনুমোদিত চূড়ান্ত লে-আউট প্ল্যান এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে প্রকল্পের পূনাঙ্গ উন্নয়ন যথাযথভাবে সমাপ্তকরণ;

(খ) অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যানের কপি সর্বদা প্রকল্পের সাইট অফিসে সংরক্ষনকরণ এবং উহা সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিদর্শনকালে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদর্শন;

(গ) অনূমোদিত লে-আউট প্লান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নকশাসমূহ কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে না;

(ঘ) অনুমোদিত প্রকল্পের অধীনে কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত কমিটির অনুমোদন ব্যতীত কোন নতুন এলাকা অন্তভূক্ত করা যাইবে না;

[১](ঙ) প্রকল্প এলাকার ভূমির উচ্চতা বন্যার সর্বোচ্চ পানি প্রবাহ সীমার উপর (Highest Flood Level) অথবা প্রকল্প এলাকার ভূমির সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বন্যামুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;";

(চ) প্রকল্প এলাকায় কোন খান, বিল, নদী, নালা বা অন্য কোন জলাশয় থাকিলে উহার পানি প্রবাহে বিঘড়ব সৃষ্টি না করিয়া প্রবাহিত পানি যাহাতে প্রকল্পের শেষ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষেত্রমত খাল, বিল, নদী, নালা, বা জলাধার পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে পারে, উহা নিশ্চিতকরণ;

(ছ) বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসের উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা ক্ষেত্রমত প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন;

(জ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাহাতে কোন ধরনের জলাবদ্ধতা সৃষ্টি বা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না হয় উহা নিশ্চিতকরণ;

(ঝ) প্রতি বৎসরের ৩১ জানুয়ারী এর মধ্যে প্রকল্প এলাকায় পূর্ববর্তী বৎসরের বরাদ্দকৃত বা ক্ষেত্রমত বিক্রিত সকল ধরনের প্লটের তালিকা, প্লট তালিকা, প্লট হস্তান্তর ও রেজিষ্ট্রেশনের বিবরণী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল;

(ঞ) অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান মোতাবেক নাগরিত সুযোগ-সুবিধাদীর জন্য চিহ্নিত ও সংরক্ষিত কোন জমি কোন অবস্থায় সংকুচিত করিয়া আবাসিক বা অনাবাসিক প্লটে পরিবর্তন করে বরাদ্দ দেওয়া যাইবে না এবং প্রকল্পের উন্নয়নকালে উহার রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব উদ্দ্যোক্তার উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং প্রকল্পের উন্নয়ন কার্য সমাপ্তির পর উহা স্থানীয় সরকার বা ক্ষেত্রমত পৌর কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় জনকল্যাণ সমিতির নিকট রক্ষভাবেক্ষনের জন্য হস্তান্তর করিতে হইবে:

(ট) বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস এর রক্ষনাবেক্ষনের জন্য সংরক্ষিত জায়গা সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়ম-নীতি অনুসরণে হস্তান্তর যা সেই সকল বরাদ্দ ও হস্তান্তরপত্রের অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান;

(ঠ) প্রকল্প এলাকার উন্নয়নের সময় পানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা বা ব্যবস্থা না থাকিলে উদ্যেক্তার নিজস্ব খরচে অর্ন্তবর্তীকালীন পানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ;

(ড) অনুমোদিত লে-আউট অনুসারে প্রকল্পভূক্ত সকল সড়ক নেট ওয়ার্কের নির্মাণ কাজ বিটুমিনাস কাপের্টিং পর্যন্ত যথাযথভাবে সম্পন্ন করিয়া ইহা স্থানীয় সরকার বা ক্ষেত্রমত পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হবে;

---

[১] **দফা ঙ** *গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[১] (ঢ) প্রকল্প এলাকায় Waste Water & Sewerage Treatment Plant, Composting Plant ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমি লে-আউট প্ল্যানে থাকিতে হইবে, যাহা প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ক্রয় বা সমঝোতার ভিত্তিতে গ্রহণ করিয়া ঢাকা ওয়াসা/সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার বা পৌর কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত প্ল্যান্ট তৈরি করিবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত Plant বাস্তবায়নে আগ্রহী না হইলে উদ্যোক্তা উক্ত Plant সমূহ বাস্তবায়নে আগ্রহী অন্য যে কোন দেশী/বিদেশী, ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট সংরক্ষিত উক্ত জমি হস্তান্তর করিতে পারিবেন, তবে উক্ত রূপেও Plant বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হইলে এবং প্রকল্প এলাকা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা ওয়াসার আওতার বাহিরে হইলে, সেইক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের নিজস্ব খরচে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী BOT (Build-Operate-Transfer) পদ্ধতিতে Waste Water & Sewerage Treatment Plant, Composting Plant ইত্যাদি ইত্যাদি নির্মাণের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া ইহা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার, প্লট/ফ্ল্যাট মালিক সমিতি বা পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবে;

[২] (ণ) প্রকল্পে নির্মিতব্য যে কোন ধরনের ইমারত (উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্থাপনের ক্ষেত্রেও) ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে অনুমোদন গ্রহণক্রমে উহার নকশা করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে;

[২] (ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এবং তদ্‌ধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়মিত প্রকল্পের পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন (Environmental Impact Assessment) দাখিল করিতে হইবে;

[২] (থ) সকল উদ্যোক্তাকে তদ্‌কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রসপেক্টাসে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর অধীন নিবন্ধন নম্বরসহ উহার নাম, ঠিকানা ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউটের অনুমোদন নম্বরসহ স্মারক নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে।

৭। [৩] (১) বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে প্রকল্প এলাকার ন্যূনতম সত্তর ভাগ (৭০%) ভূমি সাফ কবলা দলিলমূলে নিরঙ্কুশ ও নিষ্কন্টক মালিক হইতে হইবে এবং ত্রিশ ভাগ (৩০%) ভূমি উন্নয়ন চুক্তি অথবা ভূমি পুনর্বিন্যাসকরণ চুক্তি অথবা উভয় চুক্তির আওতায় অংশীদারিত্ব হইতে হইবে, তবে কোন উদ্যোক্তার পক্ষে প্রকল্প এলাকার কোন ভূমি বা বসতবাড়ীর মালিক হইতে কোন কারণে প্রকল্পটির সর্বোচ্চ ১০% ভূমি স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা সম্ভবপর না হইলে প্রচলিত আইনের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব পেশ করা যাইবে (যাহা ৩০% উন্নয়ন চুক্তি এবং ভূমি পুনর্বিন্যাসকরণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে), এ ছাড়াও প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরে যদি সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভূমি থাকে সেইক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রচলিত আইনের আওতায় সর্বোচ্চ ১০% ভূমি (যাহা ৩০% উন্নয়ন চুক্তি এবং ভূমি পুনর্বিন্যাসকরণ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে) বন্দোবস্তের জন্য প্রস্তাব পেশ করা যাইবে এবং ভূমি অধিগ্রহণ বা বন্দোবস্ত উভয় ক্ষেত্রেই এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতাসহ আবেদন করিতে হইবে; [৪][সাফ কবলা দলিল মূলে ৭০% ভূমিসহ ভূমি উন্নয়ন চুক্তি অথবা ভূমি পুনর্বিন্যাসকরণ চুক্তির আওতায় প্রকল্পের মোট ভূমির পরিমাণ ন্যূনতম ৭৫% হইলে প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদনযোগ্য হইবে ও উহা বিক্রয় করা যাইবে, এবং অবশিষ্ট ২৫% ভূমি কেবল কর্তৃপক্ষের অনুমতি এবং ক্ষতিগ্রহস্ত মালিকদের অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে বিক্রয় করা যাইবে];

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে অধিগ্রহণকৃত জমি বা বসত বাড়ীর মালিককে The Acquistion and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর বিধানমতে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত ৫০% মূল্য প্রদান করিতে হইবে।

---

[১] **দফা ঢ** গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] **দফা ণ, ত, থ** গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপবিধি (১) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[৪] উপবিধি (১) এর [***] শব্দ, সংখ্যা ও চিহ্নগুলি গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[1](৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ীর মালিককে তাহার ভূমি প্রকল্পভুক্ত হওয়ার কারণে প্রকল্প এলাকার মধ্যেই উন্নয়নকৃত পুনর্বাসন প্লট প্রদান করিতে হইবে, যাহার আয়তন অধিগ্রহণকৃত ভূমির আয়তনের ৫০% এর কম হইবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ীর মালিকের নিকট পুনর্বাসন প্লটের মূল্য বাবদ কোনরূপ অর্থ দাবী করা যাইবে না;

[2](৪) [****]

[2](৫) [****]

ব্যাখ্যাঃ এই উপ-বিধিতে 'মূল অধিবাসী' বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি ইংরেজী ১৯৭১ সাল বা তৎপূর্ববর্তী সময়কাল হইতে ঐ বাড়ী বা জমিতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন অথবা সি, এস রেকর্ড হইতে উত্তরাধীকারী হিসেবে মালিকানা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

[3](৬) প্রকল্পভুক্ত সমুদয় ভূমির মালিকানার সপক্ষে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট হইতে গৃহীত মৌজা ও সি এস, এস. এ, আর. এস (সর্বশেষ জরিপ রেকর্ড অনুযায়ী) দাগসূচির সমন্বয়ে দায়মুক্তি সনদপত্র (Non-encumbrance Certificate) সহ খতিয়ান, ভূমির দলিল, মিউটেশন এবং হাল নাগাদ ভূমি উন্নয়ন করসহ সকল কর পরিশোধের মূল রসিদ/সার্টিফাইড কপি দাখিল করিতে হইবে।

৮। [4](১) বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন বা পৌর এলাকার অভ্যন্তরে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) একর এবং ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন বা পৌর এলাকার বাংলাদেশ বাহিরে ন্যূনতম ১০(দশ) একর ভূমির প্রয়োজন হইবে, ন্যূনতম আয়তনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে শতভাগ ভূমির মালিক হইতে হইবে, সম্প্রসারিত এলাকার ক্ষেত্রে নতুন এলাকা এবং পূর্বের (অনুমোদিত) এলাকা সমন্বয় করিয়া লে-আউট প্রণয়ন করিতে হইবে; State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act No. XXVIII of 1951) এর section 20 এবং section 90 অনুযায়ী যে কোন উদ্যোক্তার প্রকল্পের আয়তন সর্বোচ্চ ৩৩ (তেত্রিশ) একর হইবে, তবে প্রকল্পের আয়তন এর বেশী হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের দপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(২)বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পে প্রতি একরে সর্বোচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব [1]æ(Gross Density per Acre)হইবে ৩৫০ জন এবং প্রকল্প এলাকায় নিরুপিত জনসংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

---

[1] উপবিধি (৩) *গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[2] ***উপবিধি (৪) ও (৫)*** গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা বিলুপ্ত।*

[3] উপবিধি (৬) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[4] উপবিধি (১) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

৯। [১](১) আবাসিক প্লট হিসাবে চিহ্নিত ৭০% ভূমি ও তফসিল-৩ এর ক্রমিক নং ১ হইতে ৬ উল্লিখিত * (এক তারকা) চিহ্নিত সুবিধাদি বিক্রয়যোগ্য হইবে এবং নগর পরিকল্পনা দৃষ্টিকোন হইতে বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প এলাকার প্রতিটি বাড়ির অবস্থান, ব্লক, সেক্টর, পার্শ্ববর্তী বাড়ীর অবস্থান (Block/Sector/Zone/Neighborhood) এ নিরূপিত জনসংখ্যার বিবেচনায় বিস্তারিত ভূমি ব্যবহার সিডিউল প্রস্তুত করিয়া লে-আউট প্ল্যানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

[১](২) প্রকল্প এলাকাভূক্ত যে স্থানকে যে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য চিহ্নিত করা হইবে সেই স্থানকে শুধুমাত্র সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে হইবে এবং অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানকে ব্যবহার করা যাইবে না বা পরিবর্তন করা যাইবে না অথবা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ ব্যবহার ও পরিবর্তনের অনুমতি প্রদান করিবে না এবং তফসিল-৩ অনুসারে বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং ইউটিলিটি সার্ভিস (Space Standards for Community facilities) এর বিবরণ লে-আউট প্ল্যানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

[১](৩) যদি কোন খাল, বিল, নদী, নালা বা জলাধারের পানি প্রকল্প এলাকার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রমত কোন খাল, বিল, নর্দমা, নদী, নালা বা জলাধার এলাকায় বহির্গমন করিয়া থাকে বা প্রকল্প এলাকার কোন ভূমি সি এস, এস এ এবং আর এস নকশায় খাল, বিল, নর্দমা, নদী, নালা বা জলাধার হিসাবে দেখানো থাকে সেইরূপ কোন ভূমি বিক্রয় করা যাইবে না এবং ইহার কোন ব্যত্যয় ঘটিলে অথবা অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যানে প্রদর্শিত কোন খাল, বিল, নর্দমা, নদী, নালা বা জলাধার ইত্যাদির স্থান ভরাট বা সংকুচিত করিয়া প্লট সৃষ্টি ও বরাদ্দ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

[২](৪) বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প এলাকায় প্লট বা ভূমি ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে ও ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা সংক্রান্ত শর্তাবলীসহ প্রস্তাবনা থাকিতে হইবে এবং প্লট বরাদ্দ হস্তান্তর ও রেজিস্ট্রেশন প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১০। লে-আউট প্ল্যান প্রণয়ন সংক্রান্ত শর্ত। বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প এলাকার মৌজা ম্যাপের উপর আধুনিক পদ্ধতিতে জরীপ (GPS based Survey) করিয়া Existing Topographical Survey Map প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উক্ত ম্যাপে প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান কৃষি-অকৃষি, আবাসিক-অনাবাসিক সকল ভূমির বিবরণ সহকারে সংরক্ষনযোগ্য জমি যথা ঃ জলাশয়, জলাধার, খাল-নদী-নালা, বনায়ন ইত্যাদির অবস্থান প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার আশ-পাশের পরিবেশ, সৌন্দর্য্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, জলাবদ্ধতা, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন, ড্রেনেজ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় করিতে হইবে।

[৩](৩) প্রকল্প এলাকায় ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) ভাগ ভূমি নাগরিক সুবিধাদি এবং বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং ইহাতে সকল সড়ক নেটওয়ার্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কাঁচা বাজার ও মার্কেট স্থাপন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি সেন্টার, কবরস্থান, পার্ক, খেলার মাঠ এবং বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসের জন্য তফসিল-৩ অনুসারে বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং ইউটিলিটি সার্ভিসের (Space Standards for Community facilities) বিভাজনপূর্বক Detailed Lay-Out Plan প্রণয়ন করিতে হইবে।";

(৪) লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নে আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে মহাপরিকল্পনার দিক নির্দেশনা, পরিকল্পনা বিধি (Planning Rules) এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

---

[১] উপবিধি (১), (২) ও (৩) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*
[২] উপবিধি (৪) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬ -আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*
[৩] উপবিধি (৩) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[১](৫) প্রকল্প এলাকার প্রতিটি Block/Sector/Zone/ Neighbourhood এর Detailed Lay-Out Plan প্রণয়ন করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই পালন করিতে হইবে, যথা ঃ–

(ক) নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিন্যাস, প্রকল্প এলাকার আয়তন, জনসংখ্যা এবং আশে-পাশের Traffic Circulation বিবেচনায় রাখিয়া Primary, Secondary এবং Tertiary road network এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, প্রকল্পের প্রধান সড়কের (Main/primary Road) প্রশস্ততা (Right of Way or ROW ন্যূনতম ৮০ ফুট (২৪.৩৯ মিটার), মাধ্যমিক সড়কের (Secondary Road) প্রশস্ততা (ROW) ন্যূনতম ৬০ ফুট (১৮.২৯ মিটার), তৃতীয় স্তর (Tertiary Road) সড়কের প্রশস্ততা (ROW) ন্যূনতম ৪০ ফুট (১২.২০ মিটার) এবং অভ্যন্তরীণ বা সংযোগ সড়কের (Internal /Access/Residential Roads) প্রশস্ততা ন্যূনতম ২৫ ফুট (৭.৬২ মিটার) হইতে হইবে এবং এই সকল সড়ক নেটওয়ার্ক উদ্যোক্তার নিজ খরচে স্বীকৃত উন্নয়ন বিধি, কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে নির্মাণ করিতে হইবে, তবে প্রকল্পের আকার ১০ একরের কম হইলে প্রধান সড়কের প্রশস্ততা ন্যূনতম ৬০ ফুট (১৮.২৯ মিটার) হইতে পারিবে;

(খ) বিদ্যমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিন্যাস, (Primary, Secondary এবং Tertiary road network), প্রকল্প এলাকার আয়তন, জনসংখ্যা এবং আশে-পাশের Traffic Circulation বিবেচনা রাখিতে হইবে, প্রকল্পের প্রধান সড়কের (Main/primary Road) প্রশস্ততা (Right of Way or ROW) ন্যূনতম ৬০ ফুট (১৮.২৯ মিটার), মাধ্যমিক সড়কের (Secondary Road) প্রশস্ততা (ROW) ন্যূনতম ৪০ ফুট (১২.২০ মিটার), এবং আভ্যন্তরীণ বা সংযোগ সড়কের (Internal/Access/ Residential Roads) প্রশস্ততা (ROW) ন্যূনতম ২৫ ফুট (৭.৬২ মিটার) হইতে হইবে এবং সকল সড়ক নেটওয়ার্ক উদ্যোক্তার নিজ খরচে স্বীকৃত উন্নয়ন বিধি, কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে নির্মাণ করিতে হইবে;

(গ) প্রকল্পের প্রধান সড়ক এবং মাধ্যমিক সড়কসমূহের Road Divider, Median Strip, Footpath, Plantation ইত্যাদি সহকারে Detailed Road Plan প্রণয়ন করিতে হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Road Intersection, Foot-over Bridge, Pedestrain Facilities ইত্যাদির সংস্থান রাখিতে হইবে এবং এই সকল ব্যবস্থাদি উদ্যোক্তার নিজ খরচে স্বীকৃত উন্নয়ন বিধি, কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন অনুসারে নির্মাণ করিতে হইবে;

(ঘ) দফা (ক), (খ) ও (গ) এর উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত সকল প্রস্তাবনাসমূহ, প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনসংখ্যা, Car Ownership Dhaka Meteopolitan Development Plan (DMDP), Strategic Transport Plan (STP) ইত্যাদি বিবেচনায় লইয়া একজন দক্ষ Trafic Management Consaltant কর্তৃক যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে হইবে;

(৬) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পে নিম্নবর্নিত নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি (Common Facilities) থাকিতে হইবে, যথাঃ-

---

[১] *উপবিধি (৫) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[১](ক) প্রকল্প এলাকায় নিরূপিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে কাঁচা বাজার, মার্কেট, কমিউনিটি সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা সংরক্ষণ ও নির্মাণ করিতে হইবে তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং কবরস্থান স্থানীয় সরকার বা ক্ষেত্রমত পৌর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে;

(খ) প্রকল্প এলাকায় নিরূপিত জনসংখ্যা (Population Size & Household) এর ভিতিত্তে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ক্লিনিক, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা সংরক্ষন করে উক্ত জায়গা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্তরূপ সংরক্ষিত জায়গা আধুনিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতাল স্থাপনে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করা যাইবে;

[২](গ) আবাসিক প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি এবং চিত্তবিনোদনের জন্য নিরূপিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠ, পার্ক, উন্মুক্ত অঞ্চল ও সবুজ চত্বরের জায়গা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উদ্যোক্তার নিজস্ব খরচে উক্ত সংরক্ষিত স্থান এবং সুবিধাদি নির্মাণ করিয়া পরবর্তীতে উহা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনকল্যাণমূলক কোন সমিতির নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে;

[২](ঘ) প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিসেস যথাঃ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, আবর্জনা অপসারণ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, পুলিশ ফাঁড়ি/স্টেশন, ফায়ার সার্ভিস, পোস্ট অফিস, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি স্থাপনের জন্য জায়গা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং এইরূপ সংরক্ষিত জায়গা ঐ সকল সার্ভিসের সহিত জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যথাঃ ওয়াসা, পৌর কর্তৃপক্ষ, ডিপিডিসি/ডেসকো/আরইবি, তিতাস গ্যাস, টিএন্ডটি, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, ডাক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নিকট প্রচলিত নিয়মনীতি অনুযায়ী হস্তান্তর করিতে হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে এই সকল ইউটিলিটি সার্ভিসের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে সমন্বয়/সমঝোতা করে সম্পাদন করিতে হইবে;

[৩](ঘঘ) প্রকল্প এলাকা আবাসিক প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্নবর্ণিত সুযোগ-সুবিধাদি থাকিতে হইবে, যথাঃ—

(অ) আবাসিক প্রকল্প এলাকা যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন ইহাতে ন্যুনতম একটি নার্সারী স্কুলের (খেলার মাঠসহকারে) ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(আ) প্রকল্প এলাকায় নিরূপিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা নির্ধারণ এবং স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যার বিবেচনায় খেলার মাঠের সংস্থান রাখিতে হইবে;

(ই) প্রকল্প এলাকায় নিরূপিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে হাইস্কুলের সংখ্যা নির্ধারণ এবং স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং প্রতিটি হাইস্কুলের ছাত্র সংখ্যার বিবেচনায় খেলার মাঠের সংস্থান রাখিতে হইবে;

(ঈ) প্রকল্প এলাকায় নিরূপিত জনসংখ্যার ভিত্তিতে উপযুক্ত খেলার মাঠসহকারে প্রয়োজনীয় কলেজ এবং উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নির্ধারণ এবং স্থাপনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে তবে প্রকল্প এলাকার বাহিরের জনসাধারণের জন্য কলেজ বা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া কোন অবস্থায় প্রকল্পের জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করা যাইবে না;

---

[১] দফা (ক) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[২] দফা (গ) ও (ঘ) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬ -আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[৩] দফা (ঘ) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত এবং এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা পূন:সংখ্যায়িত।*

[১](ঙ) প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা অনুর্ধ্ব ৫৫ (পঞ্চান্ন) হাজার হইলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জায়গা খেলার মাঠ হিসাবে একত্রে থাকিতে হইবে, তদুর্ধ্ব জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১.৬ একর জায়গা খেলার মাঠ হিসাবে একত্রে থাকিতে হইবে এবং জনসংখ্যা ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এর ক্ষেত্রে কবরস্থান হিসাবে ন্যূনতম ০.৩৩ একর জায়গা সংরক্ষিত থাকিতে হইবে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে উক্ত সুবিধাদির আয়তন বৃদ্ধি পাইবে;”;

[২](চ) প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা ন্যূনতম ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) তদূর্ধ্ব এর ক্ষেত্রে প্রকল্পের আয়তনের ন্যূনতম ২ শতাংশ জায়গা C. B. D. (Central Business District) হিসেবে রাখিতে হইবে, যাহা বিক্রয়যোগ্য হইবে।

[৩](৭) ভূমি ব্যবহার পুনর্বিন্যাসকরণ প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই পালন করিতে হইবে, যথাঃ–

(ক) ভূমি ব্যবহার পুনর্বিন্যাসকরণ এর প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করিবার জন্য, উক্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে, প্রশাসনিক ব্যয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যয় এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ব্যয়সহ সকল ব্যয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংস্থান করিবার নিমিত্তে, পুনঃবিভাজিত (Re-plotting) ভূমি বা প্লট হইতে কতিপয় ভূমি কস্ট রিকোভারী প্লট হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে;

(খ) একীভূতকৃত অখণ্ড ভূমির একটি একক পরিকল্পনার আওতায়, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সকল ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো (রাস্তা, ড্রেন, পার্ক, সামাজিক সেবা সুবিধাদী ও কস্ট-রিকোভারী প্লট) তৈরীর জন্য, অখণ্ড-ভূমির সকল মালিকগণ স্ব স্ব মালিকানাধীন অংশ হইতে সর্বোচ্চ শতকরা ত্রিশ (৩০) ভাগ ভূমি, উল্লিখিত ভৌত ও সামাজিক সুবিধাদীর জন্য দান করিবেন, তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই অংশ বৃদ্ধি পাইতে পারে যাহা কোনক্রমেই শতকরা ৪০ (চল্লিশ) ভাগের বেশী হইবে না;

(গ) উক্তরূপ প্রকল্প সহকারী মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায়, উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মিউনিসিপ্যালিটি, সরকারি পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থা এবং জাতীয়/স্থানীয় পর্যায়ের সেবা-সুবিধা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের অনুমোদনক্রমে, প্রকল্পভুক্ত ইচ্ছুক ভূমির মালিকদের সহিত নিবিড় সহযোগিতায় সকল আইনী কাঠামোর আওতায় সংগঠিত হইতে হইবে;

(ঘ) দফা (ক) ও (খ) মোতাবেক বর্ণিত প্রকল্পটিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে, যথা ঃ–

(অ) তফসিল-১ এর সহিত মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায় প্রস্তাবিত ভূমি পুনর্বিন্যাসকরণ প্রকল্পের এলাকা চিহ্নিতকারী C.S./R.S./B.S. ম্যাপ;

(আ) উক্ত প্রকল্পের ভূ মি পুনর্বিন্যাসকরণ চিহ্নিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত সকল ইচ্ছুক ভূমি মালিকদের তালিকা, তাঁহাদের মালিকানাধীন অংশের পরিমাণ, খতিয়ান, পর্চা এবং বর্তমান বাজার মূল্য এর হালনাগাদ তালিকা;

(ই) তফসিল-২ এর সহিত প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোসমূহের সকল প্রয়োজনীয় লে-আউট প্ল্যান;

(ঈ) প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনঃবিভাজিত প্লটসমূহের সম্ভাব্য-বাজার মূল্যের (Asking Rate per Plot) তালিকা;

(উ) প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনঃবিভাজিত প্লটসমূহের মূল-মালিকদের মধ্যে পুনঃবিন্যাসকরণ পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল ম্যাপ ও তথ্যাদি;

---

[১] দফা (ঙ) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫ -আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[২] দফা (চ) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[৩] ***উপবিধি (৭)*** গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।*

(ঊ) প্রকল্পের উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এবং উপায়সমূহের প্রতিবেদন;

(ঋ) সমগ্র প্রকল্পের (L.R.) বিস্তারিত খাত-ওয়ারী খরচ (Cost-Estimate) এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Financial Plan) সংক্রান্ত প্রতিবেদন;

(এ) প্রকল্পের (L.R.) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাপূর্বক সমগ্র পরিকল্পনার একটি বিস্তারিত লিখিত রিপোর্ট;

(ঐ) তফসিল-৩ অনুযায়ী প্রকল্পের (L.R.) পরিকল্পনাটি যথাযথভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে;

(ঙ) উক্তরূপে প্রস্তুতকৃত ভূমি পুনর্বিন্যাসকরণ প্রকল্পটি সকল ভূমি-মালিকদের সম্মতি ও অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে এবং কমপক্ষে ত্রিশ (৩০) দিন পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, অতঃপর প্রয়োজনীয় সংশোধনী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সহকারে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-২ অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।";

চতুর্থ অধ্যায়
বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প পরামর্শকরণ পদ্ধতি, ইত্যাদি।

১১। **প্রকল্প ধারনা ও পরামর্শকরণ।** (১) মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকায় কোন বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে কর্তৃপক্ষের সহিত নিম্নবর্নিত বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) এই বিধিমালা জারীর পূর্বে বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের নকশা এবং ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র অথবা অনুমোদন গ্রহণ করিয়া কোন উদ্যোক্ত কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ শুরু বা সম্পন্ন না করা হইলে অথবা উক্ত প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ ও হস্তান্তর না করা হইলে সেই ক্ষেত্রে এই বিধিমালা জারীর ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তফসিল-১ অনুযায়ী নির্ধারিত ছকে পরামর্শ, ক্ষেত্রমত বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের অনুমোদন বা পুনঃঅনুমোদন বা সংশোধিত অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যাথায় উক্ত উদ্যোক্তার সকল কার্যক্রম বিধি বহির্ভূত কার্যক্রম হিসাবে গন্য হইবে।

(খ) নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে কর্তৃপক্ষের সহিত নিম্নবর্নিত পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, যথাঃ

(অ) তফসিল-১ অনুযায়ী নির্ধারিত ছকে প্রকল্প এলাকার পারিপার্শ্বিকতার (Neighbouring Environment) প্রেক্ষিত, প্রকল্প এলাকা (Project Site), ভূমি ব্যবহার (Land Use);

(আ) মহাপরিকল্পনা;

(ই) ভূমি সমীক্ষা;

(ঈ) ভুমি ব্যবহার নীতিমালা, ইত্যাদি।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনকারী আবেদন, জলাধার সংরক্ষণ আইন, পরিবেশ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিস্কাশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে প্রস্তাবিত জায়গার প্রকল্প গ্রহণে বাঁধা-নিষেধ থাকলে সেই সম্পর্কে, আবেদনপ্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাইয়া দেওয়া হইবে এবং উক্ত সময়সীমার মধ্যে পরামর্শ প্রদানে ব্যর্থ হইলে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন উক্তরূপ পরামর্শ গ্রহন প্রকল্পের কোন প্রাক-অনুমোদন বা সম্মতি প্রদান বুঝাইবে না।

১২। **প্রাথমিক লে-আউট প্ল্যান প্রণয়ন** । (১) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প সংক্রান্ত পরামর্শ লাভের পর উদ্দ্যোক্তা যথাযথ নিয়ম অনুসরণে প্রকল্পের ভূমির মালিকানা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রাথমিক লে-আউট প্ল্যান প্রণয়ন করিয়া কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য দাখিল করিবে।

(২) বিধি মোতাবেক প্রনীত প্রকল্পের প্রাথমিক লে-আউট প্ল্যান এবং আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যাবলীর বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কর্তৃপক্ষের মতামতসহকারে উহা ৬০ (ষাট) কর্মদিবসের মধ্যে কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হইবে।

(৩) দাখিলকৃত তথ্যাবলীর উপর কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ বা প্রাথমিক লে-আউট প্ল্যানে কোন সংশোধনীর প্রয়োজন হইলে তাহা অবশ্যই এই সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করিয়া কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) প্রাথমিক লে-আউট প্ল্যান বিবেচনাকালে কমিটি প্রয়োজনে প্রকল্পভুক্ত ভুমির মালিকানা নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্পস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারন কিংবা প্রতিষ্ঠানের (যদি থাকে) স্থানীয়ভাবে শুনানী গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে।

১৩। লে-আউট প্ল্যান চুড়ান্তকরণ। (১) কমিটি আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যাবলীর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান চুড়ান্তকরণ এবং অনুমোদনের বিষয়ে [১][যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে]সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(২) লে-আউট প্ল্যান চুড়ান্তকরণে কোন সংশোধন বা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে অথবা অনুমোদিত হইলে ইহা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প অনুমোদন পদ্ধতি, ইত্যাদি।

১৪। **নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য আবেদন পদ্ধতি।** [২](১) বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প সংক্রান্ত পরামর্শ লাভের পর উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র এবং তথ্যাবলী প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ–

(ক) তফসিল-২ এ বর্ণিত ফরমে আবেদন;

(খ) আবেদনকারী ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার বা প্রতিষ্ঠান এর সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাবলী ও দলিলপত্র;

(গ) বিধি ৩ এবং ক্ষেত্রমত বিধি ৪ অনুযায়ী প্রকল্প প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধীকরণ সার্টিফিকেট-এর সত্যায়িত অনুলিপি;

(ঘ) বিধি ১১-এর অধীন পরামর্শ গ্রহণের মূল কপি;

(ঙ) বিধি ৭-এর বিধান অনুযায়ী প্রকল্পের জমির মালিকানা স্বত্ব ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি;

(চ) বিধি ১০ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত লে-আউট প্ল্যান;

(ছ) বিধি ১৭ এর বিধান অনুযায়ী জমাকৃত ফি এর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মূল রশিদ;

[৩](জ) প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন (উপকরণের উৎসসহ);

[৩](ঝ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন (Initial Environment Impact Assessment);

[৩](ঞ) প্রকল্পের বিশদ ভূমি ব্যবহার তফসিল (Detailed Land Use Schedule);

(ট) প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিষয়ে অনূর্ধ্ব ২০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন;

(ঠ) আবেদনপত্রের সহিত নিম্নোক্ত ম্যাপ, নকশা এবং প্ল্যান সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ–

(অ) মৌজা ম্যাপের উপর প্রকল্প এলাকার সুনির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিত সাইট প্ল্যান (স্কেল ১ঃ৩৯৬০);

(আ) সি, এস/আর, এস/বি, এস ম্যাপের উপর প্রকল্প এলাকা এবং এর নিকটবর্তী প্রধান/সংযোগ সড়ক, খাল, বিল, জলাভূমি, উন্মুক্ত স্থান ও অন্যান্য সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের অবস্থানসম্বলিত লোকেশন ম্যাপ (স্কেল ১ঃ১০,০০০);

[৪](ই) বিদ্যমান টোপোগ্রাফিক্যাল জরিপ ম্যাপের (Topographical Survey Map) উপর সকল উপাত্তসহ ০.৩০৮৪ মিটার ব্যবধানে সমোন্নতি রেখার নকশা/ম্যাপ (Contour Map) (স্কেল ১:১৯৮০);

[৫] (ঈ) ১:১৯৮০ স্কেলে প্রণীত প্রকল্পের বিশদ লে-আউট (Detailed Layout Plan);

[৬] (উ) ১:৩৯৬০ স্কেলে নিম্নবর্ণিত ২ (দুই) সেট নকশা ও পরিকল্পনা যথা:-

....

[১] বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এর [***] শব্দগুলি গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।*

[২] *উপবিধি (১)* গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এর,আরও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[৩] দফা (জ),(ঝ) ও (ঞ) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫ -আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[৪] উপদফা (ই), (ঈ) ও (উ) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[৫] ***উপবিধি (৭)*** গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।*

(১) ভূমির বিস্তারিত পুনর্বিভাজন পরিকল্পনা (Sectoral/Block/ Zonal/ Neighbourhood Plan);

(২) সড়ক যোগাযোগ পরিকল্পনা (Road Network Plan);

নিষ্কাশন Drainage পরিকল্পনা;

পানি সরবরাহ, পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Treatment and Final disposal) কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, গ্যাস সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিফোন সুবিধা ইত্যাদির ইউটিলিটি সার্ভিস প্ল্যান;

পরিবহন পরিচালন পরিকল্পনা (Traffic Circulation Plan);

এই বিধি অনুযায়ী প্রদেয় অন্য যে কোন নকশা (প্ল্যান) এবং তথ্যাদি;

কমিটি কর্তৃক লে-আউট প্ল্যান চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের পর সেই ভিত্তিতে (কোন সংশোধন থাকিলে তাহা সন্নিবেশিত করিয়া) প্রতিটি নকশা, ম্যাপ এবং প্ল্যানের ৭ (সাত) সেট;

(ড) চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত প্রকল্প লে-আউট প্ল্যানের এক কপি [১][কালার প্রিন্ট এবং এক কপি ট্রেসিং প্রিন্ট];

[২](ঢ) সকল ম্যাপ, ডাটাবেইজ, রিপোর্ট এর ৩ (তিন) সেট সফট কপি কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী সংযুক্ত করিতে হইবে।

[৩](২) আবেদনকারী প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্তসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি ও নিম্নবর্ণিত ছাড়পত্রসমূহ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে, যথা:-

(ক) পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে প্রকল্পের পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থানের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র;

(খ) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রকল্প এলাকা ও তৎসংলগ্ন এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ছাড়পত্র;

(গ) কেপিআইডিসি হইতে ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

(৩) এই বিধির বিধান অনুযায়ী যাবতীয় দলিলপত্র ও তথ্যাবলী সহকারে পূরণকৃত আবেদন চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০ এর বরাবরে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৫। **প্রকল্পের সংশোধন, পুনঃঅনুমোদন বা নবায়নের আবেদন পদ্ধতি।** (১) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প সংক্রান্ত পরামর্শ লাভের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কোন প্রকল্পের সংশোধন পুন:অনুমোদন বা নবায়নের আবেদনের সহিত নিম্নবর্নিত দলিলপত্র এবং তথ্যাদি প্রদান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) তফসিল-২এ বর্ণিত ফরমে আবেদন;

(খ) বিধি ১১ এর অধীন পরামর্শ গ্রহণের মূল কপি;

(গ) সর্বশেষ মুল অনুমোদিত নকশা, লে-আউট প্ল্যান ও অনুমোদনপত্র অথবা প্রকল্প গ্রহণ বা উন্নয়নের স্ব-পক্ষে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রসহ পূর্ববর্তী অনুমোদন বা ছাড়পত্রের ভিত্তিতে উন্নয়নকৃত ও উন্নয়নাধীন সমুদয় জমির মালিকানা স্বত্ত্বের (জমির দলিল, মিউটেশন, হাল নাগাদ খাজনা রশিদ, খতিয়ান ইত্যাদি সহকারে) তথ্যাদি ও দলিলপত্র দাখিল;

(ঘ) বিধি ৭ এর বিধান অনুযায়ী প্রকল্পের জমির মালিকানা স্বত্ত্ব, ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি;

(ঙ) বিধি ১০ এবং এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত লে-আউট প্ল্যান ;

(চ) বিধি ১৪ এর বিধান অনুযায়ী যাবতীয় তথ্যাবলী, দলিলপত্র, প্রণীত লে-আউট প্যান এবং বিভিন্ন দপ্তরের ছাড়পত্র;

(ছ) বিধি ১৭ এর বিধান অনুযায়ী জমাকৃত ফি এর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর মূল রশিদ;

(জ) প্রকল্পের পরিবেশগত সমীক্ষা (Environmental Impact Assessment).

---

[১] দফা (ড) *এর [***] শব্দগুলি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[২] দফা (ঢ) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫ -আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[৩] উপবিধি (২) গৃহায়ণ ও *গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

(ঝ) প্রকল্পের জমি বা প্লট বিক্রি / বরাদ্দ, জমি হস্তান্তর ও রেজিষ্ট্রেশন, বিভিন্ন নাগরিক সুবিধাদির উন্নয়ন ও সংরক্ষিত জমি, ইউটিলিটি সার্ভিস এবং উন্নয়নের ব্যয়ের বিবরনী; এবং

(ঞ) এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত কমিটি কর্তৃক চাহিত অন্য যে কোন দলিলপত্র বা তথ্যাদি।

(২) এই বিধির বিধান অনুযায়ী যাবতীয় দলিলপত্র ও তথ্যাবলী সহকারে পূরণকৃত আবেদন চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কতৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০ এর বরাবরে জমা প্রদান করিতে হইবে।

১৬। **আবেদনপত্রের নিষ্পত্তি, প্রকল্প অনুমোদন, প্রচার ইত্যাদি।** (১) বেসরকারী আবাসিক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য যথাযথভাবে দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনপত্রে কোন তথ্য বা উক্ত আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত কোন দলিল বা কাগজপত্র যদি কর্তৃপক্ষ বা কমিটির নিকট অসম্পূর্ন বা ভুল বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সেই ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তথ্য, দলিল বা কাগজপত্র সরবরাহের পর চূড়ান্তভাবে আবেদনপত্র নিষ্পত্তি করা হইবে এবং উক্তরূপ ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) কমিটি কর্তৃক কোন প্রকল্প অনুমোদনের পর ইহা যথাযথভাবে আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে;

(খ) আাবেদনকারীকে কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যানের ৭ (সাত) ফর্দ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা করিতে হইবে;

[১](গ) অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যানের প্রতিটি কপিতে সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং নগর পরিকল্পনাবিদ (নগর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর করিবেন এবং তন্মধ্যে একটি কপি কমিটির নিকট এবং অনুমোদন পত্র সহকারে ৪ (চার) কপি আবেদনকারীকে প্রদান করিতে হইবে এবং অবশিষ্ট কপিগুলো কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার কোন প্লট বা ভূমি বা ইমারত বিক্রয় বা বরাদ্ধ প্রদানের জন্য কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ বা প্রচার কার্য পরিচালনা করা যাইবে না এবং প্রকল্প সংক্রান্ত যে কোন সাইন বোর্ড, বিজ্ঞাপন, প্রচার বা যোগাযোগপত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন নম্বর উলেখ করিতে হইবে।

[২](৪) প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন কাজ স্বীকৃত উন্নয়ন বিধি, কোড এবং স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনস অনুযায়ী সম্পন্ন করিতে হইবে এবং প্রকল্পের উন্নয়ন (ভরাট, খনন, নির্মাণ ইত্যাদি) কাজের অগ্রগতি ও সম্পাদনের ব্যাপারে প্রকল্পের উদ্যোক্তাকে তফসিল-৪ অনুসারে নির্ধারিত ছকে প্রতি ১ (এক) বৎসর অন্তর অন্তর Certificate of Supervision দাখিল করিতে হইবে।

[২](৫) প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে ক্রেতার সহিত উদ্যোক্তা কোন উন্নয়নকৃত ভূমি বিক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে না।

[৩]১৭। **উদ্যোক্তা নিবন্ধন ও প্রকল্প অনুমোদন ফি, ইত্যাদি।**–(১) বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণের পর উদ্যোক্তা নিবন্ধন, নবায়ন এবং তদ্‌কর্তৃক দাখিলকৃত নতুন প্রকল্প অনুমোদন, পুনঃঅনুমোদন ও সংশোধন আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত ফি প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ–

(ক) উদ্যোক্তা নিবন্ধন ফি ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং নবায়ন ফি ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা;

(খ) প্রকল্প অনুমোদনের জন্য একর প্রতি ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা;

---

[১] দফা (গ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপবিধি (৪) ও (৫) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬ -আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] বিধি ১৭ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(গ) প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের পর প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধি না করিয়া উক্ত লে-আউট প্ল্যানে কোন প্রকার সংশোধনের ক্ষেত্রে দফা (খ) অনুযায়ী পূর্বে প্রদত্ত ফি এর অতিরিক্ত ২৫% ফি;

(ঘ) প্রকল্প এলাকা বৃদ্ধিসহ লে-আউট প্ল্যানে সংশোধনের ক্ষেত্রে নতুন বর্ধিত এলাকার জন্য দফা (খ) অনুযায়ী নির্ধারিত ফিসসহ সংশোধিত এলাকার জন্য পূর্বে প্রদত্ত ফি এর অতিরিক্ত ২৫% ফি;

(ঙ) প্রকল্প অনুমোদনের পর ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে প্রকল্প এলাকার পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত না হইলে অনুমোদন বাতিল হইয়া যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অসম্পন্ন বা অনুন্নয়নকৃত এলাকার জন্য দফা (খ) অনুযায়ী নির্ধারিত ফি মোতাবেক নতুনভাবে ফি প্রদান সহকারে অতিরিক্ত ৫০% ফি;

(চ) অনুমোদনপত্র ও অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যানের সার্টিফাইড কপি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ফি।

(২) এই বিধির অধীনে প্রদেয় যাবতীয় ফি ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত যে কোন ব্যাংক হইতে “চেয়ারম্যান’ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা-১০০০” বরাবর পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে জমা প্রদান করিয়া আবেদনপত্রের সহিত ইহার মূল রশিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

১৮। কমিটি গঠন । (১) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার এক বা একাধিক সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কমিটি সরকার কর্তৃক সময় সময় অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে।

১৯। **বিশেষ নিয়ন্ত্রণ।** বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন ও ইমারত নির্মানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ এলাকার জন্য সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রতিরক্ষা নিয়ন্ত্রণ, কী-পয়েন্ট ইনস্টলেশন, জাতীয় নিরাপত্তা, বিমান চলাচল ও টেলিযোগাযোগ, ভূ-কম্পনের ঝুঁকি সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা বা অন্য যে কোন সরকারী নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হইবে।

২০। **নোটিশ জারীকরণঃ** এই বিধির উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে The Town Improvement Act. 1953 (E.B Act XIII of 1953), The Building Construction Act, 1952(E.B. Act II of 1952) জলাধার সংরক্ষণ আইন (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন), বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে জারীযোগ্য সকল নোটিশ বা আদেশ প্রচলিত পদ্ধতিতে জারী করা যাইবে।

২১। **প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনঃ** (১) অনুমোদিত প্রকল্পের যথাযথভাবে উন্নয়ন শেষে প্রকল্পের সমপ্তি প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের সহিত প্রকল্পের As-Built Development Plan, জমি/প্লট বরাদ্দের পূর্ণাঙ্গ বিবরণী, প্রকল্প উন্নয়ন আয়-ব্যয় এবং চুড়ান্ত পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ সমাপ্তির পর পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের কার্যকারিতার উপর বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

[১]তফসিল-১

বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প পরামর্শগ্রহণ ছক

{ বিধি ১১(১)(ক) এবং ১১(১)(খ) দ্রষ্টব্য }

১। আবেদনকারী ও প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। আবেদনকারীর নিবন্ধীকরণ নম্বর ঃ আছে ☐ নাই ☐

৩। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রাক অনুমোদন ঃ

৪। প্রকল্প অনুমোদন থাকিলে ইহার বিবরণ (স্মারক নম্বর ও তারিখ)–

(ক) প্রকল্পের নকশা প্রণয়নকারীর নাম, পেশা ও নিবন্ধীকরণ নম্বর ঃ

(খ) উন্নয়ন কাজ শুরুর সন, বাস্তবায়িত কাজের বিবরণ ও অগ্রগতি ঃ

(গ) উন্নয়নকৃত জমির পরিমাণ/প্লটের সংখ্যা, বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা ও সাইজ, হস্তান্তরিত প্লটের সংখ্যা ঃ

(ঘ) ইউটিলিটি সার্ভিস ও নাগরিক সুবিধাদির বিবরণ ঃ

৫। প্রকল্পের জমির বিবরণ ঃ–

(ক) মোট জমির পরিমাণ ঃ

(খ) নিজস্ব খরিদকৃত বা মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ঃ

(গ) অবশিষ্ট জমির মালিকানার বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

(ঘ) খাস বা সরকারি জমির পরিমাণ (যদি থাকে) ঃ

(ঙ) অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (যদি থাকে) ঃ

(চ) বিদ্যমান খাল-বিল নদী-নালার বিবরণ (যদি থাকে) ঃ

৬। প্রকল্প এলাকার পারি-পার্শ্বিকতার বিবরণ (অবস্থান ও বিদ্যমান সুবিধাদি সহকারে) ঃ

৭। জমির বর্তমান ব্যবহার/অবস্থান ঃ	☐	কৃষি	☐	কৃষিজ পতিত
(উপ-বিধি-১০(১) অনুসারে মৌজা ম্যাপের উপর জমির বর্তমান অবস্থা	☐	অব্যবহৃত পতিত	☐	উঁচু
জমি/ভরাটকৃত প্রদর্শন করিতে হইবে)	☐	নীচু অথচ	☐	জলাশয়/বিল
	☐	বন্যায় প্লাবিত	☐	অন্যান্য

....

[১] তফসিল-১ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৮। প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান ঘর-বাড়ী ও স্থাপনার বিবরণ (যদি থাকে) ঃ--

----

৯। প্রকল্পভুক্ত জমির ভূমি ব্যবহার (রাজউকের নগর পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র মোতাবেক) ঃ

১০। প্রকল্প এলাকার প্রাক-সমীক্ষা প্রতিবেদন ঃ করা হয়েছে করা হয়নি

১১। প্রস্তাবিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাদির উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১২। মৌজা নকশায় (সি, এস) প্রকল্প এলাকার সীমানা চিহ্নিত করে ম্যাপ (১ ঃ ১৯৮০ স্কেলে) ঃ

☐ সংযুক্ত আছে ☐ সংযুক্ত নেই

১৩। মৌজা নকশায় (সি, এস) প্রকল্প এলাকার সীমানা চিহ্নিত করে ম্যাপ (১ ঃ ৩৯৬০ স্কেলে) ঃ

☐ সংযুক্ত আছে ☐ সংযুক্ত নেই

১৪। মৌজা নকশায় (আর, এস) প্রকল্প এলাকার সীমানা চিহ্নিত করে ম্যাপ (১ ঃ ১৯৮০ স্কেলে) ঃ

☐ সংযুক্ত আছে ☐ সংযুক্ত নেই

১৫। মৌজা নকশায় (আর, এস) প্রকল্প এলাকার সীমানা চিহ্নিত করে ম্যাপ (১ ঃ ৩৯৬০ স্কেলে) ঃ

☐ সংযুক্ত আছে ☐ সংযুক্ত নেই

বিঃ দ্রঃ (১) প্রদত্ত তথ্যাবলীর স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট দলিল ও কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে। আবেদনকারী/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে বিস্তারিত তথ্যাবলী সংযুক্ত করা যাইবে।

(২) সি, এস এবং আর, এস বাদেও সর্বশেষ জরিপ নকশা (যদি থাকে) সংযুক্ত করিতে হইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ঃ -----------------

পূর্ণ নাম ঃ --------------------

পদবী ঃ ----------------------

[১]তফসিল-২

বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প অনুমোদনের আবেদন ফরম

[বিধি ১৪(১)(ক) এবং ১৫(১) (ক) দ্রষ্টব্য] ☐ **প্রথম অনুমোদন**

☐ **পুনঃ অনুমোদন/**

প্রস্তাবিত অনুমোদন

(মূল অনুমোদন নম্বর -------)

(প্রযোজ্য স্থানে টিক চিহ্ন দিন)

১। আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। নিবন্ধনকরণ নম্বর ঃ

৩। প্রকল্পের নাম (যদি থাকে) ঃ

৪। উদ্যোগী ব্যক্তি/উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তথ্যাদি ও দলিলাদির বিবরণ ঃ

(ক) ট্রেড লাইসেন্স ঃ

(খ) টিআইএন নম্বর ও সার্টিফিকেট ঃ

(গ) মূল্য সংযোজন কর (VAT) রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট ঃ

(ঘ) মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারষ্ট্যান্ডিং এণ্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ঃ

(ঙ) সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এবং রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট ঃ

(চ) প্রকল্পের নকশা ও লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নকারী নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলী/ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং নিবন্ধন নম্বর ও ঠিকানা ঃ

(ছ) প্রকল্পের অন্যান্য কারিগরী জনবলের বিবরণ ঃ

(জ) কারিগরী যন্ত্রপাতি (Plant, Machinery, Equipment & Tools) বিবরণ ঃ

(ঝ) বাস্তবায়িত, চলমান ও অন্যান্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

(ঞ) অর্থ যোগানদারী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও শাখা ঃ

বিঃ দ্র ঃ– প্রদত্ত তথ্যাদির সপক্ষে যাবতীয় কাগজপত্র/দলিলাদির সত্যায়িত অনুলিপি এবং বিবরণী সংযুক্ত করিতে হইবে।

---

[১] তফসিল-২ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫। **প্রকল্পের জমির অবস্থান ও বর্ণনা ঃ**

(ক) জেলা ও পৌর এলাকার নাম ঃ

(খ) থানা ও ইউনিয়নের নাম ঃ

(গ) উপ-বিধি ১৪(১)(ট)(১) মোতাবেক মৌজা ম্যাপের উপর সাইট প্ল্যান ঃ

(ঘ) উপ-বিধি ১৪(১)(ট)(২) মোতাবেক সি,এস/আর,এস/বি,এস (যদি থাকে) ম্যাপে প্রকল্প এলাকার লোকেশন ম্যাপঃ

(ঙ) উপ-বিধি ১৪(১)(ট)(৩) মোতাবেক প্রণীত প্রকল্পের Topograpical Survey Map

(চ) মোট জমির পরিমাণ ---------------------- একর (হেক্টর) ঃ

(১) নিজস্ব খরিদকৃত বা মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ------------- একর (হেক্টর)।

(২) উপ-বিধি ৭(১) মোতাবেক খরিদ করা সম্ভবপর হয় নাই এই রকম জমির পরিমাণ (সি,এস/আর,এস দাগসহ)ঃ

(৩) খাস/সরকারি জমির পরিমাণ (যদি থাকে) ----------------- একর (হেক্টর)।

(৪) অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (যদি থাকে) ----------------- একর (হেক্টর)।

(৫) প্রকল্প এলাকায় বিদ্যমান খাল-বিল, নদ-নালা, জলাশয়-নিম্নাঞ্চলের পরিমাণ ------ একর (হেক্টর)।

বিঃ দ্রঃ–প্রকল্পভুক্ত জমির মালিকানা সম্পর্কিত যাবতীয় দলিলপত্র এবং প্রমাণাদি সংযুক্ত করিতে হইবে।

৬। উপ-বিধি ৭(৪) মোতাবেক প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের নাম ও জমির বিবরণ ঃ

৭। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের বিবরণ ঃ

৮। বিধি ৮ মোতাবেক প্রকল্প এলাকায় নিরূপিত জনসংখ্যার বিবরণ ঃ

৯। প্রকল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত ঃ

(ক) Formation Level (mPWD/MSL):

(খ) ভূমি উন্নয়ন পদ্ধতি (Source of Materials সহকারে)ঃ

(গ) উপ-বিধি ১০(৫) এবং ১০(৬) মোতাবেক সড়ক নেট-ওয়ার্ক এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদির উন্নয়ন ঃ

১০। প্রকল্প এলাকায় ইউটিলিটি সার্ভিস এর বিবরণ ঃ (ক) পানি সরবরাহ ☐ আছে ☐ নাই।

থাকিলে কি ধরণের ব্যবস্থা উল্লেখ করুন ঃ --

না থাকিলে কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে ঃ --

(খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ ☐ আছে ☐ নাই।

থাকিলে কি ধরণের ব্যবস্থা উল্লেখ করুন ঃ --

না থাকিলে কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে ঃ --

(গ) গ্যাস সরবরাহ ☐ আছে ☐ নাই।

থাকিলে কি ধরণের ব্যবস্থা উল্লেখ করুন ঃ --
না থাকিলে কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে ঃ --

(ঘ) টেলিফোন ব্যবস্থা ☐ আছে ☐ নাই।

থাকিলে কি ধরণের ব্যবস্থা উল্লেখ করুন ঃ --
না থাকিলে কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে ঃ --

(ঙ) পয়ঃ ও বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ☐ আছে ☐ নাই।

১১। লে-আউট প্ল্যান সম্পর্কিত বিবরণ ঃ (ক) আবাসিক প্লটের বিববরণ ঃ

ঃ -----কাঠা (বর্গমিটার)---টি জমির পরিমাণ---একর (হেক্টর)

ঃ -----কাঠা (বর্গমিটার)-----টি জমির পরিমাণ----একর(হেক্টর)

ঃ -----কাঠা (বর্গমিটার)-----টি জমির পরিমাণ----একর(হেক্টর)

ঃ -----কাঠা (বর্গমিটার)-----টি জমির পরিমাণ----একর(হেক্টর)

(খ) মোট প্লট-------টি মোট জমির পরিমাণ ----- একর (হেক্টর)

(গ) **অনাবাসিক প্লটের বিবরণ ঃ**

প্লটের সাইজ ও সংখ্যা ---------------------------

মোট জমির পরিমাণ ------------------ একর (হেক্টর)

সড়ক নেট ওয়ার্কের বিবরণ ঃ

প্রধান সড়ক --------------- ফুট/--------------- মিটার

মাধ্যমিক সড়ক --------------ফুট/------------- মিটার

অভ্যন্তরীন সংযোগ সড়ক ----------ফুট/--------- মিটার

অন্যান্য সড়ক -----------------ফুট/------------- মিটার

মোট সড়কের দৈর্ঘ্য পরিমাণ = ফুট -------------- মিটার

(ঘ) Footpath Madian, Island, Road Inter section, Foot over Bridge, Padestrian Facilities ইত্যাদির বিবরণ ঃ

(ঙ) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমির বিবরণ ঃ**

নার্সারী স্কুল --------টি, জমির পরিমাণ ঃ -------- একর (হেক্টর)

প্রাইমারী স্কুল -------টি, জমির পরিমাণ ঃ ------- একর (হেক্টর)

হাই স্কুল ----------টি, জমির পরিমাণ ঃ -------- একর (হেক্টর)

কলেজ/উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমির পরিমাণ ঃ ---একর (হেক্টর)

মোট জমির পরিমাণ ঃ ------------ একর (হেক্টর)

(চ) **স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ক্লিনিক/হাসপাতাল) এর জন্য সংরক্ষিত জমির বিবরণ ঃ** সংখ্যা ----টি, মোট জমির পরিমাণ ------ একর (হেক্টর)

(ছ) **পার্ক/খেলার মাঠ/উন্মুক্ত স্থান/সবুজ চত্বর ইত্যাদির বিবরণ ঃ**

খেলার মাঠ --------টি, জমির পরিমাণ ------- একর (হেক্টর)

পার্ক -----------টি, জমির পরিমাণ ---------- একর (হেক্টর)

উম্মুক্তাঞ্চল -------টি, জমির পরিমাণ -------- একর (হেক্টর)

সবুজ চত্বর........টি, জমির পরিমাণ ঃ ......একর (হেক্টর)

....

মোট জমির পরিমাণ.................একর (হেক্টর)

(জ) **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমির বিবরণ ঃ**

মসজিদ......টি, জমির পরিমাণ ঃ..............একর (হেক্টর)

অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমির সংরক্ষিত পরিমাণঃ .....একর (হেক্টর)

(ঝ) কবরস্থানের জন্য জমির পরিমাণঃ............... একর (হেক্টর)

(ঞ)কাঁচা বাজার/মার্কেট/শপিং কমপ্লেক্সের জমির পরিমাণ ঃ

সংখ্যা.........টি, মোট জমির পরিমাণ........... একর (হেক্টর)

(ট) কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের জমির সংরক্ষিত বিবরণঃ ....একর (হেক্টর)

(ঠ) **আনুষঙ্গিক সুবিধাদির জন্য চিহ্নিত স্থান ঃ**

.............পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য সংরক্ষিত জমির পরিমাণঃ........... একর (হেক্টর)

........বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য সংরক্ষিত জমির পরিমাণঃ ....একর (হেক্টর)

.........গ্যাস ব্যবস্থার জন্য সংরক্ষিত জমির

পরিমাণঃ ....একর (হেক্টর)

......পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপনের জন্য সংরক্ষিত জমির

পরিমাণঃ ....একর (হেক্টর)

......ফায়ার সার্ভিস স্থাপনের জন্য সংরক্ষিত জমির

পরিমাণঃ ....একর (হেক্টর)

......জনকল্যাণ সমিতির জন্য সংরক্ষিত জমির

পরিমাণঃ ....একর (হেক্টর)

......বাস স্টেশন স্থাপনের জন্য সংরক্ষিত জমির

পরিমাণঃ ....একর (হেক্টর)

...... পৌরসভা/পৌর কর্তৃপক্ষের জন্য সংরক্ষিত জমির

পরিমাণঃ ....একর (হেক্টর)

......ডাক বিভাগের জন্য সংরক্ষিত জমির

পরিমাণঃ ....একর (হেক্টর)

....

মোট জমির পরিমাণ ঃ..................... একর (হেক্টর)

(ড) অন্যান্য সুবিধাদির জন্য চিহ্নিত/সংরক্ষিত জমির বিবরণঃ

....

....

১২। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন হইলে সেই ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের বিবরণ, প্রকল্পের বাস্তবায়নের সর্বশেষ অবস্থা, উন্নয়নকৃত ও বরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা, হস্তান্তরিত প্লটের বিবরণ, ক্রেতা স্বার্থ সংরক্ষণে গৃহীত ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নির্মিত/ নির্মাণাধীন ইমারতের সংখ্যা, পরিবেশগত সমীক্ষা (Environmental Impact Assessment) উন্নয়ন কর্মসূচী ইত্যাদির উপর As-Built Development Plan সহকারে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ

১৩। প্রথম অনুমোদন বা পুনঃঅনুমোদন/সংশোধিত অনুমোদনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের যে সকল তথ্যাবলী, দলিলপত্র, নকশা/প্ল্যান ও ছাড়পত্র অবশ্যই আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ

(১) উপ-বিধি ১৪(১)(ঘ-ড) এর বর্ণনামতে সকল তথ্যাবলী, দলিলপত্র, সমীক্ষা প্রতিবেদন ঃ

(২) উপ-বিধি ১৪(১)(ঘ) হইতে (ড) এর বর্ণনামতে প্রকল্পের বিস্তারিত লে-আউট প্ল্যান অন্যান্য যাবতীয় নকশা/ম্যাপ/পরিকল্পনা এবং;

(৩) উপ-বিধি ১৪(১) (চ)(১) হইতে (৫) এর বর্ণনা মোতাবেক সকল ছাড়পত্র।

বিঃদ্রঃ– (ক) আবেদনপত্রের সহিত উপ-বিধি ১৪(১) এর বর্ণনা মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলীসহ এবং প্রকল্পের Detailed Layout Plan এবং অন্যান্য সকল নকশা/ম্যাপ/প্ল্যানের ২ (দুই) সেট করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

(খ) কর্তৃপক্ষ/কমিটি চাহিদা মোতাবেক অন্য যেকোন নকশা/প্ল্যান/তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে।

(গ) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান মোতাবেক (কোন সংশোধন থাকিলে উহা সন্নিবেশিত করিয়া) প্রকল্পের চূড়ান্তকৃত Detailed Layout Plan এবং অন্যান্য নকশা/ম্যাপ/প্ল্যানের ৭(সাত) সেট করিয়া দাখিল করিতে হইবে।

(ঘ) চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত Detailed Layout Plan এর এক কপি **Mylar Print** দাখিল করিতে হইবে।

(ঙ) সকল Map, Database, Report সমূহের ৩ (তিন) সেট Soft-Copy কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত Formate অনুযায়ী দাখিল করিতে হইবে।

১৪। প্রকল্প অনুমোদন/পুনঃঅনুমোদন/সংশোধন/নবায়ন ফি এর বিবরণ ঃ

টাকা .... (.......................) ব্যাংক .... শাখা .... এ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার নং.................. তারিখ................. এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা হইয়াছে (মূল রশিদ সংযুক্ত)।

আমি, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরে উল্লিখিত সকল তথ্যাদি সঠিক এবং কোন তথ্যই মিথ্যা পরিবেশন করা হয় নাই কিংবা গোপন করা হয় নাই। প্রদত্ত তথ্যাবলীতে কোন অসংগতি, মিথ্যা বা ভ্রান্তি মূলক তথ্য পাওয়া গেলে কর্তৃপক্ষ আমার জমাকৃত সকল ফি বাজেয়াপ্তসহ আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ সহকারে আবেদন বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

তারিখ ঃ.........................

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

পূর্ণ নাম.........................

পদবী...........................

প্রতিষ্ঠানের সীল..........................

ফোন................................

ফ্যাক্স নম্বর......................

ই-মেইল.......................

মোবাইল.........................

বিঃদ্রঃ–(ক) প্রদত্ত তথ্যাদির সপক্ষে কোন ব্যাখ্যা বা অন্য কোন তথ্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্যাডে অতিরিক্ত তথ্য আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) আবেদনপত্রে চাহিত কোন তথ্যাদি অসম্পূর্ণ থাকিলে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া করা হইবে না।

[১]তফসিল-৩
[বিধি ৯(১) এবং বিধি ১০(৩) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	জনসংখ্যার আকার											পরবর্তী যে কোন জনসংখ্যার ক্ষেত্রে হাজার প্রতি আদর্শ পরিমাণ একর (হেক্টর) অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে
	কমিউনিটি সেবাসমূহ	প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় সেবাসমূহ	২৫০০	৫০০ ০	১০০০ ০	১৫০০ ০	২০০০ ০	২৫০০ ০	৫০০০ ০	১০০০০ ০	১৫০০০ ০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
শিক্ষা												
১.	নার্সারি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়*	০.০৩৮ (.০১৫)	০.০৯৫ (.০৩৮)	০.১৯০ (০.০৭৬)	০.৩৮০ ((.১৫২)	০.৫৭০ (.২২৮)	০.৭৬০ (.৩০৪)	০.৯৫০ (.৩৮০)	১.৯০ (.৭৬০)	৩.৮০০ (১.৫২০)	৫.৭০০ (২.২৮০)	-
২.	মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজ*	০.০৪০ (.০১৬)	০.১০০ (.০৪০)	০.২০০ (.০৮০)	০.৪০০ (.১৬০)	০.৬০০ (.২৪১)	০.৮০০ (.৩২১)	১.০০০ (.৪০১)	২.০০০ (.৮০২)	৪.০০০ (১.৬০৪)	৬.০০০ (২.৪০৬)	-
স্বাস্থ্য সেবা												
৩.	ছোট ক্লিনিক এবং হাসপাতাল*	০.০৩০ (.০১২)	০.০৭৫ (.০৩০)	০.১৫০ (.০৬০)	০.৩০০ (.১২০)	০.৪৫০ (.১৮০)	০.৬০০ (.২৪১)	০.৭৫০ (.৩০১)	১.৫০০ (.৬০২)	৩.০০০ (১.২০৩)	৪.৫০০ (১.৮০৫)	-
কমিউনিটি সেবাসমূহ												
৪.	ক্রীড়াসংঘ এবং কমিউনিটি সেন্টার*	০.০২০ (.০০৮)	০.০৫০ (.০২০)	০.১০ (.০৪০)	০.২০ (.০৮০)	০.৩০ (.১২০)	০.৪০ (.১৬০)	০.৫০ (.২০১)	১.০০ (.৪০১)	২.০০ (.৮০২)	৩.০০ (১.২০)	-
বাণিজ্যিক												
৫.	কর্নার শপ/ বাজার/কাঁচা বাজার*	০.০৩০ (.০১২)	০.০৭৫ (.০৩০)	০.১৫০ (.০৬০)	০.৩০০ (.১২০)	০.৪৫০ (.১৮০)	০.৬০০ (.২৪১)	০.৭৫০ (.৩০১)	১.৫০০ (.৬০২)	৩.০০০ (১.২০৩)	৪.৫০০ (১.৮০৫)	-
প্রশাসনিক												
৬.	কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক ডিস্ট্রিক্ট (সিবিডি)*	০.০২০ (.০০৮)	০.০৫০ (.০২০)	০.১০ (.০৪০)	০.২০ (.০৮০)	০.৩০ (.১২০)	০.৪০ (.১৬০)	০.৫০ (.২০১)	১.০০ (.৪০১)	২.০০ (.৮০২)	৩.০০ (১.২১)	-

[১] *তফসিল-৩ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

কমিউনিটি সেবাসমূহ												
৭.	ধর্মীয় সেবা	০.০২০ (.০০৮)	০.০৫০ (.০২০)	০.১০ (.০৪০)	০.২০ (.০৮০)	০.৩০ (.১২০)	০.৪০ (.১৬০)	০.৫০ (.২০১)	১.০০ (.৪০১)	২.০০ (.৮০২)	৩.০০ (১.২০)	-
চিত্ত বিনোদন												
৮.	খেলার মাঠ	০.০৩০ (.০১২)	০.০৭৫ (.০৩০)	০.১৫০ (.০৬০)	০.৩০০ (.১২০)	০.৪৫০ (.১৮০)	০.৬০০ (.২৪১)	০.৭৫০ (.৩০১)	১.৫০০ (.৬০২)	৩.০০০ (১.২০৩)	৪.৫০০ (১.৮০৫)	-
৯.	পার্ক/লেক	০.০৩০ (.০১২)	০.০৭৫ (.০৩০)	০.১৫০ (.০৬০)	০.৩০০ (.১২০)	০.৪৫০ (.১৮০)	০.৬০০ (.২৪১)	০.৭৫০ (.৩০১)	১.৫০০ (.৬০২)	৩.০০০ (১.২০৩)	৪.৫০০ (১.৮০৫)	-
রাস্তা												
১০.	সব ধরনের আবাসিক রাস্তা*	০.৬০০ (১.৪৮৩)	১.৫০ (.৬০৭)	৩.০০ (১.২১)	৬.০০ (২.৪৩)	৯.০০ (৩.৬৪)	১২.০০ (৪.৮৬)	১৫.০০ (৬.০৮)	৩০.০০ (১২.১)	৬০ (২৪.৩)	৯০ (৩৬.৪)	-
১১.	কমিউনিটি সেবাসমূহের মোট জায়গার পরিমাণ (সর্বনিম্ন)	০.৮৫৮ (.৩৪৭)	২.১৬ (.৮৭)	৪.২৯ (১.৭৪)	৮.৫৮ (৩.৪৮)	১২.৮৭ (৫.২২)	১৭.১৬ (৬.৯৬)	২১.৪৬ (৮.৭০)	৪২.৯০ (১৭.৪০)	৮৫.৮০ (৩৪.৮০)	১২৮.৭০ (৫২.১৯)	-
১২.	নীট আবাসিক এলাকা	১.৯৯৯ (০.৮১০)	৫.০০ (২.০২)	১০.০০ (৪.০৫)	২০.০০ (৮.১২)	৩০.০০ (১২.১৮)	৪০.০০ (১৬.২৪)	৫০.০০ (২০.৩০)	১০০.০০ (৪০.৬০)	২০০.০১ (৮১.২০)	৩০০.০২ (১২১.৮১)	-
১৩.	সামগ্রীক (Gross) আবাসিক এলাকা	২.৮৫৭ (১.১৫৯)	৭.১৪ (২.৮৯)	১৪.২৮ (৫.৭৮)	২৮.৫৭ (১১.৫৬)	৪২.৮৫ (১৭.৩৪)	৫৭.১৪ (২৩.১২)	৭১.৪৩ (২৮.৯১)	১৪২.৮৫ (৫৭.৮১)	২৮৫.৭১ (১১৫.৬২)	৪২৮.৫৭ (১৭৩.৪৪)	-
১৪	জনসংখ্যা ঘনত্ব (একর প্রতি)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	৩৫০ (৮৬৪)	-

** সব ধরনের রাস্তা অন্তর্ভূক্ত (বিদ্যমান সরকারি রাস্তা ব্যতীত)।

বিঃদ্রঃ (১) প্রকল্প এলাকার আয়তন এবং রাস্তার পরিমাণ যাহাই হোক না কেন তফসিল-৩ এ বর্ণিত সার্ভিস ফ্যাসিলিটিস সমূহ অবশই লে-আউট প্ল্যানে সংস্থান করিতে হইবে।

(২) প্রকল্প এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের পরামর্শ ও নির্দেশনা (বিধি ১১ ও বিধি ১২) মোতাবেক বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৬) এর দফা (গ) অনুযায়ী বিভিন্ন (বিধি ১১ ও বিধি ১২) মোতাবেক বিধি ১০ এর উপ-বিধি (৬) এর দফা (গ) অনুযায়ী বিভিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিসের সংস্থান করিতে হইবে।

(৩) এই তফসিলের জনসংখ্যার যে কোন ভগ্নাংশের জন্য পরবর্তী এক হাজার জনসংখ্যার একক হিসেবে নাগরিক সুবিধাদির আয়তন নির্ধারিত হইবে।

(৪) বিধি ৮ অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন বা পৌর এলাকার অভ্যন্তরে ন্যূনতম প্রকল্প এলাকার ক্ষেত্রে তফসিল-৩ ছকের ন্যূনতম জনসংখ্যা (২৫০০ জন) এর জন্য নির্ধারিত কমিউনিটি সার্ভিস সমূহ প্রযোজ্য হইবে।

(৫) প্রকল্পের আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্বের ভিত্তিতে আরবান কমিউনিটি সার্ভিস ৩০% এর চেয়ে কম হইলে খেলার মাঠ অথবা নার্সারী এবং প্রাইমারী স্কুলে অবশিষ্ট অংশ সংস্থান করিয়া ৩০% আরবান কমিউনিটি সার্ভিস নিশ্চিত করিতে হইবে।

[১]তফসিল-৪

তত্ত্বাবধান সনদ (Certificate of Supervision)

[বিধি ১৬(৪) দ্রষ্টব্য]

প্রকল্পের নাম: ....

রাজউকের অনুমোদন নম্বর ও তারিখ: ....

মালিক/অনুমোদিত উন্নয়নকারীর ঠিকানা: ....

তত্ত্বাবধান/পরিদর্শন/ব্যপ্তিকাল/মেয়াদ: ....

....

তত্ত্বাবধানকৃত কাজের বিবরণ: ....

পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য: ....

সংযুক্ত নকশা/দলিলপত্রাদি ....

....

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপর্যুক্ত প্রকল্প আমি তত্ত্বাবধান করিয়াছি। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান ও প্রকল্প অনুমোদনকালীন প্রদত্ত শর্তানুযায়ী প্রকল্পটির গুণগতমান ও নির্মাণশৈলীর যথার্থতা নিশ্চিতকরণে আমি দায়ী থাকিব।

....

চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষর — তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/স্থপতি/পরিদর্শনকারীর নাম:

নাম:... নাম:...

ঠিকানা:... পেশাজীবী সংগঠনের নিবন্ধন নম্বর:

সীল: .... তারিখ:

সীল:..

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপর্যুক্ত পরিদর্শন তত্ত্বাবধান কাজের স্পষ্টতা প্রদানে সহায়ক অতিরিক্ত পৃষ্ঠা যোগ করা যাইতে পারে।

---

[১] তফসিল-৪ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১]তফসিল-৫ (ক)
উদ্যোক্তা তালিকাভুক্তি/নিবন্ধীকরণ ফরম
(বিধি-৩(১) এবং বিধি-৩(২) দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক ভবন, ঢাকা।

বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা-২০০৪ এর আওতায় আগ্রহী উদ্যোক্তা হিসেবে তালিকাভুক্তি/নিবন্ধীকরণের আবেদনপত্র।

১।	নাম ও ঠিকানা	ঃ
২।	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ঃ
৩।	প্রতিষ্ঠানের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সত্যায়িত কপি সংযুক্ত	ঃ
	করতে হবে) (ক) হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স	ঃ
	(খ) টি. আই. এন নম্বর (গ) মূল্য সংযোজন কর (VAT) নম্বর	ঃ
	(ঘ) মেমোরেন্ডাম অব আন্ডার স্ট্যান্ডিং এন্ড আর্টিকেলস অব	ঃ
	এসোসিয়েশন সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ
	(ঙ) কারিগরী জনবল	ঃ
	(চ) কারিগরী যন্ত্রপাতি	ঃ
৪।	কারিগরী যোগ্যতার বিবরণ ও প্রমাণপত্র	ঃ
৫।	অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে) (ক) ভূমি উন্নয়ন কাজ/প্রকল্প	ঃ
	বাস্তবায়ন (খ) আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন (গ) অন্যান্য সমতুল্য	ঃ
	প্রকল্প বাস্তবায়ন	ঃ
৬।	বিদ্যমান উদ্যোক্তা সম্পর্কিত বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) (ক)	ঃ
	প্রকল্পের নাম (খ) প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত বিবরণ (১) ভূমি	ঃ
	ব্যবহার ছাড়পত্রের নম্বর ও তারিখ	ঃ
	(২) অনুমোদনের স্মারক ও তারিখ	ঃ
	(৩) নকশা/লে-আউটের বিবরণ বাস্তবায়ন শুরুর	ঃ
	(গ) তারিখপ্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা সীটে	ঃ
	(ঘ)	
	সংযুক্ত করতে হবে)	
৭।	রিহ্যাব/বিএলডিএ বা ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের	ঃ
	সদস্য নম্বর ও সনদপত্রের সত্যায়িত কপি (যদি থাকে)	
৮।	নির্ধারিত ছকে দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা	ঃ
৯।	আবেদনপত্র ক্রয়ের ব্যাংক রশিদ নম্বর ও তারিখ (রশিদ সংযুক্ত	ঃ
	করতে হবে)	

বিঃ দ্রঃ প্রদত্ত তথ্যাবলীর স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাগজপত্র/প্রমাণাদির সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

তারিখঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল
পদবী...................................
প্রতিষ্ঠানের সীল টেলিফোন নম্বর........................
মোবাইল নম্বর..........................
ফ্যাক্স..................................
ই- মেইল...............................

---

[১] *তফসিল-৫(ক) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

[১]তফসিল-৫ (খ)
উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তি/নিবন্ধীকরণ ফরম
(বিধি-৬(১) এবং বিধি-৬(২) দ্রষ্টব্য)
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রাজউক ভবন, ঢাকা।

বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা-২০০৪ এর আওতায় উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তি/নিবন্ধীকরণের আবেদনপত্র।

১। নাম ও ঠিকানা ঃ
২। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ
৩। প্রতিষ্ঠানের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে) ঃ
  (ক) হাল নাগাদ ট্রেড লাইসেন্স ঃ
  (খ) টি. আই. এন নম্বর ঃ
  (গ) মূল্য সংযোজন কর (VAT) নম্বর ঃ
  (ঘ) মেমোরেন্ডাম অব আন্ডার স্ট্যান্ডিং এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ
  (ঙ) কারিগরী জনবল ঃ
  (চ) কারিগরী যন্ত্রপাতি ঃ
৪। কারিগরী যোগ্যতার বিবরণ ও প্রমাণপত্র ঃ
  (১) নিবন্ধিত পরিকল্পনাবিদের সম্মতিপত্র ও সনদপত্র।
  (২) নিবন্ধিত প্রকৌশলীর সম্মতিপত্র ও সনদপত্র।
  (৩) নিবন্ধিত স্থপতির সম্মতিপত্র ও সনদপত্র।
৫। অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে)
  (ক) ভূমি উন্নয়ন কাজ/প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ
  (খ) আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ
  (গ) অন্যান্য সমতুল্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ
৬। নির্ধারিত ছকে দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা ঃ
৭। আবেদনপত্র ক্রয়ের ব্যাংক রশিদ নম্বর ও তারিখ (রশিদ সংযুক্ত করতে হবে) ঃ

বিঃ দ্রঃ প্রদত্ত তথ্যাবলীর স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাগজপত্র/প্রমাণাদির সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে।

তারিখঃ

প্রতিষ্ঠানের সীল

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল
পদবী....................................
টেলিফোন নম্বর.........................
মোবাইল নম্বর...........................
ফ্যাক্স....................................
ই- মেইল.................................

---
[১] তফসিল-৫(খ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ১৪৬-আইন/২০১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১]তফসিল-৬

অঙ্গীকার নামার ফরম্যাট

[বিধি-৩(২) (ঞ) দ্রষ্টব্য]

অঙ্গীকার নামা

(৩০০/- টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর)

আমি/আমরা...

পিতা/স্বামী:...

বর্তমান ঠিকানা ....

স্থায়ী ঠিকানা ....

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে 'বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪' এর আওতায় .... (উদ্যোক্তা/উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান/কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি) হিসেবে তালিকাভুক্তি/নিবন্ধীকরণের জন্য অঙ্গীকার নামা প্রদান করিতেছি:-

১। Town Improvement Act, 1953 (Act No. XIII of 1953), Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এবং মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন) এর অধীন প্রণীত 'বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪' অনুসরণ পূর্বক করে সার্বিক দায়িত্ব পালন করিব।

২। মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬নং আইন) এবং Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর অধীন প্রণীত ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮ ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান অনুসারে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, নির্ধারিত ফরমে রিপোর্ট দাখিল, As built Development Plan ইত্যাদি প্রদান নিশ্চিত করিব।

৩। আমি/আমরা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নগর পরিকল্পনাবিদ), পরামর্শক কমিটি এবং লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনকারী কমিটি-এর নির্দেশ মোতাবেক তাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব এবং চাহিদা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানে বাধ্য থাকিব।

৪। 'বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪' মোতাবেক প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষ অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকল্প সংক্রান্ত কোন বিজ্ঞাপন প্রদান বা প্রচারনা করিব না। এই ধরনের বিধি বহির্ভূত কাজে লিপ্ত হলে কর্তৃপক্ষ আমার/আমাদের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে। ইহাতে আমার কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না।*

৫। আমি/আমার পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান) এর সদস্য পদের Code of Ethics অনুসারে দায়িত্ব পালন করিব এবং আমার কর্তৃক এহেন দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি বা গাফিলতি চিহ্নিত হইলে বা উপরোক্ত আইন/কোড/বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিলে আমার/আমাদের বিরুদ্ধে আমার/আমাদের পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা আমি/আমরা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিব (উপদেষ্ঠা প্রতিষ্ঠান/ফার্মের ক্ষেত্রে সকল কারিগরী ব্যক্তিবর্গকে আলাদা আলাদাভাবে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে।**

৬। উপরি-উক্ত কার্যক্রমসহ বিধি-বিধানের পরিপন্থী কোন অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তালিকাভূক্তি/নিবন্ধীকরণ বাতিলসহ কর্তৃপক্ষ আমার/আমাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

....

[১] *তফসিল-৬ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।*

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল (নাম সহকারে)

(বিঃদ্রঃ- প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নোটারী পাবলিক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত/সত্যায়িত হইতে হইবে)।
* ধারা ৪ উদ্যোক্তার জন্য প্রযোজ্য হইবে।
** ধারা ৫ উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান এবং কারিগরী বিশেষজ্ঞ/জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হইবে।

[১]তফসিল-৭
স্থপতি/প্রকৌশল/পরিকল্পনাবিদের প্রকল্পে নিয়োজিত হওয়ার সম্মতিপত্র
[বিধি-৩(২) (চ), (ছ), (জ) দ্রষ্টব্য]

আমি ....
পিতা ....
বর্তমান ঠিকানা ....
স্থায়ী ঠিকানা ....
আমি এই প্রতিষ্ঠান .... এ .... হিসাবে .... খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে নিয়োজিত/উপদেষ্টা হিসাবে আছি। এই প্রতিষ্ঠানের লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নসহ অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪, ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) নির্মাণ বিধিমালা, ২০০৮, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কার্য সম্পাদন করিব। পেশাজীবী সংগঠনে আমার সদস্য নং .... এবং রাজউক কার্যক্রম পালনের জন্য পেশাজীবী সংগঠনে আমার নিবন্ধন নম্বর.................................।

(..)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান)

ঠিকানা:

স্বাক্ষর:
নাম:
নাম:
(স্থপতি/প্রকৌশলী/পরিকল্পনাবিদ)
পদবী:
ঠিকানা:..

[১] তফসিল-৭ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১]তফসিল-৮

[বিধি ২ (ঝঝ) ও বিধি ৪ক দ্রষ্টব্য]

বিদ্যমান প্রকল্পের তালিকা

ক. অনুমোদিত বিদ্যমান প্রকল্পের তালিকা:

১। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর পল্লবী আবাসিক প্রকল্প (১ম পর্ব) এর ৩০.৪৪ একর (২১/০৩/১৯৮৪)।

২। বায়তুল আমান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি এর বায়তুল আমান কো-অপারেটিভ হাউজিং প্রকল্পের ১২.০০ একর (২৭/০৬/১৯৮৪)।

৩। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর আরামবাগ কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি (মিরপুর ল্যান্ড প্রজেক্টখ) এর (ক) ৭.৫৯ একর (১ম পর্যায়) (২০/০৮/১৯৮৪) এবং (খ) ২৪.৫০ একর (২য় পর্যায়) (২৩/০৬/১৯৮৬)।

৪। মোহাম্মদপুর হাউজিং পিসিকালচার এন্ড ফার্মিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর মোহাম্মদপুর হাউজিং পিসিকালচার এন্ড ফার্মিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ (পিসি কালচার হাউজিং) এর (ক) ৭.৮০ একর (১ম পর্যায়) (০৩/১২/১৯৮৫), এবং (খ) ৩৮.০১ একর (২য় পর্যায়) (১৬/০৩/১৯৮৭)।

৫। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর কল্যাণপুর ল্যান্ড প্রজেক্ট এর ৩.৫৪ একর (২৯/০৫/১৯৮৬)।

৬। আদর্শ ছায়ানীড় গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর ১.৪৯ একর (০৫/০৬/১৯৮৬)।

৭। শিকদার রিয়েল এস্টেট লিঃ এর শিকদার রিয়েল এস্টেট লিঃ প্রকল্পের (ক) ১২.৭৩ (১ম পর্যায়) (১৩/০৭/১৯৮৬) ও (খ) ২৮.২২ একর (২য় পর্যায়) (০৩/০৩/১৯৮৭)।

৮। আব্দুর রফিক হাউজিং লিঃ এর আব্দুর রফিক হাউজিং, মোহাম্মদপুর এর ১০.১৫ একর (১৭/০৭/১৯৮৬);

৯। সুনিবিড় গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর সুনবিড় গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি প্রকল্পের ১৮.৭১ একর (২০/০৪/১৯৮৭)।

১০। মেট্রোপলিটন খৃষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ এর মেট্রোপলিটন খৃষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ হাউজিং প্রকল্পের কমবেশী ৫.০০ একর (১৮/০৮/১৯৮৭)।

১১। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর বনশ্রী নিউ টাউন (বনশ্রী ও আফতাব নগর) আবাসিক প্রকল্পের ১৩১০.০০ একর (উক্ত প্রকল্পের ১৫১৫.৭০ একরের অন্তর্ভূক্ত সংশোধিত ও সম্প্রসারিত এলাকা অনুমোদিত নয়) (২১/০৯/১৯৮৭)।

১২। ইস্টার্ন হাউজিং লিঃ এর মহানগর প্রকল্পের ১৯৭.২১ একর (উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত ১০৮ একর অনুমোদিত নয়) (২১/০৯/১৯৮৭)।

১৩। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর পল্লবী ২য় পর্ব (গোড়ান চটবাড়ী) আবাসিক প্রকল্পের ২৩২.২৭ একর (উক্ত প্রকল্পের ৩৩৫.৪১ একরের অন্তর্ভূক্ত সংশোধিত ও সম্প্রসারিত এলাকা অনুমোদিত নয়) (২২/১০/১৯৮৭)।

১৪। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর বাগবাড়ী, মিরপুর (শশী মহল ল্যান্ড প্রজেক্ট) এর ৩.৭৪ একর (২২/১০/১৯৮৭)।

১৫। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর কে, এম দাস লেন আবাসিক প্রকল্পের ১.৩৩ একর (২২/১০/১৯৮৭)।

১৬। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর রায়ের বাজার প্রকল্পের ৩.৩২ একর (২২/১০/১৯৮৭)।

১৭। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর পোস্তগোলা আবাসিক প্রকল্পের ২.২২ একর (২২/১০/১৯৮৭)।

১৮। ক্যাপ হাসন হাউজিং লিঃ এর ক্যাপ হাসন হাউজিজং প্রকল্পের ৬.১৩ একর (০২/১১/১৯৮৭)।

১৯। ইস্ট ওয়েস্ট প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ লিঃ এর বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পের (১ম পর্ব) ৩০৫.০০ একর এর মধ্যে ব্লক-এ, বি, সি(পূর্ণ) এবং ডি,ই,এফ (আংশিক) (৩০/১২/১৯৮৭, ১৩/১০/১৯৮৮, ৩০/০৭/১৯৯০, ২৪/১২/১৯৯০)।

২০। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর পোস্তগোলা রিভারভিউ ল্যান্ড প্রজেক্ট এর ৯.৫৯ একর (১৮/০৯/১৯৮৯)।

২১। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর বাসাবো আবাসিক প্রকল্পের ৩.০৩ একর (১৮/০৯/১৯৮৯)।

২২। জনতা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর জনতা হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রকল্পের ৪.৬৩ একর (২১/০৭/১৯৯০)।

---

[১] তফসিল-৮ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ২২৫-আইন/২০১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২৩। মুক্তি রিয়েল এস্টেট লিঃ এর মুক্তি আবাসিক প্রকল্পের ২.৩১ একর (২৪/০৯/১৯৯০)।

২৪। শেলটেক প্রাইভেট লিঃ এর মল্লিকা আবাসিক প্রকল্পের ৪.৫৩ একর (০১/০৭/১৯৯০)।

২৫। প্রবাল হাউজিং লিঃ এর প্রবাল হাউজিং লিঃ প্রকল্পের ২.৮০ একর (৩০/০৪/১৯৯২)।

২৬। ইস্টার্ণ হাউজিং লিঃ এর নিকেতন আবাসিক প্রকল্পের ৫৮.৬৪ একর (২৯/০৯/২০০৩)।

খ. অনুমোদিত বিদ্যমান প্রকল্পের তালিকা:

১। সাভার থানাধীন খাগান ও অন্যান্য মৌজাস্থিত আমিন মোহাম্মদ ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর আশুলিয়া মডেল টাউন এর কমবেশি ৫০০ বিঘা ভূমির উপর প্রকল্প অনুমোদন (আবেদনের তারিখ: ২০/০৪/২০০৩ইং)।

২। মাতুয়াইল, দক্ষিণগাঁও ও কামারপাড়া মৌজাস্থিত এলাকায় আমিন মোহাম্মদ ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লিঃ কর্তৃক ৫০০ বিঘা জমির উপর প্রকল্প অনুমোদনের আবেদন (আবেদনের তারিখ: ২৯/০৩/২০০০ইং)।

৩। বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্প (বারিধারা) নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদন (আবেদনের তারিখ: ২৭/০৪/২০০৪, মৌজার নাম ও জমির পরিমাণ উল্লেখ নেই)।

৪। বসুন্ধরা রিভারভিউ আবাসিক প্রকল্প নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদন (আবেদনের তারিখ: ২৭/০৪/২০০৪, মৌজার নাম ও জমির পরিমাণ উল্লেখ নেই)।

৫। নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন উত্তর চানপুর ও কেওঢালা মৌজায় অবস্থিত ইস্ট টাউন, গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানাধীন গুটিয়া ও বাদেপলাসোনা মৌজায় নর্থ টাউন ও ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ বাঘের মৌজায় অবস্থিত সাউথ টাউন আবাসিক প্রকল্প প্রসংগে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিঃ (আবেদনের তারিখ: ১৯/১১/২০০৩, জমির পরিমাণ উল্লেখ নেই)।

৬। নারায়ণগঞ্জ জেলার দেউলপাড়া মৌজাস্থিত কমবেশি ১১.০৭ একর জমির তানিনকুঞ্জ হাউজিং প্রকল্প বিষয় কর্তৃপক্ষের ০৪/২০০৩ তম সাধারণ সভায় ১১.০৩ একর ভূমির উপর ভূমি ব্যবহার অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হয়।

৭। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন কোনাখোলা, রায়তন্ত্রী, বোয়ালী ও ব্রাক্ষণকিত্তা মৌজাস্থিত কমবেশি ৩১০.৫০ একর জমির উপর শরীফ হাউজিং কোং লিঃ কর্তৃক স্মারক নং- রাজউক/নঃপঃ/৬-১৭৭/৭৯ স্থাঃ, তাং-১৬/০৬/২০০৩ এর মাধ্যমে অনাপত্তি প্রদান করা হয়।

৮। জোয়ার সাহারা, দক্ষিণ খান ও বরুয়া মৌজার বনানী প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট (প্রাঃ) লিঃ এর বনরূপা আবাসিক প্রকল্পের বিষয়ে স্মারক নং-রাজউক/নঃপঃ/৬-১৬৯/৪১২স্থাঃ, তাং-১৫/০৭/৯৯ইং এর মাধ্যমে অনাপত্তি পত্র প্রদান করা হয়।

৯। নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার চরচেঙ্গাকান্দি ও পিরোজপুর মৌজায় কমবেশী ২৫ (পঁচিশ) বিঘা জমিতে আবাসিক ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করা হয়, স্মারক নং-রাজউক/নঃপঃ/৬-১৯০/৬৬স্থা, তাং-২৯/০২/২০০১ইং এর মাধ্যমে কনকর্ড ল্যান্ডস ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর অনুকূলে প্রদান করা হয়।

১০। ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন, মাতুয়াইল মৌজায় কমবেশি ৮.৬৮ একর ভূমিতে ব্রাক কনকর্ড ল্যান্ডস লিঃ এর আবাসিক প্রকল্পের ভূমি ব্যবহার তথ্যপত্র অনুমোদন করা হয়, স্মারক নং-রাজউক/নঃপঃ/২১-২৩(অংশ-৪৬)১০৭স্থাঃ, তাং-০৮/০৮/২০০১ইং এর মাধ্যমে।

১১। স্বদেশ প্রপার্টিজ লিঃ এর স্বর্ণালী আবাসিক প্রকল্প এর ১০০ বিঘা জমির উপর আবাসিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গত ০৩/০৬/২০০৩ তারিখে আবেদন করা হয়।

১২। স্বদেশ প্রপার্টিজ লিঃ এর সানভ্যালি আবাসিক প্রকল্পের ১১০ বিঘা জমির উপর আবাসিক প্রকল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গত ১২/০৪/২০০৪ তারিখে আবেদন করা হয়।

বাংলাদেশ গেজেট
সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০১৮
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ৩০ মাঘ, ১৪২৪/১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০ মাঘ, ১৪২৪ মোতাবেক ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০১৮ সনের ১০ নং আইন

বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিনিয়োগকারীগণকে তাহাদের প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগ এর জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান দ্রুত উন্নয়নের স্বার্থে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নকল্পে বিনিয়োগকারীগণকে তাহাদের প্রস্তাবিত কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগ এর জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান নিশ্চিতকরণার্থে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–(১) এই আইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ কেন্দ্র" অর্থ ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র;

(২) "ওয়ান স্টপ সার্ভিস" অর্থ এই আইনের অধীন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক কেন্দ্র কর্তৃক তফসিল-খ তে বর্ণিত কোনো সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া;

(৩) "কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ;

(৪) "তফসিল" অর্থ এই আইনের নিম্নবর্ণিত কোন তফসিল, যথা:-

(ক) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের তালিকা তফসিল-ক; এবং

(খ) সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সেবাসমূহের তালিকা তফসিল-খ;

(৫) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৬) "ফোকাল পয়েন্ট" অর্থ ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি; এবং

(৭) "সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ" অর্থ তফসিল-খ এ উল্লিখিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ।

৩। আইনের প্রাধান্য।–(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ, প্রকল্প বা উদ্যোগ বাস্তবায়ন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আইনের অধীন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সম্পর্কিত বিধানাবলি নিম্নবর্ণিত অবস্থাধীনেও কার্যকর থাকিবে, যথা:-

(ক) অন্য কোনো আইনের অধীন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে;

(খ) সুবিধা ও প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে;

(গ) কোনো কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের ক্ষেত্রে;

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত হয় নাই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এইরূপ কোনো ক্ষেত্রে।

(২) এই আইনের অধীন কোনো সেবা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের ক্ষেত্রে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের বিধান যদি এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইন বা আইনের বিধান যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ, ইত্যাদি।—(১) তফসিল-ক এ উল্লিখিত যে কোনো সংস্থা যে আইন বা আইনগত দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উহার কার্যপরিধিভুক্ত যে কোন প্রকল্প বা উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য কোনো উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারীকে প্রয়োজনীয় যে কোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয়ে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, গঠিত হইবে।

(৩) তফসিল-ক এ উল্লিখিত সংস্থার প্রধান নির্বাহী কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষেরও প্রধান নির্বাহী হিসাবে গণ্য হইবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময়সীমা অনুসরণে সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্টকৃত ফি আদায় সাপেক্ষে, ও সময়সীমা অনুযায়ী সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদান নিশ্চিত করিবে।

(৫) সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিজ সংস্থার উপযুক্ত কর্মচারীকে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করিবে, যিনি এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে গণ্য হইবেন এবং তিনি নিজ সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবার অধিকারী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ফোকাল পয়েন্ট কোনো বিশেষ কারণে কোনো কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম না হইলে তাৎক্ষণিকভাবে তাহার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা দ্রুততম সময়ের মধ্যে চাহিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামে অভিহিত হউক না কেন, প্রদান করিবে।

৫। আঞ্চলিক কেন্দ্র।—(১) সরকার, তফসিল-ক এ উল্লিখিত কোনো সংস্থার প্রস্তাব বিবেচনাক্রমে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত অঞ্চলের জন্য উক্ত সংস্থার আওতাধীন সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয়ে আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র গঠন করিতে পারিবে।

(২) আঞ্চলিক কেন্দ্র ওয়ান স্টপ সার্ভিস পদ্ধতে সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানের জন্য দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ।–(১) কোনো উদ্যোক্তা বা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহিলে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্রে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আবেদন পত্রটি উহার সভায় উপস্থাপন করিবে এবং আবেদনকারী কর্তৃক চাহিত প্রয়োজনীয় সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা (প্রযোয্য ক্ষেত্রে), লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদানপূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) আবেদনকারী আবেদন দাখিলের পূর্বে তাহার প্রস্তাবিত উদ্যোগ বা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট, ছাড়পত্র, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, বিষয়ে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কেন্দ্র কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারীর সহিত আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা ও তথ্য আদান-প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) আবেদনকারীকে কেন্দ্রীয় ওয়অন স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কোনো সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট পৃথক কোনো আবেদন করিতে হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রে চাহিত সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণে কাগজাদি প্রেরণ করিবে, যাহা সংশ্লিষ্ট সংস্থা উহার দাপ্তরিক রেকর্ডের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবে।

৭। ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটি।–(১) এই আইনের অধীন ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম তদারকির জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন মন্ত্রীকে প্রধান করিয়া প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটির কার্যপরিধি উক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের দায়বদ্ধতা।–(১) আঞ্চলিক কেন্দ্র উহার সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের নিকট এবং কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ উহার নিজের এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে ষান্মাসিক ভিত্তিতে সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) সরকার প্রতিবেদন পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ, আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা উহার ফোকাল পয়েন্টের কার্য সম্পাদনে অবহেলা, অনীহা বা অনিয়মের উপাদান রহিয়াছে মর্মে নিশ্চিত হইলে ধারা ৯ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা পালনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত রাখিবে।

৯। জবাবদিহিতা।–(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ফোকাল পয়েন্ট এই আইনের অধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন বা কার্য সম্পাদন না করিলে উহা তাহার অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ফোকাল পয়েন্টের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অসদাচরণ পরিলক্ষিত হইলে, কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক কেন্দ্র উক্ত ফোকাল পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে এতদ্ সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অবহিত হইবার পর উক্ত ফোকাল পয়েন্টের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা তাহার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সরকার এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। অসুবিধা দূরীকরণ।—এই আইনের বিধান অনুযায়ী ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সেবা, সুবিধা, প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, পারমিট বা ছাড়পত্র প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে, উক্তরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থে সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার,সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic Enghish Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল-ক
[ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) ও ধারা ৪(১) দ্রষ্টব্য]
কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষের তালিকা:

১। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
২। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ;
৩। বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ;
৪। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ।

তফসিল-খ

[ধারা ২ এর উপ-ধারা (৪) ও (৭) দ্রষ্টব্য]

সেবা, সুবিধা ও প্রণোদনা, লাইসেন্স, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ এবং সেবাসমূহের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা, সুবিধা ও প্রণোদনা, অনুমতি, ছাড়পত্র বা পারমিট প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ
১	২	৩
১।	ছাড়পত্র, কোম্পানি নিবন্ধন, আর্টিক্যালস অব এ্যাসোসিয়েশন ও মেমোরেন্ডাম অব এ্যাসোসিয়েশন এবং শেয়ার ট্রান্সফার	যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়
২।	নিবাসী ও অনিবাসী ভিসা	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
৩।	অর্থনৈতিক অঞ্চল, পার্ক ইত্যাদি ঘোষণা	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৪।	অর্থনৈতিক এলাকার (রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, অর্থনৈতিক অঞ্চল, পার্ক ইত্যাদি) অভ্যন্তরে ভূমি বরাদ্দ, ব্যাংক ঋণ এর অনাপত্তিপত্র, নমুনা প্রেরণের অনুমতি, সাবকন্ট্রাক্ট প্রদানের অনুমতি, বিনিয়োগ প্রস্তাব/প্রকল্প ছাড়পত্র ও অফসোর ব্যাংকিং লাইসেন্স এর অনাপত্তিপত্র	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
৫।	ওয়ার্ক পারমিট প্রদান	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৬।	ট্রেড লাইসেন্স	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, যেমন- সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ
৭।	উদ্যোক্তাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে ভূমি অধিগ্রহণ	ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জেলা প্রশাসন ও প্রত্যাশী সংস্থা
৮।	ভূমির ক্রয় ও লিজ দলিল রেজিস্ট্রেশন	নিবন্ধন পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সকল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস
৯।	নামজারি	সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস
১০।	পরিবেশগত ছাড়পত্র	পরিবেশ অধিদপ্তর
১১।	নির্মাণ পারমিট	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ ও পূর্ত কাজের অনুমোদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
১২।	বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ওয়ারিং সংক্রান্ত ছাড়পত্র ও জেনারেটর স্থাপনের অনুমতি	বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বিদ্যুৎ সংযোগ

		প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পূর্ত কাজের অনুমোদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ
১৩।	কলকারখানার মেশিন লে আউট প্ল্যান অনুমোদন এবং কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন ও সংশোধন	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
১৪।	বিদ্যুৎ সংযোগ	বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন বিদ্যু বিতরণ সংস্থাসমূহ, যেমন- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, নর্থ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ ও অন্যান্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা
১৫।	গ্যাস সংযোগ	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর আওতাধীন গ্যাস বিতরণ সংস্থাসমূহ, যেমন-তিতাস গ্যাস ট্র্যান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, জালালাবাদ গ্যাস ট্র্যান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ, কর্নফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিঃ ও অন্যান্য গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান
১৬।	পানি সংযোগ ও পয়ঃনিষ্কাশন	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা
১৭।	টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড
১৮।	অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সেবা ও ছাড়পত্র	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৯।	বিস্ফোরক লাইসেন্স	বিস্ফোরক অধিদপ্তর
২০।	বয়লার সার্টিফিকেট, বয়লার নিবন্ধন ও সনদপত্র নবায়ন	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়
২১।	ডিভিডেন্ট, রেমিটেন্স ও ক্যাপিটাল এর প্রত্যাবাসন	বাংলাদেশ ব্যাংক
২২।	বিভিন্ন প্রকার প্রণোদনা, আমদানি ও রপ্তানি, বন্ড লাইসেন্স ও কাস্টমস সংক্রান্ত ছাড়পত্র	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
২৩।	টি আই এন ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২৪।	স্থানীয় ক্রয় ও বিক্রয়ের ছাড়পত্র	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
২৫।	আমদানি ও রপ্তানি পারমিট জারিকরণ, বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র, রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র এবং ইনডেন্টিং নিবন্ধন সনদপত্র	আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
২৬।	সার্টিফিকেট অব অরিজিন	বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

২৭।	পানি ও বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের অনুমতি	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ অধিদপ্তর।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ গেজেট
রবিবার, মে ১০, ২০২০
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং-১০৭-আইন/২০২০- ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১১ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা-

১। **বিধিমালার নাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।-** (১) এ ই বিধিমালা ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০ নামে অবহিত হইবে।

(২) ইহা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার অধিক্ষেত্র ব্যতিত বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সকল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে এই, বিধিমালায়-

(ক) **"আইন"** অর্থ ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮(২০১৮ সনের ১০ নং আইন);

(খ) **"আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র"** অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র;

(গ) **"আবেদনকারী"** অর্থ কোন সেবার জন্য আবেদনকারী কোন ব্যক্তি;

(ঘ) **"আবেদনপত্র"** অর্থ কোন সেবার জন্য কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ কেন্দ্র বরাবর বিধি ৮ এর অধীন দাখিলকৃত কোন আবেদন;

(ঙ) **"ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল"** অর্থ বিধি ৬ এর অধীন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল;

(চ) **"কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ;

(ছ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(জ) **"নির্ধারিত সময়"** অর্থ তফসিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত সেবার বিপরীতে কলাম (৪) এ উল্লিখিত সময়;

(ঝ) **"নির্বাহী চেয়ারম্যান"** অর্থ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নির্বাহী পরিষদের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(ঞ) **"ফোকাল পয়েন্ট"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত ফোকাল পয়েন্ট;

(ট) **"বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ"** অর্থ "বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৬ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;

(ঠ) **"ব্যক্তি"** অর্থ যেকোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশিদারি কারবার, ফার্ম বা অন্যকোন সংস্থাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ড) **"সেবা"** অর্থ তফসিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত কোন সেবা;

(ঢ) **"সেবা প্রদানকারী সংস্থা"** অর্থ তফসিলের কলাম(২) এ উল্লিখিত সেবার বিপরীতে কলাম (৩) এ উল্লিখিত সেবা প্রদানকারী সংস্থা; এবং

(ণ) **"স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর"** অর্থ বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২)(ক) এর অধীন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনের যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ গঠন ও উহার কার্যাবলী।-** (১) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) নির্বাহী চেয়ারম্যান যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত উহার নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য;

(গ) প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক মনোনীত উহার ফোকাল পয়েন্ট; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক (ওয়ান স্টপ সার্ভিস), যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা-

(ক) ওয়ান স্টপ সার্ভিস পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের জন্য স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর প্রণয়ন;

(খ) আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শও সহায়তা প্রদান;

(গ) আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র ও ফোকাল পয়েন্টকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্রের কার্যাবলি নির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;

(ঙ) আবেদন পত্রসমূহের অগ্রগতি গতি পর্যবেক্ষণ এবং অনিষ্পন্ন আবেদনপত্র, যদি থাকে, দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) ওয়ান স্টপ সার্ভিস পরিবীক্ষণ সেল গঠন এবং উহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি নির্ধারণ;

(জ) উপরি-বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য।

৪। আঞ্চলিক **ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র গঠন ও উহার কার্যাবলী।-** (১) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত অন্য স্থানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় কার্যালয়ের বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সেবা প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক মনোনীত উহার ফোকাল পয়েন্ট; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথা-

(ক) স্টান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরণপূর্বক সেবা প্রদান এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শও সহায়তা প্রদান;

(গ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্টকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) আবেদন পত্রসমূহের অগ্রগতি গতি পর্যবেক্ষণ এবং অনিষ্পন্ন আবেদনপত্র, যদি থাকে, দ্রুত নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উক্ত সেবা প্রদান বিষয়ে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবে।

৫। **ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ**, ক্ষমতা ও **কার্যাবলী**। - (১) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্রের চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থা ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করিবে।

(২) ফোকাল পয়েন্ট কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র হইতে বা সরাসরি আবেদনকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র নির্ধারিত সময় ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) ফোকাল পয়েন্ট আবেদনকারীর স্ব-প্রত্যয়নের ভিত্তিতে, তথ্য বা দলিলের আংশিক অসম্পূর্ণতা থাকা সত্বেও, কোন আবেদন বিবেচনাক্রমে সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল নিম্নরূপ ক্ষেত্রে স্ব-প্রত্যয়নের ভিত্তিতে সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করা যাইবে; যথা:-

(ক) আবেদকারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বা কোন বিশেষ অবস্থাধীনে আবেদনপত্রের সহিত কোন তথ্য বা দলিল দাখিল করা সম্ভব না হইলে;

(খ) স্ব-প্রত্যয়নের ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত তথ্য বা দলিল প্রাপ্তির পর আবেদন নিস্পত্তি করিতে তফসিলে নির্ধারিত সময়ের ব্যত্যয় ঘটিবে না।

(৪) ফোকাল পয়েন্ট আবেদনকারীর নিকট হইতে কোন স্পষ্টীকরণ মনে করিলে বা কোন তথ্য বা দলিলের অসম্পূর্ণতা দেখিলে বা অতিরিক্ত কোন তথ্য বা দলিল আবশ্যক মনে করিলে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বা ক্ষেত্রমত, পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীর নিকট হইতে উহা তলব করিতে পারিবেন।

(৫) ফোকাল পয়েন্ট আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৬) আবেদনপত্র ও উহার সহিত সংযুক্ত তথ্য বা দলিলাদি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে ফোকাল পয়েন্ট চাহিত সেবা অনুমোদনপূর্বক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বা, ক্ষেত্রমতে, পত্রের মাধ্যমে আবেদনকারীকে অনুমতিপত্র প্রেরণ করিবেন।

(৭) আবেদনপত্র ও উহার সহিত সংযুক্ত তথ্য বা দলিলাদি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট না হইলে ফোকাল পয়েন্ট কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনটি নামঞ্জুর করিতে পারিবেন এবং উহা আবেদনকারীকে তাৎক্ষনিক অবহিত করিবেন

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন কোন আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে, সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী নামঞ্জুর আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্য দিবসের মধ্যে পূণঃবিবেচনার আবেদন করিতে পারিবেন।

(৯) পূণঃবিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর অনুসরণ করিতে হইবে।

(১০) কোন আবেদনকারী কেবল মূল আবেদনপত্র বা পূণঃবিবেচনার আবেদন খারিজ হইবার কারণে নতুন করিয়া আবেদনপত্র দাখিল করা হইতে বারিত হইবেন না।

৬। **ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল স্থাপন**।- ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অটোমেশন পদ্ধতিতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টাল স্থাপন করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্তরূপ পোর্টাল স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে উক্ত সুবিধাদি গ্রহণ করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রদত্ত সেবার বিপরীতে আবেদনকারীর নিকট হইতে ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

৭। **আবেদন ফরমসহ অন্যান্য ফরম সহজলভ্যকরণ এবং তথ্য প্রদর্শন**।-(১) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্রের ফরমসহ অন্যান্য ফরম প্রণয়ন করিবে ও উহাদেও সহজ লভ্যতা নিশ্চিত করিবে।

(২) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এইরুপ কোন স্থান এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিসে সংযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে আবেদন ফরম এবং অন্যান্য তথ্য হালনাগাদ করিবে এবং সার্বক্ষণিক অনলাইন সার্ভার চালু রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।

৮। **ওয়ান স্টপ সার্ভিস সুবিধা গ্রহণের আবেদনপত্র দাখিল ও প্রক্রিয়াকরণ**। - (১) ওয়ান স্টপ সার্ভিসের সুবিধা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক প্রত্যেক আবেদনকারীকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পের্টালে নিবন্ধনপূর্বক লগ ইন করিয়া আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে আবেদনপত্র দাখিল করা সম্ভব না হইলে ম্যানুয়ালি আবেদনপত্র দাখিল করা যাইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য, দলিল ও ফি (যদি থাকে), দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি ও প্রদত্ত তথ্য সঠিক মর্মে আবেদনকারীকে অঙ্গীকার করিতে হইবে।

(৪) সেবা গ্রহণের জন্য আবেদনকারীকে সেবার বিপরীতে ধার্য্যকৃত ফি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে জমা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ফি জমার তথ্যসমূহ আবেদনপত্রের ফরমে উল্লেখ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ফি প্রদানের ব্যবস্থা না থাকিলে অথবা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ফি প্রদান করা সম্ভব না হইলে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষে বা, ক্ষেত্রমত, অঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র কর্তৃক সুপারিশকৃত পদ্ধতিতে ফি প্রদান করা হইবে।

(৫) তফসিলের কলাম (৪)এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করা না হইলে অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে তফসিরের কলাম(৩)-এ বর্ণিত সেবা প্রদানকারী সংস্থার প্রধানের নিকট উহা স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে প্রেরিত হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী সংস্থা প্রধানের নিকট অগ্রায়ন হওয়ার ৬ ঘন্টা পূর্বে (অফিস চলাকালীন সময়ে) মোবাইলে এস এমএস ও ইমেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করা হইবে এবং প্রতিটি আবেদনপত্র জমাদানের তারিখ ব্যতিরেকে পরবর্তী কর্মদিবস হইতে আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের সময় গণনা করা হইবে।

৯। **ওয়ান স্টপ সার্ভিস হেল্প ডেস্ক**।-(১) ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান বিষয়ক তথ্যাদি ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র ওয়ান স্টপ সার্ভিস হেল্প ডেস্ক স্থাপন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ওয়ান স্টপ সার্ভিস হেল্প ডেস্ক উক্তরূপ কার্য পরিচালনা সক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে হেল্প ডেস্ক পরিচালনার সহযোগিতা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) ওয়ান স্টপ সার্ভিস হেল্প ডেস্ক কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবে।

১০। **সভা**।- (১) কেন্দ্রীয় ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র, সময় সময়, সভা আহবান করিয়া আবেদনপত্রসমূহের হাল নাগাদ অবস্থা পর্যালোচনা করিবে এবং দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ বা আঞ্চলিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র প্রধান যেকোন সময়ে সভা আহবান করিতে পারিবে।

(৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

ব্যাখ্যা। - এই বিধির উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে "সভা" অর্থে ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্যকোন ডিজিটাল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভা অন্তর্ভূক্ত হইবে।

১১। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ পাঠ প্রকাশ**।- (১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মাধ্যমে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

তফসিল
(বিধি ২ এর দফা (২) দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	সেবার নাম	সেবা প্রদানকারী সংস্থা	নির্ধারিত সময় (কর্মদিবস)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	ট্রেড লাইসেন্স	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন	০১
২	**কোম্পানি নিবন্ধন**		
	(ক) নামের ছাড়পত্র	যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়	০১
	(খ) সার্টিফিকেশন অব ইনকর্পোরেশন		০১
	(গ) সার্টিফিকেট অব কমেন্সমেন্ট অব বিজনেস		০১
	(ঘ) আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন অনুমোদন		০৩
	(ঙ)মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন অনুমোদন		০৩
	(চ) শেয়ার ট্রান্সফার		০৭
	(ছ)মেমোরেন্ডাম/আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন সংশোধনী		০৭
	(জ) পরিচালক পরিবর্তন		০৭
	(ঝ) অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করা		০৩
৩	**ভূমি ক্রয়ের নিবন্ধন**		
	(ক) ভূমি ক্রয় দলিল/ইজারা চুক্তিনামা রেজিস্ট্রেশন/বায়না দলিল/ভূমি সংক্রান্ত আমমোক্তারনামা	নিবন্ধন পরিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সকল সাবরেজিস্ট্রি অফিস	০১
	(খ) নিবন্ধিত দলিলের নকল সরবরাহ		০৩
৪	নামজারী ও জমা খারিজ	সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস	২৮

৫	**বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সেবাসমূহ**		
	(ক) শিল্প রেজিস্ট্রেশন	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	০১
	(খ) ব্রাঞ্চ, লিঁয়াজো ও বাণিজ্যিক অফিস স্থাপনের অনুমতিপত্র প্রদান		১৫
	(গ)নিবাসী/অনিবাসী ভিসা/ভিসা অন এরাইভাল সুপারিশ (শিল্প)		০১
	(ঘ)নিবাসী/অনিবাসী ভিসা সুপারিশ (বাণিজ্যিক)		০১
	(ঙ) নতুন কর্মানুমতিপত্র প্রদান (শিল্প)		০৩
	(চ) নতুন কর্মানুমতিপত্র প্রদান (বাণিজ্যিক)		১৬
	(ছ) কর্মানুমতিপত্র নবায়ন (শিল্প)		০৩
	(জ) কর্মানুমতিপত্র নবায়ন (বাণিজ্যিক)		১৬
	(ঝ) শিল্প আইআরসি সুপারিশ প্রদান		১০
	(ঞ) ইম্পোর্ট পারমিটের সুপারিশ প্রদান		০১
	(ট) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির সনদ প্রদান		০১
	(ঠ) নিয়ন্ত্রিত পণ্য আমদানির সুপারিশ		০১
	(ড) নিবন্ধনপত্র সংশোধনী প্রদান		০১
	(ঢ) ফরেন রেমিট্যান্স প্রদানের অনুমতি দান		০৭
৬	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন শ্রেণির ভিসা প্রদান	বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৭
৭	**নিবাসী অনিবাসী ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ**		
	(ক) ই ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ	ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	০৭
	(খ) ই১ ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ		০৭
	(গ) পিআই ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ		০৭
	(ঘ) এ৩ ভিসার মেয়াদ বর্ধিতকরণ		০৭
৮	**ভিসা শ্রেণি পরিবর্তন ও মেয়াদ বর্ধিতকরণ এবং নিরাপত্তা ছাড়পত্র**		

	শ্রেণি পরিবর্তনসহ ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সুপারিশ/সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স/এসবির প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে)		সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৭
	ভিসার জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি)’র প্রতিবেদন দাখিল		স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), বাংলাদেশ পুলিশ	২১
	নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য এসবি-এর প্রতিবেদন দাখিল			৩০
	নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য এনএসআই-এর প্রতিবেদন দাখিল		এনএসআই	৩০
	ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের জন্য সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ইস্যুকরণ (প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে)		সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০৩
৯	**বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সেবাসমূহ**			
	(ক) শিল্প আইআরসি প্রদান		আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০৩
	(খ) নমুনা আমদানি/রপ্তানি অনুমতি		আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০৩
	(গ) নিয়ন্ত্রিত পণ্য আমদানি অনুমতি (পোষকের সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে)		আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর	০৩
১০	ভূমি অধিগ্রহণ		(ক) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (গ) ভূমি মন্ত্রণালয়	(ক) ০১ (খ) ৯০ (গ) ৬০
১১	**পরিবেশগত ছাড়পত্র**			
	সবুজ	পরিবেশগত	পরিবেশ অধিদপ্তর	০৭
	কমলা-ক	পরিবেশগত		০৭
		অবস্থানগত		১৫
	কমলা-খ	পরিবেশগত		২০
		অবস্থানগত		২১
		পরিবেশগত		৩০

	লাল	অবস্থানগত		৪৫
		ইআইএ অনুমোদন		৩০
১২	**পরিবেশগত ছাড়পত্র**			
	সবুজ	পরিবেশগত	পরিবেশ অধিদপ্তর	০৭
	কমলা-ক	পরিবেশগত		০৭
	কমলা-খ	পরিবেশগত		২০
	লাল	পরিবেশগত		৩০
১৩	**ভবন নির্মাণ**			
	(ক) ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র		রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ	১৫
	(খ) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদান			১৫
	(গ) সরেজমিন পরিদর্শন			০৩
	(ঘ) ইমারত নির্মাণ অনুমোদন			২০
	(ঙ) বসবাস বা ব্যবহার সনদ			০৭
১৪	**বৈদ্যুতিক সংযোগ**			
	(ক) কারিগরি তদন্ত ও জরিপ কাজ সম্পন্ন		বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহ	০৫
	(খ) লোড বরাদ্দ			১০
	(গ) ডিমান্ড নোট ইস্যু			০২
	(ঘ) টাকা জমাদান			০৪
	(ঙ) মিটার সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সংযোগ			০৭
১৫	গ্যাস সংযোগ অনুমোদন প্রদান		জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন গ্যাস বিতরণকারী সংস্থাসমূহ	৩০
১৬	পানি সংযোগ ও পয়ঃনিষ্কাশন		সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা	০৭
১৭	টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ		বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিঃ	০৩

১৮	**অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সেবা ও ছাড়পত্র**		
	(ক) অগ্নি নিরাপত্তা পরিকল্পনা অনুমোদন	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	৩০
	(খ) অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স অনুমোদন (চূড়ান্ত পরিদর্শনসহ)		২১
	(গ) অগ্নি নিরাপত্তা লাইসেন্স নবায়ন		১৫
১৯	বিস্ফোরক লাইসেন্স		
	(ক) বিস্ফোরক লাইসেন্স ইস্যুকরণ	বিস্ফোরক অধিদপ্তর	২১
	(খ) বিস্ফোরক লাইসেন্স নবায়ন		২২
২০	কলকারখানার লাইসেন্স		
	(ক) লাইসেন্স প্রদান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	১৫
	(খ) কলখানার মেশিন লেআউট প্ল্যান অনুমোদন		১০
	(গ) লাইসেন্স নবায়ন ও সংশোধন		১০
২১	বয়লার স্থাপন		
	(ক) বয়লার আমদানীর অনাপত্তি সনদ	প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়	০৩
	(খ) বয়লার নিবন্ধন ও সনদ ইস্যুকরণ		১৪
	(গ) বয়লার সনদপত্র নবায়ন (পরিদর্শন সহ)		২১
	(ঘ) মালিকানা পরিবর্তন(নাম/ঠিকানা)		১৫
২২	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংক্রান্ত		
	(ক) টিআইএন রেজিস্ট্রেশন	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	০১
	(খ) ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন		০১
	(গ) বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার		০১
	(ঘ) বন্ড লাইসেন্স		১৫
	(ঙ) কাস্টম সংক্রান্ত ছাড়পত্র		০১
	(চ) শুল্ক/কর প্রত্যার্পন		১৫
	(ছ) ইউটিলাইজেশন পারমিট		০৩
২৩	সার্টিফিকেট অব অরিজিন	বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, চেম্বার অব কমার্স	০২
			০২
২৪	ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন	বিজিএমইএ	০২
২৫	মার্ক লাইসেন্স ইস্যুকরণ (পরিদর্শন সহ)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন, শিল্প মন্ত্রণালয়	২২
২৬	বাংলাদেশ ব্যাংকের সেবাসমূহ		
	(ক) বিডায় রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত বেসরকারি শিল্প প্রকল্প কর্তৃক(Off-Shore		১৫

	Banking Unit (BOU) হতে বৈদেশিক মুদ্রায় মেয়াদী ঋণ গ্রহণের অনুমতি;	বাংলাদেশ ব্যাংক	
	(খ) (Stock Exchange - এ অ-তালিকাভূক্ত কোম্পানিতে নিবাসী হতে অনিবাসী, অনিবাসী হতে নিবাসী এবংঅনিবাসী হতে অনিবাসীর অনুকূলে শেয়ার ইস্যু/হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয় অবহিতকরণ		১০
	(গ) প্রফিট ও ডিভিডেন্ট প্রত্যাবসন		১০
	(ঘ) সাধারণ প্রাধিকার বহির্ভূত কনসালট্যান্সি ফী প্রেরণ সংক্রান্ত অনুমতি		০৭
	(ঙ) (Stock Exchange - এ অ-তালিকাভূক্ত কোম্পানিতে অনিবাসী কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার নিবাসীর নিকট বিক্রয়ের ফলে প্রাপ্ত বিক্রয় লব্ধ অর্থ এবং কোম্পানির অবলুপ্তির ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে অবশিষ্ট অর্থ বিদেশে প্রত্যাবর্তন।		১৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ জিয়াউল হক
পরিচালক

Abbreviations

BOD	Biological Oxygen Demand
Bq/1	Becquerel/litre
Buildg. Const. Act	Building Construction Act
CFC	Chloro Fluoro Carbon
Cr.P.C.	Code of Criminal Procedure, 1898
dBa	Decibels (a circuitry)
DO	Dissolved Oxygen
DoE	Department of Environment
ECA	Bangladesh Environment Conservation Act, 1995
ECR	Environment Conservation Rules, 1997
EIA	Environmental Impact Assessment
EMP	Environmental Management Plan
Env.	Environment
ETP	Effluent Treatment Plant
ibid	*ibidem*- in the same place
IEE	Initial Environmental Examination
MoEFCC	Ministry of Environment, Forest and Climate Change
MoL	Ministry of Law, Justice & Parliamentary Affairs
Ord.	Ordinance
PCB	Poly Chlorinated Biphenyl
PCT	Poly Chlorinated Try phenyl
pH	Negative logarithm of Hydrogen Ion concentration
ppm	Parts per million.
SPM	Suspended Particulate Matter
w.e.f.	with effect from
পঃ সঃ আইন	পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
পঃ সঃ বিধিমালা	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
পঃ আঃ আইন	পরিবেশ আদালত আইন

Notes

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....